বেদান্ত-দর্শনম্।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃত **শারীরকভাষ্য**—

শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রকৃত **ভামতী** টীকোপেতম্—

স্বর্গীয় পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত

সূত্রার্থসংক্ষেপ-ভাষ্যানুবাদসমেতম্

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থেন

প্রতিসংস্কৃতং সম্পাদিতঞ্চ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারেণ চ

প্রকাশিতম্

কলিকাতা-রাজধান্যাম্।

২১।১ ঝামাপুকুর লেন।

প্রথম খণ্ড—মূল্য ৬৲

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১৫৲ নির্দ্ধারিত হইল।

প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ

বেদান্ত-দর্শনম্।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃত **শারীরকভাষ্য**-

শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রকৃত **ভামতী**-নামকতট্টীকোপেতম্—

স্বর্গীয় পণ্ডিতবর কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত

সূত্রার্থসংক্ষেপ-ভাষ্যানুবাদসমেতম্

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থেন

প্রতিসংস্কৃতং সম্পাদিতঞ্চ

শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্যেণ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারেণ চ

প্রকাশিতম্

কলিকাতা-রাজধান্যাম্।

২১।১ ঝামাপুকুর লেন।

ভূমিকা

বহুকাল পূর্ব্বে স্বনামধন্য পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ মহোদয়ের অনুবাদসহকৃত শাঙ্করভাষ্য ও ভামতী-টীকাসমন্বিত ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বেদান্তবাগীশমহাশয় অনুবাদকার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার অনুবাদ যে, সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়, সে কথা না বলিলেও চলে। দীর্ঘকাল পরে সে পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় জ্ঞানপিপাসু বিদ্বৎ-সমাজ অনেক দিন যাবৎ বিশেষভাবে ঐরূপ পুস্তকের অভাব অনুভব করিতেছিলেন।

আচার্য্য রামানুজকৃত শ্রীভাষ্যসহ বেদান্তদর্শন আমার কৃত টিপ্পনী ও বিস্তৃত অনুবাদসহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পর, অনেকে আমাকে শাঙ্করভাষ্য-সহ বেদান্তদর্শনের ঐরূপ একটী সংস্করণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নের ফলে আজ পর্য্যন্ত আমি সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই; ইত্যবসরে স্বর্গীয় বেদান্তবাগীশমহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ হরিপদ ভট্টাচার্য্য ও স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহোদয় আমাকে এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের সম্পাদকতা গ্রহণের অনুরোধ করেন, আমিও সানন্দচিত্তে তাঁহাদের অনুরোধে সম্মত হইয়া পুস্তকের সম্পাদনভার গ্রহণ করি।

আমাকে এ কার্য্যে বিশেষ কিছু করিতে হয় নাই। এ পুস্তকে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদই সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার অনুবাদ আক্ষরিক নহে—ভাবানুবাদ। ইহাতে মূলের সমস্ত কথাই বিচ্ছিন্নভাবে সংকলিত আছে। যে যে স্থানে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি বা অপূর্ণতা লক্ষিত হইয়াছে, কেবল সেই সকল স্থানেই অল্পমাত্র পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে, এবং পুস্তকের উপাদেয়তা ও পাঠ-সৌকর্য্যার্থ কোন কোন স্থলে নূতন বিষয়ও সংযোজিত করা হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে বিস্তৃত ভূমিকা প্রদত্ত হইবে।

নানা কারণে দুই একস্থানে সাধারণ ভুল রহিয়াছে, পুস্তকের শেষে তাহার সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে।

পাঠার্থিগণ যাহাতে অনায়াসে এ পুস্তক ক্রয় করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ইহার মূল্য যতদূর সম্ভব কম করা হইল। সম্পূর্ণ চারি অধ্যায় পুস্তকের মূল্য—আট টাকা মাত্র নির্দ্ধারিত হইল। পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির মূল্য ক্রমশঃ এমন ভাবে

কম করিয়া ধরা হইবে, যাহাতে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৮৲ টাকার অধিক হইতে না পারে; অতএব এই প্রথম খণ্ডের মূল্যাধিক্য দেখিয়া কেহই ভীত বা নিরস্ত হইবেন না। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড যত সত্বর প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে। আশা করি, এ পুস্তক সহৃদয় পাঠকবর্গের প্রীতিকর হইবে। কিমধিকমিতি।

ভবানীপুর—
ভাগবত চতুষ্পাঠী,
কলিকাতা।

শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

প্রথম সংস্করণের পাতনিকা।

নির্ণয় সংশয়-সাপেক্ষ। সংশয় না থাকিলে নির্ণয়-ইচ্ছা অথবা বিচারপ্রবৃত্তি কিছুই হয় না। যাহাতে সংশয় থাকে তাহাই নির্ণেয় হয়—বিচার্য্য হয়—যদি তাহাতে প্রয়োজন থাকে। সংশয় নাই, প্রয়োজন নাই, অথচ বিচার,—এরূপ হয় না। ঐ অব্যভিচরিত নিয়মের প্রতি ও জ্ঞান-ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্যই মনে হইতে পারে যে, আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বেদান্তশাস্ত্র বৃথা বা নিষ্ফল। কেননা, প্রাণিমাত্রেরই অসন্দিগ্ধ আত্মজ্ঞান আছে; সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। সকলেই আমি আমি করে,—সকলেই অহং এতদ্রূপে আপনাকে জানে,—আমি হঁ্যা কি না, আছি কি না, কেহই এরূপ সন্দেহ করে না। সুতরাং অহং-এতদ্রূপ স্বানুভব প্রমাণের দ্বারা স্থির হয় যে, প্রাণিমাত্রেই অসন্দিগ্ধ আত্মজ্ঞানী। যদি তাহাই হইল,—অর্থাৎ যদি প্রাণিমাত্রেরই স্বভাবতঃ আত্মজ্ঞান থাকিল,—তাহা হইলে তাহার আবার নির্ণয় কি? নূতন কি নির্ণয় হইবে? বিচারে কি ফল ফলিবে? তাহার জন্য শাস্ত্র কেন? আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বেদান্তশাস্ত্র নিষ্ফল—পিষ্টপেষণতুল্য নিষ্ফল। পক্ষান্তরে আবার ইহাও মনে হইতে পারে যে, না—বেদান্তশাস্ত্র নিষ্ফল নহে,—সফল। কেন-না, মনুষ্যমাত্রেই আত্মজ্ঞানী, সকলেই আপনাকে জানে, আপনাকে অহং এতদ্রূপে অনুভব করে,—একথা সত্য; কিন্তু তাহারা আপনার অব্যভিচরিত স্থিরতর রূপটি জানে না। তাহাদের সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান আছে সত্য; কিন্তু তদ্বিষয়ে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান নাই। অর্থাৎ "আমি অমুক বা এতৎস্বরূপ" এরূপ কোন স্থিরতর জ্ঞান নাই। থাকিলে কেন তাহারা একবার দেহাদির প্রতি আত্মজ্ঞান (আমি এতদ্রূপ জ্ঞান) স্থাপন করিয়া আবার তাহাদিগকেই আমার বলিয়া উল্লেখ করে? জীব একবার বলে—আমার দেহ, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আবার বলে—আমি খঞ্জ, আমি কুব্জ, আমি অন্ধ, আমি বামন, আমি উন্মত্ত। অতএব "আমি"-জ্ঞানের স্থির অবলম্বন না থাকায় আমি বা আত্মা কেবল "আমি"-জ্ঞানের জ্ঞেয় এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কাজেই স্বীকার করিতে হইতেছে, জীবের সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান থাকিলেও তাহার বিশেষতত্ত্ব জানা নাই। যখন বিশেষতত্ত্ব জানা নাই তখন অবশ্যই সংশয় আছে। স্পষ্টাকারে না থাকুক, অন্ততঃ সূক্ষ্মাকারেও আছে। সে সংশয় ব্যবহারকালে উপস্থিত না হউক, প্রণিধানকালে উপস্থিত হয়। মোহকালে না হউক, স্থৈর্য্য-কালে হয়। জীব যখনই স্থিরচিত্তে ভাবিবে যে "আমি কি? কিংস্বরূপ?" তখনই সে সংশয়িত হইবে—বুদ্ধি আমি? না মন আমি? কি আমি? এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া, ভগবান শঙ্করাচার্য্য, প্রথমতঃ "আমি" "আমার" ইত্যাদি অনাদিসিদ্ধ ও লোকসিদ্ধ ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল তত্ত্ব কি? কারণই

বা কি? তাহা নির্ণয় করিয়াছেন, পশ্চাৎ তদনুযায়ী যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া সুগভীর ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ প্রথমাংশটি 'তাঁহার' ভাষ্যের ভূমিকাস্বরূপ। এক্ষণে উহা অধ্যাস-ভাষ্য নামে বিখ্যাত। এমন চমৎকার ভূমিকা কোনও ব্যাখ্যাকার লিখিতে পারেন নাই। এই ভূমিকার দ্বারাই তিনি অধ্যাসবাদ বা ভ্রমবাদ দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, জীব 'আমি আমি' করে বটে; কিন্তু তাহার যথার্থ স্বরূপটি যে কি—তাহা তাহারা জানে না। কারণ কেবল মাত্র অহংবৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ "আমি"-জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানা যায় না। অহংবৃত্তির প্রতি বিশ্বাস কি? উহা কখন দেহাদি অবলম্বন করিয়া উদিত হইতেছে, কখন বা কেবলমাত্র চৈতন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেছে। সুতরাং আমি বা আত্মা অহংবৃত্তির অর্থাৎ আমি-এতদ্রূপ জ্ঞানের স্থির বিষয় বা অব্যভিচরিত অবলম্বন নহে। সংসারকালে, মোহকালে, ব্যবহারকালে, ঐ তত্ত্বের প্রস্ফুরণ হয় না বটে; কিন্তু প্রণিধানকালে উহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। প্রণিধানকালে ইহাও প্রতীত হয় যে, চৈতন্যরূপী আত্মা বা আমি অহংবৃত্তিব ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ অহংবৃত্তি-উপলক্ষিত স্ফুরণ মাত্র অথচ তদ্বৃত্তির সহিত তাহার লিপ্ততা নাই। সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। তবে যে দেহাদির সহিত তাহার লিপ্ততাপ্রতীতি হয় —তাহা বিভ্রম ভিন্ন কিছু নহে। বিভ্রম বা অধ্যাস বলেই ঐরূপ অবিরুদ্ধ প্রতীতি হইয়া থাকে। যদিও অধ্যাসের বিরুদ্ধে যুক্তি থাকা দৃষ্ট হয়—অর্থাৎ অহংজ্ঞান অধ্যস্ত নহে, এরূপ প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, তথাপি তাহা (অধ্যাস) অনিবার্য্য, শত সহস্র যুক্তি একত্রিত হইলেও অহংজ্ঞানের অধ্যস্ততা নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে না। এই অভিপ্রায়ে, ঐ তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য, জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ জীবের অহংজ্ঞান অধ্যস্ত কি না, এইরূপ একটী শঙ্কা উত্থাপন করিয়া সে শঙ্কা যুক্তির দ্বারা "অধ্যস্ত না" এইরূপ দৃঢ় করিয়া পশ্চাৎ তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যুষ্মদ্‌……যুক্তং,—এই পর্য্যন্ত শঙ্কাভাষ্য এবং তথাপি……ব্যবহারঃ;—এই পর্য্যন্ত তাহার পরিহার-ভাষ্য।

প্রথম অধ্যায়ের পাদ-সূচী।

প্রথম অধ্যায়ের অধিকরণানুযায়ী প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচী।

দ্বিতীয় পাদ

তৃতীয় পাদ

চতুর্থপাদ

প্রথম অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত।

বেদান্তদর্শনম্

'ভামতী'-টীকান্বিত-শাঙ্করভাষ্য-সহিতম্।

প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

টীকাকৃতো মঙ্গলাচরণম্।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

অনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাদ্বিতয়সচিবস্য প্রভবতো-
বিবর্ত্তা যস্যৈতে বিয়দনিল-তেজোঽববনয়ঃ।
যতশ্চাভূদ্বিশ্বং চরমচরমুচ্চাবচমিদম্,
নমামস্তদ্ব্রহ্মাপরিমিতসুখজ্ঞানমমৃতম্ ॥ ১ ॥
নিঃশ্বসিতমস্য বেদা বীক্ষিতমেতস্য পঞ্চ ভূতানি।
স্মিতমেতস্য চরাচর-মস্য চ সুপ্তং মহাপ্রলয়ঃ ॥ ২ ॥
ষড়্ভিরঙ্গৈরুপেতায় বিবিধৈরব্যয়ৈরপি।
শাশ্বতায় নমস্কুর্ম্মো বেদায় চ ভবায় চ ॥ ৩ ॥
মার্ত্তণ্ডতিলকস্বামি-মহাগণপতীন্ বয়ম্।
বিশ্ববন্দ্যান্ নমস্যামঃ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মসূত্রকৃতে তস্মৈ বেদব্যাসায় বেধসে।
জ্ঞানশক্ত্যবতারায় নমো ভগবতো হরেঃ ॥ ৫ ॥
নত্বা বিশুদ্ধবিজ্ঞানং শঙ্করং করুণাকরম্।
ভাষ্যং প্রসন্নগম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে ॥ ৬ ॥
আচার্য্যকৃতিনিবেশনমপ্যবধূতং বচোঽস্মদাদীনাম্।
রথ্যোদকমিব গঙ্গা-প্রবাহপাতঃ পবিত্রয়তি ॥ ৭ ॥

টীকাপ্রারম্ভঃ।

অথ যদসন্দিগ্ধমপ্রয়োজনং চ, ন তৎ প্রেক্ষাবৎ-প্রতিপিৎসাগোচরঃ, যথা সমনস্কেন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টঃ স্ফীতালোকমধ্যবর্ত্তী ঘটঃ, করটদন্তো বা; তথা চেদং ব্রহ্ম, ইতি ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিঃ। তথাহি, "বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাদ্বা আত্মৈব ব্রহ্মেতি গীয়তে। স চায়মাকীটপতঙ্গেভ্য আ চ দেবর্ষিভ্যঃ প্রাণভৃন্মাত্র-স্যেদংকারাস্পদেভ্যো দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়েভ্যো বিবেকেনাহমিতি অসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তাপরোক্ষানুভবসিদ্ধ ইতি ন জিজ্ঞাসাস্পদম্। ন হি জাতু কশ্চিদত্র সংদিগ্ধে—অহং বা নাহং বেতি; ন চ বিপর্য্যস্যতি—নাহমেবেতি। ন চ অহং কৃশঃ স্থূলো গচ্ছামীত্যাদিদেহধর্ম্ম-সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ দেহালম্বনোঽয়মহংকার ইতি সাম্প্রতম্। তদালম্বনত্বে হি 'যোঽহং বাল্যে পিতরাবন্বভবম্, স এব স্থাবিরে প্রণপ্তৄননুভবামি' ইতি প্রতিসন্ধানং ন ভবেৎ। ন হি বালস্থবিরয়োঃ শরীরয়োরস্তি মনাগপি প্রত্যভিজ্ঞানগন্ধঃ; যেনৈকত্বমধ্যবসীয়েত। তস্মাৎ যেষু ব্যাবর্ত্তমানেষু যদনুবর্ত্ততে, তৎ তেভ্যো ভিন্নম্; যথা কুসুমেভ্যঃ সূত্রম্। তথা চ বালাদিশরীরেষু ব্যাবর্ত্তমানেষ্বপি পরস্পরমহংকারাস্পদমনুবর্ত্তমানং তেভ্যো ভিদ্যতে। অপি চ, স্বপ্নান্তে দিব্যং শরীরভেদমাস্থায় তদুচিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জানঃ প্রতিবুদ্ধো মনুষ্যশরীরমাত্মানং পশ্যন্ 'নাহং দেবো মনুষ্য এব' ইতি দেবশরীরে বাধ্যমানেঽপ্যহমাস্পদমবাধ্যমানং শরীরাদ্ভিন্নং প্রতিপদ্যতে। অপি চ যোগব্যাঘ্রঃ শরীরভেদেঽপ্যাত্মানমভিন্নমনুভবতীতি নাহংকারালম্বনং দেহঃ। অতএব নেন্দ্রিয়াণ্যপ্যস্যালম্বনম্। ইন্দ্রিয়ভেদেঽপি 'যোঽহমদ্রাক্ষং, স এবৈতর্হি স্পৃশামি', ইত্যহমালম্বনস্য প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। বিষয়েভ্যস্তস্য বিবেকঃ সুবীয়ানেব। বুদ্ধিমনসোশ্চ করণয়োরহমিতি কর্ত্তৃপ্রতিভাসপ্রত্যানালম্বনত্বাযোগঃ। কৃশোঽহমন্ধোঽহমিত্যাদয়ঃ প্রয়োগা অসত্যপ্যভেদে কথঞ্চিৎ 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি'ইত্যাদিবদৌপচারিকা ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। তস্মাদিদংকারাস্পদেভ্যো দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ স্ফুটতরাহমনুভবগম্য আত্মা সংশয়াভাবাদজিজ্ঞাস্য ইতি সিদ্ধম্। অপ্রয়োজনত্বাচ্চ। তথাহি,—সংসারনিবৃত্তিরপবর্গ ইহ প্রয়োজনং বিবক্ষিতম্। সংসারশ্চ আত্মযাথাত্ম্যাননুভবনিমিত্ত আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন নিবর্ত্তনীয়ঃ। স চেদয়মনাদিরনাদিনাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেন সহানুবর্ত্ততে, কুতোঽস্য নিবৃত্তিঃ? অবিরোধাৎ। কুতশ্চাত্মযাথাত্ম্যাননুভবঃ? নহ্যহমিত্যনুভবাদন্যদাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানমস্তি। ন চাহমিতি সর্ব্বজনীনস্ফুটতরানুভবসমর্থিত আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্তঃ শক্য উপনিষদাং সহস্রৈরপ্যন্যথয়িতুম্, অনুভববিরোধাৎ। ন হ্যাগমাঃ সহস্রমপি ঘটং পটয়িতুমীশতে। তস্মাদনুভববিরোধাদুপচরিতার্থা এবোপনিষদ ইতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ—ইত্যাশয়বানাশঙ্ক্য পরিহরতি—যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োরিতি।

———

ভাষ্যপ্রারম্ভঃ।

যুষ্মদস্মৎ-প্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়-বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধ-

অত্র চ যুষ্মদস্মদিত্যাদির্মিথ্যা ভবিতুং যুক্তমিত্যন্তঃ শঙ্কাগ্রন্থঃ। তথাপীত্যাদিঃ পরিহারগ্রন্থঃ। তথাপীত্যভিসম্বন্ধাৎ শঙ্কায়াং যদ্যপীতি পঠিতব্যম্। ইদমস্মৎ-প্রত্যয়-গোচরয়োরিতি বক্তব্যে যুষ্মদ্গ্রহণমত্যন্তভেদোপলক্ষণার্থম্। যথা হি অহংকার-প্রতিযোগী ত্বংকারঃ, নৈবমিদংকারঃ; 'এতে বয়ম্', 'ইমে বয়মাস্মহে' ইতি বহুলং প্রয়োগদর্শনাদিতি। চিৎস্বভাব আত্মা বিষয়ী, জড়স্বভাবা বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহবিষয়া বিষয়াঃ। এতে হি চিদাত্মানং বিষিন্বন্তি অববধ্নন্তি—স্বেন রূপেণ নিরূপণীয়ং কুর্ব্বন্তীতি যাবৎ। পরস্পরানধ্যাসহেতাবত্যন্তবৈলক্ষণ্যে দৃষ্টান্তঃ 'তমঃপ্রকাশবৎ' ইতি। ন হি জাতু কশ্চিৎ সমুদাচরদ্‌বৃত্তিনী প্রকাশ-তমসী পরস্পরাত্মতয়া প্রতিপত্তুমর্হতি। তদিদমুক্তম্ 'ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ' ইতি। ইতরেতরভাব ইতরেতরত্বম্, তাদাত্ম্যমিতি যাবৎ; তস্যানুপপত্তাবিতি। স্যাদেতৎ; মা ভূৎ ধর্ম্মিণোঃ পরস্পরভাবঃ, তদ্ধর্ম্মাণান্তু জাড্যচৈতন্যনিত্যত্বানিত্যত্বাদীনামিতরেতরাধ্যাসো ভবিষ্যতি। দৃশ্যতে

অনুবাদ।—এখানে যুষ্মৎপদের অর্থ—অনাত্মা জড়পদার্থমাত্র, যাহাকে 'ইদং' (এই) বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় (১); আর অস্মৎপদের অর্থ—চিৎস্বভাব আত্মা (ব্রহ্ম)। তন্মধ্যে অস্মৎপদার্থ চিৎস্বভাব আত্মা হয় বিষয়ী—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক বিষয় আছে বলিয়াই তিনি বিষয়ী, আর যুষ্মৎপদার্থ—জড় বস্তু হয়

---

(১) শঙ্করের এই ভাষ্য-ভূমিকার নাম 'অধ্যাসভাষ্য'। ইহাতে তিনি উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন যে, আমাদের যে, 'আমি স্থূল, কৃশ, আমি কর্ত্তা ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা শ্রোতা, আমি চেতন সুখী দুঃখী জ্ঞাতা' ইত্যাদি ব্যবহার, তৎসমস্তই অধ্যাসমূলক। অধ্যাস অর্থই ভ্রম—একেতে অপরের আরোপ মাত্র। সেই অধ্যাসে কখনও বস্তুদ্বয়ের অভেদারোপ, কখনও বা তদুভয়ের ধর্ম্মমাত্রেরও আরোপ হইয়া থাকে। তদনুসারে কখনও—'আমি মনুষ্য ও স্থূল' এইরূপ ব্যবহার হয়, কখনও বা আমার দেহ ও আমি দেহী, এবং আমি অন্ধ ও আমার চক্ষু ইত্যাদি ব্যবহার হয়। আবার কখন কখন 'আমি চেতন, জ্ঞাতা ও ভোক্তা, এবং আমার বুদ্ধি ও আমার ভোগ' ইত্যাদি বিচিত্র ব্যবহারের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

উল্লিখিত উদাহরণ স্থলে বুঝিতে হইবে, অগ্রে আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর অধ্যাস হয়, পরে তদুভয়ের ধর্ম্মসমূহেরও যথাসম্ভব অধ্যাস হয়। ধর্ম্মীর অধ্যাস ব্যতীত কখনও ধর্ম্মের অধ্যাস হইতে পারে না। বলা আবশ্যক যে, একমাত্র রূপের অধ্যাস স্থলে এ নিয়ম খাটে না।

এখানে আশঙ্কা হইতেছে এই যে,—যে সমুদয় বস্তুর মধ্যে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে, সেই সমুদয় বস্তুরই পরস্পর অধ্যাস হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে; যেমন শুক্তিতে রজতের, রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয়। কিন্তু যাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, তাহাদের অধ্যাস হইবার পক্ষে কোনই দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। আত্মা চিৎস্বভাব, জড়ের বিপরীত; আর অনাত্মা জড়পদার্থ চৈতন্যের বিপরীতস্বভাব; সুতরাং তদুভয়ের মধ্যে এমন কোনও সাদৃশ্য নাই, যাহা অবলম্বনে ঐ প্রকার পরস্পরাধ্যাস সম্ভবপর হইতে পারে; অতএব অধ্যাসভাষ্য সঙ্গতার্থক নহে। এই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্তই প্রথমে 'যুষ্মদস্মৎ' ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন; এবং আত্মা ও অনাত্মার অধ্যাস যে সম্ভবপর, তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

হি ধর্ম্মিণোর্ব্বিবেকগ্রহণেঽপি তদ্ধর্ম্মাণামধ্যাসঃ; যথা কুসুমান্তেদেন গৃহ্যমাণেঽপি স্ফটিকমণাবতিস্বচ্ছতয়া জবাকুসুমপ্রতিবিম্বোদ্গ্রাহিণি অরুণঃ স্ফটিক ইত্যারুণ্য-বিভ্রমঃ, ইত্যত উক্তম্ 'তদ্ধর্ম্মাণামপি' ইতি। ইতরেতরত্র ধর্ম্মিণি ধর্ম্মাণাং ভাবো বিনিময়ঃ, তস্যানুপপত্তিঃ। অয়মভিসন্ধিঃ—রূপবদ্ধি দ্রব্যম্ অতিস্বচ্ছতয়া রূপবতো দ্রব্যান্তরস্য তদ্বিবেকেন গৃহ্যমাণস্যাপি ছায়াং গৃহ্ণীয়াৎ; চিদাত্মা তু অরূপো বিষয়ী ন বিষয়চ্ছায়ামুদ্গ্রাহয়িতুমর্হতি। যথাহুঃ—"শব্দগন্ধরসানাঞ্চ কীদৃশী প্রতিবিম্বতা" ইতি।

তদিহ পারিশেষ্যাদ্বিষয়বিষয়িণোরন্যোন্যাত্মসম্ভেদেনৈব তদ্ধর্ম্মাণামপি পরস্পর-সম্ভেদেন বিনিময়াত্মনা ভবিতব্যম্, তৌ চেদ্ধর্ম্মিণাবত্যন্তবিবেকেন গৃহ্যমাণাব-সম্ভিন্নৌ, অসংভিন্নাঃ সুতরাং তয়োর্ধর্ম্মাঃ, স্বাশ্রয়াভ্যাং ব্যবধানেন দূরাপেতত্বাৎ। তদিদমুক্তং সুতরামিতি। তদ্বিপর্য্যয়েণেতি। বিষয়বিপর্য্যয়েণেত্যর্থঃ। মিথ্যা-শব্দোঽপহ্নববচনঃ। এতদুক্তং ভবতি—অধ্যাসো ভেদাগ্রহেণ ব্যাপ্তঃ, তদ্বিরুদ্ধ-শ্চেহাস্তি ভেদগ্রহঃ। স ভেদাগ্রহং নিবর্ত্তয়ংস্তদ্ব্যাপ্তমধ্যাসমপি নিবর্ত্তয়তীতি। মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং যদ্যপি, তথাপীতি যোজনা। ইদমত্রাকূতম্—ভবেদেতদেবং, যদ্যহমিত্যনুভবে আত্মতত্ত্বং প্রকাশেত, ন ত্বেতদস্তি। তথাহি—সমস্তোপাধ্যন-বচ্ছিন্নানন্তানন্দচৈতন্যৈকরসমুদাসীনমেকমদ্বিতীয়মাত্মতত্ত্বং শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু গীয়তে। ন চৈতান্যুপক্রমপরামর্শোপসংহারৈঃ ক্রিয়াসমভিহারেণ ঈদৃগাত্মতত্ত্বমভিদধতি তৎপরাণি সন্তি শক্যানি শক্রেণাপ্যুপচরিতার্থানি কর্ত্তুম্। অভ্যাসে হি ভূয়স্ত্বমর্থস্য ভবতি। যথা অহো দর্শনীয়াহো দর্শনীয়েতি ন ন্যূনত্বং, প্রাগেবোপচরিত-ত্বমিতি। অহমনুভবস্তু প্রাদেশিকমনেকবিধশোকদুঃখাদিপ্রপঞ্চোপপ্লুতমাত্মান-মাদর্শয়ন্ কথমাত্মতত্ত্বগোচরঃ কথং বা অনুপপ্লবঃ? ন চ জ্যেষ্ঠপ্রমাণ-প্রত্যক্ষ-বিরোধাদাম্নায়স্যৈব তদপেক্ষস্যাপ্রামাণ্যমুপচরিতার্থত্বঞ্চেতি যুক্তম্। তস্যা-পৌরুষেয়তয়া নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কস্য বোধকতয়া স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য স্বকার্য্যে প্রমিতাবনপেক্ষত্বাৎ। প্রমিতাবনপেক্ষত্বেঽপি উৎপত্তৌ প্রত্যক্ষাপেক্ষত্বাৎ-তদ্বিরোধাদনুৎপত্তিলক্ষণমপ্রামাণ্যমিতি চেৎ; ন, উৎপাদকাপ্রতিদ্বন্দ্বিত্বাৎ। ন

তাহার বিষয়, অর্থাৎ চিৎপ্রকাশ্য। (২) উক্ত যুষ্মৎ-প্রতীতিগম্য বিষয় ও অস্মৎ-প্রতীতিগম্য বিষয়ী (চৈতন্য), উভয়ই আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব,—

---

(২) যাহাকে "এই" বলা যায়, সম্বোধন-কালে তাহাকে "তুমি" বলাও যায়, এবং যাহাকে "তুমি" বলা যায়, নির্দ্দেশ-কালে তাহাকে "এই" বলাও যায়; কিন্তু আমি বলা যায় না। অতএব, আত্মা ভিন্ন সমস্ত পদার্থই ইদংশব্দের ও ইদংজ্ঞানের গোচর হয়। কেবল আত্মাই একমাত্র অহংশব্দের ও অহংজ্ঞানের গোচর হয়; এইজন্য ভাষ্যে 'ইদং' শব্দের পরিবর্ত্তে 'যুষ্মৎ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

যাহারা চিদাত্মাকে বিবিধ প্রকারে বন্ধন করে, নিরূপণীয় করে, তাহারা বিষয়। প্রত্যেক বাহ্য বস্তু ও দেহাদি, ইহারা চৈতন্যপদার্থকে বন্ধন করে অর্থাৎ আপন আপন স্বরূপের অনুরূপে নিরূপণীয় করে, এ কারণে তাহারা বিষয়।

স্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরা-

ত্যাগমজ্ঞানং সাংব্যবহারিকং প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যমুপহন্তি, যেন কারণাভাবান্ন ভবেৎ, অপি তু তাত্ত্বিকম্। ন চ তৎ তত্ত্বস্যোৎপাদকম্। অতাত্ত্বিকপ্রমাণভাবেভ্যোঽপি সাংব্যবহারিকপ্রমাণেভ্যস্তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথা চ বর্ণে হ্রস্বদীর্ঘত্বাদয়োঽন্য-ধর্ম্মা অপি সমারোপিতাস্তত্ত্বপ্রতিপত্তিহেতবঃ। ন হি লৌকিকাঃ 'নাগঃ' ইতি বা 'নগঃ' ইতি বা পদাৎ কুঞ্জরং বা তরুং বা প্রতিপদ্যমানা ভবন্তি ভ্রান্তাঃ। ন চানন্য-পরং বাক্যং স্বার্থ উপচরিতার্থং যুক্তম্। উক্তং হি "ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থঃ" ইতি। জ্যেষ্ঠত্বঞ্চানপেক্ষিতস্য বাধ্যত্বে হেতুর্ন বাধকত্বে, রজতজ্ঞানস্য জ্যায়সঃ শুক্তিজ্ঞানেন কনীয়সা বাধদর্শনাৎ। তদনপবাধনে তদপবাধাত্মনস্তস্যোৎপত্তেরনুৎপত্তেঃ। দর্শিতঞ্চ তাত্ত্বিকপ্রমাণভাবস্যানপেক্ষিতত্বম্। তথা চ পারমর্ষং সূত্রং—"পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্ব-দৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবৎ" (মীমাং, অং ৬, পাং ৫, সূত্র ৫৪) ইতি। তথা "পূর্ব্বাৎ পরবলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাম্। অন্যোন্য-নিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেৎ" ইতি। অপি চ, যেঽপ্যহংকারাস্পদমাত্মানমাস্থিষত, তৈরপ্যস্য ন তাত্ত্বিকত্বমভ্যুপেতব্যম্। 'অহমিহৈবাস্মি সদনে জানানঃ' ইতি সর্ব্বব্যাপিনঃ প্রাদেশিকত্বেন গ্রহাৎ। উচ্চতরগিরিশিখরবর্ত্তিষু মহাতরুষু ভূমিষ্ঠস্য দূর্ব্বাপ্রবাল-নির্ভাসপ্রত্যয়বৎ। ন চেদং দেহস্য প্রাদেশিকত্বমনুভূয়তে, ন ত্বাত্মন ইতি সাংপ্রতম্। ন হি তদৈবং ভবত্যহমিতি, গৌণত্বে বা ন জানামীতি। অপি চ, পরশব্দঃ পরত্র লক্ষ্যমাণগুণযোগেন বর্ত্তত ইতি যত্র প্রযোক্তৃপ্রতিপত্রোঃ সম্প্রতিপত্তিঃ, স গৌণঃ। স চ ভেদপ্রত্যয়পুরঃসরঃ। তদ্যথা নৈয়মিকাগ্নিহোত্রবচনোঽগ্নি-হোত্রশব্দঃ (মী, অং ১, পাং ৪) প্রকরণান্তরাবধৃতভেদে কৌণ্ডপায়িনাময়নগতে কর্ম্মণি "মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যত্র সাধ্যসাদৃশ্যেন গৌণঃ [মী, অং ৭, পাং ৩]। মানবকে চানুভবসিদ্ধভেদে সিংহাৎ সিংহশব্দঃ। ন ত্বহংকারস্য মুখ্যোঽর্থঃ নির্লুঠিতগর্ভতয়া দেহাদিভ্যো ভিন্নোঽনুভূয়তে, যেন পরশব্দঃ শরীরাদৌ গৌণো ভবেৎ। ন চাত্যন্তনিরূঢ়তয়া গৌণেঽপি ন গৌণত্বাভিমানঃ সার্ষপাদিষু

[তমঃ····· স্বভাবয়োঃ] অন্ধকার ও আলোক যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, অহংপ্রত্যয়গম্য চিৎস্বভাব আত্মা ও ইদং-প্রত্যয়গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা, ইহারাও তেমনি পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। যাহা আলোক, তাহা অন্ধকার নহে, যাহা অন্ধকার, তাহাও আলোক নহে। এইরূপ, যাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা নহে এবং যাহা অনাত্মা তাহাও আত্মা নহে; সুতরাং অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মার সহিত ইদং-জ্ঞান-জ্ঞেয় অনাত্মার ইতরেতরভাব অর্থাৎ পরস্পরাধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম থাকা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না (৩)।

(৩) অর্থাৎ আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি যাইতেছি, ইত্যাদি স্থলে যে, দেহাদির উপর অহংজ্ঞান দেখা যায়, তাহা অধ্যাসমূলক হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন অন্ধকারে আলোক-জ্ঞান হইবার ও আলোকে অন্ধকার-জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই, তেমনি, অনাত্মায় আত্মজ্ঞান ও আত্মায় অনাত্মজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই।

তৈলশব্দবদিতি বেদিতব্যম্। তত্রাপি স্নেহাৎ তিলভবাস্তেদে সিদ্ধ এব সার্ষপাদীনাং তৈলশব্দবাচ্যত্বাভিমানঃ, ন ত্বর্থয়োস্তৈল-সার্ষপয়োরভেদাধ্যবসায়ঃ। তৎ সিদ্ধং গৌণত্বমুভয়দর্শিনো গৌণমুখ্যবিবেকবিজ্ঞানেন ব্যাপ্তম্। তদিহ ব্যাপকং বিবেকজ্ঞানং নিবর্ত্তমানং গৌণতামপি নিবর্ত্তয়তীতি। ন চ বালস্থবিরশরীরভেদেঽপি সোঽহমিত্যেকস্যাত্মনঃ প্রতিসন্ধানাদ্দেহাদিভ্যো ভেদেনাস্ত্যাত্মানুভব ইতি বাচ্যম্। পরীক্ষকাণাং খল্বিয়ং কথা, ন লৌকিকানাম্। পরীক্ষকা অপি হি ব্যবহার-সময়ে ন লোকসামান্যমতিবর্ত্তন্তে। বক্ষ্যত্যনন্তরমেব হি ভগবান্ ভাষ্যকারঃ। "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাদিতি"। বাহ্যা অপ্যাহুঃ "শাস্ত্রচিন্তকাঃ খল্বেবং বিবেচয়ন্তি, ন প্রতিপত্তারঃ" ইতি। তৎ পারিশেষ্যাচ্চিদাত্মগোচরমহংকারম্ 'অহমিহাস্মি সদনে' ইতি প্রযুঞ্জানো লৌকিকঃ শরীরাদ্যভেদগ্রহাদাত্মনঃ প্রাদেশিকত্বমভিমন্যতে নভস ইব ঘটমণিকমল্লিকাদ্যুপাধ্যবচ্ছেদাদিতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। ন চাহংকারপ্রামাণ্যায় দেহাদিবদাত্মাপি প্রাদেশিক ইতি যুক্তম্। তদা খল্বয়মণুপরিমাণো বা স্যাৎ, দেহপরি-মাণো বা। অণুপরিমাণত্বে স্থূলোঽহং দীর্ঘ ইতি চ ন স্যাৎ। দেহপরিমাণত্বে তু সাব-য়বতয়া দেহবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। কিঞ্চ, অস্মিন্ পক্ষে অবয়বসমুদায়ো বা চেতয়েৎ, প্রত্যেকং বা অবয়বাঃ। প্রত্যেকং চেতনত্বপক্ষে বহূনাং চেতনানাং স্বতন্ত্রাণামেক-বাক্যতাভাবাদপর্য্যায়ং বিরুদ্ধদিক্ক্রিয়তয়া শরীরমুন্মথ্যেত, অক্রিয়ং বা প্রসজ্যেত। সমুদায়স্য তু চৈতন্যযোগে বৃক্ন একস্মিন্নবয়বে চিদাত্মনোঽপ্যবয়বো বৃক্ন ইতি ন চেতয়েৎ। ন চ বহূনামবয়বানামবিনাভাবনিয়মো দৃষ্টঃ, য এবাবয়বো বিশীর্ণস্তদা তদভাবে ন চেতয়েৎ। বিজ্ঞানালম্বনত্বেঽপ্যহংপ্রত্যয়স্য ভ্রান্তত্বং তদবস্থমেব। তস্য স্থিরবস্তুনির্ভাসত্বাদস্থিরত্বাচ্চ বিজ্ঞানানাম্। এতেন স্থূলোঽহমন্ধোঽহং গচ্ছামী-ত্যাদয়োঽপ্যধ্যাসতয়া ব্যাখ্যাতাঃ। তদেবমুক্তক্রমেণাহংপ্রত্যয়ে পূতিকুষ্মাণ্ডী-কৃতে ভগবতী শ্রুতিরপ্রত্যূহং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখদুঃখশোকাদ্যাত্মত্বমহমনুভবপ্রসঞ্জিত-মাত্মনো নিষেদ্ধুমর্হতীতি। তদেবং সর্ব্বপ্রবাদিশ্রুতিস্মৃতীতিহাস পুরাণপ্রথিতমিথ্যা-ভাবস্যাহংপ্রত্যয়স্য স্বরূপ-নিমিত্ত-ফলৈরুপব্যাখ্যানমন্যোন্যস্মিন্নিত্যাদি। অত্র চ অন্যোন্যস্মিন্ ধর্ম্মিণি আত্মশরীরাদাবন্যোন্যাত্মকতামধ্যস্যাহমিদং শরীরাদীতি। ইদমিতি চ বস্তুতো ন প্রতীতিতঃ। লোকব্যবহারঃ লোকানাং ব্যবহারঃ; স চায়-মহমিতি ব্যপদেশঃ। ইতিশব্দসূচিতশ্চ শরীরাদ্যনুকূলং প্রতিকূলং চ প্রমেয়জাতং প্রমাণেন প্রমায় তদুপাদানপরিবর্জ্জনাদিঃ। অন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্য অন্যোন্যস্মিন্ ধর্ম্মিণি দেহাদিধর্ম্মান্ জন্মমরণজরাব্যাধ্যাদীনাত্মনি ধর্ম্মিণি অধ্যস্তদেহাদিভাবে সমারোপ্য তথা চৈতন্যাদীনাত্মধর্ম্মান্ দেহাদাবধ্যস্তাত্মভাবে সমারোপ্য মমেদং জরামরণপুত্রপশুস্বাম্যাদীতি ব্যবহারো ব্যপদেশঃ। ইতিশব্দসূচিতশ্চ তদনুরূপঃ প্রবৃত্ত্যাদিঃ। অত্র চাধ্যাসব্যবহারক্রিয়াভ্যাং যঃ কর্ত্তোন্নীতঃ, স সমান ইতি সমান-কর্ত্তৃকত্বেনাধ্যস্য ব্যবহার ইত্যুপপন্নম্। পূর্ব্বকালত্বসূচিতমধ্যাসস্য ব্যবহারকারণত্বং সূচয়তি,—মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তো ব্যবহারঃ। মিথ্যাজ্ঞানমধ্যাসস্তন্নিমিত্তস্তদ্ভাবাভাবানু-বিধানাদ্ব্যবহারভাবাভাবয়োরিত্যর্থঃ। তদেবমধ্যাসস্বরূপং ফলঞ্চ ব্যবহারমুক্ত্বা তস্য চ নিমিত্তমাহ—ইতরেতরাবিবেকেন। বিবেকাগ্রহণেনেত্যর্থঃ। অথাবিবেক এব কস্মান্ন ভবতি? তথা চ নাধ্যাসঃ, ইত্যত আহ—অত্যন্তবিবিক্তয়োর্ধর্ম্মধর্ম্মিণো-

মিতরেতরভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসস্তদ্বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিষয়েঽধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্। তথাপি অন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্য ইতরেতরাবিবেকেনাত্যন্তবিবিক্তয়োঃ ধর্ম্ম-ধর্ম্মিণোর্ম্মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যাহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ।

আহ—কোঽয়মধ্যাসো নামেতি। উচ্যতে—স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তং কেচিদন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাসইতি বদন্তি।

রিতি। পরমার্থতো ধর্ম্মিণোরতাদাত্ম্যং বিবেকঃ, ধর্ম্মাণাঞ্চাসংকীর্ণতা বিবেকঃ। স্যাদেতৎ। বিবিক্তয়োর্ব্বস্তুসতোর্ভেদাগ্রহনিবন্ধনস্তাদাত্ম্যবিভ্রমো যুজ্যতে, শুক্তেরিব রজতাদ্ভেদাগ্রহে রজততাদাত্ম্যবিভ্রমঃ। ইহ তু পরমার্থসতশ্চিদাত্মনো ন ভিন্নং দেহাদ্যস্তি বস্তুসৎ; তৎ কুতশ্চিদাত্মনো ভেদাগ্রহঃ, কুতশ্চ তাদাত্ম্যবিভ্রম ইত্যত আহ।—সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য। বিবেকাগ্রহাদধ্যস্যেতি যোজনা। সত্যং চিদাত্মা, অনৃতং বুদ্ধীন্দ্রিয়দেহাদি, তে দ্বে ধর্ম্মিণী মিথুনীকৃত্য যুগলীকৃত্যেত্যর্থঃ। ন চ সংবৃতি-পরমার্থসতোঃ পারমার্থিকং মিথুনমস্তীত্যভূততদ্ভাবার্থস্য চ্বেঃ প্রয়োগঃ। এতদুক্তং ভবতি—অপ্রতীতস্যারোপাযোগাদারোপ্যস্য প্রতীতিরূপযুজ্যতে, ন বস্তুসত্তেতি। স্যাদেতৎ; আরোপ্যস্য প্রতীতৌ সত্যাং পূর্ব্বদৃষ্টস্য সমারোপঃ, আরোপনিবন্ধনা চ প্রতীতিরিতি দুর্ব্বারং পরস্পরাশ্রয়ত্বমিত্যত আহ।—নৈসর্গিক ইতি। স্বাভাবিকোঽনাদিরয়ং ব্যবহারঃ। ব্যবহারানাদিতয়া তৎকারণস্যাধ্যাসস্যানাদিতোক্তা। ততশ্চ পূর্ব্বপূর্ব্বমিথ্যাজ্ঞানোপদর্শিতস্য বুদ্ধীন্দ্রিয়শরীরাদেরুত্তরোত্তরাধ্যাসোপযোগ ইত্যনাদিত্বাদ্বীজাঙ্কুরবন্ন পরস্পরাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ।

স্যাদেতৎ। অদ্ধা পূর্ব্বপ্রতীতিমাত্রমুপযুজ্যতে আরোপে, নতু প্রতীয়মানস্য পরমার্থসত্তা। প্রতীতিরেব ত্বত্যন্তাসতো গগনকমলিনীকল্পস্য দেহেন্দ্রিয়া-

---

[তদ্ধর্ম্মাণাং…অনুপপত্তিঃ] যদি তাহাই না হয়, অর্থাৎ যদি আত্মায় অনাত্মার তাদাত্ম্যবিভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উক্ত উভয়গত ধর্ম্মসমূহেরও অর্থাৎ জাড্যচৈতন্যাদিগুণেরও পরস্পর তাদাত্ম্যভ্রম থাকা যুক্তিসিদ্ধ হইবে না (৪)।

---

(৪) অর্থাৎ স্ফটিক ও জবাফুল পৃথক্ বস্তু হইলেও স্ফটিকে জবাধর্ম্ম লৌহিত্যের অধ্যাস বা বিনিময় হইয়া থাকে, এস্থলে সেরূপ ধর্ম্মবিনিময় হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, রূপ ভিন্ন আর কোন গুণই স্বীয় আশ্রয় ছাড়িয়া অন্যত্র প্রতিফলিত হয় না।

দের্নোপপদ্যতে। প্রকাশমানত্বমেব হি চিদাত্মনোঽপি সত্ত্বম্, ন তু তদতিরিক্তং সত্তাসামান্যসমবায়োঽর্থক্রিয়াকারিতা বা; দ্বৈতাপত্তেঃ। সত্তায়াশ্চার্থক্রিয়াকারিতায়াশ্চ সত্তান্তরার্থক্রিয়াকারিতান্তরকল্পনেঽনবস্থাপাতাৎ প্রকাশমানতৈব সত্তাভ্যুপেতব্যা। তথা চ দেহাদয়ঃ প্রকাশমানত্বান্নাসন্তশ্চিদাত্মবৎ; অসত্ত্বে বা ন প্রকাশমানাঃ; তৎ কথং সত্যানৃতয়োর্মিথুনীভাবঃ, তদভাবে বা কস্য কুতো ভেদাগ্রহঃ, তদসম্ভবে কুতোঽধ্যাস ইত্যাশয়বানাহ—আহ আক্ষেপ্তা—কোঽয়মধ্যাসো নাম। ক ইত্যাক্ষেপে। সমাধাতা লোকসিদ্ধমধ্যাসলক্ষণমাচক্ষাণ এবাক্ষেপং প্রতিক্ষিপতি—উচ্যতে। স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। অবসন্নোঽবমতো বা ভাসঃ অবভাসঃ। প্রত্যয়ান্তরবাধশ্চাস্যাবসাদোঽবমানো বা। 'এতাবতা মিথ্যাজ্ঞানমিত্যুক্তং ভবতি। তস্যেদমুপব্যাখ্যানং—পূর্ব্বদৃষ্টেত্যাদি, পূর্ব্বদৃষ্টস্যাবভাসঃ পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। মিথ্যাপ্রত্যয়শ্চ আরোপবিষয়ারোপণীয়স্য মিথুনমন্তরেণ ন ভবতীতি পূর্ব্বদৃষ্টগ্রহণেনানৃতমারোপণীয়মুপস্থাপয়তি। তস্য চ দৃষ্টত্বমাত্রমুপযুজ্যতে, ন বস্তুসত্তেতি দৃষ্টগ্রহণম্। তথাপি বর্ত্তমানং দৃষ্টং দর্শনং নারোপোপযোগীতি পূর্ব্বেত্যুক্তম্। তত্র পূর্ব্বদৃষ্টং স্বরূপেণ সদপ্যারোপণীয়তয়া অনির্ব্বাচ্যমিত্যনৃতম্। আরোপবিষয়ং সত্যমাহ—পরত্রেতি। পরত্র শুক্তিকাদৌ পরমার্থসতি। তদনেন সত্যানৃতমিথুনমুক্তম্। স্যাদেতৎ; পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস ইত্যলক্ষণম্, অতিব্যাপকত্বাৎ। অস্তি হি স্বস্তিমত্যাং গবি পূর্ব্বদৃষ্টস্য গোত্বস্য পরত্র কালাক্ষ্যামবভাসঃ; অস্তি চ পাটলিপুত্রে পূর্ব্বদৃষ্টস্য দেবদত্তস্য পরত্র মাহিষ্মত্যামবভাসঃ সমীচীনঃ। অবভাসপদঞ্চ সমীচীনেঽপি প্রত্যয়ে প্রসিদ্ধম্। যথা নীলস্যাবভাসঃ, পীতস্যাবভাস ইত্যত আহ—স্মৃতিরূপ ইতি। স্মৃতেঃ রূপমিব রূপমস্যেতি স্মৃতিরূপঃ। অসন্নিহিতবিষয়ত্বঞ্চ স্মৃতিরূপত্বং, সন্নিহিতবিষয়ঞ্চ প্রত্যভিজ্ঞানং সমীচীনমিতি নাতিব্যাপ্তিঃ। নাপ্যব্যাপ্তিঃ, স্বপ্নজ্ঞানস্যাপি স্মৃতিবিভ্রমরূপস্যৈবংরূপত্বাৎ। তত্রাপি হি স্মর্য্যমাণে পিত্রাদৌ নিদ্রোপপ্লববশাদসন্নিধানপরামর্শে তত্র তত্র পূর্ব্বদৃষ্টস্যৈব সন্নিহিতদেশকালত্বস্য সমারোপঃ। এবং পীতঃ শঙ্খস্তিক্তোগুড় ইত্যত্রাপ্যেতল্লক্ষণং যোজনীয়ম্। তথাহি—বহির্বিনির্গচ্ছদত্যচ্ছনয়নরশ্মিসংপৃক্তপিত্তদ্রব্যবর্ত্তিনীং পীততাং

[অতঃ…যুক্তম্] যদিও এইরূপ যুক্তিতে অহংজ্ঞানের বিষয় আত্মাতে (আমাতে) ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় অনাত্মার (দেহাদির) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যভ্রম মিথ্যা হইবার যোগ্য এবং তদ্বিপরীতক্রমে অর্থাৎ ইদংজ্ঞানজ্ঞেয় দেহাদিতে অহংজ্ঞানাস্পদ আত্মার (আমার) অধ্যাস বা তাদাত্ম্যবিভ্রম অসত্য হওয়াই উচিত, অর্থাৎ 'অহং মম—আমি আমার' ইত্যাদিজ্ঞানব্যবহার অধ্যাসমূলক নহে, সত্যমূলক, অথবা হইতেই পারে না, এই সিদ্ধান্ত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ (৫)।

(৫) জীব আপনাতে "আমি মরিলাম, আমি বৃদ্ধ" ইত্যাদিপ্রকার জরামরণাদি ধর্ম্মের অনুশীলন করে এবং 'আমি যাইতেছি, আমি করিতেছি', ইত্যাদিপ্রকারে দেহাদির উপরও চেতনধর্ম্মের আরোপ বা ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ প্রকার অনুভব ও ঐরূপ ব্যবহার যে, নিশ্চয়ই অধ্যাসমূলক, তাহা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। যুক্তি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অহংজ্ঞানমাত্রই আত্মাবলম্বী এবং ইদংজ্ঞানমাত্রই অনাত্মা জড়পদার্থাবলম্বী।

পিত্তরহিতামনুভবন্ শঙ্খঞ্চ দোষাচ্ছাদিতশুক্লিমানমনুভবন্ পীততায়াশ্চ শঙ্খাসম্বন্ধমনুভবন্নসম্বন্ধাগ্রহণসারূপ্যেণ পীতং তপনীয়পিণ্ডং, পীতং বিল্বফল-মিত্যাদৌ পূর্ব্বদৃষ্টং সামানাধিকরণ্যং পীতত্ব-শঙ্খত্বয়োরারোপ্যাহ লোকঃ—পীতঃ শঙ্খ ইতি। এতেন তিক্তো গুড় ইতি প্রত্যয়োঽপি ব্যাখ্যাতঃ। এবং বিজ্ঞাতৃপুরুষাভিমুখেষ্বাদর্শোদকাদিষু স্বচ্ছেষু চাক্ষুষং তেজঃ সংলগ্নমপি বলীয়সা সৌর্য্যেণ তেজসা প্রতিস্রোতঃ প্রবর্ত্তিতং মুখসংযুক্তং মুখং গ্রাহয়দ্দোষবশাৎ তদ্দেশতামনভিমুখতাঞ্চ মুখস্যাগ্রাহয়ৎ পূর্ব্বদৃষ্টাভিমুখাদর্শোদকদেশতামাভিমুখ্যঞ্চ মুখস্যারোপয়তীতি প্রতিবিম্ববিভ্রমোঽপি লক্ষিতো ভবতি। এতেন দ্বিচন্দ্র-দিঙ্মোহালাতচক্র-গন্ধর্ব্বনগর-বংশোরগাদিবিভ্রমেষ্বপি যথাসম্ভবঞ্চ লক্ষণং যোজনী-য়ম্। এতদুক্তং ভবতি—ন প্রকাশমানতামাত্রং সত্ত্বম্, যেন দেহেন্দ্রিয়াদেঃ প্রকাশমানতয়া সদ্ভাবো ভবেৎ। ন হি সর্পাদিভাবেন রজ্জ্বাদয়ো বা স্ফটিকাদয়ো বা রক্তাদিগুণযোগিনো ন প্রতিভাসন্তে, প্রতিভাসমানা বা ভবন্তি—তদাত্মান-স্তদ্ধর্ম্মাণো বা। তথা সতি মরুষু মরীচিচয়মুচ্চাবচমুচ্চলত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গমালেয়-মভ্যর্ণমবতীর্ণা মন্দাকিনীত্যভিসন্ধায় প্রবৃত্তঃ তত্তোয়মাপীয় পিপাসামুপশময়েৎ। তস্মাদকামেনাপি আরোপিতস্য প্রকাশমানস্যাপি ন বস্তুসত্ত্বমভ্যুপগমনীয়ম্। ন চ মরীচিরূপেণ সলিলমবস্তুসৎ, স্বরূপেণ তু পরমার্থসদেব; দেহেন্দ্রিয়াদয়স্তু স্বরূপেণাপি অসন্ত ইত্যনুভবাগোচরাৎ কথমারোপ্যত ইতি সাম্প্রতম্। যতঃ, যস্যসন্তো নানুভবগোচরাঃ, কথং তর্হি মরীচ্যাদীনামসতাং তোয়তয়ানুভবগোচরত্বম্? ন চ স্বরূপসত্ত্বেন তোয়াত্মনাপি সন্তো ভবন্তি। যদ্যুচ্যেত—নাভাবো নাম ভাবাদন্যঃ কশ্চিদস্তি, অপি তু ভাব এব ভাবান্তরাত্মনা অভাবঃ, স্বরূপেণ তু ভাবঃ। যথাহুঃ—"ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিত্তু ব্যপেক্ষয়া" ইতি। ততশ্চ ভাবাত্মনোপাখ্যেয়তয়া অস্য যুজ্যেতানুভবগোচরতা; প্রপঞ্চস্য পুনরত্যন্তাসতো নিরস্তসমস্তসামর্থ্যস্য নিস্তত্ত্বস্য কুতোঽনুভববিষয়ভাবঃ, কুতো বা চিদাত্মন্যারোপঃ। ন চ বিষয়স্য সমস্তসামর্থ্যস্য বিরহেঽপি জ্ঞানমেব তৎ তাদৃশং স্বপ্রত্যয়সামর্থ্যা-

[তথাপি…ব্যবহারঃ] তথাপি, অনাদিসিদ্ধ অবিবেক-প্রভাবে অত্যন্ত-বিলক্ষণস্বভাব ও অত্যন্ত বিবিক্তি অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার বিবিক্ততা বা পার্থক্য বোধগম্য হওয়ায় আপনাতে অন্যের ও অন্যধর্ম্মের এবং অন্যেতে (দেহাদিতে) আত্মার ও আত্মধর্ম্মের অধ্যাস (আরোপ) করিয়াই লোকে "আমি" "আমার" "এই আমি" "ইহা আমার" ইত্যাদি উল্লেখ ও ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ ব্যবহার মিথ্যাজ্ঞানজনিত ও সত্য মিথ্যা উভয়জড়িত; সুতরাং অধ্যাসমূলক, এবং উহা নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভাবিক ও অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত, এবং কবে যে, উহার অবসান হইবে, তাহাও বলা যায় না (৬)।

(৬) অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহারমাত্রই অধ্যাসমূলক, এবং যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন না হইলেও তাহাতে "না" বলিবার উপায় নাই। উহা যখন অনাদিসিদ্ধ, তখন উহা যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও স্বতঃসিদ্ধ এবং উহার অন্যথা করিবার উপায় নাই।

সাদিতাদৃষ্টান্তসিদ্ধস্বভাবভেদমুপজাতমসতঃ প্রকাশনম্। তস্মাদসৎপ্রকাশনশক্তিরেবাবিদ্যেতি সাম্প্রতম্। যতো যেয়মসৎপ্রকাশনশক্তির্বিজ্ঞানস্য, কিং পুনরস্যাঃ শক্যম্? অসদিতি চেৎ, কিং তৎ কার্য্যম্? আহোস্বিৎ অস্যা জ্ঞাপ্যম্? ন তাবৎ কার্য্যম্, অসতস্তত্ত্বানুপপত্তেঃ। নাপি জ্ঞাপ্যং, জ্ঞানান্তরানুপলব্ধেঃ, অনবস্থাপাতাচ্চ। বিজ্ঞানস্বরূপমেবাসতঃ প্রকাশ ইতি চেৎ, কঃ পুনরেষ সদসতোঃ সম্বন্ধঃ। অসদধীননিরূপণত্বং সতো জ্ঞানস্য অসতা সংবন্ধ ইতি চেৎ, অহো বতায়মতিনির্বৃত্তঃ প্রত্যয়-তপস্বী, যস্যাসত্যপি নিরূপণমাবহতে, ন চ প্রত্যয়স্তত্রাধত্তে কিঞ্চিৎ; অসত আধারত্বাযোগাৎ। অসদন্তরেণ প্রত্যয়ো ন প্রথত ইতি প্রত্যয়স্যৈবৈষ স্বভাবো ন ত্বসদধীনমস্য কিঞ্চিদিতি চেৎ, অহো বতাস্য অসৎ-পক্ষপাতঃ, যদয়মতদুৎপত্তিরতদাত্মা চ তদবিনাভাবনিয়তঃ প্রত্যয় ইতি। তস্মাদত্যন্তাসন্তঃ শরীরেন্দ্রিয়াদয়ো নিস্তত্ত্বা নানুভববিষয়া ভবিতুমর্হন্তীতি। অত্র ক্রমঃ, নিস্তত্ত্বং চেন্নানুভবগোচরঃ, তৎ কিমিদানীং মরীচয়োঽপি তোয়াত্মনা সতত্ত্বাঃ, যদনুভবগোচরাঃ স্যুঃ। ন সতত্ত্বাঃ, তদাত্মনাং মরীচীনামসত্ত্বাৎ। দ্বিবিধং চ বস্তূনাং তত্ত্বম্—সত্ত্বমসত্ত্বং চ। তত্র পূর্ব্বং স্বতঃ, পরং তু পরতঃ। যথাহুঃ—"স্বরূপ-পররূপাভ্যাং নিত্যং সদসদাত্মকে। বস্তুনি জ্ঞায়তে কিঞ্চিদ্ রূপং কৈশ্চিৎ কদাচন॥" ইতি। তৎ কিং মরীচিষু তোয়নির্ভাসপ্রত্যয়স্তত্ত্বগোচরঃ। তথা চ সমীচীন ইতি ন ভ্রান্তো নাপি বাধ্যেত। অদ্ধা; ন বাধ্যেত, যদি মরীচীন্ অতোয়াত্মতত্ত্বান্ অতোয়াত্মনা গৃহ্লীয়াৎ। তোয়াত্মনা তু গৃহ্লন্ কথমভ্রান্তঃ কথং বা অবাধ্যঃ। হন্ত তোয়াভাবাত্মনাং মরীচীনাং তোয়ভাবাত্মত্বং তাবন্ন সৎ; তেষাং তোয়াভাবাদ-ভেদেন তোয়ভাবাত্মতানুপপত্তেঃ। নাপ্যসৎ; বস্ত্বন্তরমেব হি বস্ত্বন্তরস্যাসত্ত্বমাস্থীয়তে "ভাবান্তরমভাবোঽন্যো ন কশ্চিদনিরূপণাৎ" ইতি বদদ্ভিঃ। ন চারোপিতং রূপং বস্ত্বন্তরম্। তদ্ধি মরীচয়ো বা ভবেৎ, গঙ্গাদিগতং তোয়ং বা? পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে মরীচয় ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, ন তোয়মিতি। উত্তরস্মিংস্তু গঙ্গায়াং তোয়মিতি স্যাৎ, ন পুনরিহেতি। দেশভেদাস্মরণে তোয়মিতি স্যান্ন পুনরিহেতি। ন চেদমত্যন্তমসৎ নিরস্তসমস্তস্বরূপমলীকমেবাস্থিতি সাম্প্রতম্। তস্যানুভবগোচরত্বানুপপত্তেরিত্যুক্ত-মধস্তাৎ। তস্মান্ন সৎ, নাপি সদসৎ, পরস্পরবিরোধাৎ,—ইতি অনির্ব্বাচ্যমেবারোপ-ণীয়ং মরীচিষু তোয়মাস্থেয়ম্। তদনেন ক্রমেণাধ্যস্তং তোয়ং পরমার্থতোয়মিব; অতএব পূর্ব্বদৃষ্টমিব। তত্ত্বতস্তু ন তোয়ং, ন চ পূর্ব্বদৃষ্টং, কিন্ত্বনৃতমনির্ব্বাচ্যম্।

[আহ…অবভাসঃ] এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই অধ্যাস পদার্থটা কি? এবং ইহার স্বরূপ কিরূপ? হাঁ বলা যাইতেছে—অধ্যাস একপ্রকার অবভাস অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট কোন বস্তুর অপর বস্তুতে প্রতীতিরূপ মিথ্যাপ্রত্যয় মাত্র, এবং উহা স্মৃতিজ্ঞানের মত পূর্ব্বপ্রতীতি অনুসারে উৎপন্ন হয়। স্থূল কথা এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর অবভাস বা জ্ঞান হইলেই তাহা 'অধ্যাস' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। [তৎ…সদ্বিতীয়বদিতি।] [ঐরূপ অবভাস বা মিথ্যাজ্ঞান কিংমূলক ও কিং-রূপ, তাহা নির্ব্বাচন করিতে গিয়া অর্থাৎ ঐরূপ জ্ঞানের তথ্য নির্ণয়

কেচিত্তু—যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রমইতি। অন্যে তু—যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনামাচক্ষতে। সর্ব্ব-

এবঞ্চ দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রপঞ্চোঽপ্যনির্ব্বাচ্যোঽপূর্ব্বোঽপি পূর্ব্বমিথ্যাপ্রত্যয়োপদর্শিত ইব পরত্র চিদাত্মন্যধ্যস্যত ইতি উপপন্নম্, অধ্যাসলক্ষণযোগাৎ। দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রপঞ্চ-বাধনং চোপপাদয়িষ্যতে। চিদাত্মা তু শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণগোচরস্তন্মূল-তদবিরুদ্ধন্যায়নির্ণীতশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সত্ত্বেনৈব নির্ব্বাচ্যোঽবাধিতঃ। স্বয়ং-প্রকাশতৈবাস্য সত্তা; সা চ স্বরূপমেব চিদাত্মনঃ, ন তু তদতিরিক্তম্—সত্তাসামান্য-সমবায়োঽর্থক্রিয়াকারিতা বা, ইতি সর্ব্বমবদাতম্। স চায়মেবংলক্ষণকোঽধ্যা-সোঽনির্ব্বচনীয়ঃ সর্ব্বেষামেব সম্মতঃ পরীক্ষকাণাং, তদ্ভেদে পরং বিপ্রতিপত্তিরিত্য-নির্ব্বচনীয়তাং দ্রঢ়য়িতুমাহ—তং কেচিদন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি। অন্যধর্ম্মস্য জ্ঞানধর্ম্মস্য রজতস্য, জ্ঞানাকারস্যেতি যাবৎ। অধ্যাসোঽন্যত্র বাহ্যে। সৌত্রান্তিকনয়ে তাবৎ বাহ্যমস্তি বস্তুসৎ; তত্র জ্ঞানাকারস্যারোপঃ। বিজ্ঞান-বাদিনামপি যদ্যপি ন বাহ্যং বস্তুসৎ; তথাপ্যনাদ্যবিদ্যাবাসনারোপিতমলীকং বাহ্যং, তত্র জ্ঞানাকারস্যারোপঃ। উপপত্তিশ্চ—যদ্যাদৃশমনুভবসিদ্ধং রূপং, তত্তাদৃশ মেবাভ্যুপেতব্যমিত্যুৎসর্গঃ, অন্যাত্বং পুনরস্য বলবদ্বাধকপ্রত্যয়বশাৎ। নেদং রজতমিতি চ বাধস্যেদন্তামাত্রবাধেনোপপত্তৌ ন রজতগোচরতোচিতা। রজতস্য ধর্ম্মিণো বাধে হি রজতং চ, তস্য চ ধর্ম্ম ইদন্তা বাধিতে ভবেতাম্। তদ্বরমিদ-ন্তৈবাস্য ধর্ম্মো বাধ্যতাং, ন পুনা রজতমপি ধর্ম্মি। তথাচ, রজতং বহির্ব্বাধিত-মর্থাদান্তরে জ্ঞানে ব্যবতিষ্ঠত ইতি জ্ঞানাকারস্য বহিরধ্যাসঃ সিধ্যতি। কেচিত্তু জ্ঞানাকারখ্যাতাবপরিতুষ্যন্তো বদন্তি।—যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রম ইতি। অপরিতোষকারণঞ্চ আহুঃ—বিজ্ঞানাকারতা রজতাদেরনুভবাদ্বা ব্যব-

করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিয়া থাকেন (১)।] কেহ বলেন, এক পদার্থে যে, অন্য পদার্থের ধর্ম্মবিশেষের আরোপ, তাহার নাম অধ্যাস। কেহ বলেন, যাহাতে যাহার অধ্যাস হয়, তদুভয়ের পার্থক্য প্রতীতির অভাব-নিবন্ধন যে ভ্রম বা মিথ্যাপ্রত্যয়, তাহারই নাম অধ্যাস। অন্যে বলেন, যাহাতে যাহার

(১) দার্শনিক সমাজে পাঁচ প্রকার খ্যাতি (আরোপ বা ভ্রম) প্রসিদ্ধ আছে—আত্মখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি, অখ্যাতি, অসৎখ্যাতি ও অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি। তন্মধ্যে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ আত্ম-খ্যাতিবাদী, নৈয়ায়িকগণ অন্যথাখ্যাতিবাদী, প্রভাকর ও সাংখ্যকারগণ অখ্যাতিবাদী; শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ অসৎখ্যাতিবাদী, আর বৈদান্তিকগণ অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদী।

এখানে 'তং কেচিৎ' বাক্যে আত্মখ্যাতি ও অন্যথাখ্যাতি, প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং 'কেচিত্তু' লক্ষণে অখ্যাতি, ও 'অন্যেতু' লক্ষণে অসৎখ্যাতির মত প্রদর্শিত হইয়াছে। আর সর্ব্বপ্রথমে স্বমত অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবাদ কথিত হইয়াছে। উক্ত পাঁচ প্রকার খ্যাতি একটী শ্লোকে গ্রথিত আছে—

"আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথানির্ব্বচনখ্যাতিরিত্যেতৎ-খ্যাতিপঞ্চকম্॥" ইতি।

থাপি তু অন্যস্যান্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি। তথা চ লোকেঽনুভবঃ—শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ

স্থাপ্যেত, অনুমানাদ্বা। তত্রানুমানমুপরিষ্টান্নিরাকরিষ্যতে। অনুভবোঽপি—রজত-প্রত্যয়ো বা স্যাৎ, বাধকপ্রত্যয়ো বা। ন তাবদ্রজতানুভবঃ। স হীদংকারাস্পদং রজতমাবেদয়তি, ন ত্বান্তরম্। অহমিতি হি তদা স্যাৎ, প্রতিপত্তুঃ প্রত্যয়াদব্যতি-রেকাৎ। ভ্রান্তং বিজ্ঞানং স্বাকারমেব বাহ্যতয়াধ্যবস্যতি; তথা চ নাহংকারা-স্পদমস্য গোচরঃ। জ্ঞানাকারতা পুনরস্য বাধকপ্রত্যয়প্রবেদনীয়েতি চেৎ, হন্ত বাধকপ্রত্যয়মালোচয়ত্বায়ুষ্মান্। কিং পুরোবর্ত্তি দ্রব্যং রজতাদ্বিবেচয়তি, আহো জ্ঞানাকারতামপ্যস্য দর্শয়তি। তত্র জ্ঞানাকারতোপদর্শনব্যাপারং বাধকপ্রত্যয়স্য ব্রুবাণঃ শ্লাঘনীয়প্রজ্ঞো দেবানাং প্রিয়ঃ। পুরোবর্ত্তিত্বপ্রতিষেধাদর্থাদস্য জ্ঞানা-কারতেতি চেৎ ; ন, অসন্নিধানাগ্রহনিষেধাৎ অসন্নিহিতো ভবতি প্রতি-পত্তুঃ, অত্যন্তসন্নিধানং ত্বস্য প্রতিপত্রাত্মকং কুতস্ত্যং ? ন চৈষ রজতস্য নিষেধো ন চেদন্তায়াঃ, কিং তু বিবেকাগ্রহপ্রসঞ্জিতস্য রজতব্যবহারস্য। ন চ রজতমেব শুক্তিকায়াং প্রসঞ্জিতং রজতজ্ঞানেন। ন হি রজতনির্ভাসস্য শুক্তিকালম্বনং যুক্তং, অনুভববিরোধাৎ। ন খলু সত্তামাত্রেণালম্বনং, অতিপ্রসঙ্গাৎ ; সর্ব্বেষামর্থানাং সত্ত্বাবিশেষাদালম্বনত্বপ্রসঙ্গাৎ। নাপি কারণত্বেন ; ইন্দ্রিয়াদীনামপি কারণত্বাৎ। তথা চ ভাসমানতৈবালম্বনার্থঃ। ন চ রজতজ্ঞানে শুক্তিকা ভাসত ইতি কথমালম্বনম্ ; ভাসমানতাভ্যুপগমে বা কথং নানুভববিরোধঃ। অপি চেন্দ্রিয়া-দীনাং সমীচীনজ্ঞানোপজননে সামর্থ্যমুপলব্ধমিতি কথমেভ্যো মিথ্যাজ্ঞানসম্ভবঃ। দোষসহিতানাং তেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়েঽপি সামর্থ্যমিতি চেৎ ; ন, দোষাণাং

অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহারই বিপরীত ধর্ম্মের কল্পনা করার নাম অধ্যাস। যিনি যে প্রকারই বলুন, অথবা যেরূপ লক্ষণই নির্দ্দেশ করুন, কোন লক্ষণেই এক পদার্থে যে, অন্য পদার্থের ও অন্যধর্ম্মের 'অবভাস', এ লক্ষণের ব্যতিক্রম হই-তেছে না। লোকমধ্যেও ঐরূপ অনুভব প্রসিদ্ধ আছে। সেই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে যে, শুক্তি রজতের মত অবভাসিত হইতেছে, এবং একই চন্দ্র দু-এর মত দেখাইতেছে। (৭)

(৭) "দেখাইতেছে"। ইহা ভ্রমবিনাশের পরে বোধ হয়। ভ্রমকালে "ন্যায়" বা "মত" বোধ হয় না, ঠিক সত্য বলিয়াই বোধ হয়। অতএব, ভ্রমজ্ঞানের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, ভ্রমের আধারটী সত্য, কিন্তু তাহাতে যাহা প্রতীত হইতেছে, তাহা মিথ্যা ; মিথ্যা বটে ; কিন্তু বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অত্যন্ত মিথ্যা নহে। আত্যন্তিক মিথ্যা হইলে কখনই তাহা প্রতীতিগোচর হইত না ; সুতরাং ঐরূপ আরোপ্য তত্ত্ব যে অনির্ব্বচনীয়, তৎপক্ষে সংশয় নাই। অধ্যস্ত বস্তু থাকে না বলিয়া মিথ্যা অর্থাৎ তুচ্ছ, কিন্তু প্রতীত হয় বলিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। উহার ঠিক রূপটী বলা যায় না বলিয়া, 'ন্যায়' ও 'মত' প্রভৃতি উপমার দ্বারা কথঞ্চিৎপ্রকারে বুঝাইতে হয় ; সুতরাং উহা অনির্ব্বাচ্য ভিন্ন নির্ব্বাচ্য নহে।

সদ্বিতীয়বদিতি। কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽধ্যাসো বিষয়-তদ্ধর্ম্মাণাম্? সর্ব্বো হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্য-

---

কার্য্যোপজননসামর্থ্যবিঘাতমাত্রে হেতুত্বাৎ। অন্যথা দুষ্টাদপি কুটজবীজাদ্বটাঙ্কু-রোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ স্বগোচরব্যভিচারে বিজ্ঞানানাং সর্ব্বত্রানাশ্বাস-প্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং জ্ঞানং সমীচীনমাস্থেয়ম্। তথা চ রজতমিদমিতি চ দ্বে বিজ্ঞানে স্মৃত্যনুভবরূপে। তত্রেদমিতি পুরোবর্ত্তিদ্রব্যমাত্রগ্রহণং, দোষবশাৎ তদ্গতশুক্তিত্বসামান্যবিশেষস্যাগ্রহাৎ তন্মাত্রঞ্চ গৃহীতং সৎ সদৃশতয়া সংস্কারো-দ্বোধক্রমেণ রজতে স্মৃতিং জনয়তি। সা চ গৃহীতগ্রহণস্বভাবাপি দোষবশাদ্-গৃহীতত্বাংশপ্রমোষাদ্গ্রহণমাত্রমবতিষ্ঠতে। তথা চ রজতস্মৃতেঃ পুরোবর্ত্তিদ্রব্য-মাত্রগ্রহণস্য চ মিথঃ স্বরূপতো বিষয়তশ্চ ভেদাগ্রহাৎ সন্নিহিতরজতগোচরজ্ঞান-সারূপ্যেণ ইদং রজতমিতি ভিন্নে অপি স্মরণ-গ্রহণে অভেদব্যবহারঞ্চ সামানাধি-করণ্যব্যপদেশঞ্চ প্রবর্ত্তয়তঃ; ক্বচিৎ পুনর্গ্রহণে এব মিথোঽগৃহীতভেদে। যথা পীতঃ শঙ্খ ইতি। অত্র হি বিনির্গচ্ছন্নয়নরশ্মিবর্ত্তিনঃ পিত্তদ্রব্যস্য কাচস্যেব স্বচ্ছস্য পীতত্বং গৃহ্যতে। পিত্তন্তু ন গৃহ্যতে। শঙ্খোঽপি দোষবশাৎ শুক্লগুণরহিতঃ স্বরূপমাত্রেণ গৃহ্যতে। তদনয়োর্গুণগুণিনোরসংসর্গাগ্রহসারূপ্যাৎ পীততপনীয়-পিণ্ডপ্রত্যয়াবিশেষেণাভেদব্যবহারঃ সামানাধিকরণ্যব্যপদেশশ্চ। ভেদাগ্রহপ্রসঞ্জি-তাভেদব্যবহারবাধনাচ্চ নেদমিতি বিবেকপ্রত্যয়স্য বাধকত্বমপ্যুপপদ্যতে। তদুপপত্তৌ চ প্রাক্তনস্য প্রত্যয়স্য ভ্রান্তত্বমপি লোকসিদ্ধং সিদ্ধং ভবতি। তস্মাৎ যথার্থাঃ সর্ব্বে বিপ্রতিপন্নাঃ সন্দেহবিভ্রমাঃ, প্রত্যয়ত্বাৎ ঘটাদিপ্রত্যয়বৎ। তদিদ-মুক্তং যত্র যদধ্যাস ইতি। যস্মিন্ শুক্তিকাদৌ যস্য রজতাদেরধ্যাস ইতি লোকপ্রসিদ্ধিঃ; নাসাবন্যথাখ্যাতিনিবন্ধনা; কিন্তু গৃহীতস্য রজতাদেস্তৎস্মরণস্য চ গৃহীততাংশপ্রমোষেণ গৃহীতমাত্রস্য য ইদমিতি পুরোঽবস্থিতাৎ দ্রব্যমাত্রাৎ তৎপ্রজ্ঞানাচ্চ বিবেকঃ, তদগ্রহণনিবন্ধনো ভ্রমঃ। ভ্রান্তত্বঞ্চ গ্রহণস্মরণয়োরিতরেতর-সামানাধিকরণ্যব্যপদেশো রজতদিব্যবহারশ্চেতি। অন্যে তু অত্রাপ্যপরিতুষ্যন্তঃ যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনামাচক্ষতে। অত্রেদমাকূতম্।—অস্তি তাবদ্র-জতার্থিনো রজতমিদমিতি প্রত্যয়াৎ পুরোবর্ত্তিনি দ্রব্যে প্রবৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্য-ব্যপদেশশ্চেতি সর্ব্বজনীনম্। তদেতৎ ন তাবদ্ গ্রহণস্মরণয়োস্তদ্গোচরয়োশ্চ মিথো ভেদাগ্রহমাত্রাদ্ভবিতুমর্হতি। গ্রহণনিবন্ধনৌ হি চেতনস্য ব্যবহার-ব্যপ-

---

[কথং—ব্রবীষি?] ভাল, প্রত্যগাত্মা অবিষয়, তিনি কাহারও বিষয় নহেন—অর্থাৎ তিনি পরাধীন-প্রকাশ নহেন; সুতরাং কি প্রকারে তাঁহাতে বিষয়ের (দেহাদির) ও বিষয়ধর্ম্মের (জরামরণাদির) অধ্যাস হইতে পারে? যাহা বিষয়রূপে পুরোবর্ত্তী অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষীকৃত হয়, তাহাতেই লোকে বিষয়ান্তরের অর্থাৎ অন্য কোন দৃষ্ট বিষয়ের অধ্যাস করিয়া থাকে, কিন্তু অদৃষ্টচর অবিষয় কোন পদার্থে কাহাকেও কোন পদার্থের অধ্যাস করিতে দেখা যায় না। (শুক্তি

স্মৃতি ; যুষ্মৎ-প্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি। উচ্যতে, ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ, অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ,

---

দেশৌ কথমগ্রহণমাত্রাদ্ভবেতাম্। ননূক্তং নাগ্রহণমাত্রাৎ, কিন্তু গ্রহণস্মরণে এব মিথঃ স্বরূপতো বিষয়তশ্চ অগৃহীতভেদে সমীচীনপুরোবস্থিত-রজতবিজ্ঞানসাদৃশ্যেনা-ভেদব্যবহারং সামানাধিকরণ্যব্যপদেশঞ্চ প্রবর্ত্তয়তঃ। অথ সমীচীনজ্ঞানসারূপ্য-মনয়োর্গৃহ্যমাণং বা ব্যবহারপ্রবৃত্তিহেতুরগৃহ্যমাণং বা। সত্তামাত্রেণ গৃহ্যমাণেঽপি সমীচীনজ্ঞানসারূপ্যমনয়োরিদমিতি রজতমিতি চ জ্ঞানয়োরিতি গ্রহণং, অথবা তয়োরেব স্বরূপতো বিষয়তশ্চ মিথো ভেদাগ্রহ ইতি গ্রহণম্। তত্র ন তাবৎ সমীচীনজ্ঞানসদৃশী ইতি জ্ঞানং সমীচীনজ্ঞানবদ্ব্যবহারপ্রবর্ত্তকম্। ন হি গোসদৃশো গবয় ইতি জ্ঞানং গবার্থিনং গবয়ে প্রবর্ত্তয়তি। অনয়োরেব ভেদাগ্রহ ইতি তু জ্ঞানং পরাহতম্। ন হি ভেদাগ্রহে অনয়োরিতি ভবতি ; অনয়োরিতি গ্রহে ভেদাগ্রহণমিতি চ ভবতি। তস্মাৎ সত্তামাত্রেণ ভেদাগ্রহোঽগৃহীত এব ব্যবহার-হেতুরিতি বক্তব্যম্। তত্র কিময়মারোপোৎপাদক্রমেণ ব্যবহারহেতুঃ, আহো অনুৎ-পাদিতারোপ এব স্বত ইতি। বয়ং তু পশ্যামঃ—চেতনব্যবহারস্যাজ্ঞানপূর্ব্বকত্বানু-পপত্তেরারোপজ্ঞানোৎপাদক্রমেণৈবেতি। ননু সত্যং চেতনব্যবহারো নাজ্ঞান-পূর্ব্বকঃ, কিন্ত্ববিদিতবিবেকগ্রহণস্মরণপূর্ব্বক ইতি। নৈবম্। নহি রজতপ্রাতিপদি-কার্থমাত্রস্মরণং প্রবৃত্তাবুপযুজ্যতে। ইদংকারাস্পদাভিমুখী খলু রজতার্থিনাং প্রবৃত্তিরিত্যবিবাদম্। কথং চায়মিদংকারাস্পদে প্রবর্ত্তেত ; যদি তু ন তদিচ্ছেৎ। অন্যদিচ্ছত্যন্যৎ করোতীতি ব্যাহতম্। ন চেদিদংকারাস্পদং রজতমিতি জানীয়াৎ, কথং রজতার্থী তদিচ্ছেৎ। যদ্যতথাত্বেনাগ্রহণাদিতি ব্রূয়াৎ, স চ প্রতিবক্তব্যঃ, অথ তথাত্বেনাগ্রহণাৎ কস্মান্নোপেক্ষেতেতি। সোঽয়মুপাদানোপেক্ষাভ্যামভিমত আকৃষ্যমাণশ্চেতনোঽব্যবস্থিত ইদংকারাস্পদে রজতসমারোপেণোপাদান এব ব্যবস্থাপ্যত ইতি ভেদাগ্রহঃ সমারোপোৎপাদক্রমেণ চেতনপ্রবৃত্তিহেতুঃ। তথাহি —ভেদাগ্রহাদিদংকারাস্পদে রজতত্বং সমারোপ্য তজ্জাতীয়স্যোপকারহেতুভাব-মনুচিন্ত্য তজ্জাতীয়তয়েদংকারাস্পদে রজতে তমনুমায় তদর্থী প্রবর্ত্ততে, ইত্যানু-পূর্ব্ব্যং সিদ্ধম্। ন চ তটস্থরজতস্মৃতিরিদংকারাস্পদস্যোপকারহেতুভাবমনুমাপয়িতু-মর্হতি। রজতত্বস্য হেতোরপক্ষধর্ম্মত্বাৎ। একদেশদর্শনং খল্বনুমাপকং ন ত্বনেকদেশদর্শনম্। যথাহুঃ—জ্ঞাতসম্বন্ধস্যৈকদেশদর্শনাদিতি। সমারোপে ত্বেক-

---

প্রভৃতি বিষয় অর্থাৎ পরাধীনপ্রকাশ, তজ্জন্য তাহাতে রজত প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারে)। কিন্তু আপনি বলিতেছেন, প্রত্যগাত্মা যুষ্মদ্‌প্রত্যয়ের অতীত ; সুতরাং তিনি বিষয় নহেন—অবিষয়।

হাঁ, অবিষয় সত্য ; কিন্তু অবিষয় হইলেও, যে প্রকারে তাহাতে বিষয়ের ও বিষয়ধর্ম্মের আরোপ বা অধ্যাস (ভ্রম) হইতে পারে, তাহা [উচ্যতে] বলা যাইতেছে।

অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। ন চায়মস্তি নিয়মঃ—পুরোঽবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। অপ্র-

দেশদর্শনমস্তি। তৎ সিদ্ধমেতদ্বিবাদাধ্যাসিতং রজতাদিজ্ঞানং পুরোবর্ত্তিবস্তুবিষয়ং, রজতাত্থর্থিনস্তত্র নিয়মেন প্রবর্ত্তকত্বাৎ। যৎ যদর্থিনং যত্র নিয়মেন প্রবর্ত্তয়তি, তজ্জ্ঞানং তদ্বিষয়ম্; যথোভয়সিদ্ধসমীচীনরজতজ্ঞানম্। তথা চেদং, তস্মাত্তথেতি। যচ্চোক্তমনবভাসমানতয়া ন শুক্তিরালম্বনমিতি, তত্র ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং—কিং শুক্তিকাত্বস্যেদং রজতমিতি জ্ঞানং প্রত্যগালম্বনত্বং, আহোস্বিদ্ দ্রব্যমাত্রস্য পুরঃস্থিতস্য সিতভাস্বরস্য। যদি শুক্তিকাত্বস্যানালম্বনত্বং, অদ্ধা উত্তরস্যানালম্বনত্বং ব্রুবাণস্য তবৈবানুভববিরোধঃ। তথাহি—রজতমিদমিত্যনুভবননুভবিতা পুরোবর্ত্তিবস্ত্বঙ্গুল্যাদিনা নির্দ্দিশতি। দৃষ্টঞ্চ দুষ্টানাং কারণানামৌৎসর্গিককার্য্যপ্রতিবন্ধেন কার্য্যান্তরোপজননসামর্থ্যম্। যথা দাবাগ্নিদগ্ধানাং বেত্রবীজানাং কদলীকাণ্ডজনকত্বম্; ভস্মকদুষ্টস্য চৌদর্য্যস্য তেজসো বহ্বন্নপচনমিতি। প্রত্যক্ষবাধাপহৃতবিষয়ঞ্চ বিভ্রমাণাং যথার্থত্বানুমানমাভাসঃ, হুতবহানুষ্ণত্বানুমানবৎ। যচ্চোক্তং মিথ্যাপ্রত্যয়স্য ব্যভিচারে সর্ব্বপ্রমাণেষ্বনাশ্বাস ইতি, তদ্বোধকত্বেন স্বতঃ প্রামাণ্যং নাব্যভিচারেণেতি ব্যুৎপাদয়দ্ভিরস্মাভিঃ পরিহৃতং ন্যায়কণিকায়ামিতি নেহ প্রতন্যতে। দিঙ্মাত্রং চাস্য স্মৃতিপ্রমোষভঙ্গস্যোক্তম্; বিস্তরস্তু ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষায়ামবগন্তব্য ইতি। তদিদমুক্তং—অন্যে তু, যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনমাচক্ষত ইতি। যত্র শুক্তিকাদৌ যস্য রজতাদেরধ্যাসঃ, তস্যৈব শুক্তিকাদের্ব্বিপরীতধর্ম্মকল্পনং রজতত্বধর্ম্মকল্পনমিতি যোজনা। নন্বস্তু নাম পরীক্ষকাণাং বিপ্রতিপত্তয়ঃ, প্রকৃতে তু কিমায়াতমিত্যত আহ—সর্ব্বথাপি ত্বন্যস্যান্যধর্ম্মকল্পনাং ন ব্যভিচরতি। অন্যস্যান্যধর্ম্মকল্পনা অনৃততা, সা চানির্ব্বচনীয়তেত্যধস্তাদুপপাদিতম্। তেন সর্ব্বেষামেব পরীক্ষকাণাং মতে অন্যস্যান্যধর্ম্মকল্পনা অনির্ব্বচনীয়তা অবশ্যম্ভাবিনীত্যনির্ব্বচনীয়তা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। অখ্যাতিবাদিভিরকামৈরপি সামানাধিকরণ্যব্যপদেশপ্রবৃত্তিনিয়মস্নেহাদিদমভ্যুপেয়মিতি ভাবঃ। ন কেবলমিয়মনৃততা পরীক্ষকাণাং সিদ্ধা, অপি তু লৌকিকানামপীত্যাহ। তথা চ লোকেঽনুভবঃ—শুক্তিকা হি রজতবদবভাসত ইতি, ন পুনা রজতমিদমিতি শেষঃ। স্যাদেতৎ, অন্যস্যান্যাত্মতাবিভ্রমো লোকসিদ্ধঃ। একস্য ত্বভিন্নস্য ভেদভ্রমো ন দৃষ্ট ইতি

[ন···অনাত্মাধ্যাসঃ] আত্মা যে নিতান্তই অবিষয়—কোন প্রকারেও বিষয় (জ্ঞানগোচর) হন না, তাহা নহে। কারণ, তাঁহাতে (এই জীবাবস্থায় তাঁহাতে) অস্মদ্‌প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রসিদ্ধ বা প্রতীত হওয়ায় অপরোক্ষতাও আছে (৮)। আত্মা যখন "অহং" (আমি) এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়,

(৮) প্রসিদ্ধ=ভাসমান, প্রকাশমানরূপে প্রখ্যাত, অর্থাৎ যাহা সকলেই জানে। অপরোক্ষ—সাক্ষাৎকারের বিষয় বা প্রত্যক্ষ।

ত্যক্তেঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাগ্যধ্যস্যন্তি। এবমবি-

কুতশ্চিদাত্মনোঽভিন্নানাং জীবানাং ভেদবিভ্রম ইত্যত আহ।—একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি।

পুনরপি চিদাত্মন্যধ্যাসমাক্ষিপতি—কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽধ্যাসো বিষয়-তদ্ধর্ম্মাণামিতি। অয়মর্থঃ—চিদাত্মা প্রকাশতে ন বা। ন চেৎ প্রকাশতে, কথমস্মিন্নধ্যাসো বিষয়তদ্ধর্ম্মাণাম্। ন খল্বপ্রতিভাসমানে পুরোবর্ত্তিনি দ্রব্যে রজতস্য বা তদ্ধর্ম্মাণাং বা সমারোপঃ সম্ভবতীতি। প্রতিভাসে বা, ন তাবদয়মাত্মা জড়ো ঘটাদিবৎ পরাধীনপ্রকাশ ইতি যুক্তম্। ন খলু স এব কর্ত্তা চ কর্ম্ম চ ভবতি, বিরোধাৎ। পরসমবেতক্রিয়াফলশালি হি কর্ম্ম। ন চ জ্ঞানক্রিয়া পরসমবায়িনীতি কথমস্যাং কর্ম্ম। ন চ তদেব স্বঞ্চ পরঞ্চ, বিরোধাৎ। আত্মান্তর-সমবায়াভ্যুপগমে তু জ্ঞেয়স্যাত্মনোঽনাত্মপ্রসঙ্গঃ। এবং তস্য তস্যেত্যনবস্থা-প্রসঙ্গঃ। স্যাদেতৎ। আত্মা জড়োঽপি সর্ব্বার্থজ্ঞানেষু ভাসমানোঽপি কর্ত্তৈব ন কর্ম্ম। পরসমবেতক্রিয়াফলশালিত্বাভাবাৎ, চৈত্রবৎ। যথা হি চৈত্রসমবেত-ক্রিয়য়া চৈত্রকনগরপ্রাপ্ত্যাবুভয়সমবেতায়ামপি ক্রিয়মাণায়াং নগরস্যৈব কর্ম্মতা পর-সমবেতক্রিয়াফলশালিত্বাৎ; ন তু চৈত্রস্য ক্রিয়াফলশালিনোঽপি, চৈত্রসম-বায়াদ্গমনক্রিয়ায়া ইতি। তন্ন; শ্রুতিবিরোধাৎ। শ্রূয়তে হি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি। উপপদ্যতে চ। তথাহি—যোঽয়মর্থপ্রকাশঃ ফলং, যস্মিন্নর্থশ্চ আত্মা চ প্রথেতে, স কিং জড়ঃ, স্বয়ং-প্রকাশো বা। জড়শ্চেদ্বিষয়াত্মানাবপি জড়াবিতি কস্মিন্ কিং প্রকাশেত, অবিশেষাৎ, ইতি প্রাপ্তমান্ধ্যমশেষস্য জগতঃ। তথা চাভাণকঃ—"অন্ধস্যেবান্ধলগ্নস্য বিনিপাতঃ পদে পদে।" ন চ নিলীনমেব বিজ্ঞানমর্থাত্মানৌ জ্ঞাপয়তি, চক্ষুরাদিবদিতি বাচ্যম্। জ্ঞাপনং হি জ্ঞানজননম্। জনিতঞ্চ জ্ঞানং জড়ং সৎ নোক্তদূষণমতিবর্ত্তেতেতি। এবমুত্তরোত্তরাণ্যপি জ্ঞানানি জড়ানীত্যনবস্থা। তস্মাদপরাধীনপ্রকাশা সংবিদুপেতব্যা। তথাপি কিমায়াতং বিষয়াত্মনোঃ স্বভাবজড়য়োঃ। এতদায়াতং, যত্তয়োঃ সংবিদজড়েতি। তৎ কিং পুত্রঃ পণ্ডিত ইতি পিতাপি পণ্ডিতোঽস্তু। স্বভাব এষ সংবিদঃ স্বয়ং-প্রকাশায়াঃ, যদর্থাত্মসম্বন্ধিতেতি চেৎ; হন্ত পুত্রস্যাপি পণ্ডিতস্য স্বভাব এব যৎ পিতৃসম্বন্ধিতেতি সমানম্। সহার্থাত্মপ্রকাশেন সংবিৎপ্রকাশো ন ত্বর্থাত্মপ্রকাশং বিনেতি তস্যাঃ স্বভাব ইতি চেৎ; তৎ কিং সংবিদো ভিন্নৌ সংবিদর্থাত্মপ্রকাশৌ। তথা চ ন স্বয়ংপ্রকাশা সংবিৎ, ন চ সংবিদর্থাত্মপ্রকাশ ইতি। অথ সংবিদর্থাত্ম-প্রকাশৌ ন সংবিদো ভিদ্যেতে, সংবিদেব তৌ। এবং চেৎ, যাবদুক্তং ভবতি সংবিদাত্মার্থৌ সহেতি, তাবদুক্তং ভবতি সংবিদর্থাত্মপ্রকাশৌ সহেতি। তথা চ

তখন আর তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা যায় না, এবং পরোক্ষও (অপ্রত্যক্ষও) বলা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, চৈতন্যমাত্রস্বভাব পরমাত্মা বস্তুতঃ নিরুপাধিক ও অবিষয় হইলেও অবিদ্যাকল্পিত 'অহং' উপাধির দ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ 'অহং' জ্ঞানের গোচর বা বিষয় হন। বিবেককালে বা অনধ্যাস-

রুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ। তমেতমেবংলক্ষণমধ্যাসং

ন বিবিক্ষিতার্থসিদ্ধিঃ। ন চাতীতানাগতার্থগোচরায়াঃ সংবিদোঽর্থসহভাবোঽপি। তদ্বিষয়হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধিজননাদর্থসহভাব ইতি চেৎ, ন, অর্থসংবিদ ইব হানাদিবুদ্ধীনামপি তদ্বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। হানাদিজননাদ্ধানাদিবুদ্ধীনামর্থবিষয়ত্বম্। অর্থ-বিষয়-হানাদিবুদ্ধিজননাচ্চার্থসংবিদস্তদ্বিষয়ত্বমিতি চেৎ, তৎ কিং দেহস্য প্রযত্ন-বদাত্মসংযোগো দেহপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুরর্থে ইত্যর্থপ্রকাশোঽস্তু। জাড্যাদ্দেহাত্মসং-যোগো নার্থপ্রকাশ ইতি চেৎ; নন্বয়ং স্বয়ংপ্রকাশোঽপি স্বাত্মন্যেব খদ্যোতবৎ প্রকাশঃ, অর্থে তু জড় ইত্যুপপাদিতম্। ন চ প্রকাশস্যাত্মানো বিষয়াঃ। তে হি বিচ্ছিন্ন-দীর্ঘ-স্থূলতয়া অনুভূয়ন্তে, প্রকাশশ্চায়মান্তরোঽস্থূলোঽনণুরহ্রসোঽদীর্ঘশ্চেতি প্রকাশতে। তস্মাচ্চন্দ্রে অনুভূয়মান ইব দ্বিতীয়শ্চন্দ্রমাঃ স্বপ্রকাশাদন্যোঽর্থোঽনির্ব্বচনীয় এবেতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। ন চাস্য প্রকাশস্যাজানতঃ স্বলক্ষণভেদোঽনুভূয়তে। ন চানির্ব্বা-চ্যার্থভেদঃ প্রকাশং নির্ব্বাচ্যং ভেত্তুমর্হতি, অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন চার্থানামপি

কালে তিনি নিরুপাধিক ও নিরংশ সত্য, কিন্তু অবিবেককালে তিনি সোপাধিক ও সাংশরূপে প্রতীত। অবিদ্যাকল্পিত 'অহং'ভাব যতকাল থাকিবে, ততকালই তিনি অহংবৃত্তির পরিচ্ছেদ্য বা বিষয় হইবেন; সুতরাং অবিদ্যাকল্পিত অহং-উপাধির বিলোপ বা বিগম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন; অতএব, যাহা অহংবৃত্তির বিষয়, তাহাতে দেহাদির ও দেহাদিধর্ম্মের অধ্যাস থাকা অনুপপন্ন বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। [যাহা অবিষয় অর্থাৎ যাহা জ্ঞেয় নহে, কিরূপে তাহাতে বিষয়ের অধ্যাস বা ভ্রান্তি হইতে পারে? এতদ্রূপ প্রথম আপত্তির বা প্রশ্নের খণ্ডন বা প্রত্যুত্তর হইল। এখন অপ্রত্যক্ষ পদার্থে প্রত্যক্ষ বস্তুর অধ্যাস হয় না—এই দ্বিতীয় আপত্তির খণ্ডনার্থ বলা যাইতেছে যে, আত্মা অপ্রত্যক্ষ নহেন, তিনি সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষের বিষয়। কেন-না, জীব মাত্রেই আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে 'অহং' (আমি) এতদ্রূপে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকে। অপিচ, এমনও কোন নিয়ম নাই যে, যাহা চক্ষুরাদি দ্বারা প্রতীত হয়, কেবল তাহাই প্রত্যক্ষগম্য এবং তাদৃশ প্রত্যক্ষগোচর বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইবে (ভ্রম হইবে), অন্যত্র হইবে না। কেন-না, আকাশ প্রত্যক্ষগোচর নহে, তথাপি উহাতে বিষয়ান্তরের অধ্যাস (ভ্রম) দৃষ্ট হয়,—বালকেরা অর্থাৎ অজ্ঞ মানবেরা অপ্রত্যক্ষ আকাশেও তল-মলিনতাদির (৯) অধ্যাস বা আরোপ করিয়া থাকে। অতএব, আত্মা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও তাঁহাতে অনাত্মার অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির ও বুদ্ধ্যাদিধর্ম্মের অধ্যাস হওয়ার বাধা নাই।'

(৯) তল=কটাহ-তল। মলিনতা=নীলকান্তি। যখন মেঘ না থাকে, তখনও আকাশকে নিবিড় নীলবর্ণ ও কটাহতলাকার দেখায়; যেন একখানি নীলকান্তমণির কড়া উপুড় করা আছে। বস্তুতঃ আকাশের রঙ্ নাই এবং উহা চক্ষুর্গ্রাহ্যও নহে। সুতরাং ঐরূপ বোধ নিশ্চয়ই অধ্যাসমূলক অর্থাৎ ভ্রম।" অজ্ঞ মানবেরা অবিবেকপ্রযুক্ত পৃথিবীর ছায়াকে ও পৃথিবীর গোলতাকে আকাশে আরোপ করিয়া ঐরূপ ভ্রম অনুভব করে। বাচস্পতিমিশ্র বলেন, পৃথিবী যে গোল, তাহা এবম্বিধ ভ্রম-প্রতীতি দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়।

পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে, তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ

পরস্পরং ভেদঃ সমীচীনজ্ঞানপদ্ধতিমধ্যাস্তে ইত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যতে। তদয়ং প্রকাশ এব স্বয়ংপ্রকাশ একঃ কূটস্থো নিত্যো নিরংশঃ প্রত্যগাত্মা অশক্যনির্ব্বচনীয়েভ্যো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্য আত্মানং প্রতীপং নির্ব্বচনীয়মঞ্চতি জানাতীতি প্রত্যঙ্, স চাত্মেতি প্রত্যগাত্মা। স চাপরাধীনপ্রকাশত্বাদনংশত্বাচ্চাবিষয়স্তস্মিন্নধ্যাসো বিষয়-ধর্ম্মাণাং দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মাণাং কথম্,—কিমাক্ষেপে; অযুক্তোঽয়মধ্যাস ইত্যাক্ষেপঃ। কস্মাদয়মযুক্তঃ? ইত্যত আহ—"সর্ব্বো হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি।" এতদুক্তং ভবতি—যৎ পরাধীনপ্রকাশমংশবচ্চ, তৎ সামান্যাংশগ্রহে, কারণদোষবশাচ্চ বিশেষাগ্রহে অন্যথা প্রকাশতে। প্রত্যগাত্মা তু অপরাধীনপ্রকাশতয়া ন স্বজ্ঞানে কারণান্যপেক্ষতে, যেন তদাশ্রয়ৈর্দ্দোষৈর্দুষ্যেত। ন চাংশবান্, যেন কশ্চিদস্যাংশো গৃহ্যেত, কশ্চিন্ন গৃহ্যেত। ন হি তদেব তদানীমেব তেনৈব গৃহীতমগৃহীতঞ্চ সম্ভব-তীতি ন স্বয়ংপ্রকাশপক্ষেঽধ্যাসঃ। সদাতনেঽপ্যপ্রকাশে পুরোঽবস্থিতত্বস্যা-পরোক্ষত্বস্যাভাবান্নাধ্যাসঃ। ন হি শুক্তাবপুরঃস্থিতায়াং রজতমধ্যস্যতি—ইদং রজতমিতি। তস্মাদত্যন্তগ্রহে অত্যন্তাগ্রহে চ নাধ্যাস ইতি সিদ্ধম্। স্যাদেতৎ। অবিষয়ত্বে হি চিদাত্মনো নাধ্যাসঃ, বিষয় এব তু চিদাত্মা অস্মৎপ্রত্যয়স্য, তৎ কথং নাধ্যাস ইত্যত আহ।—"যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি।" বিষয়ত্বে হি চিদাত্মনোঽন্যো বিষয়ী ভবেৎ; তথা চ, যো বিষয়ী, স এব চিদাত্মা; বিষয়স্তু ততোঽন্যো যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরোঽভ্যুপেয়ঃ। তস্মাদনাত্মত্বপ্রসঙ্গাদনবস্থাপরি-হারায় যুষ্মৎপ্রত্যয়াপেতত্বম্; অতএবাবিষয়ত্বমাত্মনো বক্তব্যম্। তথা চ নাধ্যাস ইত্যর্থঃ।

পরিহরতি—"উচ্যতে—ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ।" কুতঃ? "অস্মৎপ্রত্যয়-বিষয়ত্বাৎ।" অয়মর্থঃ।—সত্যং প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপ্রকাশত্বাদবিষয়োঽনংশশ্চ; তথা-প্যনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যাপরিকল্পিত-বুদ্ধিমনঃসূক্ষ্ম-স্থূলশরীরেন্দ্রিয়াবচ্ছেদেনানবচ্ছিন্নো-ঽপি বস্তুতোঽবচ্ছিন্ন ইবাভিন্নোঽপি ভিন্ন ইব অকর্ত্তাপি কর্ত্তেব অভোক্তাপি ভোক্তেব অবিষয়োঽপ্যস্মৎপ্রত্যয়বিষয় ইব জীবভাবমাপন্নোঽবভাসতে,—নভ ইব ঘট-মণিক-মল্লিকাদ্যবচ্ছেদভেদেন ভিন্নমিবানেকবিধধর্ম্মকমিবেতি। ন হি চিদেকরসস্যাত্মন-শ্চিদংশে গৃহীতে অগৃহীতং কিঞ্চিদস্তি। ন খল্বানন্দনিত্যত্ববিভুত্বাদয়োঽস্য চিদ্রূপা-দ্বস্তুতো ভিদ্যন্তে, যেন তদ্গ্রহে ন গৃহ্যেরন্। গৃহীতা এব তু কল্পিতেন ভেদেন ন বিবেচিতা ইত্যগৃহীতা ইবাভান্তি। ন চাত্মনো বুদ্ধ্যাদিভ্যো ভেদস্তাত্ত্বিকঃ, যেন

[তং……আহুঃ] তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রোক্তলক্ষণ অধ্যাসকে অর্থাৎ ঐরূপ মিথ্যা জ্ঞানকে 'অবিদ্যা' নামে উল্লেখ করেন, এবং বিবেক দ্বারা বা বিচারজনিত প্রজ্ঞাবিশেষের দ্বারা বস্তুর স্বরূপাবধারণকে 'বিদ্যা' বলিয়া জানেন। ঐ অবিদ্যাই সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল এবং উহার উচ্ছেদের জন্যই বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

[তত্র……সম্বধ্যতে] অধ্যাসের কথিতপ্রকার রূপ বা লক্ষণ স্থির হওয়াতে

গুণেন বা অণুমাত্রেণাপি স ন সংবধ্যতে। তমেতমবিদ্যাখ্যমাত্মানাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বে প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা লৌকিকা বৈদিকাশ্চ প্রবৃত্তাঃ, সর্ব্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধি-

---

চিদাত্মনি গৃহ্যমাণে সোঽপি গৃহীতো ভবেৎ। বুদ্ধ্যাদীনামনির্ব্বাচ্যত্বেন তদ্ভেদস্যাপ্যনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ। তস্মাচ্চিদাত্মনঃ স্বয়ংপ্রকাশস্যৈবানবচ্ছিন্নস্য অনবচ্ছিন্নেভ্যো বুদ্ধ্যাদিভ্যো ভেদাগ্রহাৎ তদধ্যাসেন জীবভাব ইতি। তস্য চানিদমিদমাত্মনোঽস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বমুপপদ্যতে। তথাহি—কর্ত্তা ভোক্তা চিদাত্মা অহংপ্রত্যয়ে প্রত্যবভাসতে। ন চোদাসীনস্য তস্য ক্রিয়াশক্তির্ভোগশক্তির্ব্বা সম্ভবতি। যস্য চ বুদ্ধ্যাদেঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্য ক্রিয়া-ভোগশক্তী, ন তস্য চৈতন্যম্। তস্মাচ্চিদাত্মৈব কার্য্যকরণসঙ্ঘাতেন গ্রথিতো লব্ধক্রিয়াভোগশক্তিঃ স্বয়ম্প্রকাশোঽপি বুদ্ধ্যাদিবিষয়বিচ্ছুরণাৎ কথঞ্চিদস্মৎপ্রত্যয়বিষয়োঽহংকারাস্পদং জীব ইতি চ জন্তুরিতি চ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাখ্যায়তে। ন খলু জীবশ্চিদাত্মনো ভিদ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ "অনেন জীবেনাত্মনা" ইতি। তস্মাচ্চিদাত্মনোঽব্যতিরেকাজ্জীবঃ স্বয়ংপ্রকাশোঽপি অহংপ্রত্যয়েন কর্ত্তৃভোক্তৃতয়া ব্যবহারযোগ্যঃ ক্রিয়ত ইত্যহংপ্রত্যয়ালম্বনমুচ্যতে। ন চাধ্যাসে সতি বিষয়ত্বং, বিষয়ত্বে চাধ্যাস ইত্যন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিতি সাম্প্রতম্। বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বাধ্যাসতদ্বাসনাবিষয়ীকৃতস্য উত্তরোত্তরাধ্যাসবিষয়ত্বাবিরোধাদিত্যুক্তং "নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহার" ইতি ভাষ্যগ্রন্থেন। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং "ন তাবদয়মেকান্তেনাবিষয়" ইতি। জীবো হি চিদাত্মতয়া স্বয়ংপ্রকাশতয়া অবিষয়োঽপ্যৌপাধিকেন রূপেণ বিষয় ইতি ভাবঃ।

স্যাদেতৎ। ন বয়মপরাধীনপ্রকাশতয়া অবিষয়ত্বেনাধ্যাসমপাকুর্ম্মঃ। কিন্তু প্রত্যগাত্মা ন স্বতো নাপি পরতঃ প্রথতে—ইত্যবিষয় ইতি ব্রূমঃ। তথা চ, সর্ব্বথাপ্রথমানে প্রত্যগাত্মনি কুতোঽধ্যাসঃ? ইত্যত আহ—"অপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ।" প্রতীচ আত্মনঃ প্রসিদ্ধিঃ প্রথা, তস্যা অপরোক্ষত্বাৎ। যদ্যপি প্রত্যগাত্মনি নাস্যা প্রথাস্তি, তথাপি ভেদোপচারঃ; যথা পুরুষস্য চৈতন্যমিতি। এতদুক্তং ভবতি—

ইহাও স্থির হইতেছে যে, যাহাতে যাহার অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার দোষ বা গুণ অল্পমাত্রও স্পৃষ্ট হয় না। রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস হয়, অথচ সর্পের দোষ বা গুণ তাহাতে স্পৃষ্ট হয় না, সর্পেও রজ্জুর দোষ-গুণ অনুক্রান্ত হয় না। এইরূপ, আত্মাতে অনাত্মার ও অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলেও, কাহার সহিত কাহারও সংশ্লিষ্টতা নাই; সুতরাং কেহ কাহারও দোষে বা গুণে লিপ্ত হয় না।

[তং……পরাণি] প্রমাণ-ব্যবহার, প্রমেয়-ব্যবহার, অহংমমাদি-জ্ঞান ইত্যাদি লৌকিক ও বৈদিক যে কোনও ব্যবহার, সমস্তই ঐ অবিদ্যানামক আত্মানাত্মার পরস্পরাধ্যাস হইতেই উৎপন্ন ও নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সমস্ত বিধিশাস্ত্র, সমস্ত নিষেধশাস্ত্র, ও সমুদয় মোক্ষশাস্ত্র, সমস্তই অবিদ্যাপর অর্থাৎ অবিদ্যামূলক ও অবিদ্যার প্রতিপাদক। আত্মানাত্মার অধ্যাসরূপ অবিদ্যা ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব, আত্মা ও

প্রতিষেধমোক্ষপরাণি। কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি? উচ্যতে—দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বহং-মমাভি-

---

অবশ্যং চিদাত্মা অপরোক্ষোঽভ্যুপেতব্যঃ, তদপ্রথায়াং সর্ব্বস্যাপ্রথনেন জগদান্ধ্য-প্রসঙ্গাদিত্যুক্তম্। শ্রুতিশ্চাত্র ভবতি—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি।

তদেবং পরমার্থপরিহারমুক্ত্বা অভ্যুপেত্যাপি চিদাত্মনঃ পরোক্ষতাং প্রৌঢ়বাদি-তয়া পরিহারান্তরমাহ—"ন চায়মস্তি নিয়মঃ পুরোঽবস্থিত এব"—অপরোক্ষ এব বিষয়ে "বিষয়ান্তরমধ্যাসিতব্যম্"। ইতি। কস্মাদয়ং ন নিয়ম ইত্যত আহ,—"অপ্রত্যক্ষে-ঽপি হ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি"। হির্যস্মাদর্থে। নভো হি দ্রব্যং সৎ রূপস্পর্শবিরহান্ন বাহ্যেন্দ্রিয়প্রত্যক্ষম্; নাপি মানসং, মনসোঽসহায়স্য বাহ্যেঽপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদপ্রত্যক্ষম্। অথ চ তত্র বালা অবিবেকিনঃ পরদর্শিত-দর্শিনঃ কদাচিৎ পার্থিবচ্ছায়াং শ্যামতামারোপ্য, কদাচিৎ তৈজসং শুক্লত্বমারোপ্য নীলোৎপলপলাশশ্যামমিতি বা রাজহংসমালাধবলমিতি বা নির্ব্বর্ণয়ন্তি। তত্রাপি পূর্ব্বদৃষ্টস্য তৈজসস্য বা তামসস্য বা রূপস্য পরত্র নভসি স্মৃতিরূপোঽবভাস ইতি। এবং তদেব তলমধ্যস্যন্তি—অবাঙ্মুখীভূতং মহেন্দ্রনীলমণিময়মহাকটাহকল্পমিত্যর্থঃ। উপসংহরতি—এবমিতি—উক্তেন প্রকারেণ। সর্ব্বাক্ষেপপরিহারাৎ "অবিরুদ্ধঃ প্রত্যাগাত্মন্যপ্যনাত্মনাং" "বুদ্ধ্যাদীনাম্ অধ্যাসঃ"। ননু সন্তি চ সহস্রমধ্যাসাঃ, তৎ কিমর্থময়মেবাধ্যাস আক্ষেপসমাধানাভ্যাং ব্যুৎপাদিতঃ, নাধ্যাসমাত্রম্, ইত্যত আহ। —"তমেতমেবংলক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে"। অবিদ্যা হি সর্ব্বানর্থ-বীজমিতি শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণাদিষু প্রসিদ্ধম্। তদুচ্ছেদায় বেদান্তাঃ প্রবৃত্তা ইতি বক্ষ্যতি। প্রত্যগাত্মন্যনাত্মাধ্যাস এব সর্ব্বানর্থহেতুঃ, ন পুনারজতাদিবিভ্রমঃ, ইতি স এবাবিদ্যা, তৎস্বরূপঞ্চাবিজ্ঞাতং ন শক্যমুচ্ছেত্তুম্, ইতি তদেব ব্যুৎপাদ্যং, নাধ্যাসমাত্রম্। অত্র চ এবংলক্ষণমিত্যেবংরূপতয়ানর্থহেতুতোক্তা। যস্মাৎ প্রত্যগাত্মন্যশনায়াদিরহিতেঽশনায়াদ্যুপেতান্তঃকরণাদ্যহিতারোপেণ প্রত্যগা-

---

অনাত্মা পরস্পর পরস্পরে অধ্যস্ত হইয়াই এই বিশ্ব সংসার ও এতদন্তর্গত প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যাদি সর্ব্ববিধ বৈদিক ও লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহিত করিয়া আসিতেছে।

[কথং·········চেতি] যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র, এ সকলই অবিদ্যাবদ্বিষয়ক হয় কি প্রকারে? অর্থাৎ কেবল অজ্ঞানবিশিষ্ট জীবেরই অধিকার-ভুক্ত হয় কি কারণে? উহাও যে অধ্যাসমূলক, তাহা তোমায় কে বলিল? অথবা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র, এ সকল যদি অবিদ্যাশ্রিত জীবেরই বিষয় হয়, তাহা হইলে, ঐ সকল শাস্ত্র কি প্রকারে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? [উচ্যতে] বলিতেছি, অর্থাৎ এ প্রশ্নেরও প্রত্যুত্তর করিতেছি।—

[দেহে·········শাস্ত্রাণি চ] ভাবিয়া দেখ, দেহের উপর, ইন্দ্রিয়াদির উপর, অহংমমাদি জ্ঞান ভুক্ত না থাকিলে অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ে অভিমানবর্জ্জিত

মানহীতস্য প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। ন হি ইন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। ন চান-ধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে। ন চৈতস্মিন্ সর্ব্ব-স্মিন্নসতি অসঙ্গস্যাত্মনঃ প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। ন চ প্রমাতৃত্ব-

ত্মানমদুঃখং দুঃখাকরোতি, তস্মাদনর্থহেতুঃ। ন চৈবং পৃথগ্জনা অপি মন্যন্তে-হধ্যাসম্; যেন ন ব্যুৎপাদ্যেত, ইত্যত উক্তং পণ্ডিতা মন্যন্তে। নন্বিয়মনাদিরতি-নিরূঢ়নিবিড়বাসনানুবিদ্ধা অবিদ্যা ন শক্যা নিরোদ্ধুম্, উপায়াভাবাদিতি যো মন্যতে, তং প্রতি তন্নিরোধোপায়মাহ।—"তদ্বিবেকেন চ বস্তুস্বরূপাবধারণং" নির্ব্বিচিকিৎসং জ্ঞানং "বিদ্যামাহুঃ" পণ্ডিতাঃ। প্রত্যগাত্মনি খল্বত্যন্তবিবিক্তে বুদ্ধ্যাদিভ্যো বুদ্ধ্যাদিভেদাগ্রহনিমিত্তো বুদ্ধ্যাদ্যাত্মত্বতদ্ধর্ম্মাধ্যাসঃ। তত্র শ্রবণ-মননাদিভির্যদ্বিবেকবিজ্ঞানং, তেন বিবেকাগ্রহে নিবর্ত্তিতে, অধ্যাসাপবাধাত্মকং বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যা চিদাত্মরূপং, স্বরূপে ব্যবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ।

হইলে, প্রমাতৃত্ব বা কর্ত্তৃত্বাদি সম্ভব হয় না; প্রমাতৃত্ব ব্যতীত অর্থাৎ দেহাদির প্রতি অহং-মমাদি-জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ না থাকিলে, অন্য কোনও প্রকারে প্রমাণাদির (চক্ষুরাদির) প্রবৃত্তি বা কার্য্য হয় না, হইতেও পারে না। ইন্দ্রিয়গণও নিরাশ্রয় অর্থাৎ দেহাদি আশ্রয় ব্যতীত আপন আপন কার্য্য করিতে পারে না। (ইন্দ্রিয়দিগকে ছাড়িয়া দিলে, অর্থাৎ অহং-মমাদি-জ্ঞান-বর্জ্জিত হইলে, কি দিয়া কি প্রকারে বা দেখিবে ও শুনিবে? এবং শরীর ভুলিয়া গেলে ইন্দ্রিয়েরাই বা কোথায় থাকিয়া কিরূপে আপন আপন কার্য্য করিবে?) যে দেহে অহংমমাদিভাবের অধ্যাস নাই, অর্থাৎ যে দেহে অহং-মমাদি-জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, সে দেহের দ্বারা কোন্ জীব কি কার্য্য সাধন করিতে পারে? তাদৃশ দেহ নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্ব্যাপারই থাকে (১০)। অতএব, যখন ঐরূপ অধ্যস্তভাব ব্যতীত অসঙ্গস্বভাব পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি সম্ভব হয় না, এবং কর্ত্তৃত্ববোধ ব্যতীত যখন প্রমাণাদির প্রবৃত্তিও থাকে না, তখন ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র, সমুদায়ই অবিদ্যাশ্রিত জীবের সম্বন্ধে প্রযোজ্য; সমস্তই জীবভাবের অন্তর্গত, অর্থাৎ জীবের ঐ সমস্তই পরিকল্পিত। (বস্তুতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, বেদাদি শাস্ত্র ও তদ্‌ঘটিত ব্যবহার সমস্তই অবিদ্যাধীন, অধ্যাসমূলক; সুতরাং উহাদের ব্যবহারিক প্রামাণ্য বা ব্যবহারিক সত্যতা ভিন্ন তাত্ত্বিক প্রামাণ্য বা পরমার্থ সত্যতা নাই। অধ্যাসমূলক ব্যবহার অধ্যাস-নিবৃত্তি না হওয়া

(১০) সুপ্তি মূর্চ্ছাদিকালে শরীরাদিতে অহং-মমজ্ঞান বা অভিমান থাকে না। সেই কারণে তৎকালে প্রমাতৃত্ব বা জীবভাবও সুপ্ত থাকে। ইন্দ্রিয়গণও তখন নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্ব্যাপার থাকে। ইহা দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে যে, অসঙ্গ চেতন পরমাত্মাই অহংবৃত্তির যোগে জীব হইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়াদিতে অধ্যাসিত হইয়া অঙ্গসকলকে পরিচালন করিতেছেন; সুতরাং শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় উভয়বিধ ব্যবহারই অধ্যাসমূলক ও জীবাশ্রিত।

মন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি। তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি শাস্ত্রাণি চেতি। পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ—যথাহি

স্যাদেতৎ। অতিনিরূঢ়নিবিড়বাসনানুবিদ্ধাবিদ্যা বিদ্যয়া অপবাধিতাপি স্ববাসনাবশাৎ পুনরুস্তবিষ্যতি, প্রবর্ত্তয়িষ্যতি চ বাসনাদিকার্য্যং স্বোচিতম্, ইত্যত আহ।—"তত্রৈবং সতি" এবংভূতবস্তুতত্ত্বাবধারণে সতি, "যত্র যদধ্যাসস্তৎকৃতেন দোষেণ গুণেন বা অণুমাত্রেণাপি স ন সম্বধ্যতে"। অন্তঃকরণাদিদোষেণাশনায়াদিনা চিদাত্মা, চিদাত্মনো গুণেন চৈতন্যানন্দাদিনা অন্তঃকরণাদি ন সম্বধ্যতে। এতদুক্তং ভবতি।—তত্ত্বাবধারণাভ্যাসস্য হি স্বভাব এব সঃ, যদনাদিমপি নিরূঢ়নিবিড়বাসনমপি মিথ্যাপ্রত্যয়মপনয়তি। তত্ত্বপক্ষপাতো হি স্বভাবো ধিয়াম্। যদাহুর্ব্বাহ্যা অপি। "নিরুপদ্রবভূতার্থ-স্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ। ন বাধো যত্নবত্ত্বেঽপি, বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাততঃ" ইতি। বিশেষতস্তু চিদাত্মস্বভাবস্য তত্ত্বজ্ঞানস্যাত্যন্তান্তরঙ্গস্য কুতোঽনির্ব্বাচ্যয়া ঽবিদ্যয়া বাধ ইতি। যদুক্তং "সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য" বিবেকাগ্রহাদধ্যস্য "অহমিদং মমেদমিতি লোকব্যবহারঃ" ইতি। তত্র ব্যপদেশলক্ষণো ব্যবহারঃ কণ্ঠোক্তঃ, ইতিশব্দসূচিতং লোকব্যবহারমাদর্শয়তি।—"তমেতমবিদ্যাখ্যম্" ইতি। নিগদব্যাখ্যাতম্।

আক্ষিপতি।—"কথং পুনরবিদ্যাবদ্বিষয়াণি প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি"। তত্ত্বপরিচ্ছেদো হি প্রমা বিদ্যা, তৎসাধনানি প্রমাণানি কথমবিদ্যাবদ্বিষয়াণি। নাবিদ্যাবন্তং প্রমাণান্যাশ্রয়ন্তি, তৎকার্য্যস্য বিদ্যায়া অবিদ্যাবিরোধিত্বাদিতি ভাবঃ। সন্তু বা প্রত্যক্ষাদীনি সংবৃত্ত্যাপি যথা তথা, শাস্ত্রাণি তু পুরুষহিতানুশাসনপরাণ্যবিদ্যাপ্রতিপক্ষতয়া নাবিদ্যাবদ্বিষয়াণি ভবিতুমর্হন্তীত্যাহ।—"শাস্ত্রাণি চেতি।"

পর্য্যন্তই থাকে; সুতরাং উহাদের প্রামাণ্যও তৎকাল পর্য্যন্তই অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে)। কেবল অজ্ঞ মানবেরাই যে, এবংবিধ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারে প্রবৃত্ত আছে, এমত নহে; জ্ঞানীরাও অর্থাৎ যাঁহারা অধ্যাস-তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাও ব্যবহারকালে ঐরূপ সকল অধ্যস্তভাবই গ্রহণ করিয়া আবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

[পশ্বা…অবিশেষাৎ] ব্যবহার-বিষয়ে বা ব্যবহারকালে জ্ঞানী মনুষ্যেরাও পশুদিগের সহিত সমান—তদ্বিষয়ে তাঁহাদের ও পশুদের কিছুমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ লক্ষিত হয় না, অর্থাৎ পশুরা যেমন অধ্যাসপূর্ব্বক ব্যবহার করে, জ্ঞানীরাও তদ্রূপ অধ্যাসপূর্ব্বকই ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধ্যাস ব্যতীত কাহারও কোনরূপ ব্যবহার চলিতে বা থাকিতে পারে না।

[যথা…বর্ত্তন্তে] শব্দাদির সহিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে পশু প্রভৃতিরা যেমন শব্দাদি জানিতে পারে, এবং জানিবার পর তাহারা যেমন ঐ শব্দাদি প্রতিকূল বুঝিলে নিবৃত্ত হয়, অনুকূল বুঝিলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, জ্ঞানীরাও তদ্রূপ ঐরূপে শব্দাদি জানিয়া থাকেন এবং জানিবার পর তাঁহারাও প্রতিকূল দেখিলে নিবৃত্ত হন ও অনুকূল দেখিলে প্রবৃত্ত হন।

পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সংবন্ধে সতি শব্দাদিবিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততো নিবর্ত্তন্তে, অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে—যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং হন্তুময়মিচ্ছতীতি পলায়িতুমারভন্তে, হরিততৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যভিমুখীভবন্তি, এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ খড়্গোদ্যত-

---

সমাধত্তে।—"উচ্যতে—দেহেন্দ্রিয়াদিম্বহংমমাভিমানহীনস্য" তাদাত্ম্যতদ্ধর্ম্মাধ্যাসহীনস্য "প্রমাতৃত্বানুপপত্তৌ সত্যাং প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ"। অয়মর্থঃ।—প্রমাতৃত্বং হি প্রমাম্প্রতি কর্ত্তৃত্বম্। তচ্চ স্বাতন্ত্র্যম্। স্বাতন্ত্র্যঞ্চ প্রমাতুরিতকারকাপ্রযোজ্যস্য সমস্তকারকপ্রযোক্তৃত্বম্। তদনেন প্রমাকরণং প্রমাণং প্রয়োজনীয়ম্। ন চ স্বব্যাপারমন্তরেণ করণং প্রযোক্তুমর্হতি; ন চ কূটস্থনিত্যশ্চিদাত্মা অপরিণামী স্বতো ব্যাপারবান্। তস্মাৎ ব্যাপারবদ্বুদ্ধ্যাদি-তাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ ব্যাপারবত্তয়া প্রমাণমধিষ্ঠাতুমর্হতীতি ভবত্যবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বমবিদ্যাবৎপুরুষাশ্রয়ত্বং প্রমাণানামিতি। অথ মা প্রবর্ত্তিষত প্রমাণানি, কিং নশ্ছিন্নমিত্যত আহ।—"ন হীন্দ্রিয়াণ্যনুপাদায় প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি"। ব্যবহ্রিয়তেঽনেনেতি ব্যবহারঃ ফলং,—প্রত্যক্ষাদীনাং প্রমাণানাং ফলমিত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণীতি, ইন্দ্রিয়লিঙ্গাদীনীতি দ্রষ্টব্যম্; দণ্ডিনো গচ্ছন্তীতিবৎ। এবং হি প্রত্যক্ষাদীত্যুপপদ্যতে। ব্যবহারক্রিয়য়া চ ব্যবহার্য্যাক্ষেপাৎ সমানকর্ত্তৃকতা। অনুপাদায় যো ব্যবহার ইতি যোজনা। কিমিতি পুনঃ প্রমাতোপাদত্তে প্রমাণানি, অথ স্বয়মেব কস্মান্ন প্রবর্ত্ততে, ইত্যত আহ।—"ন চাধিষ্ঠানমন্তরেণেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারঃ" প্রমাণানাং ব্যাপারঃ "সম্ভবতি"। ন জাতু করণান্যনধিষ্ঠিতানি কর্ত্রা স্বকার্য্যে ব্যাপ্রিয়ন্তে। মাভূৎ কুবিন্দরহিতেভ্যো বেমাদিভ্যঃ পটোৎপত্তিরিতি। অথ দেহ এবাধিষ্ঠাতা কস্মান্ন ভবতি? কৃতমাত্রাত্মাধ্যাসেনেত্যত আহ।—"ন চানধ্যস্তাত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে।" সুষুপ্তেঽপি ব্যাপারপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। স্যাদেতৎ। যথা অনধ্যস্তাত্মভাবং বেমাদিকং কুবিন্দো ব্যাপারয়ন্ পটস্য কর্ত্তা, এবমনধ্যস্তাত্মভাবং দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারয়ন্ ভবিষ্যতি তদভিজ্ঞঃ প্রমাতা,—ইত্যত আহ। "ন চৈতস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্" ইতরেতরাধ্যাসে ইতরেতরধর্ম্মাধ্যাসে চাসত্যাত্মনোঽসঙ্গস্য সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বধর্ম্মধর্ম্মিবিযুক্তস্য প্রমাতৃত্বমুপপদ্যতে। ব্যাপারবন্তো হি কুবিন্দাদয়ো বেমাদীনধিষ্ঠায় ব্যাপারয়ন্তি; অনধ্যস্তাত্মভাবস্য তু দেহাদিম্বাত্মনো ন ব্যাপারযোগোঽসঙ্গত্বাদিত্যর্থঃ। অতশ্চাধ্যাসাশ্রয়াণি প্রমাণানীত্যাহ।—"ন চ প্রমাতৃত্বমন্তরেণ প্রমাণপ্রবৃত্তিরস্তি।"

[যথা···ব্যবহারঃ] পশুরা যেমন দণ্ডোদ্যতহস্ত মনুষ্যকে আপনার অভিমুখে আসিতে দেখিলে "এ আমায় মারিতে আসিতেছে" ভাবিয়া পলায়ন করে, আর তৃণপূর্ণহস্তে আগমন করিতে দেখিলে তাহার অভিমুখী হয়, সেইরূপ, জ্ঞানী লোকেরাও আপনার অভিমুখে রোষকষায়িতনেত্র কঠোরভাষী খড়্গহস্ত পুরুষ

করান্ বলবত উপলভ্য ততো নিবর্ত্তন্তে, তদ্বিপরীতান্ প্রতি অভিমুখীভবন্তি। অতঃ সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ। পশ্বাদীনাঞ্চ প্রসিদ্ধ এবাবিবেকপূর্ব্বকঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারঃ। তৎসামান্যদর্শনাদ্ব্যুৎপত্তিমতামপি পুরুষাণাং প্রত্যক্ষাদিব্যবহারস্তৎকালঃ সমান ইতি নিশ্চীয়তে।

প্রমায়াং খলু ফলে স্বতন্ত্রঃ প্রমাতা ভবতি। অন্তঃকরণপরিণামভেদশ্চ প্রমেয়প্রবণঃ কর্ত্তৃস্থশ্চিৎস্বভাবঃ প্রমা ; কথঞ্চ জড়স্যান্তঃকরণস্য পরিণামশ্চিদ্রূপো ভবেৎ ? যদি চিদাত্মা তত্র নাধ্যস্যেত। কথং চৈষা চিদাত্মকর্ত্তৃকা ভবেৎ, যদ্যন্তঃকরণং ব্যাপারবচ্চিদাত্মনি নাধ্যস্যেৎ। তস্মাদিতরেতরাচ্চিদাত্মকর্ত্তৃস্থং প্রমাফলং সিধ্যতি। তৎসিদ্ধৌ চ প্রমাতৃত্বম্। তামেব চ প্রমামুররীকৃত্য প্রমাণস্য প্রবৃত্তিঃ। প্রমাতৃত্বেন চ প্রমোপলক্ষ্যতে। প্রমায়াঃ ফলস্যাভাবে প্রমাণং ন প্রবর্ত্তেত ; তথা চ প্রমাণমপ্রমাণং স্যাদিত্যর্থঃ। উপসংহরতি—"তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি"। স্যাদেতৎ। ভবতু পৃথগ্জনানামেবম্ ; আগমোপপত্তিপ্রতিপন্নপ্রত্যগাত্মতত্ত্বানাং ব্যুৎপন্নানামপি পুংসাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা দৃশ্যন্তে, ইতি কথমবিদ্যাবদ্বিষয়াণ্যেব প্রমাণানীত্যত আহ।—"পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ" ইতি। বিদন্তু নামাগমোপপত্তিভ্যাং দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যো ভিন্নং প্রত্যগাত্মানং, প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারে তু প্রাণভৃন্মাত্রধর্ম্মান্নাতিবর্ত্তন্তে। যাদৃশো হি পশুশকুন্তাদীনামবিপ্রতিপন্নমুগ্ধভাবানাং ব্যবহারঃ, তাদৃশো ব্যুৎপন্নানামপি পুংসাং দৃশ্যতে। তেন তৎসামান্যাত্তেষামপি ব্যবহারসময়েঽবিদ্যাবত্ত্বমনুমেয়ম্। চ-শব্দঃ সমুচ্চয়ে। উক্তশঙ্কানিবর্ত্তনসহিতপূর্ব্বোক্তোপপত্তিরবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বং প্রমাণানাং সাধয়তীত্যর্থঃ। এতদেব বিভজতে "যথা হি পশ্বাদয়ঃ" ইতি। অত্র চ "শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সম্বন্ধে সতি" ইতি প্রত্যক্ষং প্রমাণং দর্শিতম্। "শব্দাদিবিজ্ঞানে" ইতি তৎফলমুক্তম্। "প্রতিকূলে" ইতি চানুমানফলম্। তথাহি।—শব্দাদিস্বরূপমুপলভ্য তজ্জাতীয়স্য প্রতিকূলতামনুস্মৃত্য তজ্জাতীয়তয়োপলভ্যমানস্য প্রতিকূলতামনুমিমীত-ইতি। উদাহরতি।—"যথা দণ্ডেতি", শেষমতিরোহিতার্থম্। স্যাদেতৎ। ভবন্তু

আসিতেছে দেখিলে পলায়ন করেন এবং তদ্বিপরীত দেখিলে তাহার অভিমুখী হন ; সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মনুষ্যজাতির প্রমাণাদিব্যবহার ও তদনুযায়িনী প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সমস্তই পশুদিগের সহিত সমান, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

[পশ্বা…নিশ্চীয়তে] পশুদিগের প্রত্যক্ষাদিব্যবহার যে, অবিদ্যামূলক বা অজ্ঞানকৃত, ইহা সকলেরই জানা আছে এবং তাহা প্রসিদ্ধও বটে (১১)।

---

(১১) পশুদিগের সামান্যতঃ আত্ম-পর-জ্ঞান আছে সত্য, পরন্তু তাহাদের তদ্বিষয়ক বিবেক-জ্ঞান নাই। বিবেক-জ্ঞান উপদেশ-লভ্য, উপদেশ না থাকায় তাহাদের বিবেক-জ্ঞান জন্মে না।

শাস্ত্রীয়ে তু ব্যবহারে যদ্যপি বুদ্ধিপূর্ব্বকারী নাবিদিত্বাত্মনঃ পরলোকসম্বন্ধমধিক্রিয়তে, তথাপি, ন বেদান্ত-বেদ্যমশনায়াদ্যতীতম্ অপেতব্রহ্মক্ষত্রাদিভেদম্ অসংসার্য্যাত্মতত্ত্বমধিকারেঽপেক্ষ্যতে অনুপযোগাদধিকার-বিরোধাচ্চ।

প্রত্যক্ষাদীন্যবিদ্যাবদ্বিষয়াণি; শাস্ত্রন্তু "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি ন দেহাত্মাধ্যাসেন প্রবর্ত্তিতুমর্হতি। অত্র খল্বামুষ্মিকফলোপভোগযোগ্যোঽধিকারী প্রতীয়তে। তথা চ পারমর্ষং সূত্রম্ "শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি, তল্লক্ষণত্বাৎ, তস্মাৎ স্বয়ংপ্রয়োগে স্যাদিতি।" ন চ দেহাদি ভস্মীভূতং পারলৌকিকায় ফলায় কল্পতে, ইতি দেহাদ্যতিরিক্তং কঞ্চিদধিকারিণমাক্ষিপতি শাস্ত্রং, তদবগমশ্চ বিদ্যেতি কথমবিদ্যাবদ্বিষয়ং শাস্ত্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ।—"শাস্ত্রীয়ে তু" ইতি, তু-শব্দঃ প্রত্যক্ষাদিব্যবহারাদ্ভিনত্তি শাস্ত্রীয়ম্। অধিকারশাস্ত্রং হি স্বর্গকামস্য পুংসঃ পরলোকসম্বন্ধং বিনা ন নির্ব্বহতীতি তাবন্মাত্রমাক্ষিপেৎ, ন ত্বস্যাসংসারিত্বমপি; তস্যাধিকারেঽনুপযোগাৎ। প্রত্যুতৌপনিষদস্য পুরুষস্যাকর্ত্তুরভোক্তুরধিকারবিরোধাৎ। প্রযোক্তা হি কর্ম্মণঃ কর্ম্মজনিতফলভোগভাগী কর্ম্মণ্যধিকারী স্বামী ভবতি। তত্র কথমকর্ত্তা "প্রযোক্তা, কথং বা অভোক্তা কর্ম্মজনিতফলভোগভাগী। তস্মাদনাদ্যবিদ্যালব্ধকর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব-ব্রাহ্মণত্বাদ্যভিমানিনং নরমধিকৃত্য বিধিনিষেধশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে। এবং বেদান্তা অপ্যবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়া এব। ন হি প্রমাত্রাদিবিভাগাদৃতে তদর্থাধিগমঃ। তে ত্ববিদ্যাবন্তমনুশাসন্তো নির্মৃষ্টনিখিলাবিদ্যমনুশিষ্টং স্বরূপে ব্যবস্থাপয়ন্তীত্যেতাবানেষাং বিশেষঃ। তস্মাদবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়াণ্যেব শাস্ত্রাণীতি সিদ্ধম্।

জ্ঞানীর ব্যবহারও পাশব ব্যবহারের সহিত সমান। পশুরা যেরূপে ব্যবহার-কার্য্য নির্ব্বাহ করে, জ্ঞানীরাও সেইরূপেই ব্যবহার-কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহা দেখিয়া স্থির হয় যে, জ্ঞানিপুরুষের ব্যবহারও অধ্যাসমূলক এবং ব্যবহারকালে নিশ্চয়ই তাঁহাদেরও অধ্যাস অব্যাহত থাকে। (১২)

(শাস্ত্রীয়ে···বিরোধাচ্চ) যদিও শাস্ত্রীয় ব্যবহারে (যজ্ঞাদিকার্য্যে) বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকারীরাই অর্থাৎ জ্ঞানি-মনুষ্যেরাই অধিকারী; কেন-না, আপনার বা আত্মার পরলোকসম্বন্ধ জ্ঞান ব্যতীত তদ্রূপ ব্যবহারে (যজ্ঞাদিতে) কাহারো প্রবৃত্তি হইতে পারে না সত্য, তথাপি, সেই সেই ব্যবহারে আধ্যাসিক জ্ঞান ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তবেদ্য ক্ষুৎপিপাসাদিধর্ম্মরহিত ব্রাহ্মণত্বাদিজাতি-বর্ণাদিবিভাগশূন্য অখণ্ডৈকরস আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের অপেক্ষা নাই (প্রয়োজন হয় না)। কেন-না, তদ্রূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান ঐ অধিকারের (শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি কার্য্যের) একান্ত অনুপযোগী, অধিকন্তু বিরোধীও বটে।

(১২) যখন যখন অধ্যাস, তখনই তখনই ব্যবহার—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। সুপ্তিকালে দেহাদিতে আত্মাধ্যাস (অহংজ্ঞান) থাকে না, তৎকালে প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে না। জাগ্রৎকালে অধ্যাস থাকে, সেইজন্য তখন প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে। জ্ঞানীরা যখন সমাহিত থাকেন, তখন তাঁহাদের অধ্যাস থাকে না, অর্থাৎ তখন তাঁহারা দেহাদি হইতে বিবিক্ত হন, এজন্য, তৎকালে তাঁহাদের প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার লুপ্ত থাকে।

প্রাক্ চ তথাভূতাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রবর্ত্তমানং শাস্ত্র-

স্থাদ্যেতৎ। যদ্যপি বিরোধানুপযোগাভ্যামৌপনিষদঃ পুরুষোঽধিকারে নাপেক্ষ্যতে, তথাপ্যুপনিষদ্ভ্যোঽবগম্যমানঃ শক্নোত্যধিকারং নিরোদ্ধুম্। তথা চ পরম্পরাপহতার্থত্বেন কৃৎস্ন এব বেদঃ প্রামাণ্যমপজহ্যাদিত্যত আহ।—"প্রাক্ চ তথাভূতাত্ম"—ইতি। সত্যমৌপনিষদপুরুষাধিগমোঽধিকারবিরোধী, তস্মাত্তু পুরস্তাৎ কর্ম্মবিধয়ঃ স্বোচিতং ব্যবহারং নির্ব্বহন্তো নানুপজাতেন ব্রহ্মজ্ঞানেন শক্যা নিরোদ্ধুম্। ন চ পরম্পরাপহতিঃ। বিদ্যাবিদ্যাবৎপুরুষভেদেন ব্যবস্থোপপত্তেঃ। যথা "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি সাধ্যাংশনিষেধেঽপি "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" ইতি শাস্ত্রং প্রবর্ত্তমানং ন হিংস্যাদিত্যনেন ন বিরুধ্যতে। তৎ কস্য হেতোঃ, পুরুষভেদাদিতি। অবজিতক্রোধারাতয়ঃ পুরুষা নিষেধেঽধিক্রিয়ন্তে, ক্রোধারাতিবশীকৃতাস্তু শ্যেনাদিশাস্ত্র ইতি। 'অবিদ্যাবৎপুরুষবিষয়ত্বং নাতিবর্ত্ততে' ইতি যদুক্তং, তদেব স্ফোরয়তি।—তথাহীতি। তত্র বর্ণাধ্যাসঃ—রাজা রাজসূয়েন যজেতেত্যাদিঃ। আশ্রমাধ্যাসঃ—গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেদিত্যাদিঃ। বয়োধ্যাসঃ—কৃষ্ণকেশোঽগ্নীনাদধীতেত্যাদিঃ। অবস্থাধ্যাসঃ অপ্রতিসমাধেয়ব্যাধীনাং জলাদিপ্রবেশেন প্রাণত্যাগ ইতি। আদিগ্রহণং মহাপাতকোপপাতকসঙ্করীকরণাপাত্রীকরণমলিনীকরণাদ্যধ্যাসোপসংগ্রহার্থম্। তদেবমাত্মানাত্মনোঃ পরস্পরাধ্যাসমাক্ষেপসমাধানাভ্যামুপপাদ্য প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারপ্রবর্ত্তনেন চ দৃঢ়ীকৃত্য তস্যানর্থহেতুতামুদাহরণপ্রপঞ্চনেন প্রতিপাদয়িতুং তৎস্বরূপমুক্তং স্মারয়তি।—অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিত্যবোচাম ইতি। স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাস ইত্যস্য সংক্ষেপাভিধানমেতৎ। তত্রাহমিতি ধর্ম্মিতাদাত্ম্যাধ্যাসমাত্রং—মমেত্যনুৎপাদিতধর্ম্মাধ্যাসং নানর্থহেতুরিতি ধর্ম্মাধ্যাসমেব মমকারং সাক্ষাদশেষানর্থসংসারকারণমুদাহরণপ্রপঞ্চেনাহ।—"তদ্যথা, পুত্রভার্য্যাদিষু" ইতি। দেহতাদাত্ম্যমাত্মন্যধ্যস্য দেহধর্ম্মং পুত্রকলত্রাদিস্বাম্যং কৃশত্বাদিঞ্চারোপ্যাহ—অহমেব বিকলঃ সকল ইতি। স্বস্য খলু সাকল্যেন স্বাম্যসাকল্যাৎ স্বামীশ্বরঃ সকলঃ সম্পূর্ণো ভবতি। তথা স্বস্য বৈকল্যেন স্বাম্যবৈকল্যাৎ স্বামীশ্বরো বিকলোঽসম্পূর্ণো ভবতি। বাহ্যধর্ম্মা যে বৈকল্যাদয়ঃ স্বাম্যপ্রণালিকয়া সঞ্চারিতাঃ শরীরে, তানাত্মন্যধ্যস্যতীত্যর্থঃ। যদা চ পরোপাধ্যপেক্ষে দেহধর্ম্মে স্বাম্যে ইয়ং গতিঃ, তদা কৈব কথা অনৌপাধিকেষু দেহধর্ম্মেষু কৃশত্বাদিম্বিত্যাশয়বানাহ—"তথা দেহধর্ম্মান্" ইতি। দেহাদেরপ্যন্তরঙ্গাণামিন্দ্রিয়াণামধ্যস্তাত্মভাবানাং ধর্ম্মান্ মূকত্বাদীন্ ততোঽপ্যন্তরঙ্গস্যান্তঃকরণস্যাধ্যস্তাত্মভাবস্য ধর্ম্মান্ কামসংকল্পাদীনাত্মন্যধ্যস্যতীতি যোজনা। তদনেন প্রপঞ্চেন ধর্ম্মাধ্যাসমুক্ত্বা তস্য মূলং ধর্ম্মাধ্যাসমাহ।—"এবমহম্প্রত্যয়িনম্" অহম্প্রত্যয়ো বৃত্তির্যস্মিন্নন্তঃকরণাদৌ, সোঽয়মহম্প্রত্যয়ী তং, "স্বপ্রচারসাক্ষিণি" অন্তঃকরণ-

[প্রাক্…বর্ত্ততে] কেন-না, আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্তই শাস্ত্রীয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি থাকে; পরে তাহার কিছুই থাকে না অর্থাৎ তাহার কোনও সাফল্য থাকে না। এতদদৃষ্টে নিশ্চয় হইতেছে যে, যখন শাস্ত্র সকল তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বপর্য্যন্তই উপযোগী থাকে, পরে থাকে না, নিষ্ফল হইয়া যায়,

মবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং নাতিবর্ত্ততে। তথাহি—"ব্রাহ্মণো যজেত" ইত্যাদীনি শাস্ত্রাণি আত্মনি বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাদিবিশেষাধ্যাসমাশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে। অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরিত্যবোচাম। তদ্‌যথা—পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বা অহমেব বিকলঃ সকলো বেতি বাহ্যধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্যতি; তথা দেহধর্ম্মান্—স্থূলোঽহম্, কৃশোঽহং গৌরোঽহং তিষ্ঠামি গচ্ছামি লঙ্ঘয়ামি চেতি, তথেন্দ্রিয়ধর্ম্মান্—মূকঃ ক্লীবো বধিরঃ কাণোঽহমিতি; তথা অন্তঃ-

প্রচারসাক্ষিণি চৈতন্যোদাসীনতাভ্যাং "প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্ত" তদনেন কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বে উপপাদিতে। চৈতন্যমুপপাদয়তি।—"তঞ্চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্য্যয়েণ" অন্তঃকরণাদিবিপর্য্যয়েণ, অন্তঃকরণাদ্যচেতনং, তস্য বিপর্য্যয়ঃ চৈতন্যং, তেন। ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া। "অন্তঃকরণাদিষ্বধ্যস্যতি।" তদনেনান্তঃকরণাদ্যবচ্ছিন্নঃ প্রত্যগাত্মা ইদমনিদংরূপশ্চেতনঃ কর্ত্তা ভোক্তা কার্য্যকারণাবিদ্যাদ্বয়াধারোঽহংকারাস্পদং সংসারী সর্ব্বানর্থসম্ভারভাজনং জীবাত্মা ইতরেতরাধ্যাসোপাদানঃ, তদুপাদানশ্চাধ্যাস ইত্যনাদিত্বাদ্বীজাঙ্কুরবন্নেতরেতরাশ্রয়ত্বমিত্যুক্তং ভবতি। প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারদৃঢ়ীকৃতমপি শিষ্যহিতায় স্বরূপাভিধানপূর্ব্বকং সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষতয়াঽধ্যাসং সুদৃঢ়ীকরোতি।—"এবময়মনাদিরনন্তঃ"—তত্ত্বজ্ঞানমন্তরেণাশক্যসমুচ্ছেদঃ। অনাদ্যনন্তত্বে হেতুরুক্তঃ "নৈসর্গিকঃ" ইতি। "মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ" মিথ্যাপ্রত্যয়ানাং রূপমনির্ব্বচনীয়ত্বং, তদ্‌যস্য স তথোক্তঃ অনির্ব্বচনীয় ইত্যর্থঃ। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়।" বিরোধিপ্রত্যয়ং বিনা কুতোঽস্য প্রহাণমিত্যত উক্তম্।—আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয় ইতি। প্রতিপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ, তস্যৈ, ন তু জপমাত্রায়, নাপি কর্ম্মসু প্রবৃত্তয়ে। আত্মৈকত্বং বিগলিতনিখিলপ্রপঞ্চত্বমানন্দরূপস্য সতঃ, তৎপ্রতিপত্তিং নির্ব্বিচিকিৎসাং ভাবয়ন্তো বেদান্তাঃ সমূলঘাতমধ্যাসমুপঘ্নন্তি। এতদুক্তং ভবতি।—অস্মৎপ্রত্যয়স্যাত্মবিষয়স্য সমীচীনত্বে সতি ব্রহ্মণো জ্ঞাতত্বান্নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চ ন জিজ্ঞাসা স্যাৎ। তদভাবে চ ন ব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তাঃ প্রবর্ত্তেরন্; অপি তু অবিবক্ষিতার্থা জপমাত্রে উপযুজ্যেরন্। ন হি তদৌপনিষদাত্মপ্রত্যয়ঃ প্রমাণভাবমশ্নুতে। ন চাসাবপ্রমাণমভ্যস্তোঽপি বাস্তবং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি আত্মনোঽপনেতুমর্হতি। আরোপিতং হি রূপং তত্ত্বজ্ঞানেনাপোহ্যতে, ন তু বাস্তবমতত্ত্বজ্ঞানেন। ন হি রজ্জ্বা রজ্জুত্বং সহস্রমপি

তখন আর তাহারা অবিদ্যাবদ্বিষয়তাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না, অর্থাৎ অধ্যাসের অধিকার হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। (সংক্ষেপ সিদ্ধান্ত এই যে, শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সমস্তই ঐ কারণে আবিদ্যক, অধ্যাসমূলক বা অজ্ঞানকল্পিত)। [তথাহি…বর্ত্তন্তে] ইহার উদাহরণ দেখ। "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন" ইত্যাদি শাস্ত্র সকল, যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণ, গার্হস্থ্যাদি আশ্রম, অষ্টবর্ষাদি বয়স ও শুচিত্বাদি অবস্থা প্রভৃতি অধ্যস্ত থাকে, সেই ব্যক্তির প্রতিই প্রবৃত্তি জন্মায়, সফল হয়, স্বীয় ক্ষমতা প্রচার করিতে-

করণধর্ম্মান্—কামসংকল্পবিচিকিৎসাধ্যবসায়াদীন্। এবমহংপ্রত্যয়িনমশেষস্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্য, তঞ্চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণং তদ্বিপর্য্যয়েণান্তঃকরণাদিষধ্যস্যতি। এবময়মনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ।

সর্পাধারপ্রত্যয়া অপবদিতুং সমুৎসহন্তে। মিথ্যাজ্ঞানপ্রসঞ্জিতঞ্চ স্বরূপং শক্যং তত্ত্বজ্ঞানেনাপবদিতুম্; মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারশ্চ সুদৃঢ়োঽপি তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারেণাদরনৈরন্তর্য্য-দীর্ঘকাল-তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস-জন্মনেতি। স্যাদেতৎ। প্রাণাদ্যুপাসনা অপি বেদান্তেষু বহুলমুপলভ্যন্তে, তৎ কথং সর্ব্বেষাং বেদান্তানামাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনমর্থ ইত্যত আহ।—"যথা চায়মর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং, তথা বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ"। শরীরমেব শরীরকং, তত্র নিবাসী শারীরকঃ—জীবাত্মা,তস্য ত্বং-পদাভিধেয়স্য তৎ-পদাভিধেয়পরমাত্মরূপতা মীমাংস্যতে যয়া সা তথোক্তা।

এতাবানত্রার্থসংক্ষেপঃ।—যদ্যপি চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধিনা স্বাধ্যায়পদবাচ্যস্য বেদরাশেঃ ফলবদর্থাববোধপরতামাপাদয়তা কর্ম্মবিধিনিষেধানামিব বেদান্তানামপি স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যানাং ফলবদর্থাববোধপরত্বমাপাদিতম্; যদ্যপি চ বেদান্তেভ্যশ্চৈতন্যানন্দঘনঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরহিতোনিষ্প্রপঞ্চ একঃ প্রত্যগাত্মাঽবগম্যতে, তথাপি কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বদুঃখশোকমোহময়মাত্মানমবগাহমানেনাঽহংপ্রত্যয়েন সন্দেহবাধাবিরহিণা বিরুধ্যমানা বেদান্তাঃ স্বার্থাৎ প্রচ্যুতা উপচরিতার্থা বা জপমাত্রোপযোগিনো বা ইত্যবিবক্ষিতস্বার্থাঃ। তথা চ তদর্থবিচারাত্মিকা চতুর্লক্ষণী শারীরকমীমাংসা নারব্ধব্যা। ন চ সার্ব্বজনীনাহমনুভবসিদ্ধ আত্মা সন্দিগ্ধো বা সপ্রয়োজনো বা, যেন জিজ্ঞাস্যঃ সন্ বিচারং প্রযুঞ্জীতেতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

পারে; অন্যথা নিষ্ফল বা বিফল হইয়া যায় (১৩)। [অধ্যা···চামঃ] যে বা যাহা যদ্রূপ নহে, তাহাতে তাহার বা তদ্রূপের জ্ঞান হওয়ার নাম অধ্যাস, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। (তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্যমাত্রস্বভাব নির্ব্বিশেষ আত্মায় অনাত্ম-বুদ্ধ্যাদির জ্ঞান এবং বুদ্ধ্যাদি অনাত্মপদার্থে অহংমমাদি জ্ঞান,—এইরূপ পরস্পরাধ্যাস ব্যতীত কোনও শাস্ত্র ও কোনও ব্যবহার চলিতে বা জন্মলাভ করিতে পারে না।)

[তদ্···সায়াদীন্] ইহার উদাহরণ দেখ,—পুত্র ভার্য্যাদি ক্লিষ্ট হইলে ও অক্লিষ্ট থাকিলে অজ্ঞ জীব 'আমি ক্লেশে আছি' ও 'আমি সুখে আছি' মনে করিয়া থাকে। এখানে বাহ্য পুত্র-ভার্য্যাদির ক্লেশাক্লেশ আপনাতে আরোপ বা অধ্যস্ত করিয়াই ঐরূপ অনুভব করিয়া থাকে। স্থূলত্ব, কৃশত্ব প্রভৃতি দেহ-ধর্ম্মসমূহকে আত্মাতে অর্থাৎ আপনাতে আরোপ করিয়া 'আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি

---

(১৩) যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে না, "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন", এরূপ শাসনবাক্য বা শত সহস্র শাস্ত্রও তাহাকে যজ্ঞে প্রবৃত্ত করিতে পারিবে না, সুতরাং তাহার প্রতি সে শাস্ত্র বিফল হইবে। এইরূপে অন্যান্য শাস্ত্রের বিফলতার উদাহরণ উন্নয়ন করিয়া লও।

অস্যানর্থহেতোঃপ্রহাণায়াত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্ব্বে বেদান্তা আরভ্যন্তে। যথা চায়মর্থঃ সর্ব্বেষাং বেদান্তানাং, তথা বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ। বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্যাস্মাভিরিদমাদিমং সূত্রম্—

সিদ্ধান্তস্তু—ভবেদেতদেবং, যদ্যহংপ্রত্যয়ঃ প্রমাণম্। তস্য তূক্তেন ক্রমেণ শ্রুত্যাদিবাধকত্বানুপপত্তেঃ। শ্রুত্যাদিভিশ্চ সমস্ততীর্থকরৈশ্চ প্রামাণ্যানভ্যুপগমাদধ্যাসত্বম্। এবঞ্চ বেদান্তা নাবিবক্ষিতার্থা নাপ্যুপচরিতার্থাঃ, কিন্তূক্তলক্ষণঃ প্রত্যগাত্মৈব তেষাং মুখ্যোঽর্থঃ। তস্য চ বক্ষ্যমাণেন ক্রমেণ সন্দিগ্ধত্বাৎ প্রয়োজনবত্বাচ্চ যুক্তা জিজ্ঞাসা, ইত্যাশয়বান্ সূত্রকারঃ তজ্জিজ্ঞাসাসূত্রমসূত্রয়ৎ।

কৃষ্ণবর্ণ, আমি গৌরবর্ণ, আমি স্থিত আছি, আমি যাইতেছি, আমি লঙ্ঘন করিতেছি' ইত্যাদিপ্রকার জ্ঞান ও সংব্যবহার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মূকত্ব, কাণত্ব প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ধর্ম্মও আপনাতে আরোপিত করিয়া 'আমি মূক—কথা কহিতে পারি না, আমি ক্লীব—রতি-ক্রীড়ায় অক্ষম, আমি বধির—শুনিতে পাই না, আমি অন্ধ—দেখিতে পাই না' ভাবিয়া থাকে। কাম, সংকল্প, বিকল্প প্রভৃতি মানস ধর্ম্মকেও আত্মার উপর ন্যস্ত বা আরোপিত করিয়া, 'আমি ইচ্ছা করি, আমি সংকল্প করি, আমি বিবেচনা করি, আমি সন্দেহ করি, আমি নিশ্চয় করি' ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞান ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকে।

[এবং···স্থতি] ঐ-ঐ-রূপে লোক সকল অহংপ্রত্যয়ীকে অর্থাৎ অহংজ্ঞানের আলম্বন বা উৎপত্তিস্থান অন্তঃকরণকে, তৎপ্রচারসাক্ষীতে অর্থাৎ অন্তঃকরণের দর্শক বা প্রকাশক চৈতন্য-নামক প্রত্যগাত্মাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত করিতেছে—তদ্ভাবাপন্ন করিতেছে—আবার বিপরীতক্রমে সাক্ষিস্বরূপে সর্ব্বাবভাসক প্রত্যগাত্মাকেও অন্তঃকরণাদিতে অধ্যস্ত করিতেছে বা তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত করাইতেছে।

[এবং···প্রত্যক্ষঃ] অনাদি ও আবহমানকালগত স্বতঃ-প্রবৃত্ত ও অনন্তকালস্থায়ী এবংবিধ এই মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ অধ্যাস সকল লোকেরই প্রত্যক্ষ বা অনুভবগোচর। এই অনাদি, অনন্ত ও অনির্ব্বচনীয় অধ্যাসই কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির প্রবর্ত্তক। [অস্য···ষ্যামঃ] সকল অনর্থের মূলীভূত ঐ অবিদ্যার উচ্ছেদ ও অবিদ্যানাশক একাত্মবিজ্ঞান উৎপাদনের জন্য বেদান্তবিচার করা আরব্ধ হইতেছে। যাহাতে বেদান্তশাস্ত্রের ঐরূপ অর্থ বা তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহা আমরা এই শারীরক মীমাংসায় (১৪) দেখাইব। [বেদান্ত···সূত্রম্] আমরা যে বেদান্ত-মীমাংসার ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি—সেই বেদান্ত-মীমাংসার প্রথম সূত্র এই :—

(১৪) শরীরে ভবঃ শারীরঃ, ততঃ কুৎসিতার্থে কঃ, জীব ইত্যর্থঃ। তৎসম্বন্ধিনী মীমাংসা—বিচার, শারীরক মীমাংসা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-বিচার।

অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥ *

তত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে, নাধিকারার্থঃ, ব্রহ্ম-

ইতি। জিজ্ঞাসয়া সন্দেহপ্রয়োজনে সূচয়তি। তত্র সাক্ষাদিচ্ছাব্যাপ্যত্বাৎ ব্রহ্মজ্ঞানং কণ্ঠোক্তং প্রয়োজনম্। ন চ কর্ম্মজ্ঞানাৎ পরাচীনমনুষ্ঠানমিব ব্রহ্মজ্ঞানাৎ পরাচীনং কিঞ্চিদস্তি, যেনৈতদবান্তরপ্রয়োজনং ভবেৎ। কিন্তু ব্রহ্মমীমাংসাখ্যতর্কেতিকর্ত্তব্যতানুজ্ঞাতবিষয়ৈর্ব্বেদান্তৈরাহিতং নির্ব্বিচিকিৎসং ব্রহ্মজ্ঞানমেব সমস্তদুঃখোপশমরূপমানন্দৈকরসং পরমং প্রয়োজনম্। তমর্থমধিকৃত্য হি প্রেক্ষাবন্তঃ প্রবর্ত্তন্তেতরাম্। তচ্চ প্রাপ্তমপ্যনাদ্যবিদ্যাবশাদপ্রাপ্তমিবেতি প্রেপ্সিতং ভবতি। যথা স্বগ্রীবাগতমপি গ্রৈবেয়কং কুতশ্চিদ্ ভ্রমান্নাস্তীতি মন্যমানঃ পরেণ প্রতিপাদিতমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্নোতি। জিজ্ঞাসা তু সংশয়স্য কার্য্যমিতি স্বকারণং সংশয়ং সূচয়তি। সংশয়শ্চ মীমাংসারম্ভং প্রয়োজয়তি। তথা চ শাস্ত্রে প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিহেতুসংশয়প্রয়োজনসূচনাৎ যুক্তমস্য সূত্রস্য শাস্ত্রাদিত্বমিত্যাহ ভগবান্ ভাষ্যকারঃ।—"বেদান্তমীমাংসাশাস্ত্রস্য ব্যাচিখ্যাসিতস্যাস্যাভিরিদমাদিমদং সূত্রম্। পূজিতবিচারবচনো মীমাংসাশব্দঃ। পরমপুরুষার্থহেতুভূতসূক্ষ্মতমার্থনির্ণয়ফলতা বিচারস্য পূজিততা। তস্যা মীমাংসায়াঃ শাস্ত্রম্,—সা হ্যনেন শিষ্যতে শিষ্যেভ্যো যথাবৎপ্রতিপাদ্যত ইতি। সূত্রঞ্চ বহ্বর্থসূচনাদ্ভবতি। যথাহুঃ—

'লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।
সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥' ইতি।

[তত্র…অনধিকার্য্যত্বাৎ] সূত্রস্থ অথ শব্দের অর্থ আনন্তর্য্য। অথ শব্দের অধিকার বা আরম্ভ অর্থ থাকিলেও তাহা এখানে গ্রহণযোগ্য নহে; কেন-না, এস্থলে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা অধিকার্য্য নহে, অর্থাৎ আরম্ভণীয় নহে। [মঙ্গল… ভবতি] অথ শব্দের আর একটি অর্থ—"মঙ্গল, তাহাও এস্থলে গ্রহণযোগ্য নহে; কেন-না, মঙ্গল অর্থটি "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই বাক্যলব্ধ অর্থের সহিত অন্বিত বা সম্বদ্ধ হয় না, অর্থাৎ পৃথক্ থাকিয়া যায়। (গ্রন্থারম্ভে "অথ" শব্দের প্রয়োগ বা উচ্চারণ করা আবশ্যক হয় বটে; কিন্তু অন্যার্থে প্রয়োগ করিলেও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।) অথ শব্দ যে কোন অর্থে প্রযুক্ত হউক না কেন, উহা (অথ শব্দ) উচ্চারিত হইলেই শঙ্খধ্বনি প্রভৃতির ন্যায় মঙ্গলজনক হইয়া থাকে।

---

* অথ—অনন্তরং—সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যনন্তরম্, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা, ব্রহ্ম বিচারয়িতব্যমিত্যর্থঃ। বিচারজনিতেন জ্ঞানেনাবগন্তমিষ্টং ব্রহ্মেতি সূত্রতাৎপর্য্যম্। জ্ঞানসাধক শম-দমাদি সদ্গুণলাভের পর ব্রহ্মবিষয়ে বিচার করিবে, অর্থাৎ বিচারজনিত নির্ম্মল জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিবে।

জিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাৎ। মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে সমন্বয়াভাবাৎ। অর্থান্তরপ্রযুক্ত এব হি অথশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গলপ্রয়োজনো ভবতি। পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্তর্য্যাব্যতিরেকাৎ।

তদেবং সূত্রতাৎপর্য্যং ব্যাখ্যায় তস্য প্রথমপদম্ অথেতি ব্যাচষ্টে,—(অথেতি) "তত্রাথশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ পরিগৃহ্যতে" তেষু সূত্রপদেষু মধ্যে যোঽয়মথশব্দঃ, স আনন্তর্য্যার্থ ইতি যোজনা। নন্বধিকারার্থোঽপ্যথশব্দো দৃশ্যতে, যথা, "অথৈষ জ্যোতিঃ" ইতি বেদে; যথা বা লোকে "অথ শব্দানুশাসনম্" "অথ যোগানুশাসনম্" ইতি, তৎ কিমত্রাধিকারার্থো ন গৃহ্যত ইত্যত আহ।—"নাধিকারার্থঃ।" কুতঃ? "ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাৎ।" জিজ্ঞাসা তাবদিহ সূত্রে ব্রহ্মণশ্চ তজ্জ্ঞানাচ্চ শব্দতঃ প্রধানং প্রতীয়তে। ন চ যথা 'দণ্ডী প্রৈষানন্বাহ' ইত্যত্রাপ্রধানমপি দণ্ডশব্দার্থো বিবক্ষ্যতে, এবমিহাপি ব্রহ্মতজ্জ্ঞানে ইতি যুক্তম্। ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যঙ্গ-সংশয়প্রয়োজনসূচনার্থত্বেন জিজ্ঞাসায়া এব বিবক্ষিতত্বাৎ। তদবিবক্ষায়াস্তু তদসূচনেন কাকদন্তপরীক্ষায়ামিব ব্রহ্মমীমাংসায়াং ন প্রেক্ষাবন্তঃ প্রবর্ত্তেরন্। ন হি তদানীং ব্রহ্ম বা তজ্জ্ঞানং বা অভিধেয়-প্রয়োজনে ভবিতুমর্হতঃ। অনধ্যস্তাহম্প্রত্যয়বিরোধেন বেদান্তানামেবম্বিধেঽর্থে প্রামাণ্যানুপপত্তেঃ। কর্ম্মপ্রবৃত্ত্যুপযোগিতয়োপচরিতার্থানাং বা জপোপযোগিনাং বা হুমিত্যেবমাদীনামবিবক্ষিতার্থানামপি স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধ্যধীনগ্রহণত্বস্য সম্ভবাৎ। তস্মাৎ সন্দেহপ্রয়োজনসূচনী জিজ্ঞাসা ইহ পদতো বাক্যতশ্চ প্রধানং বিবক্ষিতব্যা। ন চ তস্যা অধিকার্য্যত্বম্; অপ্রস্তূয়মানত্বাৎ; যেন তৎসমভিব্যাহৃতোঽথশব্দোঽধিকারার্থঃ স্যাৎ। জিজ্ঞাসাবিশেষণন্তু ব্রহ্মতজ্জ্ঞানমধিকার্য্যন্তবেৎ। ন চ তদপ্যথশব্দেন সম্বধ্যতে, প্রাধান্যাভাবাৎ। ন চ জিজ্ঞাসা মীমাংসা; যেন যোগানুশাসনবদধিক্রিয়েত। নাস্তত্বং নিপাত্য মাঙ্ মান ইত্যস্মাদ্বা, মান পূজায়ামিত্যস্মাদ্বা ধাতোঃ মান্বধেত্যাদিনাঽনিচ্ছার্থে সনি ব্যুৎপাদিতস্য মীমাংসাশব্দস্য পূজিতবিচারবচনত্বাৎ। জ্ঞানেচ্ছাবাচকত্বাত্তু জিজ্ঞাসাপদস্য, প্রবর্ত্তিকা হি মীমাংসায়াং জিজ্ঞাসা স্যাৎ। ন চ প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তকয়োরৈক্যম্। একত্বে তদ্ভাবানুপপত্তেঃ। ন চ স্বার্থপরত্বস্যোপপত্তৌ সত্যামন্যার্থপরত্বকল্পনা যুক্তা, অতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং জিজ্ঞাসায়া অনধিকার্য্যত্বাদিতি। অথ মঙ্গলার্থোঽথশব্দঃ কস্মান্ন ভবতি; তথা চ মঙ্গলহেতুত্বাৎ প্রত্যহং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি

[পূর্ব্ব…রেকাৎ] পূর্ব্বে কিছু বলিয়া, পরে যদি তৎসম্পর্কেই অন্য কিছু বলা হয়, সেরূপ স্থলেও অথ-শব্দের প্রয়োগ হয় সত্য, পরন্তু তাদৃশ পূর্ব্বাপরীভাব অর্থ-টী আনন্তর্য্য অর্থেরই অব্যতিরিক্ত, অর্থাৎ তাহা আনন্তর্য্য হইতে অতিরিক্ত অর্থ নহে, তাহাও আনন্তর্য্যমধ্যেই গণ্য।

সতি চানন্তর্য্যার্থত্বে যথা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা পূর্ব্ববৃত্তং বেদাধ্যয়নং নিয়মেনাপেক্ষতে, এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপি যৎ পূর্ব্ববৃত্তং

সূত্রার্থঃ সম্পদ্যতে—ইত্যত আহ।—"মঙ্গলস্য চ বাক্যার্থে সমন্বয়াভাবাৎ।" পদার্থ এব হি বাক্যার্থে সমন্বীয়তে। স চ বাচ্যো লক্ষ্যো বা? ন চেহ মঙ্গলমথশব্দস্য বাচ্যং বা লক্ষ্যং বা, কিন্তু মৃদঙ্গশঙ্খধ্বনিবদথশব্দশ্রবণমাত্রকার্য্যম্। ন চ কার্য্যজ্ঞাপ্যয়োর্ব্বাক্যার্থে সমন্বয়ঃ শব্দব্যবহারে দৃষ্ট ইত্যর্থঃ।
তৎ কিমিদানীং মঙ্গলার্থোঽথশব্দস্তেষু তেষু ন প্রয়োক্তব্যঃ। তথা চ—

"ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ॥"

ইতি স্মৃতিব্যাকোপঃ, ইত্যত আহ।—অর্থান্তরপ্রযুক্ত এব হি অথশব্দঃ শ্রুত্যা শ্রবণমাত্রেণ বেণুবীণাধ্বনিবন্মঙ্গলং কুর্ব্বন্ মঙ্গলপ্রয়োজনো ভবতি, অন্যার্থমানীয়মানোদকুম্ভদর্শনবৎ। তেন ন স্মৃতিব্যাকোপঃ। ন চেহানন্তর্য্যার্থস্য সতো ন শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলার্থতেত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষোঽথশব্দো ভবিষ্যতি, বিনৈবানন্তর্য্যার্থত্বম্। তদ্‌যথা ইমমেবাথশব্দং প্রকৃত্য বিমৃশ্যতে,—কিময়মথশব্দ আনন্তর্য্যে অথাধিকারে ইতি। অত্র বিমর্শবাক্যে অথশব্দঃ পূর্ব্বপ্রকৃতমথশব্দমপেক্ষ্য প্রথমপক্ষোপন্যাসপূর্ব্বকং পক্ষান্তরোপন্যাসে; চাস্যানন্তর্য্যমর্থঃ। পূর্ব্বপ্রকৃতস্য প্রথমপক্ষোপন্যাসেন ব্যবায়াৎ। ন চ প্রকৃতানপেক্ষা; তদনপেক্ষস্য তদ্বিষয়ত্বাভাবেনাসমানবিষয়তয়া বিকল্পানুপপত্তেঃ। ন হি জাতু ভবতি কিং নিত্য আত্মা, অথানিত্যা বুদ্ধিরিতি। তস্মাদানন্তর্য্যং বিনা পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষ ইহাথশব্দঃ কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ।—পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্তর্য্যাব্যতিরেকাৎ। অস্যার্থঃ—ন বয়মানন্তর্য্যার্থতাং ব্যসনিতয়া রোচয়ামহে, কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুভূতপূর্ব্বপ্রকৃতসিদ্ধয়ে। সা চ পূর্ব্বপ্রকৃতার্থাপেক্ষত্বেঽপ্যথশব্দস্য সিধ্যতীতি ব্যর্থ আনন্তর্য্যার্থত্বাবধারণাগ্রহোঽস্মাকমিতি। তদিদমুক্তং ফলত ইতি। পরমার্থতস্তু কল্পান্তরোপন্যাসে পূর্ব্বপ্রকৃতাপেক্ষা। ন চেহ কল্পান্তরোপন্যাসঃ, ইতি পারিশেষ্যাদানন্তর্য্যার্থ এবেতি যুক্তম্। ভবতু আনন্তর্য্যার্থঃ,

---

[সতি⋯বক্তব্যম্] অথ-শব্দের "আনন্তর্য্য" অর্থ-ই স্থির হইলে—সিদ্ধান্তিত হইলে, অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, "কাহার অনন্তর?" ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বা ধর্ম্মবিচার যেমন পূর্ব্বকৃত বেদাধ্যয়ন-সাপেক্ষ, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন যেমন ধর্ম্মমীমাংসার পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মিত কারণ,—বেদ না পড়িলে যেমন ধর্ম্মবিচার নিষ্পন্নই হইতে পারে না, বিচারে অধিকারী হওয়া যায় না, সেইরূপ, যাহা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসারও পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মিত কারণ, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে যাহার অবশ্য অপেক্ষা আছে, যাহা না থাকিলে বা না হইলে ব্রহ্মবিচার নিষ্পন্নই হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে অধিকারী হওয়া যায় না, তাহারই 'অনন্তর' বলিতে হইবে, কিন্তু তাহা কি?

নিয়মেনাপেক্ষতে, তদ্বক্তব্যম্। স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যন্তু সমানম্।

কিমেবং সতীত্যত আহ—"সতি চানন্তর্য্যার্থত্বে" ইতি। ন তাবদ্ যস্য কস্যচিদত্রানন্তর্য্যমিতি বক্তব্যং; তস্যাভিধানমন্তরেণাপি প্রাপ্তত্বাৎ। অবশ্যং হি পুরুষঃ কিঞ্চিৎ কৃত্বা কিঞ্চিৎ করোতি, ন চানন্তর্য্যমাত্রস্য দৃষ্টমদৃষ্টং বা প্রয়োজনং পশ্যামঃ। তস্মাত্তস্যানন্তর্য্যং বক্তব্যং, যদ্বিনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি, যস্মিন্ সতি তু ভবন্তী ভবত্যেব। তদিদমুক্তম্—"যৎ পূর্ব্ববৃত্তং নিয়মেনাপেক্ষত" ইতি। স্যাদেতৎ। ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ইব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অপি যোগ্যত্বাৎ স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যং, ধর্ম্মবদ্ ব্রহ্মণোঽপ্যাম্নায়ৈকপ্রমাণগম্যত্বাৎ। তস্য চাগৃহীতস্য স্ববিষয়ে বিজ্ঞানাজননাৎ, গ্রহণস্য চ "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" ইত্যধ্যয়নেনৈব নিয়তত্বাৎ। তস্মাৎ বেদাধ্যয়নানন্তর্য্যমেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অপি অথশব্দার্থঃ-ইত্যত আহ—'স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যন্তু সমানং'—ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ। অত্র চ স্বাধ্যায়েন বিষয়েণ তদ্বিষয়মধ্যয়নং লক্ষয়তি। তথা চ "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইত্যনেনৈব গতমিতি নেদং সূত্রমারব্ধব্যম্; ধর্ম্মশব্দস্য বেদার্থমাত্রোপলক্ষণতয়া ধর্ম্মবৎ ব্রহ্মণোঽপি বেদার্থত্বাবিশেষেণ বেদাধ্যয়নানন্তর্য্যোপদেশসাম্যাদিত্যর্থঃ। চোদয়তি —'নন্বিহকর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ'—ধর্ম্মজিজ্ঞাসাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ। অস্যার্থঃ —বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেতি তৃতীয়াশ্রুত্যা যজ্ঞাদীনামঙ্গত্বেন ব্রহ্মজ্ঞানে বিনিয়োগাৎ জ্ঞানস্যৈব কর্ম্মতয়েচ্ছাং প্রতি প্রাধান্যাৎ; প্রধানসম্বন্ধাচ্চ অপ্রধানানাং পদার্থান্তরাণাং, তত্রাপি চ ন বাক্যার্থজ্ঞানোৎপত্তাবঙ্গভাবো যজ্ঞাদীনাং, বাক্যার্থজ্ঞানস্য বাক্যাদেবোৎপত্তেঃ। ন চ বাক্যং সহকারিতয়া কর্ম্মাণ্যপেক্ষত ইতি যুক্তম্, অকৃতকর্ম্মণামপি বিদিতপদ-তদর্থ-সঙ্গতীনাং সমধিগত-শাব্দন্যায়তত্ত্বানাং গুণপ্রধানভূত-পূর্ব্বাপরপদার্থাকাঙ্ক্ষা-সন্নিধি-যোগ্যতানুসন্ধানবতামপ্রত্যূহং বাক্যার্থপ্রত্যয়োৎপত্তেঃ। অনুৎপত্তৌ বা বিধি-নিষেধবাক্যার্থপ্রত্যয়াভাবেন তদর্থানুষ্ঠান-পরিবর্জ্জনাভাবপ্রসঙ্গঃ। তদ্বোধতস্তু তদর্থানুষ্ঠান-পরিবর্জ্জনে পরস্পরাশ্রয়ঃ,—তস্মিন্ সতি তদর্থানুষ্ঠানপরিবর্জ্জনং, ততশ্চ তদ্বোধ ইতি। ন চ বেদান্তবাক্যানামেব স্বার্থপ্রত্যায়নে কর্ম্মাপেক্ষা, ন বাক্যান্তরাণামিতি সাম্প্রতম্, বিশেষহেতোরভাবাৎ। "তত্ত্বমসি" ইতিবাক্যাৎ ত্বম্পদার্থস্য কর্ত্তৃভোক্তৃরূপস্য জীবাত্মনো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাবেন তৎপদার্থেন পরমাত্মনৈক্যমশক্যং দ্রাগিত্যেব প্রতিপত্তুম্,—আপাততোঽশুদ্ধসত্ত্বৈর্যোগ্যতাবিরহনিশ্চয়াৎ। যজ্ঞতপোদানতনূকৃতান্তর্ম্মলাস্তু বিশুদ্ধসত্ত্বাঃ শ্রদ্দধানা যোগ্যতাবগমপুরঃসরং তাদাত্ম্যমবগমিষ্যন্তীতি চেৎ, তৎ কিমিদানীং প্রমাণকারণং যোগ্যতাবধারণম্ অপ্রমাণাৎ কর্ম্মণো বক্তুমধ্যবসিতোঽসি, প্রত্যক্ষাদ্যতিরিক্তং বা কর্ম্মাপি প্রমাণম্। বেদান্তাবিরুদ্ধ-তন্মূলন্যায়বলেন তু যোগ্যতাব-

[স্বাধ্যা···সমানম্] যদি বল, বেদাধ্যয়নের অনন্তর ব্রহ্মবিচার করিতে হইবে, তাহাও বলিতে পার না। কেননা, বেদাধ্যয়ন একটী কারণ বটে; কিন্তু উহা অসাধারণ কারণ নহে; ধর্ম্ম ব্রহ্ম উভয় জিজ্ঞাসারই সাধারণ কারণ; সুতরাং উহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার নির্দ্দিষ্ট কারণ নহে। যেটি বিশেষ কারণ—নিয়মিত কারণ, সেইটাই বলিতে হইবে।

নন্বিহ কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যং বিশেষঃ; ন, ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ। যথা চ হৃদয়াদ্যবদানানামানন্তর্য্যনিয়মঃ ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, ন তথেহ

ধারণে কৃতং কর্ম্মভিঃ। তস্মাৎ তত্ত্বমসীত্যাদেঃ শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্মভাবং গৃহীত্বা তন্মূলয়া চোপপত্ত্যা ব্যবস্থাপ্য তদুপাসনায়াং ভাবনাপরাবিধানায়াং দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যবতাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারফলায়াং যজ্ঞাদীনামুপযোগঃ। যথাহুঃ—"স তু দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ" ইতি। ব্রহ্মচর্য্যতপঃশ্রদ্ধাযজ্ঞাদয়শ্চ সৎকারঃ। অতএব শ্রুতিঃ—"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ" ইতি। বিজ্ঞায় তর্কোপকরণেন শব্দেন প্রজ্ঞাং ভাবনাং কুর্ব্বীতেত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞাদীনাং শ্রেয়ঃপরিপন্থি-কল্মষনিবর্হণদ্বারেণোপযোগ ইতি কেচিৎ। পুরুষসংস্কারদ্বারেণেত্যন্যে। যজ্ঞাদিসংস্কৃতো হি পুরুষ আদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালৈরাসেবমানো ব্রহ্মভাবনামনাদ্যবিদ্যাবাসনাং সমূলকাষং কষতি; ততোঽস্য প্রত্যগাত্মা সুপ্রসন্নঃ কেবলো বিশদীভবতি। অতএব স্মৃতিঃ—

"মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ।"

"যস্যৈতেঽষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ॥" ইতি চ।

অপরে তু ঋণত্রয়াপাকরণেন ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগং কর্ম্মণামাহুঃ। অস্তি হি স্মৃতিঃ—

"ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ" ইতি।

অন্যে তু—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যস্তত্তৎফলায় চোদিতানামপি কর্ম্মণাং সংযোগপৃথক্ত্বেন ব্রহ্মভাবনাং প্রত্যঙ্গভাবমাচক্ষতে—ক্রত্বর্থস্যৈব খাদিরত্বস্য বীর্য্যার্থতাম্। "একস্য তূভয়ার্থত্বে সংযোগপৃথক্ত্বম্" ইতি ন্যায়াৎ। অতএব পারমর্ষং সূত্রম্—"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ" ইতি। যজ্ঞতপোদানাদি সর্ব্বং, তদপেক্ষা ব্রহ্মভাবনেত্যর্থঃ। তস্মাৎ যদি শ্রুত্যাদয়ঃ প্রমাণং, যদি বা পারমর্ষং সূত্রং, সর্ব্বথা যজ্ঞাদিকর্ম্মসমুচ্চিতা ব্রহ্মোপাসনা বিশেষণত্রয়বত্যনাদ্যবিদ্যা-তদ্বাসনাসমুচ্ছেদক্রমেণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় মোক্ষাপরনাম্নে কল্পত ইতি তদর্থং কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি। ন চৈতানি দৃষ্টাদৃষ্টসমবায়িকারণাদ্যুপকারহেতুভূতোপদেশিকা-

---

[নন্বিহ···পত্তেঃ] যদি বল, স্বাধ্যায়ানন্তর্য্য সমান হইলেও, ধর্ম্মজ্ঞানের পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এইরূপ বিশেষ নিয়ম বলা যাইতে পারে; না, তাহাও বলা যায় না; কারণ, ধর্ম্মবোধের পূর্ব্বে ও বেদান্তমাত্র অধ্যয়নের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। [যথাচ···বিবক্ষিতঃ] যজ্ঞ কার্য্যে যেমন "অগ্রে মারিত পশুর হৃদয়মাংস লইয়া হোম করিবে, অনন্তর তাহার জিহ্বা লইয়া হোম করিবে" ইত্যাদিপ্রকার ক্রম-নিয়ম বা ক্রম-বিধান দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত ধর্ম্মজিজ্ঞাসার সেরূপ ক্রমসম্বন্ধ বা ক্রমনিয়ম দৃষ্ট হয় না, অগ্রে ধর্ম্ম জানিবে, তৎপরে ব্রহ্ম জানিবে; নচেৎ ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। মানুষ ধর্ম্মমীমাংসা জানুক বা নাই জানুক, বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাহার ব্রহ্ম

ক্রমো বিবক্ষিতঃ। শেষশেষিত্বেঽধিকৃতাধিকারে বা প্রমাণাভাবাৎ, ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ফলজিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ। অভ্যুদয়ফলং

তিদেশিকক্রমপর্য্যন্তাঙ্গগ্রামসহিত-পরস্পরবিভিন্নকর্ম্মস্বরূপ-তদধিকারিভেদপরিজ্ঞানং বিনা শক্যান্যনুষ্ঠাতুম্। ন চ ধর্ম্মমীমাংসাপরিশীলনং বিনা তৎপরিজ্ঞানম্। তস্মাৎ সাধূক্তং কর্ম্মাবিবোধানন্তর্য্যং বিশেষ ইতি। কর্ম্মাববোধেন হি কর্ম্মানুষ্ঠানসাহিত্যং ভবতি ব্রহ্মোপাসনায়া ইত্যর্থঃ। তদেতন্নিরাকরোতি।—'ন' কুতঃ, "কর্ম্মাববোধাৎ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ"। ইদমত্রাকূতম্।—ব্রহ্মোপাসনয়া ভাবনাপরাভিধানয়া কর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যন্ত ইত্যুক্তম্। তত্র ক্রমঃ,—ক পুনরস্যাঃ কর্ম্মাপেক্ষা? কিং কার্য্যে? যথা আগ্নেয়াদীনাং পরমাপূর্ব্বে চিরভাবিফলানুকূলে জনয়িতব্যে সমিদাদ্যপেক্ষা, স্বরূপে বা? যথা তেষামেব দ্বিরবত্তপুরোডাশাদিদ্রব্যাগ্নিদেবতাদ্যপেক্ষা। ন তাবৎ কার্য্যে, তস্য বিকল্পাসহত্বাৎ। তথাহি।—ব্রহ্মোপাসনয়া ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারঃ কার্য্যমভ্যুপেয়ঃ। স চোৎপাদ্যো বা স্যাৎ, যথা সংযবনস্য পিণ্ডঃ। বিকার্য্যো বা, যথা অবঘাতস্য ব্রীহয়ঃ। সংস্কার্য্যো বা, যথা প্রোক্ষণস্যোলূখলাদয়ঃ। প্রাপ্যো বা, যথা দোহনস্য পয়ঃ। ন তাবদুৎপাদ্যঃ। ন খলু ঘটাদিসাক্ষাৎকার ইব জড়স্বভাবেভ্যো ঘটাদিভ্যো ভিন্ন ইন্দ্রিয়াদ্যাধেয়ো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভাবনাধেয়ঃ সম্ভবতি; ব্রহ্মণোঽপরাধীনপ্রকাশতয়া তৎসাক্ষাৎকারস্য তৎস্বাভাব্যেন নিত্যতয়োৎপাদ্যত্বানুপপত্তেঃ। ততো ভিন্নস্য চ ভাবনাধেয়স্য সাক্ষাৎকারস্য প্রতিভাপ্রত্যয়বৎ সংশয়াক্রান্ততয়া প্রামাণ্যাযোগাৎ। তদ্বিধস্য তৎসামগ্রীকস্যৈব বহুলং ব্যভিচারোপলব্ধেঃ। ন খল্বনুমানবিবুদ্ধং বহ্নিং ভাবয়তঃ শীতাতুরস্য শিশিরভরমন্থরতরকায়কাণ্ডস্য স্ফুরজ্জ্বালাজটিলানলসাক্ষাৎকারঃ প্রমাণান্তরেণ সম্বাদ্যতে। বিসম্বাদস্য বহুলমুপলম্ভাৎ।

জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। [শেষ···ভেদাচ্চ] ব্রহ্মবিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মবিজ্ঞানের শেষশেষিভাব (অঙ্গাঙ্গিভাব বা সাধ্যসাধনসম্বন্ধ) থাকিবারও সম্ভাবনা নাই (১৫), এবং তদ্বিষয়ে প্রমাণও নাই। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বাঙ্গও নহে, যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারে অপেক্ষিত হইবে। বিশেষতঃ উক্ত উভয়ের ফল ও জিজ্ঞাস্য উভয়ই অত্যন্ত ভিন্ন—একেবারে অন্য প্রকার। [অভ্যু···পেক্ষম্] ধর্ম্মজ্ঞানের ফল অভ্যুদয় (ঐহিক ও পারলৌকিক হিত অর্থাৎ স্বর্গাদি লাভ); তাহা অনুষ্ঠানসাধ্য, আর ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মুক্তি; তাহা কিন্তু অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ তাহা কর্তৃব্যাপারজন্য নহে—ক্রিয়ার দ্বারা জন্মে না। [ভব্যশ্চ ··তন্ত্রম্] ধর্ম্মজিজ্ঞাসার বিষয় হইতেছে—ধর্ম্ম; তাহা ভব্য অর্থাৎ অনুষ্ঠানের প্রভাবে জন্মে—জন্য; সুতরাং তাহা জ্ঞানকালে থাকে না বা জন্মে না। না জন্মিবার কারণ এই যে, তাহা পুরুষ-ব্যাপারের অধীন (১৬)। আর

(১৫) শেষ=অঙ্গ। শেষী=প্রধান। অগ্নিহোত্র যাগ একটী শেষী অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম; আর সমিধ-হোম ও আগ্নেয় অষ্টাকপাল হোম তাহার শেষ অর্থাৎ অঙ্গ কর্ম্ম। সন্ধ্যাবন্দনা একটী শেষী অর্থাৎ প্রধান কর্ম্ম; আর আচমন, মার্জ্জন ও প্রাণায়াম প্রভৃতি তাহার শেষ অর্থাৎ অঙ্গ। ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের এরূপ শেষশেষিভাব নাই, এবং থাকার পক্ষে প্রমাণও নাই।

(১৬) পুরুষ যদি অনুষ্ঠান করে, তবেই ধর্ম্ম হয়, নচেৎ হয় না। জ্ঞানকালে কর্তৃত্বাদি অভিমান-সহকারে কেহই ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না, কাজেই তৎকালে তাহার ধর্ম্মও উৎপন্ন হয় না।

ধর্ম্মজ্ঞানং, তচ্চানুষ্ঠানাপেক্ষম্। নিঃশ্রেয়সফলন্তু ব্রহ্ম-

তস্মাৎ প্রামাণিকসাক্ষাৎকারলক্ষণকার্য্যাভাবাদ্নোপাসনায়া উৎপাদ্যে কর্ম্মাপেক্ষা। ন চ কূটস্থনিত্যস্য সর্ব্বব্যাপিনো ব্রহ্মণ উপাসনাতো বিকারসংস্কারপ্রাপ্তয়ঃ সম্ভবন্তি। স্যাদেতৎ। মাভূৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপাদ্যাদিরূপ উপাসনায়াঃ। সংস্কার্য্যস্তু অনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা-দ্বয়পিধানাপনয়নেন ভবিষ্যতি, প্রতিসীরাপিহিতা নর্ত্তকীব প্রতিসীরাপনয়দ্বারা রঙ্গব্যাপৃতেন। তত্র চ কর্ম্মণামুপযোগঃ। এতাবাংস্তু বিশেষঃ,—প্রতিসীরাপনয়ে পারিষদানাং নর্ত্তকীবিষয়সাক্ষাৎকারো ভবতি, ইহ তু অবিদ্যাপিধানাপনয়মাত্রমেব নাপরমুৎপাদ্যমস্তি; ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য ব্রহ্মস্বভাবস্য নিত্যত্বেনানুৎপাদ্যত্বাৎ। অত্রোচ্যতে।—কা পুনরিয়ং ব্রহ্মোপাসনা? কিং শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিরাহো নির্ব্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানসন্ততিঃ। যদি শাব্দজ্ঞানমাত্রসন্ততিঃ, কিমিয়মভ্যস্যমানাপ্যবিদ্যাং সমুচ্ছেত্তুমর্হতি। তত্ত্ববিনিশ্চয়স্তদভ্যাসো বা সবাসনং বিপর্য্যাসমুন্মূলয়েৎ, ন সংশয়াভ্যাসঃ সামান্যমাত্রদর্শনাভ্যাসো বা। ন হি স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বেতি বা, আরোহপরিণাহবদ্‌ব্যমিতি বা শতশোঽপি জ্ঞানমভ্যস্যমানং পুরুষ এবেতি নিশ্চয়ায় পর্য্যাপ্তমৃতে বিশেষদর্শনাৎ। নন্বুক্তং শ্রুতময়েন জ্ঞানেন জীবাত্মনঃ পরমাত্মভাবং গৃহীত্বা যুক্তিময়েন চ ব্যবস্থাপ্যত ইতি। তস্মান্নির্ব্বিচিকিৎসশাব্দজ্ঞানসন্ততিরূপোপাসনা কর্ম্মসহকারিণ্যবিদ্যাদ্বয়োচ্ছেদহেতুঃ। ন চাসাবনুৎপাদিতব্রহ্মানুভবা তদুচ্ছেদায় পর্য্যাপ্তা। সাক্ষাৎকাররূপো হি বিপর্য্যাসঃ সাক্ষাৎকাররূপেণৈব তত্ত্বজ্ঞানেনোচ্ছিদ্যতে, ন তু পরোক্ষাবভাসেন। দিঙ্মোহালাতচক্র-চলদ্‌বৃক্ষমরুমরীচিসলিলাদিবিভ্রমেষ্বপরোক্ষাবভাসিষু অপরোক্ষাবভাসিভিরেব দিগাদিতত্ত্বপ্রত্যয়ৈর্নিবৃত্তিদর্শনাৎ। নো খল্বাপ্তবচনলিঙ্গাদিনিশ্চিতদিগাদিতত্ত্বানাং দিঙ্মোহাদয়ো নিবর্ত্তন্তে। তস্মাৎ ত্বং-পদার্থস্য তৎ-পদার্থত্বেন সাক্ষাৎকার এষিতব্যঃ। এতাবতা হি ত্বম্পদার্থস্য দুঃখিশোকিত্বাদিসাক্ষাৎকারনিবৃত্তির্নান্যথা। ন চৈষ সাক্ষাৎকারো মীমাংসাসহিতস্যাপি শব্দস্য প্রমাণস্য ফলম্; অপি তু প্রত্যক্ষস্য। তস্যৈব তৎফলত্বনিয়মাৎ; অন্যথা কুটজবীজাদাপি বটাঙ্কুরোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মান্নির্ব্বিচিকিৎসবাক্যার্থভাবনাপরিপাকসহিতমন্তঃকরণং ত্বং-পদার্থস্যাপরোক্ষস্য তত্তদ্রূপা-

এ শাস্ত্রের (বেদান্ত-শাস্ত্রের) জিজ্ঞাস্য যে, ব্রহ্ম, তাঁহা নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ তাঁহাকে নিষ্পন্ন করিতে হয় না। তিনি নিত্যনিবৃত্ত অর্থাৎ চিরকাল নিষ্পন্নই আছেন; সেই জন্যই তিনি পুরুষ-ব্যাপারের অধীন নহেন, অর্থাৎ করিলে হয়, না করিলে হয় না, এরূপ বস্তু তিনি নহেন। [চোদনা···দাচ্চ] ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম এই দুই বিষয়ে যে সকল নিয়োজক বাক্য (বিধি বাক্য) আছে, সে সকল বাক্য এবং সে সকলের উপদেশ-প্রণালীও অত্যন্ত বিভিন্ন; অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিপরীত। [যা হি···তদ্বৎ] ধর্ম্মবিষয়ক বিধানগুলি (বিধিবাক্যগুলি) শ্রোতৃপুরুষকে "ইহা কর—এইরূপে কর" ইত্যাদি-প্রকারে স্ব স্ব প্রতিপাদ্য যাগ ও দান প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াই বোধ জন্মায়, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক বিধান বা বিধিবাক্যগুলি উহার বিপরীত, অর্থাৎ "কর" বলিয়া না করাইয়া—না বুঝাইয়া, কেবলমাত্র "জান—তাঁহাকে জান—" এতন্মাত্র উপদেশ দ্বারাই তদ্গত অজ্ঞান সংশয়াদি দোষের নিবৃত্তি করিয়া দেয় মাত্র, কিন্তু

জ্ঞানং, ন চানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্। ভব্যশ্চ ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্যো ন

ধ্যাকারনিষেধেন তৎপদার্থতামনুভাবয়তীতি যুক্তম্। ন চায়মনুভবো ব্রহ্মস্বভাবঃ, যেন ন জন্যেত, অপি ত্বন্তঃকরণস্যৈব বৃত্তিভেদো ব্রহ্মবিষয়ঃ। ন চৈতাবতা ব্রহ্মণো নাপরাধীনপ্রকাশতা। ন হি শাব্দজ্ঞানপ্রকাশ্যং ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশং ন ভবতি। সর্ব্বোপাধিরহিতং হি স্বয়ং জ্যোতিরিতি গীয়তে, ন তূপহিতমপি। যথাহ স্ম ভগবান্ ভাষ্যকারঃ।—'নায়মেকান্তেনাবিষয়ঃ' ইতি। ন চান্তঃকরণবৃত্তাবপ্যস্য সাক্ষাৎকারে সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মোকঃ। তস্যৈব তদুপাধের্ব্বিনশ্যদবস্থস্য স্বপরোপাধি-বিরোধিনো বিদ্যমানত্বাৎ। অন্যথা চৈতন্যচ্ছায়াপত্তিং বিনা অন্তঃকরণবৃত্তেঃ স্বয়মচেতনায়াঃ স্বপ্রকাশত্বানুপপত্তৌ সাক্ষাৎকারত্বাযোগাৎ। ন চানুমিত-ভাবিত-বহ্নিসাক্ষাৎকারবৎ প্রতিভাসত্বেনাস্যাপ্রামাণ্যম্, তত্র বহ্নিস্বলক্ষণস্য পরোক্ষত্বাৎ। ইহ তু ব্রহ্মস্বরূপস্যোপাধিকলুষিতস্য জীবস্য প্রাগপ্যপরোক্ষত্বাৎ। ন হি শুদ্ধবুদ্ধত্বাদয়ো বস্তুতস্ততোঽতিরিচ্যন্তে। জীব এব তু তত্তদুপাধিরহিতঃ শুদ্ধবুদ্ধাদিস্বভাবো ব্রহ্মেতি গীয়তে। ন চ তত্তদুপাধিবিরহোঽপি ততোঽতিরিচ্যতে। তস্মাদ্যথা গান্ধর্ব্ব-শাস্ত্রার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারসচিব-শ্রোত্রেন্দ্রিয়েণ ষড়্জাদিস্বরগ্রামমূর্চ্ছনাভেদ-মধ্যক্ষমনুভবতি, এবং বেদান্তার্থ-জ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারো জীবস্য ব্রহ্মভাবমন্তঃ-করণেনেতি। অন্তকরণবৃত্তৌ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জনয়িতব্যে অস্তি তদুপাসনায়াঃ কর্ম্মাপেক্ষেতি চেৎ; ন; তস্যাঃ কর্ম্মানুষ্ঠানেন সহভাবাভাবেন তৎসহকারিত্বা-নুপপত্তেঃ! ন খলু তত্ত্বমসীত্যাদের্ব্বাক্যান্নির্ব্বিচিকিৎসং শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাব-মকর্ত্তৃত্বাদ্যপেতমপেতব্রাহ্মণত্বাদিজাতিং দেহাদ্যতিরিক্তমেকমাত্মানং প্রতিপদ্যমানঃ কর্ম্মস্বধিকারমববোদ্ধুমর্হতি। অনর্হশ্চ কথং কর্ত্তা বা অধিকৃতো বা। যদ্যুচ্যেত, নিশ্চিতেঽপি তত্ত্বে বিপর্য্যাসনিবন্ধনো ব্যবহারোঽনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে, যথা গুড়স্য মাধুর্য্যবিনিশ্চয়েঽপি পিত্তোপহতেন্দ্রিয়াণাং তিক্তাবভাসানুবৃত্তিঃ, আস্বাদ্য থূৎকৃত্য ত্যাগাৎ। তস্মাদবিদ্যাসংস্কারানুবৃত্ত্যা কর্ম্মানুষ্ঠানং, তেন চ বিদ্যাসহকারিণা তৎসমুচ্ছেদ উপপৎস্যতে। ন চ কর্ম্মাবিদ্যাত্মকং কথ-মবিদ্যামুচ্ছিনত্তি, কর্ম্মণো বা তদুচ্ছেদকস্য কুত উচ্ছেদ ইতি বাচ্যম্; সজা-তীয়স্বপরবিরোধিনাং ভাবানাং বহুলমুপলব্ধেঃ। যথা পয়ঃ পয়োঽন্তরং জরয়তি, স্বয়ঞ্চ জীর্য্যতি; যথা বিষং বিষান্তরং শময়তি, স্বয়ঞ্চ শাম্যতি। যথা বা কতকরজো রজোঽন্তরাবিলে পাথসি প্রক্ষিপ্তং রজোঽন্তরাণি ভিন্দৎ স্বয়মপি

জ্ঞানের জন্য কাহাকেও নিয়োজিত করে না; অনন্তর আপনা হইতেই ব্রহ্ম-বিষয়ক অবরোধ উদিত হইয়া থাকে। অবরোধ বা সম্যক্জ্ঞান নিয়োগ দ্বারা জন্মে না—অর্থাৎ "কর" বলিয়া করান যায় না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য দ্রব্যের সন্নিকর্ষ হইলেই যেমন আপনা হইতেই তদ্বিষয়ক জ্ঞান বা অবরোধ হয়, সে স্থলে যেমন "কর" বলিতে হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম জানিবে। অতএব, ধর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান, এরূপ অর্থ সর্ব্বপ্রকারে অসঙ্গত,—ইহা সিদ্ধ হইল।

[তস্মাৎ…দিশ্যত ইতি] অতএব, এমন কিছু বলিতে হইবে, যাহার অনন্তর অর্থাৎ যাহার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্ভব হইতে পারে। তাহা কি? [উচ্যতে] বলিতেছি—

জ্ঞানকালেঽস্তি, পুরুষব্যাপারতন্ত্রত্বাৎ। ইহ তু ভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যং, নিত্যনির্বৃত্তত্বান্ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রম্। চোদনাপ্রবৃত্তি-ভেদাচ্চ।—যা হি চোদনা ধর্ম্মস্য লক্ষণম্, সা স্ববিষয়ে

ভিদ্যমানমনাবিলং পাথঃ করোতি। এবং কর্ম্ম অবিদ্যাত্মকমপি অবিদ্যান্তরাণি অপগময়ৎ স্বয়মপ্যপগচ্ছতীতি। অত্রোচ্যতে—সত্যং "সদেব সোম্যেদম্" ইত্যুপক্রমাৎ তত্ত্বমসীত্যন্তাৎ শব্দাৎ ব্রহ্মমীমাংসোপকরণাদসকৃদভ্যস্তাৎ নির্ব্বিচিকিৎসে অনাদ্য-বিদ্যোপাদান-দেহাদ্যতিরিক্ত-প্রত্যগাত্ম-তত্ত্বাববোধে জাতেঽপি অবিদ্যাসংস্কারানু-বৃত্তাবনুবর্ত্তন্তে সাংসারিকাঃ প্রত্যয়াস্তদ্ব্যবহারাশ্চ, তথাপি তানপ্যয়ং ব্যবহার-প্রত্যয়ান্ মিথ্যেতি মন্যমানো বিদ্বান্ ন শ্রদ্ধত্তে, পিত্তোপহতেন্দ্রিয় ইব গুড়ং থূৎকৃত্য ত্যজন্নপি তস্য তিক্ততাম্। তথা চায়ং ক্রিয়াকর্ত্তৃকরণেতিকর্ত্তব্যতাফলপ্রপঞ্চ-মতাত্ত্বিকং বিনিশ্চিন্বন্ কথমধিকৃতো নাম ; বিদুষো হ্যধিকারঃ, অন্যথা পশুশূদ্রাদীনা-মপ্যধিকারো দুর্ব্বারঃ স্যাৎ। ক্রিয়াকর্ত্রাদিস্বরূপবিভাগঞ্চ বিদ্যমান ইহ বিদ্বানভিমতঃ কর্ম্মকাণ্ডে। অতএব ভগবান্ অবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বং শাস্ত্রস্য বর্ণয়াম্বভূব ভাষ্যকারঃ। তস্মাৎ যথা রাজজাতীয়াভিমানকর্ত্তৃকে কর্ম্মণি রাজসূয়ে ন বিপ্রবৈশ্যজাতীয়াভি-মানিনোরধিকারঃ, এবং দ্বিজাতিকর্ত্তৃ-ক্রিয়াকরণাদিবিভাগাভিমানিকর্ত্তৃকে কর্ম্মণি ন তদনভিমানিনোঽধিকারঃ। ন চানধিকৃতেন সমর্থেনাপি কৃতং বৈদিকং কর্ম্মফলায় কল্পতে, বৈশ্যস্তোম ইব ব্রাহ্মণরাজন্যাভ্যাম্। তেন দৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু শক্তঃ প্রবর্ত্তমানঃ প্রাপ্নোতু ফলং, দৃষ্টত্বাৎ। অদৃষ্টার্থেষু তু শাস্ত্রৈকসমধিগম্যং ফলমনধিকারিণি ন প্রযুজ্যত ইতি নোপাসনাকার্য্যে কর্ম্মাপেক্ষা। স্যাদেতৎ। মনুষ্যাভিমানবদধিকারিকে কর্ম্মণি বিহিতে যথা তদভিমানরহিতস্যানধিকারঃ, এবং নিষেধবিষয়েঽপি মনুষ্যাধিকারা ইতি তদভিমানরহিতস্তেষ্বপি নাধিক্রিয়েত, পশ্বাদিবৎ। তথা চায়ং নিষিদ্ধমনুতিষ্ঠন্ ন প্রত্যবেয়াৎ তির্য্যগাদিবদিতি ভিন্নকর্ম্মতাপাতঃ। মৈবম্ ; ন খল্বয়ং সর্ব্বথা মনুষ্যাভিমানরহিতঃ, কিন্ত্ববিদ্যা-সংস্কারানুবৃত্ত্যা অস্য মাত্রয়া তদভিমানোঽনুবর্ত্তয়তে। অনুবর্ত্তমানঞ্চ মিথ্যেতি মন্যমানো ন শ্রদ্ধত্ত ইত্যুক্তম্। কিমতঃ? যদ্যেবম্, এতদতো ভবতি,—বিধিষু শ্রাদ্ধোঽধিকারী, নাশ্রাদ্ধঃ। ততশ্চ মনুষ্যাদ্যভিমানেন অশ্রদ্দধানো ন বিধিশাস্ত্রে-

---

[নিত্যা…বিপর্য্যয়ে] নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক ; (নিত্য কি, অনিত্য কি, তাহা অবধারণ করা), ঐহিক ও আমুষ্মিক বিষয়-ভোগে বৈরাগ্য। শম (বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম), দম (অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), উপরতি (বিষয়ানুভব হইতে বিরত থাকা), তিতিক্ষা (শীতগ্রীষ্মাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা), সমাধান (সমাধি, আত্মতত্ত্বে মনঃসংযোগ), শ্রদ্ধা (গুরুবাক্যে ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস), মুমুক্ষুত্ব (মুক্ত হইবার ইচ্ছা)। এই সকল গুণ বা এই সকল সাধন বর্ত্তমান থাকিলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ও পরে উভয়কালেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে অথবা জানিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ সকল সাধন অসিদ্ধ থাকিলে কোনও সময়েই পারা যায় না। [তস্মাৎ…জিজ্ঞাসতে] সেই কারণে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, মহামুনি ব্যাস 'অথ' শব্দের

নিযুঞ্জানৈব পুরুষমববোধয়তি। ব্রহ্মচোদনা তু পুরুষমব-বোধয়ত্যেব কেবলম্। অববোধস্য চোদনাজন্যত্বান্ন পুরুষো-

ণাধিক্রিয়তে। তথা চ স্মৃতিঃ—"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তম্" ইত্যাদিকা। নিষেধশাস্ত্রন্তু ন শ্রদ্ধামপেক্ষতে; অপি তু নিষিধ্যমানক্রিয়োন্মুখো নর ইত্যেব প্রবর্ত্ততে। তথা চ, সাংসারিক ইব শ্রদ্ধাবগতব্রহ্মতত্ত্বোঽপি নিষেধমতিক্রম্য প্রবর্ত্তমানঃ প্রত্যবৈতীতি ন ভিন্নকর্ম্মদর্শনাভ্যুপগমঃ। তস্মাৎ নোপাসনায়াঃ কার্য্যে কর্ম্মাপেক্ষা। অতএব নোপাসনোৎপত্তাবপি; নির্ব্বিচকিৎস-শাব্দজ্ঞানোৎপত্ত্যুত্তরকালমনধিকারঃ কর্ম্মণীত্যুক্তম্; তথা চ শ্রুতিঃ—

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ।"

তৎ কিমিদানীমনুপযোগ এব সর্ব্বথেহ কর্ম্মণাম্। তথা চ "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বিরুধ্যেরন্। ন; আরাদুপকারকত্বাৎ কর্ম্মণাং যজ্ঞাদীনাম্। তথাহি—"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন"—নিত্যস্বাধ্যায়েন "ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" বেদিতুমিচ্ছন্তি, ন তু বিদন্তি; বস্তুতঃ প্রধানস্যাপি বেদনস্য প্রকৃত্যর্থতয়া শব্দতো গুণত্বাৎ, ইচ্ছায়াশ্চ প্রত্যয়ার্থতয়া প্রাধান্যাৎ; প্রধানেন চ কার্য্যসম্প্রত্যয়াৎ। ন হি রাজপুরুষমানয়েত্যুক্তে বস্তুতঃ প্রধানমপি রাজা পুরুষবিশেষণতয়া শব্দত উপসর্জ্জনমানীয়তে, অপি তু পুরুষ এব; শব্দতস্তস্য প্রাধান্যাৎ। এবং বেদানুবচনস্যেব যজ্ঞস্যাপীচ্ছাসাধনতয়া বিধানম্। এবং তপসোঽনাশকস্য। কামানশনমেব তপঃ; হিতমিতমেধ্যাশিনো হি ব্রহ্মণি বিবিদিষা ভবতি, ন তু সর্ব্বথা অনশ্নতঃ, মরণাৎ। নাপি চান্দ্রায়ণাদিতপঃশীলস্য; ধাতুবৈষম্যাপত্তেঃ; এতানি চ নিত্যান্যুপাত্তদুরিতনিবর্হণেন পুরুষং সংস্কুর্ব্বন্তি। তথা চ শ্রুতিঃ—"স হ বা আত্মযাজী, যো বেদ ইদং মেঽনেনাঙ্গং সংস্ক্রিয়তে, ইদং মেঽনেনাঙ্গমুপধীয়তে" ইতি। অনেনেতি প্রকৃতং যজ্ঞাদি পরামৃশতি। স্মৃতিশ্চ—"যস্যৈতেঽষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ" ইতি। নিত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠান-প্রক্ষীণকল্মষস্য চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্যাবিদুষ এব উৎপন্নবিবিদিষস্য জ্ঞানোৎপত্তিং দর্শয়ত্যাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ—

"বিশুদ্ধসত্ত্বঃ, ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি।
"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ" ইত্যাদিকা।

দ্বারা ঐ সকল সাধনের আনন্তর্য্যই উপদেশ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীব ঐ সকল গুণসম্পন্ন হইলেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতে পারে, অন্যথা হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নহে। যে ব্যক্তি ঐ সকল সাধন আয়ত্ত করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মতত্ত্ব-বিচারের যথার্থ অধিকারী; অন্যে নহে।

[অতঃ···হেত্বর্থঃ] সূত্রে "অথ" শব্দের পর "অতঃ" শব্দ আছে। তাহার অর্থ—সেই হেতু, অর্থাৎ ক্রিয়াফলের (স্বর্গাদির) অনিত্যতা হেতু ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরম পুরুষার্থ-সাধনতা হেতু। [যস্মাৎ···ইত্যাদি] যেহেতু স্বয়ং বেদই যুক্তিসহকারে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মফলের অনিত্যতা প্রদর্শন করিতেছেন; যথা—"যেমন কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারা সম্পাদিত ঐহিক ফল (শস্যাদি) অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর;

হ্যববোধে নিযুজ্যতে, যথা অক্ষার্থ-সন্নিকর্ষেণার্থাববোধে, তদ্বৎ তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যম্; যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যত-

স্মৃতিশ্চ—কৃপ্তেনৈব চ নিত্যানাং কর্ম্মণাং নিত্যেহিতেনোপাত্তদুরিত-নিবর্হণেন পুরুষসংস্কারেণ জ্ঞানোৎপত্তাবঙ্গভাবোপপত্তৌ ন সংযোগপৃথক্ত্বেন সাক্ষাদঙ্গভাবো যুক্তঃ; কল্পনাগৌরবাপত্তেঃ। তথাহি—নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ ধর্ম্মোৎ-পাদঃ, ততঃ পাপ্মা নিবর্ত্ততে। স হ্যনিত্যাশুচিদুঃখরূপে সংসারে নিত্যশুচি-সুখখ্যাতিলক্ষণেন বিপর্য্যাসেন চিত্তসত্ত্বং মলিনয়তি। অতঃ পাপনিবৃত্তৌ প্রত্য-ক্ষোপপত্তিদ্বারাপাবরণে সতি প্রত্যক্ষোপপত্তিভ্যাং সংসারস্যানিত্যাশুচিদুঃখ-রূপতামপ্রত্যূহমববুধ্যতে। ততোঽস্যাস্মিন্ননভিরতিসংজ্ঞং বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততস্তজ্জিহাসোপাবর্ত্ততে; ততো হানোপায়ং পর্য্যেষতে। পর্য্যেষমাণশ্চাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানমস্যোপায় ইত্যুপশ্রুত্য তজ্জিজ্ঞাসতে। ততঃ শ্রবণাদিক্রমেণ তজ্জানাতীতি আরাদুপকারকত্বং তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদং প্রতি চিত্তসত্ত্বশুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং যুক্তম্। ইমমর্থমনুবদতি ভগবদ্গীতা—

"আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥"

এবঞ্চাননুষ্ঠিতকর্ম্মাপি প্রাগ্ভবীয়কর্ম্মবশাৎ যো বিশুদ্ধসত্ত্বঃ, সংসারাসারতা-দর্শনেন নিষ্পন্নবৈরাগ্যঃ, কৃতং তস্য কর্ম্মানুষ্ঠানেন বৈরাগ্যোৎপাদোপযো-গিনা; প্রাগ্ভবীয়কর্ম্মানুষ্ঠানাদেব তৎসিদ্ধেঃ। ইমমেব চ পুরুষধৌরেয়ভেদমধিকৃত্য প্রববৃতে শ্রুতিঃ—"যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ইতি। তদিদমুক্তম্—"কর্ম্মাববোধাৎ প্রাগপ্যধীতবেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ" ইতি। অত এব ন ব্রহ্মচারিণ ঋণানি সন্তি, যেন তদপাকরণার্থং কর্ম্মানুতিষ্ঠেৎ। এতদনুরোধাচ্চ "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে" ইতি; গৃহস্থঃ সম্পদ্যমান ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অন্যথা "যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব" ইতি শ্রুতির্ব্বিরুধ্যেত। গৃহস্থস্যাপি চ ঋণাপাকরণং সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থমেব। জরামর্য্যবাদো ভস্মান্ততাবাদোঽ-ন্ত্যেষ্টিশ্চ কর্ম্মজড়ানবিদুষঃ প্রতি, ন ত্বাত্মতত্ত্বপণ্ডিতান্। তস্মাৎ তস্যানন্তর্য্য-মথশব্দার্থঃ, যদ্বিনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি; যস্মিংস্তু সতি ভবন্তী ভবত্যেব। ন চেত্থং কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যম্; তস্মাৎ ন কর্ম্মাববোধানন্তর্য্যমথশব্দার্থ ইতি সর্ব্বমবদাতম্। স্যাদেতৎ; মা ভূদগ্নিহোত্রযবাগূপাকবদার্থঃ ক্রমঃ, শ্রৌতস্তু ভবিষ্যতি,—'গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ', 'বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ' ইতি জাবালশ্রুতির্গার্হস্থ্যেন হি যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং সূচয়তি। স্মরন্তি চ—

তেমনি, যাগাদি-কর্ম্ম-নিষ্পাদ্য পারত্রিক স্বর্গাদি ফলও অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর।" [তথা…কর্ত্তব্যা] পক্ষান্তরে, "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন" ইত্যাদিপ্রকারে ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পরমপুরুষার্থ লাভের কথা বর্ণনা করিতেছেন; সেই হেতু, পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়াই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবে। [ব্রহ্মণঃ…তব্যম্] [এক্ষণে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' শব্দের অর্থ শুন] ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। ফলিতার্থ এই যে, প্রথমে জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মাইবে; পরে তদনুকূল বিচার করিবে,

ইতি। উচ্যতে।—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থফল-ভোগবিরাগঃ, শমদমাদিসাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ। তেষু হি

"অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্ম্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥

নিন্দতি চ—

"অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথাত্মজান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥" ইতি।

অত আহ—"যথা চ হৃদয়াদ্যবদানানামানন্তর্য্যনিয়মঃ"। কুতঃ? 'হৃদয়স্যাগ্রে হবদ্যতি, অথ জিহ্বায়া অথ বক্ষসঃ' ইত্যথাগ্রশব্দাভ্যাং ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ; ন তথেহ ক্রমো বিবক্ষিতঃ। শ্রুত্যা তয়ৈবানিয়মপ্রদর্শনাৎ—'যদি বেতরথা, ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্বা বনাদ্বা' ইতি। এতাবতা হি বৈরাগ্যমুপলক্ষয়তি। অতএব 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' ইতি শ্রুতিঃ। নিন্দাবচনং চাবিশুদ্ধসত্ত্বপুরুষাভিপ্রায়ম্। অবিশুদ্ধসত্ত্বো হি মোক্ষমিচ্ছন্ আলস্যাত্তদুপায়েহপ্রবর্ত্তমানো গৃহস্থধর্ম্মমপি নিত্য-নৈমিত্তিকমনাচরন্ প্রতিক্ষণমুপচীয়মানপাপ্মা অধোগতিং গচ্ছতীত্যর্থঃ।

স্যাদেতৎ। মা ভূৎ শ্রৌত আর্থো বা ক্রমঃ, পাঠ-স্থান-মুখ্যপ্রবৃত্তিপ্রমাণকস্তু কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ—"শেষশেষিত্বে প্রমাণাভাবাৎ।" শেষাণাং সমিদাদীনাং, শেষিণাং চাগ্নেয়াদীনামেকফলবদুপকারোপনিবদ্ধানামেকফলাবচ্ছিন্না-নামেকপ্রয়োগবচনোপগৃহীতানামেকাধিকারিকর্ত্তৃকাণামেকপৌর্ণমাস্যমাবস্যাকালসম্ব-দ্ধানাং যুগপদনুষ্ঠানাশক্তেঃ সামর্থ্যাৎ ক্রমপ্রাপ্তৌ তদ্বিশেষাপেক্ষায়াং পাঠাদয়স্তদ্ভেদ-নিয়মায় প্রভবন্তি, যত্র তু ন শেষশেষিভাবঃ, নাপ্যেকাধিকারাবচ্ছেদঃ, যথা সৌর্য্যর্য্য-মণপ্রাজাপত্যাদীনাং; তত্র ক্রমভেদাপেক্ষাভাবান্ন পাঠাদিঃ ক্রমবিশেষনিয়মে প্রমাণম্; অবর্জ্জনীয়তয়া তস্য তত্রাগতত্বাৎ। ন চেহ ধর্ম্ম-ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ শেষশেষিভাবে শ্রুত্যাদীনামন্যতমৎ প্রমাণমস্তীতি। ননু শেষশেষিভাবাভাবেহপি ক্রমনিয়মো দৃষ্টঃ, যথা গোদোহনস্য পুরুষার্থস্য দর্শপৌর্ণমাসিকৈরঙ্গৈঃ সহ; যথা বা "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেত" ইতি দর্শপৌর্ণমাস-সোময়োরশেষশেষিণোঃ,

---

অনন্তর বিচারপ্রভব জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে পাইতে হইবে। ব্রহ্ম কি? তাহা পরসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে ব্রহ্মশব্দের অর্থ ব্রাহ্মণজাতি অথবা পদ্মযোনি ব্রহ্মা প্রভৃতি অর্থের আশঙ্কা করা সঙ্গত হইবে না।

[ব্রহ্মণঃ···শাচ্চ] ব্রহ্মন্-শব্দের পরে যে ষষ্ঠী বিভক্তি, তাহা 'শেষষষ্ঠী' (১৭) নহে—কর্ম্মবিহিত ষষ্ঠী। কেন-না, জিজ্ঞাসা-মাত্রই জিজ্ঞাস্যসাপেক্ষ। এস্থলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনও জিজ্ঞাস্য নাই, যাহা জিজ্ঞাসার কর্ম্ম হইতে পারে; কাজেই ইহা কর্ম্মষষ্ঠী, শেষষষ্ঠী নহে। [ননু···ত্বাৎ] যদি বল, শেষষষ্ঠী গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মের জিজ্ঞাস্যতা বিরুদ্ধ হয় না; কেন-না, সামান্য ভাবে উল্লেখমাত্রই বিশেষার্থে

---

(১৭) শেষষষ্ঠী = সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী।

সৎস্থ প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধঞ্চ শক্যতে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুঞ্চ, ন বিপর্য্যয়ে। তস্মাদথ-শব্দেন যথোক্ত-সাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে।

ইত্যত আহ—"অধিকৃতাধিকারে চ প্রমাণাভাবাৎ" ইতি যোজনা। স্বর্গকামস্য হি দর্শপৌর্ণমাসাধিকৃতস্য পশুকামস্য সতো দর্শপৌর্ণমাসক্রত্বর্থাপ্প্রণয়নাশ্রিতে গোদোহনেঽধিকারঃ। নো খলু গোদোহনদ্রব্যমব্যাপ্রিয়মাণং সাক্ষাৎ পশূন্ ভাবয়িতুমর্হতি, নচ ব্যাপারান্তরাবিষ্টং শ্রূয়তে, যতস্তদঙ্গক্রমমতিপতেৎ। অপ্প্রণয়নাশ্রিতস্তু প্রতীয়তে "চমসেনাপঃ প্রণয়েৎ, দোহনেন পশুকামস্য" ইতি সমভিব্যাহারাৎ, যোগ্যত্বাচ্চাস্যাপাং প্রণয়নং প্রতি। তস্মাৎ ক্রত্বর্থাপ্প্রণয়নাশ্রিতত্বাৎ গোদোহনস্য তৎক্রমেণ পুরুষার্থমপি গোদোহনং ক্রমবদিতি সিদ্ধম্। শ্রুতিনিরাকরণেনৈবেষ্টিসোমক্রমবদপি ক্রমোঽপ্যপাস্তো বেদিতব্যঃ। শেষশেষিত্বাধিকৃতাধিকারাভাবেঽপি ক্রমো বিবক্ষ্যেত, যদ্যেকফলাবচ্ছেদো ভবেৎ, যথাগ্নেয়াদীনাং ষণ্ণামেকস্বর্গফলাবচ্ছিন্নানাম্। যদি বা জিজ্ঞাস্যব্রহ্মণোঽংশো ধর্ম্মঃ স্যাৎ, যথা চতুর্লক্ষণীব্যুৎপাদ্যং ব্রহ্ম কেনচিৎ কেনচিৎ অংশেনৈকৈকেন লক্ষণেন ব্যুৎপাদ্যতে, তত্র চতুর্ণাং লক্ষণানাং জিজ্ঞাস্যাভেদেন পরস্পরসম্বন্ধে সতি ক্রমো বিবক্ষিতঃ, তথেহাপ্যেকজিজ্ঞাস্যতয়া ধর্ম্মব্রহ্মজিজ্ঞাসয়োঃ ক্রমো বিবক্ষ্যেত। ন চৈতদুভয়মপ্যস্তীত্যাহ—"ফল-জিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ।" ফলভেদং বিভজতে, "অভ্যুদয়ফলং ধর্ম্মজ্ঞানম্" ইতি। জিজ্ঞাসায়া বস্তুতো জ্ঞানতন্ত্রত্বাৎ জ্ঞানফলং জিজ্ঞাসাফলমিতি ভাবঃ। ন কেবলং স্বরূপতঃ ফলভেদঃ, তদুৎপাদনপ্রকারভেদাদপি তদ্ভেদ ইত্যাহ—"তচ্চানুষ্ঠানাপেক্ষং"। ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ নানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষম্। শাব্দজ্ঞানাভ্যাসান্নানুষ্ঠানান্তরমপেক্ষতে; নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠানসহভাবস্যাপাস্তত্বাদিতি ভাবঃ। জিজ্ঞাস্যভেদমাত্যন্তিকমাহ—"ভব্যশ্চ ধর্ম্মঃ" ইতি। ভবিতা ভব্যঃ, কর্ত্তরি কৃত্যঃ। ভবিতা চ ভাবকব্যাপারনির্ব্বর্ত্ত্যতয়া তন্ত্রমিতি ততঃ প্রাক্ জ্ঞানকালে নাস্তীত্যর্থঃ। ভূতং সত্যং সদেকান্ততঃ, ন কদাচিদসদিত্যর্থঃ। ন কেবলং স্বরূপতো জিজ্ঞাস্যয়োর্ভেদঃ, জ্ঞাপকপ্রমাণপ্রবৃত্তিভেদাদপি ভেদ ইত্যাহ—"চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাচ্চ।" চোদনেতি বৈদিকং শব্দমাহ, বিশেষেণ সামান্যস্য লক্ষণাৎ। প্রবৃত্তিভেদং বিভজতে "যা হি চোদনা ধর্ম্মস্য" ইতি। আজ্ঞাদীনাং পুরুষাভিপ্রায়ভেদানামসম্ভবাদপৌরুষেয়ে বেদে চোদনোপদেশঃ। অত এবোক্তং (জৈমিনিনা—) 'তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ' ইতি। সা চ স্বসাধ্যে পুরুষব্যাপারে ভাবনায়াং, তদ্বিষয়ে চ যাগাদৌ, স হি ভাবনাবিষয়ঃ, তদধীননিরূপণত্বাৎ প্রযত্নস্য ভাবনায়াঃ। ষিঞ্ বন্ধন ইত্যস্য ধাতোর্বিষয়পদব্যুৎপত্তেঃ।

পর্য্যবসিত হইয়া থাকে (১৮)। [এবং⋯স্যাৎ] হাঁ, পর্য্যবসিত হয় সত্য; কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ম্মতা পরিত্যাগ করিয়া পরোক্ষভাবে সংবন্ধ কল্পনার চেষ্টা ত বৃথা, কেবল পণ্ড পরিশ্রম মাত্র। [ন ব্যর্থ⋯তত্বং] যদি বল, সে প্রয়াস বা চেষ্টা বৃথা নহে; কারণ, উহার দ্বারা ব্রহ্মাশ্রিত আরও বহু বিষয়ের বিচার-কর্ত্তব্যতা লাভের সম্ভাবনা আছে। আছে সত্য; তথাপি ঐরূপে চেষ্টায়ও ব্যর্থতা নিবারিত

(১৮) অনির্দ্দিষ্ট বা সাধারণ উপদেশ সকল প্রয়োগকালে নির্দ্দিষ্টরূপেই গৃহীত হইয়া থাকে।

অতঃশব্দো হেত্বর্থঃ। যস্মাদ্বেদ এবাগ্নিহোত্রাদীনাং শ্রেয়ঃসাধনানামনিত্যফলতাং দর্শয়তি—'তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ

ভাবনায়াস্তদ্দ্বারেণ চ যাগাদেরপেক্ষিতোপায়তামবগময়ন্তী তত্রেচ্ছোপহারমুখেন পুরুষং নিযুঞ্জানৈব যাগাদিধর্ম্মমববোধয়তি, নান্যথা। ব্রহ্মচোদনা তু পুরুষমববোধয়ত্যেব কেবলং, ন তু প্রবর্ত্তয়ন্ত্যববোধয়তি। কুতঃ, অববোধস্য প্রবৃত্তিরহিতস্য চোদনাজন্যত্বাৎ। নম্বাত্মা জ্ঞাতব্য ইত্যেতদ্বিধিপরৈর্ব্বেদান্তৈস্তদেকবাক্যতয়া অববোধে প্রবর্ত্তয়দ্ভিরেব পুরুষো ব্রহ্মাববোধ্যতে—ইতি সমানত্বং ধর্ম্মচোদনাভিব্র্হ্মচোদনানাম্—ইত্যত আহ—"ন পুরুষোঽববোধে নিযুজ্যতে।" অয়মভিসন্ধিঃ—ন তাবৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে পুরুষো নিযোক্তব্যঃ। তস্য ব্রহ্মস্বাভাব্যেন নিত্যত্বাদকার্য্যত্বাৎ। নাপ্যুপাসনায়াম্, তস্যা অপি জ্ঞানপ্রকর্ষে হেতুভাবস্যান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধতয়া প্রাপ্তত্বেনাবিধেয়ত্বাৎ। নাপি শাব্দবোধে; তস্যাপ্যধীতবেদস্য পুরুষস্য বিদিতপদতদর্থস্য সমধিগতশাব্দন্যায়তত্ত্বস্যাপ্রত্যূহমুৎপত্তেঃ। অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ—"যথাক্ষার্থ" ইতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি।—"তদ্বৎ" ইতি। অপি চাত্মজ্ঞানবিধিপরেষু বেদান্তেষু নাত্মতত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ শাব্দঃ স্যাৎ। ন হি তদাত্মতত্ত্বপরাঃ তে, কিন্তু তজ্জ্ঞানবিধিপরাঃ। যৎপরাশ্চ তে, ত এব তেষামর্থাঃ। ন চ বোধস্য বোধ্যনিষ্ঠত্বাদপেক্ষিতত্বাদন্যপরেভ্যোঽপি বোধ্যতত্ত্ব-বিনিশ্চয়ঃ; সমারোপেণাপি তদুপপত্তেঃ। তস্মাৎ বোধবিধিপরা বেদান্তা ইতি সিদ্ধম্। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যম্" ইতি। যস্মিন্নসতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ন ভবতি, সতি তু ভবন্তী ভবত্যেবেত্যর্থঃ। তদাহ—"উচ্যতে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ" ইত্যাদি। নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা, অনিত্যা দেহেন্দ্রিয়বিষয়াদয়ঃ, তদ্বিষয়শ্চেদ্বিবেকো নিশ্চয়ঃ, কৃতমস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া; জ্ঞাতত্বাৎ-ক্ষণঃ। অথ বিবেকো জ্ঞানমাত্রং, ন নিশ্চয়ঃ। তথা সত্যেষ বিপর্য্যাসাদন্যঃ সংশয়ঃ স্যাৎ; তথা চ ন বৈরাগ্যং ভাবয়েৎ; অভাবয়ন্ কথং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাহেতুঃ? তস্মাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্—নিত্যানিত্যয়োর্ব্বসতীতি নিত্যানিত্যবস্তু, তদ্ধর্ম্মঃ। নিত্যানিত্যয়োর্ধর্ম্মিণোস্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিবেকো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। এতদুক্তং ভবতি—মা ভূদিদং তদৃতং নিত্যম্, ইদং তদনৃতমনিত্যমিতি ধর্ম্মিবিশেষয়োর্ব্বিবেকঃ, ধর্ম্মিমাত্রয়োর্নিত্যানিত্যয়োস্তদ্ধর্ম্ময়োশ্চ বিবেকং নিশ্চিনোত্যেব। নিত্যত্বং সত্যত্বং, তদ্যস্যাস্তি তন্নিত্যং—সত্যম্, তথা চাস্থাগোচরঃ। অনিত্যত্বমসত্যত্বং তদ্যস্যাস্তি তদনিত্যমনৃতম্; তথা চানাস্থাগোচরঃ। তদেতেষ্বনুভূয়মানেষু যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়-

---

হইবে না। তাহার হেতু এই যে, বিচারের জন্য প্রধান বস্তু পরিগৃহীত হইলেই, তদাশ্রিত বা তদপেক্ষিত যে সমস্ত বিষয়ের বিচার ব্যতিরেকে ব্রহ্মবিচার হইতেই পারে না, সেই সমস্ত পদার্থত আপনা হইতেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে; তজ্জন্য আর পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। 'জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম পাইবার ইচ্ছা করিবে' এই উপদেশের দ্বারা স্থির হইতেছে যে, ব্রহ্মই এস্থলে ঈপ্সিত বস্তু; সুতরাং ব্রহ্মই প্রধান জিজ্ঞাস্য বিষয়। যদি তাহাই হইল, তবে তাদৃশ প্রধানকে জিজ্ঞাসার কর্ম্মরূপে বা বিষয়রূপে গ্রহণ করিলেই যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা বা বিচার ব্যতীত

"ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদিঃ। তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং দর্শয়তি—"ব্রহ্মবিদা-

গোচরেষু বিষয়বিষয়িষু যদৃতং নিত্যং সুখং ব্যবস্থাপ্যতে, তদাস্থাগোচরো ভবিষ্যতি, যত্তুনিত্যমনৃতং ভবিষ্যতি তাপত্রয়পরীতং, তৎ ত্যক্ষ্যত ইতি। সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকঃ প্রাগ্ ভবীয়াদৈহিকাদ্বা কর্ম্মণো বিশুদ্ধসত্ত্বস্য ভবতি অনুভবোপপত্তিভ্যাম্। ন খলু সত্যং নাম ন কিঞ্চিদস্তীতি বাচ্যম্। তদভাবে তদধিষ্ঠানস্যানৃতস্যাপ্যনু-পপত্তেঃ। শূন্যবাদিনামপি শূন্যতায়া এব সত্যত্বাৎ। অথাস্য পুরুষধৌরেয়স্যানুভবোপ-পত্তিভ্যামেবং সুনিপুণং নিরূপয়ত আ চ সত্যলোকাৎ আ চাবীচেঃ জায়স্ব ম্রিয়স্বেতি বিপরিবর্ত্তমান-ক্ষণমুহূর্ত্তযামাহোরাত্রার্ধমাস-মাসর্ত্ত্বয়ন-বৎসরযুগ-চতুর্যুগ-মন্বন্তরপ্রলয়-মহাপ্রলয়মহাসর্গাবান্তরসর্গ-সংসারসাগরোর্ম্মিভিরনিশমুহ্যমানং তাপত্রয়পরীতমাত্মানঞ্চ জীবলোকঞ্চ অবলোক্যাস্মিন্ সংসারমণ্ডলে অনিত্যাশুচিদুঃখাত্মকং প্রসংখ্যানমুপা-বর্ত্ততে। ততোঽস্য এতাদৃশাল্লিত্যানিত্যবস্তুবিবেকলক্ষণাৎ প্রসংখ্যানাৎ "ইহামুত্রার্থ-ভোগবিরাগো" ভবতি। অর্থ্যতে প্রার্থ্যত ইত্যর্থঃ ফলমিতি যাবৎ; তস্মিন্ বিরাগোঽনাভোগাত্মিকোপেক্ষাবুদ্ধিঃ। "ততঃ শমদমাদিসাধনসম্পৎ।" রাগাদি-কষায়মদিরামত্তং হি মনস্তেষু তেষু বিষয়েষু উচ্চাবচমিন্দ্রিয়াণি প্রবর্ত্তয়দ্বিবিধাশ্চ প্রবৃত্তীঃ পুণ্যাপুণ্যফলাভাবয়ৎ পুরুষমতিঘোরে বিবিধদুঃখজ্বালাজটিলে সংসারহুতভুজি জুহোতি। প্রসংখ্যানাভ্যাসলব্ধ-বৈরাগ্যপরিপাক-ভগ্নরাগাদিকষায়মদিরামদস্তু মনঃ পুরুষেণাবজীয়তে বশীক্রিয়তে। সোঽয়মস্য বৈরাগ্যহেতুকো মনোবিজয়ঃ শম ইতি বশীকারস জ্ঞ ইতি চাখ্যায়তে। বিজিতঞ্চ মনস্তত্ত্ববিষয়বিনিয়োগযোগ্যতাং নীয়তে। সেয়মস্য যোগ্যতা দমঃ। যথা দান্তোঽয়ং বৃষভযুবা—হলশকটাদিবহনযোগ্যঃ কৃত ইতি গম্যতে। আদিগ্রহণেন চ বিষয়তিতিক্ষা-তদুপরম-তত্ত্বশ্রদ্ধাঃ সংগৃহ্যন্তে। অত এব শ্রুতিঃ 'তস্মাৎ শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাচিত্তো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ, সর্ব্বমাত্মানং পশ্যতি' ইতি। তদেতস্য শমদমাদিরূপস্য সাধনস্য সম্পৎ প্রকর্ষঃ—শমদমাদিসাধনসম্পৎ। ততোঽদ্যা স সংসারবন্ধনান্মুমুক্ষা ভবতীত্যাহ—"মুমুক্ষুত্বঞ্চ"। তস্য চ নিত্যশুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবব্রহ্মজ্ঞানং মোক্ষস্য কারণমিত্যুপশ্রুত্য তজ্জিজ্ঞাসা ভবতি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগূর্দ্ধঞ্চ। তস্মাত্তেষামেবানন্তর্য্যং, ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ইত্যাহ—"তেষু" হি ইতি। ন কেবলং জিজ্ঞাসামাত্রম্, অপি তু জ্ঞানমপীত্যাহ "জ্ঞাতুঞ্চ।" উপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি।

ক্রমপ্রাপ্তমতঃশব্দং ব্যাচষ্টে।—"অতঃ শব্দো হেত্বর্থঃ"। তমেবাতঃশব্দস্য হেতুরূপমর্থমাহ—"যস্মাদ্বেদ এব" ইতি।

তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে না, সে সমস্ত বিষয়ও আপনা হইতেই পরিগৃহীত হইবে, তজ্জন্য আর পৃথক্ প্রয়াস পাইতে হইবে না। যেমন 'রাজা যাইতেছেন' বলিলে, তৎসঙ্গে তাঁহার অনুযাত্রিগণও যাইতেছে, বুঝা যায়, এস্থলেও সেইরূপ 'ব্রহ্মবিচার করিবে' বলিলেই ব্রহ্মাশ্রিত সমস্ত পদার্থের বিচার করিবে বলা হয়। [শ্রুত্যনুগমাচ্চ] এইরূপ অর্থ করিলে শ্রুতির সহিতও সামঞ্জস্য থাকে। শ্রুতির বর্ণনা বা উপদেশ

প্নোতি পরম্" ইত্যাদিঃ। তস্মাদ্ 'যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা।

অত্রৈবং পরিচোদ্যতে—সত্যং যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভবতি; সৈব ত্বনুপপন্না; ইহামুত্রফলোপভোগবিরাগস্যানুপপত্তেঃ। অনুকূলবেদনীয়ং হি ফলম্; ইষ্টলক্ষণত্বাৎ ফলস্য। ন চানুরাগহেতাবস্য বৈরাগ্যং ভবিতুমর্হতি; দুঃখানুষঙ্গদর্শনাৎ সুখেঽপি বৈরাগ্যমিতি চেৎ; হন্ত ভোঃ, সুখানুষঙ্গাদ্দুঃখেঽপ্যনুরাগো ন কস্মাদ্ভবতি। তস্মাৎ সুখে উপাদীয়মানে দুঃখপরিহারে প্রযতিতব্যম্। অবর্জ্জনীয়তয়া দুঃখমাগতমপি পরিহৃত্য সুখমাত্রং ভোক্ষ্যতে। তদ্যথা মৎস্যার্থী সশল্কান্ সকণ্টকান্ মৎস্যানুপাদত্তে; স যাবদাদেয়ং তাবদাদায় বিনিবর্ত্ততে। যথা বা ধান্যার্থী সপলালানি ধান্যান্যাহরতি, স যাবদাদেয়ং তাবদুপাদায় নিবর্ত্ততে। তস্মাদ্দুঃখভয়ান্নানুকূলবেদনীয়মৈহিকং বা আমুষ্মিকং বা সুখং পরিত্যক্তুমুচিতম্। ন হি মৃগাঃ সন্তীতি শালয়ো নোপ্যন্তে, ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি স্থাল্যো নাধিশ্রীয়ন্তে। অপি চ, দৃষ্টং সুখং চন্দনবনিতাদিসঙ্গজন্ম ক্ষয়িতালক্ষণেন দুঃখেনাঘ্রাতত্বাদতিভীরুণা ত্যজ্যেতাপি, ন ত্বামুষ্মিকং স্বর্গাদি, তস্যাবিনাশিত্বাৎ। শ্রূয়তে হি 'অপাম সোমমমৃতা অভূম' ইতি। তথাচ 'অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।' ন চ কৃতকত্বহেতুকং বিনাশিত্বানুমানমত্র সম্ভবতি; নরশিরঃ-কপালশৌচানুমানবদাগমবাধিতবিষয়ত্বাৎ। তস্মাৎ যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যভাবান্ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তে আহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—"অত" ইতি। তস্যার্থং ব্যাচষ্টে ভাষ্যকারঃ "যস্মাদ্বেদ এব" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ—সত্যং মৃগভিক্ষুকাদয়ঃ শক্যাঃ পরিহর্ত্তুং পাচককৃষীবলাদিভিঃ, দুঃখং ত্বনেকবিধানেককারণসম্পাতজমশক্যপরিহারম্, অন্ততঃ সাধনপারতন্ত্র্য-ক্ষয়িতালক্ষণয়োঃ দুঃখয়োঃ সমস্তকৃতকসুখাবিনাভাবনিয়মাৎ। ন হি মধুবিষসম্পৃক্তমন্নং বিষং পরিত্যজ্য সমধু শক্যং শিল্পিবরেণাপি ভোক্তুম্। ক্ষয়িতানুমানোপোদ্বলিতঞ্চ 'তদ্যথেহ কর্ম্মচিতঃ' ইত্যাদি বচনং ক্ষয়িতাপ্রতিপাদকম্। 'অপাম সোম' ইত্যাদিকং বচনং মুখ্যাসম্ভবে জঘন্যবৃত্তিতামাপাদয়তি। যথাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

'আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে' ইতি।

অত্র চ ব্রহ্মপদেন তৎপ্রমাণং বেদ উপস্থাপিতঃ। স চ যোগ্যত্বাৎ 'তদ্যথেহ কর্ম্মচিতঃ' ইত্যাদিঃ 'অতঃ' ইতি সর্ব্বনাম্না পরামৃশ্য হেতুপঞ্চম্যা নির্দ্দিশ্যতে। স্যাদেতৎ। যথা স্বর্গাদেঃ কৃতকস্য সুখস্য দুঃখানুষঙ্গস্তথা ব্রহ্মণোঽপীত্যত আহ—"তথা ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি" ইতি। তেনায়মর্থঃ—অতঃ

পর্য্যালোচনা করিলেও ঐরূপ অর্থ ই প্রতীত হইবে। [যতো···যস্তী] শ্রুতি "যাহা হইতে এই সকল জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই জান, তিনিই ব্রহ্ম" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মকেই জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎ কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ বা উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং কর্ম্মে ষষ্ঠী করাই সঙ্গত, বিশেষতঃ ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেই সূত্রার্থের সহিত শ্রুত্যর্থেরও আনুরূপ্য রক্ষা পায়। অতএব ব্রহ্মশব্দের পরে যে ষষ্ঠী বিভক্তি ছিল, তাহা কর্ম্মষষ্ঠী, শেষষষ্ঠী নহে।

ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণলক্ষণং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি। অতএব ন ব্রহ্মশব্দস্য জাত্যাদ্যর্থান্তর-

---

স্বর্গাদীনাং ক্ষয়িতাপ্রতিপাদকাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানস্য চ পরমপুরুষার্থতাপ্রতিপাদকাদাগমাদ্ যথোক্তসাধনসম্পৎ, ততশ্চ জিজ্ঞাসেতি সিদ্ধম্। ব্রহ্মজিজ্ঞাসাপদব্যাখ্যানমাহ—"ব্রহ্মণঃ" ইতি।—ষষ্ঠীসমাসপ্রদর্শনেন প্রাচাং বৃত্তিকৃতাং 'ব্রহ্মণে জিজ্ঞাসা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইতি চতুর্থীসমাসঃ পরাস্তো বেদিতব্যঃ। "তাদর্থ্যসমাসে প্রকৃতিবিকৃতিগ্রহণং কর্ত্তব্যম্" ইতি কাত্যায়নীয়বচনেন যূপদার্ব্বাদিষ্বেব প্রকৃতিবিকারভূতেষু চতুর্থীসমাসনিয়মাৎ, অপ্রকৃতিবিকারভূত ইত্যেবমাদৌ তন্নিষেধাৎ। অশ্বঘাসাদয়ঃ ষষ্ঠীসমাসা ভবিষ্যন্তীত্যশ্বঘাসাদিষু ষষ্ঠীসমাসপ্রতিবিধানাৎ। ষষ্ঠীসমাসেঽপি চ ব্রহ্মণো বাস্তবপ্রাধান্যোপপত্তেরিতি। স্যাদেতৎ। ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেত্যুক্তে তত্রানেকার্থত্বাদ্ ব্রহ্মশব্দস্য সংশয়ঃ—কস্য ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেতি। অস্তি ব্রহ্মশব্দো বিপ্রত্বজাতৌ,য থা ব্রহ্মহত্যেতি। অস্তি চ বেদে, যথা ব্রহ্মোজ্ঝমিতি। অস্তি চ পরমাত্মনি, যথা "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি। তমিমং সংশয়মপাকরোতি—ব্রহ্ম চ বক্ষ্যমাণলক্ষণমিতি। যতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় তজ্জ্ঞাপনায় পরমাত্মলক্ষণং প্রণয়তি, ততোঽবগচ্ছামঃ পরমাত্মজিজ্ঞাসৈবেয়ং, ন বিপ্রত্বজাত্যাদিজিজ্ঞাসেত্যর্থঃ। ষষ্ঠীসমাসপরিগ্রহেঽপি নেয়ং কর্ম্মষষ্ঠী, কিন্তু শেষলক্ষণা। সম্বন্ধমাত্রঞ্চ শেষ ইতি ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেত্যুক্তে ব্রহ্মসম্বন্ধিনী জিজ্ঞাসেত্যুক্তং ভবতি। তথা চ ব্রহ্মস্বরূপ-প্রমাণযুক্তি-সাধন-প্রয়োজনজিজ্ঞাসাঃ সর্ব্বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার্থা ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়াবরুদ্ধা ভবন্তি; সাক্ষাৎ পারম্পর্য্যেণ চ ব্রহ্মসম্বন্ধাৎ। কর্ম্মষষ্ঠ্যান্তু ব্রহ্মশব্দার্থঃ কর্ম্ম, স চ স্বরূপমেবেতি তৎপ্রমাণাদয়ো নাবরুধ্যেরন্। তথা চাপ্রতিজ্ঞাতার্থচিন্তা প্রমাণাদিষু ভবেদিতি যে মন্যন্তে, তান্ প্রত্যাহ—"ব্রহ্মণঃ" ইতি। "কর্ম্মণি" ইতি। অত্র হেতুমাহ—"জিজ্ঞাস্য" ইতি। ইচ্ছায়াঃ প্রতিপত্ত্যনুবন্ধো জ্ঞানম্, জ্ঞানস্য চ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম। ন খলু জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বিনা নিরূপ্যতে। ন চ জিজ্ঞাসা জ্ঞানং বিনেতি প্রতিপত্ত্যনুবন্ধত্বাৎ প্রথমং জিজ্ঞাসা কর্ম্মৈবাপেক্ষতে। ন তু সম্বন্ধিমাত্রম্। তদন্তরেণাপি সতি কর্ম্মণি তন্নিরূপণাৎ। ন হি চন্দ্রমসমাদিত্যঞ্চ উপলভ্য কস্যায়মিতি সম্বন্ধ্যন্বেষণা ভবতি। ভবতি তু জ্ঞানমিত্যুক্তে বিষয়ান্বেষণা কিং বিষয়মিতি। তস্মাৎ প্রথমমপেক্ষিতত্বাৎ কর্ম্মতয়ৈব ব্রহ্ম সম্বধ্যতে ন সম্বন্ধিতামাত্রেণ তস্য জঘন্যত্বাৎ। তথা চ কর্ম্মণি ষষ্ঠীত্যর্থঃ। নমু সত্যং ন জিজ্ঞাস্যমন্তরেণ জিজ্ঞাসা নিরূপ্যতে, জিজ্ঞাস্যান্তরং

[জ্ঞাতু…তব্যম্] জিজ্ঞাসা অর্থ—জানিবার বা জ্ঞানের উদ্দেশ্যে ইচ্ছা। তাহাই জিজ্ঞাসা শব্দের মুখ্য অর্থ। জ্ঞান এক প্রকার মনোবৃত্তি; অবগতি তাহার ফল, অর্থাৎ জ্ঞাননামক চিত্তবৃত্তিতে জ্ঞেয়রূপ বিষয়ের স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ পাইবার পরে যে, একপ্রকার অনুভূতি হয়, তাহার নাম জানা। এখানে 'জ্ঞান' শব্দে সেই অবগতি পর্য্যন্ত অর্থ বুঝিতে হইবে, এবং তাহাই জিজ্ঞাসার কর্ম্ম বা বিষয়। জ্ঞানার্থক জ্ঞা-ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে সন্ প্রত্যয় করিয়া 'জিজ্ঞাসা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সন্ প্রত্যয়ের অর্থ—ইচ্ছা; জ্ঞান তাহার কর্ম্ম বা বিষয়; অর্থাৎ ফলের উদ্দেশেই ইচ্ছার উদ্রেক হয়। জ্ঞানরূপা প্রমাণবৃত্তির অবগমনীয়

মাশঙ্কিতব্যম্। ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী, ন শেষে; জিজ্ঞাস্যাপেক্ষত্বাৎ জিজ্ঞাসায়াঃ, জিজ্ঞাস্যান্তরানির্দ্দেশাচ্চ। ননু

ত্বস্যা ভবিষ্যতি, ব্রহ্ম তু শেষতয়া সম্ভন্‌স্যতে ইত্যত আহ।—"জিজ্ঞাস্যান্তর" ইতি। নিগূঢ়াভিপ্রায়শ্চোদয়তি।—"ননু শেষষষ্ঠীপরিগ্রহেঽপি" ইতি। সামান্যসম্বন্ধস্য বিশেষসম্বন্ধাবিরোধেন কর্ম্মতায়া অবিঘাতেন জিজ্ঞাসনিরূপণোপপত্তেরিত্যর্থঃ। নিগূঢ়াভিপ্রায় এব দূষয়তি।—এবমপি প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণ ইতি। বাচ্যস্য কর্ম্মত্বস্য জিজ্ঞাসয়া প্রথমমপেক্ষিতস্য প্রথমসম্বন্ধার্হস্য চান্বয়পরিত্যাগেন পশ্চাৎ কথঞ্চিদপেক্ষিতস্য সম্বন্ধিমাত্রস্য সম্বন্ধো জঘন্যঃ প্রথমঃ প্রথমশ্চ জঘন্য ইতি সুব্যাহৃতং ন্যায়তত্ত্বম্। প্রত্যক্ষপরোক্ষাভিধানঞ্চ প্রাথম্যাপ্রাথম্যস্ফুটত্বাভিপ্রায়ম্। চোদকঃ স্বাভিপ্রায়মুদ্‌ঘাটয়তি।—"ন ব্যর্থো ব্রহ্মাশ্রিতাশেষ" ইতি। ব্যাখ্যাতমেতদধস্তাৎ। সমাধাতা স্বাভিসন্ধিমুদ্‌ঘাটয়তি।—"ন প্রধানপরিগ্রহে" ইতি বাস্তবং প্রাধান্যং ব্রহ্মণঃ। শেষং সনিদর্শনমতিরোহিতার্থং শ্রুত্যনুগমশ্চাতিরোহিতঃ। তদেবমভিমতং সমাসং ব্যবস্থাপ্য জিজ্ঞাসাপদার্থমাহ।—জ্ঞাতুমিতি। স্যাদেতৎ। ন জ্ঞানমিচ্ছাবিষয়ঃ। সুখদুঃখাবাপ্তিপরিহারৌ বা তদুপায়ৌ বা তদ্দ্বারেণেচ্ছাগোচরঃ। ন চৈবং ব্রহ্মবিজ্ঞানম্। ন খল্বেতদনুকূলমিতি বা প্রতিকূলনিবৃত্তিরিতি বা অনুভূয়তে। নাপি তয়োরুপায়ঃ। তস্মিন্ সত্যপি সুখভেদস্যাদর্শনাৎ। অনুবর্ত্তমানস্য চ দুঃখস্যানিবৃত্তেঃ। তস্মান্ন সূত্রকারবচনমাত্রাদিবিকর্মতা জ্ঞানস্যেত্যত আহ।—অবগতিপর্য্যন্তমিতি। ন কেবলং জ্ঞানমিষ্যতে কিন্ত্বগতিং সাক্ষাৎকারং কুর্ব্বদবগতিপর্য্যন্তং সন্বাচ্যায়া ইচ্ছায়াঃ কর্ম্ম। কস্মাৎ। ফলবিষয়ত্বাদিচ্ছায়াঃ। তদুপায়ং ফলপর্য্যন্তং গোচরয়তীচ্ছেতি শেষঃ। ননু ভবত্ববগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং, কিমেতাবতাপীষ্টং ভবতি। ন হ্যপেক্ষণীয়বিষয়মবগতিপর্য্যন্তমপি জ্ঞানমিষ্যত ইত্যত আহ।..."জ্ঞানেন হি প্রমাণেনাবগন্তুমিষ্টং ব্রহ্ম।" ভবতু ব্রহ্মবিষয়াবগতিঃ। এবমপি কথমিষ্টেত্যত আহ।—"ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ।" কিমভ্যুদয়ঃ, ন, কিন্তু নিঃশ্রেয়সম্। বিগলিতনিখিলদুঃখানুষঙ্গপরমানন্দঘনব্রহ্মাবগতির্ব্রহ্মণঃ স্বভাব ইতি সৈব নিঃশ্রেয়সং পুরুষার্থ ইতি। স্যাদেতৎ। ন ব্রহ্মাবগতিঃ পুরুষার্থঃ। পুরুষব্যাপারব্যাপ্যো হি পুরুষার্থঃ। ন চাস্যা ব্রহ্মস্বভাবভূতায়া উৎপত্তিবিকারসংস্কারপ্রাপ্তয়ঃ সম্ভবন্তি। তথা সত্যনিত্যত্বেন তৎস্বাভাব্যানুপপত্তেঃ। ন চোৎপত্ত্যাদ্যভাবে ব্যাপারব্যাপ্যতা। তস্মান্ন ব্রহ্মাবগতিঃ পুরুষার্থ ইত্যত আহ।—

বস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম; সুতরাং প্রাপ্য বস্তু; সেই জন্য তিনিই প্রোক্ত ইচ্ছার প্রধান বিষয়। ব্রহ্মজ্ঞানই (ব্রহ্মকে জ্ঞানগম্য করাই)- পুরুষার্থ, অর্থাৎ মুমুক্ষু পুরুষের একমাত্র লক্ষ্য। যদি তাহাই হইল, তবে ব্রহ্মই জিজ্ঞাসিতব্য, অর্থাৎ ব্রহ্মই যে জিজ্ঞাসার বিষয় (কর্ম্ম), ইহা নির্দ্ধারিত হইল।

[তৎ...সিতুম্] এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ না অপ্রসিদ্ধ? যদি প্রসিদ্ধই হন—সকলের জানা বস্তুই হন, তাহা হইলে আর তদ্বিষয়ে জানিবার কি আছে? আর যদি অপ্রসিদ্ধই হন—জানিবার যোগ্যই না হন, তাহা হইলে ত

শেষষষ্ঠী-পরিগ্রহেঽপি ব্রহ্মণোজিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং ন বিরুধ্যতে; সম্বন্ধসামান্যস্য বিশেষনিষ্ঠত্বাৎ। এবমপি প্রত্যক্ষং ব্রহ্মণঃ

"নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থনিবর্হণাৎ।" সত্যং ব্রহ্মাবগতৌ ব্রহ্মস্বভাবে নোৎপত্ত্যাদয়ঃ সম্ভবন্তি। তথাপ্যনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যাবশাৎ ব্রহ্মস্বভাবোঽপরাধীনপ্রকাশোঽপি প্রতিভানপি ন প্রতিভাতীব পরাধীনপ্রকাশ ইব দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যোভিন্নোপ্যভিন্ন ইব ভাসত ইতি সংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থনিবর্হণাৎ প্রাগপ্রাপ্ত ইব তস্মিন্ সতি প্রাপ্ত ইব ভবতীতি পুরুষেণার্থ্যমানত্বাৎ পুরুষার্থ ইতি যুক্তম্। অবিদ্যাদীত্যাদিগ্রহণেন তৎসংস্কারোঽবরুধ্যতে। অবিদ্যাদিনিবৃত্তিস্তূপাসনাকার্য্যাদন্তঃকরণবৃত্তিভেদাৎ সাক্ষাৎকারাদিতি দ্রষ্টব্যম্। উপসংহরতি।—"তস্মাদ্ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমুক্ত-লক্ষণেন মুমুক্ষুণা।" ন খলু তত্ত্বজ্ঞানং বিনা সবাসনবিবিধদুঃখনিদানমবিদ্যোচ্ছিদ্যতে। ন চ তদুচ্ছেদমন্তরেণ বিগলিতনিখিলদুঃখানুষঙ্গানন্দঘনব্রহ্মাত্মতা-সাক্ষাৎকারাবির্ভাবো জীবস্য। তস্মাদানন্দঘনব্রহ্মাত্মতামিচ্ছতা তদুপায়োজ্ঞানমেষিতব্যম্। তচ্চ ন কেবলেভ্যো বেদান্তেভ্যোঽপি তু ব্রহ্মমীমাংসোপকরণেভ্য ইতি ইচ্ছানিভেন ব্রহ্মমীমাংসায়াং প্রবর্ত্ত্যতে। ন তু বেদান্তেষু তদর্থবিবক্ষায়াং বা। তত্র ফলবদর্থাববোধপরতাং স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধেঃ সূত্রয়তা অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসেত্যনেনৈব প্রবর্ত্তিতত্বাৎ ধর্ম্মগ্রহণস্য বেদার্থোপলক্ষণত্বেনাধর্ম্মবৎ ব্রহ্মণোপ্যুপলক্ষণাৎ। যদ্যপি চ ধর্ম্মমীমাংসাবৎ বেদার্থমীমাংসয়া ব্রহ্মমীমাংসাপ্যাক্ষেপ্তুং শক্যতে, তথাপি, প্রাচ্যা মীমাংসান্ন [illegible] পাদ্যতে, নাপি ব্রহ্মমীমাংসায়া অধ্যয়নমাত্রানন্তর্য্যমিতি ব্রহ্মমীমাংসা[illegible]য় নিত্যানিত্যবিবেকাদ্যানন্তর্য্যপ্রদর্শনায় চেদং সূত্রমারম্ভণীয়মিত্যপৌনরুক্ত্যম্। স্যাদেতৎ। এতেন সূত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানং প্রত্যুপায়তা মীমাংসায়াঃ প্রতিপাদ্যত ইত্যুক্তং তদযুক্তং, বিকল্পাসহত্বাদিতি চোদয়তি।—"তৎ পুনর্ব্রহ্ম" ইতি। বেদান্তেভ্যোঽপৌরুষেয়তয়া স্বতঃসিদ্ধপ্রামাণ্যেভ্যঃ প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ। যদি প্রসিদ্ধং বেদান্তবাক্যসমুত্থেন নিশ্চয়জ্ঞানেন বিষয়ীকৃতং ততো ন জিজ্ঞাসিতব্যম্। নিষ্পাদিতক্রিয়ে কর্ম্মণি অবিশেষাধায়িনঃ সাধনস্য সাধনন্যায়াতিপাতাৎ। অথাপ্রসিদ্ধং বেদান্তেভ্যস্তর্হি ন তদ্বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তীতি সর্ব্বথাঽপ্রসিদ্ধং নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুম্। অনুভূতে হি প্রিয়ে ভবতীচ্ছা ন তু সর্ব্বথাঽননুভূতপূর্ব্বে।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাই অসম্ভব; সুতরাং তিনি অজিজ্ঞাস্য; কেন-না, কোন প্রকারেই ত তাঁহাকে জানিতে পারা যাইবে না। কে কোথায় অপ্রসিদ্ধ বস্তু জানিতে পারিয়াছে? (১৯) [উচ্যতে] ইহার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে—[অস্তি···ব্রহ্ম] অধ্যেতৃগণ প্রথমতঃ শাস্ত্র-বাক্য হইতে অবগত হন যে, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন (২০) ব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্ম-শব্দের

(১৯) এস্থলে এরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে যে, বেদান্তবাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম জানা যায় কি না। যদি জানা যায়, তবে বিচারের প্রয়োজন নাই। আর যদি জানা না যায়, তাহা হইলেও বিচার অনাবশ্যক। উভয় প্রকারেই এই বিচারশাস্ত্র অপ্রয়োজনীয় হইতেছে।

(২০) সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন এই দুই বিশেষণ পদের দ্বারা ব্রহ্মের সোপাধিক স্বরূপ অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কর্ম্মত্বমুৎসৃজ্য সামান্যদ্বারেণ পরোক্ষং কর্ম্মত্বং কল্পয়তো ব্যর্থঃ প্রয়াসঃ স্যাৎ। ন ব্যর্থঃ, ব্রহ্মাশ্রিতাশেষবিচারপ্রতিজ্ঞানার্থত্বাদিতি চেৎ; ন, প্রধানপরিগ্রহে তদপেক্ষিতানামপ্যর্থাক্ষিপ্তত্বাৎ। ব্রহ্ম হি জ্ঞানেনাপ্তুমিষ্টতমত্বাৎ প্রধানম্। তস্মিন্ প্রধানে জিজ্ঞাসাকর্ম্মণি পরিগৃহীতে যৈর্জিজ্ঞাসিতৈর্ব্বিনা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতং ন ভবতি, তান্যর্থাক্ষিপ্তান্যেবেতি ন পৃথক্ সূত্রয়িতব্যানি। যথা রাজাসৌ গচ্ছতীত্যুক্তে সপরিবারস্য রাজ্ঞো গমনমুক্তং ভবতি, তদ্বৎ। শ্রুত্যনুগমাচ্চ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়ঃ "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম" ইতি প্রত্যক্ষমেব ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসাকর্ম্মত্বং দর্শয়ন্তি। তচ্চ কর্ম্মণি ষষ্ঠীপরিগ্রহে সূত্রেণানুগতং ভবতি। তস্মাদ্‌ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী।

জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা। অবগতিপর্য্যন্তং জ্ঞানং সন্‌বাচ্যায়া ইচ্ছায়াঃ কর্ম্ম, ফলবিষয়ত্বাদিচ্ছায়াঃ। জ্ঞানেন হি প্রমাণেনাবগন্তুমিষ্টং ব্রহ্ম। ব্রহ্মাবগতির্হি পুরুষার্থঃ। নিঃশেষসংসারবীজাবিদ্যাদ্যনর্থনিবর্হণাৎ। তস্মাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম্।

তৎ পুনর্ব্রহ্ম প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধং বা স্যাৎ। যদি প্রসিদ্ধং, ন জিজ্ঞাসিতব্যং, অথাপ্রসিদ্ধং, নৈব শক্যং জিজ্ঞাসিতুমিতি।

ন চেষ্যমাণমপি শক্যং জ্ঞাতুং, প্রমাণাভাবাৎ। শব্দো হি তস্য প্রমাণং বক্তব্যম্। যথা বক্ষ্যতি 'শাস্ত্রযোনিত্বা'দিতি। স চেন্নাববোধয়তি, কুতস্তস্য তত্র প্রামাণ্যম্। ন চ প্রমাণান্তরং ব্রহ্মণি প্রক্রমতে। তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্য জ্ঞাতুং শক্যস্যাপ্যজিজ্ঞাসনাৎ অপ্রসিদ্ধস্যেচ্ছায়া অবিষয়ত্বাৎ অশক্যজ্ঞানত্বাচ্চ ন ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যমিত্যাক্ষেপঃ।

ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করিলেই ঐরূপ অর্থ প্রতীত হয়। যথা—বৃহ+মন্=ব্রহ্ম। বৃহ-ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি—যাহার অন্য নাম মহত্ত্ব। মন্-প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয় অর্থাৎ অবধিরাহিত্য। যিনি নিরতিশয় মহান্—যাঁহা অপেক্ষা বৃহৎ (বড়) ব্যাপক বা উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই, তিনিই ব্রহ্ম; সুতরাং অধ্যেতৃসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম একান্ত অপ্রসিদ্ধ নহেন। অপিচ, যাহা নশ্বর, যাহা সদোষ, যাহাতে সর্ব্বজ্ঞতাদি গুণ নাই, সেরূপ বস্তু কখনও নিরতিশয় মহান্ দৃষ্ট হয় না, কাজেই 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা-নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাবতা প্রভৃতি অর্থই অনুভূত

উচ্যতে, অস্তি তাবৎ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতং ব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বা-দয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে; বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ। সর্ব্ব-স্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ। সর্ব্বো হ্যাত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি,

---

পরিহরতি।—"উচ্যতে। অস্তি তাবদ্ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবম্।" অয়মর্থঃ।—প্রাগপি ব্রহ্মমীমাংসায়া অধীতবেদস্য নিগমনিরুক্তব্যাকরণাদিপরিশীলনবিদিতপদ-তদর্থসম্বন্ধস্য "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ "ইত্যুপক্রমাৎ "তত্ত্বমসি" ইত্যন্তাৎ সন্দর্ভান্নিত্যত্বাদ্যুপেতব্রহ্মস্বরূপাবগমস্তাবদাপাততঃ বিচারাদ্বিনাপ্যস্তি। অত্র চ ব্রহ্মেত্যাদিনাবগম্যেন তদ্বিষয়মবগমং লক্ষয়তি। তদস্তিত্বস্য সতি বিমর্শে বিচারাৎ প্রাগনির্ণয়াৎ। নিত্যেতি ক্ষয়িতালক্ষণং দুঃখমুপক্ষিপতি। শুদ্ধেতি দেহাদ্যুপাধিকমপি দুঃখমপাকরোতি। বুদ্ধেত্যপরাধীনপ্রকাশমাত্মানং দর্শয়তি। আনন্দপ্রকাশয়োরভেদাৎ। স্যাদেতৎ। মুক্তৌ সত্যামস্তৈতে শুদ্ধত্বাদয়ঃ প্রথন্তে, ততস্তু প্রাগ্ দেহাত্মভেদেন তদ্ধর্ম্মজন্মজরামরণাদিদুঃখযোগাদিত্যত উক্তং মুক্তেতি। সদৈব মুক্তঃ সদৈব কেবলঃ, অনাদ্যবিদ্যাবশাত্তু ভ্রান্ত্যা তথাবভাসত ইত্যর্থঃ। তদেবমনৌপাধিকং ব্রহ্মণোরূপং দর্শয়িত্বা অবিদ্যোপাধিকং রূপমাহ—"সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্।" তদনেন জগৎকারণত্বমস্য দর্শিতং শক্তিজ্ঞানভাবাভাবানুবিধানাৎ কারণত্বভাবাভাবয়োঃ। কুতঃ পুনরেবম্ভূত-ব্রহ্মস্বরূপাবগতিরিত্যত আহ।—ব্রহ্মশব্দস্য হীতি। ন কেবলং সদেব সোম্যেদ-মিত্যাদীনাং বাক্যানাং পর্য্যালোচনয়া ইত্থম্ভূতব্রহ্মাবগতিঃ, অপি তু ব্রহ্মপদমপি নির্ব্বচনসামর্থ্যাদিমমেবার্থং স্বহস্তয়তি। নির্ব্বচনমাহ।—"বৃহতের্দ্ধাতোরর্থানু-গমাৎ।" বৃদ্ধিকর্ম্মা হি বৃহতিরতিশায়নে বর্ত্ততে। তচ্চেদমতিশায়নমনবচ্ছিন্নং পদান্তরাবগমিতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধত্বাদ্যস্যাভ্যনুজানাতীত্যর্থঃ। তদেবং তৎপদার্থস্য শুদ্ধত্বাদেঃ প্রসিদ্ধিমভিধায় ত্বংপদার্থস্যাপ্যাহ।—"সর্ব্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ"। কুতঃ। আত্মত্বাৎ। এতদেব স্ফুটয়তি।—সর্ব্বোহীতি। প্রতীতিমেবাপ্রতীতিনিরাকরণেন দ্রঢ়য়তি।—ন নেতি। ন ন প্রত্যেতি

হয়। দোষশূন্যতা বিধায় ব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ, জাড্যবিপরীত বলিয়া নিত্যবুদ্ধ, এবং অবধি বা সীমা না থাকা প্রযুক্ত নিত্যমুক্ত। এতদ্ভিন্ন, "এই আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শাস্ত্র ও বিশ্বানুভব, এ দুয়ের দ্বারাও ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ফলিতার্থ এই যে, যেহেতু তিনি আত্মা—সেই হেতু সমস্ত লোক তাঁহাকে "অহং—আমি" এতৎপ্রকারে জানে—জীবমাত্রেই আত্মার অর্থাৎ আপনার অস্তিত্ব জানে। কেন-না, আমি আমি নহি, অথবা আমি নাই, এরূপ প্রত্যয় কাহারও হয় না। আত্মাকে বা আপনাকে জানা না থাকিলে কেহই "আমি আছি" বলিত না; বরং "আমি নাই" একথাই বলিত; কিন্তু তাহা ত কেহই বলে না। আত্মার

ন নাহমস্মীতি। যদি হি নাত্মাস্তিত্বপ্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ, সর্ব্বোলোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। আত্মা চ ব্রহ্ম।

যদি লোকে ব্রহ্ম আত্মত্বেন প্রসিদ্ধমস্তি, ততো জ্ঞাত-মেবেত্যজিজ্ঞাস্যত্বং পুনরাপন্নম্। ন; তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতি-

---

অহমস্মীতি, কিন্তু প্রত্যেত্যেবেতি যোজনা। নম্বহমস্মীতি চ জ্ঞাস্যতি, মা চ জ্ঞাসীদাত্মানমিত্যত আহ—"যদি" ইতি। "অহমস্মীতি ন প্রতীয়াৎ।" অহঙ্কারাস্পদং হি জীবাত্মানং চেৎ ন প্রতীয়াৎ, অহমিতি ন প্রতীয়াদিত্যর্থঃ। নম্বু প্রত্যেতু সর্ব্বো জন আত্মানমহঙ্কারাস্পদং, ব্রহ্মণি তু কিমায়াতমিত্যত আহ—"আত্মা চ ব্রহ্ম।" তদঃ ত্বমা সামানাধিকরণ্যাৎ। তস্মাত্তৎপদার্থস্য শুদ্ধ-বুদ্ধত্বাদেঃ শব্দতঃ ত্বম্পদার্থস্য চ জীবাত্মনঃ প্রত্যক্ষতঃ প্রসিদ্ধিঃ। পদার্থজ্ঞান-পূর্ব্বকত্বাচ্চ বাক্যার্থজ্ঞানস্য ত্বম্পদার্থস্য ব্রহ্মভাবাবগমঃ তত্ত্বমসীতিবাক্যাদুপপদ্যত ইতি ভাবঃ। আক্ষেপ্তা প্রথমকল্পাশ্রয়ং দোষমাহ—"যদি তর্হি লোকঃ" ইতি। অধ্যাপকাধ্যেতৃপরম্পরা লোকঃ। তত্র তত্ত্বমসীতিবাক্যাদ্ যদি ব্রহ্ম আত্মত্বেন প্রসিদ্ধমস্তি; আত্মা ব্রহ্মত্বেনেতি বক্তব্যে, ব্রহ্মাত্মত্বেনেত্যভেদবিবক্ষয়া গময়িতব্যম্। পরিহরতি—"ন"। কুতঃ, "তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ। অনেন বিপ্রতিপত্তিঃ সাধকবাধক-প্রমাণাভাবে সতি সংশয়বীজমুক্তন্, ততশ্চ সংশয়াজ্জিজ্ঞাসোপপদ্যত ইতি ভাবঃ। বিবাদাধিকরণং ধর্ম্মী সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তসিদ্ধোঽভ্যুপেয়ঃ। অন্যথা অনাশ্রয়া ভিন্নাশ্রয়া বা বিপ্রতিপত্তয়ো ন স্যুঃ। বিরুদ্ধা হি প্রতিপত্তয়ো বিপ্রতিপত্তয়ঃ। ন চানাশ্রয়াঃ বিপ্রতিপত্তয়ো ভবন্তি, অনালম্বনত্বাপত্তেঃ। ন চ ভিন্নাশ্রয়া বিরুদ্ধাঃ। ন হি নিত্যা বুদ্ধিঃ, নিত্য আত্মেতি প্রতিপত্তিবিপ্রতিপত্তী। তস্মাৎ তৎপদার্থস্য শুদ্ধত্বাদের্ব্বেদান্তেভ্যঃ প্রতীতিঃ, ত্বম্পদার্থস্য চ জীবাত্মনো লোকতঃ সিদ্ধিঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ। তদাভাসত্বানাভাসত্বেন তদ্বিশেষেষু পরমত্র বিপ্রতিপত্তয়ঃ। তস্মাৎ সামান্যতঃ প্রসিদ্ধে ধর্ম্মিণি বিশেষতো বিপ্রতিপত্তৌ যুক্তস্তদ্বিশেষেষু সংশয়ঃ।

অস্তিত্ব নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে; প্রত্যুত প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, আত্মার প্রসিদ্ধিতেই ব্রহ্মের প্রসিদ্ধি সিদ্ধ হইতেছে; কেন-না, আত্মাই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মা একই পদার্থ। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাত্মবস্তুর অপরোক্ষভাব সিদ্ধ না থাকিলেও পরোক্ষতা প্রসিদ্ধই আছে।

[যদি…পত্তেঃ] বলিতে পার,—যদি অধ্যেতৃ-লোকের মধ্যে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব প্রসিদ্ধ বা বিদিতই থাকে, তাহা হইলে তাহার আবার জানিবে কি? যাহা জ্ঞাত—যাহা জানা আছে, তাহার সম্বন্ধে আবার জানিবে কি? তাঁহাকে জানিবার ইচ্ছাই বা হইবে কেন? অতএব, ব্রহ্মের সর্ব্বথা অজিজ্ঞাস্যত্ব পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল। ইহাতে আমরা বলিব, ঐ আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু সে সম্বন্ধে

পত্তেঃ; দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতিপন্নাঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেব চেতনান্যাত্মেত্যপরে মন ইত্যন্যে। ইন্দ্রিয়াণি মনো বা-ইতি তদেকদেশিনঃ। বিজ্ঞানমাত্রং ক্ষণিকমিত্যেকে। শূন্যমিত্যপরে। অস্তি দেহাদি-ব্যতিরিক্তঃ সংসারী কর্ত্তা ভোক্তেত্যপরে। ভোক্তৈব কেবলং ন কর্ত্তেত্যেকে। অস্তি তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তি-

তত্র ত্বং-পদার্থে তাবদ্বিপ্রতিপত্তীর্দর্শয়তি—"দেহমাত্রম্" ইত্যাদিনা "ভোক্তৈব কেবলং ন কর্ত্তা" ইত্যন্তেন। অত্র দেহেন্দ্রিয়মনঃক্ষণিকবিজ্ঞানচৈতন্যপক্ষে ন তৎপদার্থনিত্যত্বাদয়স্ত্বম্পদার্থেন সম্বধ্যন্তে, যোগ্যতাবিরহাৎ। শূন্যপক্ষেঽপি সর্ব্বোপাখ্যারহিতমপদার্থঃ কথং তত্ত্বমোর্গোচরঃ। কর্ত্তৃভোক্তৃস্বভাবস্যাপি পরিণামিতয়া তৎপদার্থনিত্যত্বাদ্যসঙ্গতিরেব। অকর্ত্তৃত্বেঽপি ভোক্তৃত্বপক্ষে পরিণামিতয়া নিত্যত্বাদ্যসঙ্গতিঃ। অভোক্তৃত্বেঽপি নানাত্বেনাবচ্ছিন্নত্বাৎ অনিত্যত্বাদি-প্রসক্তাবদ্বৈতহানাচ্চ তৎপদার্থাসঙ্গতিস্তদবস্থৈব। ত্বম্পদার্থবিপ্রতিপত্ত্যা চ তৎপদার্থেঽপি বিপ্রতিপত্তির্দর্শিতা। বেদাপ্রামাণ্যবাদিনো হি লোকায়তিকাদয়-স্তৎপদার্থপ্রত্যয়ং মিথ্যেতি মন্যন্তে। বেদপ্রামাণ্যবাদিনোঽপ্যৌপচারিকং তৎ-পদার্থমবিবক্ষিতং বা মন্যন্ত ইতি। তদেবং ত্বম্পদার্থবিপ্রতিপত্তিদ্বারা তৎপদার্থে বিপ্রতিপত্তিং সূচয়িত্বা সাক্ষাৎ তৎপদার্থে বিপ্রতিপত্তিমাহ—"অস্তি তদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরিতি কেচিৎ।" তদিতি জীবাত্মানং পরামৃশতি। ন

লোকের সাধারণ জ্ঞান থাকিলেও বিশেষ জ্ঞান নাই। লোকে ব্রহ্মাত্মবস্তু জানে বটে; কিন্তু তাহারা তাঁহার সামান্য ভাবই জানে, বিশেষ তত্ত্ব জানে না। লোক সকল, ব্রহ্ম আছেন, আমি আছি, এই মাত্র জানে, কিন্তু উক্ত উভয়ের প্রকৃত স্বরূপ যে কি, তাহা আদৌ জানে না। বিশেষ তত্ত্ব বা নিশ্চিত স্বরূপ জানা থাকিলে তৎসম্বন্ধে লোকের বিপ্রতিপত্তি থাকিত; অথচ দেখা যায়, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া থাকে।

[দেহমাত্রং…ইত্যপরে] তাহার নিদর্শন দেখুন,—প্রাকৃত লোকেরা অর্থাৎ জ্ঞানচর্চ্চাবিহীন অজ্ঞ মানবেরা এবং চার্ব্বাকেরা (২১) নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছে যে, এই চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা অর্থাৎ অহম্পদ-বাচ্য। আবার তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বলে, ইন্দ্রিয়সমষ্টি যখন চেতন, তখন সেই ইন্দ্রিয়সমষ্টিই আত্মা। (২২) অন্য এক সম্প্রদায় নির্ণয় করে যে, মনই আত্মা,

(২১) লোকায়তিক ও চার্ব্বাক তুল্যার্থক শব্দ। চার্ব্বাকের মতে দেহাতিরিক্ত পৃথক্ চৈতন্য নাই; সুতরাং জীবদ্দেহই আত্মা অর্থাৎ অহমাস্পদ। দেহে যে চৈতন্য দৃষ্ট হয়, তাহা ইহার উপাদানীভূত ভূতনিবহের গুণ বা ধর্ম্ম।

(২২) ইহারা ঐ সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা।

রিতি কেচিৎ। আত্মা স ভোক্তুরিত্যপরে। এবং হি বহবো বিপ্রতিপন্নাঃ যুক্তি-বাক্য-তদাভাসসমাশ্রয়াঃ সন্তঃ। তত্রাবিচার্য্য

কেবলং শরীরাদিভ্যঃ জীবাত্মভ্যোঽপি ব্যতিরিক্তঃ। স চ সর্ব্বস্যৈব জগত ঈষ্টে। ঐশ্বর্য্যসিদ্ধ্যর্থং স্বাভাবিকমস্য রূপদ্বয়মুক্তং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরিতি। তস্যাপি জীবাত্মভ্যোঽপি ব্যতিরেকান্ন ত্বম্পদার্থেন সামানাধিকরণ্যমিতি স্বমতমাহ।—"আত্মা স ভোক্তুরিত্যপরে।" ভোক্তু র্জীবাত্মনোঽবিদ্যোপাধিকস্য, স ঈশ্বরস্তৎপদার্থ আত্মা, তত ঈশ্বরাদভিন্নো জীবাত্মা পরমাকাশাদিব ঘটাকাশাদয় ইত্যর্থঃ। বিপ্রতিপত্তীরুপসংহরন্ বিপ্রতিপত্তিবীজমাহ।—"এবং বহব" ইতি যুক্তিযুক্ত্যাভাস-বাক্যাবাক্যাভাস-সমাশ্রয়াঃ সন্ত ইতি যোজনা। নন্ু সন্তু বিপ্রতি-

---

মন ভিন্ন অন্য কোন পৃথগাত্মা নাই। আবার যাহারা আত্মার একদেশমাত্র অবগত, তাহারা ইন্দ্রিয়সমূহ বা মনকেই আত্মা বলে। (২৩) আবার বৌদ্ধেরা বলে, ক্ষণ-বিনাশী বিজ্ঞান-প্রবাহই আত্মা; তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। (২৪) উঁহাদের অন্য এক সম্প্রদায় বলে, আত্মা কোন পদার্থই নহে, শূন্যতারই অন্য নাম আত্মা। (২৫) তার্কিকেরা বলে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, অথচ দেহাশ্রয়ী ও সংসারী জন্মমরণশীল। সেই সংসরণশীল আত্মা কর্ম্মনির্বাহের কর্ত্তা ও কর্ম্মফলের ভোক্তা। (২৬) অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তে আত্মা অকর্ত্তা, তিনি কিছু করেন না; প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে ছায়ারূপে অনুক্রান্ত হয়, তাই তিনি কেবল ভোক্তা, কর্ত্তা নহেন। (২৭) অন্যে বলেন, এই দেহাশ্রয়ী সংসারী আত্মা ছাড়া অন্য এক স্বতন্ত্র সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর আছেন। (২৮) এ সম্বন্ধে এ পক্ষের মত এই যে, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরাত্মাই ভোক্তাত্মার বা সংসারী আত্মার আত্মা অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপ। (২৯) [এবং⋯সন্তঃ] এইরূপ বহু লোককেই যুক্তি ও যুক্ত্যাভাস এবং বাক্য ও বাক্যাভাস (৩০) অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্ববিষয়ে বিপ্রতিপন্ন (ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বোধবিশিষ্ট বা বিপরীত

---

(২৩) ইহারাও ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত।

(২৪) পূর্ব্বে ইহারা যোগাচারী বৌদ্ধ নামে অভিহিত হইত।

(২৫) ইহারাও বৌদ্ধবিশেষ এবং এই সম্প্রদায়ের অন্য নাম মাধ্যমিক। মাধ্যমিক মতে শূন্যই আত্মা। 'শূন্যই আত্মা' এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, অহংবুদ্ধি আকস্মিক ও নিরাশ্রয়। অহং বা আমি এতদ্রূপ জ্ঞানের কোন অবলম্বন নাই। কাজেই তাহা অসৎ বা শূন্য, শূন্যই আত্মার স্বরূপ।

(২৬) এস্থলে তার্কিকশব্দে নৈয়ায়িক বুঝিতে হইবে না। প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণই এস্থলে তার্কিক শব্দের বাচ্য।

(২৭) ইহা সাংখ্যবাদীর মত।

(২৮) এইটাই ন্যায়-মত।

(২৯) এইটাই স্ব-মত অর্থাৎ বেদান্তবাদীর মত।

(৩০) যুক্ত্যাভাস অর্থাৎ যুক্তির মত বা মিথ্যাযুক্তি। বাক্যাভাস অর্থাৎ বাক্যের মত

যৎকিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যমানো নিঃশ্রেয়সাৎ প্রতিহন্যেতানর্থঞ্চেয়াৎ। তস্মাদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন বেদান্তবাক্যমীমাংসা তদবিরোধিতর্কোপকরণা নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনা প্রস্তূয়তে ॥ ১ ॥ ১ ॥ ॥ ১ ॥ [ইতি প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণম্ ॥ ১ ॥]

পত্তয়স্তন্নিমিত্তশ্চ সংশয়ঃ, তথাপি কিমর্থং ব্রহ্মমীমাংসারভ্যত ইত্যত আহ "তত্রাবিচার্য্য" ইতি। তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ, নাতত্ত্বজ্ঞানাদ্ভবিতুমর্হতি। অপি চ, অতত্ত্বজ্ঞানান্নাস্তিক্যে সত্যনর্থপ্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। সূত্রতাৎপর্য্যমুপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি। বেদান্তমীমাংসা তাবত্তক এব। তদবিরোধিনশ্চ যেঽন্যেঽপি তর্কা অধ্বরমীমাংসায়াং ন্যায়ে চ বেদপ্রত্যক্ষাদিপ্রামাণ্যপরিশোধনাদিযুক্তাঃ ত উপকরণং যস্যাঃ সা তথোক্তা। তস্মাৎ পরমনিঃশ্রেয়সসাধন-ব্রহ্মজ্ঞানপ্রয়োজনা ব্রহ্মমীমাংসা আরব্ধব্যেতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥

[ইতি প্রথমং জিজ্ঞাসাধিকরণম্।]

তদেবং প্রথমেন সূত্রেণ মীমাংসারম্ভমুপপাদ্য ব্রহ্মমীমাংসামারভতে—

বোধবিশিষ্ট) হইতে দেখা যায়। [তত্র...অনর্থঞ্চেয়াৎ] অতএব, বিচার ব্যতীত অসংস্কৃত ও অহন্তামাত্রপ্রভব আপাতজ্ঞানের দ্বারা আত্মার অযথার্থস্বরূপ নির্ণয় করিয়া রাখিলে নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) হইতে স্খলিত হইতে হয়, এবং অনর্থসংঘটনও হয়। (৩১) [তস্মাৎ...প্রস্তূয়তে] এই নিমিত্ত, মুক্তিফলক ব্রহ্মজ্ঞানের বা আত্মতত্ত্ববিজ্ঞানের বিচার উপলক্ষ্য করিয়া, অনুকূল ও অবিরোধী যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে বেদান্তবাক্যসমূহের মীমাংসা (বিচার) আরম্ভ করা যাইতেছে ॥ ১ ॥ ১ ॥ ১ ॥ [ইতি জিজ্ঞাসাধিকরণ]।

বা শব্দমাত্র। তর্কপরিশোধিত অর্থ বা তাৎপর্য্যার্থ দৃষ্ট না হইলেই বাক্য ও যুক্তি উভয়ই আভাস-পদবাচ্য হয়।

(৩১) অনর্থঘটনা অর্থাৎ নরকাদি-প্রাপ্তি অথবা অধোগতি। আচার্য্যের এই কথায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শাস্ত্রতাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্ব-বুদ্ধিমাত্র অবলম্বন দ্বারা আত্মতত্ত্ব নির্ণয় করিলে আত্মতত্ত্ব জানা ত হয়ই না, প্রত্যুত পদে পদে বিভ্রান্ত হইয়া অধঃপতিত হইতে হয়।

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুক্তম্, কিংলক্ষণকং পুনস্তদ্ব্রহ্মেত্যত আহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—। ১

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥ *

জন্ম উৎপত্তিরাদিরস্যেতি তদ্‌গুণসম্বিজ্ঞানবহুব্রীহিঃ। জন্মস্থিতিভঙ্গং সমাসার্থঃ। জন্মনশ্চাদিত্বং শ্রুতিনির্দ্দেশা-

---

এতস্য সূত্রস্য পাতনিকামাহ ভাষ্যকারঃ—"ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুক্তং, কিং-লক্ষণকং পুনস্তদ্‌ব্রহ্ম" ইতি। অত্র যদ্যপি ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানস্য প্রধানস্য প্রতিজ্ঞয়া তদঙ্গান্যপি প্রমাণাদীনি প্রতিজ্ঞাতানি, তথাপি স্বরূপস্য প্রাধান্যাৎ তদেবাক্ষিপ্য প্রথমং সমর্থ্যতে। তত্র যদ্‌যাবদনুভূয়তে, তৎ সর্ব্বং পরিমিতমবিশুদ্ধমবুদ্ধং বিধ্বংসি চ, ন তেনোপলব্ধেন তদ্বিরুদ্ধস্য নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং শকাং লক্ষয়িতুম। নহি জাতু কশ্চিৎ কৃতকত্বেন নিত্যং লক্ষয়তি। ন চ তদ্ধর্ম্মেণ নিত্যত্বাদিনা তল্লক্ষ্যতে, তস্যানুপলব্ধচরত্বাৎ। প্রসিদ্ধং হি লক্ষণং ভবতি, নাত্যন্তা-প্রসিদ্ধম্। এবঞ্চ ন শব্দোঽপ্যত্র ক্রমতে; অত্যন্তাপ্রসিদ্ধতয়া ব্রহ্মণোঽপদার্থ-স্যাবাক্যার্থত্বাৎ। তস্মাল্লক্ষণাভাবাৎ ন ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্যম্ ইত্যাক্ষেপাভিপ্রায়ঃ। তমিমমাক্ষেপং ভগবান্ সূত্রকারঃ পরিহরতি।—জন্মাদ্যস্য যত ইতি। ১

মা ভূদনুভূয়মানং জগত্তদ্ধর্ম্মতয়া তাদাত্ম্যেন বা ব্রহ্মণো লক্ষণং, তদুৎপত্ত্যা তু ভবিষ্যতি; দেশান্তরপ্রাপ্তিরিব সবিতুর্ব্রজ্যায়া ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। সূত্রাবয়বান্ বিভজতে—জন্ম উৎপত্তিরাদিরস্যেতি। লাঘবায় সূত্রকৃতা জন্মাদীতি নপুংসক-প্রয়োগঃ কৃতঃ, তদুপপাদনায় সমাহারমাহ—জন্মস্থিতিভঙ্গমিতি। "জন্মনশ্চ" ইত্যাদিঃ

[ব্রহ্ম···সূত্রকারঃ] পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, অগ্রে অধিকার লাভ করিবে, পরে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবে—ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিবে, অথবা বিচারজনিত নির্ম্মল জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিবে,—কিন্তু ব্রহ্ম কি, বা কিরূপ, তাহা বলা হয় নাই; কাজেই এক্ষণে তাহা বলা আবশ্যক বিবেচনায় ভগবান্ সূত্রকার (ব্যাসদেব) প্রথমতঃ ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। ১

[জন্ম···পেক্ষঞ্চ] "জন্ম" অর্থ উৎপত্তি, এবং "আদি" অর্থ প্রভৃতি। জন্ম শব্দের সহিত আদি শব্দের বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে; তদ্দারা উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়,—এই তিনই পাওয়া যাইতেছে। সূত্রকার শ্রুতির নির্দ্দেশ ও বস্তুসমূহের স্বভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে প্রথমে জন্ম-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। [শ্রুতি ·· দর্শনাৎ] শ্রুতিনির্দ্দেশ যথা,—'এই সকল ভূত অর্থাৎ জন্যপদার্থ যাহা

---

* যতঃ যৎসকাশাৎ অস্য জগতঃ জন্মাদি জন্মস্থিতিভঙ্গং ভবতি, তদ্ব্রহ্মেতি বাক্য-শেষঃ পূরণীয়ঃ। অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, সেই চিদ্বস্তুই ব্রহ্ম। ইহার বিস্তৃত ও বিশদ ব্যাখ্যা ভাষ্যানুবাদে দর্শন কর।

পেক্ষং বস্তুবৃত্তাপেক্ষঞ্চ। শ্রুতিনির্দ্দেশস্তাবৎ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইতি বাক্যে জন্মস্থিতিপ্রলয়ানাং ক্রমদর্শনাৎ। বস্তুবৃত্তমপি,—জন্মনা লব্ধসত্তাকস্য ধর্ম্মিণঃ স্থিতিপ্রলয়সম্ভবাৎ। অস্যেতি প্রত্যক্ষাদিসন্নিধাপিতস্য ধর্ম্মিণ ইদমা নির্দ্দেশঃ। ষষ্ঠী জন্মাদিধর্ম্মসম্বন্ধার্থা। যত ইতি কারণনির্দ্দেশঃ। অস্য জগতো নাম-রূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যা-নেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়া-

কারণনির্দ্দেশ ইত্যন্তঃ সন্দর্ভো নিগদব্যাখ্যাতঃ। স্যাদেতৎ। প্রধানকালগ্রহ-লোকপালক্রিয়াযদৃচ্ছাস্বভাবাভাবেষূপপ্লবমানেষু সৎসু সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিস্বভাবং ব্রহ্ম জগজ্জন্মাদিকারণমিতি কুতঃ সম্ভাবনা? ইত্যত আহ—'অস্য জগতঃ' ইতি। অত্র নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য ইতি চেতনভাবকর্ত্তৃকত্বসম্ভাবনয়া প্রধানাদ্যচেতন-কর্ত্তৃকত্বং নিরুপাখ্যকর্ত্তৃকত্বঞ্চ ব্যাসেধতি। যৎ খলু নাম্না রূপেণ চ ব্যাক্রিয়তে, তচ্চেতনকর্ত্তৃকং দৃষ্টং, যথা ঘটাদি। বিবাদাধ্যাসিতঞ্চ জগৎ নামরূপব্যাকৃতম্; তস্মাচ্চেতনকর্ত্তৃকং সম্ভাব্যতে। চেতনো হি বুদ্ধাবালিখ্য নামরূপে, ঘট ইতি নাম্না, রূপেণ চ কম্বুগ্রীবাদিনা, বাহ্যং ঘটং নিষ্পাদয়তি। অত এব ঘটস্য নির্ব্বর্ত্ত্যস্যাপি অন্তঃসঙ্কল্পাত্মনা সিদ্ধস্য কর্ম্মকারকভাবঃ—ঘটং করোতীতি। যথাহুঃ—"বুদ্ধিসিদ্ধং তু ন তদসৎ" ইতি। তথা চ অচেতনো বুদ্ধাবনালিখিতং করোতীতি ন শক্যং সম্ভাবয়িতুমিতি ভাবঃ।

স্যাদেতৎ। চেতনা গ্রহা লোকপালা বা নামরূপে বুদ্ধাবালিখ্য জগজ্জনয়িষ্যন্তি, কৃতমুক্তস্বভাবেন ব্রহ্মণা ইত্যত আহ—"অনেককর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য" ইতি। কেচিৎ কর্ত্তারো ভবন্তি—যথা সূদর্ত্বিগাদয়ঃ, ন ভোক্তারঃ। কেচিত্তু ভোক্তারঃ—যথা শ্রাদ্ধবৈশ্বানরীয়েষ্ট্যাদিষু পিতাপুত্রাদয়ঃ, ন কর্ত্তারঃ। তস্মাদুভয়গ্রহণম্। "দেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলানি" ইতীতরেতরদ্বন্দ্বঃ। দেশাদীনি চ তানি প্রতি-

হইতে জন্মে।" এই শ্রুতিতে অগ্রে জন্ম, পরে স্থিতি, তৎপরে তাহাদের লয়, এইরূপ ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। [বস্তু…সম্ভবাৎ] এবং জন্য বস্তু সকলের স্বভাবও ঐরূপ; প্রথমে জন্মে, পরে অস্তিতা প্রাপ্ত হয়, তৎপরে স্থিতি লাভ করে, এবং পরিশেষে বিলয় (নাশ) প্রাপ্ত হয়। [অস্য··শেষঃ] "অস্য" এই 'ইদং' শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি-গৃহীত জগৎ, ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা ইহার সহিত জন্মাদি-ধর্ম্মের সম্বন্ধ, এবং "যতঃ" শব্দের দ্বারা ইহার মূল কারণ গৃহীত হইয়াছে। সমুদায় কথা মিলিত করিলে এইরূপ অর্থ দাঁড়ায় যে, বিবিধ নামে ও বিবিধ রূপে বা আকারে অভিব্যক্ত বা প্রকাশমান এই জগৎ—যাহা অসংখ্যকর্ত্তৃভোক্তৃসংযুক্ত—নিয়মিত দেশ কাল নিমিত্ত ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলের আশ্রয়—যাহার রচনা-

ফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি, তদ্‌ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ। অন্যেষামপি ভাববিকারাণাং ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব ইতি

নিয়তানি চেতি বিগ্রহঃ; তদাশ্রয়ো জগৎ, তস্য। কেচিৎ খলু প্রতিনিয়তদেশোৎপাদাঃ, যথা কৃষ্ণমৃগাদয়ঃ। কেচিৎ প্রতিনিয়তকালোৎপাদাঃ, যথা কোকিলরবাদয়ঃ। কেচিৎ প্রতিনিয়তনিমিত্তাঃ, যথা নবাম্বুদধ্বানাদিনিমিত্তা বলাকাগর্ভাদয়ঃ। কেচিৎ প্রতিনিয়তক্রিয়াঃ, যথা ব্রাহ্মণানাং যাজনাদয়ঃ, নেতরেষাম্। এবং প্রতিনিয়তফলাঃ, যথা কেচিৎ সুখিনঃ কেচিদ্দুঃখিনঃ, এবং যএব সুখিনস্ত এব কদাচিদ্দুঃখিনঃ। সর্ব্বমেতদাকস্মিকাপরনাম্নি যাদৃচ্ছিকত্বে চ স্বাভাবিকত্বে চ অসর্ব্বজ্ঞাসর্ব্বশক্তিকর্ত্তৃকত্বে চ ন ঘটতে; পরিমিতজ্ঞানশক্তিভির্গ্রহলোকপালাদিভির্জ্ঞাতুং কর্ত্তুঞ্চাশক্যত্বাৎ। তদিদমুক্তং "মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপস্য" ইতি। একস্যা অপি হি শরীররচনায়া রূপং মনসা ন শক্যং চিন্তয়িতুং কদাচিৎ, প্রাগেব জগদ্রচনায়াঃ, কিমঙ্গ পুনঃ কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। সূত্রবাক্যং পূরয়তি —তদ্‌ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ। স্যাদেতৎ। কস্মাৎ পুনর্জ্জন্মস্থিতিভঙ্গমাত্রমিহ আদিগ্রহণেন গৃহ্যতে, ন তু বৃদ্ধিপরিণামাপক্ষয়া অপি, ইত্যত আহ—"অন্যেষামপি ভাববিকারাণাং" বৃদ্ধ্যাদীনাং ত্রিষ্বেবান্তর্ভাব ইতি। বৃদ্ধিস্তাবদবয়বোপচয়ঃ, তেনাল্পাবয়বাদবয়বিনঃ দ্বিতন্তুকাদেরন্য এব মহান্ পটো জায়তে—ইতি জন্মৈব বৃদ্ধিঃ। পরিণামোঽপি ত্রিবিধঃ ধর্ম্মলক্ষণাবস্থালক্ষণ উৎপত্তিরেব। ধর্ম্মিণো হি হাটকাদের্দ্ধর্ম্মলক্ষণঃ পরিণামঃ কটকমুকুটাদিস্তস্যোৎপত্তিঃ। এবং কটকাদেরপি প্রত্যুৎপন্নত্বাদিলক্ষণঃ পরিণাম উৎপত্তিঃ। এবমবস্থাপরিণামঃ নবপুরাণত্বাদ্যুৎপত্তিঃ। অপক্ষয়স্তু অবয়বহ্রাসো নাশ এব। তস্মাজ্জন্মাদিষু যথাস্বমন্তর্ভাবাৎ বৃদ্ধ্যাদয়ঃ পৃথঙ্নোক্তা ইত্যর্থঃ। অথৈতে বৃদ্ধ্যাদয়ো ন জন্মাদিষ্বন্তর্ভবন্তি, তথাপি উৎপত্তিস্থিতিভঙ্গমেবোপাদাতব্যম্। তথা সতি হি তৎপ্রতিপাদকে 'যতো বা ইমানি ভূতানি' ইতি বেদবাক্যে বুদ্ধিস্থীকৃতে জগন্মূলকারণং ব্রহ্ম লক্ষিতং ভবতি। অন্যথা তু 'জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে' ইত্যাদীনাং গ্রহণে তৎপ্রতিপাদকং নৈরুক্তবাক্যং বুদ্ধৌ ভবেৎ; তচ্চ ন মূলকারণপ্রতিপাদনপরম্। মহাসর্গাদূর্দ্ধং স্থিতিকালেঽপি তদ্বাক্যোদিতানাং জন্মাদীনাং ভাববিকারাণামুপপত্তেঃ ইতি

প্রণালী নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য—চিন্তারও অগোচর, ঈদৃশ অচিন্ত্যরচনাত্মক জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়, যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি কারণ পদার্থ হইতে হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি কারণই ব্রহ্ম। [অন্যে…গৃহ্যন্তে] যাস্ক মুনির গ্রন্থে আরও তিন প্রকার ভাব-বিকারের অর্থাৎ হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিপরিণামের উল্লেখ আছে বটে; পরন্তু তাহা ঐ তিনেরই (উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয়েরই) অন্তর্গত। সেই কারণে এখানে উৎপত্তি স্থিতি ও লয়, এই তিনটী প্রধান বিকারের উল্লেখ করা হইল, অন্য

জন্মস্থিতিনাশানামিহ গ্রহণম্। যাস্কপরিপঠিতানাস্তু "জায়তে-ঽস্তি" ইত্যাদীনাং গ্রহণে তেষাং জগতঃ স্থিতিকালে সম্ভাব্য-মানত্বান্মূলকারণাদুৎপত্তি-স্থিতি-নাশা জগতো ন গৃহীতাঃ স্যুঃ, ইত্যাশঙ্ক্যেত, তম্মাশঙ্কিষ্টৈতি--যোৎপত্তির্ব্রহ্মণঃ কারণাৎ তত্রৈব স্থিতিঃ প্রলয়শ্চ, ত এব গৃহ্যন্তে। ন যথোক্তবিশেষণস্য জগতো যথোক্তবিশেষণমীশ্বরং মুক্ত্বা অন্যতঃ প্রধানাদচেতনাদ্ অণুভ্যো বা, অভাবাদ্বা, সংসারিণো বা, উৎপত্ত্যাদি সম্ভাবয়িতুং শক্যম্;

শঙ্কানিরাকরণার্থং বেদোক্তোৎপত্তিস্থিতিভঙ্গগ্রহণমিত্যাহ—"যাস্কপরিপঠিতানাস্তু" ইতি। নম্বেবমপি উৎপত্তিমাত্রং সূচ্যতাং, তন্নান্তরীয়কতয়া তু স্থিতিভঙ্গং গম্যত ইত্যত আহ—"যা উৎপত্তির্ব্রহ্মণঃ" কারণাৎ ইতি। ত্রিভিরস্যোপাদানত্বং সূচ্যতে; উৎপত্তিমাত্রস্তু নিমিত্তকারণসাধারণমিতি নোপাদানং সূচয়েৎ। তদিদমুক্তং "তত্রৈব" ইতি। পূর্ব্বোক্তানাং কার্য্যকারণবিশেষাণাং প্রয়োজনমাহ—"ন যথোক্ত" ইতি। ২

তদনেন প্রবন্ধেন প্রতিজ্ঞাবিষয়স্য ব্রহ্মস্বরূপস্য লক্ষণদ্বারেণ সম্ভাবনোক্তা। তত্র প্রমাণং বক্তব্যম্। যথাহুর্নৈয়ায়িকাঃ—

'সম্ভাবিতঃ প্রতিজ্ঞায়াং পক্ষঃ সাধ্যেন হেতুনা।
ন তস্য হেতুভিস্ত্রাণমুৎপতন্নেব যো হতঃ॥"

গুলির উল্লেখ হইল না। এস্থলে যাস্কোক্ত ছয় প্রকার ভাববিকারের (১) উল্লেখ না করিবার হেতু এই যে, জগতের এই স্থিতিকালেই ঐ সকল বিকার সম্ভাবিত হয়; সুতরাং ঐ সকলের দ্বারা, মূলকারণ ব্রহ্ম হইতেই যে, এ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, এ অর্থ গৃহীত বা বোধগম্য হয় না ও হইতে পারে না, সেই আশঙ্কানিবারণের জন্য, স্পষ্টতার জন্য, হ্রাস বৃদ্ধি ও অপক্ষয়,—এই বিকারত্রয় পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ উল্লেখ না করিয়া, কেবল উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় এই তিনটী মাত্র প্রধান বিকারের গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, সেই ব্রহ্মেই ইহার স্থিতি ও প্রলয় নির্ব্বাহ হইতেছে।

[ন…শক্যম্] ঐরূপ ঈশ্বর ব্যতীত অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ব্যতীত শূন্য বা অভাব হইতে, জড়স্বভাব প্রকৃতি বা পরমাণু হইতে, কিংবা অন্য কোন জন্মমরণবান্ সংসারী জীব হইতে এরূপ বৈচিত্র্যময়

---

(১) যাস্ক। ইনি একজন বেদব্যাখ্যাতা ঋষি। ইঁহার গ্রন্থের নাম নিরুক্ত ও নিঘণ্টু। ইনি সমস্ত ভাবপদার্থের অর্থাৎ জন্মশীল বস্তু মাত্রের ছয় প্রকার বিকার স্থির করিয়াছেন,—"অস্তি (১) জায়তে (২) বর্দ্ধতে (৩) বিপরিণমতে (৪) অপক্ষীয়তে (৫) নশ্যতি (৬)।"

ন চ স্বভাবতঃ; বিশিষ্টদেশকালাদিনিমিত্তোপাদানাৎ। এতদেবানুমানং সংসারিব্যতিরিক্তেশ্বরাস্তিত্বাদিসাধনমীশ্বরকারণিনো মন্যন্তে। নম্বিহাপি তদেবোপন্যস্তং জন্মাদিসূত্রে; ন, বেদান্তবাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ সূত্রাণাম্। বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরুদাহৃত্য বিচার্য্যন্তে। বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননির্ব্বৃত্তা হি ব্রহ্মাবগতিঃ,—নানুমানাদিপ্রমাণান্তরনির্ব্বৃত্তা। সৎসু তু বেদান্ত-

---

"যথা বন্ধ্যাজননী", ইত্যাদিঃ ইতি। ইত্থং নাম জন্মাদিসম্ভাবনাহেতুঃ, যদন্যে বৈশেষিকাদয় ইত এবানুমানাদীশ্বরবিনিশ্চয়মিচ্ছন্তীতি সম্ভাবনাহেতুতাং দ্রঢ়য়িতুমাহ—"এতদেব" ইতি। চোদয়তি।—"নম্বিহাপি" ইতি। এতাবতৈবাধিকরণার্থে সমাপ্তে বক্ষ্যমাণাধিকরণার্থং বদন্ সুহৃদ্ভাবেন পরিহরতি—'ন' ইতি। বেদান্তবাক্যকুসুমগ্রথনার্থতামেব দর্শয়তি।—'বেদান্ত' ইতি। বিচারস্যাধ্যবসানং সবাসনাবিদ্যাদ্বয়োচ্ছেদঃ। ততো হি ব্রহ্মাবগতের্নির্বৃত্তিরাবির্ভাবঃ। তৎ কিং ব্রহ্মণি শব্দাদৃতে ন মানান্তরমনুসরণীয়ম্; তথা চ কুতো মননং কুতশ্চ তদনুভবঃ সাক্ষাৎকারঃ? ইত্যত আহ—"সৎসু তু বেদান্তবাক্যেষু" ইতি। অনুমানং

জগতের যথানিয়মে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হওয়া কোনরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে না। [ন ··পাদানাৎ] কার্য্যোৎপত্তির প্রতি বিশিষ্ট দেশ, কাল ও নিমিত্তের আবশ্যকতা বিশেষভাবে নিয়মিত থাকায় অচেতন স্বভাব দ্বারাও সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্ভাবিত হইতে পারে না।

[এতদেব···মন্যন্তে] জন্মাদি-সূত্রের জীবনস্বরূপ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি দেখিয়া, যাঁহারা জগতের জন্মাদি কার্য্যে ঈশ্বরের নিমিত্ততা মাত্র স্বীকার করেন, সেই নৈয়ায়িকগণ মনে করেন যে, ঐ শ্রুতির অর্থ ঈশ্বরাস্তিত্বসাধক অনুমানমাত্র, অর্থাৎ ঐরূপ অনুমানের দ্বারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। (তাঁহারা আরও মনে করেন, যে অনুমানের দ্বারা জীবের ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রতীতি হয়, শ্রুতি স্বীয় ভাষায় সেই অনুমানেরই অনুবাদমাত্র করিয়াছেন)। [নমু···ত্যুপেতত্বাৎ] বলিতে পার যে, ভগবান্ সূত্রকার (ব্যাস) এই জন্মাদিসূত্রে সেই অনুমান—ঈশ্বরাস্তিত্বসাধক অনুমানই বিন্যস্ত করিয়াছেন। না, তাহা নহে। কেন-না, বেদান্তবাক্যরূপ কুসুমরাশি গ্রথিত করাই এসকল সূত্রের উদ্দেশ্য; অনুমান বা যুক্তি প্রদর্শন করা নহে। নানাস্থানস্থিত বেদান্তবাক্য সকল আনয়ন বা আহরণপূর্ব্বক এই সকল সূত্রে বিচারিত বা মীমাংসিত হইয়াছে। অপিচ, বেদান্তবাক্যের বিচার-জনিত প্রজ্ঞাবিশেষের দ্বারাই ব্রহ্মাবগতি অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অনুমান অথবা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা নহে। ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, এরূপ

বাক্যেষু জগতো জন্মাদিকারণবাদিষু তদর্থগ্রহণদার্ঢ্যায় অনুমানমপি বেদান্তবাক্যাবিরোধি প্রমাণং ভবৎ ন নিবার্য্যতে; শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্যাপ্যভ্যুপেতত্বাৎ। তথাহি,—"শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইতি শ্রুতিঃ "পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেত, এবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ", ইতি চ পুরুষবুদ্ধিসাহায্যমাত্মনো দর্শয়তি। ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামিব শ্রুত্যাদয় এব প্রমাণং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াং, কিন্তু শ্রুত্যাদয়ঃ অনুভবাদয়শ্চ যথাসম্ভবমিহ প্রমাণম্, অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য। ৩

বেদান্তাবিরোধি তদুপজীবি চেত্যপি দ্রষ্টব্যম্। শব্দাবিরোধিন্যা তদুপজীবিন্যা চ যুক্ত্যা বিবেচনং মননম্। যুক্তিশ্চার্থাপত্তিরনুমানং বা। স্যাদেতৎ। যথা ধর্ম্মে ন পুরুষবুদ্ধিসাহায্যং, এবং ব্রহ্মণ্যপি কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ—"ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামিব" ইতি। "শ্রুত্যাদয়ঃ" ইতি—শ্রুতীতিহাসপুরাণস্মৃতয়ঃ প্রমাণম্। অনুভবোঽন্তঃকরণবৃত্তিভেদঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ, তস্যাবিদ্যানিবৃত্তিদ্বারেণ ব্রহ্মস্বরূপাবির্ভাবঃ প্রমাণফলম্। তচ্চ ফলমিব ফলমিতি গময়িতব্যম্। যদ্যপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামপি সামগ্র্যাং প্রত্যক্ষাদীনাং ব্যাপারঃ, তথাপি সাক্ষান্নাস্তি; ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াস্তু সাক্ষাদনুভবাদীনাং সম্ভবঃ; অনুভবার্থা চ ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাহ—"অনুভবাবসানত্বাৎ"। ব্রহ্মানুভবো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ পরমপুরুষার্থঃ, নির্মৃষ্টনিখিলদুঃখ-পরমানন্দরূপত্বাদিতি। ননু ভবতু ব্রহ্মানুভবার্থা জিজ্ঞাসা, তদনুভব এব ত্বশক্যঃ; ব্রহ্মণস্তদ্বিষয়ত্বাযোগ্যত্বাদিত্যত আহ—"ভূতবস্তুবিষয়ত্বাচ্চ ব্রহ্মবিজ্ঞানস্য"। ব্যতিরেকসাক্ষাৎকারস্য বিকল্পরূপো বিষয়বিষয়িভাবঃ।

অর্থবোধক বেদান্তবাক্য যথেষ্ট আছে; যদি উক্ত বাক্যার্থের পরিপোষক বা দৃঢ়তাকারক অবিরোধী অনুমান থাকে ত থাকুক, তাহা আমরা নিবারণ করি না। (এ সম্বন্ধে আমরা অনুমানের প্রাধান্য স্বীকার করি না বটে); কিন্তু আমরা অনুমানকেও—যুক্তিকেও শ্রুতির সহায় বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাকি। তর্ক, যুক্তি বা অনুমান, এ সকল শ্রুতির সাহায্যকারী মাত্র, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে। (কেন? তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে)। [তথাহি ·· দর্শয়তি] শ্রুতিও এই কথাই বলিয়াছেন। যথা—"শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে।" "যেমন কোন বিচারকুশল মেধাবী লোক বুদ্ধির সাহায্যে গান্ধারদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে, তদ্রূপ আচার্য্যবান্ পুরুষই তদুপদেশমতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারেন।" ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে পুরুষবুদ্ধির সহায়তা স্বীকৃত হইয়াছে। (পুরুষবুদ্ধি-প্রভাব অনুমান বা তর্ক ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের সহায়তা করে মাত্র; কিন্তু সাক্ষাৎ অনুভূতি জন্মায় না)।

কর্ত্তব্যে হি বিষয়ে নানুভবাপেক্ষাস্তীতি শ্রুত্যাদীনামেব প্রামাণ্যং স্যাৎ; পুরুষাধীনাত্মলাভত্বাচ্চ কর্ত্তব্যস্য,—কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং লৌকিকং বৈদিকঞ্চ কর্ম্ম। যথা অশ্বেন গচ্ছতি, পদ্ভ্যামন্যথা বা, ন বা গচ্ছতীতি তথা "অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি,

নন্বেবং ধর্ম্মজ্ঞানমনুভবাবসানম্, তদনুভবস্য স্বয়মপুরুষার্থত্বাৎ, তদনুষ্ঠানসাধ্যত্বাৎ পুরুষার্থস্য, অনুষ্ঠানস্য চ বিনাপ্যনুভবং শাব্দজ্ঞানমাত্রাদেব সিদ্ধেরিত্যাহ—"কর্ত্তব্যে হি" ইত্যাদিনা। ন চায়ং সাক্ষাৎকারবিষয়তাযোগ্যোঽপি, অবর্ত্তমানত্বাৎ অবর্ত্তমানশ্চানবস্থিতত্বাদিত্যাহ।—"পুরুষাধীনা" ইতি। পুরুষাধীনত্বমেব লৌকিকবৈদিককার্য্যাণামাহ।—"কর্ত্তুমকর্ত্তুম্" ইতি। লৌকিকং কার্য্যমনবস্থিতমুদাহরতি।—"যথা অশ্বেন" ইতি। লৌকিকেনোদাহরণেন সহ বৈদিকমুদাহরণং সমুচ্চিনোতি। "তথা অতিরাত্রে" ইতি। কর্ত্তুমকর্ত্তুমিত্যস্যেদমুদাহরণমুক্তম্।

[ন⋯গচ্ছতীতি] মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত শ্রুত্যাদি অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, (২) এগুলি যেমন ধর্ম্মজিজ্ঞাসাবিষয়ে নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ; ব্রহ্মজিজ্ঞাসাবিষয়ে ঐগুলি সেরূপ প্রমাণ নহে। ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ে ঐগুলি এবং অনুভব প্রভৃতিও যথাসম্ভব (যাহা সেখানে খাটে বা সম্ভব হয়) প্রমাণের কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার হেতু এই যে, ব্রহ্মবিজ্ঞানের অবসান বা চরমফল হইতেছে অনুভব অর্থাৎ বোধগম্য হওয়া, এবং তাহার বিষয়ও সিদ্ধ অর্থাৎ চিরনিত্য পদার্থ। ৩

আর যাহা কর্ত্তব্য—ক্রিয়ানিষ্পাদ্য, তাহাতে অনুভবের অপেক্ষা করে না। (ধর্ম্মও করিতে হয়—জন্মাইতে হয়; সুতরাং উহা অনুভব-সাপেক্ষ নহে)। এই কারণেই তাদৃশ বিষয়ে অর্থাৎ ক্রিয়ানিষ্পাদ্য ধর্ম্মাদি বিষয়ে কেবল পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রুতি প্রভৃতিরই প্রামাণ্য আছে; অনুভবের প্রামাণ্য নাই। (৩) আরও দেখ, যাহা কর্ত্তব্য—মানুষ যাহা ক্রিয়ার দ্বারা জন্মায়, তাহার আত্মলাভ বা স্বরূপোৎপত্তি সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তার অধীন—কর্ত্তা ইচ্ছা করিলে, তাহা করিতে পারে, বা না করিতে পারে, অথবা অন্য প্রকারেও করিতে পারে। লৌকিক ও বৈদিক যে কিছু কর্ম্ম—যে কিছু কর্ত্তব্য আছে, সমস্তই ঐ নিয়মের অধীন। মনে কর, গমন একটী কার্য্য, গ্রামপ্রাপ্তি তাহার উৎপাদ্য বা ফল।

(২) এগুলি পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রীয় তর্কবিশেষ। মীমাংসকেরা বেদশাস্ত্রকেই বিচারার্থ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, এবং বেদ-শব্দের তাৎপর্য্য অবধারণের জন্য ঐ সকল বিষয় বিচারাঙ্গরূপে স্বীকৃত হয়। এই গ্রন্থের অন্যস্থানে এ সকল বিষয় উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিব।

(৩) অভিপ্রায় এই যে, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষযোগ্য নহে; এ কারণ ধর্ম্মবিষয়ে শাস্ত্র বাক্য ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের প্রামাণ্য নাই। ব্রহ্ম অনুভবযোগ্য; সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতি, যুক্তি, বাক্য, অনুভব, সমস্তই প্রমাণরূপে গ্রাহ্য।

নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি", "উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতি" ইতি। বিধিপ্রতিষেধাশ্চাত্রার্থবন্তঃ স্যুঃ,—বিকল্পোৎসর্গাপবাদাশ্চ। ন তু বস্তু এবং নৈবম্ অস্তি নাস্তীতি বা বিকল্প্যতে। বিকল্পনাস্তু পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষাঃ; ন বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানং পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষম্;

কর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুমিত্যস্যোদাহরণমাহ।—"উদিতে" ইতি। স্যাদেতৎ। পুরুষস্বাতন্ত্র্যাৎ কর্ত্তব্যে বিধিপ্রতিষেধানামানর্থক্যং অতদধীনত্বাৎ পুরুষপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরিত্যত আহ।—"বিধিপ্রতিষেধাশ্চাত্রার্থবন্তঃ স্যুঃ"। গৃহ্লাতীতি বিধিঃ, ন গৃহ্লাতীতি প্রতিষেধঃ। উদিতানুদিতহোমযোর্ব্বিধী। এবং নারাস্থিস্পর্শননিষেধঃ, ব্রহ্মঘ্নশ্চ তদ্ধারণবিধিরিত্যেবঞ্জাতীয়কা বিধিপ্রতিষেধা অর্থবন্তঃ। কুত ইত্যত আহ।—"বিকল্পোৎসর্গাপবাদাশ্চ"। চো হেতৌ। যস্মাদ্‌গ্রহণাগ্রহণয়োরুদিতানুদিতহোময়োশ্চ বিরোধাৎ সমুচ্চয়াসম্ভবে তুল্যবলতয়া চ বাধ্যবাধকভাবাভাবে সত্যগত্যা বিকল্পঃ। নারাস্থিস্পর্শননিষেধতদ্ধারণয়োশ্চ বিরুদ্ধয়োরতুল্যবলতয়া ন বিকল্পঃ। কিন্তু সামান্যশাস্ত্রস্য স্পর্শননিষেধস্য ধারণবিধিবিষয়েণ বিশেষশাস্ত্রেণ বাধঃ। এতদুক্তং ভবতি।—বিধিপ্রতিষেধৈরেব স তাদৃশো বিষয়োঽনাগতোৎপাদ্যরূপ উপনীতঃ, যেন পুরুষস্য বিধিনিষেধাধীনপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোরপি স্বাতন্ত্র্যং ভবতীতি। ভূতে বস্তুনি তু নেয়মস্তি বিধেত্যাহ।—"ন তু বস্ত্বেবং নৈবম্" ইতি। তদনেন প্রকারবিকল্পো নিরস্তঃ। প্রকারিবিকল্পং নিষেধতি—"অস্তি নাস্তি"

মনুষ্য ইচ্ছা করিলে, তাহা অশ্বের দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারে, পদের দ্বারা পারে, অন্য উপায়েও করিতে পারে এবং না করিতেও পারে। [তথা···জুহোতীতি] বৈদিক কর্ম্মও ঐরূপ। যেমন, অতিরাত্রনামক যজ্ঞে ষোড়শী (৪) গ্রহণ করিবার বিধান আছে; কিন্তু তাহা যাজ্ঞিকের ঐচ্ছিক, অর্থাৎ যাজ্ঞিক তাহা লইতেও পারেন, না লইতেও পারেন। হোম একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু হোমকর্ত্তা তাহা উদয়কালেও করিলে করিতে পারেন, অনুদয়কালেও পারেন। [বিধি··· বাদাশ্চ] অধিক কি, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহ সম্পূর্ণরূপে পুরুষপ্রবৃত্তির অধীন; সুতরং তদ্বিষয়ে বিধি, নিষেধ, বিকল্প, উৎসর্গ (সাধারণ বিধি) ও অপবাদ (বিশেষবিধি), সমস্তই সার্থক হয়। [ন তু···তৎ] কিন্তু যাহা বস্তু—স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ, তাহা ঐরূপ অর্থাৎ পুরুষপ্রবৃত্তির অধীন হয় না। তাহা কখনও পুরুষবুদ্ধির সাহায্যে "ইহা এইরূপ, এইরূপ নহে", "উহা আছে" এবং "উহা নাই" ইত্যাদিপ্রকারে বিকল্পিত (ভিন্নরূপে কল্পিত) হইতে পারে না। কখন কখন লোকদিগকে অজ্ঞানপ্রযুক্ত বস্তুবিষয়েও বিকল্পিত ও সংশয়িত হইতে দেখা যায় বটে; কিন্তু (সে সব স্থলে সেই অজ্ঞ পুরুষই অপরাধী; বস্তু নহে।

---

(৪) ষোড়শী—একপ্রকার যজ্ঞপাত্র।

কিং তর্হি? বস্তুতন্ত্রমেব তৎ। ন হি স্থাণাবেকস্মিন্ স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বা অন্যো বেতি তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তত্র পুরুষো বা অন্যো বেতি মিথ্যাজ্ঞানং, স্থাণুরেবেতি তত্ত্বজ্ঞানং; বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। এবং ভূতবস্তুবিষয়াণাং প্রামাণ্যং বস্তুতন্ত্রম্। তত্রৈবং সতি ব্রহ্মবিজ্ঞানমপি বস্তুতন্ত্রমেব, ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ। ৪

নন্বু ভূতবস্তুবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরবিষয়ত্বমেব—ইতি

ইতি। স্যাদেতৎ। ভূতেঽপি বস্তুনি বিকল্পো দৃষ্টঃ, যথা স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বেতি, তৎ কথং ন বস্তু বিকল্প্যত ইত্যত আহ—"বিকল্পনাস্তু" ইতি। পুরুষবুদ্ধিঃ অন্তঃকরণং, তদপেক্ষা বিকল্পনাঃ সংশয়বিপর্য্যাসাঃ, সবাসনমনোমাত্রযোনয়ো বা, যথা স্বপ্নে সবাসনেন্দ্রিয়মনোযোনয়ো বা, যথা বা জাগরে স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বেতি স্থাণৌ সংশয়ঃ, পুরুষ এবেতি বা বিপর্য্যাসঃ, অন্যশব্দেন বস্তুতঃ স্থাণোরন্যস্য পুরুষস্যাভিধানাৎ, ন তু পুরুষতত্ত্বং বা স্থাণুতত্ত্বং বা অপেক্ষন্তে; সমানধর্ম্মধর্ম্মিদর্শন-মাত্রাধীনজন্মত্বাৎ। তস্মাদযথাবস্তবো বিকল্পনা ন বস্তু বিকল্পয়ন্তি বা, অন্যথয়ন্তি বেত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানন্তু ন বুদ্ধিতন্ত্রং কিন্তু বস্তুতন্ত্রম্। অতস্ততো বস্তুবিনিশ্চয়ো যুক্তঃ, ন তু বিকল্পনাভ্য ইত্যাহ।—"ন বস্তুযাথাত্ম্য" ইতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ ভূতবস্তুবিয়াণাং জ্ঞানানাং প্রামাণ্যস্য বস্তুতন্ত্রতাং প্রসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য বস্তুতন্ত্রতা-মাহ—"তত্রৈবং সতি" ইতি॥ ৪

অত্র চোদয়তি।—নন্বু ভূতেতি। যৎ কিল ভূতার্থং বাক্যং, তৎ প্রমাণান্তর-

---

বুদ্ধির অপরাধে সংশয় বা বিকল্প জন্মে; কিন্তু বস্তু যেমন তেমনই থাকে।) যাহা বস্তুবিষয়ক যথার্থজ্ঞান বা ঠিক জ্ঞান, তাহা কদাপি পুরুষবুদ্ধির আয়ত্ত বা অধীন নহে; তাহা সেই বস্তুরই অধীন। [ন হি…তন্ত্রত্বাৎ] একই স্থাণুতে (৫) "ইহা স্থাণু না মানুষ?" এরূপ সংশয়-জ্ঞান, অথবা "ইহা স্থাণুও নহে, মানুষও নহে, অন্য কিছু" এরূপ বিপর্য্যয়-জ্ঞান হইলে তাহা তত্ত্বজ্ঞান হইবে না। স্থাণুতে যে স্থাণু-জ্ঞান, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান; আর মানুষ বা অন্য কিছু বলিয়া যে জ্ঞান, তাহা মিথ্যা জ্ঞান (ভ্রান্তিমাত্র)। কারণ এই যে, তত্ত্বজ্ঞান মাত্রই বস্তুতন্ত্র বা বস্তুর অধীন; যে বস্তু যদ্রূপ, সে বস্তুতে তদ্রূপ জ্ঞান হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। [এবং…তন্ত্রম্] তত্ত্ব-জ্ঞান (যথার্থজ্ঞান) যেমন বস্তুতন্ত্র বা বস্তুর অধীন, সিদ্ধবস্তুবিষয়ক প্রমাণের প্রামাণ্যও তেমনই সিদ্ধবস্তুর অধীন। [তত্র…বিষয়ত্বাৎ] যদি তাহাই হয়, তবে ইহাও হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মবস্তুরই অধীন; প্রমাণের অধীন নহে। তাহার হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্ম, তাহা সিদ্ধ অর্থাৎ চিরনিত্য। ৪

[নন্বু…নিশ্চেতুম্] বলিতে পার, ব্রহ্ম যদি সিদ্ধ বস্তুই হন—নিষ্পাদ্য বস্তু না

---

(৫) স্থাণু—শাখাবিহীন বৃক্ষ; গুঁড়ি বা মুড়ো গাছ।

বেদান্তবাক্যবিচারণা অনর্থিকৈব প্রাপ্তা? ন; ইন্দ্রিয়াবিষয়ত্বেন সম্বন্ধাগ্রহণাৎ। স্বভাবতো বহির্বিষয়বিষয়াণীন্দ্রিয়াণি, ন ব্রহ্ম-বিষয়াণি। সতি হি ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ ইদং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং কার্য্যমিতি গৃহ্যেত। কার্য্যমাত্রমেব তু গৃহ্যমাণং কিং ব্রহ্মণা সম্বদ্ধং, কিমন্যেন কেনচিদ্বা সম্বদ্ধমিতি ন শক্যং নিশ্চেতুম্। তস্মাজ্জন্মাদিসূত্রং নানুমানোপন্যাসার্থম্; কিন্তর্হি? বেদান্ত-বাক্যপ্রদর্শনার্থম্। ৫

গোচরার্থতয়া অনুবাদকং দৃষ্টম্। যথা নদ্যাস্তীরে ফলানি সন্তীতি, তথা চ বেদান্তাঃ; তস্মাদভূতার্থতয়া প্রমাণান্তরদৃষ্টমেবার্থমনুবদেয়ুঃ। উক্তঞ্চ 'ব্রহ্মণি জগজ্জন্মাদিহেতুকমনুমানং প্রমাণান্তরম্। এবঞ্চ মৌলিকং তদেব পরীক্ষণীয়ম্, ন তু বেদান্তবাক্যানি তদধীনসত্যত্বানীতি কথং বেদান্তবাক্যগ্রথনার্থতা সূত্রাণা-মিত্যর্থঃ। পরিহরতি—"ন ইন্দ্রিয়াবিষয়ত্ব" ইতি। কস্মাৎ পুনর্নেন্দ্রিয়বিষয়ত্বং প্রতীচঃ? ইত্যত আহ—"স্বভাবতঃ" ইতি। অতএব শ্রুতিঃ—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্" ইতি।

"সতি হীন্দ্রিয়" ইতি—প্রত্যগাত্মনস্ত্ববিষয়ত্বমুপপাদিতম্। যথা চ সামান্য-তোদৃষ্টমপ্যনুমানং ব্রহ্মণি ন প্রবর্ত্ততে, তথোপরিষ্টান্নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ।

হন, তাহা হইলে ইহাও বলিতে হইবে যে, তিনি অন্য প্রমাণেরও (প্রত্যক্ষ বা অনুমানেরও) বিষয়। অন্যপ্রমাণের বিষয় বলিলে, বেদান্তবাক্যবিচারের কোন প্রয়োজনই থাকে না। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, না, ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু হইলেও প্রমাণান্তরের বিষয় নহেন, অর্থাৎ তাঁহাতে বেদান্তবাক্য ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণই প্রসর প্রাপ্ত হয় না। তাহার হেতু এই যে, তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় (প্রকাশ্য) নহেন; সেই কারণে তাঁহার সম্বন্ধও (৬) অজ্ঞাত বা অগোচর থাকে। (সম্বন্ধ অর্থ—ব্যাপ্তি; ব্যাপ্তি জ্ঞান ব্যতীত অনুমান জন্মে না)। এ নিয়ম সকলেরই অনুমোদিত। কাজেই বলিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিজ্ঞানে অনুমান প্রমাণের কারণতা নাই। প্রণিধান করিয়া দেখ; ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বহিঃপ্রবৃত্ত এবং তাহাদের বিষয়ও (গ্রাহ্য বা প্রকাশ্য বস্তুও) বাহিরেই থাকে। (ইন্দ্রিয়গণ উপরটাই দেখে, অন্তরে কি আছে, তাহা দেখিতে, বা গ্রহণ করিতে বা প্রকাশ

---

(৬) ভাবার্থ এই যে, ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তাহার কারণীভূত মৃত্তিকার সহিতও সম্বন্ধ হয়, তৎকার্য্য ঘট দেখিলে তাহার কারণীভূত মৃত্তিকাও অনুভবগম্য হয়। ব্রহ্ম কখনও ইন্দ্রিয়গোচর হন না; সুতরাং কার্য্য দেখিয়া তাঁহার সহিত তৎকার্য্যের সম্বন্ধ থাকাও বোধগম্য হয় না।

কিং পুনস্তদ্বেদান্তবাক্যং, যৎ সূত্রেণেহ লিলক্ষয়িষিতম্? "ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার—অধীহি ভগবো ব্রহ্ম" ইত্যুপক্রম্যাহ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" ইতি। তস্য চ নির্ণয়বাক্যং "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,

---

উপপাদিতঞ্চৈতদস্মাভির্বিস্তরেণ ন্যায়কণিকায়াম্। ন চ ভূতার্থতামাত্রেণানু-বাদতেত্যুপরিষ্টাদুপপাদয়িষ্যামঃ। তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্। শ্রুতিশ্চ—'যতো বা' ইতি জন্ম দর্শয়তি; 'যেন জাতানি জীবন্তি' ইতি জীবনং স্থিতিম্; 'যৎ প্রযন্তি' ইতি তত্রৈব লয়ম্; "তস্য চ নির্ণয়বাক্যম্"। অত্র চ প্রধানাদিসংশয়ে নির্ণয়-বাক্যং 'আনন্দাদ্ধ্যেব' ইতি। এতদুক্তং ভবতি—যথা রজ্জুজ্ঞানসহিতরজ্জূপাদানা

করিতে সমর্থ নহে)। সেই জন্যই সর্ব্বান্তরতম ব্রহ্ম উহাদের (ইন্দ্রিয়গণের) অবিষয়—অগ্রাহ্য বা অগোচর। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয়গণের অবিষয় বা অগোচর, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যখন ব্রহ্মের স্বরূপ দেখিতে পায় না, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, দৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্মসম্বন্ধ থাকিলেও তাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দৃষ্ট বা অনুভূত হয় না। ইন্দ্রিয় কেবল কার্য্যভাগটাই দেখে, তাহার কারণভাগ দেখে না বা দেখিতে পায় না; সুতরাং কোন কার্য্যবস্তু (অন্য পদার্থ) দৃষ্ট হইলেও তাহা ব্রহ্মসম্বদ্ধ, অথবা অন্য কোন কারণবিশিষ্ট, তাহা নির্ণীত হয় না; সুতরাং অনুমানের দ্বারা জানা যায় না। (১) [তস্মাৎ...প্রদর্শনার্থম্] অতএব ইহাই অবধারিত হইতেছে যে, এই সূত্রটী অনুমান বিচারের নিমিত্ত রচিত হয় নাই; বেদান্তবাক্য মীমাংসার জন্যই লিখিত বা রচিত হইয়াছে। ৫

[কিং...ষিতম্] এই সূত্রের লক্ষ্যভূত সেই বেদান্তবাক্যটী কি? যাহা এই সূত্রের উদাহরণ বা বিচার্য্য-বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে? [ভৃগু...অভিসংবিশন্তীতি] "বরুণ-পুত্র ভৃগু পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। বলিলেন, "ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন।" ইহা শুনিয়া বরুণ ভৃগুকে বলিলেন,—"যাঁহা হইতে এই সকল ভূত (উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্র) জন্মিতেছে, জন্মিয়া যদ্দ্বারা জীবিত থাকিতেছে, আবার প্রলয়কালেও যাঁহাতে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়া থাকে—লয় প্রাপ্ত হয়, তুমি তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর—জানিতে ইচ্ছা কর,—তিনিই ব্রহ্ম।" এইরূপ প্রশ্নপ্রতিবচনের পর, যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছিল—তাহা এই:—"এই সকল ভূত আনন্দ হইতে জন্মিতেছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকিতেছে, আবার অন্তকালেও ইহারা আনন্দেই গিয়া প্রবিষ্ট হইবে বা লীন হইবে।" এই বেদান্তবাক্যই (তৈত্তিরীয়

---

(১) ধূম ও বহ্নিস্থলে উভয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; তৎকারণে ধূমদর্শনের পর ধূমের সহিত বহ্নির জন্য-জনকভাব সম্বন্ধ থাকা জানা যায়; কাজেই ধূমের সদ্ভাবে বহ্নির সম্ভাবনাও জানা যায়, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞানস্থলে সেরূপ বিজ্ঞানলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।

আনন্দেন জাতানি জীবন্ত্যানন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইতি। অন্যান্যপ্যেবঞ্জাতীয়কানি বাক্যানি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসর্ব্বজ্ঞস্বরূপ-কারণবিষয়াণ্যুদাহর্ত্তব্যানি ॥ ১ ॥ ১ ॥ ২ ॥

জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মেত্যুপক্ষিপ্তম্, তদেব দ্রঢ়য়ন্নাহ—

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ *

মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্যানেক-বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য

ধারা রজ্জ্বাং সত্যামস্তি রজ্জ্বামেব চ লীয়তে, এবমবিদ্যাসহিতব্রহ্মোপাদানং জগৎ ব্রহ্মণ্যেবাস্তি তত্রৈব চ লীয়ত ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ১ ॥ ২ ॥

সূত্রান্তরমবতারয়িতুং পূর্ব্বসূত্রসঙ্গতিমাহ—"জগৎকারণত্বপ্রদর্শনেন" ইতি। ন কেবলং জগদ্‌যোনিত্বাদস্য ভগবতঃ সর্ব্বজ্ঞতা, শাস্ত্রযোনিত্বাদপি বোদ্ধব্যা।

শাস্ত্রযোনিত্বস্য সর্ব্বজ্ঞতাসাধনত্বং সমর্থয়তে।—"মহত ঋগ্বেদাদেঃ শাস্ত্রস্য" ইতি। চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য চাতুরাশ্রম্যস্য চ যথাযথং নিষেকাদিশ্মশানান্তাসু ব্রাহ্মমুহূর্ত্তোপ-

---

উপনিষদের কথা) এ সূত্রের বিষয় অর্থাৎ ইহারই মীমাংসার জন্য জন্মাদি-সূত্রের প্রবৃত্তি। [অন্যান্য…উদাহর্ত্তব্যানি] এতদ্ভিন্ন ঐরূপ ভাবের অন্যান্য বেদান্ত-বাক্যও, যাহা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ও সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি জগৎকারণ ব্রহ্মের অববোধক, তাহাও এ সূত্রের উদাহরণার্থ সংগ্রহ করিতে হইবে ॥ ১ ॥ ১ ॥ ২ ॥

[জগৎ…আহ] পূর্ব্বসূত্রে "ব্রহ্মই জগৎকারণ" এইরূপ বলায় বা সিদ্ধান্ত করায় ব্রহ্মের সার্ব্বজ্ঞ্য-শক্তির উপক্ষেপ (৮) করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, তাহাও বলা হইয়াছে। সেই অস্পষ্ট অর্থ বিস্পষ্ট করিবার জন্য—শাস্ত্র-যুক্তির দ্বারা দৃঢ় করিবার জন্য—বলিতেছেন অর্থাৎ সূত্রান্তর উপদেশ করিতেছেন।

[মহত…ব্রহ্ম] যে মহান্ শাস্ত্র—ঋগ্বেদ প্রভৃতি মহাশাস্ত্র নানাবিদ্যার

---

* শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদেঃ যোনিঃ কারণম্ শাস্ত্রযোনিস্তস্য ভাবঃ শাস্ত্রযোনিত্বং তস্মাৎ শাস্ত্রকারণত্বাৎ হেতোঃ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম। অথবা শাস্ত্রমেব যোনিঃ কারণং উপায়োঽস্য—স্বরূপাবগতৌ।—যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞতুল্য মহৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের যোনি (উৎপত্তিস্থান), অথবা এই সকল শাস্ত্রই যাঁহাকে জানিবার একমাত্র উপায়, সেই হেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ। ইহার উপপাদক যুক্তিসমূহ ভাষ্যানুবাদে ব্যক্ত আছে। (যেস্থানে ২-৩ প্রকার অর্থ থাকে ; সে স্থলে বক্তা নিজের মত সর্ব্বশেষে বলেন। এতদনুসারে বুঝিতে হইবে যে, শেষোক্ত ব্যাখ্যাই আচার্য্যের অভিমত)।

(৮) এক অর্থের বলে অন্য অর্থ লব্ধ হইলে, তাহা উপক্ষেপ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহার অন্য নাম ব্যঙ্গার্থ। কখন কখন এরূপ অর্থকে ভাবার্থ শব্দেও উল্লেখ করা যায়। এস্থলে জগৎকারণ শব্দের দ্বারা এইরূপ আর একটী অর্থ উপক্ষিপ্ত হইতেছে যে, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বজগতের কারণ, তখন অবশ্যই তিনি সর্ব্বজগৎ জানেন, ইত্যাদি।

প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। ন হীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদিলক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি। যদ্‌যদ্‌বিস্তরার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষ-বিশেষাৎ সম্ভবতি,—যথা ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদের্জ্ঞেয়ৈকদেশার্থ-মপি, স ততোঽপ্যধিকতরবিজ্ঞান ইতি প্রসিদ্ধং লোকে; কিমু

ক্রম-প্রদোষপরিসমাপনীয়াসু নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্মপদ্ধতিষু ব্রহ্মতত্ত্বে চ শিষ্যাণাং শাসনাৎ শাস্ত্রম্ ঋগ্বেদাদি, অতএব মহাবিষয়ত্বাৎ মহৎ। ন কেবলং মহা-বিষয়ত্বেনাস্য মহত্ত্বম্, অপি তু, অনেকাঙ্গোপাঙ্গোপকরণতয়াপীত্যাহ—"অনেক-বিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য"। পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসাদয়ো দশ বিদ্যাস্থানানি, তৈস্তয়া তয়া দ্বারোপকৃতস্য। তদনেন সমস্তশিষ্টজনপরিগ্রহেণাপ্রামাণ্যশঙ্কাপ্যপাকৃতা। পুরাণাদিপ্রণেতারো হি মহর্ষয়ঃ শিষ্টাঃ, তৈস্তয়া তয়া দ্বারা বেদান্ ব্যাচক্ষাণৈস্তদর্থং চাদরেণানুতিষ্ঠদ্ভিঃ পরিগৃহীতো বেদ ইতি। ন চায়মনববোধকঃ, নাপ্যস্পষ্টবোধকঃ, যেনাপ্রমাণং স্যাদিত্যাহ—"প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ"। সর্ব্বমর্থজাতং সর্ব্বথা অববোধয়ন্ নানববোধকো নাপ্যস্পষ্টবোধক ইত্যর্থঃ। অতএব "সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য" সর্ব্বজ্ঞসদৃশস্য। সর্ব্বজ্ঞস্য হি জ্ঞানং সর্ব্ববিষয়ং, শাস্ত্রস্যাপ্যভিধানং সর্ব্ববিষয়মিতি সাদৃশ্যম্। তদেবমন্বয়মুক্ত্বা ব্যতিরেকমাহ—"ন হীদৃশস্য" ইতি। সর্ব্বজ্ঞস্য গুণঃ সর্ব্ব-বিষয়তা, তদন্বিতং শাস্ত্রম্, অস্যাপি সর্ব্ববিষয়ত্বাৎ। উক্তমর্থং প্রমাণয়তি—"যদ্-যদ্-বিস্তরার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি" "স পুরুষবিশেষ-স্ততোঽপি শাস্ত্রাদধিকতরবিজ্ঞানঃ" ইতি যোজনা। অন্যত্বেঽপ্যস্মদাদিভির্যৎ সমীচীনার্থবিষয়ং শাস্ত্রং বিরচ্যতে, তত্রাস্মাকং বক্তৄণাং বাক্যাৎ জ্ঞানমধিক-বিষয়ম্। ন হি তে তে অসাধারণধর্ম্মা অনুভূয়মানা অপি শক্যা বক্তুম্। ন খল্বিক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মধুররসভেদাঃ শক্যাঃ সরস্বত্যাপ্যাখ্যাতুম্। বিস্ত-রার্থমপি বাক্যং ন বক্তৃজ্ঞানেন তুল্যবিষয়মিতি কথয়িতুং বিস্তরগ্রহণম্। সোপনয়ং নিগমনমাহ—"কিমু বক্তব্য"মিতি। বেদস্য যস্মাৎ মহতো

আকর, সমুদায় জ্ঞানবিজ্ঞানের আশ্রয়, প্রদীপের ন্যায় সর্ব্বাবভাসক; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞতুল্য, সেই ঋগ্বেদ প্রভৃতির যোনি অর্থাৎ উদ্ভবস্থান ব্রহ্ম।

[ন হি···সম্ভবোঽস্তি] সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন অল্পজ্ঞ হইতে এবংবিধ সর্ব্বজ্ঞগুণান্বিত মহৎ শাস্ত্রের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। [যদ্···লোকে] যে-পুরুষ হইতে বিপুলার্থক যে শাস্ত্র জন্মে, সেই পুরুষে সে-শাস্ত্র অপেক্ষাও অধিক-তর জ্ঞান থাকে, ইহা সকলেই বিদিত আছেন। পাণিনিকৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে যে-জ্ঞান উপদিষ্ট আছে, সে-জ্ঞান অপেক্ষাও পাণিনি মুনির জ্ঞান অনেক অধিক ছিল। ব্যাকরণ তাঁহার বিজ্ঞাত বিষয়ের একাংশমাত্র। [কিমু···সম্ভবঃ] অতএব, অনেক শাখাবিভাগসমন্বিত, দেব তির্য্যক্ মনুষ্য, এবং বর্ণ ও আশ্রম প্রভৃতি

বক্তব্যম্ অনেকশাখাভেদভিন্নস্য দেবতির্য্যঙ্মনুষ্য-বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগহেতোঃ ঋগ্বেদাদ্যাখ্যস্য সর্ব্বজ্ঞানাকরস্যাপ্রযত্নেনৈব লীলান্যায়েন পুরুষনিশ্বাসবদ্ যস্মান্মহতো ভূতাদ্ যোনেঃ সম্ভবঃ—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ,—তস্য মহতো ভূতস্য নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চেতি।

অথবা, যথোক্তম্ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণমস্য ব্রহ্মণঃ যথাবৎস্বরূপাধিগমে। শাস্ত্রাদেব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মাধিগম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। তৎ শাস্ত্রমুদাহৃতং পূর্ব্বসূত্রে,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"

ভূতাৎ যোনেঃ সম্ভবঃ, তস্য মহতো ভূতস্য ব্রহ্মণো নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ কিমু বক্তব্যমিতি যোজনা। "অনেকশাখা" ইতি।—অত্র চানেকশাখাভেদভিন্নস্যেত্যাদিঃ সম্ভব ইত্যন্ত উপনয়ঃ। তস্যেত্যাদি সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চেত্যন্তং নিগমনম্। "অপ্রযত্নেনৈব" ইতি।—ঈষৎপ্রযত্নেন, যথা অলবণা যবাগূরিতি। দেবর্ষয়ো হি মহাপরিশ্রমেণাপি যত্রাশক্তাঃ, তদয়মীষৎপ্রযত্নেন লীলয়ৈব করোতীতি নিরতিশয়মস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চোক্তং ভবতি। অপ্রযত্নেনাস্য বেদকর্তৃত্বে শ্রুতিরুক্তা 'অস্য মহতোভূতস্য' ইতি। যেহপি তাবদ্বর্ণানাং নিত্যত্বমাস্থিষত, তৈরপি পদবাক্যাদীনামনিত্যত্বমভ্যুপেতব্যম্। আনুপূর্ব্বীভেদবন্তো হি বর্ণাঃ পদম্। পদানি চানুপূর্ব্বীভেদবন্তি বাক্যম্। ব্যক্তিধর্ম্মশ্চানুপূর্ব্বী, ন বর্ণধর্ম্মঃ। বর্ণানাং নিত্যানাং বিভূনাঞ্চ কালতো দেশতো বা পৌর্ব্বাপর্য্যাযোগাৎ। ব্যক্তিশ্চানিত্যেতি কথং তদুপগৃহীতানাং বর্ণানাং নিত্যানামপি পদতা নিত্যা। পদানিত্যতয়া চ বাক্যাদীনামপ্য-

---

নানা প্রবিভাগের হেতু, সর্ব্বজ্ঞানের আকর; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞকল্প ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রসমূহ, যে মহৎ ভূত (স্বতঃসিদ্ধ বা চিরনিত্য) বস্তু হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে, সে মহদ্ভূত যে, নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি, এ কথা বলাই বাহুল্য। [অস্য··· ঞ্চেতি] ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র যে মহদ্ভূত (ব্রহ্ম) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা স্বয়ং শ্রুতিও "এই যে, ঋগ্বেদ, তাহা সেই মহদ্ভূত হইতে নিঃশ্বসিতের ন্যায় বিনা আয়াসে উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন।

[অথবা···অভিপ্রায়ঃ] অথবা, ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিবার একমাত্র কারণ বা বোধ-হেতু, অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়, অন্য প্রমাণে হয় না, [এইরূপও সূত্রার্থ হইতে পারে]। [তৎ···ইত্যাদি] যে শাস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্ম জানা যায়, সে শাস্ত্র পূর্ব্বসূত্রেই "যাঁহা হইতে এই সকল

ইত্যাদি। কিমর্থং তর্হি ইদং সূত্রং, যাবতা পূর্ব্বসূত্র এবৈতজ্জাতীয়কং শাস্ত্রমুদাহরতা শাস্ত্রযোনিত্বং ব্রহ্মণো দর্শিতম্? উচ্যতে। তত্র সূত্রাক্ষরেণ স্পষ্টং শাস্ত্রস্যানুপাদানাৎ জগজ্জন্মাদিসূত্রেণ কেবলমনুমানমুপন্যস্তমিত্যাশঙ্ক্যেত, তামাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুমিদং সূত্রং প্রববৃতে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি ॥ ১ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

নিত্যতা ব্যাখ্যাতা। তস্মান্নিত্যানুকরণবৎ পদাদ্যনুকরণম্। যথা হি যাদৃশং গাত্রচলনাদি নর্ত্তকঃ করোতি, তাদৃশমেব শিক্ষ্যমাণা অনুকরোতি নর্ত্তকী, ন তু তদেব ব্যনক্তি, এবং যাদৃশীমানুপূর্ব্বীং বৈদিকানাং বর্ণপদাদীনং করোত্যধ্যাপয়িতা, তাদৃশীমেবানুকরোতি মাণবকঃ, ন তু তামেবোচ্চারয়তি। আচার্য্যব্যক্তিভ্যো মাণবকব্যক্তীনামন্যত্বাৎ। তস্মান্নিত্যানিত্যবর্ণবাদিনাং ন লৌকিক-বৈদিকপদবাক্যাদিপৌরুষেয়ত্বে বিবাদঃ, কেবলং বেদবাক্যেষু পুরুষস্বাতন্ত্র্যাস্বাতন্ত্র্যে বিপ্রতিপত্তিঃ। যথাহুঃ—

'যত্নতঃ প্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং স্বতন্ত্রতা'।

তত্র সৃষ্টিপ্রলয়মনিচ্ছন্তো জৈমিনীয়া বেদাধ্যয়নং প্রতি অস্মাদৃশগুরুশিষ্যপরম্পরামবিচ্ছিন্নামনাদিমাচক্ষতে। বৈয়াসিকস্তু মতমনুবর্ত্তমানাঃ শ্রুতিস্মৃতীতিহাসাদিসিদ্ধ-সৃষ্টিপ্রলয়ানুসারেণ অনাদ্যবিদ্যোপধানলব্ধ সর্ব্বশক্তিজ্ঞানস্যাপি পরমাত্মনো নিত্যস্য বেদানাং যোনেরপি ন তেষু স্বাতন্ত্র্যম্; পূর্ব্বপূর্ব্বসর্গানুসারেণ তাদৃশতাদৃশানুপূর্ব্বীবিরচনাৎ। তথা হি যাগাদিব্রহ্মহত্যাদয়োঽর্থানর্থহেতবো ব্রহ্মবিবর্ত্তা অপি ন সর্গান্তরে বিপরীয়ন্তে। ন হি জাতু কচিৎ সর্গে ব্রহ্মহত্যা অর্থহেতুরনর্থহেতুশ্চাশ্বমেধোভবতি, অগ্নির্ব্বা ক্লেদয়তি, আপোবা দহন্তি, তদ্বৎ। যথাত্র সর্গে নিয়তানুপূর্ব্ব্যং বেদাধ্যয়নমভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুঃ, অন্যথা তদেব বাগ্বজ্রতয়ানর্থহেতুঃ, এবং সর্গান্তরেষ্বপীতি, তদনুরোধাৎ সর্ব্বজ্ঞোঽপি সর্ব্বশক্তিরপি পূর্ব্বপূর্ব্বসর্গানুসারেণ বেদান্ বিরচয়ন্ ন স্বতন্ত্রঃ। পুরুষাস্বাতন্ত্র্যমাত্রঞ্চাপৌরুষেয়ত্বং রোচয়ন্তে জৈমিনীয়া অপি। তচ্চাস্মাকমপি

জন্মিয়াছে" ইত্যাদিক্রমে বলা হইয়াছে। [কিমর্থং…দর্শিতম্] বলিতে পার যে, যদি পূর্ব্বসূত্রেই যে সকল শাস্ত্র বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব উক্ত হইয়া থাকে, তবে এ সূত্রের আর প্রয়োজন কি? [উচ্যতে] বলিতেছি—[তত্র…ত্বাদিতি] পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মের শাস্ত্রযোনিত্ব স্পষ্টাক্ষরে কথিত হয় নাই; তজ্জন্য উহাতে শাস্ত্রযোনিত্বরূপ অর্থের অস্পষ্টতা আছে, অস্পষ্টতা থাকায় লোকের মনে আশঙ্কা হইতে পারে যে, জন্মাদিসূত্রে কেবল অনুমানপ্রণালীই প্রদর্শিত হইয়াছে, শাস্ত্রযোনিত্ব দেখান হয় নাই। তাদৃশ আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য ও যুক্তিযুক্ত অর্থ স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত পুনরপি এই সূত্র অবতারিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

কথং পুনর্ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বমুচ্যতে, যাবতা "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" ইতি ক্রিয়াপরত্বং শাস্ত্রস্য প্রদর্শিতম্, অতো বেদান্তানামানর্থক্যম্, অক্রিয়ার্থত্বাৎ ; কর্ত্তৃ-দেবতাদিপ্রকাশনার্থত্বেন বা ক্রিয়াবিধিশেষত্বম্, উপাসনাদি-ক্রিয়ান্তরবিধানার্থং বা।

সমানমন্ত্রাভিনিবেশাৎ। ন চৈকস্য প্রতিভানেঽনাশ্বাস ইতি যুক্তম্। ন হি বহূনামপ্যজ্ঞানাং বিজ্ঞানাং বা আশয়দোষবতাং প্রতিভানে যুক্ত আশ্বাসঃ। তত্ত্বজ্ঞানবতশ্চাপাস্তসমস্তদোষস্যৈকস্যাপি প্রতিভানে যুক্ত এবাশ্বাসঃ। সর্গাদিভুবাং প্রজাপতিদেবর্ষীণাং ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যসম্পন্নানামুপপদ্যতে তৎস্বরূপাবধারণং, তৎপ্রত্যয়েন চার্ব্বাচীনানামপি তত্র সম্প্রত্যয়ঃ, ইত্যুপপন্নং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বং, শাস্ত্রস্য চাপৌরুষেয়ত্বং প্রামাণ্যঞ্চেতি।

বর্ণকান্তরমারভতে—"অথ বা" ইতি। পূর্ব্বেণাধিকরণেন ব্রহ্মস্বরূপ-লক্ষণাসম্ভবাশঙ্কাং ব্যুদস্য লক্ষণসম্ভব উক্তঃ; তস্যৈব তু লক্ষণস্যানেনানুমান-ত্বাশঙ্কামপাকৃত্যাগমোপদর্শনেন ব্রহ্মণি শাস্ত্রং প্রমাণমুক্তম্। অক্ষরার্থস্তু তি-রোহিতঃ॥ ১ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

শাস্ত্রপ্রমাণকত্বমুক্তং ব্রহ্মণঃ প্রতিজ্ঞামাত্রেণ, তদনেন সূত্রেণ প্রতিপাদনীয়-মিতি উৎসূত্রং পূর্ব্বপক্ষমারচয়তি ভাষ্যকারঃ—"কথং পুনঃ" ইতি। কিমা-ক্ষেপে। শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনস্বভাবতয়োপেক্ষণীয়ং ব্রহ্ম ভূতমভিদধতাং বেদান্তা-নামপুরুষার্থোপদেশিনামপ্রয়োজনত্বাপত্তেঃ, ভূতার্থত্বেন চ প্রত্যক্ষাদিভিঃ সমানবিষয়তয়া লৌকিকবাক্যবৎ তদর্থানুবাদকত্বেনাপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। ন

আপত্তি।—[কথং...উচ্যতে] ব্রহ্ম যে, শাস্ত্রপ্রমাণক অর্থাৎ ঋগ্বেদাদিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, ইহা তুমি কিপ্রকারে বলিতে পার? [যাবতা...অক্রিয়ার্থত্বাৎ] যে-হেতু জৈমিনি মুনি বিচারপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন যে, আম্নায় (বেদ) মাত্রই ক্রিয়াপ্রতিপাদক, এবং যাহা ক্রিয়াপ্রতিপাদক, তাহাই প্রমাণ। যাহা ক্রিয়াপর নহে—তাহা নিরর্থক ও অপ্রমাণ; (১) সুতরাং বেদান্ত সকল (বেদের উপনিষদ্ভাগ) অক্রিয়ার্থক—ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে বলিয়া, অর্থশূন্য অর্থাৎ স্বার্থে অপ্রমাণ। [কর্ত্তৃ...বা] বেদান্তের মধ্যেও কর্ত্তৃপুরুষের ও দ্রব্য-দেবতাদির উল্লেখ আছে, উহাকে কর্ম্মবিধির অঙ্গ বলিতে পার, অথবা উহাকে উপাসনানামক অন্য এক প্রকার কর্ম্মেরও বিধায়ক বলিতে পার, কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে কর্ম্মবোধক বা সিদ্ধবস্তুপ্রতিপাদক, এ দু-এর কিছুই বলিতে পার না।

---

(১) ভাবার্থ এই যে, শাস্ত্রে ক্রিয়াবোধক বাক্যই প্রমাণ; অবশিষ্ট বাক্য অপ্রমাণ।

ন হি পরিনিষ্ঠিতবস্তু-প্রতিপাদনং সম্ভবতি, প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বাৎ পরিনিষ্ঠিতবস্তুনঃ। তৎপ্রতিপাদনে চ হেয়োপাদেয়রহিতে পুরুষার্থাভাবাৎ। অতএব "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদীনামানর্থক্যং মা ভূদিতি "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" ইতি স্তাবকত্বেনার্থবত্ত্বমুক্তম্। মন্ত্রাণাঞ্চ "ইষে ত্বা"দীনাং ক্রিয়া-তৎসাধনাভিধায়িত্বেন কর্ম্মসমবায়িত্বমুক্তম্। ন কচিদপি বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শমন্তরেণার্থবত্তা দৃষ্টোপপন্না বা।

খলু লৌকিকানি বাক্যানি প্রমাণান্তরবিষয়মর্থমববোধয়ন্তি স্বতঃ প্রমাণম্, এবং বেদান্তা অপীত্যনপেক্ষত্বলক্ষণং প্রামাণ্যমেষাং ব্যাহন্যেত। ন চ তৈরপ্রমাণৈর্ভবিতুং যুক্তম্, ন চাপ্রয়োজনৈঃ, স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধ্যাপাদিত-প্রয়োজনবত্ত্বনিয়মাৎ। তস্মাৎ তদ্বিহিতকর্ম্মাপেক্ষিত-কর্ত্তৃদেবতাদিপ্রতিপাদনপরত্বেনৈব ক্রিয়ার্থত্বম্। যদিতু অসন্নিধানাত্তৎপরত্বং ন রোচয়ন্তে, ততঃ সন্নিহিতোপাসনাদিক্রিয়াপরত্বং বেদান্তানাম্। এবং হি প্রত্যক্ষাদ্যনধিগতগোচরত্বেনানপেক্ষতয়া প্রামাণ্যঞ্চ প্রয়োজনবত্ত্বঞ্চ সিধ্যতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ। পারমর্ষসূত্রোপন্যাসস্তু পূর্ব্বপক্ষদার্ঢ্যায়। আনর্থক্যঞ্চাপ্রয়োজনত্বম্, সাপেক্ষতয়া প্রমানুৎপাদকত্বঞ্চ অনুবাদকত্বাদিতি। "অতঃ" ইত্যাদি "বা" ইত্যন্তং গ্রহণকবাক্যম্। অস্য বিভাগভাষ্যং "ন হি" ইত্যাদি "উপপন্না বা" ইত্যন্তম্।

স্যাদেতৎ। অক্রিয়ার্থত্বেঽপি ব্রহ্মস্বরূপবিধিপরা বেদান্তা ভবিষ্যন্তি, তথা চ বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাদিতি রাদ্ধান্তসূত্রমনুগ্রহীষ্যতে। ন খল্বপ্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তনমেব

[ন হি…বস্তুনঃ] বেদান্ত শাস্ত্র যে, পরিনিষ্ঠিত (সর্ব্বতোভাবে ও নিশ্চিতরূপে স্থিত অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ বা নিত্যসৎ) বস্তু প্রতিপাদন করে, এ কথা অসম্ভব। তাহার কারণ এই যে, তাদৃশ বস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণেরই বিষয়; সুতরাং তাহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্যের বিষয় হইতে পারে না। (২) [তৎ…ভাবাৎ] যদি বল বেদান্ত তাহাই বলে,—তাহাই প্রতিপাদন করে; তাহা হইলে লোকের হেয় (যাহা ত্যাগ করা উচিত), বা উপাদেয় অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করা আবশ্যক, এরূপ বিষয়ের প্রতিপাদন না করায় বেদান্তশাস্ত্র নিশ্চিতই অপুরুষার্থ অর্থাৎ

---

(২) তাৎপর্য্য এই যে, যাহা প্রত্যক্ষগম্য অথবা অনুমানগম্য, শাস্ত্র তাহা বলেন না। "অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্", যাহা কেহ জানে না, যাহা অন্য উপায়ে জানা যায় না, শাস্ত্র কেবল তাহাই জানান বা উপদেশ করেন। যাহা আছে, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, অবশ্য তাহা ইন্দ্রিয়াদিরও গ্রাহ্য, সুতরাং তাদৃশ সিদ্ধ বস্তুর উপদেশ শাস্ত্রের পক্ষে অনর্থক। বেদান্ত যদি সিদ্ধ বস্তুর অর্থাৎ নিত্য সৎব্রহ্ম বস্তুর প্রতিপাদনেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই উহা নিরর্থক ও প্রত্যক্ষাদির অনুবাদকমাত্র হইবে।

ন চ পরিনিষ্ঠিত-বস্তুস্বরূপে বিধিঃ সম্ভবতি, ক্রিয়াবিষয়ত্বাদ্বিধেঃ। তস্মাৎ কর্ম্মাপেক্ষিতকর্ত্তৃস্বরূপদেবতাদিপ্রকাশনেন ক্রিয়াবিধিশেষত্বং বেদান্তানাম্। অথ প্রকরণান্তরভয়ান্নৈতদভ্যুপ-

---

বিধিঃ, উৎপত্তিবিধেরজ্ঞাতজ্ঞাপনার্থত্বাৎ। বেদান্তানাঞ্চাজ্ঞাতং ব্রহ্ম জ্ঞাপয়তাং তথাভাবাদিত্যত আহ,—"ন চ. পরিনিষ্ঠিত" ইতি। অনাগতোৎপাদ্যভাববিষয় এব হি সর্ব্বো বিধিরূপেয়ঃ, অধিকারবিনিয়োগপ্রয়োগোৎপত্তিরূপাণাং পরম্পরাবিনাভাবাৎ। সিদ্ধে চ তেষামসম্ভবাৎ, তদ্বাক্যানাং তৈদম্পর্য্যং ভিদ্যতে। যথা "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যাদিভ্যোঽধিকারবিনিয়োগপ্রয়োগাণাং প্রতিলম্ভাদগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যুৎপত্তিমাত্রপরং বাক্যম্। ন ত্বত্র বিনিয়োগাদয়ো ন সন্তি, সন্তোঽপ্যন্যতো লব্ধত্বাৎ কেবলমবিবক্ষিতাঃ। তস্মাৎ ভাবনাবিষয়ো বিধির্ন সিদ্ধে বস্তুনি ভবিতুমর্হতীতি। উপসংহরতি —তস্মাদিতি।

অত্রারুচিকারণমুক্তা পক্ষান্তরমুপসংক্রামতি,—"অথ" ইতি। এবঞ্চ সত্যুক্তরূপে ব্রহ্মণি শব্দস্যাতাৎপর্য্যাৎ প্রমাণান্তরেণ যাদৃশমস্য রূপং ব্যবস্থাপ্যতে, ন তৎ

শ্রোতৃপুরুষের অপ্রয়োজনীয়, ইহা স্বীকার্য্য হইবে। (৩) [অত…মুক্তম্] এইজন্য, যে যে বেদাংশ ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, সেই সেই বেদাংশের আনর্থক্য-নিবারণের জন্য, জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, "তিনি রোদন করিয়াছিলেন" (৪) ইত্যাদি বেদবাক্য অর্থাৎ বিধি-নিষেধ-বহির্ভূত বেদবাক্য, বিধির সহিত একযোগে অর্থ ব্যক্ত করে; স্বতন্ত্ররূপে করে না। তাদৃশ বেদভাগ একবারে নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজনীয়, ইহাও স্বীকার করা যায় না। কাজেই বিধির সহিত সে সকলের একবাক্যতা অর্থাৎ একার্থপ্রতিপাদকতা অঙ্গীকার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তাদৃশ বাক্য সকল বিধিবাক্যের স্তাবক বা প্রশংসাকারক, অর্থাৎ স্তুতিই তাদৃশ বাক্যের অর্থ; স্তুতি ভিন্ন অন্য কোন অর্থ উহাদের নাই। (ফলিতার্থ

---

(৩) বিধি বা নিষেধ না দেখিলে, অর্থাৎ কিছু গ্রহণ করিতে হইবে, বা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা না বুঝাইলে, কেবলমাত্র "অমুক" "ইহা অমুক" "তাহা হইয়াছিল" ইত্যাদিপ্রকার উদাসীন বাক্যে কোন ফলোদয় হয় না। সেরূপ বাক্য ভাসিয়া যায়। কেন-না, তাহা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির সাধক বা বাধক কিছুই নহে। মনুষ্য তাহা শুনিয়াও শুনে না, এবং প্রয়োজন নাই বলিয়া উপেক্ষা করে। কাজেই বলিতে হইতেছে, বেদান্ত যদি বিধি-নিষেধ-বহির্ভূত হয়—কেবল সিদ্ধবস্তুর বোধক হয়, তাহা হইলে, অবশ্যই তাহা ভাসিয়া যাইবে, উপেক্ষিত হইবে, প্রয়োজনীয় বা পুরুষার্থ হইবে না।

(৪) "সেই অগ্নি রোদন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার অশ্রুপাত হইয়াছিল। তাহা হইতে রজত (রূপা) হইল।" বেদে এইরূপ একটী গল্প আছে। গল্পের শেষে রজতের নিন্দা আছে। ঐরূপ নিন্দার দ্বারা, যজ্ঞে রজত দিতে নাই, এইরূপ বিধান হইয়াছে। রজত দক্ষিণা দিবে না, ইহাই উক্ত গল্পের তাৎপর্য্যার্থ; অন্য কোন অর্থ নাই। রোদন, অশ্রুপাত, তাহা হইতে রূপা হওয়া, এ সকল (অক্ষর-লভ্য) অর্থ অর্থই নহে, অর্থাৎ উহার ঐরূপ অর্থ অপ্রমাণ।

গম্যতে, তথাপি স্ববাক্যগতোপাসনাদিকর্ম্মপরত্বম্। তস্মান্ন ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বমিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

শব্দেন বিরুধ্যতে তস্তোপাসনাপরত্বাৎ। সমারোপেণ চোপাসনায়া উপপত্তেরিতি। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"তস্মান্ন" ইতি। সূত্রেণ সিদ্ধান্তয়তি—"এবং প্রাপ্ত উচ্যতে"।

এই যে, অক্ষর অনুসারে যে অর্থ লব্ধ হয়, সে অর্থ অর্থই নহে; পরন্তু তাৎপর্য্য অনুসারে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই তাহার অর্থ; এবং সেই অর্থেই তাহার প্রামাণ্য)। [মন্ত্রাণাং…মুক্তম্] বেদের মন্ত্রভাগেরও আক্ষরিক অর্থে প্রামাণ্য নাই, কিন্তু ক্রিয়াসাধক দ্রব্যদেবতাদির প্রকাশকত্বরূপে সে সকলের প্রামাণ্য আছে, এ কথা জৈমিনি মুনি স্বকৃত মীমাংসাসূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। [ন…বা] অতএব, বিধিসংস্পর্শ ব্যতিরেকে কোনও বেদের বা বেদবাক্যের প্রকৃত সার্থক্য দৃষ্ট হয় না, এবং উপপন্নও হয় না।

[ন চ…বিধেঃ] যাহা পরিনিষ্ঠিত বস্তু—যাহা আছে বা নিত্যসৎ, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার বিধিই সম্ভবপর হয় না; কারণ, বিধিমাত্রই ক্রিয়াশ্রিত অর্থাৎ কর্ত্তব্যবিষয়েই বিধির সম্ভব হয়। যাহা করা যায় না—যাহার সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারা যায় না, কোন কালেই তাহা বিধির বিষয় হয় না। [তস্মাৎ …বেদান্তানাম্] সেইজন্যই বলিতেছি, বেদান্তকেও কর্ম্মবিধির অঙ্গ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কর্ম্ম করিতে গেলে, যেরূপ কর্ত্তার এবং যেরূপ দ্রব্য ও দেবতাদির আবশ্যক হয়, বেদান্তশাস্ত্র কেবল তাহারই উপদেশ করিয়া থাকে; সুতরাং বেদান্তও বিধিবোধকরূপেই প্রমাণ; স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ নহে, অর্থাৎ তাহার আক্ষরিক অর্থে প্রামাণ্য নাই। [অথ…পরত্বম্] যদি মনে কর, উহা এক স্বতন্ত্র প্রকরণ, আর ইহা হইতেছে অন্য প্রকরণ (বেদের কর্ম্মপ্রকরণ বা কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানপ্রকরণ বা জ্ঞানকাণ্ড পরস্পর পৃথক্), এমত স্থলে উক্ত উভয়ের একার্থ-প্রতিপাদকতা নিতান্তই অসম্ভব; সুতরাং প্রকরণভঙ্গদোষ হইবে ভাবিয়া, যদি ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে না পার; তবে বেদান্তমধ্যগত উপাসনাবিধায়ক অংশগুলিকেই প্রধান করিয়া অন্যান্য অংশসকলকে তাহারই অনুগত বা সমর্থক বলিয়া স্বীকার করিতে পার। অর্থাৎ উপাসনানামক কর্ম্মবিশেষই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য; ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞান উহার মুখ্য প্রতিপাদ্য নহে; এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির কর। [তস্মাৎ…উচ্যতে] অপিচ, ঐ সকল কারণে বা ঐ সকল যুক্তিতে এইরূপ সিদ্ধান্তই লব্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্ম শাস্ত্রযোনি বা শাস্ত্রপ্রমাণক নহেন, —কর্ম্মই শাস্ত্রপ্রমাণক। এইরূপ আশঙ্কা বা এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইতে পারে, দেখিয়া (মহামুনি ব্যাস) তন্নিরাকরণার্থ চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ৪ ॥ *

তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কারণং বেদান্তশাস্ত্রাদবগম্যতে। কথম্? সমন্বয়াৎ। সর্ব্বেষু বেদান্তেষু বাক্যানি তাৎপর্য্যেণৈতস্যার্থস্য প্রতিপাদকত্বেন সমনুগতানি,—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং," "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ," "তদেতদ্

তদেতদ্ব্যাচষ্টে—"তুশব্দঃ" ইতি। তদিত্যুত্তরপক্ষপ্রতিজ্ঞাং বিভজতে—"তদ্‌ব্রহ্ম" ইতি। পূর্ব্বপক্ষবাদী কর্কশাশয়ং পৃচ্ছতি—"কথম্"। কুতঃ প্রকারাদিত্যর্থঃ। সিদ্ধান্তী স্বপক্ষে হেতুং প্রকারভেদমাহ—"সমন্বয়াৎ"। সম্যগন্বয়ঃ সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ। এতদেব বিভজতে—"সর্ব্বেষু হি বেদান্তেষু" ইতি। বেদান্তানামাত্যন্তিকীং ব্রহ্মপরতামাচিখ্যাসুর্ব্বহূনি বাক্যান্যুদাহরতি।—"সদেব" ইতি। "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইতি তু বাক্যং পূর্ব্বমুদাহৃতং জগদুৎপত্তিস্থিতিনাশকারণমিতি চেহ স্মারিতমিতি ন পঠিতম্। যেন হি বাক্যমুপক্রম্যতে, যেন চোপসংহ্রিয়তে, তদেব বাক্যার্থ ইতি শাব্দাঃ। যথা উপাংশুযাজবাক্যেঽনূচোঃ পুরোডাশয়োর্জ্জামিতা-দোষসঙ্কীর্ত্তনপূর্ব্বকোপাংশুযাজবিধানে তৎপ্রতিসমাধানোপসংহারে চাপূর্ব্বোপাংশুযাজকর্ম্মবিধিপরতা একবাক্যতাবলাদাশ্রিতা, এবমত্রাপি "সদেব সোম্যেদম্" ইতি ব্রহ্মোপক্রমাৎ "তত্ত্বমসি" ইতি চ জীবস্য ব্রহ্মাত্মনোপসংহারাৎ তৎপরতৈব বাক্যস্য। এবং বাক্যান্তরাণামপি পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনয়া ব্রহ্ম-

সূত্রে যে, "তু" শব্দ আছে, তাহা শঙ্কানিরাসের সূচক। অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকার আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্যই এই চতুর্থ সূত্রের অবতারণা। [তৎ…গম্যতে] বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা জানা যায় যে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মই এই দৃশ্য জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কারণ বা নিদান। ইহা সিদ্ধ হয় কিরূপে? না, সমন্বয় হইতে। [সর্ব্বেষু…গতানি] দেখা যায়, সমুদায় বেদান্তের প্রায় সমুদায় বাক্যই ব্রহ্মপর এবং ব্রহ্মেই সমস্ত বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত। যে সকল বেদান্তবাক্য ব্রহ্মপর, সেই সকল বেদান্তবাক্য এই:—"হে সোম্য, (শ্বেতকেতো), সৃষ্টির পূর্ব্বে এ জগৎ কেবল সৎ অর্থাৎ অস্তিতামাত্র ছিল। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।" "অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির

* পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থ-স্তু শব্দঃ। তৎ ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকমেব; নাত্র পূর্ব্বপক্ষঃ প্রসরতীত্যর্থঃ। কুতঃ? সমন্বয়াৎ। তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাবধারণাৎ।

শাস্ত্ররূপ প্রমাণে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয়, অন্য উপায়ে হয় না, এ বিষয়ে শঙ্কা বা আপত্তি করা যাইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, তাঁহাতে সমস্ত বেদান্তের সমন্বয় অর্থাৎ তাৎপর্য্যাবসান দৃষ্ট হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ, বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবে)।

ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যং," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ," "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ" ইত্যাদীনি। ন চ তদ্গতানাং পদানাং ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ে নিশ্চিতে সমন্বয়েঽবগম্যমানেঽর্থান্তরকল্পনা যুক্তা, শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তেষাং কর্ত্তৃস্বরূপ-

---

পরত্বমবগন্তব্যম্। ন চ তৎপরত্বস্য দৃষ্টস্য সতি সম্ভবেঽন্যপরতা অদৃষ্টা যুক্তা কল্পয়িতুম্, অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন কেবলং কর্ত্তৃপরতা তেষামদৃষ্টাঽনুপপন্না চেত্যাহ—"ন চ তেষাম্" ইতি। সাপেক্ষত্বেনাপ্রামাণ্যং পূর্ব্বপক্ষবীজং দূষয়তি।—"ন চ পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপত্বেঽপি" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ—পুংবাক্যদৃষ্টান্তেন হি ভূতার্থতয়া বেদান্তানাং সাপেক্ষত্বমাশঙ্ক্যতে, তত্রৈব ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাম্। কিং পুংবাক্যানাং সাপেক্ষতা ভূতার্থত্বেন, আহো পৌরুষেয়ত্বেন। যদি ভূতার্থত্বেন, ততঃ প্রত্যক্ষাদীনামপি পরস্পরাপেক্ষত্বেনাপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গঃ। তান্যপি ভূতার্থান্যেব। অথ পুরুষবুদ্ধিপ্রভবতয়া পুংবাক্যং সাপেক্ষম্, এবং তর্হি তদপূর্ব্বকাণাং বেদান্তানাং ভূতার্থানামপি নাপ্রামাণ্যং প্রত্যক্ষাদীনামিব নিয়তেন্দ্রিয়লিঙ্গাদিজন্মনাম্। যদ্যুচ্যেত, সিদ্ধে কিলাপৌরুষেয়ত্বে বেদান্তানামনপেক্ষতয়া প্রামাণ্যং সিধ্যেৎ, তদেব তু ভূতার্থত্বেন ন সিধ্যতি। ভূতার্থস্য শব্দানপেক্ষেণ পুরুষেণ মানান্তরতঃ শক্যজ্ঞানত্বাদ্বুদ্ধিপূর্ব্ববিরচনোপপত্তেঃ, বাক্যত্বাদিলিঙ্গকস্য বেদপৌরুষেয়ত্বানুমানস্যাপ্রত্যূহমুৎপত্তেঃ। তস্মাৎ পৌরুষেয়ত্বেন সাপেক্ষত্বং দুর্ব্বারং, ন তু ভূতার্থত্বেন। কার্য্যার্থত্বে তু কার্য্যস্যাপূর্ব্বস্য মানান্তরাগোচরতয়া অত্যন্তানন্নুভূতপূর্ব্বস্য তত্ত্বেন সমারোপেণ বা পুরুষবুদ্ধাবনারোহাৎ তদর্থানাং বেদান্তানামশক্যরচনতয়া পৌরু-

---

পূর্ব্বে ইহা একমাত্র আত্মস্বরূপ ছিল।" "সেই ব্রহ্ম এই (এই জগৎ)।" "ইনি পূর্ব্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন; ইনি অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন। অথবা, তাঁহার কারণ নাই, সুতরাং তিনি কার্য্য বা অন্য নহেন; তাঁহার অন্তরও নাই, বাহিরও নাই অর্থাৎ তিনি একরস।" "এই আত্মাই ব্রহ্ম; ইনি সকলের অনুভূয়মান বা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান।" "এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত।" এইরূপ আরও অনেকানেক জগৎকারণব্রহ্মবোধক বাক্য আছে।

[ন চ…প্রসঙ্গাৎ] ঐ সকল বেদান্তবাক্যে যে সকল পদ বা শব্দ আছে, ব্রহ্মই সে সকলের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য—ইহা নিশ্চিতরূপে জ্ঞানগোচর হইলে অবধারিত হইলে, অন্য সকল অর্থে কল্পনা করা উচিত হয় না। করিলে, শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা দোষ উপস্থিত হয়। (১) [ন চ…শ্রুতে] ঐ সকল

---

(১) শুনিবামাত্র যে অর্থ বোধগম্য হয়, সে অর্থ ত্যাগ করিলে শ্রুতহানিদোষ এবং যে অর্থ শব্দের শক্তিতে লভ্য হয়, সে অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ কল্পনা করিলে অশ্রুতকল্পনাদোষ হয়। এই দুইটাই বাধিজ্ঞানের প্রতিরোধক, সুতরাং দোষ।

প্রতিপাদনপরতাবসীয়তে। "তৎ কেন কং পশ্যেৎ," ইত্যাদি-ক্রিয়াকারকফলনিরাকরণশ্রুতেঃ। ন চ পরিনিষ্ঠিত-বস্তুস্বরূপ-ত্বেঽপি প্রত্যক্ষাদিবিষয়ত্বম্। তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য শাস্ত্র-মন্তরেণানবগম্যমানত্বাৎ।

যেয়ত্বাভাবাদনপেক্ষং প্রমাণত্বং সিধ্যতীতি প্রামাণ্যায় বেদান্তানাং কার্য্যপরত্ব-মাতিষ্ঠামহে। অত্র ব্রূমঃ—কিং পুনরিদং কার্য্যমভিমতমায়ুস্মতঃ, যদশক্যং পুরু-ষেণ জ্ঞাতুম্। অপূর্ব্বমিতি চেৎ, হন্ত কুতস্ত্যমস্য লিঙ্গাত্থর্থত্বং, তেনালৌকিকেন সঙ্গতিসম্বেদনবিরহাৎ। লোকানুসারতঃ ক্রিয়ায়া এব লৌকিক্যাঃ কার্য্যায়া লিঙাদেরবগমাৎ। "স্বর্গকামো যজেত" ইতি সাধ্যস্বর্গবিশিষ্টো নিযোজ্যোঽব-গম্যতে। স চ তদেব কার্য্যমবগচ্ছতি, যৎ স্বর্গানুকূলম্। ন চ ক্রিয়া ক্ষণভঙ্গুরা আমুষ্মিকায় স্বর্গায় কল্পত ইতি পারিশেষ্যাদ্বেদত এবাপূর্ব্বে কার্য্যে লিঙাদীনাং সম্বন্ধগ্রহ ইতি চেৎ, হন্ত, চৈত্য-বন্দনাদিবাক্যেষ্বপি স্বর্গকামাদিপদসম্বন্ধাদপূর্ব্ব-কার্য্যত্বপ্রসঙ্গঃ। তথা চ তেষামপ্যশক্যরচনত্বেনাপৌরুষেয়ত্বাপাতঃ। স্পষ্টদৃষ্টেন পৌরুষেয়ত্বেন তেষামপূর্ব্বার্থত্বপ্রতিষেধে বাক্যত্বাদিনা লিঙ্গেন বেদানামপি পৌরু-ষেয়ত্বমনুমিতমিত্যপূর্ব্বার্থতা ন স্যাৎ। অন্যতস্তু বাক্যত্বাদীনামনুমানাভাসত্বোপ-পাদনে কৃতমপূর্ব্বার্থত্বেনাত্র তদুপপাদকেন। উপপাদিতঞ্চাপৌরুষেয়ত্বমস্মাভি-র্ন্যায়কণিকায়াম্, ইহ তু বিস্তরভয়ান্নোক্তম্। তেনাপৌরুষেয়ত্বসিদ্ধেঃ ভূতার্থানামপি বেদান্তানাং ন সাপেক্ষতয়া প্রামাণ্যবিঘাতঃ। ন চানধিগতগন্তৃতা নাস্তি, যেন প্রামাণ্যং ন স্যাৎ। জীবস্য ব্রহ্মতায়া অন্যতোঽনধিগমাৎ। তদিদমুক্তং "ন চ পরিনিষ্ঠিতবস্তুস্বরূপত্বেঽপি" ইতি।

বাক্য যে, কেবল কর্ম্মকর্ত্তার স্বরূপ মাত্র বুঝাইয়া দেয়, (২) ব্রহ্মাত্মতা বোধ করায় না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহাও ত অবধারণ করা যায় না। কেন না, ব্রহ্মবিজ্ঞানের পর কর্তৃত্ববোধই থাকে না; ইহা "সে সময়ে কে কি দিয়া কি দেখিবে? কি শুনিবে? কি করিবে?" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতি-পাদিত হইয়াছে। [ন চ ··মানত্বাৎ] অপিচ, বাস্তবপক্ষে ব্রহ্মাত্মভাব সিদ্ধ থাকিলেও, তাহা প্রত্যক্ষগম্য নহে, অনুমানগম্যও নহে। তাহার হেতু এই যে, "তত্ত্বমসি" ও "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণেই উহা অবগত হওয়া যায় না। ৪

---

(২) অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্মকালে বা উপাসনাকালে অহংব্রহ্ম—আমিই ব্রহ্ম ইত্যাদি প্রকার ব্রহ্মভাবে পরিপূর্ণ হইয়া কর্ম্ম বা উপাসনা করিবেন, এতাবন্মাত্র উপদেশ করে।

যত্তু—হেয়োপাদেয়-রহিতত্বাদুপদেশানর্থক্যমিতি; নৈষ দোষঃ; হেয়োপাদেয়শূন্যব্রহ্মাত্মাবগমাদেব সর্ব্বক্লেশপ্রহাণাৎ পুরুষার্থসিদ্ধেঃ। দেবতাদিপ্রতিপাদনস্য তু স্ববাক্যগতোপাসনার্থ-

দ্বিতীয়ং পূর্ব্বপক্ষবীজং স্মারয়িত্বা দূষয়তি।—"যত্তু হেয়োপাদেয়রহিতত্বাৎ" ইতি। বিধ্যর্থাবগমাৎ খলু পারম্পর্য্যেণ পুরুষার্থপ্রতিলম্ভঃ; ইহ তু তত্ত্বমসীত্যব-গতিপর্য্যন্তাদ্বাক্যার্থজ্ঞানং বাহ্যানুষ্ঠানানপেক্ষাৎ সাক্ষাদেব পুরুষার্থপ্রতিলম্ভঃ—নায়ং সর্পঃ রজ্জুরিয়মিতি জ্ঞানাদিবেতি। সোঽয়মস্য বিধ্যর্থজ্ঞানাৎ প্রকর্ষঃ। এতদুক্তং ভবতি—দ্বিবিধং হীপ্সিতং পুরুষস্য—কিঞ্চিদপ্রাপ্তং গ্রামাদি, কিঞ্চিৎ পুনঃ প্রাপ্তমপি ভ্রমবশাদপ্রাপ্তমিত্যবগতং, যথা স্বগ্রীবাবনদ্ধং গ্রৈবেয়কম্। এবং জিহাসিতমপি দ্বিবিধম্।—কিঞ্চিদহীনং জিহাসতি, যথা বলয়িতচরণং ফণিনম্, কিঞ্চিৎ পুনর্হীনমেব জিহাসতি, যথা চরণাভরণে নূপুরে ফণিনমারোপিতম্। তত্রাপ্রাপ্তপ্রাপ্তৌ চাত্যক্তত্যাগে চ বাহ্যোপায়ানুষ্ঠানসাধ্যত্বাত্তদুপায়তত্ত্বজ্ঞানাদস্তি পরাচীনানুষ্ঠানাপেক্ষা; ন জাতু জ্ঞানমাত্রং বস্তুপনয়তি। ন সহস্রমপি রজ্জু-প্রত্যয়া বস্তুসন্তং ফণিনমন্যথয়িতুমীশতে। সমারোপিতে তু প্রেপ্সিত-জিহাসিতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারমাত্রেণ বাহ্যানুষ্ঠানানপেক্ষেণ শক্যেতে প্রাপ্তুমিব হাতুমিব সমারোপমাত্রজীবিতে হি তে; সমারোপিতঞ্চ তত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ সমূলঘাতমুপ-হন্তীতি। তথেহাপ্যবিদ্যাসমারোপিতজীবভাবে ব্রহ্মণ্যানন্দে বস্তুতঃ শোক-দুঃখাদিরহিতে সমারোপিতনিবন্ধনস্তদ্ভাবঃ তত্ত্বমসীতিবাক্যার্থতত্ত্বজ্ঞানাদবগতি-পর্য্যন্তান্নিবর্ত্ততে। তন্নিবৃত্তৌ প্রাপ্তমপ্যানন্দরূপমপ্রাপ্তমিব প্রাপ্তং ভবতি, ত্যক্তমপি শোকদুঃখাদি অত্যক্তমিব ত্যক্তং ভবতি। তদিদমুক্তং—"ব্রহ্মাত্মাবগমা-দেব"। জীবস্য সর্ব্বক্লেশস্য সবাসনস্য বিপর্য্যাসস্য। স হি ক্লিশ্নাতি জন্তূনতঃ ক্লেশঃ। তস্য প্রকর্ষেণ হানাৎ পুরুষার্থস্য দুঃখনিবৃত্তি-সুখাপ্তিলক্ষণস্য সিদ্ধে-রিতি। যত্তু আত্মেত্যেবোপাসীত, আত্মানমেব লোকমুপাসীত ইত্যুপাসনা-বাক্যগতদেবতাদিপ্রতিপাদনেনোপাসনাপরত্বং বেদান্তানামুক্তং, তদ্দূষয়তি—"দেবতাদিপ্রতিপাদনস্য তু" আত্মেত্যেতাবন্মাত্রস্য "স্ববাক্যগতোপাসনার্থত্বেঽপি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ"। যদি ন বিরোধঃ, সন্তু তর্হি বেদান্তা দেবতাপ্রতিপাদন

[যত্তু···সিদ্ধেঃ] পূর্ব্বে যে বলিয়াছ, ত্যাগের ও গ্রহণের অনুপদেশক বাক্য নিরর্থক—নিষ্প্রয়োজন; নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই পুরুষার্থশূন্য,—সে কথা সত্য; কিন্তু এস্থলে (আত্মবিজ্ঞানস্থলে) সেরূপ নৈরর্থক্যের সম্ভাবনা নাই; কেন-না, হেয়-উপাদেয়-শূন্য ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব জ্ঞানগোচর হইবামাত্রই পুরুষের সমস্ত ক্লেশ তিরো-হিত হইয়া যায়; সুতরাং তাহাতেই উহার পুরুষার্থও সিদ্ধ হয়। দেবতাদির স্বরূপ-বোধক বাক্যকে স্বপ্রকরণগত উপাসনাবিধির অঙ্গ বলিতে কোনই আপত্তি নাই; কিন্তু ব্রহ্মকে সেজন্য কর্ম্মাঙ্গ বলিতে বাধা আছে। ব্রহ্মকে উপাসনা-

ত্বেঽপি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। ন তু তথা ব্রহ্মণ উপাসনাবিধিশেষত্বং সম্ভবতি; একত্বে হেয়োপাদেয়শূন্যতয়া ক্রিয়াকারকাদিদ্বৈত-বিজ্ঞানোপমর্দ্দোপপত্তেঃ। ন হি ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানেনোন্মথিত-দ্বৈতবিজ্ঞানস্য পুনঃ সম্ভবোঽস্তি, যেনোপাসনাবিধিশেষত্বেন ব্রহ্ম প্রতিপদ্যেত। ৫

যদ্যপি অন্যত্র বেদবাক্যানাং বিধিসংস্পর্শমন্তরেণ প্রমাণত্বং ন দৃষ্টম্, তথাপ্যাত্মবিজ্ঞানস্য ফলপর্য্যন্তত্বাৎ ন তদ্বিষয়স্য শাস্ত্রস্য

দ্বারেণোপাসনাবিধিপরা এব ইত্যত আহ,—"ন তু তথা ব্রহ্মণ" ইতি। উপাস্যোপাসকোপাসনাদিভেদসিদ্ধ্যধীনোপাসনা ন নিরস্তসমস্তভেদপ্রপঞ্চে বেদান্তবেদ্যে ব্রহ্মণি সম্ভবতীতি নোপাসনাবিধিশেষত্বং বেদান্তানাং, তদ্বি-রোধিত্বাদিত্যর্থঃ। ৫

স্যাদেতৎ। যদি বিধিবিরহেঽপি বেদান্তানাং প্রামাণ্যং, হন্ত তর্হি, "সোঽ-রোদীৎ" ইত্যাদীনামপ্যস্তু স্বতন্ত্রাণামেবোপেক্ষণীয়ার্থানাং প্রামাণ্যম্। ন হি হানোপাদানবুদ্ধী এব প্রমাণস্য ফলে, উপেক্ষাবুদ্ধেরপি তৎফলত্বেন প্রামাণিকৈ-রভ্যুপেতত্বাদিতি কৃতং "বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" ইত্যাদিনিষেধবিধিপরত্বেনৈ-তেষামিত্যত আহ—"যদ্যপি" ইতি। স্বাধ্যায়বিধ্যধীনগ্রহণতয়া হি সর্ব্বো বেদরাশিঃ পুরুষার্থতন্ত্র ইত্যবগতম্। তত্রৈকেনাপি বর্ণেন নাপুরুষার্থেন ভবিতুং যুক্তং কিং পুনরিয়তা "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদিনা পদপ্রবন্ধেন। ন চ বেদান্তেভ্য

বিধির অঙ্গ বলাও সম্ভব হয় না, কারণ এই যে, হেয়-উপাদেয় সর্ব্ববিবর্জ্জিত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ক্রিয়া কারক কর্ত্তা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দ্বৈত ভাবই তিরোহিত হয় এবং উপাস্য-উপাসকাদি সর্ব্বপ্রকার ভেদ চলিয়া যায়। [ন হি…পদ্যেত] অপিচ, একবার ব্রহ্মাত্মবিষয়ক ঐক্যবিজ্ঞান দ্বারা দ্বৈত-বিজ্ঞান প্রনষ্ট হইলে কোনও কালে তাহার আর পুনরুদ্ভবের সম্ভাবনা থাকে না। থাকিলে অবশ্যই তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) উপাসনাবিধির অঙ্গ বলিতে পারা যায়। ৫

[যদ্যপি…খ্যাতুম্] যদিও অন্য স্থলে (কর্ম্মকাণ্ডোক্ত বেদবাক্যে) বিধি-স্পর্শ ব্যতিরেকে বাক্যপ্রামাণ্য থাকা দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ বিধিবাক্যের সহিত মিলাইয়া না লইলে সে সকল বাক্যের সার্থকতা থাকে না, কিন্তু তথাপি জ্ঞান-কাণ্ডোক্ত বেদবাক্যে অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বপ্রকাশক বেদান্তবাক্যে সেরূপ অপ্রামাণ্য সম্ভাবিত হয় নাই; প্রত্যুত প্রামাণ্যই দৃষ্ট হয়। আত্মবিজ্ঞান যখন ফলপর্য্যবসায়ী —আত্মজ্ঞান হইবামাত্রই যখন সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষফল হইতে দেখা যায়— তখন আর তদ্বিষয়ে স্বাধীন শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই, অথবা স্বার্থবৈফল্য হয়,

প্রামাণ্যং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুম্। ন চানুমানগম্যং শাস্ত্রপ্রামাণ্যং যেনান্যত্র দৃষ্টং নিদর্শনমপেক্ষেত। তস্মাৎ সিদ্ধং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বম্। ৬

অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে। যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম, তথাপি প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে,

---

ইব তদর্থাবগমমাত্রাদেব কশ্চিৎ পুরুষার্থ উপলভ্যতে, তেনৈষপদসন্দর্ভঃ সাকাঙ্ক্ষ এবাস্তে পুরুষার্থমুদীক্ষমাণঃ। "বর্হিষিঃ রজতং ন দেয়ম্" ইত্যয়মপি নিষেধবিধিঃ স্বনিষেধ্যস্য নিন্দামপেক্ষতে। ন হ্যন্যথা ততশ্চেতনঃ শক্যো নিবর্ত্তয়িতুম্। তদ্‌যদি দূরতোঽপি ন নিন্দামবাপ্স্যৎ, ততো নিষেধবিধিরেব রজতনিষেধে চ নিন্দায়াঞ্চ দর্ব্বিহোমবৎ সামর্থ্যদ্বয়মকল্পয়িষ্যৎ। তদেবমুক্তগুয়োঃ সোঽরোদীৎ ইতি চ "বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্" ইতি চ পদসন্দর্ভয়োর্লক্ষ্যমাণনিন্দাদ্বারেণ নষ্টাশ্ব-দগ্ধরথবৎ পরস্পরং সমন্বয়ঃ। ন ত্বেবং বেদান্তেষু পুরুষার্থাপেক্ষা, তদর্থাবগমাদেবানপেক্ষাৎ পরমপুরুষার্থলাভাদিত্যুক্তম্। নমু বিধ্যসংস্পর্শিনো বেদস্যাংশস্য ন প্রামাণ্যং দৃষ্টমিতি কথং বেদান্তানাং তদস্পৃশাং তত্ত্ববিষয়ীত্যত আহ— "ন চানুমানগম্য" মিতি। অবাধিতানধিগতাসন্দিগ্ধবোধজনকত্বং হি প্রমাণত্বং প্রমাণানাম্। তচ্চ স্বত ইত্যুপপাদিতম্। যদ্যপি চৈবামীদৃগ্বোধজনকত্বং কার্য্যার্থাপত্তিসমধিগম্যং, তথাপি তদ্বোধোপজননে মানান্তরং নাপেক্ষন্তে, নাপীমামেবার্থাপত্তিং, পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গাদিতি স্বত ইত্যুক্তম্। ঈদৃগ্বোধনজনকত্বঞ্চ কার্য্য ইব বিধীনাং, বেদান্তানাং ব্রহ্মণ্যস্তীতি দৃষ্টান্তানপেক্ষং তেষাং ব্রহ্মণি প্রামাণ্যং সিদ্ধং ভবতি। অন্যথা নেন্দ্রিয়ান্তরাণাং রূপপ্রকাশনং দৃষ্টমিতি চক্ষুরপি ন রূপং প্রকাশয়েদিতি প্রকৃতমুপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি। ৬

আচার্য্যদেশীয়ানাং মতমুত্থাপয়তি।—"অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্ত" ইতি।

অজ্ঞাতসঙ্গতিত্বেন শাস্ত্রত্বেনার্থবত্তয়া।
মননাদিপ্রতীত্যা চ কার্য্যার্থাৎ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ॥

এসকল কথা বলিতেই পার না। [ন চ…পেক্ষেত] অধিকন্তু শাস্ত্রের প্রামাণ্য অনুমানগম্য নহে, যে উদাহরণ প্রভৃতি দেখাইয়া বুঝাইতে হইবে। ফলপর্য্যবসায়ী শাস্ত্রের প্রামাণ্য ফলের দ্বারাই নিশ্চিত হয়; তাহাতে অনুমানাদির অপেক্ষা থাকে না। অতএব, ব্রহ্ম যে কেবলমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণক অর্থাৎ কেবলই শাস্ত্রবেদ্য, অনুমানগম্য নহেন, তাহা উক্ত প্রকার বিচার দ্বারা সুসিদ্ধ হইতেছে। ৬

[অত্র…তিষ্ঠন্তে] ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্বসম্বন্ধে অপর সম্প্রদায় (মীমাংসকগণ) এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন। যে, [যদ্যপি…সমর্প্যতে] যদিও ব্রহ্ম শাস্ত্ররূপ প্রমাণের প্রমেয় হন, হউন; কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র তাঁহাকে স্বতন্ত্ররূপে সমর্পণ বা প্রতিপাদন করে না। কর্ম্মবিধির অথবা উপাসনাবিধির

যথা যূপাহবনীয়াদীন্যলৌকিকান্যপি বিধিশেষতয়া শাস্ত্রেণ সমর্প্যন্তে, তদ্বৎ। কুত এতৎ? প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপ্রয়োজনত্বাৎ শাস্ত্রস্য। তথাহি, শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদামনুক্রমণম্—"দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনং নাম," "চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং

তথাহি, ন খলু বেদান্তাঃ সিদ্ধব্রহ্মরূপপরা ভবিতুমর্হন্তি, তত্রাবিদিতসঙ্গতিত্বাৎ। যত্র হি শব্দা লোকেন প্রযুজ্যন্তে, তত্র তেষাং সঙ্গতিগ্রহঃ। ন চাহেয়মনুপাদেয়ং রূপমাত্রং কশ্চিদ্বিবক্ষতি প্রেক্ষাবান্; তস্যাবুভুৎসিতত্বাৎ; অবুভুৎসিতাববোধনে চ প্রেক্ষাবত্তাবিঘাতাৎ। তস্মাৎ প্রতিপিৎসিতং প্রতিপিপাদয়িষন্নয়ং লোকঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুভূতমেবার্থং প্রতিপাদয়েৎ। কার্য্যঞ্চাবগতং তদ্ধেতুরিতি তদেব বোধয়েৎ। এবঞ্চ বৃদ্ধব্যবহারপ্রয়োগাৎ পদানাং কার্য্যপরতামবগচ্ছতি।

অঙ্গরূপেই তাঁহাকে সমর্পণ করে। [যথা⋯তদ্বৎ] যেমন যূপ ও আহবনীয় প্রভৃতি (৩) অলৌকিক পদার্থ সকল—অপ্রসিদ্ধ বা লোকের অজ্ঞাত বস্তুসকল বিধিশাস্ত্রের অঙ্গরূপ শাস্ত্রান্তরের দ্বারা সমর্পিত হয়—লোকের জ্ঞানগম্য হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপাসনাবিধির অথবা কর্ম্মবোধক বিধির অঙ্গভাবপ্রাপ্ত বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বারা সমর্পিত হন অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার জ্ঞানগোচর হন। [কুতএতৎ] এ কথা কোথা হইতে বলি? [প্রবৃত্তি ⋯শাস্ত্রস্য] এই জন্য বলি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই দুইএর অন্যতর পথে লইয়া যাওয়াই শাস্ত্রের প্রয়োজন। শাস্ত্র, হয় প্রবৃত্ত করাইবে, না হয় নিবৃত্ত করাইবে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ছাড়া কেবল জ্ঞান বা কেবলমাত্র বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাপন, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে।

[তথাহি⋯অনুক্রমণম্] শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতগণ ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন। [দৃষ্টোহি⋯ইতি চ] "ক্রিয়াবিষয়ক বোধ জন্মানই শাস্ত্রের অর্থ, (প্রধান উদ্দেশ্য), ইহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ শাস্ত্র কেবল ক্রিয়ারই উপদেশ করে, নিষ্ক্রিয়তার উপদেশ করে না।" (৪) "চোদনা কি? না, ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক

---

(৩) যূপ ও আহবনীয় প্রভৃতি নাম ও তৎপ্রতিপাদ্য বস্তু লোকব্যবহারের গোচর নহে, কিন্তু শাস্ত্রীয় ব্যবহারের গোচর, অর্থাৎ শাস্ত্র না পড়িলে ঐ সকল বস্তু জানা যায় না। শাস্ত্র ঐ সকল বস্তু কর্ম্মবিধির অঙ্গ বলিয়াই বলিয়াছেন, কর্ম্মাঙ্গ না হইলে শাস্ত্র উহা কদাচ বলিতেন না। কাজেই বলিতে হইতেছে, সিদ্ধবস্তু সকল বা প্রত্যক্ষানুমানযোগ্য পদার্থরাশি কর্ম্মাঙ্গ বলিয়াই উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে বিধি আছে, যূপে পশু বাঁধিবে। ইহাতে জানিবার আকাঙ্ক্ষা হয় যে যূপ কি? শাস্ত্রও তৎপূরণার্থে বলিয়াছেন, যূপ অষ্টাস্রীকৃত কাষ্ঠবিশেষ। এইরূপ ব্রহ্ম জানিবে বা আত্মাকে জানিবে, এতদ্রূপ বিধি উপাসনার্থ উক্ত হয়। তাহাতেও আকাঙ্ক্ষা হয়, যে, ব্রহ্ম কি? বেদান্ত তাহারই পূরণার্থ বলেন, "অহং ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

(৪) এ-টী মীমাংসাভাষ্যের কথা। কথাটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ, একমাত্র ধর্ম্মই বেদার্থ।

বচনং, তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ, তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ, আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্", ইতি চ।

তত্র কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎকার্য্যাভিধায়কং, কিঞ্চিৎ কার্য্যার্থ-স্বার্থাভিধায়কম্; ন তু, ভূতার্থপরতা পদানাম্। অপি চ, নরান্তরস্য ব্যুৎপন্নস্যার্থপ্রত্যয়মনুমায়, তস্য চ শব্দভাবাভাবানুবিধানমবগম্য, শব্দস্য তদ্বিষয়বোধকত্বং নিশ্চেতব্যম্। ন চ ভূতার্থরূপমাত্রপ্রত্যয়ে পরনরবর্ত্তিনি কিঞ্চিল্লিঙ্গমস্তি। কার্য্যপ্রত্যয়ে তু নরান্তরবর্ত্তিনি প্রবৃত্তিনিবৃত্তী স্তো হেতু—ইত্যজ্ঞাতসঙ্গতিত্বান্ন ব্রহ্মরূপপরা বেদান্তাঃ। অপি চ বেদান্তানাং বেদত্বাৎ শাস্ত্রত্বপ্রসিদ্ধিরস্তি; প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপরাণাঞ্চ সন্দর্ভাণাং শাস্ত্রত্বম্। যথাহুঃ—

প্রবৃত্তির্ব্বা নিবৃত্তির্ব্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে॥" ইতি।

তস্মাচ্ছাস্ত্রত্বপ্রসিদ্ধ্যা ব্যাহতমেষাং স্বরূপপরত্বম্। অপি চ, ন ব্রহ্মরূপপ্রতিপাদনপরাণামেষামর্থবত্ত্বং পশ্যামঃ। ন চ 'রজ্জুরিয়ং ন ভুজঙ্গঃ' ইতি যথাকথঞ্চিল্লক্ষণয়া বাক্যার্থতত্ত্বনিশ্চয়ে যথা ভয়কম্পাদিনিবৃত্তিঃ, এবং তত্ত্বমসীতিবাক্যার্থাবগমাৎ নিবৃত্তির্ভবতি সাংসারিকাণাং ধর্ম্মাণাম্; শ্রুতবাক্যার্থস্যাপি পুংসস্তেষাং তাদবস্থ্যাৎ। অপি চ, যদি শ্রুতব্রহ্মণো ভবতি সাংসারিকধর্ম্মনিবৃত্তিঃ, কস্মাৎ পুনঃ শ্রবণস্যোপরি মননাদয়ঃ শ্রূয়ন্তে? তস্মাৎ তেষাং বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাদপি ন ব্রহ্মস্বরূপপরা বেদান্তাঃ, কিন্তু আত্মপ্রতিপত্তিবিষয়কার্য্যপরাঃ। তচ্চ কার্য্যং স্বাত্মনি নিয়োজ্যং নিযুঞ্জানং নিয়োগ ইতি চ, মানান্তরাপূর্ব্বতয়া অপূর্ব্বমিতি চাখ্যায়তে। ন চ বিষয়ানুষ্ঠানং বিনা তৎসিদ্ধিরিতি স্বসিদ্ধ্যর্থং তদেব কার্য্যং স্ববিষয়স্য করণস্যাত্মজ্ঞানস্যানুষ্ঠানমাক্ষিপতি। যথা চ কার্য্যং স্ববিষয়াধীননিরূপণমিতি জ্ঞানেন বিষয়েণ নিরূপ্যতে এবং জ্ঞানমপি স্ববিষয়মাত্মানমন্তরেণ অশক্যনিরূপণমিতি তন্নিরূপণায় তাদৃশমাত্মানমাক্ষিপতি, তদেব কার্য্যম্। যথাহুঃ—'যত্তু, তৎসিদ্ধ্যর্থমুপাদীয়তে আক্ষিপ্যতে, তদপি বিধেয়মিতি তন্ত্রে ব্যবহার ইতি। বিধেয়তা চ নিয়োগবিষয়স্য জ্ঞানস্য ভাবার্থতয়া অনুষ্ঠেয়তা; তদ্বিষয়স্য ত্বাত্মনঃ স্বরূপসত্তা-

---

বাক্য।" (৫) "তাহার অর্থাৎ ক্রিয়ার বা ধর্ম্মের জ্ঞান জন্মানই উপদেশ। অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞাপক বিধিবাক্যই অপৌরুষেয় উপদেশ, অন্য সকল বাক্য অনুবাদ মাত্র। (৬) "সেই হেতু, প্রসিদ্ধার্থবোধক পদ সকলকে ক্রিয়াবোধক বিধিবাক্যের সহিত মিলিত করিয়া একযোগে উচ্চারণ ও অন্বয় করিতে হয়।"

---

(৫) এ-টী মীমাংসাভাষ্যের কথা। জৈমিনি মুনি ধর্ম্মলক্ষণ বলিয়াছেন, সেই লক্ষণে চোদনা-শব্দ আছে, শবরস্বামী তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, চোদনা ও চোদক বাক্য একই কথা। ধর্ম্মপ্রবৃত্তিজনক বেদবাক্য, বিধিবাক্য, চোদক বাক্য বা চোদনা, এ সকল সমানার্থক শব্দ। অভিপ্রায় এই যে, যে বাক্যে ক্রিয়াজ্ঞান হয় না, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে না, সে বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ অগ্রাহ্য। (৬) এ-টী জৈমিনি মুনির কথা।

অতঃ পুরুষং ক্বচিদ্বিষয়বিশেষে প্রবর্ত্তয়ৎ কুতশ্চিদ্বিষয়বিশেষা-ন্নিবর্ত্তয়চ্চার্থবচ্ছাস্ত্রম্; তচ্ছেষতয়া চান্যদপ্যুপযুক্তম্, তৎসামান্যা-দ্বেদান্তানামপি তথৈবার্থবত্ত্বং স্যাৎ। সতি চ বিধিপরত্বে, যথা

বিনিশ্চিতিঃ, আরোপিততত্ত্বাবস্য তত্ত্বস্য নিরূপকত্বে তেন তন্নিরূপিতং ন স্যাৎ। তস্মাৎ তাদৃগাত্মপ্রতিপত্তিবিধিপরেভ্যো বেদান্তেভ্যস্তাদৃগাত্মবিনিশ্চয়ঃ। তদেতৎ-সর্ব্বমাহ—"যদ্যপি" ইতি। বিধিপরেভ্যোঽপি বস্তুতত্ত্ববিনিশ্চয় ইত্যত্র নিদর্শন-মুক্তং—"যথা যূপ" ইতি। যূপে পশুং বধ্নাতীতি বন্ধনায় বিনিযুক্তে যূপে তস্যা-লৌকিকত্বাৎ, 'কোঽসৌ, যূপঃ' ইত্যপেক্ষিতে "খাদিরোযূপোভবতি, যূপং তক্ষতি, যূপমষ্টাস্রীকরোতি" ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈস্তক্ষণাদিবিধিপরৈরপি সংস্কারাবিষ্টং বিশিষ্ট-সংস্থানং দারু যূপ ইতি গম্যতে। এবমাহবনীয়াদয়োঽপ্যবগন্তব্যাঃ। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিপরস্য শাস্ত্রত্বং, ন স্বরূপপরস্য, কার্য্য এব সম্বন্ধো ন স্বরূপে-ইতি হেতুদ্বয়ং ভাষ্যবাক্যেনোপপাদিতম্ "প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপ্রয়োজনত্বাৎ" ইত্যাদিনা "তৎ-সামান্যাদ্বেদান্তানামপি তথৈবার্থবত্ত্বং স্যাৎ" ইত্যন্তেন। ন চ স্বতন্ত্রং কার্য্যং-নিযোজ্যমধিকারিণমনুষ্ঠাতারমন্তরেণেতি নিযোজ্যভেদমাহ—"সতি চ বিধিপরত্বে" ইতি। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি সিদ্ধবদর্থবাদাবগতস্যাপি ব্রহ্মভবনস্য নিযোজ্যবিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং ব্রহ্মবুভূষোর্নিযোজ্যবিশেষস্য রাত্রিসত্রন্যায়েন প্রতি-লম্ভঃ। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞন্যায়েন তু স্বর্গকামস্য নিযোজ্যস্য কল্পনায়ামর্থবাদস্যাসম-

---

(৭) "যখন ক্রিয়াই আম্নায়ের অর্থাৎ বেদের অর্থ, তখন ইহাও স্বীকার্য্য যে, যাহা ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, তাহার অর্থ তাহা নহে, অর্থাৎ তাহার যথাশ্রুত আক্ষরিক অর্থ ত্যাগ করিয়া তাৎপর্য্যার্থই গ্রহণ করিতে হয়।" (৮)

[অতঃ···স্যাৎ] শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ আচার্য্যগণের অভিপ্রায়ে যখন, অধি-কারি-পুরুষকে বিষয়বিশেষে প্রবৃত্ত করায়, অথবা বিষয়-বিশেষ হইতে নিবৃত্ত করায় শাস্ত্রের সার্থকতা স্থির হইয়াছে, তখন ইহাও স্থির হইয়াছে যে, বিধি-নিষেধ লইয়াই শাস্ত্র, অন্য সকল তাহার অঙ্গ বা পরিপোষক মাত্র। অপিচ, কর্ম্ম-কাণ্ডও শাস্ত্র আর জ্ঞানকাণ্ডও শাস্ত্র; সুতরাং কর্ম্মশাস্ত্রের দৃষ্টান্তে জ্ঞানকাণ্ড বেদান্তশাস্ত্রের অর্থও ঐরূপেই নির্ণয় করা উচিত, অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রকেও বিধিপর বলা উচিত। [সতি চ···যুক্তম্] বেদান্তশাস্ত্রও যদি বিধিপর হয়, তাহা হইলে,

---

(৭) এ-টীও মীমাংসাশাস্ত্রের সূত্র। এ সূত্রটীর সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, বেদে যে সকল সিদ্ধবস্তু অভিহিত হইয়াছে, সে সমস্তই ক্রিয়াঙ্গ এবং ক্রিয়ার জন্যই সে সকলের উল্লেখ হইয়াছে, সুতরাং সে সকল অনুবাদমাত্র, মুখ্য উপদেশ বা অজ্ঞাতজ্ঞাপক বাক্য নহে।

(৮) এ-টীও জৈমিনী সূত্রের কথা।

স্বর্গাদিকামস্যাগ্নিহোত্রাদিসাধনং বিধীয়তে, এবমমৃতত্বকামস্য ব্রহ্মজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি যুক্তম্ । ৭

নন্বিহ জিজ্ঞাস্যবৈলক্ষণ্যমুক্তং, কর্ম্মকাণ্ডে ভব্যোধর্ম্মোজিজ্ঞাস্যঃ, ইহ তু ভূতং নিত্যনির্ব্বৃত্তং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যমিতি। অত্র ধর্ম্মজ্ঞান-ফলাদনুষ্ঠানাপেক্ষাদ্বিলক্ষণং ব্রহ্মজ্ঞানফলং ভবিতুমর্হতি। নার্হ-ত্যেবং ভবিতুং, কার্য্যবিধিপ্রযুক্তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্য-মানত্বাৎ। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ", "য আত্মাপহতপাপ্মা, সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" "আত্মেত্যেবোপাসীত",

---

বেতার্থতয়া অত্যন্তপরোক্ষা বৃত্তিঃ স্যাদিতি। ব্রহ্মভাবশ্চামৃতত্বমিতি "অমৃতত্ব-কামস্য" ইত্যুক্তম্। অমৃতত্বং চামৃতত্বাদেব, ন কৃতকত্বেন শক্যমনিত্যমনুমাতুম্; আগমবিরোধাদিতি ভাবঃ। ৭

উক্তেন ধর্ম্মব্রহ্মজ্ঞানয়োর্বৈলক্ষণ্যেন বিধ্যবিষয়ত্বং চোদয়তি—"নন্বু" ইতি। পরিহরতি।—"নার্হত্যেবম্" ইতি। অত্র চাত্মদর্শনং ন বিধেয়ম্। তদ্ধি দৃশেরুপ-লব্ধিবচনত্বাৎ শ্রাবণং বা স্যাৎ প্রত্যক্ষং বা। তত্র শ্রাবণং ন বিধেয়ং, স্বাধ্যায়-

---

কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্বর্গকামী অধিকারিপুরুষের উদ্দেশে তৎসাধনীভূত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিহিত আছে, বেদান্তশাস্ত্রেও তেমনই মোক্ষকামী পুরুষের উদ্দেশে ব্রহ্ম-জ্ঞান বিহিত হইয়াছে, একথা বলাই যুক্তিসঙ্গত হয়। ৭

[নন্বিহ…মর্হতি] যদি বল, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছ, যে, উত্তর কাণ্ডের (জ্ঞান-কাণ্ডের) জিজ্ঞাস্য বিষয় পৃথক্ ;—কর্ম্মকাণ্ডের জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম, আর জ্ঞানকাণ্ডের জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম, তাহা নিত্যসিদ্ধ; সুতরাং জিজ্ঞাস্যভেদ ও ফলভেদ থাকায় কর্ম্মকাণ্ড হইতে এ কাণ্ডের নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে, অতএব উক্ত উভয় কাণ্ডের সিদ্ধান্তও পৃথক্ হওয়াই উচিত অর্থাৎ অনুষ্ঠানসাপেক্ষ ধর্ম্ম-ফল হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল ভিন্ন বা পৃথক্ হওয়াই উচিত। আমরা বলি, [নার্হত্যেবং…ভবিতুং] এই প্রকার হইতে পারে না। কেন-না, বেদান্ত-শাস্ত্রেও ক্রিয়াবিধির অঙ্গরূপেই—ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে—উপাসনা-ক্রিয়ার কর্ম্মরূপেই ব্রহ্মকে বুঝায়, স্বতন্ত্র ভাবে নহে। যথা—"আত্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান উৎপাদন করিবে।" "আত্মা নিষ্পাপ, তিনিই অন্বেষণীয়।" "তাঁহাকেই জানিবে।" "আত্মাই ব্রহ্ম",—এইরূপে উপাসনা করিবে। আত্মাকেই, লোক, গন্তব্য রূপে উপাসনা করিবে।" "ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম হয়।" (৯) এই সকল বিধান বা বিধিবাক্য আছে

---

(৯) অভিপ্রায় এই যে, "করিবে" প্রভৃতি কথার দ্বারা কর্ত্তব্যতা ও ক্রিয়াপ্রতীতি হয়, সুতরাং ব্রহ্মও তাহার আশ্রয় বা অবলম্বনরূপে বুদ্ধিগোচর হন।

"আত্মানমেব লোকমুপাসীত", "ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি"; ইত্যাদিষু হি বিধানেষু সৎস্থ কোঽসাবাত্মা কিং তদ্ ব্রহ্মেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎস্বরূপসমর্পণেন সর্ব্বে বেদান্তা উপযুক্তাঃ—নিত্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগতো নিত্যতৃপ্তোনিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবো বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যেবমাদয়ঃ। তদুপাসনাচ্চ শাস্ত্রদৃষ্টোঽদৃষ্টো মোক্ষঃ ফলং ভবিষ্যতি। কর্ত্তব্যবিধ্যননুপ্রবেশে তু বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ সপ্তদ্বীপা বসুমতী, রাজাঽসৌ গচ্ছতীত্যাদিবাক্যবদ্ বেদান্তবাক্যানামানর্থক্যমেব স্যাৎ। ননু

বিধিনৈবাস্য প্রাপিতত্বাৎ, কর্ম্মশ্রবণবৎ। নাপি লৌকিকং প্রত্যক্ষং, তস্য নৈসর্গিকত্বাৎ। ন চৌপনিষদাত্মবিষয়ং ভাবনাধেয়বৈশদ্যং বিধেয়ং, তস্যোপাসনাবিধানাদেব বাজিনবদনুনিষ্পাদিতত্বাৎ। তস্মাদৌপনিষদাত্মোপাসনা অমৃতত্বকামং নিযোজ্যং

বলিয়া জানিতে ইচ্ছা হয় যে, আত্মা কি? ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম কিংস্বরূপ? এতদ্বিধ আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পরে, তাঁহার স্বরূপবোধক বাক্যসকল সেই আকাঙ্ক্ষার প্রপূরণ করিয়া চরিতার্থ হয়। যথা—ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। তিনি বিজ্ঞানঘন ও আনন্দঘন। এইরূপ যত বাক্য আছে, সমস্তই মূলবিধিসমুত্থাপ্য আকাঙ্ক্ষার প্রপূরণার্থে সেই সেই পদার্থের স্বরূপ সমর্পণ করে মাত্র, অন্য কিছু করে না। [তদু···ভবিষ্যতি] তাঁহার উপাসনা করিলে বা ঐরূপে উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত অলৌকিক মোক্ষফল লব্ধ হয়। [কর্ত্তব্য··· স্যাৎ] এ শাস্ত্রে যদি বিধির অনুপ্রবেশ না থাকে—ক্রিয়াসংস্রব না থাকে—ব্রহ্ম যদি উপাসনা ক্রিয়ার অঙ্গ (অবলম্বন) না হন,—তাহা হইলে কেবলমাত্র বস্তু উপদেশের ফল কি? যে কথা বা যে উপদেশ শুনিলে কোনরূপ ত্যাগবুদ্ধি অথবা গ্রহণবুদ্ধি না হয়, সে কথা বা সে উপদেশ অবশ্যই ব্যর্থ। 'পৃথিবী সপ্তদ্বীপা' এবং 'রাজা যাইতেছেন', এইরূপ কথা বলিবার প্রয়োজন কি? ঐরূপ কথা শুনিলে বা বলিলে কোনও ফল হয় না। ঐ উক্তি যেমন নিষ্ফল, কর্ত্তব্যতাজ্ঞানের অনুৎপাদক, বিধিসংস্রব-রহিত "ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদি বাক্যও তদ্রূপ নিষ্ফল বা নিষ্প্রয়োজনীয়। (১০)

[ননু বস্তু···বস্তুং স্যাৎ] যদি বল, কেবলমাত্র বস্তু উপদেশ করিলেও—

---

(১০) এ সকল কথায় সার সিদ্ধান্ত এই যে, সিদ্ধবস্তু সকল ক্রিয়াবিশেষের অঙ্গ বা আশ্রয়রূপে অনূদিত হয়, স্বতন্ত্র ভাবে উপদিষ্ট হয় না। ব্রহ্ম যখন সিদ্ধ বস্তু,—তখন এ শাস্ত্রে তিনি অবশ্যই উপাসনাক্রিয়ার অঙ্গ বা আলম্বনরূপে গৃহীত হইয়াছেন, এবং তদ্রূপ উপাসনারও মোক্ষফল জন্মিয়া থাকে।

বস্তুমাত্রকথনেঽপি 'রজ্জুরিয়ং, নাঽয়ং সর্পঃ' ইত্যাদৌ ভ্রান্তিজনিতভীতিনিবর্ত্তনেনার্থবত্ত্বং দৃষ্টং, তথেহাপ্যসংসার্য্যাত্মবস্তুকথনেন সংসারিত্বভ্রান্তিনিবর্ত্তনেনার্থবত্ত্বং স্যাৎ। স্যাদেতদেবম্, যদি রজ্জুস্বরূপশ্রবণ ইব সর্পভ্রান্তিঃ, সংসারিত্বভ্রান্তির্ব্রহ্মস্বরূপশ্রবণমাত্রেণ নিবর্ত্তেত, ন তু নিবর্ত্ততে। শ্রুতব্রহ্মণোঽপি যথাপূর্ব্বং সুখদুঃখাদিসংসারধর্ম্মদর্শনাৎ, "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইতি চ শ্রবণোত্তরকালয়োর্ম্মননিদিধ্যাসনয়োর্দ্দর্শনাৎ। তস্মাৎ প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়ৈব শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যমিতি। ৮

প্রতি বিধীয়তে। দ্রষ্টব্য ইত্যাদয়স্তু বিধিসরূপাঃ, ন বিধয় ইতি। তদিদমুক্তং "তদুপাসনাচ্চ" ইতি। অর্থবত্তয়া মননাদিপ্রতীত্যা চেত্যস্য শেষঃ প্রপঞ্চো নিগদব্যাখ্যাতঃ। ৮

উপদিষ্টবাক্যে কর্ত্তব্যতাজ্ঞান না জন্মিলেও—রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্তে আত্মবোধক বাক্যসমুদয়ের সাফল্য বা অর্থবত্তা হইতে পারে; যেমন "ইহা সর্প নহে, রজ্জু" এতন্মাত্র উপদেশের (বাক্যের) দ্বারা ভ্রান্তিজনিত ভয়কম্পাদি নিবৃত্ত হওয়ায় "ইহা সর্প নহে, রজ্জু" এই বাক্যের সার্থক্য হয়; তদ্রূপ, সংসারাতীত আত্মবস্তুর বোধক বেদান্তবাক্যের দ্বারাও আত্মার সংসারিত্বভ্রম বিদূরিত হওয়ায় তদ্বাক্যের সার্থক্য থাকিবে। [স্যাদেতদেবং···দর্শনাৎ], এ কথা বলিতে পারিতে, যদি রজ্জুস্বরূপ শ্রবণের পর সর্পভ্রান্তিনিবৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বশ্রবণের পরই সংসারিত্বভ্রম নিবৃত্ত হইত। দেখিতেছি, শতবার ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলেও লোকের সংসারিত্বভ্রম যায় না, এবং পূর্ব্বের ন্যায় সুখদুঃখাদি সংসারধর্ম্মও থাকে। অপি চ, [শ্রোতব্যো···গন্তব্যম্] শাস্ত্রেও শ্রবণের পর মননের ও নিদিধ্যাসনের বিধান আছে। এই সকল কারণে ব্রহ্ম জ্ঞানবিধির বা উপাসনাবিধির অঙ্গরূপে গৃহীত এবং ঐরূপেই তিনি শাস্ত্রপ্রমাণে প্রমিত ইহা স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য (১১)। ৮

---

(১১) অর্থাৎ শাস্ত্র ঐরূপেই ব্রহ্মসমর্পণ করেন। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার কথা এই যে, দ্রব্য ও দেবতা যেমন ক্রিয়াবিধির অঙ্গ, ব্রহ্মও তেমনি জ্ঞানবিধির বা উপাসনা-বিধির অঙ্গ। স্বর্গ যেমন ক্রিয়াসাধ্য, তদ্রূপ মুক্তিও ক্রিয়াসাধ্য। ক্রিয়াযোগ ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় না।

অত্রাভিধীয়তে, ন, কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলয়োর্বৈলক্ষণ্যাৎ। শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ধর্ম্মাখ্যং, যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা "অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইতি সূত্রিতা।

তদেকদেশিমতং দূষয়তি—"অত্রাভিধীয়তে"—"ন" একদেশিমতম্, কুতঃ? "কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলয়োর্বৈলক্ষণ্যাৎ"। পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মফলে সুখদুঃখে, তত্র মনুষ্যলোকমারভ্য আব্রহ্মলোকাৎ সুখস্য তারতম্যমধিকোৎকর্ষঃ। এবং মনুষ্যলোকমারভ্য দুঃখতারতম্যমা চাবীচিলোকাৎ। তচ্চ সর্ব্বং কার্য্যঞ্চ বিনাশি চ। আত্যন্তিকং ত্বশরীরত্বমনতিশয়ং স্বভাবসিদ্ধতয়া নিত্যমকার্য্যমাত্মজ্ঞানস্য ফলম্। তদ্ধি ফলমিব ফলম্; অবিদ্যাপনয়মাত্রেণাবির্ভাবাৎ। এতদুক্তং ভবতি—ত্বয়াপ্যুপাসনাবিধিপরত্বং বেদান্তানামভ্যুপগচ্ছতা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধত্বাদিরূপব্রহ্মাত্মতা জীবস্য স্বাভাবিকী বেদান্তগম্যাস্থীয়তে। সা চোপাসনাবিষয়স্য বিধের্ন ফলং, নিত্যত্বাদকার্য্যত্বাৎ। নাপ্যবিদ্যাপিধানাপনয়ঃ। তস্য স্ববিরোধিবিদ্যোদয়াদেব ভাবাৎ। নাপি বিদ্যোদয়ঃ। তস্যাপি শ্রবণমননপূর্ব্বকোপাসনাজনিতসংস্কারসচিবাদেব চেতসো ভাবাৎ। উপাসনাসংস্কারবদুপাসনাপূর্ব্বমপি চেতঃ সহকারীতি চেৎ; ন। দৃষ্টঞ্চ খলু নৈয়োগিকং ফলমৈহিকমপি, যথা চিত্রাকারীর্য্যাদিনিয়োগানামনিয়তনিয়তফলানাম্। গান্ধর্ব্বশাস্ত্রোপাসনাবাসনায়া ইবাপূর্ব্বানপেক্ষায়াঃ ষড়্জাদিসাক্ষাৎকারে বেদান্তার্থোপাসনাবাসনায়া জীবব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকারেঽনপেক্ষায়া এব সামর্থ্যাৎ। তথা চামৃতীভাবং প্রত্যহেতুত্বাদুপাসনাপূর্ব্বস্য, নামৃতত্বকামস্তৎকার্য্যমববোদ্ধুমর্হতি; অন্যদিচ্ছত্যন্যৎ করোতীতি হি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন চ তৎকামঃ ক্রিয়ামেব কার্য্যমবগমিষ্যতি নাপূর্ব্বমিতি সাম্প্রতম্। তস্যা মানান্তরাদেব তৎসাধনত্বপ্রতীতের্ব্বিধের্বৈয়র্থ্যাৎ। ন চাবঘাতাদিবিধিতুল্যতা। তত্রাপি নিয়মাপূর্ব্বস্যান্যতোঽনবগতেঃ। ন চ ব্রহ্মভূয়াদন্যদমৃতত্বমার্থবাদিকং

[অত্রাভিধীয়তে] এ সম্বন্ধে অর্থাৎ এই সকল কথার প্রত্যুত্তরার্থ আমরা এক্ষণে এইরূপ বলিব।—[ন…লক্ষণ্যাৎ] আমরা বলিব, না—ওরূপ নহে। (১২) অর্থাৎ মুক্তি বিধিজন্য নহে; তাহা আত্মার স্বরূপ; সুতরাং সিদ্ধ,—সাধ্য নহে। এ কথা কেন বলি? না, কর্ম্মফলের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানফলের অত্যন্ত ভিন্নতা আছে। [শারীরং…মনুশ্রূয়তে] কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম বা ক্রিয়াসমূহ শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ধর্ম্ম-নামে প্রসিদ্ধ। সেই ধর্ম্মনামক ক্রিয়াসমূহের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য জৈমিনি "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্র রচনা

---

(১২) অর্থাৎ মীমাংসকগণের ঐ সকল কথা অর্থাৎ ঐরূপ নির্ণয় (শাস্ত্রে মোক্ষকামী পুরুষের উদ্দেশে জ্ঞান বা গুণের বিধান হইয়াছে; তাহারই অবলম্বনের জন্য ব্রহ্ম বস্তু উপদিষ্ট হইয়াছে) এইরূপ এইরূপ কথা সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত নহে।

অধর্ম্মোঽপি হিংসাদিঃ প্রতিষেধচোদনালক্ষণত্বাৎ জিজ্ঞাস্যঃ, পরিহারায়। তয়োশ্চোদনালক্ষণয়োরর্থানর্থয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলে প্রত্যক্ষে সুখদুঃখে শরীরবাঙ্মনোভিরেবোপভুজ্যমানে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্যে ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তেষু প্রসিদ্ধে। মনুষ্যত্বাদারভ্য ব্রহ্মান্তেষু দেহবৎসু সুখতারতম্যমনুশ্রূয়তে। ৯

কিঞ্চিদস্তি, যেন তৎকাম উপাসনায়ামধিক্রিয়তে। বিশ্বজিন্ন্যায়েন তু স্বর্গকল্পনায়াং সাতিশয়ত্বং ক্ষয়িত্বঞ্চেতি ন নিত্যফলত্বমুপাসনায়াঃ। তস্মাদ্ব্রহ্মভূয়স্যাবিদ্যাপিধানাপনয়মাত্রেণাবির্ভাবাৎ, অবিদ্যাপনয়স্য চ বেদান্তার্থবিজ্ঞানাদবগতিপর্য্যন্তাদেব সম্ভবাৎ, উপাসনায়াঃ সংস্কারহেতুভাবস্য, সংস্কারস্য চ সাক্ষাৎকারোপজননে, মনঃসাচিব্যস্য চ মানান্তরসিদ্ধত্বাৎ, আত্মেত্যেবোপাসীতেতি ন বিধিঃ, অপি তু বিধিসরূপোঽয়ম্। যথোপাংশুযাজবাক্যে।" "বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্যঃ" ইত্যাদয়োবিধিসরূপাঃ, ন বিধয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

শ্রুতিস্মৃতিন্যায়সিদ্ধমিত্যুক্তং, তত্র শ্রুতিং দর্শয়তি—"তথা চ শ্রুতি" রিতি। ন্যায়মাহ—"অতএব" ইতি। যৎ কিল স্বাভাবিকং, তন্নিত্যং, যথা চৈতন্যং; স্বাভাবিকঞ্চেদং, তস্মান্নিত্যম্।

পরে হি দ্বয়ীং নিত্যতামাহুঃ,—কূটস্থনিত্যতাং পরিণামিনিত্যতাঞ্চ। তত্র নিত্যমিত্যুক্তে মা ভূদস্য পরিণামিনিত্যতেত্যত আহ তত্র কিঞ্চিৎ ইতি পরিণামিনিত্যতা হি ন পারমার্থিকী। তথাহি—"তৎ সর্ব্বাত্মনা বা পরিণমেৎ" একদেশেন বা। সর্ব্বাত্মনা পরিণামে কথং ন তত্ত্বব্যাহতিঃ? একদেশপরিণামে বা স একদেশস্ততো ভিন্নো বাঽভিন্নো বা। ভিন্নশ্চেৎ, কথং

করিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ সূত্রের জিজ্ঞাস্য বা বিচার্য্য বিষয় যে, ধর্ম্ম, তাহা কায়িক বাচিক বা মানসিক ক্রিয়াবিশেষ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও জিজ্ঞাস্য এবং তাহাও ঐ সূত্রে সূত্রিত হইয়াছে; কারণ ধর্ম্ম যেমন গ্রহণের জন্য বিচার্য্য, অধর্ম্মও তেমনই পরিহারের জন্য (ছাড়াইবার জন্য) বিচার্য্য। ধর্ম্ম যাগ দান প্রভৃতি ক্রিয়া-বিধান, ইহাতে যেমন ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, তেমনই হিংসাদি অধর্ম্মও নিষেধ অনুসারে নির্ণীত হয়; সুতরাং শাস্ত্রের নিয়োগ (কর, বা করিও না এতদ্রূপ অনুমতি) উভয়েরই লক্ষণ, ইহা উক্ত সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিয়োগলক্ষণে লক্ষিত, উক্ত অর্থ ও অনর্থ নামক ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল হইয়াছে সুখ ও দুঃখ। সেই সুখ দুঃখ ফল সর্ব্বজীবেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কেন-না, শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা উহার ভোগ হয়, এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ দ্বারা উহার জন্ম বা আবির্ভাব হইয়া থাকে। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত জীবেই এ দ্বিবিধ ফল (সুখ ও দুঃখ) সুপরিচিত এবং শাস্ত্রেও শুনা যায় যে, ব্যক্তি-ভেদে ঐ উভয় প্রকার ফলেরই (সুখ দুঃখেরই) তারতম্য আছে।

ততশ্চ তদ্ধেতোর্ধর্ম্মস্য তারতম্যং গম্যতে। ধর্ম্মতারতম্যা-দধিকারিতারতম্যম্। প্রসিদ্ধঞ্চার্থিত্বসামর্থ্যাদিকৃতমধিকারিত্বতার-তম্যম্। তথা চ যাগাদ্যনুষ্ঠায়িনামেব বিদ্যাসমাধিবিশেষাদুত্তরেণ পথা গমনম্। কেবলৈরিষ্টাপূর্ত্তদত্তসাধনৈর্ধূমাদিক্রমেণ দক্ষিণেন পথা গমনম্। তত্রাপি সুখতারতম্যং তৎসাধনতারতম্যঞ্চ শাস্ত্রাৎ "যাবৎসম্পাতমুষিত্বা" ইত্যস্মাৎ গম্যতে। তথা মনুষ্যাদিষু নারকি-

---

তস্য পরিণামঃ? ন হ্যন্যস্মিন্ পরিণমমানেঽন্যঃ পরিণমতে, অতিপ্রসঙ্গাৎ। অভেদে বা কথং ন সর্ব্বাত্মনা পরিণামঃ? ভিন্নাভিন্নং তদিতি চেৎ; তথাহি—তদেব কারণাত্মনা অভিন্নং, ভিন্নঞ্চ কার্য্যাত্মতা,—কটকাদয় ইবা-ভিন্না হাটকাত্মনা, ভিন্নাশ্চ কটকাদ্যাত্মনা। ন চ ভেদাভেদয়োর্ব্বিরোধান্নৈ-কত্র সমবায় ইতি যুক্তম্; বিরুদ্ধমিতি নঃ ক্ব সম্প্রত্যয়ঃ, যৎ প্রমাণবিপর্য্যয়েণ বর্ত্ততে। যত্তু যথা প্রমাণেনাবগম্যতে, তস্য তথাভাব এব। কুণ্ডলমিদং সুবর্ণমিতি সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ে ব্যক্তং ভেদাভেদৌ চকাস্তঃ। তথাহি আত্যন্তিকেঽভেদে অন্যতরস্য দ্বিরবভাসপ্রসঙ্গঃ; ভেদে চাত্যন্তিকে ন সামানাধিকরণ্যং, গবাশ্ববৎ। আধারাধেয়ভাবে একাশ্রয়ত্বে বা ন সামানাধিকরণ্যম্; ন হি ভবতি কুণ্ডং বদরমিতি। নাপ্যেকাসনস্থয়োশ্চৈত্রমৈত্রয়োশ্চৈত্রো মৈত্র ইতি। সোঽয়মবাধিতোঽসন্দিগ্ধঃ সর্ব্বজনীনঃ সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয় এব কার্য্যকার-ণয়োর্ভেদাভেদৌ ব্যবস্থাপয়তি। তথা চ কার্য্যাণাং কারণাত্মত্বাৎ, কারণস্য চ সদ্রূপস্য সর্ব্বত্রানুগমাৎ, সদ্রূপেণাভেদঃ কার্য্যস্য জগতঃ, ভেদঃ কার্য্যরূপেণ গোঘটাদিনেতি। যথাহুঃ—

কার্য্যরূপেণ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা।
হেমাত্মনা যথাভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥ ইতি।

অত্রোচ্যতে। কঃ পুনরয়ং ভেদো নাম, যঃ সহাভেদেনৈকত্র ভবেৎ। পরস্পরাভাব ইতি চেৎ, কিময়ং কার্য্যকারণয়োঃ কটকহাটকয়োরস্তি ন বা। ন চেৎ, একত্বমেবাস্তি, ন চ ভেদঃ। অস্তি চেৎ'ভেদ এব, নাভেদঃ। ন চ ভাবা-ভাবয়োরবিরোধঃ সহাবস্থানাসম্ভবাৎ। সম্ভবে বা কটকবর্দ্ধমানকয়োরপি তত্ত্বেনাভেদপ্রসঙ্গঃ, ভেদস্যাভেদাবিরোধাৎ। অপি চ, কটকস্য হাটকাদভেদে যথা হাটকাত্মনা কটকমুকুটকুণ্ডলাদয়ো ন ভিদ্যন্তে, এবং কটকাত্মনাপি ন ভিদ্যেরন্, কটকস্য হাটকাদভেদাৎ। তথা চ হাটকমেব বস্তু সৎ, ন কটকা-

---

[ততশ্চ···তারতম্যম্] সুখের তারতম্য (অল্লাধিক্য) থাকায় তাহার মূল-কারণ ধর্ম্মেরও তারতম্য এবং ধর্ম্মের তারতম্য থাকায় তদুপার্জ্জক কর্ম্মী পুরুষেরও অধিকারের তারতম্য অনুমিত হয়। আর অর্থিত্ব ও সামর্থ্য প্রভৃতি তারতম্যা-

স্থাবরান্তেষু সুখলবশ্চোদনালক্ষণধর্ম্মসাধ্য এবেতি গম্যতে তারতম্যেন বর্ত্তমানঃ। তথোর্দ্ধ্বংগতেষ্বধোগতেষু চ দেহবৎসু দুঃখতারতম্যদর্শনাৎ তদ্ধেতোরধর্ম্মস্য প্রতিষেধচোদনালক্ষণস্য তদনুষ্ঠায়িনাঞ্চ তারতম্যং গম্যতে। এবমবিদ্যাদিদোষবতাং ধর্ম্মাধর্ম্মতারতম্যনিমিত্তং শরীরোপাদানপূর্ব্বকং সুখদুঃখতারতম্যমনিত্যং

দয়ঃ, ভেদস্যাপ্রতিভাসনাৎ। অথ হাটকত্বেনৈবাভেদো ন কটকত্বেন, তেন তু ভেদ এব কুণ্ডলাদেঃ। যদি হাটকাদভিন্নঃ কটকঃ, কথময়ং কুণ্ডলাদিষু নানুবর্ত্ততে। নানুবর্ত্ততে চেৎ; কথং হাটকাদভিন্নঃ কটকঃ। যে হি যস্মিন্ননুবর্ত্তমানে ব্যাবর্ত্তন্তে, তে ততো ভিন্না এব, যথা সূত্রাৎ কুসুমভেদাঃ। নানুবর্ত্তন্তে চানুবর্ত্তমানেঽপি হাটকত্বে কুণ্ডলাদয়ঃ। তস্মাৎ তেঽপি হাটকাদ্ভিন্না এবেতি। সত্তানুবৃত্ত্যা চ সর্ব্ববস্ত্বনুগমে ইদমিহ নেদমিদমস্মান্নেদমিদমিদানীং নেদমিদমেবং নেদমিতি বিভাগো ন স্যাৎ। কস্যচিৎ ক্বচিৎ কদাচিৎ কথঞ্চিদ্বিবেকহেতোরভাবাৎ। অপিচ, দূরাৎ কনকমিত্যবগতে, ন তস্য কুণ্ডলাদয়ো বিশেষা জিজ্ঞাস্যেরন্, কনকাদভেদাত্তেষাং; তস্য চ জ্ঞাতত্বাৎ। অথ ভেদোঽপ্যস্তি কনকাৎ কুণ্ডলাদীনামিতি কনকাবগমেঽপ্যজ্ঞাতাস্তে। নন্বভেদোঽপ্যস্তীতি কিং ন জ্ঞাতাঃ, প্রত্যুত জ্ঞানমেব তেষাং যুক্তং, কারণাভাবে হি কার্য্যাভাব ঔৎসর্গিকঃ। স চ কারণসত্তয়াঽপোদ্যতে। অস্তি চাভেদে কারণসত্তেতি কনকে জ্ঞাতে জ্ঞাতা এব কুণ্ডলাদয় ইতি তজ্জিজ্ঞাসাজ্ঞানানি চানর্থকানি স্যুঃ। তেন যস্মিন্ গৃহ্যমাণে যন্ন গৃহ্যতে, তত্ততো-

---

নুসারেই যে, অধিকারের প্রভেদ হয়, তাহা প্রসিদ্ধ। (১৩) [তথাচ··· প্রসিদ্ধং] যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক বা উপাসনা সহকারে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে, ঐ উপাসনার—চিত্তস্থৈর্য্যরূপ সমাধির প্রভাবে তাহারা উত্তরমার্গে গমন করে। (১৪) আর যাহারা কেবল ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত কর্ম্ম করে, তাহারা ধূমাদিক্রমে দক্ষিণমার্গে

---

(১৩) সুখ দুঃখ সকলের সমান নহে, কামনাও সমান নহে। সকলে সকল ফল পায় না, সকলে সকল কার্য্যে ক্ষমবান্‌ও হয় না, চিত্ত ও সুখসাধক দ্রব্যও সকলের সমান থাকে না। আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও সকলে সকল বিষয় উপার্জ্জন করিতে পারে না। ইহা দেখিয়া নিশ্চয় হয়, অধিকারী বা ধর্ম্ম করিবার লোক একরূপ নহে এবং তাহাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মও একরূপ হয় না। সুখ দুঃখের তারতম্যই তম্মূলকার ধর্ম্মাধর্ম্মতারতম্যের অনুমাপক, ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য থাকাই তাহার অনুষ্ঠাতৃ পুরুষের তারতম্য বা প্রভেদ থাকার অনুমাপক। ফলিতার্থ এই যে, ধর্ম্ম একরূপ নহে, এবং সকলেই সকল ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় না।

(১৪) উত্তরমার্গ=দেবযান-পথ বা ক্রমমুক্তিস্থান। প্রথমে সৌরতেজঃপ্রাপ্তি, তৎপরে সূর্য্যলোকে গতি, তথা হইতে ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মলোকে ভোগান্তে মুক্তি। এইরূপ-ক্রম-গতির নাম বিভিন্ন অতিবাহিক পুরুষের সাহায্যে ক্রমমুক্তিস্থানলাভ, উত্তরমার্গগতি ও দেবযান গতি একই।

সংসাররূপং শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি" ইতি যথাবর্ণিতং সংসাররূপমনুবদতি। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" ইতি প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতিষেধাচ্চোদনালক্ষণধর্ম্মকার্য্যত্বং মোক্ষাখ্যস্যাশরীরত্বস্য প্রতিষিধ্যত ইতি গম্যতে।

ভিদ্যতে। যথা করভে গৃহ্যমাণেঽগৃহ্যমাণো রাসভঃ করভাৎ। গৃহ্যমাণে চ দূরতো হেম্নি, ন গৃহ্যন্তে তস্য ভেদাঃ কুণ্ডলাদয়ঃ, তস্মাত্তে হেম্নো ভিদ্যন্তে। কথং তর্হি হেমকুণ্ডলমিতি সামানাধিকরণ্যমিতি চেৎ, ন হ্যাধারাধেয়ভাবে সমানাশ্রয়ত্বে বা সামানাধিকরণ্যমিত্যুক্তম্। অথানুবৃত্তিব্যাবৃত্তিব্যবস্থা চ হেম্নি জ্ঞাতে কুণ্ডলাদিজিজ্ঞাসা চ কথম্। ন খল্বভেদ ঐকান্তিকেঽনৈকান্তিকে চৈতদুভয়মুপপদ্যতে ইত্যুক্তম্। তস্মাদ্ভেদাভেদয়োরন্যতরস্মিন্নবহেয়েঽভেদোপাদানৈব ভেদকল্পনা, ন ভেদোপাদানা অভেদকল্পনেতি যুক্তম্। ভিদ্য-

---

চন্দ্রাদিলোকে গমন করে। (১৫) সেই সেই প্রাপ্য লোকের সুখ ও তৎপ্রাপক কর্ম্মসমূহ যে, অত্যন্ত তারতম্যবিশিষ্ট, ইহা "যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা" ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়। (সর্ব্বত্রই সুখের উৎকর্ষাপকর্ষ আছে; সুতরাং তৎপ্রাপক কর্ম্মেরও তারতম্য আছে)। মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চ জীব অধম নারকী জীব ও অত্যন্ত অধম স্থাবর জীব, সকলেই উক্ত ক্রমে অর্থাৎ অল্লাধিকপ্রকারে কিছু না কিছু সুখ অনুভব করিয়া থাকে, এবং তাহাদের সে সুখ বা সেরূপ সুখভোগ বৈধকর্ম্মের (ধর্ম্মের) ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কি ঊর্দ্ধলোকবাসী, কি মধ্যলোকবাসী, কি অধোলোকবাসী, সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণ দুঃখ আছে, পরন্তু তাহাদের সে দুঃখ বা তদ্রূপ দুঃখভোগ নিষেধবিধিগম্য অধর্ম্মের (হিংসাদির) ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সিদ্ধান্ত হইল যে, সুখ দুঃখের প্রভেদ থাকায় কথিত প্রকারে অবিদ্যাদি (১৬) দোষদূষিত দেহধারী জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য বা প্রভেদ থাকাতেই তাহাদের দেহ-গ্রহণনিবন্ধন সুখ-দুঃখের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ঈদৃশ

---

(১৫) অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যনিষ্ঠা, বেদাভ্যাস, অতিথিসৎকার, বলিকর্ম্ম বা সর্ব্বভূতের ও দেবতার উদ্দেশে অন্ন দান,—এই সকল কর্ম্ম "ইষ্ট" নামে বিখ্যাত। সর্ব্বভূতের উপকারার্থ বাপী, কূপ, তড়াগ ও পুষ্করিণী খনন, দেবালয়াদিপ্রতিষ্ঠা, অন্নসত্র বা ধর্ম্মশালা স্থাপন, উপবন স্থাপন বা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা,—এই সকল কর্ম্মের নাম "পূর্ত্ত"। অভয়দান বা শরণাগত রক্ষা, হিংসাত্যাগ, যজ্ঞাদি উপলক্ষ্য ব্যতিরেকে ধন দান,—এ সকল "দত্তকর্ম্ম" নামে খ্যাত। এ সকল কার্য্যে জ্ঞানের, সমাধির বা উপাসনার যোগ নাই; তজ্জন্য এতৎকর্ম্মকারীরা দক্ষিণমার্গে গমন করে অর্থাৎ চন্দ্রাদিলোকে বা স্বর্গলোকে গমন করে। স্বর্গলোকগতির ক্রম এই গ্রন্থের অন্যস্থানে লিখিত হইবে। স্বর্গলোকগামীরা ভোগান্তে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আইসে, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিযুক্তি উভয় প্রমাণেই প্রমাণিত হয়।

(১৬) অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ প্রভৃতি।

ধর্ম্মকার্য্যত্বে হি প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শনপ্রতিষেধো নোপপদ্যতে। অশরীরত্বমেব ধর্ম্মকার্য্যমিতি চেৎ, ন, তস্য স্বাভাবিকত্বাৎ।

"অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥"

"অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। অত এবানুষ্ঠেয়ফলবিলক্ষণং মোক্ষাখ্যমশরীরত্বং নিত্যমিতি সিদ্ধম্।

তত্র কিঞ্চিৎ পরিণামি নিত্যং স্যাৎ, যথা যস্মিন্ বিক্রিয়-

মানতন্ত্রত্বাদ্ভেদস্য। ভিদ্যমানানাঞ্চ প্রত্যেকমেকত্বাৎ, একাভাবে চানাশ্রয়স্য ভেদস্যাযোগাৎ, একস্য চ ভেদানধীনত্বাৎ, নায়ময়মিতি চ ভেদগ্রহস্য প্রতিযোগি-গ্রহসাপেক্ষত্বাৎ একত্বগ্রহস্য চান্যানপেক্ষত্বাদভেদোপাদানৈবানির্ব্বচনীয়ভেদকল্পনেতি সাম্প্রতম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি। তস্মাৎ কূটস্থ-নিত্যতৈব পারমার্থিকী, ন পরিণামিনিত্যতেতি সিদ্ধম্। "ব্যোমবৎ" ইতি চ দৃষ্টান্তঃ

বিচিত্র সুখ-দুঃখ সমন্বিত সংসারই শ্রুতি-স্মৃতি-ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত। [তথাহি···অনুবদতি] শ্রুতি এই যে, "শরীরাভিমানী আত্মা প্রিয় অপ্রিয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না।" ইত্যাদি শ্রুতিবচন পূর্ব্ববর্ণিত সংসারেরই স্বরূপ অনুবাদ করিতেছেন। [অশরীরং··গম্যতে] পক্ষান্তরে জীব অশরীর হইলে পর, তাহাকে প্রিয় ও অপ্রিয়, পুণ্য ও পাপ, সুখ অথবা দুঃখ, এ সকল স্পর্শ করে না।" এই শ্রুতিতে অশরীর আত্মায় প্রিয়াপ্রিয়স্পর্শ-নিষেধ থাকায় স্থির হইতেছে যে, মোক্ষনামক অশরীর ভাব চোদনালক্ষণ ধর্ম্মের (বিধিবোধিত কর্ম্মের) কার্য্য বা উৎপাদ্য নহে।

[ধর্ম্ম··নোপপদ্যতে] অশরীরে অর্থাৎ মোক্ষে ধর্ম্মকার্য্যতা আছে, বলিলে, পূর্ব্বোক্ত প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শনিষেধ—পুণ্য পাপ না থাকার কথা—অযুক্ত ও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। [অশরীরত্ব · শ্রুতিভ্যঃ] যদি বল, অশরীরত্বই ধর্ম্মের কার্য্য বা ফল—ধর্ম্মের দ্বারাই অশরীরতা (মোক্ষ) জন্মে,—তাহাও বলিতে পার না। কেন-না, তাহা (অশরীরত্ব) স্বাভাবিক বা স্বতঃসিদ্ধ। তাহা জন্মে না, সর্ব্বদা বা সর্ব্বকালেই তাহা আছে। এ সিদ্ধান্ত—"ধীর ব্যক্তি অনিত্য অস্থির বহু দেহে অবস্থিত এক, নিত্য, মহান্ পরম বিভু অশরীর আত্মাকে (আপনাকে) মনন করিয়া—মনের দ্বারা অবগত হইয়া—শোকশূন্য বা শোকোপলক্ষিত-সংসারশূন্য হন।" "অপ্রাণ, অমন ও শুভ্র অর্থাৎ পুণ্যপাপের অতীত!" "এই পুরুষ বা আত্মা অসঙ্গস্বভাব অর্থাৎ পাপপুণ্যে অলিপ্ত।" ইত্যাদি বহু শ্রুতির দ্বারা লব্ধ হয়। [অতএব···সিদ্ধম্] প্রদর্শিত শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, মোক্ষনামক আত্যন্তিক অশরীরত্ব স্বতঃসিদ্ধ—তাহা সর্ব্বদা বা সর্ব্বকালই

মাণেঽপি তদেবেদমিতি বুদ্ধির্ন বিহন্যতে; যথা পৃথিব্যাদি জগন্নিত্যত্ববাদিনাম্; যথা চ সাংখ্যানাং গুণাঃ। ইদন্তু পারমার্থিকং কূটস্থং নিত্যং ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতং নিত্যতৃপ্তং নিরবয়বং স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবং, যত্র ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সহ কার্য্যেণ কালত্রয়ঞ্চ নোপাবর্ত্ততে, তদশরীরং মোক্ষাখ্যম্। "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অতস্তদ্‌ব্রহ্ম, যস্যেয়ং জিজ্ঞাসা প্রস্তুতা। তদ্‌যদি কর্ত্তব্যশেষত্বেনোপ-

পরসিদ্ধঃ; অস্মন্মতে তস্যাপি কার্য্যত্বেনানিত্যত্বাৎ। অত্র চ "কূটস্থনিত্যম্" ইতি নির্ব্বর্ত্ত্যকর্ম্মতামপাকরোতি; "সর্ব্বব্যাপি" ইতি প্রাপ্যকর্ম্মতাম্; "সর্ব্ববিক্রিয়া-রহিতম্" ইতি বিকার্য্যকর্ম্মতাম্, "নিরবয়বম্" ইতি সংস্কার্য্যকর্ম্মতাম্। ব্রীহীণাং খলু প্রোক্ষণেন সংস্কারাখ্যোঽংশো যথা জন্যতে, নৈবং ব্রহ্মণি কশ্চিদংশঃ ক্রিয়াধেয়োঽস্তি, অনবয়বত্বাৎ, অনংশত্বাদিত্যর্থঃ। পুরুষার্থতামাহ—"নিত্যতৃপ্তম্" ইতি। তৃপ্ত্যা দুঃখরহিতং সুখমুপলক্ষয়তি। ক্ষুদ্দুঃখনিবৃত্তিসহিতং হি সুখং তৃপ্তিঃ। সুখং চাপ্রতীয়মানং ন পুরুষার্থ ইত্যত আহ—"স্বয়ংজ্যোতিঃ" ইতি। তদেবং স্বমতেন মোক্ষাখ্যং ফলং নিত্যং শ্রুত্যাদিভিরুপপাদ্য ক্রিয়ানিষ্পাদ্যস্য তু মোক্ষস্যানিত্যত্বং প্রসঞ্জয়তি—"তদ্‌যদি" ইতি। ন চাগমবাধঃ। আগমস্যোক্তেন প্রকারেণোপপত্তেঃ।

আছে (১৭)—তজ্জন্য তাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের ফল বা উৎপাদ্য নহে—কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফল হইতে তাহা অত্যন্ত ভিন্ন।

[তত্র···শ্রুতিভ্যঃ] নিত্য দ্বিবিধ,—এক পরিণামী নিত্য, অপর কূটস্থ নিত্য। বিকৃত হইলেও—অন্যভাব প্রাপ্ত হইলেও, যাহাতে "ইহা সেই বস্তুই" এতদ্রূপ বুদ্ধি থাকে, তাহা পরিণামী নিত্য। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি ও জগন্নিত্যতাবাদীর জগৎ, উভয়ই পরিণামিনিত্য। (পরিণামি পদার্থের নিত্যতা, প্রত্যভিজ্ঞাকল্পিত অর্থাৎ সাদৃশ্য-মূলক ভ্রম, সুতরাং সে নিত্যতা প্রকৃত বা পারমার্থিক নিত্যতা নহে)। (১৮) মোক্ষ-নামক অশরীরত্ব সেরূপ নিত্য নহে; অশরীরত্ব আত্মার স্বরূপ ও কূটস্থ-নিত্য। (কূটস্থ নিত্য ও নির্ব্বিকার-নিত্য সমান কথা)। তাহার হেতু এই যে, ইনি আকাশের ন্যায় বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বপ্রকার-বিকার-রহিত—নিত্যতৃপ্ত—নিরবয়ব

(১৭) সিদ্ধ থাকিলেও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাবেই কিছু ভ্রম প্রমাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। একবার জানিতে পারিলেই সমস্ত ভ্রম বিদূরিত হইয়া যায়।

(১৮) প্রত্যভিজ্ঞা=দৃষ্ট পদার্থে 'সোঽহং' জ্ঞান। ইহা স্মৃতি জ্ঞানের সদৃশ। পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষকরণের নাম প্রত্যভিজ্ঞা, অনুপস্থিত থাকিলে স্মৃতি।

দিশ্যতে, তেন চ কর্ত্তব্যেন সাধ্যশ্চেন্মোক্ষোঽভ্যুপগম্যতে, অনিত্য এব স্যাৎ। তত্রৈবং সতি যথোক্তকর্ম্মফলেষ্বেব তারতম্যাবস্থিতেষ্বনিত্যেষু কশ্চিদতিশয়ো মোক্ষ ইতি প্রসজ্যেত। নিত্যশ্চ মোক্ষঃ সর্ব্বৈর্মোক্ষবাদিভিরভ্যুপগম্যতে; অতো ন কর্ত্তব্যশেষত্বেন ব্রহ্মোপদেশো যুক্তঃ।

অপি চ, "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি", "অভয়ং বৈ জনক! প্রাপ্তোঽসি" তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ, "তত্র কো মোহঃ

অপি চ, জ্ঞানজন্যাপূর্ব্বজনিতো মোক্ষো নৈয়োগিক ইত্যস্যার্থস্য সন্তি ভূয়স্যঃ শ্রুতয়ো নিবারিকা ইত্যাহ—"অপি চ ব্রহ্ম বেদ" ইতি। অবিদ্যাদ্বয়প্রতিবন্ধাপনয়মাত্রেণ চ বিদ্যায়া মোক্ষসাধনত্বং, ন স্বতঃ অপূর্ব্বোৎপাদেন চেত্যত্রাপি শ্রুতিমুদাহরতি—"ত্বং হি নঃ পিতা" ইতি। ন কেবলমস্মিন্নর্থে শ্রুত্যাদয়ঃ, অপি তু অক্ষপাদাচার্য্যসূত্রমপি ন্যায়মূলমস্তীত্যাহ—"তথা চাচার্য্যপ্রণীতম্"—ইতি। আচার্য্যশ্চোক্তলক্ষণঃ পুরাণে—

'আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন চোচ্যতে'॥ ইতি।

এবং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাব অর্থাৎ স্বাধীন প্রকাশস্বরূপ; সুতরাং ইহাতে কোনও কালে ধর্ম্মাধর্ম্ম এতদুভয়ের কার্য্য সম্ভাবিত হয় না। তাহাই মোক্ষ নামক অশরীরত্ব—যাহা শ্রুতিতে "ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, কার্য্যাতীত, অকার্য্যাতীত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানপদার্থাতীত" ইত্যাদিপ্রকারে অভিহিত হইয়াছে। [অতঃ…স্যাৎ] ঐ সকল হেতুতে নির্ণীত হয় যে, তাহাই ব্রহ্ম—যদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা বা বিচার এ শাস্ত্রে প্রক্রান্ত হইয়াছে। সেই জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম যদি শ্রুতিতে ক্রিয়াঙ্গরূপে উপদিষ্ট হইয়া থাকেন, এবং মোক্ষ যদি সেই ক্রিয়ার সাধ্য বা উৎপাদ্য ফল হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মোক্ষ অনিত্য। [তত্রৈবং…প্রসজ্যেত] ব্রহ্ম ক্রিয়াঙ্গ, মোক্ষ তাহার (সেই ক্রিয়া) উৎপাদ্য, এই কথার দ্বারা ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে, অল্পাধিকভাবে ব্যবস্থিত অনিত্য কর্ম্মফলের মধ্যেই মোক্ষ এক প্রকার (উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলমাত্র)। [নিত্যশ্চ…ভ্যুপগম্যতে] অথচ মোক্ষবাদী মাত্রেই মোক্ষকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, কেহই জন্য বলিয়া জানেন না। [অতো…যুক্তঃ] তদনুসারে ইহাই বলা উচিত যে, ব্রহ্ম ক্রিয়াবিধির অঙ্গ নহেন এবং শাস্ত্রেও তিনি ক্রিয়াঙ্গরূপে উপদিষ্ট হন নাই।

কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ” ইত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিদ্যানন্তরং মোক্ষং দর্শয়ন্ত্যো মধ্যে তৎকর্ত্তৃকং কার্য্যান্তরং বারয়ন্তি। তথা, “তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ” ইতি ব্রহ্মদর্শন-সর্ব্বাত্মভাবয়োর্ম্মধ্যে কর্ত্তব্যান্তর-

---

তেন হি প্রণীতং সূত্রং—“দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ” ইতি। পাঠাপেক্ষয়া কারণমুত্তরং, কার্য্যঞ্চ পূর্ব্বং। কারণাপায়ে কার্য্যাপায়ঃ, কফাপায় ইব কফোদ্ভবস্য জ্বরস্যাপায়ঃ। জন্মাপায়ে দুঃখাপায়ঃ, প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপায়ঃ, দোষাপায়ে প্রবৃত্ত্যপায়ঃ, মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষাপায়ঃ। মিথ্যাজ্ঞানং চাবিদ্যা, রাগাদ্যুপজননক্রমেণ দৃষ্টেনৈব সংসারস্য পরমং নিদানম্। সা চ তত্ত্বজ্ঞানেন ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেনাবগতিপর্য্যন্তেন বিরোধিনা নিবর্ত্ত্যতে। ততোঽবিদ্যানিবৃত্ত্যা ব্রহ্মরূপাবির্ভাবো মোক্ষঃ ; ন তু বিদ্যাকার্য্যঃ, তজ্জনিতাপূর্ব্বকার্য্যো বেতি সূত্রার্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানাপায় ইত্যেতাবন্মাত্রেণ সূত্রোপন্যাসঃ ; ন ত্বক্ষপাদসম্মতং তত্ত্বজ্ঞানমিহ সম্মতম্। তদনেনাচার্য্যান্তরসংবাদেনায়মর্থো দৃঢ়ীকৃতঃ। স্যাদেতৎ। নৈকত্ববিজ্ঞানং স্থিতবস্তুবিষয়ম্, যেন মিথ্যাজ্ঞানং ভেদাবভাসং নিবর্ত্তয়ন্ ন বিধিবিষয়ো ভবেৎ, অপিতু সম্পদাদিরূপম্। তথা চ বিধেঃ প্রাগপ্রাপ্তং পুরুষেচ্ছয়া কর্ত্তব্যং সৎ বিধিগোচরো ভবিষ্যতি। যথা বৃত্ত্যনন্তত্বেন মনসো বিশ্বদেবসাম্যাৎ বিশ্বান্ দেবান্ মনসি সম্পাদ্য মন আলম্বনমবিদ্যমানসমং কৃত্বা প্রাধান্যেন সম্পাদ্যানাং বিশ্বেষামেব দেবানামনুচিন্তনম্, তেন চানন্তলোকপ্রাপ্তিঃ। এবং চিদ্রূপসাম্যাজ্জীবস্য ব্রহ্মরূপতাং সম্পাদ্য জীবমালম্বনমবিদ্যমানসমং কৃত্বা প্রাধান্যেন ব্রহ্মানুচিন্তনম্, তেন চামৃতত্বফলপ্রাপ্তিঃ। অধ্যাসে ত্বালম্বনস্যৈব প্রাধান্যেনারোপিততদ্ভাবস্যানুচিন্তনম্, যথা “মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত” “আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ” এবং জীবমব্রহ্ম ব্রহ্মেত্যুপাসীতেতি। ক্রিয়াবিশেষযোগাদ্বা। যথা “বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ। প্রাণো বাব সম্বর্গঃ”।

[অপি…বারয়ন্তি] আরও দেখ, “ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম হন।” “পরাবর পরমাত্মার দর্শন পাইলে সমস্ত কর্ম্মফল (পুণ্যপাপ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।” “ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইলে কিছু হইতেই ভয় থাকে না।” “হে জনক! তুমি অভয় পদ পাইয়াছ।” “তিনি আপনাকে ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি সর্ব্বময় হইয়াছিলেন।” “মোক্ষকালে বা স্বরূপাবস্থানকালে একত্বদর্শীর আবার শোক-মোহ কি? অর্থাৎ তৎকালে সুখদুঃখ কিছুই থাকে না।” এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানের পর মোক্ষ হয়, এবং জ্ঞান ও মোক্ষের মধ্যবর্ত্তী তাহার কার্য্যান্তর থাকে না, এই তত্ত্বই ব্যক্ত করিতেছে। [তথা…গম্যতে] এতদ্ভিন্ন, ব্রহ্মজ্ঞান ও সার্ব্বাত্ম্যপ্রাপ্তির মধ্যে কার্য্যান্তর না থাকায় “বামদেব ঋষি আত্মসাক্ষাৎকারের পর বুঝিয়াছিলেন, আমিই মনু, এবং আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম”, ইত্যাদি অন্যান্য

বারণায়োদাহার্য্যম্ ; যথা তিষ্ঠন্ গায়তীতি তিষ্ঠতি-গায়ত্যোর্ম্মধ্যে তৎকর্ত্তৃকং কার্য্যান্তরং নাস্তীতি গম্যতে। "ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি, শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি, সোঽহং ভগবঃ শোচামি, তম্মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারন্তারয়ত্বিতি। তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ" ইতি চৈবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ো মোক্ষপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিমাত্রমেবাত্মজ্ঞানস্য ফলং দর্শয়ন্তি। তথা চাচার্য্যপ্রণীতং ন্যায়োপবৃংহিতং সূত্রম্—"দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্ত-

---

বাহ্যা খলু বায়ুদেবতা বহ্ন্যাদীন্ সংবৃংক্তে। মহাপ্রলয়সময়ে হি বায়ুর্ব্বহ্ন্যাদীন্ সংবৃজ্য সংহৃত্যাত্মনি স্থাপয়তি। যথাহ দ্রবিড়াচার্য্যঃ—"সংহরণাদ্বা সংবরণাদ্বা স্বাত্মীভাবাদ্বা বায়ুঃ সংবর্গ" ইতি। অধ্যাত্মঞ্চ প্রাণঃ সংবর্গ ইতি। স হি সর্ব্বাণি বাগাদীনি সংবৃংক্তে। প্রয়াণকালে হি স এব সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি সংগৃহ্যোৎক্রামতীতি। সেয়ং সংবর্গদৃষ্টির্ব্বায়ৌ প্রাণে চ দশাশাগতং জগদ্দর্শয়তি যথা, এবং জীবাত্মনি বৃংহণক্রিয়য়া ব্রহ্মদৃষ্টিরমৃতত্বায় ফলায় কল্পত ইতি। তদেতেষু ত্রিষপি পক্ষেষ্বাত্মদর্শনোপাসনাদয়ঃ প্রধানকর্ম্মাণ্যপূর্ব্ববিষয়ত্বাৎ স্তুতশস্ত্রবৎ। আত্মা তু দ্রব্যং কর্ম্মণি গুণভূত ইতি সংস্কারো বাত্মনো দর্শনং বিধীয়তে। যথা দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে পত্ন্যবেক্ষিতমাজ্যং ভবতীতি সমাম্নাতং, প্রকরণিনা চ গৃহীতমুপাংশুযাগাঙ্গভূতাজ্যদ্রব্যসংস্কারতয়াবেক্ষণং গুণকর্ম্ম বিধীয়তে, এবং কর্ত্তৃত্বেন ক্রত্বঙ্গভূতে আত্মনি

শ্রুতিও উদাহরণ পক্ষে দিতে হইবে। যেমন 'দাঁড়াইয়া গান করিতেছে' বলিলে স্থিতি ক্রিয়া ও গান, এই দু'এর মধ্যে কার্য্যান্তরের অভাব বা কার্য্যান্তর না থাকা বুঝা যায়, ইহাও সেইরূপ। [ত্বং হি···দর্শয়ন্তি] অপিচ, "তুমিই আমাদের পিতা; যে তুমি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপার দর্শন করাইতেছ।" "হে ভগবন্, আমি ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছি, আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। হে ঐশ্বর্য্যশালিন্, আমি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত; আমাকে আপনি শোক হইতে উত্তীর্ণ করুন। ভগবান্ সনৎকুমার, সেই মৃদিত-কষায় অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণকে অজ্ঞানের পর পার দেখাইলেন।" এই সকল শ্রুতি কেবলমাত্র মুক্তিপ্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়াই আত্মজ্ঞানের ফল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (ফলিতার্থ এই যে, আত্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিনামক কোন পদার্থ জন্মে না। মুক্তি নিত্যই আছে, অজ্ঞানে কেবল তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; আত্মজ্ঞান সেই আবরণ বিদূরিত করিয়া দেয়; মুক্তি তখন আপনা আপনি প্রকাশ পায়)। [তথাচ ··ভবতি] এ কথা অক্ষপাদ আচার্য্যের (গৌতমের) যুক্তিপূর্ণ সূত্রেও আছে। যথা—"দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞান, এ

রোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ” ইতি। মিথ্যাজ্ঞানাপায়শ্চ ব্রহ্মাত্মৈক্যবিজ্ঞানাদ্ভবতি।

ন চেদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সম্পদ্রূপং, যথা, “অনন্তং বৈ মনোঽনন্তা বৈ বিশ্বেদেবাঃ অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি” ইতি। ন চাধ্যাসরূপং, যথা, “মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত”, “আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ” ইতি মন-আদিত্যাদিষু ব্রহ্মদৃষ্ট্যধ্যাসঃ। নাপি

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইতি দর্শনং গুণকর্ম্ম বিধীয়তে। ‘যৈস্তু দ্রব্যং চিকীর্ষ্যতে, গুণস্তত্র প্রতীয়তে’ ইতি ন্যায়াৎ। ১২

অত আহ—“ন চেদং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্” ইতি। কুতঃ, “সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানে” ইতি। দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণে হি সমাম্নাতমাজ্যাবেক্ষণং তদঙ্গভূতাজ্যসংস্কার ইতি যুজ্যতে। ন চ “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি কস্যচিৎ

সকল উত্তরোত্তরক্রমে বিনষ্ট হইলেই অপবর্গ (মোক্ষ) হয়। (১৯) মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইবার একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান।

[ন চেদং…জয়তি] ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান,—“মনের বৃত্তি অনন্ত, বিশ্বদেবতাও অনন্ত, সুতরাং বিশ্বদেবতাই মন” এরূপ সম্পৎ উপাসনা (২০) নহে। [ন চা… ধ্যাসঃ] অধ্যাস জ্ঞানও নহে। “মনঃই ব্রহ্ম, এইরূপে উপাসনা করিবেক।” “আদিত্যই ব্রহ্ম, এই উপদেশ আছে”, ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন মনে ও আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি অর্পণ করিবার ব্যবস্থা আছে, জীব-ব্রহ্মস্থলে সেরূপ নহে। (২১) [নাপি…রূপম্] ঐ জ্ঞান ক্রিয়াসাম্যঘটিত ধ্যানরূপীও নহে। “বায়ু সংবরণ

---

(১৯) আমি মানব, আমি সুন্দর, ইত্যাদি মিথ্যাজ্ঞান বিদূরিত হইলে তন্মূলক রাগ দ্বেষাদি দোষ নষ্ট হয়। দ্বেষের অভাব হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির পরিক্ষয় হয়; প্রবৃত্তিবিনাশ হইলে পুনর্জন্ম বা শরীরসম্বন্ধ হয় না; শরীরসম্বন্ধ উচ্ছেদ হইলেই দুঃখভোগ উপশান্ত হয়। দুঃখধ্বংস ও মোক্ষ একই কথা।

(২০) যৎকিঞ্চিৎ সাম্য বা সাদৃশ্য দৃষ্টে কোন এক উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বস্তুর অভেদ-চিন্তা সুস্থির হইলে তাহা সম্পৎ জ্ঞান ও সম্পদ্ উপাসনা নামে অভিহিত হয়। মনোবৃত্তি অসংখ্য, বিশ্বদেব দেবতাও অসংখ্য, অতএব অসংখ্যতারূপ সাদৃশ্য লইয়া মনকে বিশ্বদেব-দেবতা-জ্ঞান করা সম্পৎ জ্ঞান। এরূপ উপাসনার ফলাধিক্য আছে। জীব ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ,—ইহা সেরূপ উপাসনা অর্থাৎ চেতনাসাদৃশ্য লইয়া সম্পৎ-উপাসনা, ইহা বলিতে পারা যায় না।

(২১) মনই ব্রহ্ম, সূর্য্যই ব্রহ্ম, এতদ্রূপ অনুধ্যানের নাম প্রতীক-উপাসনা ও অধ্যাসরূপিণী উপাসনা। পূর্ব্বোক্ত সম্পৎ-উপাসনার সহিত এ উপাসনার (প্রতীক উপাসনার) প্রভেদ এই যে, সম্পৎ-উপাসনায় ধ্যানের আলম্বন তিরস্কৃত ও অপ্রধান থাকে; কিন্তু প্রতীক উপাসনায় তাহার বিপর্য্যয় অর্থাৎ প্রতীক উপাসনায় অবলম্বনের প্রাবল্য বা প্রাধান্য থাকে।

বিশিষ্টক্রিয়াযোগনিমিত্তং, "বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ, প্রাণো বাব সম্বর্গঃ" ইত্যাদিবৎ। নাপ্যাজ্যাবেক্ষণবৎ কর্ম্মাঙ্গসংস্কাররূপম্। সম্পদাদিরূপে হি ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানেঽভ্যুপগম্যমানে "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যেবমাদীনাং বাক্যানাং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববস্তুপ্রতিপাদনপরঃ পদসমন্বয়ঃ পীড্যেত, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" ইতি চৈবমাদীন্যবিদ্যানিবৃত্তিফলশ্রবণান্যুপরুধ্যেরন্। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি চৈবমা-

---

প্রকরণে সমাম্নাতম্; ন চানারভ্যাধীতমপি; "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি" ইত্যব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধজুহূদ্বারেণ জুহূপদং ক্রতুং স্মারয়ৎ বাক্যেন যথা পর্ণতায়াঃ ক্রতুশেষভাবমাপাদয়তি, এবমাত্মা নাব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধঃ, যেন তদ্দর্শনং

করেন বলিয়া সংবর্গ, প্রাণও সংবরণ করেন বলিয়া সংবর্গ।" এই শ্রুতিতে যেমন, সংবর্গ নামক জ্ঞান বিহিত, জীবই ব্রহ্ম, ইহা সেরূপ জ্ঞান বা ধ্যান নহে। (২২) হবিঃসংস্কার যেমন যজ্ঞকার্য্যের অঙ্গ, ব্রহ্মজ্ঞান সেরূপও নহে। (২৩) [সম্পদাদি···পদ্যেবন্] ব্রহ্মজ্ঞানকে—জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞানকে—পূর্ব্বোক্ত প্রকার সম্পৎ-জ্ঞান অথবা উপাসনার্থ অধ্যস্ত বা আরোপিত জ্ঞান বলিতে গেলে, "তত্ত্বমসি" ও "অহংব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের অভেদবোধকতা থাকে না, এবং পদসমন্বয়ও (২৪) (জীব-ব্রহ্মের ঐক্য অর্থে তাৎপর্য্য-নির্ণয়) ভঙ্গ হইয়া যায়। অপিচ, 'ব্রহ্মজ্ঞান হইলে হৃদ্‌গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সংশয় সকল বিদূরিত হয়' ইত্যাদিবিধ ফলশ্রুতি অর্থাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তি হওয়ার কথা মিথ্যা হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম হন" এইরূপ এইরূপ ব্রহ্ম-ভাব-প্রাপ্তিবোধক বচনসমূহের অর্থসামঞ্জস্যও থাকে না। অর্থাৎ ঐরূপ ঐরূপ বাক্যের অর্থ অযুক্ত

---

(২২) ক্রিয়াসম্বন্ধদৃষ্টে বা ক্রিয়াসাদৃশ্য লইয়া ধ্যানপ্রবাহ উত্থাপিত করার নাম সংবর্গ বিদ্যা বা সংবর্গ ধ্যান। বায়ু প্রলয়কালে অগ্নিপ্রভৃতির সংহার করে, প্রাণও সুপ্তিকালে বাক্ প্রভৃতির সংহার করে, এই সংহরণ ক্রিয়ার সমানতা অনুসারে, প্রাণের সহিত বায়ুর অভেদচিন্তন রূপ ধ্যান করিবার বিধি আছে, কিন্তু জীব-ব্রহ্মস্থলে সেরূপ ধ্যান বা সেরূপ ধ্যানবিধি সম্ভব হয় না।

(২৩) অর্থাৎ আত্মার সংস্কারার্থ আপনাকে ব্রহ্মভাবে ভাবনা করিবেক, এরূপ তাৎপর্য্যও নহে।

(২৪) পদসমন্বয় অর্থাৎ "তৎ ত্বম্ অসি" ইত্যাদিস্থলে অভেদবোধক তুল্যবিভক্তির দ্বারা জীব ব্রহ্মের অভিন্নতা নিশ্চয়। হৃদ্‌গ্রন্থি অর্থাৎ চিন্মনস্তাদাত্ম্যরূপ অহংগ্রন্থি। অথবা মনের রাগাদিরূপ গ্রন্থি। জ্ঞান অজ্ঞান নষ্ট করে, অন্য কিছু করে না। ব্রহ্মজ্ঞান যদি সম্পৎজ্ঞান অথবা অন্য কোন পূর্ব্বোক্ত প্রকারের জ্ঞান হইত, তাহা হইলে তাহার অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ ফল হওয়ার কথা থাকিত না।

দীনি তদ্ভাবাপত্তিবচনানি সম্পদাদিপক্ষে ন সামঞ্জস্যেনোপপদ্যেরন্। তস্মান্ন সম্পদাদিরূপং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্। অতো ন পুরুষব্যাপারতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা, কিং তর্হি? প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়-বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রৈব। এবংভূতস্য চ ব্রহ্মণস্তজ্জ্ঞানস্য বা ন কয়াচিদ্ যুক্ত্যা শক্যঃ কার্য্যানুপ্রবেশঃ কল্পয়িতুম্। ১৩

ন চ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কার্য্যানুপ্রবেশো ব্রহ্মণঃ, "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইতি বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বপ্রতিষেধাৎ। "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ" ইতি চ। তথোপাস্তিক্রিয়াকর্ম্মত্বপ্রতিষেধোঽপি ভবতি "যদ্বাচানভ্যু-

---

ক্রত্বঙ্গং সৎ আত্মানং ক্রত্বর্থং সংস্কুর্য্যাৎ। তেন যদ্যয়ং বিধিস্তথাপি সুবর্ণং ভার্য্যমিতিবৎ বিনিয়োগভঙ্গেন প্রধানকর্ম্মৈবাপূর্ব্ববিষয়ত্বান্ন গুণকর্ম্মেতি স্থবীয়স্তয়ৈতদ্দূষণমনভিধায় সর্ব্বপক্ষসাধারণং দূষণমুক্তম্। তদতিরোহিতার্থতয়া ন ব্যাখ্যাতম্। ১৩

কিঞ্চ, জ্ঞানক্রিয়াবিষয়ত্ববিধানমস্য বহুশ্রুতিবিরুদ্ধমিত্যাহ—"ন চ বিদিক্রিয়া" ইতি। শঙ্কতে।—"অবিষয়ত্বে" ইতি। ততশ্চ শাস্তিকর্ম্মণি বেতালোদয় ইতি ভাবঃ। নিরাকরোতি "ন"। কুতঃ? "অবিদ্যাকল্পিতভেদনিবৃত্তিবিষয়ত্বাৎ" ইতি।

হইয়া পড়ে। [তস্মান্ন ··তন্ত্রৈব] এইরূপ এইরূপ কারণে, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানকে বা জীবব্রহ্মের অভেদ জ্ঞানকে পূর্ব্ব প্রদর্শিত সম্পৎ-জ্ঞান বা অধ্যস্তাদি-জ্ঞান বলা যায় না, এবং তৎকারণে তাহাকে পুরুষব্যাপারের অধীন বলাও যায় না। অর্থাৎ তাহা ইচ্ছা-নিষ্পাদ্য নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ীভূত বস্তুর জ্ঞান যেমন বস্তু স্বরূপের অধীন, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানও ব্রহ্মবস্তুর অধীন। [এবং··· কল্পয়িতুম্] অতএব যুক্তির দ্বারাও তাদৃশ ব্রহ্মকে অথবা তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানকে ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া কল্পনা করা যায় না। ১৩।

[ন চ···ইতি চ] ব্রহ্ম বিদি ক্রিয়ার অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম (ব্যাপ্য), এ কথা কিছুতেই বলিতে পার না। কেন-না, "তিনি বিদিত অবিদিত উভয় হইতে ভিন্ন—কার্য্যকারণের অতীত" এবং "যাঁহার দ্বারা সমুদায় জানা যাইতেছে, তাঁহাকে আবার কি দিয়া জানিবে?" ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মের বিদি-ক্রিয়ার কর্ম্মতা (জ্ঞানবৃত্তির ব্যাপ্যতা) নাই বলিয়া কথিত হইয়াছে। [তথা···ইতি] তাঁহাতে যেমন বিদি-কর্ম্মের (জ্ঞান-ক্রিয়ার ব্যাপ্তি) নিষেধ আছে, তেমনি, উপাস্তিকর্ম্মতাও নিষিদ্ধ আছে। অর্থাৎ তিনি উপাসনা-নামক মানস ক্রিয়ারও অবিষয়। কেন-না, শাস্ত্রে ব্রহ্মপদার্থের "তিনি বাক্যের

দিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে" ইত্যাদ্যবিষয়ত্বং ব্রহ্মণ উপন্যস্য "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে" ইতি। অবিষয়ত্বে ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রযোনিত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন, অবিদ্যাকল্পিতভেদ-নিবৃত্তিপরত্বাচ্ছাস্ত্রস্য। ন হি শাস্ত্রমিদন্তয়া বিষয়ভূতং ব্রহ্ম প্রতি-পিপাদয়িষতি। কিং তর্হি? প্রত্যগাত্মত্বেনাবিষয়তয়া প্রতিপাদয়-দবিদ্যাকল্পিতং বেদ্যবেদিতৃবেদনাদিভেদমপনয়তি। তথা চ শাস্ত্রম্—

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং

সর্ব্বমেব হি বাক্যং নেদন্তয়া বস্তুভেদং বোধয়িতুমর্হতি, ন হীক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মধুররসভেদঃ শক্য আখ্যাতুম্। এবমন্যত্রাপি সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যম্। তেন প্রমাণান্তরসিদ্ধে লৌকিক এবার্থে যদা গতিরীদৃশী শব্দস্য, তদা কৈব কথা প্রত্যগাত্মন্যলৌকিকে। অদূরবিপ্রকর্ষেণ তু কথঞ্চিৎ প্রতিপাদনমিহাপি সমানম্। ত্বং-পদার্থো হি প্রমাতা প্রমাণাধীনয়া প্রমিত্যা প্রমেয়ং ঘটাদি ব্যাপ্নোতীত্যবিদ্যাবিলসিতম্। তদস্যাবিষয়ী-ভূতোদাসীনতৎ-পদার্থপ্রত্যগাত্মসামানাধিকরণ্যেন প্রমাতৃত্বাভাবাৎ তন্নিবৃত্তৌ প্রমাণাদয়স্তিস্রো বিধা নিবর্ত্তন্তে। ন হি পক্ব‍্বস্তুত্বে পাক্যপাকপচনানি বস্তুসন্তি ভবিতুমর্হন্তীতি। তথাহি—

দ্বারা উক্ত হন না—প্রব্যক্ত হন না—অথচ বাক্য তাঁহার দ্বারা উদিত হয়।" অবিষয়ত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যতা উপদেশ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, যিনি ইদন্তারূপে (এই, অমুক, অথবা অন্য কোন প্রকারে) উপাসিত হন না।" [অবিষয়ত্বে…নয়তি] যদি বল, ব্রহ্ম অবিষয়ই হন—তাহা হইলে তাঁহার শাস্ত্রযোনিত্ব উপপন্ন হয় কৈ? অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল শাস্ত্ররূপ প্রমাণের গম্য—একমাত্র শাস্ত্রেরই বিষয়—এ কথা কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে? এ আপত্তির প্রত্যুত্তর এই—বিবেচনা করিয়া দেখ, শাস্ত্রের কৃত্য কি? শাস্ত্র কি করে? শাস্ত্র কেবল অবিদ্যাকল্পিত নানাত্ব জ্ঞানকে নিবৃত্ত করে—নিষেধ করে—অন্য কিছু করে না। শাস্ত্র তাঁহাকে ইদংরূপে (এই ইত্যাকারে) প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করে না। শাস্ত্র এইমাত্র প্রতিপাদন করে যে, ব্রহ্মপদার্থ প্রত্যগভিন্ন; সুতরাং ইদং-জ্ঞানের অবিষয়। তাঁহাতে অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞেয়তা প্রভৃতি ভেদের সম্পর্কও নাই। এ সম্বন্ধে [তথাচ… চৈবমাদিঃ] "যাহার নিকট তিনি অমত অর্থাৎ মানস-ক্রিয়ার অগোচর, তাহারই নিকট তিনি মত অর্থাৎ জ্ঞাত। আর যাহার নিকট তিনি মত অর্থাৎ যে ব্যক্তি বলে, আমি ব্রহ্ম জানি, বাস্তবকল্পে সে তাঁহাকে জানে না। অতএব

বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্”। “ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ, ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ” ইতি চৈবমাদি। অতোঽবিদ্যাকল্পিতসংসারিত্বনিবর্ত্তনেন নিত্যমুক্তাত্ম-স্বরূপসমর্পণান্ন মোক্ষস্যানিত্যত্বদোষঃ।

যস্য তূৎপাদ্যো মোক্ষঃ, তস্য বাচিকং মানসং কায়িকং বা কার্য্যমপেক্ষত ইতি যুক্তম্; তথা বিকার্যত্বে চ। তয়োঃ পক্ষ-

---

“বিগলিতপরাগ্‌বৃত্ত্যর্থত্বং পদস্য তদস্তদা
ত্বমিতি হি পদেনৈকার্থত্বে ত্বমিত্যপি যৎ পদম্।
তদপি চ তদা গত্বৈকার্থ্যং বিশুদ্ধচিদাত্মতাং
ত্যজতি সকলান্ কর্ত্তৃত্বাদীন্ পদার্থমলান্নিজান্” ॥

ইত্যান্তরশ্লোকঃ। অত্রৈবার্থে শ্রুতীরুদাহরতি—“তথা চ শাস্ত্রং, যস্যামতম্” ইতি। প্রকৃতমুপসংহরতি—“অতোঽবিদ্যাকল্পিত” ইতি।

পরপক্ষে মোক্ষস্যানিত্যতামাপাদয়তি—“যস্য তু” ইতি। কার্য্যমপূর্ব্বং যাগাদিব্যাপারজন্যং, তদপেক্ষতে মোক্ষঃ স্বোৎপত্তাবিতি। “তয়োঃ পক্ষয়োঃ” ইতি, নির্ব্বর্ত্ত্যবিকার্য্যয়োঃ। ক্ষণিকং জ্ঞানমাত্মেতি বৌদ্ধাঃ। তথা চ বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানোৎপাদো মোক্ষ ইতি নির্ব্বর্ত্ত্যো মোক্ষঃ। অন্যেষাস্তু সংসাররূপাবস্থামপহায়

বিজ্ঞের নিকট তিনি অবিজ্ঞাতস্বরূপ এবং অবিজ্ঞের নিকট বিজ্ঞাতস্বরূপ।” (২৫) “যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা—জ্ঞানের জ্ঞাতা, তাঁহাকে জানা যায় না অর্থাৎ তিনি জ্ঞান-বৃত্তির অবিষয়। যিনি শ্রবণের শ্রবণ—তাঁহাকে শুনাও যায় না।” (২৬) এই-রূপ অনেক শাস্ত্র আছে। [অতঃ…দোষঃ] অতএব, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যা-কল্পিত সংশয় বিনিবৃত্ত বা বিদূরিত হয়; সংসারনিবৃত্তি হইলেই আত্মার নিত্য-মুক্ততা প্রকাশ পায়; সুতরাং মোক্ষতত্ত্বে অনিত্যত্ব দোষ হয় না। (২৭)।

[যস্য…মনিত্যত্বম্] যাঁহারা বলেন, মোক্ষ উৎপাদ্য, তাঁহাদেরই মতে মোক্ষে কায়িক বাচিক বা মানসিক ক্রিয়ার অপেক্ষা থাকে। বিকার্য্যপক্ষেও ঐরূপ। পরন্তু উৎপাদ্য ও বিকার্য্য এই দুই পক্ষেই মোক্ষতত্ত্ব অনিত্য হইয়া পড়ে।

---

(২৫) অর্থাৎ তিনি শাব্দজ্ঞানেরও অবিষয়। অভিপ্রায় এই যে, বেদান্তাদি শ্রবণ করিলে মনোমধ্যে যে বৃত্তি “জ্ঞান” হয়, ব্রহ্ম সে বৃত্তির প্রকাশ্য নহেন। কেন-না তিনি স্বপ্রকাশ।

(২৬) অর্থাৎ যাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম জানি, বস্তুতঃ তাঁহারা ব্রহ্ম জানেন না। যাঁহারা জানেন, ব্রহ্ম জ্ঞানের অবিষয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ।

(২৭) অর্থাৎ যাহা ছিল, তাহাই আবরণ অভাবে প্রকাশিত হইল মাত্র, জন্মিল না। যাহা জন্মিল না, তাহা অনিত্য হইবে কেন?

য়োর্শ্মোক্ষস্য ধ্রুবমনিত্যত্বম্। ন হি দধ্যাদি বিকার্য্যং, উৎপাদ্যং বা ঘটাদি নিত্যং দৃষ্টং লোকে। ন চাপ্যত্বেনাপি কার্য্যাপেক্ষা, স্বাত্মস্বরূপত্বে সত্যনাপ্যত্বাৎ। স্বরূপব্যতিরিক্তত্বেঽপি ব্রহ্মণো নাপ্যত্বং, সর্ব্বগতত্বেন নিত্যাপ্তস্বরূপত্বাৎ, সর্ব্বেণ ব্রহ্মণ আকাশস্যেব। নাপি সংস্কার্য্যো মোক্ষঃ, যেন ব্যাপারমপেক্ষেত। সংস্কারো হি নাম সংস্কার্য্যস্য গুণাধানেন বা স্যাদ্দোষোপনয়েন বা। ন

যা কৈবল্যাবস্থাবাপ্তিরাত্মনঃ, স মোক্ষ ইতি বিকার্য্যো মোক্ষঃ। যথা পয়সঃ পূর্ব্বাবস্থাপ্রহানেনাবস্থান্তরপ্রাপ্তির্ব্বিকারো—দধীতি। তদেতয়োঃ পক্ষয়োরনিত্যতা মোক্ষস্য, কার্য্যত্বাৎ দধিঘটাদিবৎ। "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে" ইতি শ্রুতের্ব্রহ্মণো বিকৃতাবিকৃতদেশভেদাবগমাদবিকৃতদেশব্রহ্মপ্রাপ্তিরুপাসনাদিবিধিকার্য্যা ভবিষ্যতি। তথা চ প্রাপ্যকর্ম্মতা ব্রহ্মণ ইত্যত আহ—"ন চাপ্যত্বেনাপি" ইতি। অন্যদন্যেন বিকৃতদেশপরিহাণ্যা অবিকৃতদেশং প্রাপ্যতে। তদ্‌যথোপবেলং জলধিরতিবহলচপলকল্লোলমালাপরম্পরাস্ফালনসমুল্লসৎফেনপুঞ্জস্তবকতয়া বিকৃতঃ মধ্যে তু প্রশান্তসকলকল্লোলোপসর্গঃ স্বস্থঃ স্থিরতয়া অবিকৃতঃ, তস্য মধ্যমবিকৃতং পৌতিকঃ পোতেন প্রাপ্নোতি। জীবস্তু ব্রহ্মৈবেতি কিং কেন প্রাপ্যতাম্, ভেদাশ্রয়ত্বাৎ প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। অথ জীবো ব্রহ্মণো ভিন্নঃ, তথাপি ন তেন ব্রহ্মাপ্যতে, ব্রহ্মণো বিভুত্বেন নিত্যপ্রাপ্তত্বাদিত্যাহ—"স্বরূপব্যতিরিক্তত্বেঽপি" ইতি। সংস্কার্য্যকর্ম্মতামপাকরোতি—"নাপি সংস্কার্য্যঃ" ইতি। দ্বয়ী হি সংস্কার্য্যতা, গুণাধানেন বা, যথা বীজপূরকুসুমস্য লাক্ষারসাবসেকঃ, তেন হি তৎকুসুমং সংস্কৃতং লাক্ষাসবর্ণং ফলং প্রসূতে। দোষাপনয়েন বা, যথা মলিনমাদর্শতলং নিঘৃষ্টমিষ্টকাচূর্ণেনোদ্ভাসিতভাস্বরত্বং সংস্কৃতং ভবতি। তত্র ন তাবৎ ব্রহ্মণি গুণাধানং সম্ভবতি। গুণো হি

[ন হি…লোকে] কেন-না, দধি প্রভৃতি বিচার্য্য বস্তুকে এবং ঘট প্রভৃতি উৎপাদ্য বস্তুকে কেহ কখনও নিত্য হইতে দেখে নাই, শুনেও নাই। [ন…স্যেব] প্রাপ্যরূপেও তিনি (ব্রহ্ম) কার্য্য বা ক্রিয়াফল বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। হেতু এই যে, ব্রহ্মপদার্থ আত্মারই স্বরূপ, সুতরাং তিনি গ্রামাদির ন্যায় প্রাপ্য পদার্থ নহেন। ব্রহ্ম আত্মারই স্বরূপ, এ কথা অঙ্গীকার না করিলেও, তিনি প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। কারণ তিনি সর্ব্বগত—সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, সুতরাং তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বা সদাপ্রাপ্ত। যাহা সদাপ্রাপ্ত, তাহা আবার প্রাপ্য কিরূপে? [নাপি…মোক্ষস্য] মোক্ষ সংস্কার্য্যপদার্থও নহে। মোক্ষ যদি সংস্কার্য্য হইত, তাহা হইলেও তাহাতে কথঞ্চিৎ কর্ত্তৃব্যাপারের সম্ভব হইত। সংস্কার্য্য বস্তুতে গুণাধান করা অথবা তাহার দোষ নিবারণ

তাবদ্ গুণাধানেন সম্ভবতি, অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বান্মোক্ষস্য। নাপি দোষাপনয়নেন, নিত্যশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপত্বান্মোক্ষস্য। স্বাত্ম-ধর্ম্মএব সন্ তিরোভূতো মোক্ষঃ ক্রিয়য়াত্মনি সংস্ক্রিয়-মাণেঽভিব্যজ্যতে, যথা আদর্শে নিঘর্ষণক্রিয়য়া সংস্ক্রিয়মাণে ভাস্বরত্বধর্ম্ম ইতি চেৎ; ন, ক্রিয়াশ্রয়ত্বানুপপত্তেরাত্মনঃ। যদাশ্রয়া হি ক্রিয়া, তমবিকুর্ব্বতী নৈবাত্মানং লভতে। যদ্যাত্মা

ব্রহ্মণঃ স্বভাবো বা ভিন্নো বা। স্বভাবশ্চেৎ কথমাধেয়ঃ তস্য নিত্যত্বাৎ। ভিন্নত্বে তু কার্য্যত্বেন মোক্ষস্যানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চ ভেদে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবো গবাশ্ববৎ। ভেদাভেদশ্চ ব্যুদস্তো বিরোধাৎ। তদনেনাঽভিসন্ধিনোক্তম্—"অনাধেয়াতিশয়ব্রহ্মস্বরূপত্বা-ন্মোক্ষস্য"। দ্বিতীয়ং পক্ষমপক্ষিপতি—"নাপি দোষাপনয়নেন" ইতি। অশুদ্ধিঃ সতী দর্পণে নিবর্ত্ততে; ন তু ব্রহ্মণ্যসতী নিবর্ত্তনীয়া, নিত্যনিবৃত্তত্বাদিত্যর্থঃ। শঙ্কতে —"স্বাত্মধর্ম্ম এব" ইতি। ব্রহ্মস্বভাব এব মোক্ষোঽনাদ্যবিদ্যামলাবৃত উপাসনাদি-ক্রিয়য়াত্মনি সংস্ক্রিয়মাণেঽভিব্যজ্যতে, ন তু ক্রিয়তে। এতদুক্তং ভবতি—নিত্যশুদ্ধত্ব-মাত্মনোঽসিদ্ধং, সংসারাবস্থায়ামবিদ্যামলিনত্বাদিতি। শঙ্কাং নিরাকরোতি— "ন"। কুতঃ? "ক্রিয়াশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ"। নাবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রয়া, কিন্তু জীবে, সা

করার নাম সংস্কার। মোক্ষ-নামক ব্রহ্মে তাহা অসম্ভব। মোক্ষ ব্রহ্মেরই স্বরূপ, ব্রহ্মত নিরতিশয়, নিত্যশুদ্ধ বা সদানির্ম্মল; সুতরাং তাঁহাতে গুণাধান ও দোষনিবারণ, দুএর কিছুই সম্ভব হয় না। (২৮) [স্বাত্ম···সংস্ক্রিয়েত] যদি বল, মোক্ষ আত্মারই ধর্ম্ম, তাহা তিরোহিত থাকে বা আবৃত থাকে, ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা সুসংস্কৃত হইলে সেই মোক্ষনামক ধর্ম্ম পুনঃপ্রকটিত হয়; যেমন কাচের ভাস্বরত্ব-ধর্ম্ম মলাবরণে তিরোহিত থাকে, ঘর্ষণক্রিয়ায় সুসংস্কৃত হইলে তাহা পুনঃপ্রকটিত হয়, মোক্ষও সেইরূপ। এ কথা বলিতে পার না; কেন-না, আত্মা কোনরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় (আধার) নহেন। আত্মার ক্রিয়া হয়, এ কথা অযুক্ত—যুক্তির দ্বারা উপপন্ন হয় না। ক্রিয়ার

---

(২৮) কার্য্য বা ক্রিয়াফল ৪ প্রকার। উৎপত্তি, বিকার, প্রাপ্তি ও সংস্কার। ক্রিয়া প্রয়োগ করিলে, হয় কিছু উৎপন্ন হয়, না হয় কোন বিকার জন্মে, অথবা কিছু প্রাপ্ত হয়, কিংবা কোনরূপ সংস্কার (দোষনিবৃত্তি অথবা গুণবিশেষ) জন্মে। ঘটাদি বস্তু উৎপন্ন পদার্থ। দধি প্রভৃতি বিকৃত পদার্থ। গ্রাম প্রভৃতি প্রাপ্য এবং আদেশ প্রভৃতি সংস্কার্য্য। এই চারি প্রকার ছাড়া, অন্য প্রকার কার্য্য বা ক্রিয়াফল নাই। মোক্ষ যদি কার্য্য বা ক্রিয়াফল হইত, তাহা হইলে অবশ্যই উহা উক্ত চতুর্ব্বিধের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, মোক্ষকে বা ব্রহ্মাত্মস্বরূপকে, উক্ত চতুর্ব্বিধ কার্য্যের বা ফলের কোন একটীরও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। মোক্ষকে কার্য্য বা ক্রিয়াফল বলিতে গেলে, যে যে দোষ হয়, সেই সেই দোষ ভাষ্যব্যাখ্যায় যথাক্রমে বলা হইয়াছে।

ক্রিয়য়া বিক্রিয়েত, অনিত্যত্বমাত্মনঃ প্রসজ্যেত ; "অবিকার্য্যোঽয়-মুচ্যতে" ইতি চৈবমাদীনি বাক্যানি বাধ্যেরন্ ; তচ্চানিষ্টম্। তস্মান্ন স্বাশ্রয়া ক্রিয়া আত্মনঃ সম্ভবতি। অন্যাশ্রয়ায়াস্তু ক্রিয়ায়া অবিষয়ত্বাৎ ন তয়াত্মা সংস্ক্রিয়েত। ১৫

নন্নু দেহাশ্রয়য়া স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতধারণাদিকয়া ক্রিয়য়া দেহী সংস্ক্রিয়মাণো দৃষ্টঃ ; ন, দেহসংহতস্যৈবাবিদ্যাগৃহীতস্যাত্মনঃ সংস্ক্রিয়মাণত্বাৎ। প্রত্যক্ষং হি স্নানাচমনাদের্দ্দেহসমবায়িত্বম্। তয়া দেহাশ্রয়য়া তৎসংহত এব কশ্চিদবিদ্যয়াত্মত্বেন পরিগৃহীতঃ

ত্বনির্ব্বচনীয়েত্যুক্তং, তেন নিত্যশুদ্ধমেব ব্রহ্ম। অভ্যুপেত্য ত্বশুদ্ধিং ক্রিয়াসংস্কার্য্যত্বং দূষ্যতে। ক্রিয়া হি ব্রহ্মসমবেতা বা ব্রহ্ম সংস্কুর্য্যাৎ, যথা ঘর্ষণমিষ্টকাচূর্ণসংযোগ-বিভাগপ্রচয়ো নিরন্তর আদর্শতলসমবেতো অন্যসমবেতো বা ? ন তাবদ্ ব্রহ্মধর্ম্মঃ ক্রিয়া। তস্যাঃ স্বাশ্রয়বিকারহেতুত্বেন ব্রহ্মণো নিত্যত্বব্যাঘাতাৎ। অন্যাশ্রয়া তু কথমন্যস্যোপকরোতি, অতিপ্রসঙ্গাৎ। ন হি দর্পণে নিঘৃষ্যমাণে মণির্ব্বিশুদ্ধো দৃষ্টঃ। "তচ্চানিষ্টম্" ইতি। তদা বাধনং পরামৃশতি ॥ ১৫ ॥

অত্র ব্যভিচারং চোদয়তি।—"নন্নু দেহাশ্রয়য়া" ইতি। পরিহরতি।—"ন, দেহ-সংহতস্য" ইতি। অনাদ্যনির্ব্বাচ্যাবিদ্যোপধানমেব ব্রহ্মণো জীব ইতি চ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাচক্ষতে। স চ স্থূলসূক্ষ্মশরীরেন্দ্রিয়াদিসংহতস্তৎসজ্ঘাতমধ্যপতিতস্তদভেদে-নাহমিতিপ্রত্যয়বিষয়ীভূতোঽতঃ শরীরাদিসংস্কারঃ শরীরাদিধর্ম্মোঽপ্যাত্মনো ভবতি

স্বভাব এই যে, সে আপনার আশ্রয়ে কোনরূপ বিকার উৎপাদন না করিয়া আত্মলাভ করে না বা জন্মে না। (দর্পণ বা কাচ সাবয়ব, তাহাতে ক্রিয়া জন্মিতে পারে ; কিন্তু আত্মা নিরবয়ব, তন্নিবন্ধন তাঁহাতে ক্রিয়োৎপত্তি অসম্ভব)। আত্মার ক্রিয়া হয়, অথবা ক্রিয়ার দ্বারা আত্মার কোনরূপ বিকার জন্মে, এ কথা বলিলে আত্মা অনিত্য হয় এবং "আত্মা অবিকার্য্য" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য বাধিত হইয়া পড়ে ; কিন্তু তাহা ত কেহই ইচ্ছা করেন না ; সুতরাং আত্মাতে যে, ক্রিয়োৎপত্তি হয় না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্যাধিকরণে যে ক্রিয়া হয়, আত্মা ত সে ক্রিয়ার বিষয়ই নহে ; কাজেই তদ্দ্বারা আত্মার সংস্কার (গুণাধান বা দোষাপ-নয়ন) অসম্ভব। ১৫।

[নন্নু…অস্যাতি] যদি বল, দেহাশ্রিত স্নানাদি-ক্রিয়ার দ্বারা দেহীকে (আত্মাকে) সংস্কৃত হইতে দেখা যায়, বস্তুতঃ তাহাও হয় না। তদ্দ্বারা দেহবিশিষ্ট ও অবিদ্যাকবলিত জীবই সংস্কৃত হয়, শুদ্ধ চেতন পরমাত্মার কিছুই হয় না। স্নানাদি ক্রিয়া যে দেহাশ্রিত, তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ; সুতরাং সে ক্রিয়া দ্বারা দেহাদি-

সংস্ক্রিয়ত ইতি যুক্তম্। যথা দেহাশ্রয়চিকিৎসানিমিত্তেন ধাতুসাম্যেন তৎসংহতস্য তদভিমানিন আরোগ্যফলম্—অহমরোগ ইতি যত্র বুদ্ধিরুৎপদ্যতে, এবং স্নানাচমনযজ্ঞোপবীতাদিধারণাদি-কয়া ক্রিয়য়া অহং শুদ্ধঃ সংস্কৃত ইতি যত্র বুদ্ধিরুৎপদ্যতে, স সংস্ক্রিয়তে; স চ দেহেন সংহত এব। তেনৈব হ্যহঙ্কর্ত্রা অহম্প্রত্যয়বিষয়েণ প্রত্যয়িনা সর্ব্বাঃ ক্রিয়া নির্ব্বর্ত্ত্যন্তে, তৎফলঞ্চ স এবাশ্নাতি "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভি-চাকশীতি" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু-র্ম্মনীষিণঃ" ইতি, তথা, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা

তদভেদাধ্যবসায়াৎ। যথাঽঙ্গরাগধর্ম্মঃ সুগন্ধিতা কামিনীনাং ব্যপদিশ্যতে। তেনা-ত্রাপি যদাশ্রিতা ক্রিয়া সাংব্যবহারিকপ্রমাণবিষয়ীকৃতা, তস্যৈব সংস্কারো নান্যস্যেতি ন ব্যভিচারঃ। তত্ত্বতস্তু ন ক্রিয়া ন সংস্কার ইতি। সনিদর্শনস্তু শেষমধ্যাসভাষ্য এব কৃতব্যাখ্যানমিতি নেহ ব্যাখ্যাতম্। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলম্" ইতি। অন্যো জীবাত্মা, পিপ্পলং কর্ম্মফলম্। "অনশ্নন্নন্যঃ" ইতি—পরমাত্মা। সংহতস্যৈব ভোক্তৃত্বমাহ মন্ত্রবর্ণঃ।—"আত্মেন্দ্রিয়" ইতি। অনুপহিতশুদ্ধস্বভাবব্রহ্মপ্রদর্শনপরৌ

বিশিষ্টরূপে অবিদ্যাকল্পিত আত্মারই সংস্কার হওয়া যুক্তিসঙ্গত। যেমন দেহাশ্রিত চিকিৎসাক্রিয়া দ্বারা ধাতুবৈষম্য নিবৃত্ত হইলে, যে তদ্দেহাভিমানী, তাহারই আরোগ্যফল জন্মে,—"আমি রোগশূন্য হইয়াছি" এতদ্রূপ বুদ্ধি জন্মে, সেইরূপ, স্নানাচমন যজ্ঞোপবীত ধারণাদি ক্রিয়াকরণানন্তর যাহাতে বা যদধিকরণে "আমি শুদ্ধ, সংস্কৃত ও নিষ্পাপ" ইত্যাদিরূপ বুদ্ধি জন্মে, সেই অধিকরণই উক্ত ক্রিয়া দ্বারা সংস্কৃত হয়, অন্য কেহ হয় না। পরন্তু সে অধিকরণটী দেহসংহত (দেহাদি-বিশিষ্ট) ও তদ্দেহের অহং-অভিমানী। (২৯) সেই দেহাভিমানী জীব-নামক অহং-কর্ত্তাই যাবৎ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, এবং অবশেষে তাহার ফলভোগী হয়। [তয়ো… বর্ণাৎ] "জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুএর মধ্যে একটী কর্ম্মফল ভোগ করেন, অন্য অর্থাৎ পরমাত্মা কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন করেন।" এই বেদমন্ত্র উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণ। [আত্মা…ইতি চ] পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "আত্মা অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন,—এতত্ত্রিতয়সংযুক্ত চিদাভাসের নাম ভোক্তা।" এ মন্ত্রটীও উক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রমাণ। [একো…দর্শয়িতুম্]। "সেই দেব (স্বপ্রকাশ-

---

(২৯) অন্তঃকরণ ও তৎপ্রতিবিম্বিত চিৎ ছায়াই এ স্থলে অহং অভিমানী জীব, কর্ত্তা ও ভোক্তা।

কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি, "স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" ইতি চ; এতৌ মন্ত্রৌ অনাধেয়াতিশয়তাং নিত্যশুদ্ধতাঞ্চ ব্রহ্মণো দর্শয়তঃ। ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ। তস্মান্ন সংস্কার্য্যোঽপি মোক্ষঃ। অতোঽন্যৎ মোক্ষং প্রতি ক্রিয়ানুপ্রবেশ-দ্বারং ন শক্যং কেনচিদ্দর্শয়িতুম্। তস্মাৎ জ্ঞানমেকং মুক্ত্বা ক্রিয়ায়া গন্ধমাত্রস্যাপ্যনুপ্রবেশ ইহ নোপপদ্যতে।

ননু জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া; ন, বৈলক্ষণ্যাৎ। ক্রিয়া হি নাম

মন্ত্রৌ পঠতি।—"একো দেবঃ" ইতি। "শুক্রং" দীপ্তিমৎ। "অব্রণং" দুঃখরহিতম্। "অস্নাবিরম্" অবিগলিতং অবিনাশীতি যাবৎ। উপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি। ননু যা ভূন্নির্ব্বর্ত্ত্যাদিকর্ম্মতাচতুষ্টয়ী, পঞ্চমী তু কাচিদ্বিধা ভবিষ্যতি? যয়া মোক্ষস্য কর্ম্মতা ঘটিষ্যত ইত্যত আহ "অতোঽন্যৎ" ইতি। এভ্যঃ প্রকারেভ্যো ন প্রকারান্তরমস্তি, যতো মোক্ষস্য ক্রিয়ানুপ্রবেশো ভবিষ্যতি। এতদুক্তং ভবতি—চতসৃণাং বিধানাং মধ্যে অন্যতময়া ক্রিয়াফলত্বং ব্যাপ্তং, সা চ মোক্ষাদ্ব্যাবর্ত্তমানা ব্যাপকানুপলব্ধ্যা মোক্ষস্য ক্রিয়াফলত্বং ব্যাবর্ত্তয়-তীতি। তৎ কিং মোক্ষে ক্রিয়ৈব নাস্তি? তথা চ তদর্থানি শাস্ত্রাণি তদর্থাশ্চ প্রবৃত্তয়োঽনর্থকানীত্যত উপসংহারব্যাজেনাহ।—"তস্মাজ্‌জ্ঞানমেকম্" ইতি।

অথ জ্ঞানং ক্রিয়া মানসী কস্মান্ন বিধিগোচরঃ? কস্মাচ্চ তস্যাঃ ফলং নির্ব্বর্ত্ত্যাদিষন্যতমং ন মোক্ষঃ? ইতি চোদয়তি।—"ননু জ্ঞানম্" ইতি। পরি-হরতি।—ন, বৈলক্ষণ্যাৎ।" অয়মর্থঃ।—সত্যং জ্ঞানং মানসী ক্রিয়া, ন ত্বিয়ং ব্রহ্মণি ফলং জনয়িতুমর্হতি। তস্য স্বয়ম্প্রকাশতয়া বিদিক্রিয়াকর্ম্মভাবানুপপত্তে-রিত্যুক্তম্। তদেতস্মিন্ বৈলক্ষণ্যে স্থিত এব বৈলক্ষণ্যান্তরমাহ।—"ক্রিয়া হি নাম

স্বভাব) সর্ব্বভূতে এক অর্থাৎ অদ্বিতীয়ঃ, তিনি স্বপ্রকাশ হইয়াও মায়ারূপ আবরণে নিগূঢ় (লুক্কায়িতপ্রায়) অথবা অপ্রকাশের ন্যায় এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মাধ্যক্ষ বা কর্ম্মসাক্ষী অর্থাৎ ক্রিয়াসমূহের দ্রষ্টা মাত্র। তিনি সর্ব্বভূতের আবাস অর্থাৎ আশ্রয়। তিনি কেবল, এক নির্গুণ ও সাক্ষি-স্বরূপ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, দীপ্তিমান্ বা প্রকাশমান, অকায় অর্থাৎ দেহরহিত, অক্ষত, অনশ্বর ও অপাপবিদ্ধ।" এই দুই শ্রুতিও ব্রহ্মের নিত্যশুদ্ধতা ও অনাধেয়াতি-শয়তা (৩০) উপদেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মভাব ও মোক্ষ, তুল্য কথা; সুতরাং ব্রহ্মে বা মোক্ষে ক্রিয়াপ্রবেশের অল্পমাত্রও পথ দেখাইতে পারিবে না; [তস্মাৎ…নোপপদ্যতে] সুতরাং মোক্ষে জ্ঞান ব্যতীত ক্রিয়ার গন্ধমাত্রও প্রবিষ্ট করাইতে পারিবে না।

[ননু…বৈলক্ষণ্যম্] ভাল, জ্ঞানও ত একপ্রকার ক্রিয়া বটে, মনোব্যাপারই বটে? না, তাহা নহে। কারণ, জ্ঞান ও ক্রিয়া অত্যন্ত বিভিন্ন। জ্ঞানমাত্রই বস্তুস্বরূপ

(৩০) অর্থাৎ তাঁহাতে কোনরূপ সংস্কার স্থান পায় না, বা উৎপন্ন হয় না।

সা, যত্র (যাত্র?) বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে, পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ। যথা, "যস্মৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ, তাং মনসা ধ্যায়েদ্বষট্ করিষ্যন্" ইতি "সন্ধ্যাং মনসা ধ্যায়েৎ" ইতি চৈবমাদিষু। ধ্যানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং, তথাপি পুরুষেণ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যম্; পুরুষতন্ত্রত্বাৎ। জ্ঞানন্তু প্রমাণজন্যম্। প্রমাণন্তু যথাভূতবস্তুবিষয়ম্। অতো জ্ঞানং কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং ন শক্যম্; কেবলং বস্তুতন্ত্রমেব তৎ, ন চোদনাতন্ত্রম্, নাপি

সা" ইতি। "যত্র" বিষয়ে, "বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে", যথা দেবতাসম্প্রদানকহবির্গ্রহণে দেবতাবস্তুস্বরূপানপেক্ষা দেবতাধ্যানক্রিয়া, যথা বা যোষিতি অগ্নিবস্তুনপেক্ষাঽগ্নিবুদ্ধির্যা, সা ক্রিয়া হি নামেতি যোজনা। ন হি 'যস্মৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাত্তাং মনসা ধ্যায়েদ্বষট্করিষ্যন্' ইত্যস্মাদ্বিধেঃ প্রাগ্দেবতাধ্যানং প্রাপ্তম্। প্রাপ্তং ত্বধীতবেদান্তস্য বিদিতপদতদর্থসম্বন্ধস্যাধিগতশব্দন্যায়তত্ত্বস্য 'সদেব সোম্যেদম্' ইত্যাদেস্তত্ত্বমসীত্যন্তাৎ সন্দর্ভাদ্ব্রহ্মাত্মভাবজ্ঞানং শব্দপ্রমাণসামর্থ্যাৎ, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষসামর্থ্যাদিব প্রণিহিতমনসঃ স্ফীতালোকমধ্যবর্ত্তিকুম্ভানুভবঃ। ন হ্যসৌ স্বসামগ্রীবললব্ধজন্মা মনুজেচ্ছয়াঽন্যথাকর্ত্তুমকর্ত্তুং বা শক্যো দেবতাধ্যানবৎ, যেনার্থবানত্র বিধিঃ স্যাৎ। ন চোপাসনা বাঽনুভবপর্য্যন্তা বাঽস্য বিধের্গোচরঃ। তয়োরন্বয়ব্যতিরেকাবধৃতসামর্থ্যয়োঃ সাক্ষাৎকারে বাঽনাস্থবিস্থাপনয়ে বা বিধিমন্তরেণ প্রাপ্তত্বেন পুরুষেচ্ছয়াঽন্যথাকর্ত্তুমকর্ত্তুং বা অশক্যত্বাৎ। তস্মাদ্ব্রহ্মজ্ঞানং মানসী ক্রিয়াপি ন বিধিগোচরঃ। পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনায়াস্তু ক্রিয়ায়া বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষতা ক্বচিদবিরোধিনী, যথা দেবতাধ্যানক্রিয়ায়াঃ। ন হ্যত্র বস্তুস্বরূপেণ

সাপেক্ষ, কিন্তু ক্রিয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যাহা বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা করে না, অথচ বিদিত হয়—"কর" বলিয়া উপদিষ্ট হয়, তাহাই ক্রিয়া, এবং তাহা পুরুষের চিত্তবৃত্তির অধীন। কেন-না, পুরুষ তাহা করিতেও পারে, না করিতেও পারে, অন্য প্রকারেও করিতে পারে। ক্রিয়ার স্থল বা উদাহরণ দেখ—"যে দেবতার উদ্দেশে আহুতি গৃহীত হইবে, বষট্-কর্ত্তা অর্থাৎ হোতা সেই দেবতার ধ্যান করিবেন।" "মনের দ্বারা সন্ধ্যা দেবতার ধ্যান করিবেক" ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ ধ্যান বা চিন্তা জ্ঞান বলিয়া গণ্য হইবে না, কিন্তু ক্রিয়া বলিয়াই গণ্য হইবে। ধ্যান যেরূপ ক্রিয়া, জ্ঞান সেরূপ নহে। ধ্যান-শব্দের অর্থ চিন্তা; যদিও তাহা মানস বা মনের ব্যাপার বটে,—তথাপি তাহা পুরুষের অধীন। ইচ্ছা করিলে পুরুষ তাহা করিতেও পারে, না করিতেও পারে, অন্যথাও করিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান সেরূপ নহে। জ্ঞান প্রমাণনিষ্পাদ্য, প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জন্মে। কাজেই তাহা (জ্ঞান) ইচ্ছানুসারে করা, না করা ও

পুরুষতন্ত্রম্। তস্মান্মানসত্বেঽপি জ্ঞানস্য মহদ্বৈলক্ষণ্যম্। যথা, "পুরুষো বাব গোতমাগ্নির্যোষা বাব গোতমাগ্নিঃ" ইত্যত্র যোষিৎ-পুরুষয়োরগ্নিবুদ্ধির্মানসী ভবতি কেবলচোদনাজন্যত্বাৎ ক্রিয়ৈব তু সা পুরুষতন্ত্রা চ। যা তু প্রসিদ্ধেঽগ্নাবগ্নিবুদ্ধিঃ, ন সা চোদনাতন্ত্রা, নাপি পুরুষতন্ত্রা। কিন্তর্হি? প্রত্যক্ষবিষয়-বস্তুতন্ত্রৈবেতি জ্ঞানমেব তৎ, ন ক্রিয়া। এবং সর্ব্বপ্রমাণবিষয়বস্তুষু বেদিতব্যম্। তত্রৈবং সতি যথাভূতব্রহ্মাত্মবিষয়মপি জ্ঞানং ন চোদনাতন্ত্রম্, তদ্বিষয়ে

কশ্চিদ্বিরোধঃ। কচিদ্বস্তুবিরোধিনী; যথা যোষিৎপুরুষয়োরগ্নিবুদ্ধিরিতি। এতাবতা ভেদেন নিদর্শনমিথুনদ্বয়োপন্যাসঃ। ক্রিয়ৈবেত্যেবকারেণ বস্তুতন্ত্রত্বমপাকরোতি। নন্বাত্মেত্যেবোপাসীতেত্যাদয়ো বিধয়ঃ শ্রূয়ন্তে, ন চ প্রমত্তগীতাঃ, তুল্যং হি সাম্প্রদায়িকম; তস্মাদ্বিধেয়েনাত্র ভবিতব্যমিত্যত আহ।—"তদ্বিষয়া লিঙাদয়ঃ"। সত্যং শ্রূয়ন্তে লিঙাদয় ন ত্বমী বিধিবিষয়াঃ, তদ্বিষয়ত্বেঽপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। হেয়োপাদেয়বিষয়ো হি বিধিঃ। স এব চ হেয় উপাদেয়ো বা যং পুরুষঃ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা বা কর্ত্তুং শক্নোতি। তত্রৈব চ সমর্থঃ কর্ত্তাঽধিকৃতো নিযোজ্যো ভবতি। ন চৈবম্ভূতান্যাত্মশ্রবণমননোপাসনদর্শনানীতি বিষয়-তদনুষ্ঠাত্রোর্ব্বিধিব্যাপকয়োরভাবাদ্বিধেরভাব ইতি প্রযুক্তা অপি লিঙাদয়ঃ প্রবর্ত্তনায়ামসমর্থা উপল ইব ক্ষুর-

---

অন্যথা করা যায় না; তজ্জন্য তাহা বস্তুর অধীন, বিধানের বা আজ্ঞার অধীন নহে; পুরুষের অধীনও নহে। অতএব, জ্ঞান-পদার্থ মানস হইলেও—ক্রিয়ার সহিত তাহার সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য আছে। [যথা···বেদিতব্যম্] "হে গোতম, পুরুষ অগ্নি এবং স্ত্রীও অগ্নি।" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে স্ত্রী-পুরুষে বহ্নিবুদ্ধি উৎপাদন করিবার বিধান আছে, অগ্নিভাবে ধ্যান করিবার উপদেশ আছে, তাহা মনঃসাধ্য বা মনের অধীন, পুরুষের অধীন, এবং নিয়োগেরও (শাস্ত্রীয় আজ্ঞা-বাক্যেরও) (৩১) অধীন; কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি,—তাহা উক্ত ত্রিতয়ের কাহারও অধীন নহে। তাহা সেই প্রত্যক্ষীভূত অগ্নি বস্তুরই অধীন। তাহা জ্ঞানই, ক্রিয়া নহে। অগ্নিস্বরূপ প্রত্যক্ষ হইলেই তাহা হইবে, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। অতএব, জ্ঞান পদার্থ মানস-ব্যাপার রূপ হইলেও তাহা ক্রিয়া নহে। যাহা ক্রিয়া, পুরুষ তাহা ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান করিতে পারে; সুতরাং তাহা নিয়োগের বা আজ্ঞা-বাক্যের বলে প্রবৃত্ত হইতেও পারে; পরন্তু প্রমাণবিষয়ীভূত সিদ্ধ বস্তুমাত্রেই ঐরূপ নিয়মের অর্থাৎ নিয়োগাদি নিয়মের বহির্ভূত, অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞান নিয়োগাদির অধীন নহে। [অত্র···বিষয়ত্বাৎ]

---

(৩১) নিয়োগের বলেই শ্রোতার মনে ঐরূপ চিন্তার আবির্ভাব হয়।

লিঙাদয়ঃ শ্রূয়মাণা অপি অনিযোজ্যবিষয়ত্বাৎ কুণ্ঠীভবন্ত্যপলাদিষু প্রযুক্ত-ক্ষুরতৈক্ষ্ণ্যাদিবৎ অহেয়ানুপাদেয়বস্তুবিষয়ত্বাৎ।

কিমর্থানি তর্হি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদীনি বিধিচ্ছায়ানি বচনানি? স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবিষয়বিমুখীকরণার্থানীতি ব্রূমঃ। যো হি বহির্মুখঃ প্রবর্ত্ততে পুরুষঃ—ইষ্টং মে ভূয়াদনিষ্টং মে মাভূদিতি; ন চ তত্রাত্যন্তিকং পুরুষার্থং লভতে, তমাত্যন্তিক-পুরুষার্থবাঞ্ছিনং স্বাভাবিকাৎ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতপ্রবৃত্তিগোচরাৎ

কথিতপ্রকার নিয়ম থাকায়, তৈক্ষ্ণ্যং কুণ্ঠমপ্রমাণীভবন্তীতি। "অনিযোজ্যবিষয়ত্বাৎ" ইতি।—সমর্থো হি কর্ত্তাঽধিকারী নিযোজ্যঃ। অসামর্থ্যে তু ন কর্তৃতা ততো নাধিকৃতো ন নিযোজ্য ইত্যর্থঃ।

যদি বিধেরভাবান্ন বিধিবচনানি, কিমর্থানি তর্হি বচনান্যেতানি বিধিচ্ছায়া-নীতি পৃচ্ছতি।—"কিমর্থানী"তি। ন চানর্থকানি যুক্তানি, স্বাধ্যায়বিধ্যধীন-গ্রহণত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। উত্তরম্।—"স্বাভাবিকে"তি। অন্যতঃ প্রাপ্তা এব হি শ্রবণাদয়ো বিধিসরূপৈর্ব্বাক্যৈরনূদ্যন্তে। ন চানুবাদোঽপ্যপ্রয়োজনঃ। প্রবৃত্তি-

---

ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানও ব্রহ্মাত্মবস্তুর অধীন, নিয়োগের অধীন নহে। ব্রহ্মতত্ত্ব-বোধক শ্রুতি-বাক্যে লিঙ্ প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয় থাকিলেও তাহা নিযোজ্যের অভাবে শক্তিশূন্য (৩২) যেমন তীক্ষ্ণধার ক্ষুর প্রস্তরে প্রযুক্ত হইলে কুণ্ঠিত হয়, শক্তিশূন্য হয়। (৩৩)

[কিমর্থানি ·· ব্রূমঃ] যদি বল, তবে, আত্মাকে দেখিবে, আপনাকে জানিবে, ইত্যাদিবিধ বাক্যে বিধিপ্রত্যয় কেন? অথবা শাস্ত্রে ঐরূপ ঐরূপ বিধিবাক্যতুল্য বাক্য দেখা যায় কেন? এ সম্বন্ধে আমরা বলিব, শাস্ত্র পুরুষদিগকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বিমুখ করাইবার জন্যই ঐরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। [যোহি ···দিতি:] যে পুরুষ "আমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট যেন না হয়"- এইরূপ অভিনিবে-শের অনুবর্ত্তী হইয়া অজস্র বহির্ব্বিষয়ে প্রবৃত্তিমান্ আছে, অথচ তদ্দ্বারা সে পরম-পুরুষার্থ লাভ করিতে পারিতেছে না, শাস্ত্র সেই পুরুষকে অথবা তাদৃশ পরম-পুরুষার্থপ্রার্থীকে কামাদিবিষয়ক প্রবৃত্তি হইতে অথবা ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়

---

(৩২) নিয়োগ—"কর" "কর্ত্তব্য" "করিবে" ইত্যাদি প্রকার আজ্ঞাবাক্য বা প্রবর্ত্তক বাক্য। লিঙ্—ব্যাকরণবিখ্যাত নিয়োগবোধক প্রত্যয়বিশেষ। নিযোজ্য—নিয়োগের বিষয়। আপ্তবাক্য শ্রবণের পর যাহার সেই কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে নিযোজ্য বলেন। জ্ঞান "কর" বলিলে করা যায় না; কাজেই জ্ঞানের সম্বন্ধে নিয়োগ কোন কার্য্যকারী হয় না।

(৩৩) অহেয়—যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না অথবা যাহাতে ত্যাগযোগ্য কিছু নাই। অনুপাদেয়—যাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য যত্ন হয় না, কিংবা যাহাতে গ্রহণযোগ্য কোন কিছু নাই। বিধিপ্রত্যয়—লিঙ্, লোট্, তব্য প্রভৃতি।

বিমুখীকৃত্য প্রত্যগাত্মস্রোতস্তয়া প্রবর্ত্তয়ন্তি "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদীনি। তস্যান্বেষণায় প্রবৃত্তস্যাহেয়মনুপাদেয়ঞ্চাত্মতত্ত্বমুপদিশ্যতে--"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা", "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ কেন কং বিজানীয়াৎ", "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যেবমাদিভিঃ।

যদপ্যকর্ত্তব্যপ্রধানমাত্মজ্ঞানং হানায়োপাদানায় বা ন ভবতীতি; তৎ তথৈবাভ্যুপগম্যতে, অলঙ্কারো হ্যয়মস্মাকং, যদ্‌ব্রহ্মাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্ব্বকর্ত্তব্যতাহানিঃ কৃতকৃত্যতা চেতি। তথা চ শ্রুতিঃ,

"আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেদিতি॥"

বিশেষকরত্বাৎ। তথাহি।—তত্তদিষ্টানিষ্টবিষয়েপ্সাজিহাসাপহৃতহৃদয়তয়া বহির্ম্মুখো ন প্রত্যগাত্মনি সমাধাতুমর্হতি। আত্মশ্রবণাদিবিধিসরূপৈস্তু বচনৈর্ম্মনসো বিষয়স্রোতঃ খিলীকৃত্য প্রত্যগাত্মস্রোত উদ্‌ঘাট্যত ইতি প্রবৃত্তিবিশেষকরতা অনুবাদানামস্তীতি সপ্রয়োজনতয়া স্বাধ্যায়বিধ্যধীনগ্রহণত্বমুপপদ্যত ইতি। যচ্চ চোদিতমাত্মজ্ঞানমনুষ্ঠানানঙ্গত্বাদপুরুষার্থমিতি, তদযুক্তম্।

স্বতোঽস্য পুরুষার্থত্বে সিদ্ধে যদনুষ্ঠানানঙ্গত্বং, তদ্ভূষণং ন দূষণমিত্যাহ।—

হইতে বিমুখ করাইয়া আত্মবিষয়ক চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ উত্থাপিত করাইবার জন্যই ঐ সকল বিধিবাক্যতুল্য বাক্য (আত্মদর্শন করিবে—আত্মাকে বা আপনাকে জানিবে প্রভৃতি) উচ্চারণ করিয়াছেন, এবং তাদৃশ আত্মতত্ত্ব অন্বেষণেচ্ছু ব্যক্তির প্রতি "এই সমস্তই আমি বা আত্মা" "যখন তাহার এ সমস্তই আত্মা বলিয়া প্রতীত হইবে, তখন সে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে? কি দিয়া কি জানিবে? যে সকলের জ্ঞাতা, তাহাকে আবার কি দিয়া জানিবে?" "এই আত্মাই ব্রহ্ম" এইরূপ এইরূপ বাক্যের দ্বারা হেয়ও নহে এবং উপাদেয়ও নহে, এরূপ অক্ষয় ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন।

[যদপি···সমর্পণম্] যদিও আত্মজ্ঞানে কর্ত্তব্যতাবোধের প্রাধান্য নাই, অর্থাৎ তাহা (আত্মজ্ঞান) কৃতিসাধ্য জ্ঞানপূর্ব্বক উৎপন্ন হয় না, তাহার উৎপত্তি বা বিকাশ প্রমাণের ও আত্মবস্তুর অধীন, তৎকারণে তাহা (ব্রহ্ম বা আত্মা) হেয়ও নহে, উপাদেয়ও নহে, কেবলমাত্র জানা বা জানামাত্র, তথাপি,—এ সিদ্ধান্ত অস্মন্মতের অলঙ্কার অর্থাৎ গুণভিন্ন দোষ নহে। কেন-না, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যের শেষ হয়, কোনও প্রকার কর্ত্তব্য থাকে না, অথচ সে কৃতকৃত্য হয়। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"পুরুষ যখন

"এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইতি চ স্মৃতিঃ। তস্মান্ন প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ সমর্পণম্।

যদপি কেচিদাহুঃ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবিধি-তচ্ছেষব্যতিরেকেণ

"যদপী"তি। "অনুসংজ্বরেৎ" শরীরং পরিতপ্যমানমনুতপ্যেত। সুগমমন্যৎ। প্রকৃতমুপসংহরতি।—"তস্মান্ন প্রতিপত্তী"তি। ১৯

প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থমেকদেশিমতং দূষয়িতুমনুভাষতে।—"যদপি কেচিদাহু"রিতি। দূষয়তি।—"তন্ন" ইতি। ইদমত্রাকূতম্।—

কার্য্যবোধে যথা চেষ্টা লিঙ্গং হর্ষাদয়স্তথা।
সিদ্ধবোধেঽর্থবত্তৈবং শাস্ত্রত্বং হিতশাসনাৎ॥

যদি হি পদানাং কার্য্যাভিধানে তদর্থস্বার্থাভিধানে বা নিয়মেন বৃদ্ধব্যবহারে সামর্থ্যমবধৃতং ভবেৎ, ন ভবেৎ অহেয়োপাদেয়ভূত-ভূতব্রহ্মাত্মতাপরত্বমুপনিষদাম্। তত্রাবিদিতসামর্থ্যত্বাৎ পদানাং লোকে তৎপূর্ব্বকত্বাচ্চ বৈদিকার্থপ্রতীতেঃ। অথ তু ভূতেপ্যর্থে পদানাং লোকে শক্যঃ সঙ্গতিগ্রহস্তত উপনিষদাং তৎপরত্বং পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়াঽবগম্যমানমপহ্নুত্য ন কার্য্যপরত্বং শক্যং কল্পয়িতুং, শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ। তত্র তাবদেবমকার্য্যেঽর্থে ন সঙ্গতিগ্রহঃ, যদি তৎপরঃ প্রয়োগো ন লোকে দৃশ্যেত তৎপ্রত্যয়ো বা ব্যুৎপন্নস্যোন্নেতুং ন শক্যেত। ন তাবত্তৎপরঃ প্রয়োগো ন দৃশ্যতে লোকে। কুতূহলভয়াদিনিবৃত্ত্যর্থানামকার্য্যপরাণাং পদসন্দর্ভাণাং প্রয়োগস্য লোকে বহুলমুপলব্ধেঃ। তদ্যথা আখণ্ডলাদি-লোকপালচক্রবালাদিবসতিঃ সিদ্ধবিদ্যাধরগন্ধর্ব্বাপ্সরঃপরিবারো ব্রহ্মলোকাবতীর্ণ-

---

আপনাকে "আমি স্বয়ংপ্রভ আনন্দ ব্রহ্ম" এইরূপে জানে, তখন সে আর কিসের ইচ্ছায় বা কাহার তৃপ্তির জন্য এই তপ্যমান শরীরের অনুগত হইয়া সন্তপ্ত হইবে? (ব্রহ্মজ্ঞান-কালে দ্বৈতবুদ্ধি থাকে না, আত্মাদ্বৈতমাত্র থাকে)। স্মৃতিও (৩৪) এ কথা বলিয়াছেন, যথা—"হে ভারত! জীব আত্মতত্ত্ব জানার পরেই বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হয় এবং কৃতকৃতার্থ হয়।" অতএব, বেদান্তশাস্ত্র যে, ব্রহ্মকে জ্ঞানবিধির অঙ্গরূপে সমর্পণ করে, এ কথা কথাই নহে, যুক্তি-সিদ্ধও নহে।

[যদপি···শেষত্বাৎ] কোন কোন পণ্ডিত (৩৫) বলেন, বিধি দ্বিবিধ— প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-ঘটিত বিধিই শাস্ত্র; অন্য যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই তাহার অঙ্গ বা পৃষ্ঠপোষক মাত্র। অতএব, বিধি-নিষেধ

---

(৩৪) ভগবদ্গীতা স্মৃতি বলিয়া গণ্য।

(৩৫) মীমাংসক প্রভাকরের মতে আত্মাই কর্ত্তা, এবং এই কর্ত্তা লোকপ্রসিদ্ধ। যাহা সকল লোকে জানে, বেদান্ত তাহা প্রতিপাদন করিবে কেন? প্রসিদ্ধ আত্মা ছাড়া অকর্ত্তা ব্রহ্মাত্মা থাকার প্রমাণ নাই। অতএব, বেদান্তের অর্থও (প্রতিপাদ্য) ক্রিয়া; সুতরাং অক্রিয় ব্রহ্ম অর্থে প্রমাণ নাই।

কেবলবস্তুবাদী বেদভাগো নাস্তীতি, তন্ন, ঔপনিষদস্য পুরুষস্যানন্য-শেষত্বাৎ। যোঽসাবুপনিষৎস্বেবাধিগতঃ পুরুষোঽসংসারী ব্রহ্ম

মন্দাকিনীপয়ঃপ্রবাহপাতধৌতকলধৌতময়শিলাতলো নন্দনাদিপ্রমদবনবিহারি-মণিময়শকুন্তকমনীয়নিনদমনোহরঃ পর্ব্বতরাজঃ সুমেরুরিতি। নৈষ ভুজঙ্গো রজ্জুরিয়মিত্যাদিনাপি ভূতার্থবুদ্ধিব্যুৎপন্নপুরুষপ্রবর্ত্তিনী ন শক্যা সমুন্নেতুং, হর্ষাদেরুন্নয়হেতোঃ সম্ভবাৎ। তথাহবিদিতার্থজনভাষার্থো দ্রবিড়ো নগরগমনো-দ্যতো রাজমার্গাভ্যর্ণং দেবদত্তমন্দিরমধ্যাসীনঃ প্রতিপন্নজনকানন্দনিবন্ধনপুত্রজন্মা বার্ত্তাহরেণ সহ নগরস্থদেবদত্তাভ্যাসসমাগতঃ পটবাসোপায়নার্পণপুরঃসরং দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে পুত্রস্তে জাত ইতি বার্ত্তাহরব্যাহারশ্রবণসমনন্তরমুপজাতরোমাঞ্চকঞ্চুকং বিকসিতনয়নোৎপলমতিস্মেরমুখমহোৎপলমবলোক্য দেবদত্তমুৎপন্নপ্রমোদমনু-মিমীতে, প্রমোদস্য চ প্রাগভূতস্য তদ্ব্যাহারশ্রবণসমনন্তরং ভবতস্তদ্ধেতুতাম্। ন চায়মপ্রতিপাদয়ন্ হর্ষহেতুমর্থং হর্ষায় কল্পত ইত্যনেন হর্ষহেতুরর্থ উক্ত ইতি প্রতি-পদ্যতে। হর্ষহেত্বন্তরস্য চাপ্রতীতেঃ পুত্রজন্মনশ্চ তদ্ধেতোরবগমাত্তদেব বার্ত্তা-হরেণাভ্যধায়ীতি নিশ্চিনোতি। এবং ভয়শোকাদয়োঽপ্যুদাহার্য্যাঃ। তথা চ প্রয়োজনবত্তয়া ভূতার্থাভিধানস্য প্রেক্ষাবৎপ্রয়োগোঽপ্যুপপন্নঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপ-জ্ঞানস্য পরমপুরুষার্থহেতুভাবাদনুপদিশতামপি পুরুষপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী বেদান্তানাং পুরুষহিতানুশাসনাচ্ছাস্ত্রত্বং সিদ্ধং ভবতি। তৎ সিদ্ধমেতৎ—বিবাদাধ্যাসিতানি বচনানি ভূতার্থবিষয়াণি ভূতার্থবিষয়প্রমাজনকত্বাৎ; যৎ যদ্বিষয়প্রমাজনকং তৎ তদ্বিষয়ং, যথা রূপাদিবিষয়ং চক্ষুরাদি; তথা চৈতানি, তস্মাত্তথেতি। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং "তন্ন, ঔপনিষদস্য পুরুষস্যানন্যশেষত্বাৎ" ইতি। উপনিপূর্ব্বাৎ সদের্ব্বিশরণার্থাৎ ক্বিপ্যুপনিষৎপদং ব্যুৎপাদিতম্।—উপনীয়াদ্বয়ং ব্রহ্ম সবাসনামবিদ্যাং হিনস্তীতি ব্রহ্মবিদ্যামাহ। তদ্ধেতুত্বাদ্বেদান্তা অপ্যুপনিষদঃ। ততো বিদিত ঔপনিষদঃ পুরুষঃ। এতদেব বিভজতে।—"যোঽসাবুপনিষৎসু" ইতি। অহম্প্রত্যয়বিষয়াদ্ভিনত্তি।—"অসংসারী"তি। অতএব ক্রিয়ারহিতত্বাচ্চতুর্ব্বিধদ্রব্যবিলক্ষণঃ। অতশ্চ চতুর্ব্বিধ-দ্রব্যবিলক্ষণো যদনন্যশেষঃ। অন্যশেষং হি ভূতং দ্রব্যং চিকীর্ষিতং সদুৎপত্ত্যা-প্ত্যাপ্যং সম্ভবতি, যথা যূপং তক্ষতীত্যাদি। যৎ পুনরনন্যশেষং ভূতভাব্যুপযোগরহিতং যথা সুবর্ণং, ভার্য্যং সক্তূন্ জুহোতীত্যাদি। ন তস্যোৎপত্ত্যাপ্ত্যাপ্যতা। কস্মাৎ পুনরস্যানন্যশেষতেত্যত আহ।—"যতঃ স্বপ্রকরণস্থঃ"। উপনিষদামনারভ্যা-

ভিন্ন কেবল বস্তুবাদী বেদ নাই; (৩৬) এ কথা সঙ্গত নহে। কেন-না, উপনিষ-দের পুরুষ বা ব্রহ্মাত্মা অনন্যশেষ অর্থাৎ কাহারও অঙ্গ নহে। [যোঽসা... তস্যৈবাত্মত্বাৎ [উপনিষদ্ শাস্ত্রের দ্বারা যে স্বাধীন স্বপ্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ উৎপাদ্যাদি

(৩৬) অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের বা বেদাংশের বিধি নিষেধ ভিন্ন অন্য কোন অর্থ বা তাৎপর্য্য নাই।

উৎপাদ্যাদিচতুর্ব্বিধদ্রব্যবিলক্ষণঃ স্বপ্রকরণস্থোঽনন্যশেষঃ, নাসৌ নাস্তি নাধিগম্যতে ইতি বা বক্তুং শক্যম্। "স এষ নেতি নেত্যাত্মা ইত্যাত্মশব্দাৎ। আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ। য এব নিরা-

---

ধীতানাং পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া পুরুষপ্রতিপাদনপরত্বেন পুরুষস্যৈব প্রাধান্যে-নেদং প্রকরণম্। ন চ জুহ্বাদিবদব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধঃ পুরুষ ইত্যুপপাদিতম্। অতঃ স্বপ্রকরণস্থঃ। সোঽয়ং তথাবিধ উপনিষদ্ভ্যঃ প্রতীয়মানো ন নাস্তীতি শক্যো বক্তুমিত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। মানান্তরাগোচরত্বেনাগৃহীতসঙ্গতিতয়া অপদার্থস্য ব্রহ্মণো বাক্যার্থত্বানুপপত্তেঃ কথমুপনিষদর্থতেত্যত আহ।—"স এষ নেতি নেত্যাত্মেত্যাত্মশব্দাৎ"। যদ্যপি গবাদিবন্মানান্তরগোচরত্বমাত্মনো নাস্তি, তথাপি প্রকাশাত্মন এব সতস্তত্তদুপাধিপরিহাণ্যা শক্যং বাক্যার্থত্বেন নিরূপণং হাটকস্যেব কটক-কুণ্ডলাদিপরিহাণ্যা। ন হি প্রকাশঃ* শক্যো বাক্যাদ্ব্রহ্মেতি বাত্মেতি বা নিরূপয়িতুমিত্যর্থঃ। অথোপাধিনিরাসবদুপহিতমপ্যাত্মরূপং কস্মান্ন নিরস্যতে, ইত্যত আহ—"আত্মনশ্চ প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ।" প্রকাশো হি সর্ব্বস্যাত্মা, তদধিষ্ঠানত্বাচ্চ প্রপঞ্চবিভ্রমস্য। ন চাধিষ্ঠানাভাবে বিভ্রমো ভবিতুমর্হতি। ন হি জাতু রজ্জ্বভাবে রজ্জ্বাং ভুজঙ্গ ইতি বা ধারেতি বা বিভ্রমো দৃষ্টপূর্ব্বঃ। অপিচ, আত্মনঃ প্রকাশস্য ভাসা প্রপঞ্চস্য প্রথা। তথা চ শ্রুতিঃ।—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি। ন চাত্মনঃ প্রকাশস্য প্রত্যাখ্যানে প্রপঞ্চপ্রথা যুক্তা। তস্মাদাত্মনঃ প্রত্যাখ্যানাযোগাদ্বেদান্তেভ্যঃ প্রমাণান্তরাগোচর-সর্ব্বোপাধিরহিতব্রহ্মস্বরূপাবগতিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। উপনিষৎস্বেবাবগত ইত্যবধারণ-মমৃষ্যমাণ আক্ষিপতি।—"নন্বাত্মে"তি। সর্ব্বজনীনাহম্প্রত্যয়বিষয়ো হ্যাত্মা কর্ত্তা ভোক্তা চ সংসারী। তত্রৈব চ লৌকিকপরীক্ষকাণামাত্মপদপ্রয়োগাৎ। য এব লৌকিকাঃ শব্দাস্ত এব বৈদিকাঃ, ত এব চ তেষামর্থা ইত্যৌপনিষদমপ্যাত্মপদং তত্রৈব প্রবর্ত্তিতুমর্হতি, নার্থান্তরে তদ্বিপরীত ইত্যর্থঃ। সমাধত্তে।—"ন"

বিলক্ষণ (৩৭) ব্রহ্মপুরুষ জানা যায়, কেহই তাহা "নাই" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। কেন-না, উপনিষৎ শাস্ত্রে সে পুরুষ "আত্মা" শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। আত্মা নাই, এ কথা কে বলিতে পারে? বাদী কি দিয়া আত্মার নিরাকরণ করিবেন?—আত্মা নাই বলিবেন? যিনি নিরাকরণ করিবেন

---

* প্রকাশ ইত্যস্মাৎপরং 'স্বসংবেদনো ন ভাসতে, নাপি তদবচ্ছেদকঃ কার্য্যকারণসজ্ঘাতঃ। তেন স এষ নেতি নেত্যাত্মেতি তত্তদবচ্ছেদপরিহাণ্যা বৃহত্ত্বাপাদনাচ্চ স্বয়ম্প্রকাশঃ' ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে কচিৎপুস্তকে, স চ সাধীয়ানিতি ভাতি।

(৩৭) অর্থাৎ উৎপাদ্য, বিকার্য্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য্য এই চারি প্রকারের অতীত। তাহা ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয় না, পাওয়া যায় না, সংস্কৃতও হয় না।

কর্ত্তা, তস্যৈব আত্মত্বাৎ। নন্বাত্মা অহম্প্রত্যয়বিষয়ত্বাদুপনিষৎস্বেব বিজ্ঞাত ইত্যনুপপন্নম্, ন, তৎসাক্ষিত্বেন প্রত্যুক্তত্বাৎ।

নহি অহম্প্রত্যয়বিষয়-কর্ত্তৃব্যতিরেকেণ তৎসাক্ষী সর্ব্বভূতস্থঃ সন্ একঃ কূটস্থনিত্যঃ পুরুষো বিধিকাণ্ডে তর্কসমবায়ে বা কেনচিদধিগতঃ সর্ব্বস্যাত্মা। অতঃ স ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যো বিধিশেষত্বং বা নেতুম্। আত্মত্বাদেব চ সর্ব্বেষাং ন হেয়ো নাপ্যু-

---

অহম্প্রত্যয়বিষয় ঔপনিষদঃ পুরুষঃ। কুতঃ। "তৎসাক্ষিত্বেন" অহম্প্রত্যয়বিষয়ো যঃ কর্ত্তা কার্য্যকারণসঙ্ঘাতোপহিতো জীবাত্মা, তৎসাক্ষিত্বেন পরমাত্মনোঽহম্প্রত্যয়বিষয়ত্বস্য "প্রত্যুক্তত্বাৎ।" এতদুক্তং ভবতি।—যদ্যপ্যনেন জীবেনাত্মনেতি জীবপরমাত্মনোঃ পারমার্থিকমৈক্যং, তথাপি তস্যোপহিতং রূপং জীবঃ, শুদ্ধন্তু রূপং তস্য সাক্ষি। তচ্চ মানান্তরানধিগতমুপনিষদ্গোচর ইতি।

এতদেব প্রপঞ্চয়তি।—"ন হ্যহম্প্রত্যয়বিষয়ঃ" ইতি। "বিধিশেষত্বং বা নেতুং ন শক্যঃ।" কুতঃ? "আত্মত্বাদেব।" ন হ্যাত্মাঽন্যার্থঃ, অন্যত্তু সর্ব্বমাত্মার্থম্। তথা চ শ্রুতিঃ। 'ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি' ইতি। অপি চাতঃ সর্ব্বেষামাত্মত্বাদেব ন হেয়ো নাপ্যুপাদেয়ঃ। সর্ব্বস্য

বস্তুতঃ তাহা তাঁহারই আত্মা হইবে। (৩৮) [নন্বু…উপপদ্যতে] আত্মা অহংজ্ঞানের বিষয়, "আমি" এতদ্রূপে ভাসমান বা প্রত্যক্ষ; সুতরাং তিনি যে কেবল মাত্র উপনিষদ্বেদ্য, এ কথা অযুক্ত; না, এরূপও বলিতে পার না। কেন-না, "আমি" জ্ঞানটী মনোবৃত্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; সুতরাং তাহা মুখ্য আত্মা নহে।

[নহি…শক্যতে] আত্মাই অহংবৃত্তির অবভাসক, অহংবৃত্তি আত্মার অবভাসিকা নহে। অহংবৃত্তিসম্বলিত আত্মাভাস জীব-নামে প্রসিদ্ধ, এবং তাহাই অহংপ্রত্যয়-গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষবৎ ভাসমান। (৩৯) পরন্তু যিনি বা যাহা মুখ্য আত্মা, তাহা অহংবৃত্তির অতীত এবং তাহাই উপনিষদ্বেদ্য। অতএব, বিধিকাণ্ডই হউক, আর যুক্তিকাণ্ডই হউক, কোনও শাস্ত্রে কেহ কখন কোনও প্রমাণে সেই সর্ব্বভূতস্থ অহংবৃত্তির অতীত অথচ অহংবৃত্তির অবভাসক (দ্রষ্টা) নিত্য নির্ব্বিকার সর্ব্বাত্ম-

---

(৩৮) অভিপ্রায় এই যে, আত্মাই সর্ব্বসাক্ষী—সর্ব্বাবভাসক এবং আত্মা "নাই" এ তত্ত্বেরও সাক্ষী। কাজেই স্বীকার্য্য হইতেছে যে, আত্মা সর্ব্বনিষেধের সীমাস্বরূপ, তজ্জন্য তাঁহাকে নাই বলিয়া উড়াইবার পথ বা উপায় নাই।

(৩৯) আত্মপ্রতিবিম্বযুক্ত অহংবৃত্তিই "আমি" এতদ্রূপে ভাসমান আছে। আত্মচৈতন্য অহং-আকার-মানসবৃত্তিতে প্রতিফলিত হওয়ায় ঐরূপ ভাসমান হয়; সুতরাং তাহাই সর্ব্বসাধারণ্যে প্রসিদ্ধ। পরন্তু আত্মা যে অহংবৃত্তির অতীত, তাহা উপনিষদ্ ভিন্ন অন্য কেহ জানে না।

পাদেয়ঃ। সর্ব্বং হি বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি। পুরুষো হি বিনাশহেত্বভাবাদবিনাশী, বিক্রিয়াহেত্বভাবাচ্চ কূটস্থনিত্যঃ। অতএব নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ। তস্মাৎ "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" "তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইতি চৌপনিষদত্ববিশেষণং পুরুষস্যোপনিষৎস্বেব

হি প্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মৈব তত্ত্বমাত্মা। ন চ স্বভাবো হেয়ঃ অশক্যহানত্বাৎ; ন চোপাদেয়ঃ, উপাত্তত্বাৎ। তস্মাদ্ধেয়োপাদেয়বিষয়ৌ বিধিনিষেধৌ ন তদ্বিপরীত-মাত্মতত্ত্বং বিষয়ীকুরুত ইতি সর্ব্বস্য প্রপঞ্চজাতস্যাত্মৈব তত্ত্বমিতি। এতদুপপাদয়তি —"সর্ব্বং হি বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি।" অয়মর্থঃ—পুরুষো হি শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণতদবিরুদ্ধন্যায়ব্যবস্থাপিতত্বাৎ পরমার্থসন্। প্রপঞ্চস্তনাদ্য-বিদ্যোপদর্শিতোঽপরমার্থসন্। যশ্চ পরমার্থসন্নসৌ প্রকৃতিঃ রজ্জুতত্ত্বমিব সর্প-বিভ্রমস্য বিকারস্য। অত এবাস্যানির্ব্বাচ্যত্বেনাদৃঢ়স্বভাবস্য বিনাশঃ, পুরুষস্তু পরমার্থ-সন্, নাসৌ কারণসহস্রেণাপ্যসন্ শক্যঃ কর্ত্তুম্। ন হি সহস্রমপি শিল্পিনো ঘটং পটয়িতুমীশত ইত্যুক্তম্। তস্মাদবিনাশিপুরুষান্তো বিকারবিনাশঃ, শুক্তিরজ্জু-তত্ত্বান্ত ইব রজতভুজঙ্গবিনাশঃ। পুরুষ এব হি সর্ব্বস্য প্রপঞ্চবিকারজাতস্য তত্ত্বম্। ন চ পুরুষস্যাস্তি বিনাশো যতোঽনন্তঃ। অনন্তোঽপি কস্মান্ন বিনাশী স্যাদিত্যত আহ।—"পুরুষো হি বিনাশহেত্বভাবা"দিতি। ন হি কারণানি সহস্রমপ্যন্যদন্যথয়ি-তুমীশত ইত্যুক্তম্। অথ মা ভূৎ স্বরূপেণ পুরুষো হেয় উপাদেয়ো বা, তদীয়স্তু কশ্চিদ্ধর্ম্মো হাস্যতে কশ্চিচ্চোপাদাস্যত ইত্যত আহ।—"বিক্রিয়াহেত্বভাবাচ্চ কূটস্থনিত্যঃ"। ত্রিবিধোঽপি ধর্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামলক্ষণো বিকারো নাস্তীত্যুক্তম্।

ভূত ব্রহ্মকে উপলব্ধিগোচর করিতে পারে নাই, নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতেও পারিবেন না, এবং কৃতিসাধ্য বলিয়া স্থির করিতেও পারিবেন না। তাহার হেতু এই যে, তিনি আত্মা। যে হেতু তিনি আত্মা, সেই হেতুই তিনি হেয়ও নহেন, উপাদেয়ও নহেন। আত্মা ভিন্ন যে কিছু—সমস্তই বিকার, সমস্তই পরিণামী, তৎকারণে তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিনাশের কারণ না থাকায় পুরুষ বা আত্মা অবিনাশী। বিকারহেতু না থাকায় তিনি কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও নিত্য। তৎকারণে তিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত। সেই কারণেই উপ-নিষদ্ শাস্ত্র "পুরুষের পর কিছুই নাই—পুরুষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাই—এবং পুরুষই পরম গতি" এইরূপ বলিয়া তাহার পরেই "সেই উপনিষদ্বেদ্য পুরুষকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" এইরূপে সেই পুরুষকে "উপনিষদ্বেদ্য" বিশেষণে

প্রাধান্যেন প্রকাশমানত্বাদুপপদ্যতে। অতো বস্তুপরো বেদভাগো নাস্তীতি বচনং সাহসমাত্রম্ ।

যদপি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদামনুক্রমণং, "দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনম্" ইত্যেবমাদি, তৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রাভিপ্রায়ং দ্রষ্টব্যম্ ।

অপি চ, "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" ইত্যেতদেকান্তেনাভ্যুপগচ্ছতাং ভূতোপদেশানামানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। প্রবৃত্তি-

---

অপি চাত্মনঃ পরমার্থসতো ধর্ম্মোঽপি পরমার্থসন্নিতি ন তস্যাত্মবদন্যথাত্বং কারণৈঃ শক্যং কর্ত্তুম্। ন চ ধর্ম্মান্যথাত্বাদন্যো বিকারঃ। তদিদমুক্তম্—বিক্রিয়াহেত্বভাবাদিতি। সুগমমন্যৎ।

যৎ পুনরেকদেশিনা শাস্ত্রবিদ্বচনং সাক্ষিত্বেনানুক্রান্তং, তদন্যথোপপাদয়তি—"যদপি শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিদামনুক্রমণমিতি।" দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ প্রয়োজনবদর্থাববোধনমিতি বক্তব্যে ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রকৃতত্বাদ্ধর্ম্মস্য চ কর্ম্মত্বাৎ কর্ম্মাববোধনমিত্যুক্তম্, ন তু সিদ্ধরূপব্রহ্মাববোধনং ব্যাপারং বেদস্য বারতি। ন হি সোমশর্ম্মণি প্রকৃতে তদ্গুণাভিধানং পরিসঞ্চষ্টে বিষ্ণুশর্ম্মণো গুণবত্তাম্। বিধিশাস্ত্রং বিধীয়মানকর্ম্মবিষয়ং, প্রতিষেধশাস্ত্রঞ্চ প্রতিষিধ্যমানকর্ম্মবিষয়মিত্যুভয়মপি কর্ম্মাববোধপরম্।

অপি চ, আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদিতি শাস্ত্রকৃদ্বচনম্, তত্রার্থগ্রহণং যদ্যভিধেয়বাচি, ততো ভূতার্থানাং দ্রব্যগুণকর্ম্মশব্দানামানর্থক্যমনভিধেয়ত্বং, প্রসজ্যেত। ন হি তে ক্রিয়ার্থা ইত্যত আহ—"অপি চাম্নায়স্য" ইতি। যদ্যুচ্যেত, ন হি ক্রিয়ার্থত্বং ক্রিয়াভিধেয়ত্বম্, অপি তু ক্রিয়াপ্রয়োজনত্বং, দ্রব্যগুণশব্দানাঞ্চ ক্রিয়ার্থত্বেনৈব ভূতদ্রব্যগুণাভিধানং, ন স্বনিষ্ঠতয়া। যথাহুঃ শাস্ত্রবিদঃ 'চোদনা হি ভূতং ভবন্তম্' ইত্যাদি। এতদুক্তং ভবতি।—কার্য্যমর্থমবগময়ন্তী চোদনা তদর্থং ভূতাদিকমপ্যর্থং

বিশেষিত করিয়াছেন। [অতো···মাত্রম্] অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বা কেবলমাত্র বস্তুপ্রতিপাদক বেদাংশ নাই। এ কথা বলা সাহস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

[যদপি···দ্রষ্টব্যম্] আরও যে, শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতগণ (শবরস্বামী প্রভৃতি) বলিয়াছেন, "ক্রিয়াবিষয়ক বোধ জন্মানই বেদের অর্থ," তাঁহাদের সে কথাও বৃথা। কেন-না, ঐ কথা ধর্ম্মবিচারপ্রসঙ্গের কথা ; সুতরাং ঐ কথা বিধি-নিষেধ অভিপ্রায়েই কথিত ; (বেদান্তের সহিত ঐ কথার সম্পর্কই নাই)।

[অপিচ···প্রসঙ্গঃ] আরও এক কথা এই যে, যদি নিতান্তই অক্রিয়ার্থ শব্দের (ক্রিয়াবোধক নহে, এরূপ বাক্যের) আনর্থক্য অঙ্গীকার কর, তবে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত দধি ও সোম প্রভৃতি শব্দেরও আনর্থক্য স্বীকার করিবে। [প্রবৃত্তি···

নিবৃত্তিব্যতিরেকেণ ভূতঞ্চেৎ বস্তূপদিশতি ভব্যার্থত্বেন, কূটস্থং নিত্যং ভূতং নোপদিশতীতি কো হেতুঃ। ন হি ভূতমুপদিশ্যমানং ক্রিয়া ভবতি। অক্রিয়াত্বেঽপি ভূতস্য ক্রিয়াসাধনত্বাৎ ক্রিয়ার্থ

গময়তীতি। তত্রাহ।—"প্রবৃত্তিনিবৃত্তিব্যতিরেকেণ ভূতং চেৎ" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ।—ন তাবৎ কার্য্যার্থ এব স্বার্থে পদানাং সঙ্গতিগ্রহো নান্যার্থ ইত্যুপপাদিতং ভূতেপ্যর্থে ব্যুৎপত্তিং দর্শয়দ্ভিঃ। নাপি স্বার্থমাত্রপরতৈব পদানাং, তথা সতি ন বাক্যার্থপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ। ন হি প্রত্যেকং স্বপ্রধানতয়া গুণপ্রধানভাবরহিতানামেকবাক্যতা দৃষ্টা। তস্মাৎ পদানাং স্বার্থমভিদধতামেকপ্রয়োজনবৎপদার্থপরতয়ৈকবাক্যতা। তথা চ তত্তদর্থান্তরবিশিষ্টৈকবাক্যার্থপ্রত্যয় উপপন্নো ভবতি। যথাহুঃ শাস্ত্রবিদঃ—

সাক্ষাদ্যদ্যপি কুর্ব্বন্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্।
বর্ণাস্তথাপি নৈতস্মিন্ পর্য্যবস্যন্তি নিষ্ফলে॥
বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌ নান্তরীয়কম্।
পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্॥ ইতি।

তথা চার্থান্তরসংসর্গপরতামাত্রেণ বাক্যার্থপ্রত্যয়োপপত্তৌ ন কার্য্যসংসর্গপরত্বনিয়মঃ পদানাম্। এবঞ্চ সতি কূটস্থনিত্যব্রহ্মরূপপরত্বেঽপ্যদোষ ইতি। "ভব্যং" কার্য্যম্। নন্বু যস্তব্যার্থং ভূতমুপদিশ্যতে, ন তদ্ভূতং, ভব্যসংসর্গিণা রূপেণ তস্যাপি ভব্যত্বাদিত্যত আহ।—"ন হি ভূতমুপদিশ্যমান"মিতি। ন তাদাত্ম্যলক্ষণঃ সংসর্গঃ, কিন্তু কার্য্যেণ সহ প্রয়োজনপ্রয়োজনিলক্ষণোঽন্বয়ঃ। তদ্বিষয়েণ তু ভাবার্থেন ভূতার্থানাং ক্রিয়াকারকলক্ষণ ইতি ন ভূতার্থানাং ক্রিয়ার্থত্বমিত্যর্থঃ। শঙ্কতে—"অক্রিয়াত্বেঽপী" তি। এবঞ্চ, অক্রিয়ার্থকূটস্থনিত্যব্রহ্মোপদেশানুপপত্তিরিতিভাবঃ। পরিহরতি—"নৈষ দোষঃ, ক্রিয়ার্থত্বেঽপি" ইতি। ন হি ক্রিয়ার্থং ভূতমুপদিশ্যমানমভূতং ভবতি, অপি তু ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তনযোগ্যং ভূতমেব তৎ। যথা চ ভূতেঽর্থেঽবধৃতশক্তয়ঃ শব্দাঃ ক্বচিৎ স্বনিষ্ঠভূতবিষয়া দৃশ্যমানা মৃত্বা শীর্ত্ব্বা বা ন কথঞ্চিৎ ক্রিয়ানিষ্ঠতাং গময়িতুমুচিতাঃ। ন হ্যুপহিতং শতশো দৃষ্টমপ্যনুপহিতং ক্বচিদ্দৃষ্টমদৃষ্টং ভবতি। তথা চ বর্ত্তমানাপদেশা অস্তিক্রিয়োপহিতা অকার্য্যার্থা

ভবতি] কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অপ্রয়োজক দধি সোম প্রভৃতি সিদ্ধ-দ্রব্যের উপদেশ করিতে পারেন, আর জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ (উপনিষদ্) কূটস্থ নিত্য ব্রহ্ম উপদেশ করিতে পারেন না, এ কথার অর্থ কি? এমন কোন নিয়ম নাই যে, ক্রিয়ার্থ উপদিশ্যমান দ্রব্যও ক্রিয়াই হইয়া যাইবে; [অক্রিয়ত্বে…দিতি] যদি বল, দ্রব্য ক্রিয়া হইবে না; কিন্তু তাহারা ক্রিয়ার সাধক হইবে, সেই কারণেই কর্ম্মকাণ্ডে তাহার উপদেশ; সুতরাং তাহা দোষাবহ নহে। ক্রিয়ার্থ ও অক্রিয়ার্থ শব্দের অর্থ এই যে, যাহাতে ক্রিয়া নিষ্পাদক সামর্থ্য আছে, তাহাই ক্রিয়ার্থ, যাহাতে তাহা নাই, তাহা অক্রিয়ার্থ। দধ্যাদি দ্রব্য ক্রিয়ানিষ্পাদক;

এব ভূতোপদেশ ইতি চেৎ; নৈষ দোষঃ। ক্রিয়ার্থত্বেঽপি ক্রিয়া-নির্ব্বর্ত্তনশক্তিমদ্বস্তূপদিষ্টমেব, ক্রিয়ার্থত্বন্তু প্রয়োজনং তস্য ন চৈতাবতা বস্ত্বনুপদিষ্টং ভবতি। যদি নামোপদিষ্টং, কিং তব

অপ্যাটবীবর্ণকাদয়ো লোকে বহুলমুপলভ্যন্তে, এবং ক্রিয়াঽনিষ্ঠা অপি সম্বন্ধমাত্র-পর্য্যবসায়িনঃ। যথা কস্যৈষ পুরুষ ইতি প্রশ্নোত্তরং রাজ্ঞ ইতি। তথা প্রাতিপদি-কার্থমাত্রনিষ্ঠা। যথা কীদৃশান্তরব ইতি প্রশ্নোত্তরং ফলিন ইতি। ন হি পৃচ্ছতা পুরুষস্য বা তরূণাং বা অস্তিত্বনাস্তিত্বে প্রতিপিৎসিতে, কিন্তু পুরুষস্য স্বামিভেদস্তরূণাঞ্চ প্রকার-ভেদঃ। প্রষ্টুরপেক্ষিতঞ্চাচক্ষাণঃ স্বামিভেদমেব চ প্রকারভেদরূপমেব চ প্রতিবক্তি, ন পুনরস্তিত্বং; তস্য তেনাপ্রতিপিৎসিতত্বাৎ। উপপাদিতা চ ভূতেঽপ্যর্থে ব্যুৎপত্তিঃ প্রয়োজনবতি পদানাম্। চোদয়তি—"যদি নামোপদিষ্টং" ভূতং "কিং তব" উপ-দেষ্টুঃ শ্রোতুর্ব্বা প্রয়োজনং "স্যাৎ"। তস্মাদ্ ভূতমপি প্রয়োজনবদেবোপদেষ্টব্যং, নাপ্রয়োজনম্। অপ্রয়োজনঞ্চ ব্রহ্ম, তস্যোদাসীনস্য সর্ব্বক্রিয়ারহিতত্বেনানুপ-কারকত্বাদিতি ভাবঃ। পরিহরতি,—"অনবগতাত্মোপদেশশ্চ তথৈব" প্রয়োজন-বানেব "ভবিতুমর্হতি"। অপ্যর্থশ্চকারঃ। এতদুক্তং ভবতি।—যদ্যপি ব্রহ্মোদাসীনং, তথাপি তদ্বিষয়ং শাব্দজ্ঞানমবগতিপর্য্যন্তং বিদ্যা স্ববিরোধিনীং সংসারমূলমবিদ্যা-মুচ্ছিন্দৎ প্রয়োজনবদিত্যর্থঃ। অপি চ যেঽপি কার্য্যপরত্বং সর্ব্বেষাং পদানামাস্থি-ষত, তৈরপি 'ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যো', ন সুরা পাতব্যা' ইত্যাদীনাং ন কার্য্যপরতা শক্যা আস্থাতুম্। কৃত্যুপহিতমর্য্যাদং হি কার্য্যং কৃত্যা ব্যাপ্তং, তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে, শিংশপাত্বমিব বৃক্ষত্বনিবৃত্তৌ। কৃতির্হি পুরুষপ্রযত্নঃ, স চ বিষয়াধীননিরূপণঃ। বিষয়শ্চাস্য সাধ্যস্বভাবতয়া ভাবার্থ এব পূর্ব্বাপরীভূতোঽন্যোৎপাদানুকূলো ভবিতু-মর্হতি, ন দ্রব্যগুণৌ। সাক্ষাৎ কৃতিব্যাপ্যো হি কৃতের্বিষয়ঃ, ন চ দ্রব্যগুণয়োঃ সিদ্ধয়োরস্তি কৃতিব্যাপ্যতা। অতএব শাস্ত্রকৃদ্বচঃ 'ভাবার্থাঃ কর্ম্মশব্দাস্তেভ্যঃ ক্রিয়া প্রতীয়েত' ইতি। দ্রব্যগুণশব্দানাং নৈমিত্তিকাবস্থায়াং কার্য্যাবমর্শেঽপি ভাবস্য স্বতঃ, দ্রব্যগুণশব্দানাস্তু ভাবযোগাৎ কার্য্যাবমর্শ ইতি ভাবার্থেভ্য এবাপূর্ব্বাগতির্ন দ্রব্যগুণশব্দেভ্য ইতি। ন চ 'দধ্না জুহোতি', 'সন্ততমাঘারয়তি' ইত্যাদিষু দ্রব্যা-দীনাং কার্য্যবিষয়তা। তত্রাপি হি হোমাঘারভাবার্থবিষয়মেব কার্য্যম্। ন চৈতা-বতা 'সোমেন যজেত' ইতি বৎ, দধিসন্ততাদিবিশিষ্টহোমাঘারবিধানাৎ 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি', 'আঘারমভিঘারয়তি' ইতি তদনুবাদঃ। যদ্যপ্যত্রাপি ভাবার্থবিষয়মেব কার্য্যং, তথাপি ভাবার্থানুবন্ধতয়া দ্রব্যগুণাববিষয়াবপি বিধীয়েতে। ভাবার্থো হি কারকব্যাপারমাত্রতয়াঽবশিষ্টঃ কারকবিশেষেণ দ্রব্যাদিনা বিশেষ্যত ইতি দ্রব্যাদি-

সুতরাং তাহা ক্রিয়া না হইলেও ক্রিয়ার্থ; ক্রিয়ার্থ বলিয়াই উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ব্রহ্ম ত সেরূপ নহে; সুতরাং তাহা উপদেশ্যও নহে। তাহা হইলেও, ক্রিয়া নিষ্পাদনের জন্য দধ্যাদি সিদ্ধপদার্থেরও উপদেশ করা আবশ্যক হওয়ায়, সিদ্ধবস্তুর উপদেশ সপ্রমাণই হইল। ভাল, যদি সেইরূপেও উপদেশ থাকে, থাকুক,

তেন স্যাদিতি, উচ্যতে—অনবগতাত্মবস্তূপদেশশ্চ তথৈব ভবিতুমর্হতি। তদবগত্যা মিথ্যাজ্ঞানস্য সংসারহেতোর্নিবৃত্তিঃ প্রয়োজনং ক্রিয়ত ইত্যবিশিষ্টমর্থবত্ত্বং ক্রিয়াসাধনবস্তূপদেশেন।

স্তদনুবন্ধঃ। তথা চ ভাবার্থে বিধীয়মানে স এব সানুবন্ধো বিধীয়ত ইতি দ্রব্যগুণাব-বিষয়াবপি তদনুবন্ধতয়া বিহিতৌ ভবতঃ। এবঞ্চ ভাবার্থপ্রণালিকয়া দ্রব্যাদি-সংক্রান্তো বিধিগৌরবাদ্বিভ্যৎ স্ববিষয়স্য চান্যতঃ প্রাপ্ততয়া তদনুবাদেন তদনুবন্ধী-ভূতদ্রব্যাদিপরো ভবতীতি সর্ব্বত্র ভাবার্থবিষয় এব বিধিঃ। এতেন যদাগ্নেয়ো-ঽষ্টাকপালোভবতীত্যত্র সম্বন্ধবিষয়ো বিধিরিতি পরাস্তম্। নমু ন ভবত্যর্থো-বিধেয়ঃ। সিদ্ধে ভবিতরি শব্দরূপস্য ভবনং প্রত্যকর্তৃত্বাৎ। ন খলু গগনং ভবতি; নাপ্যসিদ্ধে, অসিদ্ধস্যানিযোজ্যত্বাৎ, গগনকুসুমবৎ। তস্মাদ্ভবনেন প্রযোজ্যব্যাপারেণাক্ষিপ্তঃ প্রযোজকস্য ভাবয়িতুর্ব্ব্যাপারোবিধেয়ঃ। স চ ব্যাপারো ভাবনা কৃতিঃ প্রযত্ন ইতি। নির্ব্বিষয়শ্চাসাবশক্যপ্রতিপত্তিরতো বিষয়াপেক্ষায়া-মাগ্নেয়শব্দোপস্থাপিতো দ্রব্যদেবতাসম্বন্ধ এবাঽস্য বিষয়ঃ। নমু ব্যাপারবিষয়ঃ পুরুষপ্রযত্নঃ কথমব্যাপাররূপং সম্বন্ধং গোচরয়েৎ? ন হি ঘটং কুর্ব্বিত্যত্রাপি সাক্ষান্নামার্থং ঘটং পুরুষ প্রযত্নো গোচরয়তি, অপি তু দণ্ডাদিহস্তাদিনা ব্যাপারয়তি। তস্মাদ্ঘটার্থাং কৃতিং ব্যাপারবিষয়ামেব পুরুষঃ প্রতিপদ্যতে? ন তু রূপতো ঘট-বিষয়াম্। উদ্দেশ্যতয়া ত্বস্যামস্তি ঘটো ন তু বিষয়তয়া। বিষয়তয়া তু হস্তাদি-ব্যাপার এব। অত এবাগ্নেয় ইত্যত্রাপি দ্রব্যদেবতাসম্বন্ধাক্ষিপ্তো যজিরেব কার্য্য-বিষয়ো বিধেয়ঃ। কিমুক্তং ভবতি? আগ্নেয়ো ভবতীতি আগ্নেয়েন যাগেন ভাবয়ে-দিতি। অত এব 'য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে', 'য এবং বিদ্বানমাবাস্যাং যজতে' ইত্যনুবাদো ভবতি, যদাগ্নেয় ইত্যাদিবিহিতস্য যাগষট্কস্য। অত এব চ বিহিতানূদিতস্য তস্যৈব দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেতেত্যধিকারসম্বন্ধঃ। তস্মাৎ সর্ব্বত্র কৃতিপ্রণালিকয়া ভাবার্থবিষয় এব বিধিরিত্যেকান্তঃ। তথা চ, ন হন্যান্ন পিবেদিত্যাদিষু যদি কার্য্যমভ্যুপেয়েত, ততস্তদ্ব্যাপিকা কৃতিরভ্যুপেতব্যা; তদ্ব্যাপকশ্চ ভাবার্থো বিষয়ঃ। এবঞ্চ প্রজাপতিব্রতন্যায়েন পর্য্যুদাসবৃত্ত্যা অহননা-পানসঙ্কল্পলক্ষণয়া তদ্বিষয়ো বিধিঃ স্যাৎ। তথা চ প্রসজ্যপ্রতিষেধো দত্তজলাঞ্জলিঃ প্রসজ্যেত। ন চ সতি সম্ভবে লক্ষণা ন্যায্যা। নেক্ষেতোদ্যন্তমিত্যাদৌ তু তস্য ব্রত-মিত্যধিকারাৎ প্রসজ্যপ্রতিষেধাসম্ভবেন পর্য্যুদাসবৃত্ত্যা অনীক্ষণসঙ্কল্পলক্ষণা যুক্তা।

তাহাতে তোমার ইষ্টলাভ কি? [উচ্যতে] ইহার প্রত্যুত্তর করিতেছি— [অনব ...দেশেন] [এ শাস্ত্রে] অজ্ঞাত আত্মতত্ত্বের উপদেশও ঠিক সেইরূপই অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় যথাবিধি উপদেশের ন্যায়ই সার্থক হইবে। এবং সেই অবিজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানে সংসাররূপ অনর্থের মূল কারণ অজ্ঞানের নিবৃত্তি সাধন করা হইবে। এবং তাহাতেই উপদেশের ফলসিদ্ধি হইবে; সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডীয় ক্রিয়াসাধক বস্তু-উপদেশের ন্যায় জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্রহ্মাত্মবস্তুর উপদেশে সমান সার্থকতা। ২৩

অপিচ "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইতি চৈবমাদ্যা নিবৃত্তিরুপদিশ্যতে, ন চ সা ক্রিয়া, নাপি ক্রিয়াসাধনম্। অক্রিয়ার্থানামুপদেশোঽনর্থকশ্চেৎ, "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিনিবৃত্ত্যুপদেশানামানর্থক্যং প্রাপ্তম্। তচ্চানিষ্টম্। ন চ স্বভাবপ্রাপ্তহন্ত্যর্থানুরাগেণ নঞঃ শক্যমপ্রাপ্তক্রিয়ার্থত্বং কল্পয়িতুং—হনন-

তস্মান্ন হন্যাৎ ন পিবেদিত্যাদিষু প্রসজ্যপ্রতিষেধেষু ভাবার্থাভাবাত্তদ্ব্যাপ্তায়াঃ কৃতেরভাবঃ, তদভাবে চ তদ্ব্যাপ্তস্য কার্য্যস্যাভাব ইতি ন কার্য্যপরত্বনিয়মঃ সর্ব্বত্র বাক্যে ইত্যাহ।—"ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য ইত্যেবমাদ্যা" ইতি। ননু কস্মান্নিবৃত্তিরেব কার্য্যং ন ভবতি, তৎসাধনং বা, ইত্যত আহ—"ন চ সা ক্রিয়া" ইতি। ক্রিয়াশব্দঃ কার্য্যবচনঃ। এতদেব বিভজ্যতে।—"অক্রিয়ার্থানা" মিতি। স্যাদেতৎ। বিধিবিভক্তিশ্রবণাৎ কার্য্যং তাবদত্র প্রতীয়তে, তচ্চ ন ভাবার্থমন্তরেণ। ন চ রাগতঃ প্রবৃত্তস্য হননপানাদ্যাবকস্মাদৌদাসীন্যমুপপদ্যতে বিনা বিধারকপ্রযত্নম্। তস্মাৎ স এব প্রবৃত্ত্যুন্মুখানাং মনোবাগ্দেহানাং বিধারকঃ প্রযত্নো নিষেধবিধিগোচরঃ ক্রিয়েতি নাক্রিয়াপরমস্তি বাক্যং কিঞ্চিদপীত্যাহ।—"ন চ" "হননক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌদাসীন্যব্যতিরেকেণ, "নঞঃ শক্যমপ্রাপ্তক্রিয়ার্থত্বং কল্পয়িতুম্"। কেন হেতুনা ন শক্যমিত্যত আহ।—"স্বভাবপ্রাপ্তহন্ত্যর্থানুরাগেণ" নঞঃ। অয়মর্থঃ।—হননপানপরো হি বিধিপ্রত্যয়ঃ প্রতীয়মানস্তে এব বিধত্ত ইত্যুৎসর্গঃ। ন চৈতে শক্যে বিধাতুম্, রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ। ন চ নঞঃ প্রসজ্যপ্রতিষেধো বিধেয়ঃ। তস্যাপ্যৌদাসীন্যরূপস্য সিদ্ধতয়া প্রাপ্তত্বাৎ। ন চ বিধারকঃ প্রযত্নঃ। তস্যাশ্রুতত্বেন লক্ষ্যমাণত্বাৎ। সতি সম্ভবে চ মুখ্যে লক্ষণায়া অন্যায্যত্বাৎ। বিধিবিভক্তেশ্চ রাগতঃ প্রাপ্তপ্রবৃত্ত্যনুবাদকত্বেন বিধিবিষয়ত্বাযোগাৎ। তস্মাৎ যৎ পিবেৎ হন্যাদ্বা ইত্যনূদ্য তন্নেতি নিষিধ্যতে তদভাবো জ্ঞাপ্যতে, ন তু নঞর্থো বিধীয়তে। অভাবশ্চ স্ববিরোধিভাবনিরূপণতয়া ভাবচ্ছায়ানুপাতীতি সিদ্ধে সিদ্ধবৎ সাধ্যে চ সাধ্যবৎ ভাসত ইতি সাধ্যবিষয়ো নঞর্থঃ সাধ্যবদ্ভাসত ইতি নঞর্থঃ কার্য্য ইতি ভ্রমস্তদিদমাহ।—

[অপিচ…তচ্চানিষ্টম্] আরও এক কথা, কর্ম্মশাস্ত্রে "ব্রাহ্মণকে হনন করিবে না" ইত্যাদিবিধ নিবৃত্তির উপদেশ আছে। (৪০) সেই নিবৃত্তি বা নিষেধ ক্রিয়াও নহে, ক্রিয়ার সাধনও নহে। ক্রিয়া অথবা ক্রিয়াসাধন ব্যতীত অন্য উপদেশ যদি অনর্থকই হয়, তবে "ব্রাহ্মণকে হনন করিবে না" এ উপদেশও অনর্থক হইবে; অথচ কেহই উহার আনর্থক্য স্বীকার করে না। [নচ…শাম্যতি] নিবৃত্তি কি? নিবৃত্তি ঔদাস্য, অথবা অভাব; সুতরাং "হনন করিবে না"

(৪০) নিবৃত্তি ক্রিয়া নহে। যেহেতু উহা অভাবরূপিণী। অভাবরূপিণী বলিয়া তাহা ক্রিয়ার সাধকও নহে।

ক্রিয়ানিবৃত্তৌদাসীন্যব্যতিরেকেণ। নঞশ্চৈষ স্বভাবো যৎ স্বসম্বন্ধিনোঽভাবং বোধয়তি; অভাব-বুদ্ধিশ্চৌদাসীন্যে কারণম্। সা

"নঞশ্চৈষ স্বভাব" ইতি। নমু বোধয়তু সম্বন্ধিনোঽভাবং নঞ্, প্রবৃত্ত্যুন্মুখানান্তু মনোবাগ্দেহানাং কুতোঽকস্মান্নিবৃত্তিরিত্যত আহ।—"অভাববুদ্ধিশ্চৌদাসীন্য" পালনকারণম্"। অয়মভিপ্রায়ঃ।—'জ্বরিতঃ পথ্যমশ্নীয়াৎ, ন সর্পায়াঙ্গুলিং দদ্যাৎ' ইত্যাদিবচনশ্রবণসমনন্তরং প্রযোজ্যবৃদ্ধস্য পথ্যাশনে প্রবৃত্তিং ভুজঙ্গাঙ্গুলিদানোন্মুখস্য চ ততো নিবৃত্তিমুপলভ্য বালো ব্যুৎপিৎসুঃ প্রযোজ্যবৃদ্ধস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতূ ইচ্ছাদ্বেষাবনুমিমীতে। তথাহীচ্ছাদ্বেষহেতুকে বৃদ্ধস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তী, স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিত্বাৎ; মদীয়স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিবৎ। কর্ত্তব্যাতৈকার্থসমবেতেষ্টানিষ্টসাধনভাবাবগমপূর্ব্বকৌ চাস্যেচ্ছাদ্বেষৌ, প্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুভূতেচ্ছাদ্বেষত্বাৎ, মৎপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিহেতুভূতেচ্ছাদ্বেষবৎ। ন জাতু মম শব্দতদ্ব্যাপারপুরুষাশয়ত্রৈকাল্যানবচ্ছিন্নভাবনাপূর্ব্বপ্রত্যয়পূর্ব্বাবিচ্ছাদ্বেষাবভূতাম্ অপি তু ভূয়োভূয়ঃ স্বগতমালোচয়ত উক্তকারণপূর্ব্বাবেব প্রত্যবভাসেতে। তস্মাদ্বৃদ্ধস্য স্বতন্ত্রপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী ইচ্ছাদ্বেষভেদৌ চ কর্ত্তব্যতৈকার্থসমবেতেষ্টানিষ্টসাধনভাবাবগমপূর্ব্বাবিত্যানুপূর্ব্ব্যা সিদ্ধঃ কার্য্যকারণভাবঃ, ইতীষ্টানিষ্টসাধনতাবগমাৎ প্রযোজ্যবৃদ্ধপ্রবৃত্তিনিবৃত্তী ইতি সিদ্ধম্। স চাবগমঃ প্রাগভূতঃ শব্দশ্রবণানন্তরমুপজায়মানঃ শব্দশ্রবণহেতুক ইতি প্রবর্ত্তকেষু বাক্যেষু যজেতেত্যাদিষু শব্দ এব কর্ত্তব্যমিষ্টসাধনং ব্যাপারমবগময়ংস্তস্যেষ্টসাধনতাং কর্ত্তব্যতাঞ্চাবগময়তি। অনন্যলভ্যত্বাদুভয়োঃ, অনন্যলভ্যস্য চ শব্দার্থত্বাৎ। যত্র তু কর্ত্তব্যতা অন্যত এব লভ্যতে, যথা ন হন্যান্ন পিবেদিত্যাদিষু হননপানপ্রবৃত্ত্যো রাগতঃ প্রতিলম্ভাৎ তত্র তদনুবাদেন নঞ্সমভিব্যাহৃতা লিঙাদিবিভক্তিরন্যতোঽপ্রাপ্তমনয়োরনর্থহেতুভাবমাত্রমবগময়তি। প্রত্যক্ষং হি তয়োরিষ্টসাধনভাবোঽবগম্যতে, অন্যথা রাগবিষয়ত্বাযোগাৎ। তস্মাদ্রাগাদিপ্রাপ্তকর্ত্তব্যতানুবাদেনানর্থসাধনতা প্রজ্ঞাপনপরং 'ন হন্যান্ন পিবেৎ' ইত্যাদিবাক্যং, ন তু কর্ত্তব্যতাপরমিতি সুষ্ঠুক্তমকার্য্যনিষ্ঠত্বং নিষেধানাম্। নিষেধ্যানাঞ্চ অনর্থসাধনতাবুদ্ধিরেব নিষেধ্যাভাববুদ্ধিস্তয়া খল্বয়ং চেতন আপাততো রমণীয়তাং পশ্যন্নপি আয়তিমালোচ্য প্রবৃত্ত্যভাবং নিবৃত্তিমববুধ্য নিবর্ত্ততে। ঔদাসীন্যমাত্মনোঽবস্থাপয়তীতি যাবৎ। স্যাদেতৎ। অভাববুদ্ধিশ্চেদৌদাসীন্যস্থাপনকারণং, যাবদৌদাসীন্যমনুবর্ত্তেত; ন চানুবর্ত্ততে। ন হি উদাসীনোঽপি বিষয়ান্তরব্যাসক্তচিত্তস্তদভাববুদ্ধিমান্। ন চাবস্থাপক-কারণাভাবে কার্য্যাবস্থানং দৃষ্টম্।

ইত্যাদিস্থলে হননের সহিত নিষেধবাচী 'ন'কারের অন্বয় হওয়ায় লোকের স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ বশে যে, হননক্রিয়ায় প্রবৃত্তি, তদ্বিষয়ে ঔদাস্য বা হননক্রিয়ার অভাব এইরূপ অর্থই লব্ধ হয়, অন্যরূপ অর্থ হয় না। জীবের স্বাভাবিক হননেচ্ছা লক্ষ্য করিয়া, প্রোক্ত ন-কারের বলে, "হননিবৃত্তির সংকল্প করিবেক" এরূপ অর্থ করিলে করিতে পার বটে; কিন্তু প্রদর্শিত স্থলে ঐরূপ অর্থ সঙ্গত হইবে

চ দগ্ধেন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেবোপশাম্যতি। তস্মাৎ প্রসক্তক্রিয়া-নিবৃত্ত্যৌদাসীন্যমেব "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিষু প্রতিষেধার্থং মন্যামহে—অন্যত্র প্রজাপতিব্রতাদিভ্যঃ। তস্মাৎ পুরুষার্থানু-পযোগ্যুপাখ্যানাদিভূতার্থবাদবিষয়মানর্থক্যাভিধানং দ্রষ্টব্যম্।

ন হি স্তম্ভাবপাতে প্রাসাদোঽবতিষ্ঠতে। অত আহ।—"সা চ দগ্ধেন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়-মেবোপশাম্যতি"। তাবদেব খল্বয়ং প্রবৃত্ত্যুন্মুখঃ, ন যাবদস্যাঽনর্থহেতুভাব-মধিগচ্ছতি। অনর্থহেতুত্বাধিগমোঽস্য সমূলোদ্ধারং প্রবৃত্তিমুদ্ধৃত্য দগ্ধেন্ধনাগ্নি-বৎ স্বয়মেবোপশাম্যতি। এতদুক্তং ভবতি।—যথা প্রাসাদাবস্থানকারণং স্তম্ভঃ, নৈবমৌদাসীন্যাবস্থানকারণমভাববুদ্ধিঃ, অপি ত্বাগন্তুকাদ্বিনাশহেতোস্ত্রাণেনাবস্থান-কারণম্। যথা কমঠপৃষ্ঠনিষ্ঠুরঃ কবচঃ শস্ত্রপ্রহারত্রাণেন রাজন্যজীবাবস্থান-হেতুঃ। ন চ কবচাপগমে চাসতি চ শস্ত্রপ্রহারে রাজন্যজীবনাশ ইতি। উপসংহরতি।—"তস্মাৎ প্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্ত্যৌদাসীন্যমেব" ইতি। ঔদাসীন্য-মজ্ঞানতোঽপ্যস্তীতি প্রসক্তক্রিয়ানিবৃত্ত্যোপলক্ষ্য বিশিনষ্টি। তৎ কিমক্রিয়া-র্থত্বেনাঽনর্থক্যমাশঙ্ক্য ক্রিয়ার্থত্বোপবর্ণনং জৈমিনীয়মসমঞ্জসমেবেত্যুপসংহার-ব্যাজেন পরিহরতি—"তস্মাৎ পুরুষার্থ" ইতি। পুরুষার্থানুপযোগ্যুপাখ্যানাদি-

না। (৪১) কেন-না, ন-কারের স্বভাবই এই যে, সে স্ব-সম্বন্ধীয়ের অভাব বোধ করায়; এইরূপ অভাবজ্ঞানই তদ্বিষয়ে উদাসীনতার কারণ হয়। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া নিজেই উপশম প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, অভাব-বুদ্ধিও ভ্রান্তিমূলক হননানুরাগ নষ্ট করিয়া অবশেষে নিজেও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। [তস্মাৎ··· দিভ্যঃ] এই কারণে, "ব্রাহ্মণকে হনন করিবে না" ইত্যাদিস্থলে হননক্রিয়ার নিবৃত্তি অর্থাৎ হননবিষয়ক ঔদাসীন্যই ন-কারের অর্থ (৪২)। প্রজাপতি-ব্রত প্রভৃতি কয়েকটী স্থল ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই ন-কারের অর্থ নিষেধ (৪৩)। [তস্মাৎ···দ্রষ্টব্যম্] অতএব, বুঝিতে হইবে, যাহা পুরুষার্থের অনুপযুক্ত, কেবল-মাত্র উপাখ্যান ও ভূতার্থবাদ মাত্র, (৪৪), তাহাই প্রোক্ত জৈমিনিবাক্যের

(৪১) অর্থাৎ নিষেধ উপদেশও যদি ক্রিয়ার্থ হয়, তাহা হইলে বিধি ও নিষেধ এই দ্বৈবিধ্য থাকে না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে, নিষেধ ক্রিয়ার্থ নহে।

(৪২) এ মতে ঔদাসীন্য অর্থ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম; সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যই পুরুষের স্বরূপ। অনৌদাসীন্য বা সক্রিয়ভাব উপাধিযোগে উদ্ভূত—অনুরাগের ফল।

(৪৩) প্রজাপতি-ব্রত ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয়। বেদ এই ব্রতের ইতিকর্ত্তব্যতা উপদেশকালে বলিয়াছেন, "উদয়কালের আদিত্যকে দেখিবে না।" এস্থলে অভাব বা নিষেধ অর্থ খাটে না, কাজেই লক্ষণা স্বীকার করিয়া ন-কারের অনীক্ষণ বা অদর্শন সংকল্প অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। অগৌ, অসুর ও অধর্ম্ম ইত্যাদি প্রয়োগেও নিষেধার্থ সংগত হয় না বলিয়া যথাসম্ভব বিরুদ্ধাদি অর্থ করিতে হয়।

(৪৪) ভূতার্থবাদ—লোকপ্রসিদ্ধ অতীত ঘটনার বর্ণনা।

যদপ্যুক্তং কর্ত্তব্যবিধ্যনুপ্রবেশমন্তরেণ বস্তুমাত্রমুচ্যমানমনর্থকং স্যাৎ—সপ্তদ্বীপা বসুমতীত্যাদিবদিতি, তৎ পরিহৃতম্; 'রজ্জুরিয়ং, নায়ং সর্পঃ' ইতি বস্তুমাত্রকথনেঽপি প্রয়োজনস্য দৃষ্টত্বাৎ।

ননু শ্রুতব্রহ্মণোঽপি যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বদর্শনান্ন রজ্জুস্বরূপকথনবদর্থবত্ত্বমিত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে—নাবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং শক্যং দর্শয়িতুম্, বেদপ্রমাণজনিতব্রহ্মাত্মভাববিরোধাৎ। ন হি শরীরাদ্যাত্মাভিমানিনো দুঃখভয়াদিমত্ত্বং দৃষ্টমিতি তস্যৈব বেদপ্রমাণজনিতব্রহ্মাত্মাবগমে তদভিমাননিবৃত্তৌ

বিষয়াবক্রিয়ার্থতয়া ক্রিয়ার্থতয়া চ পূর্ব্বোত্তরপক্ষৌ; ন তুপনিষদ্বিষয়ৌ। উপনিষদাং স্বয়ম্পুরুষার্থ-ব্রহ্মরূপাবগমপর্য্যবসানাদিত্যর্থঃ। যদপ্যৌপনিষদাত্মজ্ঞানমপুরুষার্থং মন্যমানেনোক্তং—কর্ত্তব্যবিধ্যনুপ্রবেশমন্তরেণেতি। অত্র নিগূঢ়াভিসন্ধিঃ পূর্ব্বোক্তং পরিহারং স্মারয়তি।—"তৎ পরিহৃতম্" ইতি।

অত্রাক্ষেপ্তা স্বোক্তমর্থং স্মারয়তি।—"ননু শ্রুতব্রহ্মণোঽপি" ইতি। নিগূঢ়মভিসন্ধিং সমাধাতোদ্ঘাটয়তি—"অত্রোচ্যতে। নাবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য" ইতি। সত্যং, ন ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রং সাংসারিকধর্ম্মনিবৃত্তিকারণম্, অপি তু সাক্ষাৎকারপর্য্যন্তম্।

উদাহরণস্থল। [যদপ্যুক্তং…দৃষ্টত্বাৎ] আরও যে বলিয়াছিলে, কর্ত্তব্যতাবোধের সংস্রব ব্যতীত "সপ্তদ্বীপা পৃথিবী" এতাবন্মাত্র উপদেশের ন্যায় কেবল বস্তুমাত্রের উপদেশ করা নিষ্ফল বা নিষ্প্রয়োজন, সে কথাও প্রোক্ত বিচারের দ্বারা নিবারিত হইল। অপিচ, তুমিও "ইহা রজ্জু,—সর্প নহে", এতাবন্মাত্র বস্তু-উপদেশের সাফল্য বা সপ্রয়োজনতা দেখিয়াছ।

[ননু…মিত্যুক্তম্] যদি বল, যে ব্যক্তি বারংবার ব্রহ্ম শ্রবণ করিয়াছে, এরূপ ব্যক্তিকেও পূর্ব্বের ন্যায় সংসারী থাকিতে দেখা যায়, এ কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; সুতরাং ব্রহ্মোপদেশ আর রজ্জূপদেশ তুল্য হইতে পারে না। [অত্রোচ্যতে] ঐ কথারও প্রত্যুত্তর দিতেছি;—[নাবগত…সুখস্তবতি] যে পুরুষ অসন্দিগ্ধরূপে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছে, সে পুরুষকে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় সংসারী দেখাইতে পারিবে না। [যদি বল পারিব, তাহা অসম্ভব।] কেন-না, বেদপ্রমাণজনিত ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ত মিথ্যাজ্ঞানজনিত সংসারিত্বের বিরোধী। তুমি ইহাই দেখাইতে পারিবে যে, যখন শরীরাদিতে আত্মাভিমান (শরীরাদিতে আমার ও আমি এতদ্রূপ জ্ঞান) থাকে, তখনই সে দুঃখভয়াদিযুক্ত থাকে; আবার সেই পুরুষই যখন বেদ প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হয়, তখন আর

তদেব মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তং দুঃখভয়াদিমত্ত্বং ভবতীতি শক্যং দর্শয়িতুম্। ন হি ধনিনো গৃহস্থস্য ধনাভিমানিনো ধনাপহারনিমিত্তং দুঃখং দৃষ্টমিতি তস্যৈব প্রব্রজিতস্য ধনাভিমানরহিতস্য তদেব ধনাপহারনিমিত্তং দুঃখং ভবতি। ন চ কুণ্ডলিনো গৃহস্থস্য কুণ্ডলিত্বাভিমাননিমিত্তং সুখং দৃষ্টমিতি তস্যৈব কুণ্ডলবিমুক্তস্য কুণ্ডলিত্বাভিমানহীনস্য তদেব কুণ্ডলিত্বনিমিত্তং সুখং ভবতি। তদুক্তং শ্রুত্যা, "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" ইতি।

শরীরে পতিতেঽশরীরত্বং স্যান্ন জীবত ইতি চেৎ ; ন, সশরীরত্বস্য মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ। ন হ্যাত্মনঃ শরীরাত্মাভিমানলক্ষণং

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারশ্চান্তঃকরণবৃত্তিভেদঃ শ্রবণমননাদিজনিতসংস্কারসচিবমনোজন্মা ষড়্জাদিভেদসাক্ষাৎকার ইব গান্ধর্ব্বশাস্ত্রশ্রবণাভ্যাসসংস্কৃতমনোযোনিঃ। স চ নিখিলপ্রপঞ্চ-মহেন্দ্রজালসাক্ষাৎকারং সমূলমুন্মূলয়ন্নাত্মানমপি প্রপঞ্চত্বাবিশেষাদুন্মূলয়তীত্যুপপাদিতমধস্তাৎ। তস্মাদ্রজ্জুস্বরূপকথনতুল্যতৈবাত্রেতি সিদ্ধম্। অত্র চ বেদপ্রমাণমূলতয়া বেদপ্রমাণজনিতেত্যুক্তম্। অত্রৈব সুখদুঃখানুৎপাদভেদেন নিদর্শনদ্বয়মাহ।—"ন হি ধনিনঃ" ইতি। শ্রুতিমত্রোদাহরতি।—"তদুক্ত"মিতি।

চোদয়তি।—"শরীরে পতিতে" ইতি। পরিহরতি।—"ন সশরীরত্বস্য" ইতি। যদি বাস্তবং সশরীরত্বং ভবেৎ, ন জীবতস্তন্নিবর্ত্তেত। মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তন্তু তৎ।

তাহার সে অভিমান থাকে না ; সুতরাং তখন তন্মূলক সংসারিত্বও থাকে না, অসংসারিত্বই হয়। ধনাভিমানী (এ ধন আমার, এতদ্রূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট) ধনী গৃহস্থের ধন নষ্ট হইলে তাহার তন্নিমিত্ত দুঃখ হয়, কিন্তু সেই গৃহস্থই যখন সন্ন্যাসী হয়—ধনাভিমান ত্যাগ করে, তখন আর তাহার ধনাপহারজনিত দুঃখ কখনও হয় না। কুণ্ডলধারী গৃহস্থকে কুণ্ডলিত্বাভিমানহেতুক কুণ্ডলধারণের সুখ অনুভব করিতে দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া, সেই ব্যক্তিই যখন কুণ্ডলের সহিত কুণ্ডলিত্বাভিমান ত্যাগ করে, তখনও কি আর তাহার কুণ্ডলধারণের সুখ থাকে? তখন তাহার তদ্বিষয়ক সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না। [তদুক্তং…ইতি] শ্রুতিও এ কথা বলিয়াছেন। যথা—"কি প্রিয় কি অপ্রিয়, অশরীর অর্থাৎ শরীরাভিমানশূন্য ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না।"

[শরীরে...কল্পয়িতুম্] যদি বল, শরীরপতনের পর অশরীর হয়, জীবিত থাকিতে হয় না; তাহাও বলিতে পার না; কেন-না, সশরীরত্বের কারণ মিথ্যাজ্ঞান; তাহার অভাবই অশরীরত্ব; সুতরাং তাহা জীবৎ-অবস্থাতেও হইতে পারে। শরীরাত্মজ্ঞানরূপ মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত অন্য

মিথ্যাজ্ঞানং মুক্ত্বা অন্যতঃ সশরীরত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্। নিত্যমশরীরত্বং অকর্ম্মনিমিত্তত্বাদিত্যবোচাম। তৎকৃতধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তং সশরীরত্বমিতি চেৎ; ন, শরীরসম্বন্ধস্যাসিদ্ধত্বাৎ, ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরাত্মকৃতত্বাসিদ্ধেঃ। শরীরসম্বন্ধস্য ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্তৎকৃতত্বস্য চেতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ অন্ধপরম্পরৈষানাদিত্বকল্পনা। ক্রিয়াসমবায়া-

তচ্চোৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানেন জীবতাপি শক্যং নিবর্ত্তয়িতুম্। যৎ পুনরশরীরত্বং, তদস্য স্বভাব ইতি ন শক্যং নিবর্ত্তয়িতুং, স্বভাবহানেন ভাববিনাশপ্রসঙ্গাদিত্যাহ।—"নিত্যমশরীরত্ব" মিতি। স্যাদেতৎ। ন মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তং সশরীরত্বম্, অপি তু ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তং, তচ্চ স্বকারণধর্ম্মাধর্ম্মনিবৃত্তিমন্তরেণ ন নিবর্ত্ততে। তন্নিবৃত্তৌ চ প্রায়ণমেবেতি ন জীবতোঽশরীরত্বমিতি শঙ্কতে।—"তৎকৃত" ইতি। তদিত্যাত্মানং পরামৃশতি। নিরাকরোতি।—"ন, শরীরসম্বন্ধস্য" ইতি। ন তাবদাত্মা সাক্ষাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মৌ কর্ত্তুমর্হতি। বাগ্বুদ্ধিশরীরারম্ভজনিতৌ হি তৌ নাসতি শরীরসম্বন্ধে ভবতঃ। তাভ্যাস্তু শরীরসম্বন্ধং রোচয়মানো ব্যক্তং পরস্পরাশ্রয়ং দোষমাবহতি। তদিদমাহ।—"শরীরসম্বন্ধস্য" ইতি। যদ্যুচ্যেত সত্যমস্তি পরস্পরাশ্রয়ঃ, ন ত্বেষ দোষঃ, অনাদিত্বাৎ বীজাঙ্কুরবৎ, ইত্যত আহ।—"অন্ধপরম্পরৈষাঽনাদিত্ব-

কোনরূপ সশরীরত্বের কারণ কল্পনা করিতে পারা যায় না। (৪৫) [নিত্য… বোচাম] এই অশরীরত্ব যে, নিত্য এবং কর্ম্মনিমিত্তক (ধর্ম্মাধর্ম্মজনিত) নহে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। (৪৬) [তৎকৃত…রুপপত্তেঃ] যদি বল, আত্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মই আত্মার শরীর সম্বন্ধের কারণ, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারাই আত্মা সশরীর হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহাও সত্য নহে। কেন-না, আত্মার সহিত শরীরের কোনরূপ বাস্তব সম্বন্ধ থাকাই অসিদ্ধ; সুতরাং তন্মূলক ধর্ম্মাধর্ম্ম যে আত্মকৃত, তাহাও অসিদ্ধ। অর্থাৎ কোনও প্রমাণেই আত্মার শরীরসম্বন্ধ থাকা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি কর্ত্তৃত্ব থাকা সিদ্ধ হয় না। উহা সিদ্ধ করিতে গেলে "শরীর ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় না, আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যতীতও শরীর হয় না" এতদ্রূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। (অন্যোন্যাশ্রয় দোষ সত্য সিদ্ধান্ত লাভের বিশেষ প্রতিবন্ধক)। এরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষ পরিহারার্থ যে, অনাদিত্ব কল্পনা, তাহাও ফলতঃ অন্ধপরম্পরা—অন্ধ গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত উপদেশ যেরূপ তত্ত্বনির্ণয়ের

(৪৫) শরীরে অহংবুদ্ধির নাম সশরীরত্ব, সুতরাং অহংভাব থাকা পর্য্যন্তই সশরীরত্ব। এরূপ সশরীরতা স্থূলদেহের বিষয় হইলেও লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ে থাকে। যত দিন না মুক্তি হয়, ততদিন লিঙ্গশরীরের নাশ হয় না; অশরীর হওয়াও যায় না। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞানমূলক লিঙ্গশরীর থাকে না; সুতরাং তখন অশরীর হওয়া যায়। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই অশরীরত্ব সিদ্ধ হয় না।

(৪৬) আত্মার বা আমার অশরীরত্বই স্বরূপ, অশরীরত্বই নিত্য, কিন্তু সশরীরত্ব কাল্পনিক বা অভিমান-মূলক, ইহা অত্যল্প প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইতে পারে।

ভাবাচ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। সন্নিধানমাত্রেণ রাজপ্রভৃতীনাং দৃষ্টং কর্ত্তৃত্বমিতি চেৎ; ন, ধনদানাদ্যুপার্জ্জিত-ভৃত্যসম্বন্ধিত্বাৎ তেষাং কর্ত্তৃত্বোপপত্তেঃ। ন ত্বাত্মনো ধনদানাদিবচ্ছরীরাদিভিঃ স্ব-স্বামিসম্বন্ধনিমিত্তং কিঞ্চিচ্ছক্যং কল্পয়িতুম্। মিথ্যাভিমানস্তু প্রত্যক্ষঃ সম্বন্ধহেতুঃ। এতেন যজমানত্বমাত্মনো ব্যাখ্যাতম্।

অত্রাহুঃ—দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মন আত্মীয়ে দেহাদাবভিমানো

কল্পনা"। 'যস্তু মন্যতে নেয়মন্ধপরম্পরাতুল্যানাদিতা, ন হি যতো ধর্ম্মাধর্ম্মভেদাদাত্ম-শরীরসম্বন্ধভেদস্তত এব স ধর্ম্মাধর্ম্মভেদঃ, কিং ত্বেষ পূর্ব্বস্মাদাত্মশরীরসম্বন্ধাৎ পূর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মভেদজন্মনঃ, এষ ত্বাত্মশরীরসম্বন্ধোঽস্মাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মভেদাদিতি, তং প্রত্যাহ।—"ক্রিয়াসমবায়াভাবা"দিতি। শঙ্কতে।—"সন্নিধানমাত্রেণ" ইতি। পরিহরতি।—"ন" ইতি। উপার্জ্জনং স্বীকরণম। ন ত্বিয়ং বিধা আত্মনীত্যাহ—"ন ত্বাত্মন" ইতি।

"যে তু দেহাদাবাত্মাভিমানো ন মিথ্যা, অপি তু গৌণঃ, মাণবকাদাববঃ সিংহাভিমান ইতি মন্যন্তে", তন্মতমুপন্যস্য দূষয়তি—"অত্রাহুঃ" ইতি প্রসিদ্ধো

অনুকূল হয় না, ইহাও তদ্রূপ। (বীজাঙ্কুরপ্রবাহের অনাদিত্ব কল্পনা প্রত্যক্ষমূলক, সুতরাং তাহা দোষাবহ হয় না)। অপিচ, আত্মার ক্রিয়াসম্বন্ধ না থাকায়ও অর্থাৎ আত্মা কিছু করেন না বলিয়াও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হয় না। [সন্নিধান···হেতুঃ] যদি বল, [আত্মা কিছু করুন বা নাই করুন] সন্নিধান থাকাতেই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে। যেমন রাজা অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা হন, সেইরূপ; না, একথাও বলিতে পার না। কারণ, ধনদানাদিকৃত সম্বন্ধ ভৃত্যভাব থাকায় ভৃত্যকৃত কার্য্যে রাজার কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে, কিন্তু তাহা দেখিয়া শরীরাদিকৃত কার্য্যে আত্মার কর্ত্তৃত্ব কল্পনা করা যায় না; কেন-না, শরীরাদির সহিত আত্মার স্বস্বামিভাব-সম্বন্ধ (ভৃত্য-ভর্ত্তৃ সম্বন্ধ) নাই। শরীরাদির সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, মিথ্যাভিমানই তাহার মূল, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। [এতেন···ব্যাখ্যাতম্] এতদ্দ্বারা আত্মার যাগকর্ত্তৃত্বাদিও ব্যাখ্যাত হইল (৪৭)।

[অত্রাহুঃ] এ বিষয়ে কেহ (৪৮) বলিয়া থাকেন, [দেহাদি···গৌণো] আত্মা দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; তাঁহার যে দেহাদিবিষয়ক অভিমান (অহং

---

(৪৭) অর্থাৎ জীব ব্রহ্মজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্তই ভ্রান্তিকল্পিত দেহাদিসম্বন্ধের প্রভাবে বা ভ্রমবশতঃ 'অহং দেহী ব্রাহ্মণঃ' এতদ্রূপ কল্পনা করিয়া যাগযজ্ঞাদিবিষয়ক কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিয়া থাকে।

(৪৮) প্রভাকরমতাবলম্বী।

গৌণঃ, ন মিথ্যেতি চেৎ; ন, প্রসিদ্ধবস্তুভেদস্য গৌণত্বমুখ্যত্বপ্রসিদ্ধেঃ। যস্য হি প্রসিদ্ধো বস্তুভেদঃ, যথা কেশরাদিমানাকৃতিবিশেষোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সিংহশব্দ-প্রত্যয়ভাক্ মুখ্যোঽন্যঃ প্রসিদ্ধঃ, ততশ্চান্যঃ পুরুষঃ প্রায়িকৈঃ ক্রৌর্য্যশৌর্য্যাদিভিঃ সিংহগুণৈঃ সম্পন্নঃ সিদ্ধঃ, তস্য তস্মিন্ পুরুষে সিংহশব্দপ্রত্যয়ৌ গৌণৌ ভবতঃ, নাপ্রসিদ্ধবস্তুভেদস্য। তস্য তু অন্যত্রান্যশব্দপ্রত্যয়ৌ ভ্রান্তিনিমিত্তাবেব ভবতঃ, ন গৌণৌ। যথা মন্দান্ধকারে স্থাণুরয়মিত্যগৃহ্যমাণবিশেষে পুরুষশব্দপ্রত্যয়ৌ স্থাণুবিষয়ৌ। যথা বা শুক্তিকায়ামকস্মাদ্রজতমিদমিতি নিশ্চিতৌ শব্দপ্রত্যয়ৌ। তদ্বৎ,

---

বস্তুভেদো যস্য পুরুষস্য, স তথোক্তঃ। উপপাদিতঞ্চৈতদস্মাভিরধ্যাসভাষ্যে ইতি নেহোপপাদ্যতে। যথা মন্দান্ধকারে স্থাণুরয়মিত্যগৃহ্যমাণবিশেষে বস্তুনি পুরুষাৎ সাংশয়িকৌ পুরুষশব্দপ্রত্যয়ৌ স্থাণুবিষয়ৌ। তত্র তু পুরুষত্বমনিয়তমপি সমারোপিতমেব। এবং সংশয়ে সমারোপিতমনিশ্চিতমুদাহৃত্য বিপর্য্যয়জ্ঞানে নিশ্চিতমুদাহরতি। "যথা বা শুক্তিকায়াম্" ইতি। শুক্লভাস্বরস্য দ্রব্যস্য পুরঃস্থিতস্য সতি

মন জ্ঞান), তাহা গৌণ, অর্থাৎ তাহা গুণ-নিমিত্তক—ভ্রান্তি-নিমিত্তক নহে। (৪৯) এ কথাও সঙ্গত নহে। কেন-না, নিয়ম আছে যে, যে লোক উভয় পদার্থেরই স্বরূপগত পার্থক্য অবগত আছে, তাহার পক্ষেই ঐ দুই পদার্থের মধ্যে গৌণশব্দ ব্যবহার ও তদর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হয়, কিন্তু যে লোক সেরূপ জানে না, তাহার যে অন্যত্র অন্যশব্দ প্রয়োগ, তাহা ভ্রান্তি বলিয়া স্থির হইবে। যেমন সিংহে সিংহজ্ঞান ও পুরুষে পুরুষজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি শৌর্য্য ক্রৌর্য্য প্রভৃতি সিংহ-গুণ দেখিয়া পুরুষে সিংহ শব্দের প্রয়োগ এবং তদনুরূপ প্রত্যয় হয়, তাহা হইলেই তাহা গৌণ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (সিংহে সিংহজ্ঞান লুপ্ত হইয়া পুরুষজ্ঞান হইলে তাহা মিথ্যা বা ভ্রম হইবে, গৌণ হইবে না।) অপ্রসিদ্ধ বা অজ্ঞাততত্ত্ব বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হইলে তাহা গৌণ হইবে না, মিথ্যাই হইবে। [যথা... ভবতঃ] যেমন মন্দান্ধকারস্থ অজ্ঞাততত্ত্ব স্থাণুতে পুরুষজ্ঞান ও পুরুষশব্দ প্রয়োগ, অথবা যেমন শুক্তিরূপে অবিজ্ঞাত শুক্তিতে (৫০) হঠাৎ রজতজ্ঞান ও রজত-

---

(৪৯) এক জ্ঞাত বস্তুর গুণ অন্য জ্ঞাত বস্তুতে দৃষ্ট হইলে তদনুসারে তদ্বস্তুতে যে তদ্বস্তুর জ্ঞান ও নাম কল্পিত হয়, সে জ্ঞান ও সে নাম গৌণ অর্থাৎ গুণনিমিত্তক। ইহার দৃষ্টান্ত ভাষ্যব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে।

(৫০) স্থাণু=মুড়ো গাছ। শুক্তি=ঝিনুক।

দেহাদিসঙ্ঘাতেঽহমিতি নিরুপচারেণ শব্দপ্রত্যয়াবাত্মানাত্মাবিবেকিন উৎপদ্যমানৌ কথং গৌণৌ শক্যৌ বদিতুম্। আত্মানাত্মবিবেকিনামপি পণ্ডিতানামজাবিপালানামিবাবিবিক্তৌ শব্দপ্রত্যয়ৌ ভবতঃ। তস্মাৎ দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মাস্তিত্ববাদিনাং দেহাদাবহম্প্রত্যয়ো মিথ্যৈব, ন গৌণঃ। তস্মান্মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ সশরীরত্বস্য, সিদ্ধং জীবতোঽপি বিদুষোঽশরীরত্বম্। তথা ব্রহ্মবিদ্বিষয়া শ্রুতিঃ "তদ্‌যথা অহিনির্লয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতে। অথায়মশরীরোঽমৃতঃ অপ্রাণো

শুক্তিকারজতসাধারণ্যে যাবদত্র রজতবিনিশ্চয়ো ভবতি, তাবৎ কস্মাচ্ছুক্তিবিনিশ্চয় এব ন ভবতি। সংশয়ো বা দ্বেধা যুক্তঃ, সমানধর্ম্মধর্ম্মিণোর্দ্দর্শনাৎ উপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতো বিশেষদ্বয়স্মৃতেশ্চ সংস্কারোন্মেষহেতোঃ সাদৃশ্যস্য দ্বিষ্ঠত্বেনোভয়ত্র তুল্যমেতদিতি। অত উক্তম্।—"অকস্মাৎ" ইতি। অনেন দৃষ্টস্য হেতোঃ সমানত্বেঽপ্যদৃষ্টং হেতুরুক্তঃ। তচ্চ কার্য্যদর্শনোন্নেয়ত্বেনাসাধারণমিতি ভাবঃ। "আত্মা-

---

শব্দের প্রয়োগ, তেমনি দেহাদিসংঘাতে সাদৃশ্যাদি সম্বন্ধ ব্যতীত আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানশূন্য পুরুষের অবিবেকোৎপন্ন অহংশব্দ ও অহংজ্ঞানকে তুমি কি প্রকারে গৌণ বলিতে পার? এমন কি, যাঁহাদের বিবেকজ্ঞান বিদ্যমান আছে, তাঁহাদেরও অত্যন্ত অজ্ঞ গোপবালকাদির ন্যায় ঐরূপ অবিবিক্ত ভাবে জ্ঞান হইয়া থাকে এবং তদনুসারে তাঁহারা তদ্রূপ শব্দও উচ্চারণ করিয়া থাকেন। [তস্মাৎ…অশরীরত্বম্] সেই জন্যই বলিতে হয়, যাঁহারা আপনাকে দেহাদির অতিরিক্ত বলিয়া জানেন, তাঁহাদের যখন দেহাদির প্রতি অহংজ্ঞান তাঁহাদের সে জ্ঞান নিশ্চয়ই মিথ্যা বা ভ্রান্তি, কখনও গৌণ নহে। অতএব, সশরীরত্ব পদার্থ মিথ্যাজ্ঞানের বিজৃম্ভণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যেহেতু সশরীরত্ব মিথ্যাজ্ঞানমূলক, সেই হেতু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অশরীরত্ব জীবৎকালেও সিদ্ধ হইতে পারে, মরণের অপেক্ষা করে না। [তথাচ…ইতি চ] ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যে শরীরসত্ত্বেও অশরীর হন, একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"যেমন পরিত্যক্ত সর্পত্বক্ (সাপের খোলশ) বল্মীকস্তূপে শয়ান থাকে, জীবন্মুক্ত জ্ঞানীর শরীরও তদ্রূপভাবে থাকে, অর্থাৎ তাহাতে তাঁহার অহং-অভিমান থাকে না। (৫১) অনন্তর তিনি অশরীর, অমৃত, অপ্রাণ, ব্রহ্ম, এবং কেবল তেজঃস্বরূপে অবস্থিত হন।

---

(৫১) সর্পেরা যে নির্ম্মোক বা খোলশ পরিত্যাগ করে, তাহাতে তাহাদের মমতা বা অহং অভিমান থাকে না। জ্ঞানীরাও শরীরের প্রতি তদ্রূপ নিরভিমান হন।

ব্রহ্মৈব তেজ এবেতি। "সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণইব সবাগবাগিব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽপ্রাণ ইব" ইতি চ। স্মৃতিরপি,—"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" ইত্যাদ্যা স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণান্যাচক্ষাণা বিদুষঃ সর্ব্বপ্রবৃত্ত্যসম্বন্ধং দর্শয়তি। তস্মান্ন অবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বম্। যস্য তু যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বং, নাসাববগতব্রহ্মাত্মভাব ইত্যনবদ্যম্। ২৭

যৎ পুনরুক্তং—শ্রবণাৎ পরাচীনয়োর্ম্মননিদিধ্যাসনয়োর্দ্দর্শনাদ্বিধিশেষত্বং ব্রহ্মণঃ, ন স্বরূপপর্য্যবসায়িত্বমিতি; তন্ন,

---

নাত্মবিবেকিনাম্" ইতি। শ্রবণমননকুশলতামাত্রেণ পণ্ডিতানাম্ অনুৎপন্নতত্ত্বসাক্ষাৎকারাণামিতি যাবৎ। তদুক্তম্।—'পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাদি' ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্। জীবতো বিদুষোঽশরীরত্বে চ শ্রুতিস্মৃতী উদাহরতি।—"তথাচ" ইতি। সুবোধম্। প্রকৃতমুপসংহরতি—"তস্মান্নাবগতব্রহ্মাত্মভাবস্য" ইতি। ২৭

ননূক্তং, যদি জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বাবগতিরেব সাংসারিকধর্ম্মনিবৃত্তিহেতুঃ, হন্ত-মননাদিবিধানানর্থক্যং, তস্মাৎ প্রতিপত্তিবিধিপরা বেদান্তা ইতি, তদনুভাষ্য দূষয়তি—"যৎ পুনরুক্তং শ্রবণাৎ পরাচীনয়ো"রিতি। মননিদিধ্যাসনয়োরপি ন বিধিঃ, তয়োরন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধসাক্ষাৎকারফলয়োর্ব্বিধিসরূপৈর্ব্বচনৈরনুবাদাৎ।

তখন তিনি চক্ষু থাকিতেও অচক্ষু, কর্ণ থাকিতেও অকর্ণ, বাগিন্দ্রিয় সত্ত্বেও অবাক্, মন থাকিতেও অমনা, প্রাণ থাকিতে অপ্রাণ হন।" [স্মৃতি…দর্শয়তি] স্মৃতিও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতে গিয়া, "জ্ঞানীর সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি-সম্বন্ধ নিবৃত্ত হয়" বলিয়াছেন। [তস্মাৎ…বদ্যম্] অতএব জ্ঞাতব্রহ্ম পুরুষের কখনই পূর্ব্বের ন্যায় সংসারিত্ব থাকে না। যাঁহার থাকে, তিনি নিশ্চিতই ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞ নহেন, এই সিদ্ধান্তই অনিন্দিত বা নির্দ্দোষ।

[যৎ…সিদ্ধম্] আরও যে এক কথা বলা হইয়াছিল, "বেদান্তশাস্ত্রে শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান থাকায় (৫৩) বেদান্তও বিধিশাস্ত্রের অঙ্গ এবং ব্রহ্মও তাহার বিধেয়, সুতরাং স্বরূপতত্ত্ব প্রতিপাদনে বেদান্তের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত নহে—এ কথা সঙ্গত নহে। কেন-না, জ্ঞানের উদ্দেশে যেমন শ্রবণের

---

(৫২) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা মুক্তি লাভ হয় বলিয়াই বেদান্তের সাফল্য ও প্রামাণ্য অক্ষত এবং হিতসাধন করে বলিয়া ইহার শাস্ত্রতাও অব্যাহত রহিল।

(৫৩) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদিবিধ বাক্যে।

শ্রবণবৎ অবগত্যর্থত্বান্মননিদিধ্যাসনয়োঃ। যদি হ্যবগতং ব্রহ্ম অন্যত্র বিনিযুজ্যেত, ভবেৎ তদা বিধিশেষত্বম্; ন তু তদস্তি; মননিদিধ্যাসনয়োরপি শ্রবণবদবগত্যর্থত্বাৎ। তস্মান্ন প্রতিপত্তি-বিধিশেষতয়া শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীতি। অতঃ স্বতন্ত্রমেব ব্রহ্ম শাস্ত্রপ্রমাণকং বেদান্তবাক্যসমন্বয়াদিতি সিদ্ধম্।

এবঞ্চ সতি "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি শাস্ত্রারম্ভ উপপদ্যতে।

তদিদমুক্তম্—"অবগত্যর্থত্বাৎ" ইতি। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোঽবগতিঃ তদর্থত্বং মনন-নিদিধ্যাসনয়োরন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধমিত্যর্থঃ। অথ কস্মান্মননাদিবিধিরেব ন ভবতী-ত্যত আহ—"যদি হ্যবগত" মিতি। ন তাবন্মননিদিধ্যাসনে প্রধানকর্ম্মণী অপূর্ব্ব-বিষয়ে অমৃতত্বফলে ইত্যুক্তমধস্তাৎ। অতো গুণকর্ম্মত্বমনয়োরবঘাতপ্রোক্ষণাদিবৎ পরিশিষ্যতে। তদপ্যযুক্তম্, অন্যত্রোপযুক্তোপযোক্ষ্যমাণত্বাভাবাদাত্মনঃ। বিশেষ-তস্তৌপনিষদস্য কর্ম্মানুষ্ঠানবিরোধাদিত্যর্থঃ। প্রকৃতমুপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি।

এবং সিদ্ধরূপব্রহ্মপরত্বমুপনিষদাং ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রার্থস্য ধর্ম্মাদন্যত্বাস্মিন্নবিষয়ত্বেন শাস্ত্রভেদাৎ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইত্যস্য শাস্ত্রারম্ভত্বমুপপদ্যতে, ইত্যাহ—"এবঞ্চ সতি" ইতি। ইতরথা তু ধর্ম্মজিজ্ঞাসৈবেতি ন শাস্ত্রান্তরমিতি ন শাস্ত্রারম্ভত্বং

বিধান, মননিদিধ্যাসনেরও ঠিক তেমনই বিধান। যে স্থলে বিজ্ঞাত বস্তু ক্রিয়া-প্রবাহে বিনিযুক্ত হয়, অর্থাৎ ক্রিয়ায় জন্যই বস্তুর ও বস্তুজ্ঞানের উপদেশ হয়, সেই স্থলেই সেই বস্তু ও সেই জ্ঞান বিধিশেষ বা বিধেয় বলিয়া গণ্য হয়। অতএব, বিজ্ঞাত ব্রহ্ম যদি কোনরূপ ক্রিয়ায় বিনিযুক্ত হইতেন, অথবা ক্রিয়াসাধন বলিয়া উপদিষ্ট হইতেন, তাহা হইলেই তিনি বিধিশেষ বা বিধ্যঙ্গ হইতেন; কিন্তু এ স্থলে তাহা (তদ্রূপ) নাই; সুতরাং শ্রবণের ন্যায় মননিদিধ্যাসনেরও জ্ঞানপ্রয়োজনতা মাত্র আছে; ক্রিয়াবিষয়তা নাই। প্রদর্শিত বিচারের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্ম জ্ঞান-বিধির বিষয় নহে; বেদান্তশাস্ত্র স্বতন্ত্ররূপেই ব্রহ্মবস্তু প্রতিপাদন করে এবং বেদান্তশাস্ত্র তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবেই প্রমাণ।

[এবঞ্চ…জিজ্ঞাসেতি] এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হওয়ায় "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এতদ্রূপ শাস্ত্রারম্ভও উপপন্ন হইল। (৫৪) ব্রহ্ম যদি বিধেয় হইতেন—জ্ঞান-বিধির অঙ্গরূপে উপদিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে ব্যাসদেবের আর "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" এরূপ ক্রমে বেদান্তসূত্র বলিবার আবশ্যক হইত না। কেন-না, জৈমিনি

---

(৫৪) অর্থাৎ বেদান্ত একটী পৃথক্ শাস্ত্র এবং তাহার প্রতিপাদ্যও স্বতন্ত্র; কাজেই ব্যাস তাহার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। বেদান্তেরও প্রতিপাদ্য বিষয় বিধি ও বিধেয় হইলে ব্যাস তাহা বলিতেন না। কেন-না, জৈমিনি মুনি তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন।

প্রতিপত্তিবিধিপরত্বে হি "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ইত্যেবারব্ধত্বান্ন পৃথক্‌শাস্ত্রমারভ্যেত। আরভ্যমাণঞ্চেবমারভ্যেত—'অথাতঃ পরিশিষ্টধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ইতি, "অথাতঃ ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থয়োর্জ্জিজ্ঞাসা" ইতিবৎ। ব্রহ্মাত্মৈক্যাবগতিস্ত্বপ্রতিজ্ঞাতেতি তদর্থো যুক্তঃ-শাস্ত্রারম্ভঃ—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি। তস্মাদহংব্রহ্মাস্মীত্যেতদবসানা এব সর্ব্বে বিধয়ঃ সর্ব্বাণি চেতরাণি প্রমাণানি। ন হ্যহেয়ানুপাদেয়াদ্বৈতাত্মাবগতৌ নির্ব্বিষয়াণ্যপ্রমাতৃকাণি প্রমাণানি চ ভবিতুমর্হন্তীতি। অপিচাহুঃ,—

স্যাদিত্যত আহ।—"প্রতিপত্তিবিধিপরত্বে" ইতি। ন কেবলং সিদ্ধরূপত্বাদ্‌ব্রহ্মাত্মৈক্যস্য ধর্ম্মাদন্যত্বম্, অপি তু তদ্বিরোধাদপীত্যুপসংহারব্যাজেনাহ।—"তস্মাদহং ব্রহ্মাস্মীতি"। ইতিকরণেন জ্ঞানং পরামৃশতি। বিধয়ো হি ধর্ম্মে প্রমাণং, তে চ সাধ্যসাধনেতিকর্ত্তব্যতাভেদাধিষ্ঠানা ধর্ম্মোৎপদিনশ্চ তদধিষ্ঠানা ন ব্রহ্মাত্মৈক্যে সতি প্রভবন্তি, বিরোধাদিত্যর্থঃ। ন কেবলং ধর্ম্মপ্রমাণস্য শাস্ত্রস্যেয়ং গতিঃ, অপি তু সর্ব্বেষাং প্রমাণানামিত্যাহ—"সর্ব্বাণি চেতরাণি প্রমাণানি" ইতি। কুতঃ, "ন হি" ইতি। অদ্বৈতে হি বিষয়বিষয়িভাবো নাস্তি। ন চ কর্ত্তৃত্বং, কার্য্যাভাবাৎ। ন চ করণত্বমতএব। তদিদমুক্তম্—"অপ্রমাতৃকাণি চ" ইতি চকারেণ।

মুনি পূর্ব্বেই "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এবংক্রমে শাস্ত্রের আরম্ভ করিয়াছেন। [যদি বল, জৈমিনি মুনি মানস ধর্ম্মের বিচার করেন নাই, তিনি কেবল অনুষ্ঠানসাধ্য বাহ্য ধর্ম্মেরই (যাগাদির) বিচার করিয়াছেন, তাহাও বলিতে পার না। [কেন-না, তাহা হইলে] ব্যাসদেব "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এতদ্রূপ ক্রমে ব্রহ্মবিচারের প্রতিজ্ঞা না করিয়া "অথাতঃ পরিশিষ্ট-ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এইরূপই শাস্ত্রারম্ভের প্রতিজ্ঞা করিতেন। জৈমিনি যেমন ধর্ম্মবিচার সমাপ্ত করিয়া "অথাতঃ ক্রত্বর্থ-পুরুষার্থয়োর্জ্জিজ্ঞাসা" বলিয়া ধর্ম্মসাধন অঙ্গসমূহের মীমাংসা করিবার জন্য পৃথক্ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ব্যাসদেবও তেমনি ঐরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া মানস ধর্ম্মবিচারের প্রতিজ্ঞা করিতেন। ব্রহ্মবিচার বা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান জৈমিনীয় শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞাত বিষয় নহে; সুতরাং ব্যাসের বিষয়ে জিজ্ঞাসাসূত্র বলা যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত হইয়াছে। [তস্মা⋯প্রমাণানি] অতএব বিধি নিষেধ প্রভৃতি শাস্ত্র ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, সমস্তই "অহং ব্রহ্মাস্মি" জ্ঞানোৎপাদনে পরিসমাপ্ত; সুতরাং ঐ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত ঐগুলি সত্য বা প্রমাণ; অনন্তর উহারা মিথ্যা বা কল্পিতের সমান হয়। [ন হি⋯মর্হন্তি] অদ্বৈতাত্মজ্ঞান হইলে পর, প্রমাণ, প্রমাণের বিষয়—প্রমেয়াদি, এবং প্রমাতা, এ সকল কিছুই থাকিতে পারে না, অর্থাৎ ভেদজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় তাহার বিষয়ও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

"গৌণ-মিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্র-দেহাদিবাধনাৎ।
সদ্ব্রহ্মাত্মাহমিত্যেবং বোধে কার্য্যং কথং ভবেৎ॥
অন্বেষ্টব্যাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ।
অন্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব পাপ্মদোষাদিবর্জ্জিতঃ॥

অত্রৈব ব্রহ্মবিদাং গাথামুদাহরতি—"অপিচাহুঃ"। পুত্রদারাদিষ্বাত্মাভিমানঃ গৌণঃ। যথা স্বদুঃখেন দুঃখী, যথা স্বসুখেন সুখী, তথা পুত্রাদিগতেনাপীতি—সোঽয়ং গুণঃ। ন ত্বেকত্বাভিমানঃ,ভেদস্যানুভবসিদ্ধত্বাৎ। তস্মাদ্ গৌর্বাহীক ইতিবৎ গৌণঃ। দেহেন্দ্রিয়াদিষু ত্বভেদানুভবান্ন গৌণ আত্মাভিমানঃ,কিন্তু শুক্তৌ রজতজ্ঞানবন্মিথ্যা। তদেবং দ্বিবিধোঽয়মাত্মাভিমানো লোকযাত্রাং বহতি। তদসত্ত্বে তু ন লোকযাত্রা, নাপি ব্রহ্মাত্মৈকত্বানুভবঃ; তদুপায়স্য শ্রবণমননাদেরভাবাৎ। তদিদমাহ।—"পুত্রদেহাদিবাধনাৎ"। গৌণাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্রকলত্রাদিবাধনং—মমকারাভাব ইতি যাবৎ। মিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে দেহেন্দ্রিয়াদিবাধনং শ্রবণাদিবাধনঞ্চ। তথা চ, ন কেবলং লোকযাত্রাসমুচ্ছেদঃ, সদ্ব্রহ্মাহমিত্যেবম্বোধশীলং যৎ কার্য্যমদ্বৈতসাক্ষাৎকার ইতি যাবৎ, তদপি "কথং ভবেৎ"। কুতস্তদসম্ভব ইত্যত আহ—

"অন্বেষ্টব্যাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ"।

উপলক্ষণঞ্চৈতৎ; প্রমাপ্রমেয়প্রমাণবিভাগ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। এতদুক্তং ভবতি—এষ হি বিভাগোঽদ্বৈতসাক্ষাৎকারকারণম্, ততো নিয়মেন প্রাগ্ভাবাৎ। তেন তদভাবে কার্য্যং নোপপদ্যত ইতি। ন চ প্রমাতুরাত্মনোঽন্বেষ্টব্য আত্মা অন্য ইত্যাহ—

"অন্বিষ্টঃ স্যাৎ প্রমাতৈব পাপ্মদোষাদিবর্জ্জিতঃ"।

উক্তং গ্রীবাস্থ-গ্রৈবেয়কনিদর্শনম্, স্যাদেতৎ। অপ্রমাণাৎ কথং পারমার্থিকাদ্বৈতানুভবোৎপত্তিরিত্যত আহ—

[অপিচাহুঃ···নিশ্চয়াদিতি] বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়াছেন, "আমি কেবল সৎব্রহ্মস্বরূপ ও পূর্ণ" এতদ্রূপ বোধ জন্মিলে পুত্রাদি ও দেহাদি বাধিত হওয়ায় গৌণাত্মা এবং মিথ্যাত্মাও বাধিত (৫৫) (মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত) হইয়া যায়; সুতরাং তখন আর কি প্রকারে কার্য্য—বিধি নিষেধাদি ব্যবহার হইবে? অর্থাৎ তখন আর কোন প্রকার ব্যবহারই থাকিতে পারে না। শ্রুতিতে, যে অজর, অমর, অশোক ও অদুঃখ আত্মা জ্ঞাতব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন, সেই জ্ঞাতব্য আত্মা বিজ্ঞাত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই অজ্ঞানপ্রযুক্ত তাদৃশ আত্মার প্রমাতৃত্ব

(৫৫) পুত্র কলত্রাদির দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমি বড় দুঃখিত, এইরূপ অহংপ্রত্যয়কে গৌণাত্মা বলে, এবং আমি মানুষ, আমি কর্ত্তা, ইত্যাদিবিধ অহংভাবকে মিথ্যাত্মা বলে। এই দ্বিবিধ আত্মাই সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের কারণ।

দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ” ইতি ॥ ১।১।৪॥

[ইতি চতুঃসূত্রী সমাপ্তা]

"দেহাত্মপ্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণন্তু”—
অস্যাবধিমাহ—
"আত্মনিশ্চয়াৎ ॥”

আ ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—পারমার্থিক-প্রপঞ্চবাদিভিরপি দেহাদিষ্বাত্মাভিমানো মিথ্যেতি বক্তব্যং, প্রমাণবাধিতত্বাৎ। তস্য চ সমস্তপ্রমাণকারণত্বং ভাবিকলোকযাত্রাবাহিত্বঞ্চাভ্যুপেয়ম্। সেয়মস্মাকমপ্য-দ্বৈতসাক্ষাৎকারে বিধা ভবিষ্যতি। ন চায়মদ্বৈতসাক্ষাৎকারোঽপ্যন্তঃকরণবৃত্তিভেদ একান্ততঃ পরমার্থঃ। যস্ত সাক্ষাৎকারো ভাবিকো নাসৌ কার্য্যঃ, তস্য ব্রহ্মস্বরূপ-ত্বাৎ। অবিদ্যা তু যত্ত্ববিদ্যামুচ্ছিন্দ্যাৎ জনয়েদ্বা, ন তত্র কাচিদনুপপত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—

"বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥” ইতি।

তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্।

এবম্—

"কার্য্যান্বয়ং বিনা সিদ্ধরূপে ব্রহ্মণি মানতা।
পুরুষার্থে স্বয়ং তাবদ্বেদান্তানাং প্রসাধিতা ॥” ইতি ॥ ১। ১। ৪ ॥

[ইতি চতুঃসূত্রী সমাপ্তা।]

হইয়া (৫৬) থাকে; আর জ্ঞাত হওয়ার পর, সেই প্রমাতাই আবার পাপদোষাদি-রহিত পরমাত্মা হয়। "দেহাত্মজ্ঞান কল্পিত অর্থাৎ ভ্রম হইলেও যেমন জ্ঞানের পূর্ব্বপর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য, লৌকিক ব্যবহারও তেমনি আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। তাৎপর্য্য এই যে, অদ্বৈতপ্রবোধ প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্য্যন্তই লৌকিক ও বৈদিক প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবহার সত্য বলিয়া গণ্য থাকে; পরন্তু আত্মজ্ঞানের পর ঐ সমস্ত "মিথ্যা” বলিয়া নিশ্চয় হইয়া যায়, অর্থাৎ আত্ম-নিশ্চয় দৃঢ় হইলে এ সকলই এককালে লুপ্ত হইয়া যায় ॥ ১। ১। ৪ ॥

[ইতি চতুর্থ সূত্র সমাপ্ত।]

---

(৫৭) প্রমাতৃত্ব=কর্তৃত্বাদিব্যবহার। প্রমাতা=কর্তৃত্বাদিব্যবহারের আশ্রয় অর্থাৎ অহং-জ্ঞানাপন্ন জীব।

এবং তাবদ্বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মাত্মাবগতিপ্রয়োজনানাং ব্রহ্মাত্মনি তাৎপর্য্যেণ সমন্বিতানামন্তরেণাপি কার্য্যানুপ্রবেশং ব্রহ্মণি পর্য্যবসানমুক্তম্। ব্রহ্ম চ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি জগদুৎপত্তি-স্থিতিনাশকারণমিত্যুক্তম্। সাংখ্যাদয়স্তু—পরিনিষ্ঠিতং বস্তু প্রমাণান্তরগম্যমেবেতি মন্যমানাঃ প্রধানাদীনি কারণান্তরাণ্যনু-

---

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদিনা "তত্তু সমন্বয়াৎ" ইত্যন্তেন সূত্রসন্দর্ভেণ সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বশক্তৌ জগদুৎপত্তিস্থিতিবিনাশকারণে প্রামাণ্যং বেদান্তানামুপপাদিতম্। তচ্চ ব্রহ্মণীতি পরমার্থতঃ, ন ত্বন্যাপি ব্রহ্মণ্যেবেতি ব্যুৎপাদিতম্। তদত্র সন্দিহ্যতে—তজ্জগদুপাদানকারণং কিং চেতনমুতাচেতনমিতি। অত্র চ বিপ্রতিপত্তেঃ প্রতিবাদিনাং বিশেষানুপলম্ভে সতি সংশয়ঃ। তত্র চ প্রধানমচেতনং জগদুপাদানকারণমনুমানসিদ্ধমনুবদন্ত্যুপনিষদ ইতি সাংখ্যাঃ। জীবাণুব্যতিরিক্তচেতনেশ্বরনিমিত্তাধিষ্ঠিতাশ্চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবো জগদুপাদানকারণমনুবদন্তীতি কাণাদাঃ। আদিগ্রহণেনাভাবোপাদানত্বাদি গ্রহীতব্যম্। অনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যাশক্তিমচ্চেতনোপাদানং জগদাগমিকমিতি ব্রহ্মবিদঃ। এতাসাঞ্চ বিপ্রতিপত্তীনামনুমানবাক্যানুমানবাক্যাভাসা বীজম্। তদেবং বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ে, কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্। তত্র—

"জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যভাবাদ্‌ব্রহ্মণোঽপরিণামিনঃ।
ন সর্ব্বশক্তিবিজ্ঞানে, প্রধানে ত্বস্তি সম্ভবঃ॥"

জ্ঞানক্রিয়াশক্তী খলু জ্ঞানক্রিয়াকার্য্যদর্শনোন্নেয়সদ্ভাবে। ন চ জ্ঞানক্রিয়ে চিদাত্মনি স্তঃ; তস্যাপরিণামিত্বাদেকত্বাচ্চ; ত্রিগুণে চ প্রধানে পরিণামিনি সম্ভবতঃ। যদ্যপি চ সাম্যাবস্থায়াং প্রধানে সমুদাচরদ্বৃত্তিনী ক্রিয়াজ্ঞানে ন স্তঃ, তথাপ্যব্যক্তেন শক্ত্যাত্মনা রূপেণ সম্ভবত এব। তথা চ প্রধানমেব সর্ব্বজ্ঞঞ্চ সর্ব্বশক্তি চ, ন তু ব্রহ্ম। স্বরূপচৈতন্যং ত্বস্যাবৃত্তিকমনুপযোগি জীবাত্মনা-

---

[এবং···মিত্যুক্তম্] ব্রহ্মাত্ম-প্রতিপাদনোদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত বেদান্তবাক্যসমূহের ব্রহ্মেই যেরূপ তাৎপর্য্য নিশ্চয় হয়, এবং যেরূপে উহারা ক্রিয়াসংশ্রব ব্যতীতও সিদ্ধব্রহ্ম-বোধক হইতে পারে, এপর্য্যন্ত সেইপ্রকার বা সেই প্রণালীমাত্র বলা হইয়াছে, এবং ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, এবং তিনিই যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, এ কথাও বলা হইয়াছে। [সাংখ্যা···যোজয়ন্তি] কিন্তু সাংখ্যাদি দর্শন সিদ্ধবস্তুকে (যাহা জন্মে না, চিরকালই আছে, তাহা) প্রমাণান্তরগম্য (৫৭) বিবেচনা করিয়া, প্রকৃতি প্রভৃতিকেই জগৎকারণ বলিয়া অনুমান করেন, এবং জগৎকারণ-বোধক

---

(৫৭) যাহা স্বতঃসিদ্ধ আছে, তাহা হয় প্রত্যক্ষগম্য, না হয় অনুমানগম্য। শাস্ত্র তাহা বলিবে কেন? বলিবার আবশ্যক কি? এইরূপ বিবেচনা করিয়া।

মিমানাস্তৎপরতয়ৈব বেদান্তবাক্যানি যোজয়ন্তি। সর্ব্বেষ্বেব তু বেদান্তবাক্যেষু সৃষ্টিবিষয়েম্বনুমানেনৈব কার্য্যেণ কারণং লিলক্ষয়িষিতম্ ; প্রধানপুরুষসংযোগা নিত্যানুমেয়া ইতি সাঙ্খ্যা মন্যন্তে। কাণাদাস্তু—এতেভ্য এব বাক্যেভ্য ঈশ্বরং নিমিত্তকারণমনুমিমতে, অনূংশ্চ সমবায়িকারণম্। এবমন্যেঽপি তার্কিকা বাক্যাভাস-যুক্ত্যা-

---

মিবাস্মাকম্। ন চ স্বরূপচৈতন্যে কর্তৃত্বম্, অকার্য্যত্বাত্তস্য ; কার্য্যত্বে বা ন সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞতা। ভোগাপবর্গলক্ষণপুরুষার্থদ্বয়প্রযুক্তানাদিপ্রধানপুরুষসংযোগনিমিত্তস্তু মহদহঙ্কারাদিক্রমেণাচেতনস্যাপি চেতনানধিষ্ঠিতস্য প্রধানস্য পরিণামঃ সর্গঃ। দৃষ্টশ্চাচেতনং চেতনানধিষ্ঠিতং পুরুষার্থে প্রবর্ত্তমানম্, যথা বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থমচেতনং ক্ষীরং প্রবর্ত্ততে। 'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইত্যাদ্যাশ্চ শ্রুতয়োঽচেতনেঽপি চেতনবদুপচারাৎ স্বকার্য্যোন্মুখত্বমাদর্শয়ন্তি, যথা কূলং পিপতিষতীতি।

'যৎপ্রায়ে শ্রূয়তে যচ্চ তত্তাদৃগবগম্যতে।
ভাক্তপ্রায়ে শ্রুতমিদমতো ভাক্তং প্রতীয়তে॥"

অপি চাহুর্বৃদ্ধাঃ—'যথা অগ্র্যপ্রায়ে লিখিতং দৃষ্ট্বা বদন্তি 'ভবেদয়মগ্র্যঃ' ইতি, তথেদমপি 'তা আপ ঐক্ষত' 'তত্তেজ ঐক্ষত' ইত্যাদ্যুপচারপ্রায়ে শ্রুতম্। তদৈক্ষতেত্যৌপচারিকমেব বিজ্ঞেয়ম্। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-

---

বেদান্তবাক্যসমূহকেও আপন আপন পক্ষের অনুকূলে যোজনা (ব্যাখ্যা) করেন। (৫৮) [সর্ব্বে···মন্যন্তে] তাঁহারা বলেন, সৃষ্টিবিষয়ক যত বেদান্তবাক্য আছে, সমস্তই কার্য্যলিঙ্গক কারণানুমানের সূচক। (৫৯) বিশেষতঃ সংখ্যাবাদীরা মনে করেন, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ নিত্যানুমেয়। (৬০) [কাণাদা···ইহোত্তিষ্ঠন্তে] আবার কণাদশিষ্যেরা সেই সেই বাক্য অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরনামক নিমিত্তকারণের ও পরমাণু-নামক উপাদান কারণের অনুমান করিয়া থাকেন। এইরূপ,

---

(৫৮) জন্মবান্ সাবয়ব বস্তুমাত্রই জড়প্রকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতি অথবা পরমাণু এ বিশ্বের উপাদান। ঘট সাবয়ব ও জন্য, তাহার উপাদান যেমন জড়রূপিণী মৃত্তিকা, সেইরূপ।

(৫৯) "তেজসা সোম্য, শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ" ইত্যাদি শ্রুতি, শুঙ্গেন অর্থাৎ কার্য্যরূপ হেতুর দ্বারা, সতের অর্থাৎ মূলকারণের অনুমান করিতে বলিয়াছেন।

(৬০) জড় ভিন্ন কেবল চেতনকে কাহারও উপাদান হইতে দেখা যায় না। জড়ই উপাদানকারণ হয়, চেতন তাহার নিমিত্ত কারণ হয় মাত্র। যাহা জন্মে, তাহা উপাদানেই জন্মে এবং উপাদানমাত্রই জড়। কেবল জড় কিন্তু জন্মে না, প্রত্যেক জন্মবান্ জড়ে চৈতন্যসম্বন্ধ থাকিতে দেখা যায়। চেতনসম্বন্ধ ব্যতীত কেবল জড় কোনও কিছু উৎপাদন করে না, বা করিতে পারে না। অতএব, চিজ্জড়াত্মক বিশ্বের চেতন-সংযুক্ত জড় হইতেই জন্ম হইয়াছে। তন্মধ্যে জড়াংশই উপাদান এবং চেতনাংশ তাহার নিমিত্ত। অপিচ যাহা জড়, তাহাই প্রকৃতি, আর যাহা চেতন, তাহা পুরুষ বা আত্মা। প্রকৃতি-পুরুষের তাদৃশ সংযোগ বা সম্বন্ধ 'সামান্যতোদৃষ্ট' নামক অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয়, অপলাপ করা যায় না।

ভাসাবষ্টম্ভাঃ পূর্ব্বপক্ষবাদিন ইহোত্তিষ্ঠন্তে। তত্র পদবাক্য-প্রমাণজ্ঞেনাচার্য্যেণ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মাবগতিপরত্বপ্রদর্শনায় বাক্যাভাস-যুক্ত্যাভাসবিপ্রতিপত্তয়ঃ পূর্ব্বপক্ষীকৃত্য নিরাক্রিয়ন্তে।

তত্র সাংখ্যাঃ প্রধানং ত্রিগুণমচেতনং জগতঃ কারণমিতি মন্যমানা আহুঃ—যানি বেদান্তবাক্যানি সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তের্ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বং প্রদর্শয়ন্তীত্যবোচঃ, তানি প্রধানকারণ-পক্ষেঽপি যোজয়িতুং শক্যন্তে। সর্ব্বশক্তিত্বং তাবৎ প্রধানস্যাপি স্ববিকারবিষয়মুপপদ্যতে, এবং সর্ব্বজ্ঞত্বমপ্যুপপদ্যতে। কথম্?

রূপে ব্যাকরণবাণি" ইতি চ প্রধানস্য জীবাত্মত্বং জীবার্থকারিতয়াহ। যথা হি ভদ্রসেনো রাজার্থকারী রাজা ভদ্রসেনো মমাস্মেত্যুপচর্য্যতে, এবং তত্ত্বমসীত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ভাক্তাঃ সম্পত্ত্যথা বা দ্রষ্টব্যাঃ। স্বমপীতো ভবতীতি চ নিরুক্তং জীবস্য প্রধানে স্বকীয়েঽপ্যয়ং সুষুপ্তাবস্থায়াং ব্রূতে। প্রধানাংশতমঃসমুদ্রকে হি জীবো-নিদ্রাণস্তমসীব মগ্নো ভবতি। যথাহুঃ—'অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা' ইতি। বৃত্তীনামন্যাসাং প্রমাণাদীনামভাবঃ, তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং তমঃ, তদাবলম্বনা নিদ্রা জীবস্য বৃত্তিরিত্যর্থঃ। তথা সর্ব্বজ্ঞং প্রস্তুত্য শ্বেতাশ্বতরমন্ত্রোঽপি 'স কারণং করণাধিপাধিপঃ' ইতি প্রধানাভিপ্রায়ঃ। প্রধানস্যৈব সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রতিপাদিতমধস্তাৎ। তস্মাদচেতনং প্রধানং জগদুপাদানমনুবদন্তি শ্রুতয় ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। এবং কাণাদাদিমতেঽপি কথঞ্চিদযোজনীয়াঃ শ্রুতয়ঃ। অক্ষরার্থস্তু "প্রধানপক্ষেঽপি"

অন্যান্য তার্কিকেরাও বাক্যাভাস ও যুক্ত্যাভাস আশ্রয় করিয়া বেদান্তবাদের প্রতি পূর্ব্বপক্ষকারী বা আপত্তিকারী হইয়া থাকেন। [তত্র...ক্রিয়ন্তে] সৃষ্টি-বিষয়ে বাদিগণের বিবাদ দেখিয়া পদ-বাক্য-প্রমাণবিৎ আচার্য্য (বেদব্যাস) বেদান্তবাক্য-নিবহের ব্রহ্মজ্ঞান-পরতা প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক বাদীর অভিমত বাক্যাভাস, যুক্ত্যাভাস ও সিদ্ধান্তসমূহকে পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া, সে সকল অসৎ সিদ্ধান্ত নিরাকৃত করিয়াছেন। [তত্র ··আহুঃ] তন্মধ্যে সাংখ্যবিৎ পণ্ডিতগণ ত্রিগুণাত্মক অচেতন প্রধানকে (প্রকৃতিকে) জগৎকারণরূপে স্থির করিয়া বলেন,—[যানি···শক্যন্তে] তোমরা (বেদান্তীরা) যে সকল বেদান্তবাক্য লইয়া সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়াছ, সে সকল বাক্য আমরা প্রকৃতি-কারণত্বপক্ষেও যোজনা করিতে পারি। [সর্ব্ব···উপপদ্যতে] সর্ব্ব-শক্তিত্বরূপ ধর্ম্ম প্রকৃতিতেও আছে। সর্ব্বশক্তিত্ব কি? না, সর্ব্বজনন-সামর্থ্য। সর্ব্ব-শক্তি বা সর্ব্বজনন-সামর্থ্য প্রাকৃতিক বিকার-সাপেক্ষ; সুতরাং তাহা প্রকৃতিতেই সঙ্গত হয়। অপিচ, সর্ব্বজ্ঞত্বও ঐরূপে প্রকৃতিকারণপক্ষে সঙ্গত হয়। [কথম্]

যৎ ত্বং জ্ঞানং মন্যসে, সঃ সত্ত্বধর্ম্মঃ, "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্" ইতি স্মৃতেঃ। তেন চ সত্ত্বধর্ম্মেণ জ্ঞানেন কার্য্যকারণবন্তঃ পুরুষাঃ সর্ব্বজ্ঞা যোগিনঃ প্রসিদ্ধাঃ। সত্ত্বস্য হি নিরতিশয়োৎকর্ষে সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রসিদ্ধম্। ন চ কেবলস্যাকার্য্যকরণস্য পুরুষস্যোপলব্ধি-মাত্রস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বং বা কল্পয়িতুং শক্যম্।

ত্রিগুণত্বাত্তু প্রধানস্য সর্ব্বজ্ঞানকারণভূতং সত্ত্বং প্রধানাবস্থায়ামপি বিদ্যত ইতি প্রধানস্যাচেতনস্যৈব স্বতঃ

ইতি "প্রধানস্যাপি" ইতি, অপিকারাবেবকারার্থৌ। স্যাদেতৎ। সত্ত্বসম্পত্ত্যা চেদস্য সর্ব্বজ্ঞতা, অথ তমঃসম্পত্ত্যা অসর্ব্বজ্ঞতৈব অস্য কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ—"তেন চ সত্ত্বধর্ম্মেণ জ্ঞানেন" ইতি। সত্ত্বং হি প্রকাশশীলং নিরতিশয়োৎকর্ষং সর্ব্বজ্ঞতাবীজম্। যথাহুঃ।—'নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞতাবীজং' ইতি। যৎ খলু সাতিশয়ং, তৎ কচি-ন্নিরতিশয়ং দৃষ্টং, যথা বকুলামলকবিল্বেষু সাতিশয়ং মহত্ত্বং ব্যোম্নি পরমমহতি নিরতিশয়ম্। এবং জ্ঞানমপ্যেকদ্বিবহুবিষয়তয়া সাতিশয়মিত্যনেনাপি কচিন্নি-রতিশয়েন ভবিতব্যম্। ইদমেব চাস্য নিরতিশয়ত্বং, যদ্বিদিতসমস্তবেদিতব্যত্বম্। তদিদং সর্ব্বজ্ঞত্বং সত্ত্বস্য নিরতিশয়োৎকর্ষত্বে সম্ভবতি। এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপি রজস্তমসী অপি স্তঃ, তথাপি পুরুষার্থপ্রযুক্তগুণবৈষম্যাতিশয়াৎ সত্ত্বস্য নিরতি-শয়োৎকর্ষে সার্ব্বজ্ঞ্যং কার্য্যমুৎপদ্যত ইতি। প্রধানাবস্থায়ামপি তন্মাত্রং বিবক্ষিত্বা অবিবক্ষিত্বা চ তমঃকার্য্যং প্রধানং সর্ব্বজ্ঞমুপচর্য্যত ইতি।

অপিভ্যামবধারণস্য ব্যবচ্ছেদ্যমাহ—"ন কেবলস্য" ইতি। ন কিঞ্চিদেকং কার্য্যং জনয়েৎ, অপি তু বহূনি। চিদাত্মা চৈকঃ, প্রধানন্তু ত্রিগুণমিতি তত এব কার্য্যমুৎপত্তুমর্হতি, ন চিদাত্মন ইত্যর্থঃ। তত্রাপি চ যোগ্যতামাত্রেণৈব চিদাত্মনঃ

কি প্রকারে? বলিতেছি,—[যৎ ত্বং⋯বর্ত্ততে] তোমরা যাহাকে জ্ঞান বল, অস্মন্মতে তাহা সত্ত্বধর্ম্ম—সত্ত্বেরই অবস্থাপ্রভেদ। স্মৃতি এ কথার পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন, "সত্ত্বগুণ হইতেই জ্ঞানের জন্ম হয়।" সেই সত্ত্বধর্ম্ম-জ্ঞানের দ্বারাই দেহধারী যোগিপুরুষেরাও সর্ব্বজ্ঞ হন, ইহা সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ। সত্ত্বাংশের অত্যুৎকর্ষ হইলেই তদ্দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞান-সামর্থ্য জন্মে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা; কিন্তু নিরিন্দ্রিয়, অশরীর ও কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ চেতন পুরুষের সর্ব্বজ্ঞতা বা অল্পজ্ঞতা কিছুই কল্পনা করিতে পারা যায় না।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা; সুতরাং প্রকৃতি অবস্থাতেও (কারণাবস্থায় বা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থাতেও) প্রকৃতির তাদৃশ সত্ত্বগুণ থাকে; তাহা দেখিয়া বেদান্ত শাস্ত্র সেই অচেতন বা জড়স্বভাব প্রধানকেই উপচারক্রমে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ

সর্ব্বজ্ঞত্বমুপচর্য্যতে বেদান্তবাক্যেষু। অবশ্যঞ্চ ত্বয়াপি সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মাভ্যুপগচ্ছতা সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেনৈব সর্ব্বজ্ঞত্বমভ্যুপগন্তব্যম্; ন হি সর্ব্ববিষয়ং জ্ঞানং কুর্ব্বদেব ব্রহ্ম বর্ত্ততে। তথা হি,—জ্ঞানস্য নিত্যত্বে জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যং ব্রহ্মণো হীয়েত। অথানিত্যং তদিতি জ্ঞানক্রিয়ায়া উপরমে উপরমেতাপি ব্রহ্ম; তদা সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেনৈব সর্ব্বজ্ঞত্বমাপততি। অপি চ, প্রাগুৎপত্তেঃ সর্ব্বকারকশূন্যং ব্রহ্ম ইষ্যতে ত্বয়া। ন চ জ্ঞানসাধনানাং শরীরেন্দ্রিয়াদীনামভাবে জ্ঞানোৎপত্তিঃ কস্যচিদুপপন্না। অপি চ, প্রধানস্যানেকাত্মকস্য পরিণামসম্ভবাৎ কারণত্বোপপত্তি-

সর্ব্বজ্ঞতাভ্যুপগমো ন কার্য্যযোগাদিত্যাহ।—"ত্বয়াপি" ইতি। ন কেবলস্যাকার্য্যকারণস্যেত্যেতৎ সিংহাবলোকিতেন প্রপঞ্চয়তি।—"প্রাগুৎপত্তেঃ"। "অপি চ

করিয়াছেন। তুমিও যে ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া থাক, অবশ্য তাহা তুমি সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বশক্তির যোগ বা সম্বন্ধ লইয়াই করিয়া থাক। কেন-না, ব্রহ্ম যে, সর্ব্বদাই সকল বিষয়ে জ্ঞান লইয়া বিরাজ করিতেছেন, এরূপ নহে। কাজেই তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, সার্ব্বজ্ঞ্যশক্তি থাকাতেই ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। (৬১) [তথাহি…পততি] পক্ষান্তরে, জ্ঞান যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য (কর্ত্তৃত্ব) থাকিতে পারে না; আর জ্ঞান যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার বিশ্রান্তি বা বিনাশ আছে; সুতরাং জ্ঞানক্রিয়ার উপরম-কালে ব্রহ্মেরও উপরম হওয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, ফল-লব্ধ কল্পনা দ্বারা ইহাই স্থির হইতেছে যে, সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্বই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব। (শক্তি স্বীকার করিলে প্রলয়কালেও তাহার সর্ব্বজ্ঞতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে)। [অপি চ…ব্রহ্মণঃ] আরও এক কথা, তোমরা (বেদান্তীরা) সৃষ্টির পূর্ব্বে কারকশূন্য বা সহায়শূন্য অথণ্ডৈকরস ব্রহ্ম থাকা স্বীকার কর। কিন্তু, জ্ঞান-জন্মের প্রতি যেরূপ কারণ বা উপকরণ থাকা আবশ্যক, তাহার প্রতি লক্ষ্য কর না। অতএব, জ্ঞান-সাধন শরীর, ইন্দ্রিয়, অথবা অন্য কিছু না থাকায়, তৎকালে জ্ঞানোৎপত্তি হওয়া উপপন্ন হয় না। এ দোষ প্রকৃতিকারণবাদীর মতে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেন-না, প্রকৃতি

(৬১) অর্থাৎ ঘট না থাকিলেও যেমন মৃত্তিকায় ঘটশক্তি থাকা স্বীকৃত হয়, এবং তদনুসারে মৃত্তিকাকেও ঘট বলা অসঙ্গত হয় না, সেইরূপ, সর্ব্বদা বা সকল সময়ে সকল জ্ঞান একত্রিত না হইলেও বা না থাকিলেও সে সকল জ্ঞানের শক্তি তাহাতে আছে—সর্ব্বদাই সে শক্তি আছে—সুতরাং তদনুসারে তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

মৃদাদিবৎ, নাসংহতস্যৈকাত্মকস্য ব্রহ্মণঃ,—ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদং সূত্রমারভ্যতে,—

ঈক্ষতের্নাশব্দম্॥১।১।৫॥*

ন সাংখ্যপরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণং শক্যং

প্রধানস্য" ইতি। চত্বর্থঃ। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—[ঈক্ষতের্নাশব্দম্॥ ইতি]

নামরূপপ্রপঞ্চলক্ষণকার্য্যদর্শনাদেতৎ কারণমাত্রবদিতি সামান্যকল্পনায়ামস্তি প্রমাণং, ন তু তদচেতনং চেতনমিতি বা বিশেষকল্পনায়ামস্ত্যনুমানমিত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যতে। তস্মাৎ নামরূপপ্রপঞ্চকারণভেদপ্রমায়ামাম্নায় এব ভগবাননুপাসনীয়ঃ। তদেবমাম্নায়ৈকসমধিগমনীয়ে জগৎকারণে—

"পৌর্ব্বাপর্য্যপরামর্শাদ্‌যদাম্নায়োঽঞ্জসা বদেৎ।
জগদ্বীজং তদেবেষ্টং, চেতনে চ স আঞ্জসঃ॥"

তেষু তেষু খল্বাম্নায়প্রদেশেষু "তদৈক্ষত" ইত্যেবঞ্জাতীয়কৈর্ব্বাক্যৈরীক্ষিতুঃ কারণাজ্জগজ্জন্মাখ্যায়ত ইতি। ন চ প্রধান-পরমাণ্বাদেরচেতনস্যেক্ষিতৃত্বমাঞ্জসম্। সত্ত্বাংশেনেক্ষিতৃ প্রধানম্, তস্য প্রকাশকত্বাদিতি চেৎ; ন, তস্য জাড্যেন তত্ত্বানুপপত্তেঃ। কস্তর্হি রজস্তমোভ্যাং সত্ত্বস্য বিশেষঃ? স্বচ্ছতা। স্বচ্ছং হি সত্ত্বম্; অস্বচ্ছে চ রজস্তমসী। স্বচ্ছস্য চ চৈতন্যবিম্বোদ্‌গ্রাহিতয়া প্রকাশত্বব্যপদেশঃ; নেতরয়োঃ, অস্বচ্ছতয়া তদ্‌গ্রাহিত্বাভাবাৎ। পার্থিবত্বে তুল্য ইব মণের্ব্বিম্বোদ্‌গ্রাহিতা, ন লোষ্ট্রাদীনাম্। ব্রহ্মণস্ত্বীক্ষিতৃত্বমাঞ্জসম্; তস্যাম্নায়তো নিত্যজ্ঞান-

---

নিজেই ত্রিগুণাত্মিকা, এবং পরিণামস্বভাবা; সুতরাং তাহার সঙ্গেই জ্ঞানোৎপত্তির উপকরণ বিদ্যমান আছে; এইজন্য মৃত্তিকাদির ন্যায় প্রকৃতিরই জগৎকারণতা সঙ্গত হয়, কিন্তু অসহায় অসংহত অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মের জগৎকারণতা উপপন্ন হয় না। [ইত্যেবং…ভ্যতে] এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ বা আপত্তি উপস্থিত হওয়ায় তন্নিরাকরণার্থ এই সূত্র অভিহিত হইতেছে।

[ন…কথম্] সাংখ্যকল্পিত জড়রূপা প্রকৃতি বেদান্তশাস্ত্রে জগৎকারণরূপে স্থান পাইতে পারে না, অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রে অচেতন প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্ব

---

* সাংখ্যপরিকল্পিতমচেতনং প্রধানং ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ। যতস্তৎ অশব্দং শব্দাপ্রতিপাদ্যম্; অশব্দত্বাদিতি যাবৎ। অশব্দত্বে হেতুঃ—ঈক্ষতেঃ ইতি। যৎ জগৎকারণং, তৎ ঈক্ষিতৃ। ঈক্ষণপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্বাৎ, অচেতনস্যেক্ষণাসম্ভবাৎ অচেতনং প্রধানং ন জগৎকারণমিতি সমুদিতার্থঃ।—অর্থাৎ সাংখ্যকল্পিত প্রধান জগৎকারণ নহে। কেন-না, শ্রুতি অচেতনের জগৎকর্তৃত্ব বলেন নাই। তৎপ্রতি হেতু এই যে, শ্রুতিতে ঈক্ষণপূর্ব্বক অর্থাৎ আলোচনাপূর্ব্বক সৃষ্টিকর্তৃত্ব অভিহিত হইয়াছে। প্রধান জড়, তাহাতে ঈক্ষণ নাই; সুতরাং তাহার সৃষ্টিকর্তৃত্বও নাই।

বেদান্তেষ্বাশ্রয়িতুম্ ; অশব্দং হি তৎ। কথমশব্দং ? ঈক্ষতেঃ—ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ কারণস্য। কথম্ ? এবং হি শ্রূয়তে—"সদেব

স্বভাবত্বনিশ্চয়াৎ। নন্থ অতএবাস্য নেক্ষিতৃত্বম্, নিত্যস্য জ্ঞানস্বভাবভূতস্যেক্ষণস্যাক্রিয়াত্বেন ব্রহ্মণস্তৎপ্রতি নিমিত্তভাবাভাবাৎ। অক্রিয়ানিমিত্তস্য চ কারকত্বনিবৃত্তৌ তদ্ব্যাপ্তস্য তদ্বিশেষস্য কর্ত্তৃত্বস্য নিবৃত্তেঃ। সত্যং ব্রহ্মস্বভাবশ্চৈতন্যং নিত্যতয়া ন ক্রিয়া, তস্য ত্বনবচ্ছিন্নস্য তত্তদ্বিষয়োপধানভেদাবচ্ছেদেন কল্পিতভেদস্যানিত্যত্বং কার্য্যত্বং চোপপদ্যতে। তথাচ, এবংলক্ষণে ঈক্ষণে সর্ব্ববিষয়ে ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যলক্ষণং কর্ত্তৃত্বমুপপন্নম্। যদ্যপি চ কূটস্থনিত্যস্যাপরিণামিন ঔদাসীন্যমস্য বাস্তবং, তথাপি অনাদ্যনির্ব্বচনীয়াবিদ্যাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপারবত্ত্বমবভাসত ইতি কর্ত্তৃত্বোপপত্তিঃ। পরৈরপি চ চিচ্ছক্তেঃ কূটস্থনিত্যায়া বৃত্তীঃ প্রতি কর্ত্তৃত্বমীদৃশমেবাভ্যুপেয়ম্ ; চৈতন্যসামানাধিকরণ্যেন জ্ঞাতৃত্বোপলব্ধেঃ। ন হি প্রাধানিকান্যন্তর্ব্বহিষ্করণানি ত্রয়োদশ সত্ত্বপ্রধানান্যপি স্বয়মেবাচেতনানি তদ্বৃত্তয়শ্চ স্বং বা পরং বা বেদিতুমুৎসহন্তে। নো খল্বন্ধাঃ সহস্রমপি পান্থাঃ পন্থানং বিদন্তি ; চক্ষুষ্মতা চৈকেন চেদ্ বেদ্যতে, স এব তর্হি মার্গদর্শী স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা নেতা তেষাম্ ; এবং বুদ্ধিসত্ত্বস্য স্বয়মচেতনস্য চিতিবিম্বসংক্রান্ত্যা চেদাপন্নং চৈতন্যস্য জ্ঞাতৃত্বম্, চিতিরেব জ্ঞাত্রী স্বতন্ত্রা, নান্তর্ব্বহিষ্করণান্যন্ধসহস্রপ্রতিমান্যস্বতন্ত্রাণি। ন চাস্যাশ্চিতেঃ কূটস্থনিত্যায়া অস্তি ব্যাপারযোগঃ। ন চ তদযোগেঽপি অজ্ঞাতৃত্বম্, ব্যাপারবতামপি জড়ানামজ্ঞত্বাৎ। তস্মাদন্তঃকরণবর্ত্তিনং ব্যাপারমারোপ্য চিতিশক্তৌ কর্ত্তৃত্বাভিমানঃ, অন্তঃকরণে বা চৈতন্যমারোপ্য তস্য জ্ঞাতৃত্বাভিমানঃ। সর্ব্বথা ভবন্মতেঽপি নেদং স্বাভাবিকং ক্বচিদপি জ্ঞাতৃত্বম্, অপি তু সাংব্যবহারিকমেবেতি পরমার্থঃ। নিত্যস্যাত্মনো জ্ঞানং পরিণাম ইতি চ ভেদাভেদপক্ষমপাকুর্ব্বদ্ভিরপাস্তম্। কূটস্থস্য নিত্যস্যাত্মনোঽব্যাপারবত এব ভিন্নং জ্ঞানং ধর্ম্ম ইতি চোপরিষ্টাদপাকরিষ্যতে। তস্মাদ্বস্তুতোঽনবচ্ছিন্নচৈতন্যং তত্ত্বান্যত্বানির্ব্বচনীয়াব্যাকৃতব্যাচিকীর্ষিতনামরূপবিষয়াবচ্ছিন্নং সজ্জ্ঞানং কার্য্যম্, তস্য কর্ত্তা ঈশ্বরো জ্ঞাতা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরিতি সিদ্ধম্। তথা চ শ্রুতিঃ—

"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥" ইতি।

প্রতিপন্ন হয় না। অথবা সৃষ্টিবিষয়ক বেদান্তবাক্যের "অচেতন প্রধান জগৎ—কারণ" এরূপ অর্থও হয় না, অর্থাৎ প্রকৃতি বা প্রধান তদ্বাক্যস্থ পদের বাচ্য বা বোধ্য নহে। কেন-না, যে জগৎকারণ, সে ঈক্ষিতা, এইরূপ শুনা যায়। যেহেতু ঈক্ষিতৃত্ব শুনা যায়, সেই হেতু প্রধান অশব্দ অর্থাৎ শ্রৌত শব্দের অপ্রতিপাদ্য। যিনি জগৎকারণ, তিনি ইহা ঈক্ষণপূর্ব্বক—আলোচনাপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন। কি প্রকার ঈক্ষণ ? বলিতেছি। [এবং⋯অসৃজত] শ্রুতি "হে সোম্য শ্বেত-

সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যুপক্রম্য, “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি,” “তৎ তেজোঽসৃজত” ইতি।

তপসা জ্ঞানেন অব্যাকৃতনামরূপবিষয়েণ চীয়তে তদ্ব্যাচিকীর্ষাবদ্ভবতি। যথা কুবিন্দাদিরব্যাকৃতং পটাদি বুদ্ধাবালিখ্য চিকীর্ষতি। একধর্ম্মবান্ দ্বিতীয়ধর্ম্মোপজননেন উপচিত উচ্যতে। ব্যাচিকীর্ষায়াশ্চোপচয়ে সতি ততো নামরূপমন্নমদনীয়ং সাধারণং সংসারিণাং ব্যাচিকীর্ষিতমভিজায়তে। তস্মাদব্যাকৃতাদ্ব্যাচিকীর্ষিতাদন্নাৎ প্রাণো হিরণ্যগর্ভো ব্রহ্মণো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যধিষ্ঠানং জগৎ, সূত্রাত্মা সাধারণো জায়তে; যথা অব্যাকৃতাদ্ব্যাচিকীর্ষিতাৎ পটাদবান্তরকার্য্যং দ্বিতন্তুকাদি। তস্মাচ্চ প্রাণান্মন আখ্যং সংকল্পবিকল্পাদিব্যাকরণাত্মকং জায়তে। ততো ব্যাকরণাত্মকান্মনসঃ সত্যশব্দবাচ্যানি আকাশাদীনি জায়ন্তে। তেভ্যশ্চ সত্যাখ্যেভ্যোঽণ্ডক্রমেণ লোকা ভূরাদয়ঃ। তেষু মনুষ্যাদিপ্রাণিনো বর্ণাশ্রমক্রমেণ কর্ম্মাণি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাণি জায়ন্তে। কর্ম্মসু চামৃতং ফলং স্বর্গনরকাদি। তচ্চ স্বনিমিত্তয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ সতোন বিনশ্যতীত্যমৃতং,—যাবদ্ধর্ম্মাধর্ম্মভাবীতি যাবৎ। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সামান্যতঃ, সর্ব্ববিৎ বিশেষতঃ, যস্য ভগবতো জ্ঞানময়ং তপো ধর্ম্মোঽনায়াসময়ং। তস্মাদ্ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বস্মাদেতৎ পরং কার্য্যং ব্রহ্ম। কিঞ্চ, নামরূপমন্নঞ্চ ব্রীহিযবাদি জায়ত ইতি। তস্মাৎ প্রধানস্য সাম্যাবস্থায়ামানীক্ষিতৃত্বাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞানাঞ্চ সত্যপি চৈতন্যে সর্গাদৌ বিষয়ানীক্ষণাৎ, মুখ্যসম্ভবে চোপচারস্যান্যায্যত্বাৎ, মুমুক্ষোশ্চাযথার্থোপদেশানুপপত্তেঃ,মুক্তিবিরোধিত্বাৎ, তেজঃপ্রভৃতীনাঞ্চ মুখ্যাসম্ভবেনোপচারাশ্রয়ণস্য যুক্তিসিদ্ধত্বাৎ, সংশয়ে চ তৎপ্রায়পাঠস্য নিশ্চায়কত্বাৎ, ইহ তু মুখ্যস্যৌৎসর্গিকত্বেন নিশ্চয়ে সতি সংশয়াভাবাৎ, অন্যথা কিরাতশতসঙ্কীর্ণদেশনিবাসিনো ব্রাহ্মণায়নস্যাপি কিরাতত্বাপত্তেঃ ব্রহ্মৈবেক্ষিতৃ অনাদ্যনির্ব্বাচ্যাবিদ্যাসচিবং জগদুপাদানং, শুক্তিরিব সমারোপিতস্য রজতস্য, মরীচয় ইব জলস্য, একশ্চন্দ্রমা ইব দ্বিতীয়স্য চন্দ্রমসঃ, ন ত্বচেতনং প্রধানপরমাণ্বাদি। “অশব্দং হি তৎ।” ন চ প্রধানং পরমাণবো বা তদতিরিক্তসর্ব্বজ্ঞেশ্বরাধিষ্ঠিতা জগদুপাদানমিতি সাম্প্রতম্; তেষাং ভেদেন কার্য্যত্বাৎ। কারণাৎ কার্য্যাণাং ভেদাভাবাৎ। কারণজ্ঞানেন সমস্তকার্য্যপরিজ্ঞানস্য মৃদাদিনিদর্শনেনাগমেন প্রসাধিতত্বাৎ। ভেদে চ তদনুপপত্তেঃ। সাক্ষাচ্চ “একমেবাদ্বিতীয়ং”, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,” “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি” ইত্যাদিভির্ব্বহুভির্ব্বচোভির্ব্রহ্মাতিরিক্তস্য প্রপঞ্চস্য প্রতিষেধাৎ চেতনোপাদানমেব জগৎ ভুজঙ্গ ইবারোপিতো রজ্জূপাদান ইতি সিদ্ধান্তঃ।

কেতো, এই জগৎ পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ ছিল” এইরূপে কথারম্ভ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, “সেই এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তু ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব অর্থাৎ বিবিধ নামরূপে ব্যক্ত হইব। অনন্তর সেই সৎ আকাশের সৃষ্টি করিলেন, পরে বায়ু সৃষ্টি করিলেন, তৎপরে তেজ সৃষ্টি করিলেন।”

তত্রেদংশব্দবাচ্যং নামরূপব্যাকৃতং জগৎ প্রাগুৎপত্তেঃ সদাত্মনাবধার্য্য, তস্যৈব প্রকৃতস্য সচ্ছব্দবাচ্যস্যেক্ষণপূর্ব্বকং তেজঃপ্রভৃতেঃ স্রষ্টৃত্বং দর্শয়তি। তথান্যত্র,—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা-ইতি। স ইমান্ লোকানসৃজত" ইতি ঈক্ষাপূর্বিকামেব সৃষ্টি-মাচষ্টে। ক্বচিচ্চ ষোড়শকলং পুরুষং প্রস্তুত্যাহ "স ঈক্ষাং চক্রে, স প্রাণমসৃজত" ইতি।

সদুপাদানত্বে হি সিদ্ধে জগতঃ তদুপাদানং চেতনমচেতনং বেতি সংশয্য মীমাংস্যেত। অদ্যাপি তু সদুপাদানত্বমসিদ্ধমিত্যত আহ—"তত্রেদংশব্দবাচ্যম্" ইত্যাদি "দর্শয়তি" ইত্যন্তেন। তথাপীক্ষিতা পারমার্থিকপ্রধানক্ষেত্রজ্ঞাতিরিক্ত ঈশ্বরো ভবিষ্যতি। যথাহুর্হৈরণ্যগর্ভা ইত্যতঃ শ্রুতিঃ পঠিতা—একমেবাদ্বিতীয়মিতি। বহু স্যামিতি চ চেতনং কারণমাত্মন এব বহুভাবমাহ। তেনাপি কারণাচ্চেতনা-দভিন্নং কার্যমবগম্যতে। যদ্যপ্যাকাশাদ্যা ভূতসৃষ্টিঃ তথাপি তেজোঽবন্নানামেব ত্রিবৃৎকরণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ তত্র তেজসঃ প্রাথম্যাৎ তেজঃ প্রথমমুক্তম্। এক-মদ্বিতীয়ং জগদুপাদানমিত্যত্র শ্রুত্যন্তরমপি পঠতি—"তথান্যত্র" ইতি। ব্রহ্ম চতুষ্পাদষ্টাশফং ষোড়শকলম্। তদ্‌যথা—প্রাচী প্রতীচী দক্ষিণোদীচীতি চতস্রঃ কলা ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্ নাম প্রথমঃ পাদঃ। তদর্দ্ধং শফঃ। তথা পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌঃ সমুদ্র ইত্যপরাশ্চতস্রঃ কলা দ্বিতীয়ঃ পাদোঽনন্তবান্নাম। তথা অগ্নিঃ সূর্য্য-শ্চন্দ্রমা বিদ্যুদিতি চতস্রঃ কলাঃ, স জ্যোতিষ্মান্নাম তৃতীয়ঃ পাদঃ। প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং বাগিতি চতস্রঃ কলাঃ, স চতুর্থ আয়তনবান্নাম ব্রহ্মণঃ পাদঃ। তদেবং ষোড়শকলং ষোড়শাবয়বং ব্রহ্মোপাস্যমিতি।

[তত্র···দর্শয়তি] বিবেচনা করিয়া দেখুন, শ্রুতি "ইদং-শব্দ-বাচ্য বিবিধ নামরূপবিশিষ্ট ব্যক্ত জগৎকে পূর্ব্বে সৎ-রূপে থাকার কথা বলিয়াছেন, এবং দেখাইয়াছেন, সৎ-ই আলোচনাপূর্ব্বক ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ তিনিই এতদ্রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন। [তথা···মাচষ্টে] এইরূপ অন্য শ্রুতিতেও ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি হওয়া বর্ণিত আছে। যথা—"ইহা অর্থাৎ এই জগৎ, অগ্রে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে—এতদ্রূপে ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, কেবলমাত্র এক আত্মা ছিল। সেই আত্মা ঈক্ষণ করিলেন, আমি লোকসংঘ সৃজন করিব। অনন্তর তিনি এই সকল লোক সৃজন করিলেন।" [ক্বচিচ্চ···অসৃজত] কোন শ্রুতি ষোড়শকল (১) পুরুষের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, সেই ষোড়শকল পুরুষ ঈক্ষণ করিলেন, পরে প্রাণ সৃষ্টি করিলেন।

---

(১) ষোড়শকল—ষোল অবয়বযুক্ত। ভামতী-টীকা দেখ, কল্পিত ১৬ অবয়ব বুঝিতে পারিবে।

ঈক্ষতেরিতি চ ধাত্বর্থনির্দ্দেশোঽভিপ্রেতঃ, যজতেরিতিবৎ, ন ধাতুনির্দ্দেশঃ। তেন "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে", ইত্যেবমাদীন্যপি সর্ব্বজ্ঞেশ্বরকারণপরাণি বাক্যানি উদাহর্ত্তব্যানি।

যত্তূক্তং—সত্ত্বধর্ম্মেণ জ্ঞানেন সর্ব্বজ্ঞং প্রধানং ভবিষ্যতীতি, তন্নোপপদ্যতে। ন হি প্রধানাবস্থায়াং গুণসাম্যাৎ সত্ত্বধর্ম্মো জ্ঞানং সম্ভবতি। ননূক্তং সর্ব্বজ্ঞানশক্তিমত্ত্বেন সর্ব্বজ্ঞং ভবিষ্যতীতি তদপি নোপপদ্যতে। যদি গুণসাম্যে সতি সত্ত্বব্যপাশ্রয়াং

স্যাদেতৎ। ঈক্ষতেরিতি তিপা ধাতুস্বরূপমুচ্যতে, ন চাবিবক্ষিতার্থস্য ধাতুস্বরূপস্য চেতনোপাদানসাধনত্বসম্ভবঃ—ইত্যত আহ—"ঈক্ষতেঃ" ইতি ধাত্বর্থনির্দ্দেশোঽভিমতঃ বিষয়িণা বিষয়লক্ষণাৎ। প্রসিদ্ধা চেয়ং লক্ষণেত্যাহ।—"যজতেরিতিবৎ" ইতি। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" সামান্যতঃ "সর্ব্ববিৎ" ইতি বিশেষতঃ।

সাংখ্যীয়ং স্বমতসমাধানমুপন্যস্য দূষয়তি।—"যত্তূক্তং সত্ত্বধর্ম্মেণ" ইতি। পুনঃ সাংখ্যমুপস্থাপয়তি।—"ননূক্তম্" ইতি। দূষয়তি।—"তদপি" ইতি। সমুদাচরদ্বৃত্তি তাবন্ন ভবতি সত্ত্বং, গুণবৈষম্যপ্রসঙ্গেন সাম্যানুপপত্তেঃ। ন চাব্যক্তেন

[ঈক্ষতে⋯হর্ত্তব্যানি] পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন যজতি-শব্দ ধাত্বর্থনির্দ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, এ কাণ্ডের ঈক্ষতিশব্দও তদ্রূপ, অর্থাৎ ঈক্ষতি-শব্দ এস্থলে ধাত্বর্থবোধক, ধাতুস্বরূপ-বোধক নহে। "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, (২) যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাঁহা হইতে এই সূত্রাত্মা, নাম, রূপ ও অন্ন জন্মিয়াছে।" এইরূপ এইরূপ সর্ব্বজ্ঞেশ্বর-কারণ-বোধক বাক্যসমূহ প্রদর্শিত অর্থের নিদর্শন।

[যত্তূক্তং⋯মুচ্যেত] বলিয়াছিলে যে, সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম জ্ঞান, তাহা লইয়া প্রধানই সর্ব্বজ্ঞ; এ কথা অনুপপন্ন অর্থাৎ অযুক্ত। কেন-না, গুণসাম্যরূপ প্রধানাবস্থায় সদৃশ-পরিণাম ভিন্ন বিসদৃশ পরিণাম না থাকায় জ্ঞান-নামক সত্ত্বধর্ম্ম থাকিবার সম্ভাবনা নাই। (গুণের বৈষম্যাবস্থাব্যতীত সাম্যাবস্থায় কোনও গুণের কোনও ধর্ম্ম থাকে না)। যদি বল, জ্ঞান না থাকে না থাকুক, কিন্তু জ্ঞানশক্তি ত থাকে; শক্তি থাকাতেই প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে; এ কথার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, তাহা বলিতে পার না। বিবেচনা করিয়া দেখ, সাম্যকালেও যদি সত্ত্বাশ্রিত সর্ব্বজ্ঞানশক্তি লইয়া প্রধানকে সর্ব্বজ্ঞ বল,—তাহা হইলে

(২) সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ তুল্যার্থ; সুতরাং অর্থ করিতে হয় যে, সামান্যতঃ সর্ব্বজ্ঞ এবং বিশেষতঃ সর্ব্ববিৎ।

জ্ঞানশক্তিমাশ্রিত্য সর্ব্বজ্ঞং প্রধানমুচ্যেত, কামং তর্হি রজস্তমো-ব্যপাশ্রয়ামপি জ্ঞানপ্রতিবন্ধকশক্তিমাশ্রিত্য কিঞ্চিজ্জ্ঞমুচ্যেত। অপি চ, 'নাসাক্ষিকা সত্ত্ববৃত্তির্জানাতিনাভিধীয়তে'। ন চাচেতনস্য প্রধানস্য সাক্ষিত্বমস্তি। তস্মাদনুপপন্নং প্রধানস্য সর্ব্বজ্ঞত্বম্। যোগিনান্তু চেতনত্বাৎ সত্ত্বোৎকর্ষনিমিত্তং সর্ব্বজ্ঞত্বমুপপন্নমিত্যনুদাহরণম্।

অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য কল্প্যেত—যথাগ্নিনিমিত্তময়ঃপিণ্ডাদের্দ্দগ্ধৃত্বম্। তথা সতি, যন্নিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য, তদেব সর্ব্বজ্ঞং মুখ্যং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি যুক্তম্।

রূপেণ জ্ঞানমুপযুজ্যতে, রজস্তমসোস্তৎপ্রতিবন্ধস্যাপি সূক্ষ্মেণ রূপেণ সদ্ভাবাদিত্যর্থঃ। অপি চ, চৈতন্যপ্রধান-বৃত্তিবচনো জানাতির্ন চাচেতনে বৃত্তিমাত্রে দৃষ্টচরপ্রয়োগ ইত্যাহ।—"অপি চ নাসাক্ষিকা" ইতি। কথং তর্হি যোগিনাং সত্ত্বাংশোৎকর্ষহেতুকং সর্ব্বজ্ঞত্বমিত্যত আহ।—"যোগিনান্তু" ইতি। সত্ত্বাংশোৎকর্ষো হি যোগিনাং চৈতন্যচক্ষুষ্মতামুপকরোতি, নান্ধস্য প্রধানস্যেত্যর্থঃ।

যদি তু কাপিলমতমপহায় হৈরণ্যগর্ভমাস্থীয়েত, তত্রাপ্যাহ—"অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তম্" ইতি। তেষামপি হি প্রকৃষ্টসত্ত্বোপাদানং পুরুষবিশেষস্যৈব ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকাশয়াপরামৃষ্টস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং, ন তু প্রধানস্যাচেতনস্য, তদপি চাদ্বৈতশ্রুতিভি-

---

রজস্তমঃ আশ্রিত জ্ঞানপ্রতিবন্ধক শক্তি লইয়া তাঁহাকে অল্পজ্ঞ বলাও উচিত হইবে। অতএব, উক্ত প্রকারদ্বয়ের কোনও প্রকারে প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধি করিতে পারিবে না। [অপিচ…হরণম্] আরও এক প্রত্যুত্তর এই যে, যাহা নিরবচ্ছিন্ন সত্ত্ববৃত্তি—তাহা জ্ঞান-শব্দের বাচ্য নহে। সসাক্ষিক সত্ত্ববৃত্তিই অর্থাৎ চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ববৃত্তিই জ্ঞান-নামে অভিহিত হয়। তোমার প্রধান যখন অচেতন জড়, তখন তাঁহার সাক্ষিত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ; সুতরাং প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা বা সর্ব্বজ্ঞানশক্তিযুক্ততা অনুপপন্ন। যোগীরা যে সত্ত্ববৃত্তির দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ হন, তাহা অসম্ভব নহে। কেন-না, তাঁহারা চেতন। চেতন বলিয়াই তাঁহাদের সত্ত্বোৎকর্ষনিমিত্তক সর্ব্বজ্ঞতা জন্মে ; সুতরাং তাঁহারা তোমার দৃষ্টান্ত হইতে পারেন না।

[অথ…যুক্তম্] লৌহ অগ্নিসংযোগে দাহক হয়, তদ্দৃষ্টান্তে প্রধানকে চেতন-সম্বন্ধনিমিত্তক ঈক্ষিতা ও সর্ব্বজ্ঞ বলা অপেক্ষা যাঁহার জন্য তাহার (প্রধানের) ঈক্ষিতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব, তাঁহাকেই অর্থাৎ সেই সর্ব্বসাক্ষী ব্রহ্মকেই সর্ব্বজ্ঞ ও জগৎ-

যৎ পুনরুক্তং ব্রহ্মণোঽপি ন মুখ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বমুপপদ্যতে, নিত্যজ্ঞানক্রিয়ত্বে জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যাসম্ভবাদিতি। অত্রোচ্যতে—ইদং তাবদ্ভবান্ প্রষ্টব্যঃ—কথং নিত্যজ্ঞানক্রিয়ত্বে সর্ব্বজ্ঞত্বহানিরিতি। যস্য হি সর্ব্ববিষয়াবভাসনক্ষমং জ্ঞানং নিত্যমস্তি, সোঽসর্ব্বজ্ঞ ইতি বিপ্রতিসিদ্ধম্। অনিত্যত্বে হি জ্ঞানস্য কদাচিজ্জানাতি, কদাচিন্ন জানাতীত্যসর্ব্বজ্ঞত্বমপি স্যাৎ। নাসৌ জ্ঞাননিত্যত্বে দোষোঽস্তি। জ্ঞাননিত্যত্বে জ্ঞানক্রিয়াং প্রতি স্বাতন্ত্র্যব্যপদেশো নোপপদ্যতে ইতি চেৎ ন; প্রততৌষ্ণ্যপ্রকাশেঽপি সবিতরি 'দহতি, প্রকাশয়তি' ইতি স্বাতন্ত্র্যব্যপদেশদর্শনাৎ।

ননু সবিতুর্দাহ্য-প্রকাশ্যসংযোগে সতি, দহতি প্রকাশয়তীতি

রূপান্তমিতি ভাবঃ। পূর্ব্বপক্ষবীজমনুভাবতে, "যৎ পুনরুক্তং ব্রহ্মণোঽপি" ইতি। চৈতন্যস্য শুদ্ধস্য নিত্যত্বেঽপ্যপহিতং সদনিত্যং কার্য্যমাকাশমিব ঘটাবচ্ছিন্নমিত্যভিসন্ধায় পরিহরতি—"ইদং তাবদ্ভবান্" ইতি। "প্রততৌষ্ণ্যপ্রকাশে সবিতরি" ইত্যেতদপি বিষয়াবচ্ছিন্নপ্রকাশঃ কার্য্যমিত্যেতদভিপ্রায়ম্।

কারণ বলা যুক্তিসিদ্ধ। [যৎ…দোষোঽস্তি] অন্য এক আপত্তি করিয়াছিলে যে, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জ্ঞানক্রিয়ার প্রতি স্বাতন্ত্র্য (কর্ত্তৃত্ব) না থাকায় ব্রহ্মের মুখ্য সর্ব্বজ্ঞতা উপপন্ন হয় না, এ আপত্তির প্রত্যুত্তরার্থ আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাদৃশ নিত্যজ্ঞান কিরূপে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতার হানি করিবে? যাহার সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞান নিত্য, সে যে অসর্ব্বজ্ঞ—এ কথা বিপ্রতিষিদ্ধ, বিরুদ্ধ এবং বলিবার অযোগ্য। জ্ঞানের অনিত্যতাস্থলেই কখন কিছু জানিতে পারে, কখন কিছু জানিতে পারে না, এইরূপ হয়; কাজেই সে স্থলে সর্ব্বজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু নিত্যজ্ঞানস্থলে উক্ত দোষ হইতেই পারে না। [জ্ঞান…দর্শনাৎ] নিত্যজ্ঞান বলিয়া জ্ঞানক্রিয়াবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ব্যবহার উপপন্ন হয় না, এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। সূর্য্য সততোষ্ণ ও সততপ্রকাশ, অথচ লোকে বলে, সূর্য্য দগ্ধ করিতেছেন, সূর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। এতদ্দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে যে, শাস্ত্রে সততপ্রকাশ সূর্য্যের প্রকাশক্রিয়া-কর্ত্তৃত্বের ন্যায় নিত্যজ্ঞান ব্রহ্মেরও জ্ঞানক্রিয়াকর্ত্তৃত্ব ব্যপদিষ্ট হইয়াছে।

[ননু…বৈষম্যম্] যদি বল, সূর্য্য প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকাশ

ব্যপদেশঃ স্যাৎ, ন তু ব্রহ্মণঃ প্রাগুৎপত্তের্জ্ঞান-কর্ম্মসংযোগোঽস্তীতি বিষমো দৃষ্টান্তঃ। ন, অসত্যপি কর্ম্মণি, 'সবিতা প্রকাশতে' ইতি কর্ত্তৃত্বব্যপদেশদর্শনাৎ। এবমসত্যপি জ্ঞান-কর্ম্মণি ব্রহ্মণঃ "তদৈক্ষত" ইতি কর্ত্তৃত্বব্যপদেশোপপত্তের্ন বৈষম্যম্।

কর্ম্মাপেক্ষায়ান্তু ব্রহ্মণ ঈক্ষিতৃত্বশ্রুতয়ঃ সুতরামুপপন্নাঃ। কিং পুনস্তৎ কর্ম্ম, যৎ প্রাগুৎপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়ো ভবতীতি। তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে

বৈষম্যং চোদয়তি।—"ননু সবিতুঃ" ইতি। কিং বাস্তবং কর্ম্মাভাবমভিপ্রেত্য বৈষম্যমাহ ভবান্, উত তদ্বিবক্ষাভাবম্? তত্র যদি তদ্বিবক্ষাভাবং, তদা প্রকাশয়তীত্যনেন মা ভূৎ সাম্যং,—প্রকাশত ইত্যনেন ত্বস্তি। ন হ্যত্র কর্ম্ম বিবক্ষিতম্। অথ চ প্রকাশস্বভাবং প্রত্যস্তি স্বাতন্ত্র্যং সবিতুরিতি পরিহরতি।—"নাসত্যপি কর্ম্মণি" ইতি। অসত্যপীত্যবিবক্ষিতেঽপীত্যর্থঃ।

অথ বাস্তবং কর্ম্মাভাবমভিসন্ধায় বৈষম্যমুচ্যতে, তন্ন, অসিদ্ধত্বাৎ কর্ম্মাভাবস্য। বিবক্ষিতত্বাচ্চাত্র কর্ম্মণ ইতি পরিহরতি—"কর্ম্মাপেক্ষায়ান্তু" ইতি। যাসাং সতি

করেন, দাহের সহিত সংযুক্ত হইয়া দগ্ধ করেন; সুতরাং তিনি প্রকাশক ও দাহক বলিয়া ব্যপদিষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের জ্ঞানকর্ম্ম (জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম জ্ঞেয় পদার্থ) না থাকা হেতু সূর্য্য-দৃষ্টান্তটী সঙ্গত হয় না, বিষম দৃষ্টান্ত হয়, অর্থাৎ সূর্য্য দৃষ্টান্তে নিত্যজ্ঞান ব্রহ্মের জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব ব্যপদেশের সারবত্ত্ব সিদ্ধ হয় না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, যখন কর্ম্ম বা প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ অবিবক্ষিত থাকে, (৩) তখন যেমন "সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছেন" এতদ্রূপ অকর্ম্মক কর্ত্তৃত্বের ব্যপদেশ (উল্লেখ বা ব্যবহার) হয়, তদ্রূপ, সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞানকর্ম্ম (জ্ঞেয়-বস্তু) না থাকিলেও "তৎ ঐক্ষত" তিনি ঈক্ষণ করিলেন,—এতদ্রূপ অকর্ম্মক কর্ত্তৃত্বব্যপদেশ বিনা-আপত্তিতে হইতে পারে; সুতরাং প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটী বিষম হয় নাই, সম-দৃষ্টান্তই হইয়াছে।

[কর্ম্মা…ভবতীতি] যদিও কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার বিষয় থাকা অপেক্ষিত হয়, তাহা হইলেও ঈক্ষতি শ্রুতির অসংগতি নাই, অর্থাৎ কর্ম্মসদ্ভাব স্বীকার করিলেও ঈক্ষতি-শ্রুতি উপপন্ন হয়। সে কর্ম্ম কি? অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় হয়, এমন বস্তু কি? এরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা প্রত্যুত্তর করিব, সে-বস্তু

---

(৩) অবিবক্ষিত—অনভিপ্রেত, বলিবার বা ব্যক্ত করিবার ইচ্ছাবর্জ্জিত, অর্থাৎ বক্তা যখন "প্রকাশয়তি" এতদ্রূপ সকর্ম্মক পদপ্রয়োগ না করিয়া "প্রকাশতে" এতদ্রূপ অকর্ম্মক পদ প্রয়োগ করেন, তখন তাহার প্রকাশ্য বিষয় অবিবক্ষিত থাকে।

ইতি ক্রমঃ। যৎপ্রসাদাদ্ধি যোগিনামপ্যতীতানাগতবিষয়ং প্রত্যক্ষং জ্ঞানমিচ্ছন্তি যোগশাস্ত্রবিদঃ, কিমু বক্তব্যং তস্য নিত্য-সিদ্ধস্যেশ্বরস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিবিষয়ং নিত্যং জ্ঞানং ভবতীতি। যদপ্যুক্তম্,—প্রাগুৎপত্তের্ব্রহ্মণঃ শরীরাদি-সম্বন্ধমন্তরেণেক্ষিতৃত্বমনুপপন্নমিতি, ন তচ্চোদ্যমবতরতি, সবিতৃ-প্রকাশবৎ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বেন জ্ঞানসাধনাপেক্ষা-নুপপত্তেঃ।

অপি চ, অবিদ্যাদিমতঃ সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎ-পত্তিঃ স্যাৎ, ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধ-কারণরহিতস্যেশ্বরস্য। মন্ত্রৌ চেমাবীশ্বরস্য শরীরাদ্যনপেক্ষতামনাবরণজ্ঞানতাঞ্চ দর্শয়তঃ—

কর্ম্মণ্যবিবক্ষিতে শ্রুতীনামুপপত্তিস্তাসাং সতি কর্ম্মণি বিবক্ষিতে সুতরামিত্যর্থঃ। "যৎপ্রসাদাৎ" ইতি। যস্য ভগবত ঈশ্বরস্য প্রসাদাৎ, তস্য নিত্যসিদ্ধস্যেশ্বরস্য নিত্যং জ্ঞানং ভবতীতি কিমু বক্তব্যমিতি যোজনা। যথাহুর্যোগশাস্ত্রকারাঃ—"ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি। তদ্ভাষ্যকারাশ্চ—"ভক্তিবিশেষা-দাবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্লাতি জ্ঞানবৈরাগ্যাদিনা" ইতি।

"সবিতৃপ্রকাশবৎ" ইতি। বস্তুতো নিত্যস্য কারণানপেক্ষাং স্বরূপেণোক্ত্বা ব্যতি-রেকমুখেনাপ্যাহ—"অপি চাবিদ্যাদিমতঃ" ইত্যাদি। আদিগ্রহণেন কামকর্ম্মাদয়ঃ সংগৃহ্যন্তে। "ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণরহিতস্য" ইতি। সংসারিণাং বস্তুতো নিত্য-

---

অনির্ব্বচনীয়, অব্যক্ত, অবিদ্যা বা মায়ানামক জগদ্বীজ। যাহার প্রসাদে যোগীরা অতীতানাগতবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তাহাতে যে, সেই নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতিসংহারবিষয়ক নিত্যজ্ঞান থাকিবে, তদ্বিষয়ে আর কথা কি? সংশয়ই বা কি? [যদপ্যুক্তং…তরতি] "উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্মের শরীরাদি-সম্বন্ধ থাকে না, তৎকারণে তৎকালে তাঁহার ঈক্ষিতৃত্ব থাকা যুক্তিসঙ্গত নহে", এ আপত্তি বা এ পূর্ব্বপক্ষ স্থান প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ এ আপত্তি হইতেই পারে না। সততপ্রকাশ সূর্য্যের দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের যে স্বরূপ জ্ঞান, তাহা নিত্য; সুতরাং সে জ্ঞানের উৎপত্তি নাই এবং উপকরণের অপেক্ষাও নাই।

[অপিচ…শ্বরস্য] অজ্ঞানী বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন সংসারী জীবেরই শরীরাদিনিমিত্তক জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক-রহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধে তাহা বা সে নিয়ম নাই। [মন্ত্রৌ…দর্শয়তঃ] দুইটী বেদমন্ত্র ঈশ্বরের শরীরাদ্যনপেক্ষজ্ঞানতা ও

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥" ইতি,
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা,
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা,
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" ॥ ইতি চ।

নন্বু, নাস্তি তব জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণবানীশ্বরাদন্যঃ সংসারী, "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা" ইতি শ্রুতেঃ, তত্র কিমিদমুচ্যতে সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তি-র্নেশ্বরস্যেতি। অত্রোচ্যতে—সত্যং নেশ্বরাদন্যঃ সংসারী, তথাপি

জ্ঞানস্যেঽপ্যবিদ্যাদয়ঃ প্রতিবন্ধকারণানি সন্তি, ন ত্বীশ্বরস্যাবিদ্যারহিতস্য জ্ঞানপ্রতি-বন্ধকারণসম্ভব ইতি ভাবঃ। ন তস্য কার্য্যমাবরণাদ্যপগমো বিদ্যতেঽনাবৃতত্বা-দিতি ভাবঃ। অপাণিগ্র্হীতা, অপাদো জবনঃ বেগবান্ বিহরণবান্, জ্ঞানবলেন, ক্রিয়াপ্রধানস্য ত্বচেতনস্য জ্ঞানবলাভাবাজ্জগতো ন ক্রিয়েত্যর্থঃ। অতিরোহিতার্থ-মন্যৎ।

অনাবরণত্ব বা অপ্রতিহতজ্ঞানতা দেখাইয়াছেন। যথা—[ন তস্য…মহান্তমিতি চ] "তাঁহার কার্য্যও নাই, করণও নাই (অর্থাৎ শরীর নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই)। তাঁহার সমান নাই, অধিকও নাই। অর্থাৎ তিনি স্বজাতীয় ও বিজাতীয় দ্বিতীয়-রহিত। শ্রুতিতে তাঁহার বিবিধপ্রকার উৎকৃষ্ট শক্তি এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানক্রিয়ার অস্তিত্ব অভিহিত হইয়াছে।" "তাঁহার হস্তপদ নাই, অথচ তিনি বেগগামী ও গ্রাহক। তাঁহার চক্ষু নাই, তথাপি তিনি দেখেন। তাঁহার কর্ণ নাই, তথাপি তিনি শুনেন। তিনি বেদ্য বা জ্ঞেয় বস্তু জানেন; কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা নাই। ব্রহ্মজ্ঞগণ তাঁহাকেই মহান্ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া জানেন।

[নন্বু…নেশ্বরস্যেতি] যদি বল, তোমাদের মতে "ব্রহ্ম ভিন্ন পৃথক্ দ্রষ্টা ও বিজ্ঞাতা নাই" এই শ্রুতি অনুসারে ঈশ্বরাতিরিক্ত জ্ঞানপ্রতিবন্ধক হেতুযুক্ত সংসারী আত্মাই নাই"; সুতরাং তোমরা কি প্রকারে বলিতে পার যে, সংসারী আত্মারই জ্ঞানোৎপত্তি শরীরাদিসাপেক্ষ? ঈশ্বরের নহে? [অত্রোচ্যতে] এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর

দেহাদিসংঘাতোপাধিসম্বন্ধ ইষ্যত এব, ঘটকরকগিরিগুহাদ্যুপাধিসম্বন্ধ ইব ব্যোম্নঃ; তৎকৃতশ্চ শব্দপ্রত্যয়ব্যবহারো লোকস্য দৃষ্টঃ—ঘটচ্ছিদ্রং করকচ্ছিদ্রমিত্যাদিরাকাশাব্যতিরেকেঽপি, তৎকৃতা চাকাশে ঘটাকাশাদিভেদমিথ্যাবুদ্ধির্দৃষ্টা, তথেহাপি দেহাদি-সংঘাতোপাধি-সম্বন্ধাবিবেককৃতেশ্বর-সংসারিভেদ-মিথ্যাবুদ্ধিঃ।

দৃশ্যতে চাত্মন এব সতো দেহাদিসংঘাতেঽনাত্মন্যাত্মত্বাভিনিবেশো মিথ্যাবুদ্ধিমাত্রেণ পূর্ব্বপূর্ব্বেণ। সতি চৈবং সংসারিত্বে দেহাদ্যপেক্ষমীক্ষিতৃত্বমুপপন্নং সংসারিণঃ। যদপ্যুক্তং প্রধানস্যানেকাত্মকত্বাৎ মৃদাদিবৎ কারণত্বোপপত্তির্নাসংহতস্য ব্রহ্মণ

স্যাদেতৎ। অনাত্মনি ব্যোম্নি ঘটাদ্যুপাধিকৃতো ভবত্ববচ্ছেদবিভ্রমো ন ত্বাত্মনি স্বভাবসিদ্ধপ্রকাশে স ঘটত ইত্যত আহ।—"দৃশ্যতে চাত্মন এব সতঃ" ইতি। "অভিনিবেশঃ" মিথ্যাভিমানঃ। "মিথ্যাবুদ্ধিমাত্রেণ পূর্ব্বেণ" ইতি।

এইরূপ। [সত্যং ··বুদ্ধিঃ] ঈশ্বরাতিরিক্ত পৃথক্ সংসারী নাই সত্য; না থাকিলেও তাঁহাতে দেহাদিরূপ উপাধিসম্বন্ধ স্বীকার করি। এক অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী আকাশে ঘট, শরাব, গিরি, গুহাদিরূপ উপাধির সম্বন্ধ যেরূপ, ব্রহ্মে দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধির সম্বন্ধও সেইরূপ। সেই উপাধি অনুসারেই লোকের ঘটছিদ্র ও করকছিদ্র প্রভৃতি শব্দের ও জ্ঞানের ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে দেখিতে পাইবে, ঐ সকল ছিদ্র আকাশ হইতে পৃথক্ নহে। আকাশে যেমন উপাধিকৃত ঘটাকাশ প্রভৃতি মিথ্যা ভেদবুদ্ধি হইতে দেখা যায়, সেইরূপ, দেহাদিসংঘাতরূপ উপাধি সম্বন্ধের দ্বারা অবিবেকপ্রযুক্তই ঈশ্বরত্ব ও সংসারিত্ব প্রভৃতি মিথ্যা ভেদবুদ্ধি হইয়া থাকে।

[দৃশ্যতে······সংসারিণঃ] ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, অনাত্ম-দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ভ্রমপূর্ব্বকই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংসারিত্বরূপ ভেদ যখন কথিত-প্রকারেই হয় বা হইয়াছে, অর্থাৎ দেহাদি-উপাধি-সম্বন্ধের দ্বারা হইয়াছে, তখন অবশ্যই তাহার (জীবের) দেহাদিনিমিত্তক ঈক্ষিতৃত্ব উপপন্ন হইবে। [যদপ্যুক্তং··· আদিনা] অন্য এক কথা বলিয়াছিলে যে, প্রধান অনেকাত্মক বা সংহত (বহুর সমষ্টি), সুতরাং মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্তে তাহারই জগৎকারণতা উপপন্ন হয়, কিন্তু এক অদ্বিতীয় অসহায় বলিয়া ব্রহ্মের জগৎকারণতা কোনও প্রকারে উপপন্ন হয় না,— এ কথায় বা এ পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তর অশব্দত্ব প্রদর্শনের দ্বারাই প্রদত্ত হইয়াছে।

ইতি, তৎ প্রধানস্যাশব্দত্বেনৈব প্রত্যুক্তম্‌। যথা তু তর্কেণাপি ব্রহ্মণ এব কারণত্বং নির্ব্বোঢ়ুং শক্যতে, ন প্রধানাদীনাং, তথা প্রপঞ্চয়িষ্যতি—"ন বিলক্ষণত্বাদস্য" ইত্যেবমাদিনা ॥ ১।১।৫ ॥

অত্রাহ—যদুক্তং নাচেতনং প্রধানং জগৎকারণম্‌ ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাদিতি, তদন্যথাপ্যুপপদ্যতে ; অচেতনেঽপি চেতনবদুপচারদর্শনাৎ। প্রত্যাসন্নপতনতাং নদ্যাঃ কূলস্যালক্ষ্য 'কূলং পিপতিষতি' ইত্যচেতনেঽপি কূলে চেতনবদুপচারো দৃষ্টঃ, তদ্বদচেতনেঽপি প্রধানে প্রত্যাসন্নসর্গে চেতনবদুপচারো ভবিষ্যতি "তদৈক্ষত" ইতি। যথা লোকে কশ্চিচ্চেতনঃ স্নাত্বা ভুক্ত্বা চাপরাহ্নে গ্রামং রথেন গমিষ্যামীতি ঈক্ষিত্বা, অনন্তরং তথৈব নিয়মেন প্রবর্ত্ততে, তথা

অনেনানাদিতা দর্শিতা। মাত্রগ্রহণেন বিচারাসহত্বেন নির্ব্বচনীয়তা নিরস্তা। পরিশিষ্টং নিগদব্যাখ্যাতম্‌। *

---

(৪) তর্কের দ্বারা বা যুক্তির দ্বারা যে-প্রকারে ব্রহ্মেরই জগৎকারণতা সিদ্ধ হয়, প্রধানের হয় না, সে প্রকার ও সে তর্ক "ন বিলক্ষণত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইবে।

[অত্রাহ...ক্ষতেতি] পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রদর্শিত সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে, ঈক্ষিতৃত্ব শ্রুতি আছে বলিয়াই যে অচেতনা প্রকৃতির জগৎকারণত্ব নিষেধ হইবে, তাহা হইবে না। কেন-না, ঐ শ্রুতি অর্থাৎ জগৎকারণের ঈক্ষিতৃত্ব শ্রুতি অন্যরূপ অর্থে গ্রহণ করিলেই উপপন্ন হইতে পারে। বিবেচনা কর, সকলেই অচেতন পদার্থে চেতন পদার্থের ন্যায় উপচার বা চেতনপদার্থের সদৃশ ব্যবহার হইতে দেখিয়াছেন। যথা—পতনোন্মুখ নদীকূল দেখিলে লোকে বলে, "এই কূল পড়িবার ইচ্ছা করিতেছে।" এতদ্বিধ স্থলে যেমন অচেতন কূলে চেতনযোগ্য ব্যবহার ও শব্দপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, সৃষ্ট্যুন্মুখ প্রধানেও চেতনযোগ্য শব্দপ্রয়োগ (তিনি ঈক্ষণ করিলেন ইত্যাদিবিধ) হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। [যথা···বচনাৎ] যেমন কোন চেতন "স্নান ভোজন করিয়া অপরাহ্নে রথারোহণে গ্রাম ভ্রমণ করিব" এইরূপ ঈক্ষণ বা আলোচনা করিয়া

---

* "নিগদস্ত্ত জনৈর্বেদ্যো" ইতি কোষাৎ নিগদেন সর্ব্বজনবেদ্য-স্বশব্দেন এব ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞাপিতার্থং স্পষ্টার্থমিতি যাবৎ।

(৪) অর্থাৎ বেদশব্দ যখন প্রধানকে জগৎকারণ বলেন না, যখন শব্দের দ্বারস্তে প্রধানের জগৎকারণতা লব্ধ হয় না, তখন আর তাহাকে জগৎকারণ বলা যায় না।

প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ নিয়মেন প্রবর্ত্ততে, তস্মাচ্চেতনবদুপচর্য্যতে। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ বিহায় মুখ্যমীক্ষিতৃত্বমৌপচারিকং কল্প্যতে? "তত্তেজ ঐক্ষত" "তা আপ ঐক্ষন্ত" ইতি চ অচেতনয়োরপ্তেজসোশ্চেতনবদুপচারদর্শনাৎ। তস্মাৎ সৎকর্ত্তৃকমপীক্ষণমৌপচারিকমিতি গম্যতে, উপচারপ্রায়ে বচনাৎ, ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদং সূত্রমারভ্যতে—

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ১। ১। ৬ ॥ *

যদুক্তং প্রধানমচেতনং সচ্ছব্দবাচ্যম্; তস্মিন্নৌপচারিকী ঈক্ষতিরপ্তেজসোরিবেতি; তদসৎ; কস্মাৎ? আত্মশব্দাৎ।

অপ্তেজসোরিবাচেতনে সতি গৌণীক্ষতিরিতি চেৎ, ন, আত্মশব্দাৎ। সতশ্চেতনত্বনিশ্চয়াদিতি সূত্রার্থমাহ—"যদুক্তমিতি"। সা প্রকৃতা সচ্ছব্দবাচ্যা ইয়মীক্ষিত্রী দেবতা পরোক্ষা হন্ত ইদানীং ভূতসৃষ্ট্যনন্তরং, ইমাঃ সৃষ্টাঃ তিস্রঃ তেজোহ-

অনন্তর সেই ঈক্ষণানুরূপ নিয়মেই প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ, সৃষ্ট্যুন্মুখ প্রধানও মহদাদিক্রমনিয়মে পরিণত হয়, সুতরাং সেই নিয়মপরিপাটি অনুসারেই তাঁহাতে চেতনধর্ম্মের উপচার হইয়াছে। মুখ্য ঈক্ষণ ত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক ঈক্ষণ কল্পনা করিবার হেতু এই যে, শ্রুতিতে ঐ ঈক্ষণশব্দ প্রায়ই উপচারক্রমে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা—"সেই তেজ ঈক্ষণ করিলেন।" "সেই আপ (জল) ঈক্ষণ করিলেন।" ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতিতে অচেতন তেজ ও জল চেতনের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল কারণে বা হেতুতে শ্রুত্যুক্ত সৎকর্ত্তৃকঈক্ষণ মুখ্য নহে, ঔপচারিক। অর্থাৎ সতের ঈক্ষণ তেজ প্রভৃতির ঈক্ষণের তুল্য। [ইত্যেবং……রভ্যতে] এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় তন্নিরাকরণার্থ এই সূত্র বলা হইল। ১

[যদুক্তং…শব্দাৎ] বাদিগণ যে বলিয়াছেন, অচেতন প্রধানই জগৎকারণবোধক সৎ-শব্দের বাচ্য এবং তাঁহাতে যে ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব বিশেষণ আছে, তাহা গৌণ, মুখ্য নহে; তেজের ও জলের ঈক্ষণ যেমন গৌণ বা ঔপচারিক,—প্রধানের ঈক্ষণও তদ্রূপ গৌণ বা ঔপচারিক। (চেতন-পদার্থের ঈক্ষণই মুখ্য, তাহা অচেতনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে গৌণ বা ঔপচারিক হয়)। বাদিগণের এ উক্তি অসৎ অর্থাৎ ভাল নহে। কেন-না, সে স্থলে "সেই ঈক্ষণকারী সৎ বস্তু আত্মা"

* চেৎ যদ্যর্থে। যদুচ্যতে সৎ-শব্দবাচ্যমচেতনং প্রধানং, তস্মিন্ ঈক্ষিতৃ-শব্দো গৌণ ইতি, তৎ ন সাধীয় ইতি শেষঃ। কুতঃ? আত্মশব্দাৎ ঈক্ষিতরি আত্মশব্দশ্রবণাৎ। আত্মবিশেষণেনেক্ষিতুরচেতনত্ববারণাদিতি ভাবঃ।—অচেতন প্রধানই জগৎকারণ, তবে যে

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যুপক্রম্য, "তদৈক্ষত, তৎ তেজোঽসৃজত" ইতি চ তেজোঽবন্নানাং সৃষ্টিমুক্ত্বা, তদেব প্রকৃতং সদীক্ষিতৃ, তানি চ তেজোঽবন্নানি দেবতাশব্দেন পরামৃশ্যাহ,—"সেয়ং দেবতৈক্ষত, হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" ইতি। তত্র যদি প্রধানমচেতনং গুণবৃত্ত্যেক্ষিতৃ কল্প্যেত, তদেব প্রকৃতত্বাৎ সেয়ং দেবতেতি পরামৃশ্যেত, ন তদা দেবতা জীবমাত্মশব্দেনাভিদধ্যাৎ। জীবো হি নাম চেতনঃ শরীরাধ্যক্ষঃ প্রাণানাং ধারয়িতা; প্রসিদ্ধের্নির্ব্বচনাচ্চ। স কথমচেতনস্য প্রধান-

বন্নরূপাঃ পরোক্ষত্বাদ্দেবতা ইতি দ্বিতীয়া-বহুবচনং, অনেন পূর্ব্বকল্পানুভূতেন জীবেনাত্মনা স্বরূপেণ তা অনুপ্রবিশ্য তাসাং ভোগ্যত্বায় নাম চ রূপঞ্চ স্থূলং

এরূপ অভিহিত আছে। [সদেব···করবাণীতি] শ্রুতি "হে সোম্য, শ্বেতকেতো, অগ্রে ইহা সন্মাত্র ছিল" এইরূপে কথারম্ভ করিয়া "সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং সেই সৎ তেজের সৃষ্টি করিলেন।" ইত্যাদিক্রমে তেজ, জল ও পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি বলিয়া পরে সেই সৎকে ঈক্ষিতা ও সেই সৃষ্ট তেজ প্রভৃতিকে দেবতা শব্দের দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলিয়াছেন, "সেই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন, আলোচনা করিলেন যে, আমরা তিনই দেবতা এবং এইরূপেই আমরা আপন স্বরূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব।" [তত্র যদি···মর্হতি] বিবেচনা করিয়া দেখ, অচেতন প্রধানকেই যদি উপচারক্রমে ঈক্ষিতা বলিয়া অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে সেই অচেতন প্রধান প্রকৃত অর্থাৎ প্রকরণপ্রতিপাদ্য হওয়ায় তাঁহাকেই দেবতা বলিয়া গণ্য করা উচিত, কিন্তু তাহা করিতে পারিবে না। অচেতন প্রধান গুণবৃত্তিক্রমে বা উপচারক্রমে ঈক্ষিতা বলিয়া অভিহিত হইলে কখনই দেবতা, জীবকে আত্মশব্দের দ্বারা বিশেষিত বা অভিহিত করিতেন না; অর্থাৎ জীব কখনই সেই দেবতার আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইত না। জীব কি? জীব চেতন, শরীরের অধ্যক্ষ এবং প্রাণসমূহের ধারয়িতা। জীব-শব্দ ঐরূপ অর্থেই প্রসিদ্ধ এবং উহার নির্ব্বাচনও ঐরূপ। অতএব, প্রসিদ্ধি শাস্ত্র ও নাম-নির্ব্বাচন

তাহাতে ঈক্ষণকর্ত্তৃত্বরূপ বিশেষণ আছে, তাহা গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক। উপচারক্রমেই "তিনি ঈক্ষণ করিলেন" ইত্যাদি প্রকার বলা হইয়াছে, এরূপ বলিবার উপায় নাই। কেননা, তাঁহাতে 'আত্মশব্দ' বিশেষণ দেওয়া আছে। আত্মশব্দ থাকাতে অচেতন প্রধানের গৌণ ঈক্ষিতৃত্ব নিবারিত হইয়াছে। অচেতন পদার্থে আত্মশব্দের প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ অচেতন পদার্থকে কখনই আত্মা বলিতে পারা যায় না।

স্যাত্মা ভবেৎ ? আত্মা হি নাম স্বরূপম্ ; নাচেতনস্য প্রধানস্য চেতনো-জীবঃ স্বরূপং ভবিতুমর্হতি।

অথ তু চেতনং ব্রহ্ম মুখ্যমীক্ষিতৃ পরিগৃহ্যতে, তস্য জীব-বিষয় আত্মশব্দপ্রয়োগ উপপদ্যতে। তথা, "স য এষোঽণিমৈ-তদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো", ইত্যত্র 'স আত্মা' ইতি প্রকৃতং সদণিমানমাত্মশব্দেনোপদিশ্য, 'তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইতি চেতনস্য শ্বেতকেতোরাত্মত্বেনোপ-দিশতি। অপ্তেজসোস্তু বিষয়ত্বাৎ অচেতনত্বম্, নামরূপ-ব্যাকরণাদৌ চ প্রযোজ্যত্বেনৈব নির্দ্দেশাৎ। ন চাত্মশব্দবৎ

করিষ্যামি ইত্যেক্ষতেত্যন্বয়ঃ। লৌকিকপ্রসিদ্ধের্জীবপ্রাণধারণ ইতি ধাতো-র্জীবতি প্রাণান্ ধারয়তীতি নির্ব্বচনাচ্চেত্যর্থঃ। ২

"অথ ত্বিতি"—স্বপক্ষে তু বিম্বপ্রতিবিম্বয়োর্লোকে ভেদস্য কল্পিতত্বদর্শনাৎ জীবো ব্রহ্মণঃ সত আত্মা ইতি যুক্তমিত্যর্থঃ। জীবস্য সচ্ছব্দার্থং প্রত্যাত্মশব্দাৎ সৎ ন প্রধানমিত্যুক্তং। সতো জীবং প্রত্যাত্মশব্দাৎ ন প্রধানমিতি বিধান্তরেণ হেতুং ব্যাচষ্টে "তথেতি।"—স যঃ সদাখ্যঃ, এষোঽণিমা পরমসূক্ষ্মঃ, এতদাত্মকমিদং সর্ব্বং জগৎ, তৎ সদেব সত্যমেব, বিকারস্য মিথ্যাত্বাৎ সৎপদার্থঃ সর্ব্বস্যাত্মা ; হে শ্বেতকেতো, ত্বঞ্চ নাসি সংসারী, কিন্তু তদেব সদবাধিতৎ সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্মাসীতি শ্রুত্যর্থঃ। "ইত্যাত্মত্বেনোপদিশতি।"—অতশ্চেতনাত্মকত্বাৎ সচ্চেতনমেবেতি বাক্যশেষঃ। যদুক্তমপ্তেজসোরিব সত ঈক্ষণং গৌণমিতি, তত্রাহ "অপ্তেজসো-স্ত্বিতি"। নামরূপয়োর্ব্যাকরণং সৃষ্টিঃ। আদিপদান্নিয়মনম্। অপ্তেজসোর্গ্নি-

---

অনুসারে জীব-শব্দের বাচ্য চেতন; তদ্রূপ জীবকে কি প্রকারে অচেতন প্রধানের আত্মা বলিতে পার ? (অর্থাৎ পার না) আত্মা কি ? না, স্বরূপ। লোকে ও শাস্ত্রে স্বরূপকেই আত্মা বলে; সুতরাং চেতন অচেতন-প্রধানের স্বরূপ এ কথা ব্যাহত এবং উহা সর্ব্বপ্রকারে অসঙ্গত। ২

[অথ···দিশতি] আর যদি চেতন ব্রহ্মকে ঈক্ষিতৃরূপে পরিগ্রহ কর, তাহা হইলে মুখ্য ঈক্ষিতৃত্ব হইতে পারে, এবং জীববিষয়ক আত্মশব্দও উপপন্ন হইতে পারে। শ্রুতি শ্বেতকেতুকে "সেই সৎ এই, এ সমস্তই তদাত্মক, হে শ্বেতকেতো, সেই সত্য বা সৎস্বরূপ আত্মা তুমি।" এবং-ক্রমে প্রকরণপ্রতিপাদ্য সূক্ষ্ম বা দুজ্ঞের্য় জগৎকারণ সৎকে আত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। [অপ্···মিত্যুক্তম্] জল ও তেজঃ, এ দুটী বিষয় (জড়বস্তু) ; সুতরাং তদুভয়ের ঈক্ষিতৃত্ব গৌণ। মুখ্য ঈক্ষিতৃত্বের

কিঞ্চিন্মুখ্যত্বে কারণমস্তীতি যুক্তং কূলবদ্ গৌণত্বমীক্ষিতৃত্বস্য। তয়োরপি চ সদধিষ্ঠিতত্বাপেক্ষমেবেক্ষিতৃত্বম্। সতস্ত্বাত্মশব্দান্ন গৌণমীক্ষিতৃত্বমিত্যুক্তম্॥ ১।১।৬।

অথোচ্যেত অচেতনেঽপি প্রধানে ভবত্যাত্মশব্দঃ, আত্মনঃ সর্ব্বার্থকারিত্বাৎ, যথা রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকারিণি ভৃত্যে ভবত্যাত্ম-শব্দো মমাত্মা ভদ্রসেন ইতি। প্রধানং হি পুরুষস্যাত্মনো-ভোগাপবর্গৌ কুর্ব্বদুপকরোতি, রাজ্ঞ ইব ভৃত্যঃ সন্ধিবিগ্রহাদিষু বর্ত্তমানঃ। অথবৈক এবাত্মশব্দশ্চেতনাচেতনবিষয়ো ভবিষ্যতি, ভূতাত্মেন্দ্রিয়াত্মেতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ। যথৈক এব জ্যোতিঃ-

---

যন্ত্বাৎ সৃজ্যত্বান্নিয়ম্যত্বাচ্চাচেতনত্বমীক্ষণস্য মুখ্যত্বে বাধকমস্তি, সাধকঞ্চ নাস্তীতি হেতোর্যুক্তমীক্ষণস্য গৌণত্বমিতি যোজনা। চেতনবৎ কার্য্যকারিত্বং গুণঃ। তেজ ঐক্ষত চেতনবৎ কার্য্যকারীত্যর্থঃ। যথা তেজঃপদেন তদধিষ্ঠানং সৎ লক্ষ্যতে, তথাচ মুখ্যমীক্ষণমিত্যাহ—"তয়োঃ" ইতি। স্যাদেতৎ, যদি সত ঈক্ষণং মুখ্যং স্যাৎ, তদেব কুত ইত্যত আহ—"সতস্ত্বিতি"। গৌণমুখ্যয়ো-রতুল্যয়োঃ সংশয়াভাবেন গৌণপ্রায়পাঠস্যানিশ্চায়কত্বাৎ আত্মশব্দাচ্চ সত ঈক্ষণং মুখ্যমিত্যর্থঃ। আত্মহিতকারিত্বগুণযোগাদাত্মশব্দোঽপি প্রধানে গৌণ ইতি শঙ্কতে —"অথ" ইত্যাদিনা। আত্মশব্দঃ প্রধানেঽপি মুখ্যো নানার্থকত্বাদিত্যাহ "অথবে"তি। নানার্থকত্বে দৃষ্টান্তঃ "যথে"তি। [ইতি রত্নপ্রভা টীকা]।

কিছুমাত্র কারণ না থাকায় উহাদের ঈক্ষিতৃত্ব ও অন্যান্য চেতনযোগ্য বর্ণনা সমস্তই "নদীকূল পড়িবার ইচ্ছা করিতেছে" ইত্যাদিবিধ উক্তির ন্যায় গৌণ, মুখ্য নহে। উহাদের ঈক্ষিতৃত্বপ্রয়োগ সদধিষ্ঠান অর্থাৎ চেতনাধিষ্ঠাননিমিত্তক গৌণ, কিন্তু আত্মবিশেষণে বিশেষিত সতের (ব্রহ্মের) ঈক্ষিতৃত্ব গৌণ নহে, মুখ্য, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে॥ ১। ১। ৬॥

[অথো…পঠতি] যদি বল, অচেতন প্রধানেও (প্রকৃতিতেও) আত্মশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, যেমন রাজার সর্ব্বার্থকারী ভৃত্যের প্রতি আত্মশব্দের প্রয়োগ হয় "অমুক আমার আত্মা", সেইরূপ, আত্মার সর্ব্বার্থকারিণী প্রকৃতির প্রতিও আত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে—"জগৎকারণ সৎ আত্মা।" ভৃত্য যেমন সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া রাজার উপকার করে, তদ্রূপ, প্রধানও আত্মার অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ বিতরণ করতঃ উপকার করিয়া থাকে। অথবা আত্মশব্দটী চেতন ও অচেতন উভয়-সাধারণ, উভয় অর্থেই আত্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন, ভূতাত্মা ও ইন্দ্রিয়াত্মা ইত্যাদি। অপিচ, জ্যোতিঃশব্দ যেমন যজ্ঞ ও অগ্নি

শব্দঃ ক্রতুজ্বলনবিষয়ঃ। তত্র কুত এতৎ আত্মশব্দাদীক্ষতে-রগৌণত্বমিত্যত উত্তরং পঠতি—

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ॥ ১।১।৭॥*

ন প্রধানমচেতনমাত্মশব্দালম্বনং ভবিতুমর্হতি, "স আত্মা" ইতি প্রকৃতং সদণিমানমাদায় "তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি চেতনস্য শ্বেতকেতোর্মোক্ষয়িতব্যস্য তন্নিষ্ঠামুপদিশ্য, "আচার্য্য-বান্ পুরুষো বেদ" তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি মোক্ষোপদেশাৎ। যদি হ্যচেতনং প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং, তদসীতি গ্রাহয়েৎ মুমুক্ষুং চেতনং সন্তমচে-তনোঽসীতি তদা বিপরীতবাদি শাস্ত্রং পুরুষস্যানর্থায়েত্যপ্রমাণং স্যাৎ। ন তু নির্দোষং শাস্ত্রপ্রমাণং কল্পয়িতুং যুক্তম্।

"তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" ইতি শঙ্কোত্তরত্বেন বা স্বাতন্ত্র্যেণ বা প্রধাননিরা-করণার্থং সূত্রম্। শঙ্কা চ ভাষ্যে উক্তা॥ ১। ১। ৭॥

এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হয়, আত্মশব্দও তদ্রূপ চেতনাচেতন উভয় অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব, আত্মশব্দের দ্বারা কিরূপে ঈক্ষণের মুখ্যতা স্থির হইতে পারে? গৌণ ঈক্ষণ না হয় কেন? ভগবান্ ব্যাস এক্ষণে ইহার প্রত্যুত্তর দিতেছেন।

[ন···যুক্তম্] অর্থাৎ অচেতন প্রধান (জড়স্বভাব প্রকৃতি) আত্মশব্দের অবলম্বন হইবার অযোগ্য। তাহার হেতু এই যে, শ্রুতি "তাহাই আত্মা" এতদ্রূপে প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরম সূক্ষ্ম (অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়) সৎ-পদার্থের উপদেশ করিয়া, পরে, "হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই আত্মা" এইরূপে মোক্ষয়িতব্য চেতন শ্বেত-কেতুর আত্মনিষ্ঠতা উপদেশপূর্ব্বক কহিয়াছেন "আচার্য্যবান্ পুরুষই এই তত্ত্ব জানিতে পারে এবং তাহার সেই কাল পর্য্যন্ত বিলম্ব, যে-পর্য্যন্ত না তাহার দেহপাত হয়। দেহপাত হইলেই সে সৎসম্পন্ন অর্থাৎ বিদেহমুক্ত বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।" এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, অচেতন প্রধান যদি সৎশব্দের বাচ্য হয়, আর মুমুক্ষু চেতনকে যদি "তুমি সেই অচেতন" এই বলিয়া গ্রহণ করান হয়, তাহা হইলে চেতনকে অচেতন বলিয়া গ্রহণ করান হেতু শাস্ত্রের শাস্ত্রতা থাকে না, এবং তাহা বিপরীতবাদী হওয়ায় অপ্রমাণ ও অনর্থের হেতু হইয়া উঠে। হিতশাসক নির্দ্দোষ শাস্ত্রকে সদোষ ও অপ্রমাণ বলা সর্ব্বথা অযুক্ত।

---

* আত্মশব্দোঽপি প্রধানে গৌণো ভবিতুমর্হতীত্যাশঙ্ক্য তত্র পূর্ব্বসূত্রস্থ-নঞ্-পদমাকৃষ্য যোজ্যম্।

যদি চাজ্ঞস্য সতো মুমুক্ষোরচেতনমনাত্মানমাত্মেত্যুপদিশেৎ প্রমাণভূতং শাস্ত্রম্, স শ্রদ্দধানতয়া অন্ধ-গোলাঙ্গূলন্যায়েন তদাত্মদৃষ্টিং ন পরিত্যজেৎ, তদ্ব্যতিরিক্তঞ্চাত্মানং ন প্রতিপদ্যেত; তথা সতি পুরুষার্থাদ্বিহন্যেতানর্থঞ্চ ঋচ্ছেৎ। তস্মাদ্ যথা স্বর্গাদ্যর্থিনোঽগ্নিহোত্রাদি সাধনং যথাভূতমুপদিশতি, তথা মুমুক্ষোরপি "স আত্মা, তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি যথাভূতমেবাত্মানমুপদিশতীতি যুক্তম্।

[যদি…ঋচ্ছেৎ] প্রমাণভূত শাস্ত্র যদি অজ্ঞ অথচ মুমুক্ষু চেতন শ্বেতকেতুকে "তোমার আত্মা বা তুমি অচেতন" এইরূপ উপদেশ করেন, তাহা হইলে সে অবশ্যই তাহা বিশ্বাস করিবে, অন্ধ-গোলাঙ্গুল দৃষ্টান্তে (১) অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিবে, তাহা আর ত্যাগ করিবে না, অথচ তদ্ব্যতীত আত্মাকেও জানিতে পারিবে না; সুতরাং সে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট ও অনর্থ বা অধোগতিপ্রাপ্ত ও নষ্ট হইবে। [তস্মাৎ…যুক্তম্] অতএব, শাস্ত্র যেমন স্বর্গার্থী পুরুষের প্রতি স্বর্গসাধক যথার্থ অগ্নিহোত্রাদি যাগ উপদেশ করেন, সেইরূপ, মুমুক্ষু পুরুষের প্রতিও যথাস্বরূপ আত্মার উপদেশ করিয়া থাকেন। এইরূপ বলাই উপযুক্ত।

আত্মশব্দোঽচেতনে প্রধানে ন সম্ভবতীত্যন্বেয়ম্। কুতঃ? তন্নিষ্ঠস্য আত্মনিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।—আত্মনিষ্ঠ বা আত্মজ্ঞ পুরুষের মোক্ষলাভের উপদেশ থাকায় অচেতন প্রকৃতিতে আত্মশব্দের প্রয়োগ অসম্ভব। ভাষ্যানুবাদে এ কথা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(১) অন্ধ-গোলাঙ্গুল ন্যায় যথা:—কোন এক কুটিলমতি একদা এক অরণ্যে একজন অসহায় অন্ধকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি জন্য তুমি এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ দুর্গম বনে কষ্টভোগ করিতেছ? শুনিয়া সে হৃষ্টচিত্তে বিপদুদ্ধার-প্রত্যাশায় প্রত্যুত্তর করিল, আমি অন্ধ, দৈব বিড়ম্বনায় এই দুর্গম বনে বন্ধুহীন অবস্থায় পতিত আছি, ইহাতে আমার নিতান্ত কষ্ট হইতেছে, ইচ্ছা এই যে, কোনও প্রকারে নগর পথপ্রাপ্ত হইয়া তদবলম্বনে বন্ধুজনসমাকীর্ণ নগরে গিয়া সুখী হইব, কিন্তু অনেককাল অতিবাহিত করিয়াও আমি সে পথ লাভ করিতে পারি নাই। ভাগ্যক্রমে আজ আপনাকে পাইলাম, সুখী হইলাম, অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে নগরপ্রাপ্তির উপায় বলুন। অনন্তর সেই দুষ্ট পুরুষ নিকটে এক বন্য বৃষ বিচরণ করিতেছে দেখিয়া কষ্টেসৃষ্টে তাহার লাঙ্গুল ধারণপূর্ব্বক অন্ধের হস্তে দিয়া বলিল, তুমি খুব সাবধানে ইহা ধরিয়া থাক, এ তোমাকে নগরে লইয়া যাইবে। সাবধান—যেন ছাড়িয়া দিও না। অনন্তর সেই বৃষ (বন্য গরু) বেদনাপ্রাপ্ত ও মনুষ্যস্পর্শে ভীত হইয়া সবেগে পলায়ন আরম্ভ করিল, নগরপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় অন্ধ তাহার লাঙ্গুল ছাড়িল না, তাহাতে সে প্রচুর দুঃখভোগ করিয়া অবশেষে মৃতকল্প ও মোহপ্রাপ্ত হইল।

এবঞ্চ সতি তপ্তপরশুগ্রহণমোক্ষদৃষ্টান্তেন সত্যাভিসন্ধস্য মোক্ষোপদেশ উপপদ্যতে। অন্যথা হ্যমুখ্যে সদাত্মতত্ত্বোপদেশে "অহমুক্থমস্মীতি বিদ্যাৎ" ইতিবৎ সম্পন্মাত্রমিদমনিত্যফলং স্যাৎ, তত্র মোক্ষোপদেশো নোপপদ্যেত। তস্মান্ন সদণিমন্যাত্মশব্দস্য গৌণত্বম্। ভৃত্যে তু স্বামিভৃত্যভেদস্য প্রত্যক্ষত্বাদুপপন্নো গৌণ আত্মশব্দো মমাত্মা ভদ্রসেন ইতি। অপি চ, ক্বচিৎ গৌণঃ শব্দো দৃষ্ট ইতি নৈতাবতা শব্দপ্রমাণকেঽর্থে গৌণী কল্পনা ন্যায্যা স্যাৎ, সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গাৎ।

যত্তূক্তং—চেতনাচেতনয়োঃ সাধারণ আত্মশব্দঃ ক্রতুজ্বলনয়োরিব জ্যোতিঃশব্দ ইতি; তন্ন, অনেকার্থত্বস্যান্যায্যত্বাৎ। তস্মাচ্চেতনবিষয় এব মুখ্য আত্মশব্দঃ, চেতনত্বোপচারাদ্ভূতাদিষু

[এবঞ্চ···পদ্যেত] এরূপ হইলেই তপ্ত পরশু গ্রহণের দৃষ্টান্তে (২) সত্যনিশ্চয় ও মোক্ষোপদেশ উপপন্ন হইতে পারে। অন্যথা, অমুখ্যে মুখ্যাত্মার উপদেশ হওয়াতে তাহা "আমি উক্থ" এতদ্রূপ (৩) বিজ্ঞানের ন্যায় অধ্যস্ত ও অনিত্যফলক হয়, নিত্যফল (মোক্ষ) হয় না। সুতরাং মোক্ষোপদেশ অসঙ্গত হয়। [তস্মাৎ···প্রসঙ্গাৎ] এই সকল কারণে সেই পরম সূক্ষ্ম বা নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় সদ্বস্তুতে আত্মশব্দের প্রয়োগ গৌণ নহে। ভৃত্যে আত্মশব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু স্বামীর ও ভৃত্যের ভিন্নতা বা পার্থক্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। তৎকারণে ভৃত্যের প্রতি আত্মশব্দের প্রয়োগ গৌণ ভিন্ন মুখ্য হয় না। যদিচ লোকব্যবহারে কোথাও গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাই বলিয়া সর্ব্বত্রই শব্দপ্রমাণক অর্থে গৌণ কল্পনা করা সঙ্গত বা ন্যায্য হয় না। সর্ব্বত্রই গৌণ কল্পনা করিতে গেলে কোথাও কোনও অর্থে আস্থা থাকিতে পারে না।

[যত্তূক্তং···ন্যায্যত্বাৎ] বলিয়াছ যে, জ্যোতিঃ শব্দ যেমন ক্রতু ও জ্বলন (অগ্নি) উভয়বাচক, আত্মশব্দও তেমনি চেতন অচেতন উভয়-বোধক। সে কথা সঙ্গত নহে। কেন-না, এক শব্দের একদা বহু অর্থ ন্যায্য নহে। [তস্মাৎ···যাত্মেতি চ] অতএব চেতন বিষয়েই আত্মশব্দের মুখ্য প্রয়োগ, আর

(২) পূর্ব্বকালে অগ্নিপরীক্ষা ছিল। অপরাধী বলিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে ও অন্য প্রমাণ না থাকিলে রাজা তাহার হস্তে তপ্তলৌহ অর্পণ করিতেন। সে সত্যপ্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিত, মিথ্যুক হইলে হস্ত দগ্ধ হইত, সত্য হইলে তাহা হইত না।

(৩) উক্থ অর্থাৎ প্রাণ। আমিই প্রাণ, এতদ্রূপে উপাসনা করিবার বিধান আছে। এই উপাসনা সম্পৎ উপাসনা নামে প্রসিদ্ধ। সম্পৎ উপাসনার লক্ষণ ও ফল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আরও বলা হইবে।

প্রযুজ্যতে—ভূতাত্মেন্দ্রিয়াত্মেতি চ। সাধারণত্বেঽপ্যাত্মশব্দস্য ন প্রকরণমুপপদং বা কিঞ্চিন্নিশ্চায়কমন্তরেণান্যতরবৃত্তিতা নির্ধারয়িতুং শক্যতে। ন চাত্রাচেতনস্য নিশ্চায়কং কিঞ্চিৎ কারণমস্তি। প্রকৃতন্তু সদীক্ষিতৃ, সন্নিহিতশ্চ চেতনঃ শ্বেতকেতুঃ। ন হি চেতনস্য শ্বেতকেতোরচেতন আত্মা সম্ভবতীত্যবোচাম। তস্মাচ্চেতনবিষয় ইহ আত্মশব্দ ইতি নিশ্চীয়তে। জ্যোতিঃশব্দোঽপি লৌকিকেন প্রয়োগেণ জ্বলন এব রূঢ়ঃ, অর্থবাদপ্রকল্পিতেন তু জ্বলনসাম্যেন ক্রতৌ প্রবৃত্ত ইত্যদৃষ্টান্তঃ।

অথবা পূর্ব্বসূত্র এবাত্মশব্দং নিরস্তসমস্তগৌণত্বসাধারণত্বাশঙ্কতয়া ব্যাখ্যায় ততঃ স্বতন্ত্র এব প্রধানকারণনিরাকরণে হেতুর্ব্ব্যাখ্যেয়ঃ—তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাদিতি। তস্মান্নাচেতনং প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্ ॥ ১ । ১ । ৭ ॥

চেতনাধিষ্ঠান প্রযুক্ত ভূতে ও ইন্দ্রিয়ে তাহার গৌণ প্রয়োগ। [সাধারণ—বোচাম] যদিও আত্মশব্দ সাধারণপর বল, উভয়ার্থক বল, তথাপি তাহার প্রকরণ বা উপপদ, কোন একটা নিশ্চায়ক ব্যতীত একতরবৃত্তিতা (নির্দ্দিষ্ট অর্থ-বোধকতা) অবধারণ করিতে পার না। প্রস্তাবিত স্থলে আত্মশব্দের অচেতন-বাচিতার বোধক বা নিশ্চায়ক প্রমাণ নাই। কিন্তু চেতন শ্বেতকেতু নিকটে থাকায় প্রস্তাবিত সতের চেতনতানিশ্চয় আছে। সতের চেতনতা নিশ্চয় থাকায় তদ্বিশেষণীভূত আত্মশব্দও চেতনপর, ইহা অবাধে নিশ্চয় হয়। চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা বা স্বরূপ অচেতন, ইহা কখনই সম্ভব হয় না, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। [তস্মাৎ…নিশ্চীয়তে] অতএব, কথিতস্থলে চেতন বিষয়েই আত্মশব্দের প্রয়োগ, ইহা সহজেই নিশ্চয় করা যায়। [জ্যোতিঃ…দৃষ্টান্তঃ] জ্যোতিঃশব্দ লৌকিকপ্রয়োগে অগ্নিতে নিরূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ। তবে আর্থবাদিক কল্পনার দ্বারা অগ্নিসাদৃশ্য অনুসারে জ্যোতিঃশব্দ কচিৎ যাগাদিতেও প্রযুক্ত হয়। এ নিমিত্ত উহা (জ্যোতিঃশব্দ) দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। [অথবা…বাচ্যম্] কিংবা, পূর্ব্বসূত্রের দ্বারাই আত্মশব্দের গৌণত্ব শঙ্কা নিরাকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে এ সূত্রে পৃথক্ রূপে প্রকৃতিকারণবাদ নিরাকৃত হইল। প্রকৃতিকারণ-নিরাকরণপক্ষেও "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" এই হেতুসূত্র ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অতএব প্রধান বা প্রকৃতি কোনও প্রকারে প্রস্তাবিত শ্রুতিস্থ (সৃষ্টি-বোধক শ্রুতিস্থ) সৎ-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না ॥ ১ । ১ । ৭ ॥

কুতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্ ?—

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ১।১।৮॥*

যদ্যনাত্মৈব প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যং "স আত্মা, তৎ ত্বমসি" ইতি ইহোপদিষ্টং স্যাৎ, স তদুপদেশশ্রবণাদনাত্মজ্ঞতয়া তন্নিষ্ঠো মা ভূদিতি মুখ্যমাত্মানমুপদিদিক্ষুস্তস্য হেয়ত্বং ব্রূয়াৎ, যথা অরুন্ধতীং দিদর্শয়িষুঃ তৎসমীপস্থাং স্থূলাং তারামমুখ্যাং প্রথমমরুন্ধতীতি গ্রাহয়িত্বা, তাং প্রত্যাখ্যায় পশ্চাদরুন্ধতীমেব

স্যাদেতৎ। ব্রহ্মৈব জীপ্সিতং, তচ্চ ন প্রথমং সূক্ষ্মতয়া শক্যং শ্বেতকেতুং গ্রাহয়িতুমিতি তৎসম্বন্ধং প্রধানমেব স্থূলতয়াত্মত্বেন গ্রাহ্যতে শ্বেতকেতুররুন্ধতীমিবাতীব সূক্ষ্মাং দর্শয়িতুং তৎসন্নিহিতাং স্থূলতারকাং দর্শয়তি ইয়মসাবরুন্ধতীতি। অস্যাং শঙ্কায়ামুত্তরম্।—হেয়ত্বাবচনাচ্চ—চকারোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থস্তচ্চানুক্তং ভাষ্য উক্তম্। ১। ১। ৮।

প্রধান যে, সৎ-শব্দের বাচ্য নহে, তৎপ্রতি আরও হেতু আছে। যথা—[যদ্যনা…দৃশ্যতে] অনাত্মা প্রধান যদি শ্রুতিস্থ সৎ-শব্দের গৌণ অর্থ হইত এবং প্রধানকেই যদি "তৎ ত্বম্ অসি"—তাহাই তুমি, এই বাক্যের দ্বারা চেতন শ্বেতকেতুর আত্মা বলিয়া উপদেশ করা হইত, তাহা হইলে শ্বেতকেতু সেই উপদেশ শ্রবণে অনাত্মজ্ঞ থাকিতেন। অপিচ, শ্রুতি অবশ্যই তাহাকে মুখ্য আত্মা বলিবার নিমিত্ত প্রথমোপদিষ্ট গৌণ আত্মার ত্যাজ্যতা বলিতেন। যেমন অরুন্ধতী দেখাইবার ইচ্ছায় অরুন্ধতী তারার নিকটস্থ স্থূল নক্ষত্রকে অরুন্ধতী বলিয়া দেখাইয়া, পশ্চাৎ তাহা অরুন্ধতী নহে বলিয়া প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক প্রকৃত অরুন্ধতীকে দেখান হইয়া থাকে, (১) শ্রুতি সেরূপ পথবর্ত্তিনী না হওয়ায় গৌণ

---

* হেয়ত্বস্য ত্যাজ্যতায়া অবচনাৎ অনভিধানাৎ চ অপি প্রধানং ন সৎ-শব্দবাচ্যম্। ইত্যক্ষরার্থঃ।—ত্যাগোপদেশ না থাকাতেও প্রধান সৎশব্দবাচ্য নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

(১) পাণিগ্রহণ সংস্কার সমাপ্ত হইলে পর, পতি নবোঢ়া পত্নীকে অরুন্ধতী তারা দেখাইবেন, এইরূপ বিধান ও সদাচার অদ্যাপি প্রচলিত আছে। অরুন্ধতী অতি দুর্লক্ষ্য ক্ষুদ্র তারা, সহজে দেখা যায় না, এবং তাহা সপ্তর্ষিমণ্ডলের (সাত ভেয়ে তারার) এক প্রান্তে থাকে। নববধূ সে তারা চেনে না, দেখ বলিলে দেখিতে পাইবে না, কাজেই তন্নিকটস্থ অন্য এক জ্বলন্ত তারা দেখাইয়া, তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করান হয়, পশ্চাৎ প্রকৃত অরুন্ধতী দেখান সুসাধ্য হয়। এই ব্যবহার হইতে অরুন্ধতী-দর্শন ন্যায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারই অনুরূপ শাখাচন্দ্র ন্যায়। শাখাচন্দ্র ন্যায়ের উদাহরণ এইরূপ। বালক চন্দ্র চেনে না। কিন্তু উপদেষ্টা তাহাকে কৌশলে চাঁদ দেখান। তিনি বলেন, ঐ দেখ গাছের ডালে চাঁদ। বালকের দৃষ্টি তদনুসারে বৃক্ষশাখায় স্থির হয়। পরে সে চাঁদ দেখে। ক্রমে সে চাঁদ কোথায় ও কি, তাহাও জানিতে পারে।

গ্রাহয়তি, তদ্বৎ নায়মাত্মেতি ব্রূয়াৎ, ন চৈবমবোচৎ। সন্মাত্রাবগতিনিষ্ঠৈব হি ষষ্ঠপ্রপাঠকপরিসমাপ্তির্দৃশ্যতে।

চ-শব্দঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধাভ্যুচ্চয়প্রদর্শনার্থঃ। সত্যপি হেয়ত্ববচনে প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ প্রসজ্যেত। কারণবিজ্ঞানাদ্ধি সর্ব্বং বিজ্ঞাতমিতি প্রতিজ্ঞাতং, "উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি। কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি। যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্, এবং সোম্য স আদেশো ভবতি" ইতি বাক্যোপক্রমে

অপিচ, জগৎকারণং প্রকৃত্য স্বপিতীত্যস্য নিরুক্তং কুর্ব্বতী শ্রুতিশ্চেতনমেব জগৎকারণং ব্রূতে। যদি স্বশব্দ আত্মবচনস্তথাপি চেতনস্য পুরুষস্যাঽচেতনপ্রধানত্বানুপপত্তিঃ। অথাত্মীয়বচনস্তথাপ্যচেতনে পুরুষার্থতয়াত্মী-

---

আত্মার উপদেশ করেন নাই, একবারেই মুখ্য আত্মার উপদেশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় হয়। সেরূপ উপদেশ করিলে অবশ্যই গৌণ উপদেশের প্রত্যাখ্যান করিয়া দ্বিতীয়বার মুখ্য উপদেশ করিতেন। যখন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠক প্রারম্ভাবধি সমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্তই সৎস্বরূপ মুখ্য আত্মায় পর্য্যবসিত দেখা যায়, তখন আর দ্বিতীয় উপদেশ আছে, এরূপ কথা বলিতে পারিবে না।

[চ শব্দঃ…শ্রবণাৎ] সূত্রস্থ চ-শব্দ প্রতিজ্ঞাবিরোধরূপ হেত্বন্তরের উন্নায়ক। অর্থাৎ, ত্যাজ্যতাবচন থাকিলেও প্রতিজ্ঞাবিরোধ দোষ হইতেই পারে; সুতরাং ত্যাজ্যতাবচন নাই ইহা চ শব্দের দ্বারা জানান হইয়াছে। বস্তুতঃ ত্যাজ্যতাবচন না থাকায় ঐ উপদেশ মুখ্য, গৌণ নহে। শ্রুতি প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, কারণের জ্ঞান হইতেই সমুদয় কার্য্য বস্তুর জ্ঞান হয়। যথা—শ্বেতকেতু গুরুকুলবাস সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাগত হইলে পর, পিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি গুরুকে সেই বস্তু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? যে বস্তু শুনিলে সমস্ত শুনা হয়, যাহা জানিলে সমস্ত জানা হয়, যাহা মনন করিলে সমস্ত মনন করা হয়?" শ্বেতকেতু বলিলেন, "ভগবন্, কি প্রকারে সেরূপ আদেশ সম্ভবে?" পিতা প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে সোম্য, যেমন এক মৃৎপিণ্ডের দ্বারা সমস্ত মৃন্ময় জানা হয়, সেইরূপ। বিকার সকল বাক্যারব্ধ অর্থাৎ বাক্যবোধ্য নাম মাত্র; সুতরাং মিথ্যা; মৃত্তিকাই সত্য। হে সোম্য (চন্দ্রবৎপ্রিয়দর্শন), সে আদেশ অর্থাৎ

শ্রবণাৎ। ন চ সচ্ছব্দবাচ্যে প্রধানে ভোগ্যবর্গকারণে হেয়ত্বেনা-হেয়ত্বেন বা বিজ্ঞাতে ভোক্তৃবর্গো বিজ্ঞাতো ভবতি, অপ্রধান-বিকারত্বাদ্ভোক্তৃবর্গস্য। তস্মান্ন প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্॥ ১।১।৮॥

কুতশ্চ ন প্রধানং সচ্ছব্দবাচ্যম্?

স্বাপ্যয়াৎ॥ ১।১।৯॥*

তদেব সচ্ছব্দবাচ্যং কারণং প্রকৃত্য শ্রূয়তে—যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো

য়েঽপি চেতনস্য প্রলয়ানুপপত্তিঃ। ন হি মৃদাত্মা ঘট আত্মীয়েঽপি পাথসি প্রলীয়তে, অপি ত্বাত্মভূতায়াং মৃদ্যেব। ন চ রজতমনাত্মভূতে হন্তিনি প্রলীয়তে, কিং ত্বাত্মভূতায়াং শুক্তাবেবেত্যাহ।—স্বাপ্যয়াৎ॥ ৯॥ গতিসামান্যাৎ॥ ১০

সুষুপ্তৌ জীবস্য সদাত্মনি স্বস্মিন্ অপ্যয়শ্রবণাৎ সচ্চেতনমেবেতি সূত্র-

---

সে বস্তু তদ্রূপ।" (২) [ন চ···বাচ্যম্] হেয়রূপেই হউক, আর অহেয়রূপেই হউক, ভোগ্য-সমূহের কারণীভূত প্রধানের জ্ঞান হইলেই যে ভোক্তৃসমূহ (ভোগকর্ত্তা জীব-সংঘ) প্রধানের বিকার বা কার্য্য নহে। এতাবতা ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রধান কথনই সৎ-শব্দের বাচ্য নহে॥১।১।৮॥

অপিচ, অন্য হেতু থাকাতেও প্রধান সৎ-শব্দের বাচ্য নহে, এবং জগৎকারণও নহে। যথা—

[তদেব···দর্শনাৎ] শ্রুতি সৎশব্দবাচ্য জগৎকারণের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "সুষুপ্তিকালে এই পুরুষের "স্বপিতি" নাম হয়, এবং সেই সময়ে ইনি সৎ-সম্পন্ন বা স্বরূপ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি সতের সহিত একীভূত হন। যেহেতু

---

(২) শ্রুতি এবংক্রমে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্ব-বিজ্ঞান হয় বলিয়াছেন। এ প্রতিজ্ঞা তবেই রক্ষা পায়,—যদি কারণমাত্রের সত্যতা ও কার্য্যের অসত্যতা সিদ্ধ হয়। শ্রুতি বিকারের অর্থাৎ কার্য্যের মিথ্যাত্ব নির্ণয় করিয়া কারণমাত্রেরই সত্যতা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া বলিতে হয়, যাহা জগৎকারণ, তাহাই সত্য ও নির্ব্বিকার। তোমার প্রধান ত নির্ব্বিকার নহে, সবিকার এবং সবিকার বলিয়াই, শ্রুতির মতে তাহা মিথ্যা বা তুচ্ছ। কাজেই বলিতে হইতেছে, প্রধান বা প্রকৃতি শ্রুত্যুক্ত সৎশব্দের বাচ্য নহে; সুতরাং জগৎকারণও নহে।

* স্বস্মিন্ অপায়ঃ লয়ঃ, তস্মাৎ। সুষুপ্তিকালে জীবস্য স্বস্মিন্ স্বরূপে আত্মনি লয়শ্রবণাৎ ন সৎশব্দবাচ্যং প্রধানমিতি সূত্রাক্ষরাণামর্থঃ।—সুষুপ্তি-কালে জীব আপন স্বরূপে লীন হয়। সেই স্বরূপ সৎ ও আত্মা, সুতরাং সৎশব্দ আত্মারই বাচক, প্রধানের বাচক নহে। (ভাষ্যা-নুবাদ দেখ)।

ভবতি, তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে, স্বং হ্যপীতো ভবতি" ইতি। এষা শ্রুতিঃ স্বপিতীত্যেতৎ পুরুষস্য লোকপ্রসিদ্ধং নাম নির্ব্বক্তি। স্বশব্দেনেহাত্মোচ্যতে। যঃ প্রকৃতঃ সচ্ছব্দবাচ্যস্তমপীতো ভবতি, অপিগতো ভবতীত্যর্থঃ। অপিপূর্ব্বস্যেতের্লয়ার্থত্বং প্রসিদ্ধং, "প্রভবাপ্যয়ৌ" ইত্যুৎপত্তিপ্রলয়য়োঃ প্রয়োগদর্শনাৎ।

মনঃপ্রচারোপাধিবিশেষসম্বন্ধাদিন্দ্রিয়ার্থান্ গৃহ্ণংস্তদ্বিশেষাপন্নো জীবো জাগর্ত্তি, তদ্বাসনাবিশিষ্টঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্মনঃশব্দবাচ্যো ভবতি। স উপাধিদ্বয়োপরমে সুষুপ্ত্যবস্থায়ামুপাধিকৃতবিশেষাভাবাৎ স্বাত্মনি প্রলীন ইবেতি স্বং হ্যপীতো ভবতীত্যু-

---

যোজনা। এতৎ স্বপনং যথা স্যাৎ, তথা তত্র সুষুপ্তৌ স্বপিতীতি নাম ভবতি, তদা পুরুষঃ সতা সম্পন্ন একীভবতি। সদৈক্যেঽপি নামপ্রবৃত্তিঃ কথং? তত্রাহ—"স্বম্" ইতি। তত্র লোকপ্রসিদ্ধিমাহ—"তস্মাৎ" ইতি। হি যস্মাৎ সদাত্মানং অপীতো ভবতি, তস্মাদিত্যর্থঃ। শ্রুতেস্তাৎপর্য্যমাহ—"এষা" ইত্যাদিনা।

ইতের্গতোর্গত্যর্থস্য অপি-পূর্ব্বস্য লয়ার্থত্বেঽপি কথং নিত্যস্য জীবস্য লয় ইত্যাশঙ্ক্য উপাধিলয়াদিতি বক্তুং জাগ্রৎস্বপ্নয়োরুপাধিত্বমাহ—"মনঃ" ইতি। ঐন্দ্রিয়িকমনোবৃত্তয় উপাধয়ঃ। তৈর্ঘটাদিস্থূলার্থবিশেষাণাৎ আত্মনা সম্বন্ধাৎ আত্মা তানিন্দ্রিয়ার্থান্ পশ্যন্ স্থূলবিশেষেণ দেহেনৈক্যভ্রান্তিমাপন্নো বিশ্বসংজ্ঞো জাগর্ত্তি। জাগ্রদ্বাসনাশ্রয়মনোবিশিষ্টঃ সন্ তৈজসসংজ্ঞঃ স্বপ্নে বিচিত্রবাসনাসহকৃতমায়াপরি-

---

ইনি স্বরূপে অপীত হন, লীন হন, সেই হেতু ইঁহাকে "স্বপিতি" বলে। এই শ্রুতি এতদ্রূপে পুরুষের বা আত্মার লোকপ্রসিদ্ধ স্বপিতি নামের নির্ব্বচন (ব্যুৎপত্তি) দেখাইয়াছেন, এবং "স্ব" শব্দের দ্বারাও আত্মাকেই বলিয়াছেন। অতএব, যাহা প্রকরণপ্রতিপাদ্য—প্রকৃত সৎশব্দের বাচ্য-অর্থ, জীব তাহাতেই অপিগত হয়, এইরূপ অর্থ ই লব্ধ হইল; কেন-না, অপি-পূর্ব্বক ই-ধাতুর লয় অর্থ প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রেও সেই প্রসিদ্ধি অনুসারে "অপ্যয়" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

[মনঃ···ত্যুচ্যতে] ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের বিষয়াকারা বৃত্তি জন্মে; সেই সকল মনোবৃত্তির নাম মনঃপ্রচার। আত্মা সেই মনঃপ্রচারে উপহিত বা তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বিষয় গ্রহণ করতঃ জাগ্রৎ আখ্যা প্রাপ্ত হন। তিনিই আবার সেই জাগ্রদ্বাসনাবিশিষ্ট মনোমাত্রে উপহিত হইয়া স্বপ্ন অনুভব করেন। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই উপাধি যখন থাকে না, বিলীন হয়, তখন তিনি সুপ্ত হন। সুপ্ত অবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে মনের বৈচিত্র্য থাকে না, সূক্ষ্ম অজ্ঞানবৃত্তি

চ্যতে। যথা হৃদয়শব্দনির্ব্বচনং শ্রুত্যা দর্শিতং, "স বা এষ আত্মা হৃদি, তস্যৈতদেব নিরুক্তং—হৃদ্যয়মিতি, তস্মাদ্ধৃদয়মিতি, যথা চাশনায়োদন্যাশব্দপ্রবৃত্তিমূলং দর্শয়তি শ্রুতিঃ, "আপএব তদশিতং নয়ন্তে, তেজএব তৎ পীতং নয়তে" ইতি চ, এবং স্বমাত্মানং সচ্ছব্দ-বাচ্যমপীতো ভবতীতি ইমমর্থং স্বপিতিনামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি। ন চ চেতন আত্মা অচেতনং প্রধানং স্বরূপত্বেন প্রতিপদ্যেত।

ণামান্ পশ্যন্ 'সোম্য, তন্মনঃ' ইতি শ্রুতিস্থমনঃশব্দবাচ্যো ভবতি। স আত্মা স্থূলসূক্ষ্মোপাধিদ্বয়োপরমে অহং নরঃ কর্ত্তেতি বিশেষাভিমানাভাবাৎ লীন ইত্যু-পচর্য্যত ইত্যর্থঃ। নমু স্বপিতীতিনামনিরুক্তেরর্থবাদত্বাৎ ন যথার্থতা, ইত্যত আহ —"যথা" ইতি। তস্য হৃদয়শব্দস্য তন্নির্ব্বচনম্। তদশিতমন্নং দ্রবীকৃত্য নয়ন্তে জরয়ন্তীত্যাপ এবাহশনায়াপদার্থঃ। তৎ পীতমুদকং নয়তে শোষয়তি ইতি তেজ এবোদন্যম্। অত্র দীর্ঘশ্ছান্দসঃ। এবমিদমপি নির্ব্বচনং যথার্থমিত্যাহ—"এব"মিতি। ইদঞ্চ প্রধানপক্ষে ন যুক্তমিত্যাহ—"ন চে"তি। স্বশব্দস্যাত্মনীবাত্মীয়েঽপি

ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি থাকে না, কাজেই এই কালে আত্মা বিস্পষ্ট ও বিচিত্র মনোবৃত্তিরূপ উপাধির অভাবে আপন স্বরূপ প্রাপ্তের ন্যায় হন, অথবা আপনাতে আপনি লীন হন। (মনোবৃত্তির লয়ে আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তি ও জীবের লয় এবং মনের প্রচারে আত্মার "স্বপিতি" নাম দিয়া বলিয়াছেন। যেহেতু 'স্বম্ অপীতো-ভবতি' অর্থাৎ আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হন, অথবা আপন স্বরূপে গিয়া লীন হন, সেই হেতু তাঁহাকে "স্বপিতি" বলা যায়। [যথা…দর্শয়তি] শ্রুতি যেমন হৃদয়-শব্দের ব্যুৎপত্তি বলিয়াছেন (১), 'অশনায়া' ও 'উদন্যা' শব্দের নির্ব্বচন দেখাইয়া-ছেন, (২) তেমনি, সৎ-শব্দবাচ্য আত্মার "স্বপিতি" নামেরও উক্তপ্রকার নির্ব্বাচন (ব্যুৎপত্তি) বলিয়াছেন (৩)। [ন চ…পদ্যতে] ঐরূপ নির্ব্বচন কিন্তু প্রকৃতির

(১) হৃদি অয়ং—হৃদয়ং। যে হেতু সেই আত্মা এই হৃদয়ে অবস্থান করে, সেই হেতু ইহার নাম 'হৃদয়'। বক্ষোমধ্যে প্রকটিত পুণ্ডরীকাকার মাংসখণ্ড, তন্মধ্যে আকাশ, সেই আকাশই আত্মার উপলব্ধিস্থান, ধ্যানের বা উপাসনার স্থান। এই তাৎপর্য্য ঐ প্রকার বাগ্ভঙ্গীর দ্বারা লক্ষ হয় বা হইতেছে।

(২) জল অশিত দ্রব্য অর্থাৎ ভুক্তান্ন সকল দ্রব করিয়া জীর্ণ করে, পরিপাক করে, তাই তাহাকে "অশনায়া" বলা হয়। তেজঃ পীত জলের শোষণ করে, তাই তাহা উদন্যা নামে উক্ত হয়। পরিপাক হইলে ক্ষুধা বা ভোজনস্পৃহা জন্মে বলিয়া লৌকিক অভিধানে অশনায়া শব্দের অর্থ বুভুক্ষা এবং তেজঃ দ্বারা পীতজল শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার জলপানের ইচ্ছা হয় বলিয়া উদন্যা শব্দের পিপাসা নামও প্রচলিত আছে।

(৩) ভাষ্যকারের অভিপ্রায় ও বিশ্বাস এই যে, শ্রুত্যুক্ত ঐ সকল নির্ব্বাচন বা ব্যুৎপত্তি যথার্থ, অর্থাৎ সত্য। সুতরাং তাদৃশ সত্য বা যথার্থ অর্থ পরিত্যাগ করা সর্ব্বথা অযুক্ত।

যদি পুনঃ প্রধানমেবাত্মীয়ত্বাৎ স্বশব্দেনোচ্যেত, এবমপি চেতনো-ঽচেতনমপ্যেতীতি বিরুদ্ধমাপদ্যেত। শ্রুত্যন্তরঞ্চ "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্" ইতি সুষুপ্ত্যবস্থায়াং চেতনে অপ্যয়ং দর্শয়তি। অতো যস্মিন্নপ্যয়ঃ সর্ব্বেষাং চেতনানাং, তচ্চেতনং সচ্ছব্দবাচ্যং জগতঃ কারণং, ন প্রধানম্ ॥ ১। ১। ৯ ॥

কুতশ্চ ন প্রধানং জগতঃ কারণম্?

গতিসামান্যাৎ ॥১।১।১০॥ *

যদি তার্কিকসময় ইব বেদান্তেষ্বপি ভিন্না কারণাবগতি-রভবিষ্যৎ—কচিচ্চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং, কচিদচেতনং প্রধানং, কচিদন্যদেবেতি, ততঃ কদাচিৎ প্রধানকারণ-

শক্তিরস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—"যদি" ইতি। প্রাজ্ঞেন বিশ্বচৈতন্যেনেশ্বরেণ সংপরিষক্তো ভেদভ্রমাভাবেনাভেদ ইত্যর্থঃ॥ ১। ১। ১০। [ইতি রত্নপ্রভা টীকা]।

গতিরবগতিঃ। "তার্কিকসময় ইব" ইতি। যথা হি তার্কিকাণাং সময়-

পক্ষে সঙ্গত হয় না। কারণ, চেতন আত্মা কখনও প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এরূপ কথা সর্ব্বথা অযুক্ত। যাহা চেতন, তাহা কখনও অচেতন হয় না। [যদি…মাপদ্যেত] স্ব-শব্দের "আত্মসম্বন্ধীয়" অর্থ থাকে থাকুক, কিন্তু এখানে সে অর্থ (আত্মসম্পর্কবিশিষ্ট প্রকৃতি, এরূপ অর্থ) করিতে পার না। তাহার হেতু এই যে, চেতন অচেতন হয়, অথবা চেতন অচেতনে লয় হয়, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। [শ্রুত্যন্তরং…প্রধানম্] অন্যান্য শ্রুতিতেও সুপ্তিকালে জীবের "সুপ্তিকালে জীব প্রাজ্ঞ আত্মস্বরূপে পরিষক্ত হইয়া বাহ্য ও আন্তর কোনও পদার্থ জানিতে পারে না" ইত্যাদিক্রমে চেতনে লীন হওয়ার প্রণালী দর্শিত হইয়াছে। অতএব, যে-চৈতন্যে সমুদয় জীবের বা জীবধর্ম্মের অপ্যয় হয়, সেই ঈশ্বর চৈতন্যই সৎ-শব্দের বাচ্য ও জগতের হেতু বা মূল কারণ ॥১।১।৯॥

প্রকৃতি যে জগৎ-কারণ নহে, তৎপক্ষে অন্য হেতুও আছে। যথা—

[যদি…গতিঃ] তার্কিকদিগের শাস্ত্রে যেমন ভিন্ন ভিন্ন জগৎকারণ (১) বিজ্ঞাপিত আছে, বেদান্তে যদি সেরূপ হইত বা থাকিত, তাহা হইলে, না-হয় কষ্টসৃষ্টে প্রকৃতিকারণবাদ-রক্ষার্থ ঈক্ষতিপ্রভৃতি শব্দের অর্থ প্রকৃতিপর করিয়া লওয়া

* গতিঃ অবগতিঃ। অস্যাঃ সামান্যং সমানতা। তস্মাৎ। যস্মাৎ সর্ব্বেষ্বপি বেদান্ত-বাক্যেষু সমানা চেতনকারণাবগতিঃ, তস্মাচ্চেতন এব জগৎকারণং নান্যদিতি সূত্রার্থঃ।— যেহেতু সমুদায় সৃষ্টিবোধক বেদান্তবাক্যে সমানরূপে চেতনেরই জগৎকারণতা প্রতীত হয়, সেই হেতু চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, অন্য কিছু (প্রধান বা পরমাণু প্রভৃতি) নহে।

(১) কোন তার্কিকের শাস্ত্রে চেতন পরমেশ্বর, কোন তার্কিকের শাস্ত্রে অচেতন প্রধান, কোন তার্কিকের শাস্ত্রে অচেতন পরমাণু।

বাদানুরোধেনাপি ঈক্ষত্যাদিশ্রবণমকল্পয়িষ্যৎ, ন ত্বেতদস্তি। সমানৈব হি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতিঃ, "যথাগ্নের্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং প্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকা ইতি", "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি, "আত্মন এবেদং সর্ব্বম্" ইতি, "আত্মন এষ প্রাণোজায়তে" ইতি চাত্মনঃ কারণত্বং দর্শয়ন্তি সর্ব্বে বেদান্তাঃ। আত্মশব্দশ্চ চেতনবচন ইত্যবোচাম। মহচ্চ প্রামাণ্যকারণমেতৎ, যদ্বেদান্তবাক্যানাং চেতনকারণত্বে সমান-

---

ভেদেষু পরস্পরপরাহতার্থতা, নৈবং বেদান্তেষু পরস্পরপরাহতিঃ, অপি তু তেষু সর্ব্বত্র জগৎকারণচৈতন্যাবগতিঃ সমানেতি। "চক্ষুরাদীনামিব রূপা-

---

যাইত। কিন্তু বেদান্তে তাহা বা সেরূপ কথা নাই, অর্থাৎ বেদান্তমধ্যে সেরূপ বিভিন্ন কারণ বিজ্ঞাপিত হয় নাই। প্রণিধান কর, দেখিতে পাইবে, সমুদায় বেদান্তবাক্যে সমানরূপে চেতনকারণবিষয়ক জ্ঞানই নিহিত আছে। [যথা…বোচাম] যথা— "যদ্রূপ প্রজ্বলিত বহ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হয়, হইয়া সর্ব্বদিক্ গমন করে, সেইরূপ, পরমাত্মা হইতে প্রাণ সকল (ইন্দ্রিয় সকল) আবির্ভূত হয়, হইয়া স্ব স্ব স্থানে (আপন আপন গোলকে) গিয়া স্থিতি করে। এইরূপ প্রাণসৃষ্টির পর তদনুগ্রাহক দেবতার (সূর্য্যাদির) সৃষ্টি হয়, এবং সেই সেই সৃষ্ট দেবতা হইতে লোক অর্থাৎ ভোগ্য সকল জন্মে।" "সেই এই আত্মা হইতেই এই আকাশ আবির্ভূত হইয়াছে।" "যে কিছু জ্ঞেয় বা যে কিছু জ্ঞানগম্য, সমুদায়ই আত্মা হইতে হইয়াছে।" "এই প্রাণ আত্মা হইতেই জন্মে।" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বেদান্তবাক্য আছে, এ সকলের কোনও বাক্য অচেতন কারণবোধক নহে, সমুদায়ই আত্মকারণতা-বোধক। আত্মশব্দ যে চেতনবাচী, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। [মহচ্চ …রূপাদিষু] যেমন রূপাদি বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সমান গতি, তৎকারণে যেমন রূপাদি জ্ঞানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্য অটল, তেমনি, চেতন কারণবিষয়েও বেদান্তবাক্য সমূহের সমান গতি (বোধিকা শক্তি সমান) এবং সেই সমান গতিত্বহেতু তত্তাবতের প্রামাণ্যও অকাট্য। (২) [অতো…

---

(২) এক জনের চোখ যাহা দেখে, আর আর জনের চোখও যদি ঠিক তাহাই দেখে, তাহা হইলে যেমন তাহা মিথ্যা বলিতে পার না, যথার্থ বলিতে বাধ্য হও, তেমনি, এক বেদান্তবাক্য যাহা বলে, অন্য বাক্যও যদি ঠিক্ তাহাই বলে, তবে তাহাও উক্ত দৃষ্টান্তে সত্য

গতিত্বং—চক্ষুরাদীনামিব রূপাদিষু। অতো গতিসামান্যাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্ ॥১।১।১০॥

কুতশ্চ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্ ?

শ্রুতত্বাচ্চ ॥১।১।১১॥ *

স্বশব্দেনৈব সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ কারণমিতি শ্রূয়তে—শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি। সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং প্রকৃত্য "স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং, নাচেতনং প্রধানমন্যদ্বেতি সিদ্ধম্ ॥১।১।১১॥

দিষু"। যথা হি সর্ব্বেষাং চক্ষুঃ রূপমেব গ্রাহয়তি, ন পুনারসাদিকং কস্যচিদ্দর্শয়তি কস্যচিদ্রূপম্। এবং রসনাদিষ্বাপ গতিসামান্যং দর্শনীয়ম্॥ ১। ১। ১০॥

তদৈক্ষতেত্যত্র ঈক্ষণমাত্রং জগৎকারণস্য শ্রুতং, ন তু সর্ব্ববিষয়ম্। জগৎ-কারণসম্বন্ধিতয়া তু তদর্থাৎ সর্ব্ববিষয়মবগতং, শ্বেতাশ্বতরাণাস্তূপনিষদি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগৎকারণমিতি সাক্ষাদুক্তমিতি বিশেষঃ॥ ১। ১। ১১॥

কারণম্] প্রদর্শিত হেতুতে ইহাই স্থির হইল যে, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, অন্য কেহ নহে ॥১।১।১০॥

ব্রহ্মের জগৎকারণতাপক্ষে আর কি হেতু আছে ?

[স্ব···ইতি] "ঈশ্বর জগৎকারণ" এ কথা শ্রুতি স্ব-শব্দের দ্বারাও অর্থাৎ চেতনবাচক শব্দের দ্বারাও বলিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ" এই-রূপ উপদেশের পর কথিত হইয়াছে "সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ এবং জীবগণের অধিপতি। তাঁহার জনক নাই এবং অধিপতিও নাই।" [তস্মাৎ··· সিদ্ধম্] এ হেতুতেও ব্রহ্মের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয়, প্রধানের অথবা অন্য কোন অচেতনের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় না ॥১।১।১১॥

হইবে, মিথ্যা বলিতে পারিবে না, বাধ্য হইয়া সত্য বলিতে হইবে। অর্থাৎ চেতনকারণ-বাদকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, মিথ্যা বলিতে পারিবে না।

* সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরং প্রকৃত্য, স সর্ব্বজ্ঞঃ কারণমিতি শ্রুত্যা অভিহিতত্বাৎ নাচেতনং প্রধানং জগৎকারণমিতি সূত্রার্থঃ।—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ, এইরূপ অভিহিত বা উক্ত হওয়ায় চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ, অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যারভ্য "শ্রুতত্বাচ্চ" ইত্যেবমন্তৈঃ সূত্রৈর্যান্যুদাহৃতানি বেদান্তবাক্যানি, তেষাং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তি-রীশ্বরো জগতো জন্মস্থিতিলয়কারণমিত্যেতস্যার্থস্য প্রতি-পাদকত্বং ন্যায়পূর্ব্বকং প্রতিপাদিতং। গতিসামান্যোপন্যাসেন চ সর্ব্বে বেদান্তাশ্চেতনকারণবাদিন ইতি ব্যাখ্যাতম্। অতঃ পরস্য গ্রন্থস্য কিমুত্থানমিতি।

উচ্যতে—দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে নামরূপবিকার-ভেদোপাধিবিশিষ্টং, তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতম্। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" "যত্র নান্যৎ

উত্তরসূত্রসন্দর্ভমাক্ষিপতি।—"জন্মাদ্যস্য যত ইত্যারভ্য"। ব্রহ্ম জিজ্ঞা-সিতব্যমিতি প্রতিজ্ঞাতং, তচ্চ শাস্ত্রৈকসমধিগম্যং, শাস্ত্রঞ্চ সর্ব্বশক্তৌ জগদুৎপত্তি-স্থিতিপ্রলয়কারণে ব্রহ্মণ্যেব প্রমাণং ন প্রধানাদাবিতি ন্যায়তো ব্যুৎপাদিতম্। ন চাস্তি কশ্চিদ্বেদান্তভাগো যস্তদ্বিপরীতমপি বোধয়েদিতি চ গতিসামান্যাদিত্যুক্তম্। তৎকিমপরমবশিষ্যতে, যদর্থমুত্তরসূত্রসন্দর্ভস্যাবতারঃ স্যাদিতি। "কিমুত্থানমিতি" কিমাক্ষেপে।

সমাধত্তে—"উচ্যতে দ্বিরূপং হি" ইতি। যদ্যপি তত্ত্বতো নিরস্তসমস্তোপাধি-রূপং ব্রহ্ম, তথাপি ন তেন রূপেণ শক্যমুপদেষ্টুমিত্যুপহিতেন রূপেণোপদেষ্টব্য-মিতি। তত্র চ কচিদুপাধির্বিবক্ষিতঃ। তদুপাসনানি "কানিচিদভ্যুদয়ার্থানি"

[জন্মা···উচ্যতে] প্রথম সূত্র হইতে "শ্রুতত্বাৎ" সূত্র পর্য্যন্ত যে সকল বেদান্তবাক্য উদাহৃত হইয়াছে, সে সকলের প্রতিপাদ্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর এবং তিনিই এই জড় জগতের মুখ্য কারণ, ইহা যুক্তিপূর্ব্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে। অপিচ, সৃষ্টিবোধক যত বেদান্তবাক্য আছে, সে সমুদায়ই যে চেতনকারণবাদী, তাহা "গতিসামান্যাৎ" সূত্রের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। অতএব, এক্ষণে আর এমন কি বক্তব্য আছে, যাহার জন্য অপর গ্রন্থের অর্থাৎ অন্যান্য সূত্র বলিবার প্রয়োজন আছে?

বলিতেছি। [দ্বি···বর্জ্জিতম্] শ্রুতিতে দ্বিবিধ ব্রহ্ম অভিহিত হইতে দেখা যায়। এক সগুণ, অপর নির্গুণ। যাহা নামরূপাত্মক বিকারবিশেষে উপহিত, তাহা সগুণ, আর যাহা তাহার বিপরীত অর্থাৎ উপাধি বা উপাধিসম্বন্ধরহিত, তাহা নির্গুণ। যথা—[যত্র···বাক্যানি] "যখন দ্বৈততুল্য (কল্পিত ভেদ বা উপাধি-যুক্ততা) হয়, বা ঘটে, তখনই অন্য অন্যকে দেখে। কিন্তু যখন এ সমুদয় আত্ম-

পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতং, অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং।" "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে।" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্, অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্।" "নেতি নেতি" "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্", "ন্যূনমন্যৎ স্থানং, সম্পূর্ণ-

---

মনোমাত্রসাধনতয়াঽত্র পঠিতানি। "কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি, কানিচিৎ কর্ম্মসমৃদ্ধ্যর্থানি"। ক্বচিৎ পুনরুক্তোঽপ্যুপাধিরবিবক্ষিতঃ, যথাঽত্রৈবান্নময়াদয় আনন্দময়ান্তাঃ পঞ্চ কোশাঃ। তদত্র কস্মিন্নুপাধির্বিবক্ষিতঃ, কস্মিন্নেতি নাত্যাপি বিবে-

---

ভূতই হয়, আত্মা বলিয়াই অনুভূত হয়, তখন কে কাহাকে কি দিয়া দেখিবে?" "যৎস্বরূপে অন্য দর্শন নাই, অন্য শ্রবণ নাই, অন্য বিজ্ঞান নাই, অর্থাৎ কোন প্রকার ভেদব্যবহারের উপযোগ নাই, সেই স্বরূপই ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম। আর যাহাতে বা যৎস্বরূপে অন্য দর্শন হয়—ভেদদর্শন বা নানা জ্ঞান হয়, অর্থাৎ বহু অনাত্মপদার্থ দৃষ্ট শ্রুত ও বিজ্ঞাত হয়, তাহা ভূমা নহে; তাহা অল্প। যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত অর্থাৎ অনশ্বর বা নিত্য, আর যাহা অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, তাহাই মর্ত্ত্য—নশ্বর বা অনিত্য।" (১) "সেই ধীর (পরমাত্মা) নানাবিধরূপ সৃষ্টি করিয়া সে সকলের নামকরণ করত স্বসৃষ্ট বুদ্ধ্যাদিতে প্রবিষ্ট বা আবিষ্ট হইয়া জীবভাবে বিরাজ করিতেছেন।" (এটী সগুণ ব্রহ্ম-বোধক বাক্য)। "যিনি নিষ্কল—নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়—অপরিণামী, নিরবদ্য—নির্দ্দোষ, নিরঞ্জন—তমোবর্জ্জিত, মোক্ষের পরম সেতু এবং শান্ত ও দগ্ধকাষ্ঠ বহ্নির ন্যায় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত।" (২) (এটী নির্গুণব্রহ্মবোধক বাক্য)। "তিনি ইহা নহেন; তাহা নহেন; স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন। তিনি সর্ব্বনিষেধের সীমাস্বরূপ। (এটীও নির্গুণবোধক) "যাহা ন্যূন অর্থাৎ সগুণরূপ অল্পতা, তাহা নির্গুণ হইতে ভিন্ন।

---

(১) এই নিত্য ভূমাই নির্গুণ ব্রহ্ম আর অল্প বা উপাধ্যুপহিত ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম। ভূম-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-কালে জগদ্দর্শন হয় না; জগৎ তখন আত্মভাবে পর্য্যবসিত হয়। তখন কেবল এক অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন চিৎপ্রবাহমাত্র বিদ্যমান থাকে; সুতরাং তাহা ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম। কোন প্রকার ভেদ না থাকায় এই ভূমব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম নামে পরিচিত। উপাধি সকল অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য; সুতরাং তদুপাধান কালে তিনি (ব্রহ্ম) অল্প বলিয়া প্রতীত হন। এই অল্প বা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই উপাধির গুণে গুণবান্। সুতরাং সগুণ। ব্রহ্মের সোপাধিকত্বকালে বা গুণবত্ত্বকালে দ্বৈতদর্শন হয়। দ্বৈতদর্শনের মূলকারণ উপাধি। এই উপাধি অনিত্য ও সভয়।

(২) কাষ্ঠ দগ্ধ হইলেই অনল নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মও অবিদ্যাযোগে সগুণ থাকেন, আবার অবিদ্যামুক্ত হইলেই নির্গুণ হন। অনল স্বাশ্রিত কাষ্ঠ বিনাশ করিয়া অবশেষে আপনি বিনষ্ট হয়, অবিদ্যাও যোজুত সংসার নষ্ট করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

মন্যৎ” ইতি চৈবং সহস্রশো বিদ্যাবিদ্যাবিষয়ভেদেন ব্রহ্মণো-দ্বিরূপতাং দর্শয়ন্তি বাক্যানি।

তত্রাবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকাদিলক্ষণঃ সর্ব্বো ব্যবহারঃ। তত্র কানিচিৎ ব্রহ্মণ উপাসনান্যভ্যুদয়ার্থানি, কানিচিৎ ক্রমমুক্ত্যর্থানি, কানিচিৎ কর্ম্মসমৃদ্ধ্যর্থানি। তেষাং গুণবিশেষোপাধিভেদেন ভেদঃ। এক এব তু পরমাত্মেশ্বরস্তৈ-র্গুণবিশেষৈর্ব্বিশিষ্ট উপাস্যো যদ্যপি ভবতি, তথাপি যথাগুণো-পাসনমেব ফলানি ভিদ্যন্তে।

চিতম্। তথা গতিসামান্যমপি সিদ্ধবদুক্তং, ন ত্বদ্যাপি সাধিতমিতি। তদর্থমুত্তরগ্রন্থ-সন্দর্ভারম্ভ ইত্যর্থঃ।

স্যাদেতৎ। পরস্যাত্মনস্তত্তদুপাধিভেদবিশিষ্টস্যাপ্যভেদাৎ কথমুপাসনাভেদঃ, কথঞ্চ ফলভেদ ইত্যত আহ—“এক এব তু”। রূপাভেদেঽপ্যুপাধিভেদাদুপাসনা-ভেদস্তথা চ ফলভেদ ইত্যর্থঃ। “ক্রতুঃ” সংকল্পঃ। নন্বু যদ্যেক এব আত্মা কূটস্থ-নিত্যো, নিরতিশয়ঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, কথমেতস্মিন্ ভূতাশ্রয়ে তারতম্যশ্রুতয় ইত্যত আহ।—“যদ্যপ্যেক আত্মা” ইতি।

যাহা পূর্ণ, তাহা সগুণ হইতে অন্য।” এই সকল শ্রুতি এবং এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিও বিদ্যা ও অবিদ্যানামক বিষয়দ্বৈবিধ্য অনুসারে পরব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রদর্শন করিতেছে। (৩)

[তত্রাবিদ্যা…ভেদঃ] তন্মধ্যে অবিদ্যাবস্থাতেই উপাস্য উপাসকাদি-ব্যবহার নির্ব্বাহিত হয়। সেই সেই উপাসনাবোধক বাক্যের কতকগুলি কেবল অভ্যুদয় ফলের নিমিত্ত, (৪) কতকগুলি ক্রমমুক্তি লাভের উপায়, এবং কতকগুলি কর্ম্ম-ফলের সমৃদ্ধি উদ্দেশ্যে অভিহিত হইয়াছে। অপিচ, সে সকলের সেরূপ প্রভেদ কেবল গুণবিশেষরূপ উপাধির দ্বারা কল্পিত মাত্র। (৫)

[এক…ইতি চ] যদিও একই পরমাত্মা বা একই পরমেশ্বর গুণবিশেষবিশিষ্ট

---

(৩) যাহা বিদ্যার বিষয়, তাহা নির্গুণ ও জ্ঞেয়। তাহা কেবলমাত্র জানিতে হয়। আর যাহা অবিদ্যার বিষয়, তাহা সগুণ ও উপাস্য। সগুণ ব্রহ্মেরই পূজা ও উপাসনা (ধ্যানাদি) হইয়া থাকে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না।

(৪) অভ্যুদয়=জ্ঞান ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য। ক্রমমুক্তি=সূর্য্যলোকাদিতে জন্ম লাভ। সূর্য্যলোকে গেলে পুনর্ব্বার এ লোকে আসিতে হয় না; ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ লোকে জন্ম হয়, তৎপরে মুক্তি হয়। কর্ম্মসমৃদ্ধি=ক্রিয়ার বা যাগযজ্ঞাদি ফলের উৎকর্ষ।

(৫) ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য দেবতা, ভিন্ন ভিন্ন উপাসক, ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা, সমস্তই সত্ত্বাদি গুণের তারতম্য বা চিত্তশক্তির প্রভেদ অনুসারেই হইয়াছে। ভিন্নতা বা ভেদ নিত্যসিদ্ধ নহে। জ্ঞান হইলে উহা থাকে না; তৎ কারণে উহা কল্পিত; বাস্তব নহে।

"তং যথা যথোপাসতে, তদেব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ, "যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি" ইতি চ। স্মৃতেশ্চ—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" ইতি।

যদ্যপ্যেক এব আত্মা সর্ব্বভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু গূঢ়ঃ, তথাপি চিত্তোপাধিবিশেষ-তারতম্যাদাত্মনঃ কূটস্থনিত্যস্যৈক-রূপস্যাপি উত্তরোত্তরমাবিষ্কৃতস্য তারতম্যমৈশ্বর্য্যশক্তিবিশেষৈঃ

যদ্যপি নিরতিশয়মেকমেব রূপমাত্মন ঐশ্বর্য্যং জ্ঞানং চানন্দশ্চ, তথাপ্যনাদ্য-বিদ্যাতমঃসমাবৃতং তেষু তেষু প্রাণভৃদ্দেহেষু ক্বচিদসদিব ক্বচিৎ সদিব ক্বচিদত্যন্তাপ-কৃষ্টমিব ক্বচিৎ সৎ ক্বচিৎ প্রকর্ষবৎ ক্বচিদত্যন্তপ্রবর্ষবদিব ভাসতে, তৎ কস্য হেতোঃ ? অবিদ্যাতমসঃ প্রকর্ষনিকর্ষতারতম্যাদিতি। যথোত্তমপ্রকাশঃ সবিতা দিঙ্ম-ণ্ডলমেকরূপেণৈব প্রকাশেনাপূরয়ন্নপি বর্ষাসু নিকৃষ্টপ্রকাশ ইব, শরদি তু প্রকৃষ্ট-প্রকাশ ইব প্রথতে, তথেদমপীতি।—"অপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধম্" "উপাস্যত্বেন" "নিরস্তোপাধিসম্বন্ধং" "জ্ঞেয়ত্বেন" ইতি॥

হইয়া উপাস্য হইতেছেন ; তথাপি, গুণবিশেষ অনুসারেই উপাসনাফলের বৈশিষ্ট্য (ভিন্নতা) হইয়া থাকে। শ্রুতিও এ কথা বলিয়াছেন। যথা—"তাঁহাকে যে, যেরূপে উপাসনা করে, তিনি তাহার নিকট সেইরূপই প্রকটিত হন।" "ইহলোকে যে যেরূপ ক্রতুবিশিষ্ট হয়—সংকল্পসম্পন্ন হয়, সে শরীরত্যাগের পরও তদনুরূপ শরীরই প্রাপ্ত হয়।" স্মৃতিতেও আছে, যথা—[যং যং···ইতি] 'জীব অন্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুর সময়ে যে যে বিষয় ভাবনা করিতে করিতে শরীর ত্যাগ করে, হে অর্জ্জুন, সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিত হওয়ায় সে লোক মৃত্যুর পরেও সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।' (৬) [যদ্য···মিতি] যদিও একই আত্মা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জীবদেহে নিগূঢ় (অদৃশ্যরূপে স্থিত) আছেন, তথাপি, বিভিন্ন-প্রকার চিত্তরূপ উপাধির তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ থাকায় কূটস্থ চিদ্রূপ পরমাত্মার (প্রকটভাবের বা ঐশ্বর্য্যশক্তির) তারতম্য সম্ভব হয়, অর্থাৎ যাহার যেরূপ চিত্ত, তাহার নিকট তদনুরূপ চৈতন্যস্ফূর্ত্তি এবং তদনুরূপ

(৬) ভাবিত=ধ্যানজ্ঞানাদিজনিত সংস্কারবিশিষ্ট। যে যাহা সর্ব্বদা ভাবে, অথবা যে যেরূপ ধ্যান জ্ঞানে জীবনাতিপাত করে, তাহার চিত্তে সেইরূপ সংস্কার দৃঢ় হয়। মরণকালে তাহা উত্তেজিত হইয়া তাহার চিত্তকে তন্ময় করে। সেই তন্ময়তা অনুসারে তাহার তদনুরূপ জন্ম ঘটনা হয়।

শ্রূয়তে, "তস্য য আত্মানমাবিস্তরাং বেদ" ইত্যত্র। স্মৃতাবপি

"যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্" ইতি।

যত্র যত্র বিভূত্যাগ্যতিশয়ঃ, স স ঈশ্বর ইত্যুপাস্যতয়া চোদ্যতে। এবমিহাপি আদিত্যমণ্ডলে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বপাপ্মাদেরলিঙ্গাৎ পর এবেতি বক্ষ্যতি। এবম্ "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ইত্যাদিষু দ্রষ্টব্যম্।

এবং সদ্যোমুক্তিকারণমপ্যাত্মজ্ঞানম্ উপাধিবিশেষদ্বারেণোপদিশ্যমানমপি অপেক্ষিতোপাধিবিশেষং পরাপরবিষয়ত্বেন সন্দিহ্যমানং বাক্যপর্য্যালোচনয়া নির্ণেতব্যং ভবতি, যথেহৈব তাবৎ

ঐশ্বর্য্যশক্তি বিকশিত হইয়া থাকে। এ নির্ণয় শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি, সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। শ্রুতি যথা—"যে আপনাকে প্রকটতর অর্থাৎ অত্যন্ত প্রকাশ রূপ বলিয়া জানে, সে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়।" গীতা স্মৃতি যথা—"হে অর্জ্জুন, যে যে জীব ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীমান্ বা তেজস্বী, সেই সেই জীবকে তুমি আমার তেজের অংশসম্ভূত বলিয়া জান।" [যত্র…বক্ষ্যতি] যাহাতে যাহাতে ঈশ্বরশক্তির অধিকতর আবেশ বা ঐশ্বর্য্যের আধিক্য আছে, শাস্ত্রে তাহা তাহাই ঈশ্বরজ্ঞানে উপাস্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। (৭) পরবর্ত্তী সূত্রেও সর্ব্বপাপবিমুক্তিরূপ হেতুর দ্বারা আদিত্যমণ্ডলান্তর্গত হিরণ্ময় পুরুষকে পরমেশ্বর বলিয়া অবধারণ করিবেন। (৮) [এবমা…ষ্টব্যম্] অপিচ, "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ইত্যাদি সূত্রেও ঐরূপ ঐরূপ তথ্য উপদেশ বা নির্ণয় করিবেন।

[এবং সদ্যো…দিতি] ঐরূপ অবধারণের বা বিচারসূত্রের আরও প্রয়োজন এই যে, শাস্ত্রে ব্রহ্মবস্তু-প্রতিপাদক বহুতর বাক্য আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি বাক্য সোপাধিক ব্রহ্মবোধক, আবার, কতকগুলি বাক্য নিরুপাধিক ব্রহ্মবোধক। কিন্তু আত্মজ্ঞান সদ্যোমুক্তির কারণীভূত হইলেও, এবং উপাধির সহিত আত্মবস্তুর বা ব্রহ্মবস্তুর বাস্তব সম্বন্ধ থাকা ঐ সকল বাক্যের অভিপ্রেত না হইলেও, বিশেষভাব অবলম্বন করিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় সেই সেই উপদেশবাক্য শুনিলে আপাততঃ সন্দেহ হইতে পারে যে, সেই সকল উপদেশ বাক্যের প্রতিপাদ্য কি পর

---

(৭) যেমন সূর্য্যোপাসনা। আর্য্য উপাসকগণ জড় সূর্য্যের উপাসনা করেন না। সূর্য্যে যে অসাধারণ চিৎশক্তি আছে, সেই শক্তি ঈশ্বরাগত শক্তি, কেবল জড়শক্তি নহে, এই বিবেচনায় সূর্য্যপ্রতীকে ঈশ্বরবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক অনির্দ্দেশ্যবপু ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া থাকেন।

(৮) যিনি সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা বা সূর্য্যশরীরের আত্মা; তিনি নিষ্পাপ। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নিষ্পাপ নহে, সুতরাং সূর্য্যান্তর্গত পুরুষ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইতি। এবমেকমপি ব্রহ্ম অপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধঞ্চ উপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষু উপদিশ্যত ইতি প্রদর্শয়িতুং পরো গ্রন্থ আরভ্যতে। যচ্চ "গতিসামান্যাৎ" ইত্যচেতনকারণান্তরনিরাকরণমুক্তম্, তদপি বাক্যান্তরাণি ব্রহ্মবিষয়াণি ব্যাচক্ষাণেন ব্রহ্মবিপরীতকারণনিষেধেন প্রপঞ্চ্যতে—

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥১।১।১২॥*

তৈত্তিরীয়কেঽন্নময়ং প্রাণময়ং মনোময়ং বিজ্ঞানময়ং

তত্র তাবৎ প্রথমমেকদেশিমতেনাধিকরণমারচয়তি।—"তৈত্তিরীয়কেঽন্নময়ম্।" ইত্যাদি।

ব্রহ্ম? না অপর ব্রহ্ম? সেই সন্দেহভঞ্জনার্থ সেই সেই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়। (তাৎপর্য্যনিশ্চায়ক ষড়্‌বিধ হেতু বা চিহ্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক বাক্যতাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিলে বাক্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা যথার্থ অর্থ জানা যায়; সুতরাং তখন আর সংশয়াদি থাকে না। (অতএব, অতঃপরও সূত্ররচনার প্রয়োজনই আছে)। অদূরে বক্ষ্যমাণ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। সেই স্থানে যদ্রূপ বিচার ও তাহার ফলনিষ্পত্তি হইবে, পরবর্ত্তী অন্যান্য সূত্রেও সেইরূপই করিতে হইবে। [এবমেক···ভ্যতে] অপিচ, বেদান্তশাস্ত্রে একই ব্রহ্ম যে, সোপাধিকরূপে উপাস্য এবং নিরুপাধিকরূপে জ্ঞেয়, এই দ্বিবিধপ্রকারে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্যও বক্ষ্যমাণ সূত্রসমূহের প্রয়োজন আছে, এবং সেই প্রয়োজন সাধনের জন্যই পরবর্ত্তী গ্রন্থ (সূত্রসমূহ) আরব্ধ হইতেছে। [যচ্চ···প্রপঞ্চ্যতে] পূর্ব্বে যে "গতিসামান্যাৎ" সূত্রের দ্বারা অচেতন কারণবাদ (পরমাণু ও প্রকৃতির) কারণত্ব নিরস্ত হইয়াছে, (তাহারও) ব্রহ্মবোধক অন্যান্য বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে, ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থের জগৎকারণতাপ্রতিষেধ দ্বারা সমধিক বিস্তৃতি সম্পাদন করা হইবে।

[তৈত্তিরীয়কে······ময় ইতি] তৈত্তিরীয় শ্রুতি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এতন্নামক কোষচতুষ্টয়ের উত্তরোত্তর অভ্যন্তরক্রমে

---

* তৈত্তিরীয়-শ্রুত্যুক্ত আনন্দময়ঃ পরমাত্মা এব, নান্যঃ। কুতঃ? অভ্যাসাৎ—পুনঃপুনঃ পাঠাৎ। যস্য পরমাত্মন্যেবানন্দশব্দোঽভ্যস্যতে শ্রুতিষু; ততস্তৈত্তিরীয়শ্রুত্যুক্ত আনন্দময়ঃ পরমাত্মৈব, নান্য ইতি সূত্রার্থসংক্ষেপঃ।—যেহেতু পরমাত্মবিষয়ে আনন্দশব্দের বহু স্থলে পাঠ দেখা যায়, সেইহেতু তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আনন্দময় শব্দে পরমাত্মাই উক্ত হইয়াছেন, অন্য নহে।

চানুক্রম্যাম্নায়তে "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" ইতি। তত্র সংশয়ঃ।—কিমিহানন্দময়শব্দেন পরমেব ব্রহ্মোচ্যতে, যৎ প্রকৃতং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি, কিংবা অন্নময়াদিবৎ ব্রহ্মণোঽর্থান্তরমিতি। কিং তাবৎ

"গৌণপ্রবাহপাতেঽপি যুজ্যতে মুখ্যমীক্ষণম্।
মুখ্যত্বে তুভয়োস্তুল্যে প্রায়দৃষ্টির্বিশেষিকা॥"

'আনন্দময়:' ইতি হি বিকারে প্রাচুর্য্যে চ ময়টস্তুল্যং মুখ্যার্থত্বমিতি বিকারার্থান্নময়াদিপদপ্রায়-পাঠাদানন্দময়পদমপি বিকারার্থমেবেতি যুক্তম্। ন চ প্রাণময়াদিষু বিকারার্থত্বাযোগাৎ স্বার্থিকো ময়ড়িতি যুক্তম্। প্রাণাদ্যুপাধ্যবচ্ছিন্নো হ্যাত্মা ভবতি প্রাণাদিবিকারঃ ঘটাকাশমিব ঘটবিকারঃ। ন চ সত্যর্থে স্বার্থিকত্বমুচিতম্।

"চতুষ্কোশান্তরত্বে তু ন সর্ব্বান্তরতোচ্যতে।
প্রিয়াদিভাগী শারীরো জীবো ন ব্রহ্ম যুজ্যতে॥"

ন চ সর্ব্বান্তরতয়া ব্রহ্মৈবানন্দময়ং, ন জীব ইতি সাম্প্রতম্। ন হীয়ং শ্রুতিরানন্দময়স্য সর্ব্বান্তরতাং ব্রূতে, অপি ত্বন্নময়াদিকোশচতুষ্টয়ান্তরতামানন্দময়কোশস্য। ন চাস্মাদন্যস্যান্তরস্যাশ্রবণাদয়মেব সর্ব্বান্তর ইতি যুক্তম্। যদপেক্ষং যস্যান্তরত্বং শ্রুতং, তত্তস্মাদেবান্তরং ভবতি। ন হি দেবদত্তো বলবানিত্যুক্তে, সর্ব্বান্ সিংহশার্দ্দূলাদীনপি প্রতি বলবান্ প্রতীয়তে; অপি তু সমানজাতীয়-নরান্তরমপেক্ষ্য। এব-

(১) উপদেশ করিয়া, অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন, "এই বিজ্ঞানময় হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন সূক্ষ্ম আত্মা আছে···যাহা আনন্দময়। [তত্র···মিতি] তৈত্তিরীয় শ্রুতিস্থ এই আনন্দময় বাক্যে এইরূপ সংশয় হইতেছে যে, এই শ্রুতিস্থ আনন্দময়-শব্দে কি পরব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন? অথবা অন্নময়াদি কোষ যেমন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, সেইরূপ আনন্দময়ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। (২) [কিং···স্যাৎ] উক্তবিধ সংশয়ের পর আপাততঃ কি কি বুঝা যায়? কি পাওয়া যায়? প্রথমে ইহাই বুঝা যায় বা পাওয়া যায় যে, উক্ত আনন্দময় পদার্থ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অমুখ্য আত্মা—জীব। [কস্মাৎ] কেন? [অন্ন···তত্বাৎ] উত্তর এই যে, ঐ আনন্দময় অন্নময়প্রভৃতি অমুখ্য আত্মার প্রবাহে (শ্রেণীতে) পরিপঠিত হইয়াছে। যেহেতু উহা অন্নময়াদি অমুখ্য (গৌণ) আত্মার সঙ্গে পরিপঠিত, সেই হেতু উহাও (আনন্দময়ও) অন্নময়াদির ন্যায় অমুখ্য আত্মা, মুখ্য নহে। (মুখ্য—ব্রহ্ম। অমুখ্য—জীব)।

(১) অন্নময়ের অভ্যন্তরে প্রাণময়, প্রাণময়ের অভ্যন্তরে মনোময় এবং মনোময়ের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়,—এইরূপ ক্রমে।

(২) অর্থাৎ আনন্দময় শব্দে জীব বুঝিতে হইবে? না ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে?

প্রাপ্তম্? ব্রহ্মণোঽর্থান্তরমমুখ্য আত্মানন্দময়ঃ স্যাদিতি। কস্মাৎ? অন্নময়াদ্যমুখ্যাত্মপ্রবাহপতিতত্বাৎ।

অথাপি স্যৎ, সর্ব্বান্তরত্বাদানন্দময়ো মুখ্য এবাত্মেতি; ন স্যাৎ, প্রিয়াদ্যবয়বযোগাচ্ছারীরত্বশ্রবণাচ্চ। মুখ্যশ্চেদাত্মা স্যাৎ, ন প্রিয়াদি-সংস্পর্শঃ স্যাৎ। ইহ তু "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদি শ্রূয়তে। শারীরত্বঞ্চ শ্রূয়তে "তস্যৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্ব্বস্য" ইতি। তস্য পূর্ব্বস্য বিজ্ঞানময়স্যৈষ এব শারীর আত্মা, য এষ আনন্দময় ইত্যর্থঃ। ন চ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়সংস্পর্শো বারয়িতুং শক্যঃ। তস্মাৎ সংসার্য্যেবা-

---

মানন্দময়োঽপি অন্নময়াদিভ্যোঽন্তরঃ, ন তু সর্ব্বস্মাৎ। ন চ নিষ্কলস্য ব্রহ্মণঃ প্রিয়াদ্যবয়বযোগঃ, নাপি শারীরত্বং যুজ্যতে; ইতি সংসার্য্যেবানন্দময়ঃ। তস্মাদুপহিতমেবাত্রোপাস্যত্বেন বিবক্ষিতং, ন তু ব্রহ্মরূপং জ্ঞেয়ত্বেনেতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

অপি চ, যদি প্রাচুর্য্যার্থোঽপি ময়ট্, তথাপি সংসার্য্যেবানন্দময়ঃ, ন তু ব্রহ্ম। আনন্দপ্রাচুর্য্যং হি তদ্বিপরীতদুঃখলবসম্ভবে ভবতি, ন তু তদত্যন্তাসম্ভবে। ন চ পরমাত্মনো মনাগপি দুঃখলবসম্ভবঃ, আনন্দৈকরসত্বাদিত্যাহ।—"ন চ সশরীরস্য সতঃ" ইতি। অশরীরস্য পুনরপ্রিয়সম্বন্ধো মনাগপি নাস্তীতি প্রাচুর্য্যার্থোঽপি ময়ট্ নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ। উচ্যতে।—আনন্দময়াবয়বস্য তাবৎ ব্রহ্মণঃ পুচ্ছস্যাঙ্গতয়া

[অথাপি···শ্রবণাচ্চ] আনন্দময় যখন সর্ব্বান্তর, তখন উহা অবশ্য মুখ্য আত্মা, এরূপ আশঙ্কাও করিতে পার না। তাহার হেতু এই যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিস্থ আনন্দময়-বাক্যের শেষভাগে আনন্দময়ের অবয়ব-কল্পনা রহিয়াছে, এবং প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধও কথিত হইয়াছে। [মুখ্য···ইত্যর্থঃ] আনন্দময় যদি মুখ্য আত্মা ব্রহ্মই হন, তাহা হইলে তাঁহাতে প্রিয়াপ্রিয়সংযোগ (পুণ্য পাপ বা সুখ দুঃখ সম্বন্ধ), অবয়বকল্পনা ও শরীর সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব হয়। শ্রুতি ঐ কথার পরেই বলিয়াছেন, "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক", এবং "এই আনন্দময়ই পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময় আত্মার আত্মা।" (৩) [ন চ···আত্মা] যাহার শরীর বা শরীরাভিমান থাকে, তাহার প্রিয়াপ্রিয় নিবারিত (নিষেধ) হয় না, হইতেও পারে না। অতএব, শরীর ও প্রিয়াপ্রিয়াদিসম্বন্ধ থাকায় তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত ঐ আনন্দময়কে সংসারী আত্মা

---

(৩) অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোষটী আনন্দময় আত্মার শরীর।

নন্দময় আত্মেতি। এবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"।

পর এবাত্মা আনন্দময়ো ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? অভ্যাসাৎ। পরস্মিন্নেব হ্যাত্মন্যানন্দশব্দো বহুকৃত্বোঽভ্যস্যতে। আনন্দময়ং প্রস্তুত্য "রসো বৈ সঃ" ইতি তস্যৈব রসত্বমুক্ত্বা উচ্যতে—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি", "কো হ্যেবান্যাৎ, কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ," "এষ হ্যেবানন্দয়াতি", "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি", "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি", "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন",

ন প্রাধান্যম্, অপি ত্বঙ্গিন আনন্দময়স্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রাধান্যম্। তথা চ তদধিকারে পঠিতমভ্যস্যমানমানন্দপদং তদ্বুদ্ধিমাধত্ত ইতি তস্যৈবানন্দময়স্যাভ্যাস ইতি যুক্তম্। জ্যোতিষ্টোমাধিকারে 'বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা' ইতি জ্যোতিষ্পদমিব জ্যোতিষ্টোমাভ্যাসঃ কালবিশেষবিধিপরঃ।

অপি চ, সাক্ষাৎ আনন্দময়াত্মাভ্যাসঃ শ্রূয়তে "এতম্ আনন্দময়-

(জীব) ভিন্ন অসংসারী পরমাত্মা (ব্রহ্ম) বলিতে পারা যায় না [এবং…ভাসাৎ] এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হওয়ার পর, অথবা প্রথমকল্পে ঐরূপ অর্থ প্রতীত হওয়ার পর, উহার সিদ্ধান্তের জন্য অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণপূর্ব্বক উহার নিশ্চিতার্থ নির্দ্ধারণের জন্য এই "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্র অবতারিত হইয়াছে।

[পর…অভ্যাসাৎ] ঐ 'আনন্দময়' অর্থ পরমাত্মাই হইবার যোগ্য। তাহার হেতু—অভ্যাস (বার বার বলা)। [পরস্মিন্…স্যতে] শ্রুতি পরমাত্মাতেই আনন্দ-শব্দের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন, অন্যত্র নহে। [আনন্দ… ইতি চ] শ্রুতি "আনন্দময়ে"র উপদেশ করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহার রসত্ব নির্দ্দেশ করত (১) অবশেষে বলিয়াছেন, "এই জীবসকল সেই রস বা সেই আনন্দ লাভ করিয়াই আনন্দিত হয়। যদি সেই পূর্ণানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেই বা প্রাণ-কার্য্য করিত, আর কেই বা জীবিত থাকিত? সেই আনন্দই জীবকে আনন্দিত রাখে, ইহা হইতেছে সেই আনন্দের মীমাংসা। পুরুষ সেই আনন্দই প্রাপ্ত হয়। 'সে আনন্দ—সে ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকৃত হইলে কিছু হইতেই ভয় থাকে না।' 'ভৃগু জানিয়াছিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম।' ইত্যাদি। (২)

(১) অর্থাৎ "সেই আনন্দময়ই রস" এইরূপ বলিয়া।

(২) আনন্দময় ব্রহ্ম কি জীব, অর্থাৎ সগুণ কি নির্গুণ, এ বিচারের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। সগুণ হইলে উপাস্য, আর নির্গুণ হইলে জ্ঞেয়। সুতরাং প্রয়োজন আছে।

"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ইতি চ। শ্রুত্যন্তরে চ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্মণ্যেবানন্দশব্দো দৃষ্টঃ। এবমানন্দশব্দস্য বহুকৃত্বো ব্রহ্মণ্যেবাভ্যাসাদানন্দময় আত্মা ব্রহ্মেতি গম্যতে।

যত্তূক্তং—অন্নময়াদ্যমুখ্যাত্মপ্রবাহপতিতত্বাদানন্দময়স্যাপ্যমুখ্যাত্মত্বমিতি; নাসৌ দোষঃ; আনন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বাৎ। মুখ্যমেব হ্যাত্মানমুপদিদিক্ষু শাস্ত্রং লোকবুদ্ধিমনুসরদ্ অন্নময়ং শরীরমনাত্মানম্ অত্যন্তমূঢ়ানামাত্মত্বেন প্রসিদ্ধমনূদ্য, মূষানিষিক্ত-

মাত্মানমুপসংক্রামতি" ইতি পূর্ব্বপক্ষবীজমনুভাষ্য দূষয়তি।—"যত্তূক্তমন্নময়াদি" ইতি।

ন হি মুখ্যারুন্ধতীদর্শনং তত্তদমুখ্যারুন্ধতীদর্শনপ্রায়-পঠিতমপ্যমুখ্যারুন্ধতীদর্শনং ভবতি। তাদর্থ্যাৎ পূর্ব্বদর্শনানামন্ত্যদর্শনানুগুণ্যং, ন তু তদ্বিরোধিতেতি চেৎ; ইহাপ্যানন্দময়াদান্তরস্যান্যস্যাশ্রবণাৎ; তস্য ত্বন্নময়াদিসর্ব্বান্তরত্বশ্রুতেস্তৎ-

[শ্রুত্যন্তরে···দৃষ্টঃ] অন্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মে আনন্দ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা—"ব্রহ্ম বিজ্ঞানও আনন্দস্বরূপ।" [এবমা···গম্যতে] এবম্প্রকারে, ব্রহ্মবিষয়েই বারংবার আনন্দশব্দ উচ্চারিত হওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে বা জানা যাইতেছে যে, তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আনন্দময় শব্দ ব্রহ্ম-অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। (১)

[যত্তূক্তং···সর্ব্বান্তরত্বাৎ] অন্নময় প্রভৃতি গৌণাত্মপ্রবাহে (এক সঙ্গে) পঠিত হইয়াছে বলিয়া আনন্দময়ও গৌণ আত্মা, ইহা সঙ্গত কথা নহে। ঐরূপ প্রবাহপাঠ (এক সঙ্গে বলা) এ স্থলে অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত খুবই সঙ্গত। কারণ এই যে, আনন্দময় মুখ্য আত্মাই সর্ব্বান্তর,—অন্য সকল আপেক্ষিক। [মুখ্য···শ্লিষ্টতরম্] শ্রুতি মুখ্য আত্মা বুঝাইবার জন্যই লোকবুদ্ধির অনুসরণ করত (২) অজ্ঞ লোকের নিকট, যে অন্নময়াদি কোষ আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই লোকপ্রসিদ্ধ আত্মচতুষ্টয়ের (৩) অনুবাদপূর্ব্বক, মূষানিক্ষিপ্ত

সিদ্ধান্তের দ্বারা জানা যাইবে, ঐ আনন্দময় জ্ঞেয় ব্রহ্ম, উপাস্য ব্রহ্ম নহে। উহাকে জানিতে হইবে, উপাসনা করিতে হইবে না। উপাসনার সহিত জ্ঞানের যে প্রভেদ—তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

(১) এই সকল শ্রুতিতে যতগুলি আনন্দ শব্দ আছে, সমস্তই ব্রহ্মবোধক। ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় আনন্দ শব্দের প্রচুর প্রয়োগ থাকায় আনন্দময় শব্দটিও ব্রহ্মবোধক।

(২) লোকবুদ্ধি=লৌকিক বোধ বা লৌকিক দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ অল্পজ্ঞ লোককে যে প্রকারে বুঝাইবার প্রণালী আছে—সেই প্রণালী।

(৩) কাহার নিকট অন্নময় দেহই আত্মা। অন্যের নিকট প্রাণময় কোষই আত্মা। অপর এক সম্প্রদায়ের জ্ঞানে মনই আত্মা এবং অন্যের মতে বিজ্ঞানই আত্মা। এ সকল উল্লেখ করিয়া।

দ্রুততাম্রাদিপ্রতিমাবৎ ততোঽন্তরং ততোঽন্তরমিত্যেবং পূর্ব্বেণ পূর্ব্বেণ সমানমুত্তরমুত্তরমনাত্মানমাত্মেতি গ্রাহয়ৎ প্রতিপত্তি-সৌকর্য্যাপেক্ষয়া সর্ব্বান্তরং মুখ্যমানন্দময়মাত্মানমুপদিদেশেতি শ্লিষ্টতরম্। যথা অরুন্ধতীনিদর্শনে বহ্বীষ্বপি তারাস্বমুখ্যাসু অরুন্ধতীষু দর্শিতাসু যা অন্ত্যা প্রদর্শ্যতে, সা মুখ্যৈবারুন্ধতী ভবতি, এবমিহাপি আনন্দময়স্য সর্ব্বান্তরত্বান্মুখ্যমাত্মত্বম্।

যত্তু ক্রষে,—প্রিয়াদীনাং শিরস্ত্বাদিকল্পনানুপপন্না মুখ্য-স্যাত্মন ইতি। অতীতানন্তরোপাধিজনিতা সা, ন স্বাভাবিকীত্য-

পর্য্যবসানং তাদর্থ্যং তুল্যম্। প্রিয়াদ্যবয়বযোগ-শারীরত্বে চ নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ সমাহিতে। প্রিয়াদ্যবয়বযোগাচ্চ দুঃখলবযোগোঽপি পরমাত্মন ঔপাধিক উপপাদিতঃ। তথানন্দময় ইতি প্রাচুর্য্যার্থতা ময়ট উপপাদিতেতি॥ ১২—১৪॥

(১) দ্রুত তাম্রাদি-প্রতিমার দৃষ্টান্তে, সে সকল আত্মার আপেক্ষিক অন্তরত্ব বুঝাইয়া দিয়া সর্ব্বশেষ মুখ্য আনন্দময় আত্মার উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপ ক্রমই (২) মূঢ়বুদ্ধি লোককে সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইবার সহজ উপায়। [যথা··· আত্মত্বম্] যেমন অরুন্ধতী-প্রদর্শনে অর্থাৎ অরুন্ধতীর প্রদর্শনকালে, যাহা অরুন্ধতী নহে, এরূপ বহু তারাকে অরুন্ধতী বলিয়া দেখাইয়া সর্ব্বশেষে যাহাকে অরুন্ধতী বলিয়া দেখান হয়, তাহাই মুখ্য বা যথার্থ অরুন্ধতী, তদ্রূপ, এখানেও অন্নময়াদি অনাত্মচতুষ্টয়কে অন্তরাত্মা বলিয়া, শেষে যাহাকে সর্ব্বান্তর বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাকেই যথার্থ বা মুখ্য আত্মা বলিয়া আর পূর্ব্বোক্ত আত্মা সকলকে অনাত্মা বা অমুখ্য আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত। (৩)

[যত্তু···এবাত্মা] আরও যে, এক কথা বলিয়াছিলে, আনন্দময়কে মুখ্য আত্মা বলিতে গেলে প্রিয়াদি অবয়ব ও শারীরত্ব কল্পনা স্থান প্রাপ্ত হয় না, সে কথার প্রত্যুত্তর এই যে, আনন্দময় বস্তুকল্পে অশরীর; সুতরাং তাঁহার মস্তকাদি

(১) মূষা—ছাঁচ। দ্রুত—গলিত। তামা গলাইয়া ছাঁচে ঢালিলে তাহা দেখিতে ছাঁচের মতই হয়। উক্ত দৃষ্টান্তে দেহব্যাপী প্রাণ দেহের মত এবং প্রাণব্যাপী মন প্রাণের মত, ইহা আপাত জ্ঞানে প্রতীত হয়, কিন্তু বিচারিত জ্ঞানে তাহা অন্যথা হইয়া যায়।

(২) অর্থাৎ দেহ অপেক্ষা প্রাণের অন্তরতা, প্রাণ অপেক্ষা মনের অন্তরতা, এবং মন অপেক্ষাও বিজ্ঞানের অন্তরতা (অভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব), এতদ্রূপ ক্রম।

(৩) সপ্তর্ষি মণ্ডলের (সাতভেয়ে তারার) অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম অরুন্ধতী নক্ষত্র আছে। বিবাহকালে তাহা নববধূকে দেখাইতে হয়। চক্ষু তাহাতে সহজে সন্নিকৃষ্ট হয় না বলিয়া প্রথমে তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থূল তারা দেখান হয়, পরে তদপেক্ষা সূক্ষ্মতারা, সর্ব্বশেষ প্রকৃত অরুন্ধতীতে গিয়া দৃষ্টি পড়ে। এরূপ ক্রম অবলম্বন ব্যতীত একবারেই অরুন্ধতী দেখিবার ও দেখাইবার উপায় নাই। এখানেও সেইরূপ স্থূলক্রম অবলম্বন ব্যতীত একবারে মুখ্য আত্মা জানিবার উপায় নাই।

দোষঃ, শারীরত্বমপ্যানন্দময়স্যান্নময়াদিশরীরপরম্পরয়া প্রদর্শ্যমানত্বাৎ, ন পুনঃ সাক্ষাদেব শারীরত্বং সংসারিবৎ। তস্মাদানন্দময়ঃ পর এবাত্মা ॥ ১ । ১ । ১২ ॥

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ॥১।১।১৩॥*

অত্রাহ—নানন্দময়ঃ পর আত্মা ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ? বিকারশব্দাৎ। প্রকৃতিবচনাদয়মন্যঃ শব্দো বিকারবচনঃ সমধিগতঃ, 'আনন্দময়ঃ' ইতি ময়টো বিকারার্থত্বাৎ। তস্মাৎ অন্নময়াদিশব্দবদ্বিকারবিষয় এবায়মানন্দময়শব্দ ইতি চেৎ; ন, প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়টঃ স্মরণাৎ। "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ড়িতি"

['তৎপ্রকৃতবচনে ময়ড়িতি'] তদিতি প্রথমা, সমর্থাৎ শব্দাৎ প্রাচুর্য্যবিশিষ্টস্য প্রস্তুতস্য বচনেঽভিধানে ময়ট্প্রত্যয়ো ভবতীতি সূত্রার্থঃ। অত্র বচনগ্রহণাৎ প্রকৃতস্য প্রাচুর্য্যবৈশিষ্ট্যসিদ্ধিঃ। তাদৃশস্য লোকে ময়টোঽভিধানাৎ।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানময় কোষরূপ উপাধির দ্বারা কল্পিত, স্বাভাবিক নহে; সুতরাং ঐরূপ উক্তি দোষাবহ নহে। তাঁহাকে যে শারীর বলা হইয়াছে, তাহা অন্নময়াদিশরীরপরম্পরা দ্বারা জ্ঞেয় বলিয়াই বলা হইয়াছে অর্থাৎ শরীরপরম্পরায় জানা যায় বলিয়াই তিনি শারীর (বিজ্ঞান-শরীরের আত্মা), কিন্তু সংসারী জীব যেরূপ শারীর, তিনি সেরূপ শারীর নহেন। বিচারের ও সিদ্ধান্তের উপসংহার এই যে, ঐ কারণে তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আনন্দময় নিশ্চয়ই পরমাত্মা, জীবাত্মা নহে॥ ১।১।১২॥

কথিত সিদ্ধান্তে কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকেন যে, আনন্দময় শব্দ পরমাত্মবোধক হইতে পারে না। কারণ এই যে, আনন্দময় শব্দ বিকারবাচী ময়ট্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ময়ট্ প্রত্যয়ের অর্থ বিকার, তৎসম্বন্ধ থাকায় আনন্দময় শব্দও কোন একটী সবিকার পদার্থেরই বোধক; প্রকৃত বা নির্ব্বিকার ব্রহ্মবোধক নহে। অতএব, ঐ আনন্দময় শব্দ অন্নময়াদি শব্দের ন্যায় সবিকার জীবাত্মার বোধক হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। [ন…স্মরণাৎ] এতদ্রূপ আশঙ্কা-বাক্যের প্রতিবাদ এই যে, ময়ট্ প্রত্যয় দেখিয়া ঐরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। কেন-না, প্রাচুর্য্য অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হইয়া থাকে। [তৎ…স্মর্য্যতে]

* বিকারার্থময়ট্প্রত্যয়ান্তত্বাৎ আনন্দময়ঃ পরমাত্মা ন ইতি চেৎ, ন, কুতঃ? প্রাচুর্য্যাৎ ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বাৎ। প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়ট্ ভবতীতি যাবৎ।—"আনন্দময়" শব্দ বিকারবাচী ময়ট্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন বলিয়া পরমাত্মার বোধক নহে, এরূপ বলা যায় না। হেতু এই যে, প্রচুর অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান আছে। (এটি আশঙ্কা সূত্র)।

প্রচুরতায়ামপি হি ময়ট্ স্মর্য্যতে। যথান্নময়ো যজ্ঞ ইত্যন্নপ্রচুর উচ্যতে, এবমানন্দপ্রচুরং ব্রহ্মানন্দময়মুচ্যতে। আনন্দপ্রচুরত্বঞ্চ ব্রহ্মণো মনুষ্যত্বাদারভ্যোত্তরস্মিন্নুত্তরস্মিন্ স্থানে শতগুণ আনন্দ ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মানন্দস্য নিরতিশয়ত্বাবধারণাৎ। তস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ ॥ ১। ১। ১৩ ॥

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।১।১৪ ॥ *

ইতশ্চ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্; যস্মাদানন্দহেতুত্বং ব্রহ্মণো ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ—"এষ হ্যেবানন্দয়াতি ইতি। আনন্দয়তীত্যর্থঃ। যো হি অন্যানানন্দয়তি, স প্রচুরানন্দ ইতি প্রসিদ্ধং ভবতি।

যথা অন্নময়ো যজ্ঞ ইতি। অত্র হি অন্নং প্রচুরমস্মিন্নিত্যন্নশব্দঃ প্রথমাবিভক্তিযুক্তঃ, তস্মান্ময়ট্ প্রত্যয়ঃ যজ্ঞস্য প্রকৃত্যর্থান্নপ্রাচুর্য্যবাচী দৃশ্যতে, ন শুদ্ধপ্রকৃতবচন ইতি ধ্যেয়ম্। [ইতি রত্নপ্রভা টীকা] ১৩ ॥

পাণিনি মুনি "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্" এই সূত্রে তৎপ্রাচুর্য্য অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হওয়া স্মরণ করিয়াছেন। (১) [যথা…উচ্যতে] যেমন লোকে অন্নপ্রচুর যজ্ঞকে 'অন্নময়' বলে, তদ্রূপ শ্রুতিও আনন্দপ্রচুর ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়াছেন। [আনন্দ…ধারণাৎ] ব্রহ্ম আনন্দপ্রচুর, এ তত্ত্ব শ্রুতির দ্বারাই নির্ণীত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, মনুষ্যানন্দ অপেক্ষা গন্ধর্ব্বানন্দ শতগুণ অধিক। শ্রুতি ঐরূপে পর পর অধিক আনন্দ উপদেশ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মানন্দের নিরতিশয়ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। [তস্মাৎ…ময়ট্] অতএব, কথিতবিধ শ্রুতি স্মৃতি অনুসারে ইহাই নির্ণীত হইতেছে যে, আনন্দময়-শব্দস্থ ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থক নহে, প্রাচুর্য্যার্থক ॥ ১। ১। ১৩ ॥

যে হেতু শ্রুতি ব্রহ্মকেই আনন্দের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই হেতু আনন্দময়ের ময়ট্ প্রাচুর্য্যার্থক বিকারার্থক নহে। [শ্রুতি…তদ্বৎ] শ্রুতি যথা—"এই ব্রহ্মই আনন্দ দান করিতেছেন বা আনন্দিত করিতেছেন।" যিনি

* তস্য আনন্দস্য হেতুঃ কারণং, তস্য ব্যপদেশোনির্দ্দেশস্তস্মাৎ। শ্রুত্যা ব্রহ্মণ এব আনন্দহেতুত্বকথনাৎ আনন্দময় ইত্যত্র প্রাচুর্য্যার্থ এব ময়ট্।—ব্রহ্মই আনন্দের মূল, এতদ্রূপ উপদেশ থাকায় আনন্দময়শব্দস্থ ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রচুরার্থতা সিদ্ধ হয়, বিকারার্থ থাকে না।

(১) পাণিনি নিজে নূতন বলেন নাই। বৈদিক উপদেশ ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র, সুতরাং স্মরণ করিয়াছেন, এইরূপ বলা হইল। বস্তুতঃ পাণিনিসূত্রও স্মৃতিমধ্যে গণ্য।

যথা লোকে যোঽন্যেষাং ধনিকত্বমাপাদয়তি, স প্রচুরধন ইতি গম্যতে, তদ্বৎ। তস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়টঃ সম্ভবাদানন্দময়ঃ পরএবাত্মা ॥ ১ । ১ । ১৪ ॥

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১ । ১ । ১৫ ॥ *

ইতশ্চানন্দময়ঃ পর এবাত্মা; যস্মাদ্ "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যুপক্রম্য "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যস্মিন্মন্ত্রে যদ্ব্রহ্ম প্রকৃতং সত্যজ্ঞানানন্তবিশেষণৈর্নির্দ্ধারিতং, যস্মাদাকাশাদিক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতান্যজায়ন্ত; যচ্চ ভূতানি সৃষ্ট্বা তান্যনুপ্রবিশ্য গুহায়ামবস্থিতং সর্ব্বান্তরম্, যস্য বিজ্ঞানায়

[সূত্রস্থ-চ-শব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থ ইতি মত্বা ব্যাচষ্টে—"ইতশ্চ" ইতি। উচ্চানুক্তং ব্রহ্মানন্দস্য নিরতিশয়ত্বাবধারণং পূর্ব্বমুক্তম্ ॥ ১ । ১ । ১৪ ॥ ইতি রত্নপ্রভা]

অপি চ, মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরুপেয়োপায়ভূতয়োঃ সম্প্রতিপত্তেঃ ব্রহ্মৈবানন্দময়পদার্থঃ। মন্ত্রে হি পুনঃপুনরন্যোঽন্তর আত্মেতি পরব্রহ্মণ্যান্তরত্বশ্রবণাত্তস্যৈব

অন্যকে আনন্দ দান করেন, তিনি যে প্রচুরানন্দ, তাহা বলাই বাহুল্য; কারণ, ইহা সর্ব্বলোকবিদিত। যে ব্যক্তি অন্যকে ধনী করে, সে যে, প্রচুরধনশালী, এ তত্ত্ব যেমন সহজবোধ্য; তেমনি যে আনন্দ দান করে, সেও যে প্রচুরানন্দ, এতত্ত্বও তদ্রূপ সহজবোধ্য। [তস্মাৎ...আত্মা] অতএব, প্রাচুর্য্যার্থক ময়ট্ প্রত্যয়ের অধিক সম্ভাবনা থাকায় আনন্দময় শব্দ পরমাত্মারই বোধক, গৌণাত্মার (জীবের) বোধক নহে ॥ ১।১।১৪॥

আনন্দময় পরমাত্মা, এ সম্বন্ধে অন্য হেতুও আছে। শ্রুতি "ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়", এইরূপ বলিয়া "ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত" এইরূপ মন্ত্রবাক্য বলিয়াছেন। এই মন্ত্রে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ব্রহ্মই সত্যাদি বিশেষণের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছেন। যে ব্রহ্ম হইতে আকাশাদিক্রমে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ জন্মিয়াছে, যে ব্রহ্ম জীব সৃষ্টি করিয়া সে সকলের অন্তঃপ্রবিষ্ট ও তাহাদের বুদ্ধিরূপ গুহার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন, যাঁহাকে জানিবার জন্য বা জানাইবার জন্য "আত্মা অন্নময়াদির অন্তরে ও অন্নময়াদি হইতে ভিন্ন" এতদ্রূপ বাক্য বলা হই-

---

* "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে যৎ ব্রহ্ম প্রকৃতং অভিহিতং, তদেবানন্দময়বাক্যে গীয়তে অভিধীয়তে।—মন্ত্রবাক্যে যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই ঐ আনন্দময় বাক্যেও গীত হইয়াছেন। সুতরাং আনন্দময় পূর্ব্বপ্রকৃত পরব্রহ্ম।

"অন্যোঽন্তর আত্মা" ইতি প্রক্রান্তম্; তন্মান্ত্রবর্ণিকমেব ব্রহ্মেহ গীয়তে "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" ইতি। মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োশ্চৈকার্থত্বং যুক্তম্, অবিরোধাৎ। অন্যথা হি প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে স্যাতাম্। ন চান্নময়াদিভ্য ইবানন্দময়াদন্যোঽন্তর আত্মাভিধীয়তে। এতন্নিষ্ঠৈব চ "সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা", তস্মাদানন্দময়ঃ পরএবাত্মা॥ ১। ১। ১৫॥

নেতরোঽনুপপত্তেঃ॥ ১। ১। ১৬॥ *

চান্যোঽন্তর আত্মানন্দময় ইতি ব্রাহ্মণে প্রত্যভিজ্ঞানাৎ পরব্রহ্মৈবানন্দময়মিত্যাহ সূত্রকারঃ "মান্ত্রবর্ণিকমেবচ গীয়তে।" ইতি।

মান্ত্রবর্ণিকমেব পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেঽপ্যানন্দময় ইতি গীয়ত ইতি॥১।১।১৫॥

অপি চানন্দময়ং প্রকৃত্য শরীরাদ্যুৎপত্তেঃ প্রাক্ স্রষ্টৃত্বশ্রবণাৎ বহু স্যামিতি

য়াছে, সেই মান্ত্রবর্ণিক (মন্ত্রোক্ত) ব্রহ্মই এই আনন্দময়ঘটিত ব্রাহ্মণবাক্যে গীত (অভিহিত) হইয়াছেন। [মন্ত্র···স্যাতাং] মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এ দুয়ের একার্থতা বা একার্থ-প্রতিপাদকতা থাকাই যুক্তিসিদ্ধ। মন্ত্রের ও ব্রাহ্মণের অর্থসাম্য থাকিলেই অবিরোধ (বিরোধ ভঞ্জন) হইতে পারে। তাহার অন্যথা হইলে প্রকৃত হান ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া দোষ হয়, বিরোধ ভঞ্জন হয় না। (১) [নচান্ন··· আত্মা] মন্ত্রার্থানুবাদী ব্রাহ্মণ অন্নময় হইতে প্রাণময় ভিন্ন, প্রাণময় হইতে মনোময় ভিন্ন, মনোময় হইতে বিজ্ঞানময় ভিন্ন এবং বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময় ভিন্ন বলিয়াছেন, কিন্তু আনন্দময়ের অভ্যন্তরে বা মধ্যে অন্য কোন আত্মা থাকার কথা বলেন নাই। প্রত্যুত এই আনন্দময় আত্মাতেই আত্মজিজ্ঞাসার সমাপ্তি করিয়া বলিয়াছেন, "ইহাই বরুণপ্রোক্ত ও ভৃগুবিজ্ঞাত বিদ্যা।" এই সকল কারণে ঐ পরমাত্মাই আনন্দময়, জীব নহে। ১।১।১৫॥

---

* ইতরো জীব আনন্দময়ঃ ন। কস্মাৎ? অনুপপত্তেঃ। জীবত্বানুপপত্তেরিত্যর্থঃ।—ঐ আনন্দময় পরব্রহ্ম, জীব নহে। কেন-না, আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না।—(ভাষ্যানুবাদ দেখ, অনুপপত্তি দেখিতে পাইবে)।

(১) মন্ত্র—সূত্রভূত বা শ্লোকাত্মক বেদ। ব্রাহ্মণ=ব্যাখ্যাত্মক বেদ। মন্ত্র যাহা বলে, ব্রাহ্মণ তাহার অর্থ বা তাৎপর্য্য বিস্তার করে। এজন্য মন্ত্রের ও ব্রাহ্মণের অর্থ বা প্রতিপাদ্য অভিন্ন। ভিন্ন হওয়া দোষাবহ। সে দোষের নাম প্রকৃতহান ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া। মন্ত্র যাহা প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত, ব্রাহ্মণ তাহা প্রতিপাদন করিল না, প্রত্যুত হানি করিল, সুতরাং তাহা দোষ। ব্রাহ্মণ মন্ত্রার্থ বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত, কিন্তু তাহা করিল না, অন্য কিছু বলিল, সুতরাং তাহাও দোষ। দুই জনে এক পথে যাইবার প্রতিজ্ঞায় যদি দুই জনে দুই পথে যায় তাহা হইলে দুই জনেরই দোষ, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

ইতশ্চানন্দময়ঃ পর এবাত্মা, নেতরঃ। ইতর ঈশ্বরাদন্যঃ সংসারী জীব ইত্যর্থঃ। ন জীব আনন্দময়শব্দেনাভিধীয়তে; কস্মাৎ? অনুপপত্তেঃ। আনন্দময়ং হি প্রকৃত্য শ্রূয়তে, "সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ" ইতি। তত্র প্রাক্ শরীরাদ্যুৎপত্তেরভিধ্যানং সৃজ্যমানানাং বিকারাণাং স্রষ্টুরব্যতিরেকঃ, সর্ব্ববিকারসৃষ্টিশ্চ ন পরস্মাত্মনোঽন্যত্রোপপদ্যতে॥ ১।১।১৬॥

ভেদব্যপদেশাচ্চ॥১।১।১৭॥ *

ইতশ্চ নানন্দময়ঃ সংসারী; যস্মাদানন্দময়াধিকারে "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি" ইতি জীবা-

চ সৃজ্যমানানাং স্রষ্টুরানন্দময়াদভেদশ্রবণাদানন্দময়ঃ পর এবেত্যাহ সূত্রম্ [নেতরোঽনুপপত্তেরিতি]। নেতরো জীব আনন্দময়ঃ, তস্যানুপপত্তেরিতি॥১।১।১৬॥

রসঃ সারো হ্যয়মানন্দময় আত্মা, "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" ইতি।

এই কারণেও পরমাত্মাই আনন্দময়, জীব নহে। শ্রুতি ঈশ্বরভিন্ন সংসারী জীবকে আনন্দময়-শব্দে কোথাও নির্দ্দেশ করেন নাই। তৎপ্রতি হেতু এই যে, প্রোক্ত আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না। যথা, শ্রুতি আনন্দময় ব্রহ্মের উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি কামনা করিলেন, ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব। পরে তিনি তপস্যা করিলেন, আলোচনা করিলেন। আলোচনার পর তিনি এই সমস্ত সৃজন করিলেন।" এখন বিবেচনা করিয়া দেখ (সৃষ্টির পরে বা) শরীরাদি উৎপত্তির পূর্ব্বে অভিধ্যান করা—আলোচনা করা, এবং স্রষ্টার অব্যতিরেকে সৃষ্টি হওয়া বা সৃষ্টি করা, এ সকল ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থে (জীবে) সম্ভব হয় না, অর্থাৎ হইতেই পারে না।

ঐ আনন্দময় সংসারী বা জীব নহে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, শ্রুতি আনন্দময়কে অধিকার করিয়া, অর্থাৎ উপদেশ করিয়া, "তিনিই রস এবং ইনি সেই রস লাভ করিয়া আনন্দিত হন" (১) এইরূপে জীব ও আনন্দময়, এ দুয়ের

* ভেদেন জীবাদন্যত্বেন ব্যপদেশাৎ নির্দ্দেশাৎ চ অপি পরব্রহ্মত্বমানন্দময়স্যেতি পূরণীয়ম্।—যেহেতু শ্রুতি আনন্দময়কে জীব হইতে ভিন্ন—প্রাপ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই হেতু আনন্দময় জীব নহে, ব্রহ্ম।

(১) তিনি অর্থাৎ আনন্দময়। রস অর্থাৎ সার বা উৎকৃষ্ট আত্মা। ইনি অর্থাৎ এই জীব। আনন্দিত হন=ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।

নন্দময়ো ভেদেন ব্যপদিশতি। ন হি লব্ধৈব লব্ধব্যো ভবতি। কথং তর্হি "আত্মা অন্বেষ্টব্যঃ", "আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে", ইতি চ শ্রুতি-স্মৃতী; যাবতা ন লব্ধৈব লব্ধব্যো ভবতীত্যুক্তম্। বাঢ়ং; তথাপি আত্মনোঽপ্রচ্যুতাত্মভাবস্যৈব সতস্তত্ত্বানববোধ-নিমিত্তো দেহাদিষ্বনাত্মস্বাত্মত্বনিশ্চয়ো লৌকিকো দৃষ্টঃ। তেন দেহাদিভূতস্যাত্মনোঽপ্যাত্মা অনন্বিষ্টোঽন্বেষ্টব্যোঽলব্ধো লব্ধ-ব্যোঽশ্রুতঃ শ্রোতব্যোঽমতো মন্তব্যোঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতব্য ইত্যাদিভেদব্যপদেশ উপপদ্যতে। প্রতিষিধ্যত এব তু পরমার্থতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ পরমেশ্বরাদন্যো দ্রষ্টা শ্রোতা বা

সোঽয়ং জীবাত্মনো লব্ধৃভাব আনন্দময়স্য চ লভ্যতা, নাভেদ উপপদ্যতে। তস্মাদানন্দময়স্য জীবাত্মনো ভেদে পরব্রহ্মত্বং সিদ্ধং ভবতি। চোদয়তি।—"কথং তর্হি"। যদি লব্ধা ন লব্ধব্যঃ, কথং তর্হি পরমাত্মনো বস্তুতোঽভিন্নেন জীবাত্মনা পরমাত্মা লভ্যত ইত্যর্থঃ। পরিহরতি।—"বাঢ়ং, তথাপি"। সত্যং পরমার্থতোঽভেদেঽপ্যবিদ্যারোপিতং ভেদমুপাশ্রিত্য লব্ধৃলব্ধব্যভাব উপপদ্যতে। জীবো হ্যবিদ্যয়া পরব্রহ্মণো ভিন্নো দর্শিতঃ, ন তু জীবাদপি। তথা চানন্দময়শ্চেজ্জীবঃ, ন জীবস্যাবিদ্যয়াপি স্বতো ভেদো দর্শিত ইতি ন চ লব্ধৃলব্ধব্যভাব ইত্যর্থঃ। ভেদাভেদৌ চ ন জীবপরব্রহ্মণোরিত্যুক্তমধস্তাৎ। স্যাদেতৎ। যথা পরমেশ্বরাদ্ভিন্নো জীবাত্মা দ্রষ্টা ন ভবতি, এবং জীবাত্মনোঽপি দ্রষ্টুর্ন ভিন্নঃ পরমেশ্বর ইতি জীবস্যানির্ব্বাচ্যত্বে পরমেশ্বরোঽপ্যনির্ব্বাচ্যঃ স্যাৎ।

ভেদভাব বা ভিন্নতা দেখাইয়াছেন। জীব লব্ধা, আনন্দময় তাহার লব্ধব্য। যে লব্ধা, সে লব্ধব্য হয় না। যে লব্ধব্য, সে লব্ধা (২) হইতে ভিন্ন, ইহা সহজবোধ্য। [কথং ...ত্যুক্তং] বলিতে পার যে, যদি লব্ধা ও লব্ধব্য ভিন্নই হয়, তবে, "আত্মাকে অন্বেষণ কর, জ্ঞানগোচর কর", "আত্মলাভের অধিক কিছু নাই" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য কি প্রকারে সংগত হইবে? ঐ সকল শ্রুতি স্মৃতি কি লব্ধাকেই (জীবকেই) নিজের পরমাত্মভাব লাভ করিতে বা সাক্ষাৎকার করিতে বলিতেছে না? [বাঢ়ং] স্বীকার করিলাম,—যাহা বলিলে, তাহা সত্য বলিয়া মানিলাম, পরন্তু উহার সঙ্গতি এইরূপ।—[তথাপি···উপপদ্যতে] লব্ধা ও লব্ধব্য অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও—অভিন্ন হইলেও লোকে আত্মার বা আপনার যথার্থ অপ্রচ্যুতস্বরূপ জানে না। আমি কি ও কিংস্বরূপ, তাহা জানা

(২) যে লাভ করে, সে লব্ধা। যাহা লাভ হইবে বা যাহাকে পাওয়া যাইবে, তাহা লব্ধব্য।

"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিনা। পরমেশ্বরস্ত্ববিদ্যাকল্পিতাচ্ছারীরাৎ কর্ত্তুর্ভোক্তুর্বিজ্ঞানাত্মাখ্যাদন্যঃ, যথা মায়াবিনশ্চর্ম্মখড়্গধরাৎ সূত্রেণাকাশমধিরোহতঃ স এব মায়াবী পরমার্থরূপো ভূমিষ্ঠোঽন্যঃ, যথা বা ঘটাকাশাদুপাধিপরিচ্ছিন্নাদনুপাধিপরিচ্ছিন্ন আকাশোঽন্যঃ। ঈদৃশঞ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মভেদমাশ্রিত্য "নেতরোঽনুপপত্তেঃ", "ভেদব্যপদেশাচ্চ" ইত্যুক্তম্ ॥ ১।১।১৭॥

তথা চ ন বস্তুসন্নিত্যত আহ।—"পরমেশ্বরস্ত্ববিদ্যাকল্পিতাৎ" ইতি। রজতং হি সমারোপিতং ন শুক্তিতো ভিদ্যতে। ন হি তৎ ভেদেনাভেদেন বা শক্যং নির্ব্বক্তুম্। শুক্তিস্তু পরমার্থসতী নির্ব্বচনীয়া অনির্ব্বচনীয়াদ্রজতাদ্ভিদ্যত এব। অত্রৈব সরূপমাত্রং দৃষ্টান্তমাহ।—"যথা মায়াবিনঃ" ইতি। এতদপরিতোষেণাত্যন্তসরূপং দৃষ্টান্তমাহ।—"যথা বা ঘটাকাশাৎ" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥১।১।১৭॥

না থাকাতেই লোক অনাত্ম-দেহাদিতে আত্মজ্ঞান স্থাপন বা অহংজ্ঞান স্থাপন বা অহংজ্ঞান করিতেছে, দেহপ্রভৃতিকেই আমি বা আত্মা বলিয়া জানিতেছে। ঈদৃশ অজ্ঞানকল্পিত ভেদ বা ভিন্নতার অনুবাদপূর্ব্বক তাহারই অনারোপিত রূপ পরমাত্মা এবং তাহাই অন্বেষ্টব্য, লব্ধব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও বিজ্ঞাতব্য, এতদ্রূপ ভেদব্যপদেশ বা ভেদ-উক্তি অবশ্য উপপন্ন হইতে পারে (১)। ফলিতার্থ এই যে, আরোপিত ভেদ লইয়াই লব্ধৃ-লব্ধব্যভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। অপিচ, অবিদ্যা থাকাতেই জীব পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়াছেন ; কিন্তু পরব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন হন নাই। অতএব, আনন্দময় যদি জীব হন, তাহা হইলে তিনি লব্ধাই হন, লব্ধব্য হন না। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন, আনন্দময় লব্ধব্য, জীব তাহার লব্ধা ; সুতরাং আনন্দময়কে জীব বলিলে লব্ধৃ-লব্ধব্যভাব ভঙ্গ হয়। [শ্রুতি···দিনা] শ্রুতি "ইহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদিবিধ বাক্যের দ্বারা পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা বা শ্রোতা থাকা ও জীবের বাস্তবত্বনিষেধ করিয়াছেন। [পরমে···আকাশোঽন্যঃ] যেমন খড়্গ-চর্ম্মধারী সূত্রমাত্র অবলম্বনে আকাশারোহণকারী মায়াপুরুষ হইতে ভূতলস্থ সত্যরূপ মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) পুরুষ ভিন্ন, অথবা যেমন উপাধিপরিচ্ছিন্ন ঘটাকাশ হইতে অপরিচ্ছিন্ন আকাশ ভিন্ন, সেইরূপ, পরমেশ্বরও অবিদ্যাকল্পিত কর্ত্তা ভোক্তা বিজ্ঞানাত্মা জীব হইতে ভিন্ন। [ঈদৃশ···ত্যুক্তম্] এইরূপ ভেদ অনুসরণ করিয়াই ১৬শ ও ১৭শ সূত্র অভিহিত হইয়াছে।১।১।১৭॥

---

(১) অন্বেষ্টব্য—আমি দেহাদি হইতে ভিন্ন, এতদ্রূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে। লব্ধব্য= বিবেক জ্ঞান উৎপাদনপূর্ব্বক তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। শ্রোতব্য—সাক্ষাৎকারের উপায়ীভূত শাস্ত্রবাক্যাদি শ্রবণ করিতে হইবে। মন্তব্য—সংশয়াদি নিবারক বিচারের বিষয় করিতে হইবে। বিজ্ঞাতব্য=নিদিধ্যাসন বা সাক্ষাৎকারসাধক মনোবৃত্তির গোচর করিতে হইবে। অবিদ্যা যদি

কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা॥ ১।১। ১৮ ॥ *

আনন্দময়াধিকারে চ "সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি কাময়িতৃত্বনির্দ্দেশান্নানুমানিকমপি সাঙ্খ্যপরিকল্পিতমচেতনং প্রধানমানন্দময়ত্বেন কারণত্বেন বাপেক্ষিতব্যম্। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইতি নিরাকৃতমপি প্রধানং পূর্ব্বসূত্রোদাহৃতাং কাময়িতৃত্বশ্রুতিমাশ্রিত্য প্রসঙ্গাৎ পুনর্নিরাক্রিয়তে গতিসামান্যপ্রপঞ্চনায়॥ ১।১।১৮॥

অস্মিন্নস্য চ তদ্যোগং শাস্তি ১।১॥১৯॥ *

ইতশ্চ ন প্রধানে জীবে বা আনন্দময়শব্দঃ, যস্মাদস্মিন্নানন্দময়ে প্রকৃতে আত্মনি প্রতিবুদ্ধস্যাস্য জীবস্য তদ্যোগং শাস্তি। তদাত্মনা যোগস্তদ্যোগস্তদ্ভাবাপত্তির্মুক্তিরিত্যর্থঃ।

অনুমানগম্যমানুমানিকম্। পুনরুক্তিমাশঙ্ক্যাহ "ঈক্ষতে" রিতি (রত্নপ্রভা টীকা)॥ ১।১।১৮॥

আনন্দময় অধিকারে "তিনি (আনন্দময়) কামনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব", এতদ্রূপ উল্লেখ থাকায় সাংখ্যকল্পিত প্রধানের আনন্দময়ত্ব ও জগৎকারণত্ব উভয়ই নিরাকৃত হইয়াছে। (কেন-না, অচেতনের কামনা ও আনন্দ উভয়ই অসম্ভব)। প্রধানের জগৎকারণতা পঞ্চম সূত্রে নিরাকৃত হইলেও গতিসামান্যতা দেখাইবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে পুনরুল্লেখ করা হইল॥১।১।১৮॥

এ হেতুতেও আনন্দময় শব্দে জীব অথবা প্রকৃতি উপদিষ্ট হয় নাই। যেহেতু, শ্রুতি "আনন্দময় আত্মায় প্রতিবুদ্ধ হইলে অর্থাৎ আনন্দময় আত্মা স্বীয়-অভেদে

ভেদবিভ্রম না জন্মাইত, আত্মার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন না করিত, অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি না জন্মাইত, তাহা হইলে লব্ধ্লব্ধব্যভাব থাকিত না ও হইত না এবং শ্রবণ মননাদিও আবশ্যক হইত না।

* কামাৎ চ কাময়িতৃত্বনির্দ্দেশাদপি (জগৎকারণস্যেতি যোজ্যং)। অনুমানস্য অনুমানগম্যপ্রধানস্য অপেক্ষা ন নাস্তীত্যর্থঃ।—শ্রুতিতে জগৎকারণের কাময়িতৃত্ব (ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্টিকর্তৃত্ব) নির্দ্দেশ থাকায় অনুমানগম্য প্রধানকে আনন্দময় ও সৃষ্টিকর্ত্তা দুইএর কিছুই বলিবার উপায় নাই।

* অস্মিন্ আনন্দময়বিষয়ে অস্য প্রবোধবতো জীবস্য তদ্যোগং তদাত্মনা যোগং তদ্ভাবাপত্তিং ব্রহ্মভাবাপত্তিং মোক্ষমিতি যাবৎ। শাস্তি উপদিশতি শ্রুতিরিতি শেষঃ।—যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন, আনন্দময় আত্মাকে জানিলে জীবের আনন্দময়ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ হয়, সেই হেতু ঐ আনন্দময় জীব নহে, প্রধানও নহে।

তদ্‌যোগং শাস্তি শাস্ত্রম্ "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি। এতদুক্তং ভবতি,—যদৈতস্মিন্নানন্দময়েঽল্পমপ্যন্তরমতাদাত্ম্যরূপং পশ্যতি, তদা সংসারভয়ান্ন নিবর্ত্ততে। যদা ত্বেতস্মিন্নানন্দময়ে নিরন্তরং তাদাত্ম্যেন প্রতিতিষ্ঠতি, তদা সংসারভয়ান্নিবর্ত্তত ইতি। তচ্চ পরমাত্মপরিগ্রহে ঘটতে, ন প্রধানপরিগ্রহে জীবপরিগ্রহে বা। তস্মাদানন্দময়ঃ পরমাত্মেতি স্থিতম্।

ইদন্ত্বিহ বক্তব্যম্,—"স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।" "তস্মাদ্বা

স্বমতপরিগ্রহার্থমেকদেশিমতং দূষয়তি—"ইদং ত্বিহ বক্তব্যম্" ইতি। এষ তাবদুৎসর্গো যৎ—

"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি ব্রহ্মশব্দাৎ প্রতীয়তে।
বিশুদ্ধং ব্রহ্ম, বিকৃতং ত্বানন্দময়শব্দতঃ॥"

সাক্ষাৎকৃত হইলে জীব আনন্দময় হয়" বলিয়াছেন। যথা—[যদা···ভবতীতি] "এই জীব যখন অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত ও অনিলয়ন ব্রহ্ম বস্তুতে অভয় (১) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন সে অভয় হয় অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। জীব যখন আপনাতে অতি অল্পমাত্রও ভেদজ্ঞান উত্থাপিত করে—ভেদ দর্শন করে, তখন তাহার ভয় হয় অর্থাৎ ভেদজ্ঞানজনিত সংসারিত্ব উপস্থিত হয়।" [এতদুক্তং··· স্থিতম্] এই শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন, জানাইতেছেন যে, আনন্দময় আত্মার অত্যল্প ভেদজ্ঞান থাকিতে সংসারভয় যায় না, কিন্তু তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ তিনি অভেদজ্ঞানের বিষয় হইলে, তখন আর সংসারভয় থাকে না, মোক্ষ হয়। আনন্দময় যদি জীব অথবা প্রকৃতি হন, তাহা হইলে তত্তাদাত্ম্য-প্রাপ্তিতে সংসারভয়নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা কি? অতএব আনন্দময়কে পরমাত্মা বলিলেই উক্তবিধ সংসারনিবৃত্তিরূপ শ্রুত্যর্থ সঙ্গত হয়, জীব বা প্রকৃতি বলিলে হয় না। ১

[ইদং···শ্রীমত ইতি] (২) এ স্থলে এরূপ বলিতে পার যে, "অন্নময়

---

(১) অদৃশ্য=স্থূলপ্রকাশাতীত। অনাত্ম্য=অশরীর। অনিরুক্ত=বাক্যের অগোচর। অনিলয়=মায়াতীত। অভয়=অদ্বয়ব্রহ্মভাব। প্রতিষ্ঠা=তদ্বিষয়ক উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তিপ্রাপ্তি অথবা তদ্রূপে অবস্থিতি।

(২) এখানে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে,—আচার্য্য শঙ্করস্বামী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনাকালে ৺কাশীধামে ছিলেন। 'আনন্দময়' অধিকরণের ভাষ্য রচনার পর একদা তিনি মণিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া আছেন। এমন সময় ব্যাসদেব ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিতে সেখানে আসিয়া

এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ” তস্মাৎ “অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ” তস্মাৎ “অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ” ইতি চ বিকারার্থে ময়ট্প্রবাহে সতি আনন্দময়ে এবাকস্মাদর্দ্ধ-জরতীয়ন্যায়েন কথমিব ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বং ব্রহ্মবিষয়ত্বং চাশ্রীয়ত ইতি। মান্ত্রবর্ণিক-ব্রহ্মাধিকারাদিতি চেৎ; অন্নময়াদীনামপি তর্হি ব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গঃ। অত্রাহ—যুক্তমন্ন-

তত্র কিং পুচ্ছপদসমভিব্যাহারাৎ অন্নময়াদিষু চ অন্যাবয়বপরত্বেন প্রয়োগাদি-হাপ্যবয়বপরত্বাৎ পুচ্ছপদস্য, তৎসমানাধিকরণং ব্রহ্মপদমপি স্বার্থত্যাগেন কথঞ্চিদবয়বপরং ব্যাখ্যায়তাম্, আনন্দময়পদঞ্চ অন্নময়াদি-বিকারবাচিপ্রায়-পঠিতং বিকারবাচি বা, কথঞ্চিৎ প্রচুরানন্দবাচি বা ব্রহ্মণ্যপ্রসিদ্ধং কয়াচিৎ বৃত্ত্যা ব্রহ্মণি ব্যাখ্যায়তাম্; আনন্দপদাভ্যাসেন চ জ্যোতিষ্পদেনেব জ্যোতি-ষ্টোমে, আনন্দময়ো লক্ষ্যতাম্, উত আনন্দময়পদং বিকারার্থমস্তু, ব্রহ্মপদঞ্চ ব্রহ্ম-ণ্যেব স্বার্থেঽস্তু, আনন্দপদাভ্যাসশ্চ স্বার্থে, পুচ্ছপদমাত্রমবয়বপ্রায়লিখিতমধিকরণ-পরতয়া ব্যাক্রিয়তাম্ ইতি কৃতবুদ্ধয় এব বিদাঙ্কুর্ব্বন্তু। তত্র—

আত্মা হইতে প্রাণময় অন্তরাত্মা ভিন্ন, প্রাণময় আত্মা হইতে মনোময় অন্তরাত্মা ভিন্ন, মনোময় হইতে বিজ্ঞানময় ভিন্ন এবং বিজ্ঞানময় হইতে আনন্দময় ভিন্ন ও অন্তর্ব্বর্ত্তী, এতদ্রূপক্রমে পরিপঠিত সমুদায় শ্রুতিতেই ময়ট্ প্রত্যয়ের অর্থ বিকার, কেবল আনন্দময়শব্দস্থ ময়ট্ প্রত্যয়েরই অর্থ প্রাচুর্য্য, এরূপ অর্দ্ধজরতীয় ন্যায় (৩) স্বীকার কর কিরূপে? [মন্ত্র···প্রসঙ্গঃ] যদি বল, “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম, তদধিকারে পঠিত বলিয়াই ঐরূপ অর্থ স্বীকার করি, অর্থাৎ আনন্দময়ের ব্রহ্মার্থতা ও তত্রস্থ ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থতা অঙ্গীকার করি। ইহাতে আমরা বলিব, তাহা অসঙ্গত। ঐরূপ বলিলে অন্নময়াদি আত্মাকেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। [অত্রাহ···অব্রহ্মত্বম্] এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, অন্নময়াদি

আচার্য্যের সঙ্গে আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেব তাঁহার ব্যাখ্যা-খণ্ডনে সমর্থ না হইলেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন যে, তোমার ব্যাখ্যা খুব যুক্তি-যুক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার অভিপ্রায় ঐ রকম নহে, অতএব তোমার ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার অভিমত অর্থও যোজনা করিয়া দিবে। এইজন্য ভাষ্যকার প্রথমে ব্যাসসম্মত ব্যাখ্যা দিয়া পরে “ইদংত্বিহ বক্তব্যম্” হইতে নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(৩) অর্দ্ধ শরীর জরাজীর্ণ—বৃদ্ধ, আর অর্দ্ধ শরীর বা মুখখানিমাত্র যুবা ও কমনীয়, ইহা যেমন হয় না, তদ্রূপ এক প্রবাহে বা এক প্রক্রমে পরিপঠিত ৫টা শব্দের অর্থ এক প্রকার, আর একটা শব্দের অর্থ অন্য প্রকার, ইহাও হয় না।

ময়াদীনামব্রহ্মত্বম্, তস্মাত্তস্মাদন্তরস্যান্তরস্যান্যস্যান্যস্যাত্মন উচ্যমানত্বাৎ, আনন্দময়াত্তু ন কশ্চিদন্যোঽন্তর আত্মোচ্যতে, তেনানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বম্; অন্যথা প্রকৃতহানাপ্রকৃত-প্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাদিতি।

অত্রোচ্যতে—যদ্যপ্যন্নময়াদিভ্য ইবানন্দময়াদন্যোঽন্তর আত্মেতি ন শ্রূয়তে, তথাপি নানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বং, যত আনন্দময়ং

"প্রায়পাঠপরিত্যাগো মুখ্যত্রিতয়-লঙ্ঘনম্।
পূর্ব্বস্মিন্নুত্তরে পক্ষে প্রায়পাঠস্য বাধনম্॥"

পুচ্ছপদং হি বালধৌ মুখ্যং সৎ আনন্দময়াবয়বে গৌণমেবেতি মুখ্যপদার্থ-লঙ্ঘনম্ অবয়বপরতায়ামধিকরণপরতায়াঞ্চ তুল্যম্। অবয়বপ্রায়লেথ-বাধশ্চ বিকারপ্রায়লেথবাধেন তুল্যঃ। ব্রহ্মপদম্ আনন্দময়পদম্ আনন্দপদমিতি ত্রিতয়লঙ্ঘনম্ ত্বধিকম্। তস্মাৎ মুখ্যত্রিতয়-লঙ্ঘনাদসাধীয়ান্ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। মুখ্যত্রয়ানুগুণ্যেন তু উত্তর এব পক্ষো যুক্তঃ।

আত্মার অব্রহ্মতা যুক্তিসিদ্ধ। কেন? তাহা বিবেচনা কর। [তস্মা…দিতি] শ্রুতি অন্নময়ের অন্তরে প্রাণময়, প্রাণময়ের অন্তরে মনোময়, মনোময়ের অন্তরে বিজ্ঞানময়, এইরূপ উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ বিজ্ঞানময়ের অন্তরে আনন্দময় আত্মার উপদেশ করিয়া আত্মতত্ত্বোপদেশ সমাপ্ত করিয়াছেন। আত্মতত্ত্বপ্রকাশক উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্যে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, শ্রুতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আত্মার অনাত্মতা প্রতিপাদনার্থই পর পর আত্মার উপদেশ করিয়াছেন। আনন্দময়ের অন্তরে অন্য আত্মা নাই, আনন্দময়ই পরমাত্মা, ইহা বুঝাইবার জন্যই আনন্দময় আত্মায় আত্মতত্ত্বের উপসংহার করিয়াছেন, এবং আত্মান্তর থাকার কথা বলেন নাই। অতএব, আনন্দময় আত্মাই পরমাত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম, অন্য সকল অনাত্মা। অন্যথা (এ সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিলে) প্রকৃতহানি ও অপ্রকৃত-প্রক্রিয়া এই দুই দোষ হইবে (৪)।

[অত্রোচ্যতে] এই জন্যই এ বিষয়ে আমরা এইরূপ বলি, [যদ্য…ব্রহ্মত্বং] আনন্দময়ের অন্তরে আত্মান্তর থাকা শ্রুত হয় নাই, শ্রুতি স্বয়ং কোন শব্দের দ্বারা ঐ কথা বলেন নাই, এই কারণেই যে আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব, তাহা অবধারণ করা অযুক্ত। কেন? তাহা বিবেচনা কর। [যত…ইতি] শ্রুতি আনন্দময় ব্রহ্মের প্রস্তাব

---

(৪) এ স্থলে প্রকৃত বা প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম, তাহার হানি অর্থাৎ প্রতিপাদন না হওয়া এবং যাহা প্রকৃত নহে, তাহারই প্রতিপাদন হওয়া। অর্থাৎ ব্রহ্ম বুঝাইতে গিয়া ব্রহ্ম না বুঝাইয়া জীব বুঝান হইল, সুতরাং দোষ হইল।

প্রকৃত্য শ্রূয়তে—"তস্য প্রিয়মেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি। তত্র যদ্ব্রহ্মেহ মন্ত্রবর্ণে প্রকৃতং—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি, তদিহ "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যুচ্যতে। তদ্বিজিজ্ঞাপয়িষয়ৈবান্নময়াদয় আনন্দময়ান্তাঃ পঞ্চ কোশাঃ কল্প্যন্তে। তত্র কুতঃ প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গঃ। নন্বানন্দময়স্যাবয়বত্বেন "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যুচ্যতে, অন্নময়াদীনামিব 'ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি। তত্র কথং ব্রহ্মণঃ স্বপ্রধানত্বং শক্যং বিজ্ঞাতুম্? প্রকৃতত্বাদিতি ব্রূমঃ। নন্বানন্দময়াবয়বত্বেনাপি ব্রহ্মণি বিজ্ঞায়মানে ন

করিয়া বলিয়াছেন, "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক, মোদ তাহার দক্ষিণপক্ষ, প্রমোদ বাম-পক্ষ, আনন্দই তাঁহার আত্মা, ব্রহ্মই পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা।" (৫) [তত্র···প্রসঙ্গঃ] এতদ্বাক্যের দ্বারা এইরূপ স্থির হয় যে, পূর্ব্বোক্ত সত্যজ্ঞানাদি বাক্যে, যে-ব্রহ্ম প্রকৃত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই এই প্রিয়াদিবাক্যেও "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এতদ্রূপে অভি-মত হইয়াছেন, এবং তাঁহাকেই জানাইবার ইচ্ছায় শ্রুতি অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত কোশপঞ্চক (আত্মার আচ্ছাদক অথবা উপলব্ধি-স্থান) কল্পনা করিয়াছেন। অপিচ, পুচ্ছবাক্য এইরূপে প্রকৃত স্বপ্রধান ব্রহ্মপর হওয়ায় ঐ পূর্ব্বকথিত দোষ-দ্বয় (প্রকৃতহানি ও অপ্রকৃতপ্রক্রিয়া) আর থাকিল না। [নন্বানন্দ···ব্রূমঃ] যদি বল, পুচ্ছ শব্দ আনন্দময়ের অবয়বরূপে কথিত হওয়ায় তৎসহকৃত ব্রহ্মও অন্নময়াদির ন্যায় অপ্রধান হওয়াই উচিত, কিন্তু তুমি উহাকে স্বপ্রধান বলিতেছ, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তুমি কি করিয়া জানিলে যে, পুচ্ছ ব্রহ্মই গুহা-নিহিত ও সর্ব্বান্তরবর্ত্তী পরব্রহ্ম। ইহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিব, প্রকরণ-বলেই উহা জানা গিয়াছে। (পরব্রহ্মের প্রকরণ পরব্রহ্মেই সমাপ্ত হয়, এই নিয়ম থাকাতে পুচ্ছ ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানা যায় বা স্থির করা যায়)। [নন্বানন্দ··· চ্যতে] যদি বল, ব্রহ্মকে আনন্দময়ের অবয়ব বলিয়া জানিলেও প্রকরণভঙ্গ

(৫) ইষ্টবস্তু দেখিলে যে সুখ হয়, তাহার অন্য নাম প্রিয়। তাহার স্মরণে যে সুখ হয়, তাহার অন্য নাম মোদ ও আমোদ। সে সুখ পুনঃ পুনঃ হইতে থাকিলে তজ্জন্য তাহার যে উৎকর্ষ হয়, তাহা প্রমোদ শব্দের বাচ্য। আনন্দ ঐ সমস্ত সুখের মূল কারণ। আত্মা বিম্বচৈতন্য। প্রতিষ্ঠা স্থিতিহেতু। পুচ্ছ অর্থাৎ পুচ্ছতুল্য। পক্ষীর পুচ্ছ যেমন পক্ষিদেহের পরায়ণ—স্থিতি হেতু, ব্রহ্মও তদ্রূপ ঐ সকলের পরায়ণ বা স্থিতিহেতু। এতদ্রূপ অবয়ব উপদেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, আনন্দময় শব্দ প্রোক্ত কারণে ব্রহ্মপর নহে, কিন্তু ব্রহ্মশব্দযুক্ত পুচ্ছবাক্য থাকায় তত্তাৎপর্য্যপ্রভাবেই ব্রহ্মপর।

প্রকৃতত্বং হীয়তে, আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বাদিতি। অত্রোচ্যতে—তথা সতি তদেব ব্রহ্ম আনন্দময় আত্মাবয়বী, তদেব চ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা অবয়বঃ—ইত্যসমঞ্জসং স্যাৎ। অন্যতরপরিগ্রহে তু যুক্তং "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যত্রৈব ব্রহ্মনির্দ্দেশ আশ্রয়িতুম্, ব্রহ্মশব্দসংযোগাৎ, নানন্দময়বাক্যে, ব্রহ্মশব্দসংযোগাভাবাদিতি।

অপিচ "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যুক্ত্বা ইদমুচ্যতে,—"তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি—

অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥" ইতি।

অস্মিংশ্চ শ্লোকে অননুকৃষ্যানন্দময়ং, ব্রহ্মণ এব ভাবাভাববেদনয়োর্গুণদোষাভিধানাদ্গম্যতে—"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"

অপি চ, আনন্দময়পদস্য ব্রহ্মার্থত্বে ব্রহ্ম পুচ্ছমিতি ন সমঞ্জসম্। ন হি তদেবাবয়বি অবয়বশ্চেতি যুক্তম্। আধারপরত্বে চ পুচ্ছশব্দস্য প্রতিষ্ঠেত্যেতদপি

দোষ হইবে না; কেন-না, আনন্দময়ও ব্রহ্ম;—এ কথার প্রত্যুত্তর এইরূপ—[তথা…স্যাৎ] ঐরূপ বলিলে অর্থসামঞ্জস্য হয় না। কেন-না, "যিনি আনন্দময় অবয়বী, তিনিই আবার পুচ্ছরূপ অবয়ব" ইহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ। [অন্য…দিতি] অন্যতর গ্রহণ করিতে হইলে অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্ম ও পুচ্ছব্রহ্ম, এই দুয়ের একটী অবয়ব ও একটী অবয়বী, এরূপ বিবেচনা করিতে হইলে, ব্রহ্ম শব্দের যোগ থাকায় পুচ্ছব্রহ্মকেই অবয়বী ও পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা উচিত। আনন্দময়বাক্যে ব্রহ্মশব্দ নাই, সুতরাং তাঁহাকে মুখ্যব্রহ্ম বলা যায় না।

[অপিচ…ইতি] আরও এক যুক্তি আছে। যথা—শ্রুতি "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই বাক্যের পরেই বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্লোক আছে যে, যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, নাই বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা হইলে সেও অসৎ হয় অর্থাৎ আত্মনাস্তিক হয়। (অথচ কেহই আত্মনাস্তিক হইতে পারেন না।) আর যিনি অস্তি বলিয়া জানেন, সৎ বলিয়া জানেন, জ্ঞানীরা তাঁহাকে সৎ বা আত্মাস্তিক বলিয়া জানেন।" প্রণিধানপূর্ব্বক দেখ, [অস্মিং…মিতি] এই শ্লোকে আনন্দময় ব্রহ্মকে আকর্ষণ না করিয়াই অর্থাৎ আনন্দময়কে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই ভাবাভাবজ্ঞানের গুণ দোষ কথিত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা

ইত্যত্র ব্রহ্মণ এব স্বপ্রধানত্বমিতি। ন চানন্দময়স্যাত্মনো ভাবাভাবশঙ্কা যুক্তা, প্রিয়মোদাদিবিশেষস্যানন্দময়স্য সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধত্বাৎ।

কথং পুনঃ স্বপ্রধানং সদ্ ব্রহ্ম, আনন্দময়স্য পুচ্ছত্বেন নির্দ্দিশ্যতে—"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি। নৈষ দোষঃ, পুচ্ছবৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা পরায়ণমেকনীড়ং—লৌকিকস্যানন্দজাতস্য ব্রহ্মানন্দ ইত্যেতদনেন বিবক্ষ্যতে, নাবয়বত্বম্, "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অপি চ, আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে প্রিয়াদ্যবয়বত্বেন সবিশেষং ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যম্; নির্ব্বিশেষন্তু ব্রহ্ম বাক্যশেষে শ্রূয়তে, বাঙ্মনসয়োরগোচরত্বাভিধানাৎ—

উপপন্নতরং ভবতি। আনন্দময়স্য চান্তরত্বমন্নময়াদিকোশাপেক্ষয়া। ব্রহ্মণস্ত্বান্তরত্বমানন্দময়াদ্ অর্ব্বাদ্গম্যত ইতি ন শ্রুত্যোক্তম্।

এবঞ্চান্নময়াদিবদানন্দময়স্য প্রিয়াদ্যবয়বযোগো যুক্তঃ। বাঙ্মনসাগোচরে তু পরব্রহ্মণ্যুপাধিমন্তর্ভাব্য প্রিয়াদ্যবয়বযোগঃ প্রাচুর্য্যঞ্চ ক্লেশেন ব্যাখ্যায়েয়াতাম্।

যাইতেছে, পুচ্ছবাক্যস্থ ব্রহ্মই পরব্রহ্ম ও স্বপ্রধান। [ন চা···সিদ্ধত্বাৎ] ভাবরূপে জানা ও অভাবরূপে জানা, এরূপ কথা নিরবয়ব শুদ্ধ ব্রহ্ম ব্যতীত প্রিয়মোদাদি-বিশিষ্ট আত্মায় সঙ্গত হয় না। তাহার হেতু এই যে, আনন্দময় আত্মা সর্ব্বলোক-বিদিত। যাহা সর্ব্বলোকবিদিত, তাহাতে আবার ভাবাভাব বা সৎ অসৎ আশঙ্কা হইবে কেন ?

[কথং···দোষঃ] তবে এরূপ বলিতে পার যে, স্বপ্রধান পরব্রহ্ম আনন্দময়ের পুচ্ছ বলিয়া উক্ত হইল কেন ? ইহাতে আমি বলি, ঐরূপ বলা দোষ নহে। কেন-না, [পুচ্ছবৎ...বত্বম্] এখানে পুচ্ছশব্দ অবয়ববোধক নহে। উহা আধার মাত্রের বোধক। (পক্ষিপুচ্ছ যেমন তাহাদের স্থিতিহেতু আধার, ব্রহ্মও তেমনি আনন্দময় আত্মার স্থিতিসাধন আধার)। অপিচ, প্রতিষ্ঠা শব্দও অধিষ্ঠান মাত্রের বোধক। অতএব, লৌকিক আনন্দের পুচ্ছ ও আধার ব্রহ্মানন্দ এবং ব্রহ্মই জগতের প্রতিষ্ঠা বা লোকের অধিষ্ঠান, এতন্মাত্র তাৎপর্য্যে পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা এই শব্দ কথিত হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রুতিও আছে। যথা—[এত···ন্তরাৎ] "জীব সকল এই ব্রহ্মানন্দের লেশ বা কণামাত্র পাইয়া জীবিত থাকে ও আনন্দিত হয়।" [অপি···ইতি] আরও দেখুন, আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিতে হইলে অবয়ব-

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি"।

অপি চ, আনন্দপ্রচুর ইত্যুক্তে দুঃখাস্তিত্বমপি গম্যতে, প্রাচুর্য্যস্য লোকে প্রতিযোগ্যল্পত্বাপেক্ষত্বাৎ। তথা চ সতি, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা" ইতি ভূম্নি ব্রহ্মণি তদ্ব্যতিরিক্তাভাবশ্রুতিরুপরুধ্যেত। প্রতিশরীরঞ্চ প্রিয়াদিভেদাদানন্দময়স্যাপি ভিন্নত্বম্। ব্রহ্ম তু ন প্রতিশরীরং ভিদ্যতে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যানন্ত্যশ্রুতেঃ, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ।

তথা চ মান্ত্রবর্ণিকস্য ব্রহ্মণ এব "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধানস্যাভিধানাৎ তস্যৈবাধিকারো নানন্দময়স্যেতি। 'সোঽকাময়ত' ইত্যাদ্যা অপি শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ, নানন্দময়বিষয়াঃ ইত্যর্থসংক্ষেপঃ। সুগমমন্যৎ॥

সম্বন্ধহেতু সবিশেষ (সগুণ) ব্রহ্মই বলিতে হইবে। কিন্তু আনন্দময়-বাক্যের শেষে নির্ব্বিশেষ (নির্গুণ) ব্রহ্ম অভিহিত আছে। যথা—"বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, তিনিই সেই আনন্দ ব্রহ্ম।" (১) "যে আনন্দব্রহ্ম জানে, সে কিছু হইতেই ভয় প্রাপ্ত হয় না।" (২) [অপি…পেক্ষত্বাৎ] আরও এক কথা বিবেচনা কর। আনন্দময় বা আনন্দপ্রচুর বলাতেই যৎকিঞ্চিৎ দুঃখ থাকাও বলা হইয়াছে। কেন-না, প্রতিযোগী আনন্দকে লক্ষ্য করিয়াই প্রচুর শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। [তথা চ…রুধ্যেত] অল্প দুঃখ থাকা স্বীকার করিতে গেলে, "যাঁহাতে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ভেদ-বুদ্ধি নাই, স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, তিনিই, ব্রহ্ম" ইত্যাদিবিধ অদ্বৈতশ্রুতি ও নির্দুঃখ শ্রুতি বাধিত (মিথ্যা) হইয়া যায়, (ইহাও এক দোষ)। [প্রতি…শ্রুত্যন্তরাৎ] আরও দেখুন—প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, এ সকল প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং তদনুসারে আনন্দময়ও প্রতিশরীরে ভিন্ন ; কিন্তু ব্রহ্ম প্রতিশরীরে ভিন্ন নহেন, তিনি সকল শরীরে এক। এ সিদ্ধান্ত অন্যান্য শ্রুতিতেও লব্ধ হয়। যথা—"ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, ও অনন্ত অর্থাৎ অসীম বা সর্ব্বব্যাপক।" "সর্ব্বব্যাপী এক দেব সকল ভূতে অন্তরাত্মরূপে স্থিত আছেন।"

---

(১) বিশেষ বা গুণ না থাকাতেই বাক্য তাঁহাকে গ্রহণ (ব্যক্ত) করিতে পারে না, মনও তাহাকে স্ববৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না।

(২) দ্বৈতজ্ঞানের অভাবহেতু ভয়, ভেতব্য ও ভয়কর্ত্তার অভাব হয়। কাজেই কিছু হইতে ভয় থাকে না।

ন চানন্দময়াভ্যাসঃ শ্রূয়তে। প্রাতিপদিকার্থমাত্রমেব হি সর্ব্বত্রাভ্যস্যতে—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী-ভবতি, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ", "এষ হ্যেবানন্দয়াতি", "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি", "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি, "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ইতি চ। যদি চানন্দময়শব্দস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বং নিশ্চিতং ভবেৎ, তত উত্তরেষ্বানন্দমাত্রপ্রয়োগেষ্বপ্যানন্দময়াভ্যাসঃ কল্প্যেত, ন ত্বানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বমস্তি, প্রিয়শিরস্ত্বাদিভির্হেতুভি-রিত্যবোচাম। তস্মাৎ শ্রুত্যন্তরে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যানন্দপ্রাতিপদিকস্য ব্রহ্মণি প্রয়োগদর্শনাৎ, "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাদিব্রহ্মবিষয়ঃ প্রয়োগঃ, ন ত্বানন্দময়াভ্যাস ইত্যবগন্তব্যম্।

যত্ত্বয়ং ময়ড়ন্তস্যৈবানন্দশব্দস্যাভ্যাসঃ—"এতমানন্দময়মাত্মান-

---

[ন চ…ইতি চ] আনন্দময় শুদ্ধ ব্রহ্ম নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা উল্লেখ) না করিয়া আনন্দমাত্রের অভ্যাস করিয়াছেন। যথা—"তিনিই রস। জীব সেই রস লাভ করিয়া আনন্দিত হয়।" "যদি সেই আকাশ অর্থাৎ আকাশবৎ পূর্ণ নিরবয়ব আনন্দ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তাহা হইলে কে-ই বা জীবিত থাকিত, কে-ই বা প্রাণকার্য্য করিত।" "এই আনন্দই (ব্রহ্মই) জীবকে আনন্দ দান করেন।" "সেই এই আনন্দই (ব্রহ্মই) আনন্দের মীমাংসা অর্থাৎ তারতম্যবিশ্রান্তিস্থান।" "যিনি ব্রহ্মরূপ আনন্দ জানেন, তিনি ভয়বর্জ্জিত হন।" "ভৃগু জানিয়াছিলেন, আনন্দই ব্রহ্ম।" ইত্যাদি। [যদি…বোচাম], যদি আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হইত, তাহা হইলে না হয়, আনন্দ-মাত্রের অভ্যাসকে (পুনঃ পুনঃ উল্লেখকে) আনন্দময়াভ্যাস বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতে। কিন্তু "প্রিয়ই তাহার মস্তক" ইত্যাদিবিধ অবয়ব সম্বন্ধ থাকায় আনন্দ-ময়ের অব্রহ্মত্বই নিশ্চিত আছে। ইহা যেরূপে নিশ্চিত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। [তস্মা…গন্তব্যম্] এই সকল হেতুতে এবং "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্ম বিষয়ে আনন্দ-শব্দের প্রয়োগ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য শ্রুতিতেও আনন্দ-ব্রহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছে, আনন্দময় অভ্যস্ত হয় নাই।

[যত্ত্বয়ং…পতিতত্বাৎ] যদিও "আনন্দময়মাত্মানং" শ্রুতিতে আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনরুচ্চারণ) দৃষ্ট হয়, তথাপি, অন্নময়াদির মধ্যে উহা পঠিত

মুপসংক্রামতি" ইতি, ন তস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্তি। বিকারাত্মনামেবান্নময়াদীনামনাত্মনামুপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহে পঠিতত্বাৎ। নন্বানন্দময়স্যোপসংক্রমিতব্যস্য অন্নময়াদিবদব্রহ্মত্বে সতি, নৈব বিদুষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ ফলং নির্দ্দিষ্টং ভবেৎ। নৈষ দোষঃ। আনন্দময়োপসংক্রমণনির্দ্দেশেনৈব বিদুষঃ পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাভূত-ব্রহ্মপ্রাপ্তেঃ ফলস্য নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, "তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি, যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিনা চ প্রপঞ্চ্যমানত্বাৎ। যা তু আনন্দময়সন্নিধানে "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতীয়ং শ্রুতিরুদাহৃতা, সা "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যনেন সন্নিহিততরেণ ব্রহ্মণা সম্বধ্যমানা নানন্দময়স্য ব্রহ্মতাং প্রতিবোধয়তি। তদপেক্ষত্বাচ্চোত্তরস্য বাক্যসন্দর্ভস্য "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদের্নানন্দময়বিষয়তা। ননু "সোঽকাময়ত" ইতি ব্রহ্মণি পুংলিঙ্গনির্দ্দেশো

হওয়ায় অন্নময়াদির ন্যায় আনন্দময়েরও শুদ্ধব্রহ্মবোধকতা নিবারিত হইয়াছে। [নন্বানন্দ…মানত্বাৎ] যদি বল, আনন্দময়কে অন্নময়াদির ন্যায় অব্রহ্ম বলিলে "আনন্দময়ম্ উপসংক্রামতি" এ বাক্যের দ্বারা জ্ঞানীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি ফল বলা সিদ্ধ হয় না; না, সে দোষ হয় না, অর্থাৎ আনন্দময়কে অন্নময়াদির ন্যায় অব্রহ্ম বলিলেও প্রাপ্তিবাচক উপসংক্রম-শব্দের দ্বারা ঐ দোষ বা ঐ আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে, অর্থাৎ আনন্দময়ের প্রাপ্তি হয়, এই কথা বলাতেই পুচ্ছপ্রতিষ্ঠাভূত ব্রহ্মের (শুদ্ধব্রহ্মের) প্রাপ্তিরূপ ফল বলা হইয়াছে। (১) এ সিদ্ধান্ত তৎপরবর্ত্তী "বাক্য যাহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়" এই শ্লোকের দ্বারা বিস্পষ্ট হইয়াছে। [যাতু…বিষয়তা] আনন্দময় বাক্যের নিকটে "তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব—জন্মিব" এইরূপ বাক্য আছে সত্য; কিন্তু "ব্রহ্ম পুচ্ছং" বাক্য তদপেক্ষাও নিকটে আছে; সুতরাং শুদ্ধব্রহ্মের সহিত আনন্দময়ের নিকট সম্বন্ধ না থাকায় আনন্দময়ের শুদ্ধব্রহ্মবোধকতা নাই। তৎপরবর্ত্তী "তিনিই রস" ইত্যাদি গ্রন্থও তৎসাপেক্ষ বলিয়া আনন্দময়বোধক নহে। পরন্তু শুদ্ধব্রহ্মবোধক। [ননু…প্রকৃতত্বাৎ] যদি বল, ব্রহ্মে "রসো বৈ সঃ" এতদ্রূপ পুংলিঙ্গনির্দ্দেশ উপপন্ন হয় না। ইহাতে আমরা বলিব, পুংলিঙ্গ প্রয়োগ

---

(১) অভিপ্রায় এই যে, বিশিষ্ট প্রাপ্তিতে বিশেষণের প্রাপ্তিও আপনা হইতেই ঘটে এবং জ্ঞানের দ্বারা কোনরূপ বিশেষণ ও উপলক্ষণ তিরোহিত হইলে আপনা হইতেই তদুপলক্ষিত শুদ্ধব্রহ্মলাভ হওয়া সিদ্ধ হয়, সুতরাং উক্ত প্রকার বাক্যও সঙ্গত হয়।

নোপপদ্যতে। নায়ং দোষঃ, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যত্র পুংলিঙ্গেনাপ্যাত্মশব্দেন ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ। যা তু ভার্গবী বারুণী বিদ্যা "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ইতি, তস্যাং ময়ড়শ্রবণাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যশ্রবণাচ্চ যুক্তমানন্দস্য ব্রহ্মত্বম্। তস্মাদণুমাত্রমপি বিশেষমনাশ্রিত্য ন স্বত এব প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মণ উপপদ্যতে। ন চেহ সবিশেষং ব্রহ্ম প্রতিপিপাদয়িষিতম্, বাঙ্মনসগোচরাতিক্রমশ্রুতেঃ। তস্মাদন্নময়াদিম্বিবানন্দময়েঽপি বিকারার্থএব ময়ট্ বিজ্ঞেয়ঃ, ন প্রাচুর্য্যার্থঃ।

সূত্রাণি ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ানি—"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যত্র কিমানন্দময়স্যাবয়বত্বেন ব্রহ্ম বিবক্ষ্যতে? উত স্বপ্রধানত্বেন? ইতি। পুচ্ছশব্দাদবয়বত্বেনেতি প্রাপ্ত উচ্যতে,—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"। "আনন্দময় আত্মা" ইত্যত্র "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে, অভ্যাসাৎ—"অসন্নেব স

"সূত্রাণি ত্বেবং ব্যাখ্যেয়ানি" ইতি। বেদসূত্রয়োর্ব্বিরোধে "গুণে ত্বন্যায্যকল্পনা" ইতি সূত্রাণ্যন্যথা নেতব্যানি। আনন্দময়শব্দেন তদ্বাক্যস্থ-ব্রহ্মপুচ্ছপ্রতিষ্ঠেত্যেতদ্গতং ব্রহ্মপদমুপলক্ষ্যতে। এতদুক্তং ভবতি—'আনন্দময়' ইত্যাদিবাক্যে যৎ "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি ব্রহ্মপদং, তৎ স্বপ্রধানমেবেতি। যত্তু ব্রহ্মাধিকরণমিতি বক্তব্যে, ব্রহ্ম পুচ্ছমিত্যাহ শ্রুতিঃ, তৎ কস্য হেতোঃ? পূর্ব্বমবয়বপ্রধানপ্রয়োগাৎ তৎপ্রয়োগস্যৈব বুদ্ধৌ সন্নিধানাৎ, তেনাপি চাধিকরণ-

ত্বম্য নহে। কেন-না, সেখানে, "সেই আত্মা হইতে এই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদিক্রমে পুংলিঙ্গ আত্মশব্দের দ্বারা ব্রহ্মোপদেশপ্রকরণ আরব্ধ হইয়াছে। [যা তু ··প্রাচুর্য্যার্থঃ] "ইহা ভৃগু-বিজ্ঞাত ও বরুণোপদিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান" এবং "আনন্দই ব্রহ্ম' ইত্যাদিস্থলে বিকারবাচী ময়ট্প্রত্যয় না থাকায় এবং "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক" ইত্যাদিপ্রকার অবয়ববোধক শব্দ না থাকায়, নিশ্চয় হইতেছে যে, আনন্দই মুখ্য বা শুদ্ধ ব্রহ্ম—আনন্দময় নহে। কোনরূপ বিশেষ (উপাধি) অবলম্বন ব্যতীত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে অবয়ব (প্রিয়ই তাঁহার শির ইত্যাদিপ্রকার) কল্পনা হইতেই পারে না। যদি বল, সবিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করাই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত; তাহা বলিতে পার না, আশঙ্কা করিতেও পার না। সে আশঙ্কা 'অবাঙ্মনসগোচর' শব্দের দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে। অতএব, আনন্দময়-শব্দটীও অন্নময়-শব্দের ন্যায় বিকারবোধক, প্রাচুর্য্যবোধক নহে।

ভবতি" ইত্যস্মিন্নিগমনশ্লোকে ব্রহ্মণ এব কেবলস্যাভ্যস্যমানত্বাৎ। "বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ"। বিকারশব্দোঽবয়বশব্দোঽভিপ্রেতঃ। পুচ্ছমিত্যবয়বশব্দাৎ ন স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণ ইতি যদুক্তং, তস্য পরিহারো বক্তব্যঃ। অত্রোচ্যতে, নায়ং দোষঃ, প্রাচুর্য্যাদপ্যবয়বশব্দোপপত্তেঃ। প্রাচুর্য্যং প্রায়াপত্তিঃ—অবয়বপ্রায়ে বচনমিত্যর্থঃ। অন্নময়াদীনাং হি শিরআদিষু পুচ্ছান্তেষ্ববয়বেষূক্তেষ্বানন্দময়স্যাপি শিরআদীন্যবয়বান্তরাণ্যুক্ত্বা অবয়ব-

---

লক্ষণোপপত্তেরিতি। 'মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে'। যৎ "সত্যং জ্ঞানম্" ইত্যাদিনা মন্ত্রবর্ণেন ব্রহ্মোক্তং, তদেবেতদুপায়ভূতেন ব্রাহ্মণেন স্বপ্রাধান্যেন গীয়তে। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি অবয়ববচনত্বে তু অস্য মন্ত্রে প্রাধান্যং ব্রাহ্মণে ত্বপ্রাধান্যমিতি—উপায়োপেয়য়োর্মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্ব্বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিতি। 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ'॥ অত্র ইতশ্চানন্দময় ইতি ভাষ্যস্য স্থানে ইতশ্চ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পঠিতব্যম্॥ 'ভেদব্যপদেশাচ্চ'।—অত্রাপি ইতশ্চানন্দময় ইত্যস্য আনন্দময়াধিকার ইত্যস্য

[সূত্রাণি···দ্রষ্টব্যানি] অতএব, ১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮ এই সূত্রগুলির পর পর এইরূপ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য। যথা—শ্রুতিতে অগ্রে আনন্দময় আত্মা, তৎপরে 'ব্রহ্মপুচ্ছং' এইরূপ উপদেশ থাকায় অবশ্য সংশয় হইতে পারে যে, উক্ত শ্রুতি ব্রহ্মকে আনন্দময়ের অবয়বস্বরূপে উপদেশ করিতেছে? অথবা শুদ্ধস্বপ্রধানব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছে? পরে পুচ্ছ-শব্দ দেখিয়া প্রথমতঃ মনে হয় যে, পুচ্ছ-শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম আনন্দময়ের অবয়বরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ প্রমাণলব্ধ অর্থ বা পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ার পর উহার সিদ্ধান্তের নিমিত্ত ১২শ সূত্র অবতারিত হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, যে হেতু স্বপ্রধান শুদ্ধ ব্রহ্ম বার বার অভিহিত হইয়াছে, সেই হেতু ঐ আনন্দময় স্বপ্রধান-শুদ্ধ বোধক। উদাহৃত তৈত্তিরীয় শ্রুতির উপসংহার শ্লোকে এবং অন্যান্য শ্রুতিতে কেবল (নির্ব্বিশেষ) বা (নিরুপাধিক) ব্রহ্মই অভ্যস্ত অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অভিহিত হইয়াছেন। অবয়ববোধক বিকারশব্দ (ময়ট্) ও পুচ্ছ শব্দ থাকায় স্বপ্রধান-শুদ্ধ-ব্রহ্ম বুঝিবার বাধা জন্মিতে পারে; সুতরাং সে বাধা নিবারণার্থ ১৩শ সূত্র লিখিত হইয়াছে। ১৩শ সূত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, বিকারবোধক অর্থাৎ অবয়ববাচক শব্দ থাকিলেও ঐ বাক্যের দ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্ম বুঝিবার বাধা হয় না। তাহার হেতু এই যে, প্রাচুর্য্যার্থেও ঐরূপ বিকার শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। হইলে সঙ্গত ভিন্ন অসঙ্গত হয় না। প্রাচুর্য্য অর্থ প্রায়াপত্তি অর্থাৎ প্রায়িকক্রমে বলা। প্রায়িক ক্রম এই যে, শ্রুতি অন্নময়াদি আত্মার মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত অবয়ব কল্পনা করিয়া, পরে, সেই ক্রমে আনন্দময় আত্মারও মস্তকাদি কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বুদ্ধিস্থ পুচ্ছ-

প্রায়াপত্ত্যা "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যাহ, নাবয়ববিবক্ষয়া। যৎকারণমভ্যাসাদিতি স্বপ্রধানত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতম্। "তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ॥" সর্ব্বস্য চ বিকারজাতস্য সানন্দময়স্য কারণত্বেন ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে—"ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ" ইতি। ন চ কারণং সদ্ ব্রহ্ম স্ববিকারস্যানন্দময়স্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যা অবয়ব উপপদ্যতে। অপরাণ্যপি সূত্রাণি যথাসম্ভবং পুচ্ছবাক্যনির্দ্দিষ্টস্যৈব ব্রহ্মণ উপপাদকানি দ্রষ্টব্যানি॥ ১।১।১৯॥

চ ভাষ্যস্থ স্থানে, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি চ, ব্রহ্মপুচ্ছাধিকার ইতি চ পঠিতব্যম্॥ 'কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা'॥ 'অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি'—ইত্যনয়োরপি সূত্রয়োর্ভাষ্যে আনন্দময়স্থানে, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পাঠো দ্রষ্টব্যঃ। 'তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ' বিকারস্যানন্দময়স্য ব্রহ্ম পুচ্ছম্ অবয়বশ্চেৎ, কথং সর্ব্বস্যাস্য বিকারজাতস্য সানন্দময়স্য ব্রহ্ম পুচ্ছং কারণমুচ্যেত—"ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ" ইতি শ্রুত্যা। ন হ্যানন্দময়বিকারাবয়বো ব্রহ্ম বিকারঃ সন্ সর্ব্বস্য কারণমুপপদ্যতে। তস্মাদানন্দময়বিকারাবয়বো ব্রহ্মেতি তদবয়বযোগ্যানন্দময়ো বিকার ইহ নোপাস্যত্বেন বিবক্ষিতঃ, কিন্তু স্বপ্রধানমিহ ব্রহ্ম পুচ্ছং জ্ঞেয়ত্বেনেতি সিদ্ধম্॥ ১।১।১৯॥

শব্দের উচ্চারণ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু অবয়ব-বস্তু লক্ষ্য করেন নাই। অতএব, ঐ পুচ্ছ-শব্দের আধার ভিন্ন অন্য কোনরূপ অর্থ বিবক্ষিত নহে, অর্থাৎ শ্রুতিতে পুচ্ছশব্দের অবয়ব অর্থ অবিবক্ষিত; আধারসামান্যরূপ অর্থই বিবক্ষিত। তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধব্রহ্ম আনন্দময়ের আধার। এ কথা এইজন্য বলিতেছি যে, শ্রুতিতে শুদ্ধব্রহ্মই অভ্যস্ত অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের পোষকতার জন্য ১৪শ সূত্রের সৃষ্টি। ১৪শ সূত্রের অর্থ এই যে, শ্রুতিতে ব্রহ্মই সমুদায় সবিকার পদার্থের কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন। প্রিয়াদিসংযোগ থাকায় আনন্দময়ও সবিকার; সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্ম আনন্দময়েরও (জীবের) কারণ। এই কারণতা "এ সমস্তই তিনি সৃজন করিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রদর্শিত আছে। সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম যে আনন্দময়ের অবয়ব (পুচ্ছ), এ কথা গৌণ কল্পনা ব্যতীত মুখ্য কল্পনায় উপপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ অন্যান্য সূত্রগুলিকে পুচ্ছবাক্যোক্ত শুদ্ধব্রহ্মের প্রতিপাদক বলিয়া স্থির কর (১)॥ ১।১।১৯॥

---

(১) অর্থাৎ ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯ এই পাঁচটী সূত্রও ঐ আনন্দময়বাক্যস্থ শুদ্ধ ব্রহ্মবোধকতার পোষক। সূত্রগুলির সংক্ষেপ অর্থ এইরূপ—"ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্ম হয়, এই মন্ত্রে যে ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিরূপ ফল অভিহিত হইয়াছে, যে ব্রহ্ম "সত্যং জ্ঞানমানন্দং"

[রত্নপ্রভা টীকা] অদৃশ্যে স্থূলপ্রপঞ্চশূন্যে, আত্মসম্বন্ধমাত্মাং লিঙ্গশরীরং, তদ্রহিতে, নিরুক্তং শব্দশক্যং, তদ্ভিন্নে, নিঃশেষলয়স্থানং নিলয়নং মায়া তচ্ছূন্যে, ব্রহ্মণি অভয়ং যথাস্যাত্তথা যদৈব প্রতিষ্ঠাং মনসঃ প্রকৃষ্টাং বৃত্তিং এষ বিদ্বান্ লভতে অথ তদৈব অভয়ং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। উৎ অপি, অরমল্পং, অল্পমপ্যন্তরং ভেদং যদৈবৈষ নরঃ পশ্যতি, অথ তদা তস্য ভয়মিতি যোজনা ইতি। বৃত্তিকারমতং দূষয়তি "ইদন্ত্ব" ইতি। ইহ পরব্যাখ্যায়াং, বিকারার্থকে ময়টি বুদ্ধিস্থে সতি অকস্মাৎ কারণং বিনা, একপ্রকরণস্থস্য ময়টঃ, পূর্ব্বং বিকারার্থকত্বং অন্তে প্রাচুর্য্যার্থকত্বং ইত্যর্দ্ধজরতীয়ং কথমিব কেন দৃষ্টান্তেন আশ্রীয়ত ইতি বক্তব্যমিত্যন্বয়ঃ। প্রশ্নং মত্বাশঙ্কতে "মাস্ত্রে"তি। স্ফুটমুত্তরম্। কিমান্তর ইতি ন শ্রূয়তে কিংবা বস্তুতোঽপ্যান্তরং ব্রহ্ম ন শ্রূয়ত ইতি বিকল্প্য আদ্যমঙ্গীকরোতি "অত্রোচ্যতে যদ্যপি" ইতি। বিকারপ্রায়পাঠানুগৃহীতময়ট্শ্রুতেঃ সাবয়বত্বলিঙ্গাচ্চেত্যাহ—"তথাপি"ইতি। ইষ্টার্থস্য দৃষ্ট্যা জাতং সুখং প্রিয়ং, স্মৃত্যা মোদঃ, স চাভ্যাসাৎ প্রকৃষ্টঃ প্রমোদঃ, আনন্দস্য কারণং বিম্বচৈতন্যমাত্মা, শিরঃপুচ্ছয়োর্ম্মধ্যকায়ঃ ব্রহ্ম শুদ্ধমিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—"তত্র যদি" ইতি। যন্মন্ত্রে প্রকৃতং গুহানিহিতত্বেন সর্ব্বান্তরং ব্রহ্ম, তদিহ পুচ্ছবাক্যে ব্রহ্মশব্দাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তস্যৈব বিজ্ঞাপনেচ্ছয়া পঞ্চকোষরূপা গুহা প্রপঞ্চিতা, তত্র তাৎপর্য্যং নাস্তীতি বক্তুং কল্প্যন্ত ইত্যুক্তম্। এবং পুচ্ছবাক্যে প্রকৃত স্ব প্রধানব্রহ্মপরে সতি ন প্রকৃতহান্যাদিদোষ ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ প্রধানত্বং পুচ্ছশ্রুতিবিরুদ্ধমিতি শঙ্কতে—"নন্বু" ইতি। অত্র ব্রহ্মশব্দাৎ প্রকৃতস্বপ্রধান ব্রহ্মপ্রত্যভিজ্ঞানে সতি পুচ্ছশব্দবিরোধপ্রাপ্তাবেকস্মিন্ বাক্যে প্রথমচরমশ্রুতশব্দয়োরাত্তস্যানুপসঞ্জাতবিরোধিনো বলীয়স্ত্বাৎ পুচ্ছশব্দেন প্রাপ্তগুণত্বস্য বাধ ইতি মত্বাহ—"প্রকৃতত্বাৎ" ইতি। প্রকরণস্যান্যথাসিদ্ধিমাহ—"নন্বু" ইতি। একস্যৈব গুণত্বং প্রধানত্বঞ্চ বিরুদ্ধমিত্যাহ—"অত্রোচ্যতে" ইতি। তত্র বিরোধনিরাসায় অন্যতরস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্মস্বীকারে পুচ্ছবাক্যে ব্রহ্ম স্বীকার্য্যমিত্যাহ—"অন্যতর" ইতি। বাক্যশেষাচ্চৈবমিত্যাহ—"অপি চ" ইতি। তৎ তত্র ব্রহ্মণি শ্লোকোঽপীত্যর্থঃ। পুচ্ছশব্দস্য গতিং পৃচ্ছতি—"কথং পুনঃ" ইতি। স্বয়াপি পুচ্ছশব্দস্য মুখ্যার্থো বক্তুমশক্যঃ ব্রহ্মণ আনন্দময়লাঙ্গূলত্বাভাবাৎ পুচ্ছদৃষ্টিলক্ষণায়াঙ্কা-

---

ইত্যাদিমন্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মই অর্থাৎ সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ঐ আনন্দময় বাক্যে গীত হইয়াছেন। (১৫) জীবের সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব উপপন্ন হয় না; সুতরাং আনন্দময়বাক্যের প্রতিপাদ্য ইতর অর্থাৎ জীব, এ সিদ্ধান্তও উপপন্ন হয় না। (১৬) "আনন্দময় (জীব) ব্রহ্মরস লাভে আনন্দিত হন" এই বাক্যে আনন্দময়ের ও ব্রহ্মের ভেদনির্দ্দেশ থাকাতে আনন্দময়কে সর্ব্বস্রষ্টা বলিতে পার না। (১৭) কামশব্দের অর্থ আনন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীতে আনন্দে ব্রহ্মদৃষ্টি করিবার উপদেশ থাকায় আনন্দময়ের ব্রহ্মত্বানুমানের অপেক্ষা নাই। অথবা শ্রুতিতে কামনাপূর্ব্বক সৃষ্ট হওয়ার কথা থাকায় অনুমানগম্য প্রকৃত্যাদিই জগৎ কারণ? কি ব্রহ্ম জগৎ কারণ? তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। (১৮) শাস্ত্র যখন আনন্দময় ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্ম লাভ (ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ) হওয়ার উপদেশ করিয়াছেন, তখন, প্রোক্ত আনন্দময় শুদ্ধব্রহ্ম ভিন্ন সোপাধিক ব্রহ্ম নহেন। হেতু এই যে, শুদ্ধব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সগুণব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি লাভ হয় না। (১৯)

ধারলক্ষণা যুক্তা, প্রতিষ্ঠাপদযোগাৎ, ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যার্থলাভাচ্চ। ত্বৎপক্ষে ব্রহ্মপদস্যাপ্যবয়বলক্ষকত্বাদিত্যাহ।—"নৈষ দোষঃ" ইতি। পুচ্ছমিত্যাধারত্বমাত্রমুক্তং, প্রতিষ্ঠা ইত্যেকনীড়ত্বং, একং মুখ্যং নীড়ম্ অধিষ্ঠানং সোপাদানস্য জগত ইত্যর্থঃ। নমু বৃত্তিকারৈরপি তৈত্তিরীয়বাক্যং ব্রহ্মণি সমন্বিতং দৃষ্টং, তত্র কিমুদাহরণভেদেন, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"অপিচ" ইতি। যত্র সবিশেষত্বং, তত্র বাঙ্মনসগোচরত্বমিতি ব্যাপ্তেরত্র ব্যাপকাভাবোক্ত্যা নির্ব্বিশেষমুচ্যত ইত্যাহ—"নির্ব্বিশেষম্" ইতি। নিবর্ত্তন্তে অশক্তা ইত্যর্থঃ। সবিশেষস্য মৃষাত্বাদভয়মিত্যযুক্তম্। অতো নির্ব্বিশেষজ্ঞানার্থং পুচ্ছবাক্যমেবোদাহরণমিতি ভাবঃ। প্রাচুর্য্যার্থকময়টা সবিশেষোক্তৌ নির্ব্বিশেষশ্রুতিবাধ উক্তঃ। দোষান্তরমাহ—"অপিচ" ইতি। প্রত্যয়ার্থত্বেন প্রধানস্য প্রাচুর্য্যস্য প্রকৃত্যর্থো বিশেষণং, বিশেষণস্য যঃ প্রতিযোগী বিরোধীতি তস্যাঽল্পত্বমপেক্ষতে, যথা বিপ্রময়ো গ্রাম ইতি শূদ্রাল্পত্বম্। অস্তু কো দোষস্তত্রাহ—"তথাচ" ইতি। প্রকৃত্যর্থ প্রাধান্যে ত্বয়ং দেষো নাস্তি। প্রচুরপ্রকাশঃ সবিতা ইত্যত্র তমসোঽল্পস্যাপ্যভানাৎ। পরন্ত্বানন্দময়পদস্য প্রচুরানন্দে লক্ষণাদোষঃ স্যাদিতি মন্তব্যম্। কিঞ্চ, ভিন্নত্বাৎ ঘটবন্ন ব্রহ্মতা ইত্যাহ—"প্রতিশরীর"ম্ ইতি। ননু অভ্যস্যমানানন্দপদং লক্ষণয়ানন্দময়পরং ইত্যভ্যাসসিদ্ধিরিত্যত আহ—"যদি চ" ইতি। আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে নির্ণীতে সতি আনন্দপদস্য তৎপরত্বজ্ঞানাদভ্যাসিদ্ধিঃ; তৎসিদ্ধৌ তন্নির্ণয় ইতি পরস্পরাশ্রয় ইতি ভাবঃ। অয়মভ্যাসঃ পুচ্ছব্রহ্মণ ইত্যাহ—"তস্মা" দিতি। উপসংক্রমণং বাধঃ। ননু স এবম্বিদিতি ব্রহ্মবিদং প্রক্রম্য উপসংক্রমণবাক্যেন ফলং নির্দ্দিশ্যতে, তৎ তস্যাব্রহ্মত্বে ন সিধ্যতীতি শঙ্কতে "ননু" ইতি। উপসংক্রমণং প্রাপ্তিরিত্যঙ্গীকৃত্য বিশিষ্টপ্রাপ্ত্যুক্ত্যা বিশেষণপ্রাপ্তিফলমুক্তমিত্যাহ "নৈষ" ইতি। জ্ঞানেনাকাশানাং বাধস্তদিতি সিদ্ধান্তে বাধাবধিপ্রত্যগানন্দলাভোঽর্থাদুক্ত উভয়শ্লোকেন স্ফুটীকৃত ইত্যাহ—"তদপী"তি। তদপেক্ষত্বাদিতি কাময়িতৃপুচ্ছব্রহ্মবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ। যদুক্তং পঞ্চমস্থানস্থত্বাদানন্দময়ে ব্রহ্মবল্লী সমাপ্তা ভৃগুবল্লীবদিতি। তত্রাহ—"যাতু" ইতি। ময়ট্শ্রুত্যা সাবয়বত্বাদিলিঙ্গেন চ স্থানং বাধ্যমিতি ভাবঃ। গোচরাতিক্রমো গোচরত্বাভাবঃ। বেদসূত্রয়োর্ব্বিরোধে গুণে ত্বন্যায্যকল্পনেতি সূত্রাণ্যন্যথা নেতব্যানীত্যাহ—"সূত্রাণী"তি। পূর্ব্বমীক্ষতেঃ সংশয়াভাবাদিতি যুক্ত্যা গৌণঃ প্রায়পাঠো ন নিশ্চায়ক ইত্যুক্তম্। তর্হি অত্র পুচ্ছপদস্যাধারাবয়বয়োর্লক্ষণাসাম্যাৎ সংশয়োঽস্তীত্যবয়বপ্রায়পাঠো নিশ্চায়ক ইতি পূর্ব্বাধিকরণসিদ্ধান্তযুক্ত্যাভাবেন পূর্ব্বপক্ষয়তি "পুচ্ছশব্দাৎ" ইতি। তথাচ প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিঃ। পূর্ব্বপক্ষে সগুণোপাস্তিঃ, সিদ্ধান্তে নির্গুণপ্রমিতিঃ ফলম্। বেদান্তবাক্যসমন্বয়োক্তেঃ শ্রুত্যাদিসঙ্গতয়ঃ স্ফুটা এব। সূত্রস্থানন্দময়পদেন তদ্বাক্যস্থং ব্রহ্মপদং লক্ষ্যতে। বিক্রীয়তেঽনেনেতি বিকারোঽবয়বঃ, প্রায়াপত্তিরিতি অবয়বক্রমস্য বৃদ্ধৌ প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। অত্র হি প্রকৃতস্য ব্রহ্মণো জ্ঞানার্থং শেষাঃ পক্ষিত্বেন কল্প্যন্তে, নাত্র তাৎপর্য্যমস্তি। তত্রানন্দময়স্যাপি অবয়বান্তরোক্ত্যনন্তরং কস্মিংশ্চিৎ পুচ্ছে বক্তব্যে প্রকৃতং ব্রহ্ম পুচ্ছপদেনোক্তম্, তস্যানন্দময়াধারত্বেনাবশ্যং বক্তব্যত্বাদিত্যর্থঃ। "তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ"। তস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকার্য্যহেতুত্বব্যপদেশাৎ প্রিয়াদিবিশিষ্টত্বাকারেণানন্দময়স্য জীবস্য

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ১।১।২০॥*

ইদমাম্নায়তে—"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্যোদিতি নাম, স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ। উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো

কার্য্যত্বাৎ তৎপ্রতি শেষত্বং ব্রহ্মণো ন যুক্তমিত্যর্থঃ। "মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে" ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি যস্য জ্ঞানান্মুক্তিরুক্তা, যৎ সত্যং জ্ঞানমিতি মন্ত্রোক্তং ব্রহ্ম, তদত্রৈব পুচ্ছবাক্যে গীয়তে ব্রহ্মপদসংযোগাৎ, নানন্দময়বাক্য ইত্যর্থঃ। "নেতরোঽনুপপত্তেঃ"—ইতর আনন্দময়ো জীবোঽত্র ন প্রতিপাদ্যঃ, সর্ব্বস্রষ্টৃত্বাদ্যনুপপত্তেরিত্যর্থঃ। "ভেদব্যপদেশাচ্চ"—অয়মানন্দময়ো ব্রহ্মরসং লব্ধ্বা আনন্দীভবতীতি ভেদোক্তেশ্চ তস্যাপ্রতিপাদ্যতেত্যর্থঃ। আনন্দময়ো ব্রহ্ম তৈত্তিরীয়কপঞ্চমস্থানস্থত্বাৎ ভৃগুবল্লীস্থানন্দবদিত্যাশঙ্ক্যাহ—"কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা॥"—কাম্যত ইতি কাম আনন্দঃ। তস্য ভৃগুবল্ল্যাং পঞ্চমস্য ব্রহ্মত্বদৃষ্টেরানন্দময়স্যাপি ব্রহ্মত্বানুমানাপেক্ষা ন কার্য্যা, বিকারার্থকময়ড় বিরোধাদিত্যর্থঃ। ভেদব্যপদেশশ্চেৎ সগুণব্রহ্মাত্র ভেদ্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—"অস্মিন্ অস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি।" গুহানিহিতত্বেন প্রতীচি স একইত্যুপসংহৃতে পুচ্ছবাক্যোক্তে ব্রহ্মণি অহমেব পরং ব্রহ্মেতি প্রবোধবৎ আনন্দময়স্য যদাহীতি শাস্ত্রে ব্রহ্মভাবং শাস্তি, অতো নির্গুণব্রহ্মৈক্যজ্ঞানার্থং জীবভেদানুবাদ ইত্যভিপ্রেত্যাহ—"অপরাণ্যপী"তি। (১৯ সূত্রস্য রত্নপ্রভা টীকা)—

পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে অপাস্তসমস্তবিশেষ-ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থমুপায়তামাত্রেণ পঞ্চ কোষা উপাধয়ঃ স্থিতাঃ, ন তু বিবক্ষিতাঃ। ব্রহ্মৈব তু প্রধানং—"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি জ্ঞেয়ত্বেনোপক্ষিপ্তমিতি নির্ণীতম্। সম্প্রতি তু ব্রহ্ম বিবক্ষিতো-

[ইদমাম্না...ইত্যাদি] ছান্দোগ্য উপনিষদে অভিহিত হইয়াছে, "আদিত্যমণ্ডলে, তাহার অভ্যন্তরে, উপাসকগণকর্ত্তৃক হিরণ্ময় (জ্যোতির্ম্ময়) পুরুষ (পূর্ণ হইলেও মূর্ত্তিমান্—মূর্ত্তিপরিচ্ছিন্ন) দৃষ্ট হন—উপাসিত হন। সেই হিরণ্ময় পুরুষের শ্মশ্রু হিরণ্ময়, কেশও হিরণ্ময়, অধিক কি, তাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত সমস্তই হিরণ্ময়। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় মর্কটের পুচ্ছমূলগত-বর্ণের অনুরূপ পুণ্ডরীকসদৃশ অর্থাৎ সদ্যোবিকাশিত রক্তোৎপল-তুল্য। তাঁহার নাম "উৎ"। তিনি সমুদায় পাপ

* অন্তঃ মধ্যে য উপাস্যত্বেনোপদিশ্যতে, স পরমাত্মৈব, নান্যঃ। কুতঃ? তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ তস্য পরমাত্মনোধর্ম্মঃ লক্ষণং সার্ব্বাত্ম্যাপহতপাপ্মত্বাদিস্তস্যোপদেশাৎ তত্রৈব কথনাদিতি সূত্রা-

য এবং বেদেত্যধিদৈবতম্” “অথাধ্যাত্মম্—অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে” ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিং বিদ্যাকর্ম্মাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎকর্ষঃ কশ্চিৎ সংসারী সূর্য্যমণ্ডলে চক্ষুষি চোপাস্যত্বেন শ্রূয়তে? কিংবা নিত্যসিদ্ধঃ পরমেশ্বরঃ? ইতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? সংসারীতি। কুতঃ? রূপবত্ত্বশ্রবণাৎ। আদিত্যপুরুষে তাবৎ হিরণ্যশ্মশ্রুরিত্যাদি রূপমুদাহৃতম্। অক্ষিপুরুষেঽপি তদেবাতিদেশেন প্রাপ্যতে, “তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপম্” ইতি। ন চ পরমেশ্বরস্য রূপবত্ত্বং যুক্তম্, “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্” ইতিশ্রুতেঃ। আধারশ্রবণাচ্চ—“য এষোঽন্তরাদিত্যে, য এষোঽন্তরক্ষিণি”ইতি। ন

পাধিভেদমুপাস্যত্বেনোপক্ষিপ্যতে, ন তু বিদ্যাকর্ম্মাতিশয়লব্ধোৎকর্ষো জীবাত্মা আদিত্যপদবেদনীয় ইতি নির্ণীয়তে। তত্র—

“মর্য্যাদাধাররূপাণি সংসারিণি পরে ন তু।
তস্মাদুপাস্যঃ সংসারী কর্ম্মানধিকৃতো রবিঃ॥”

“হিরণ্যশ্মশ্রুঃ” ইত্যাদিরূপশ্রবণাৎ ‘য এষোঽন্তরাদিত্যে য এষোঽন্তরক্ষণি’

হইতে উদিত অর্থাৎ উন্মুক্ত বলিয়া “উৎ”। যে উপাসক ইহা জানে, সে নিজেও সর্ব্ব পাপ হইতে উদিত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বপাপবিমুক্ত হয়। আদিত্য দেবতাকে অধিকার করিয়া এই অধিদৈব উপাসনা বলা হইল, এক্ষণে এই দেহ অধিকার করিয়া উহারই অধ্যাত্ম উপাসনা বলিতেছেন। এই নেত্রে, নেত্রের অভ্যন্তরে, যে পুরুষ উপাসক-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, উপাসিত হন,—ইত্যাদি।” [তত্র··· পরমেশ্বরঃ] এস্থলে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, শ্রুতি কি কোন এক উৎকৃষ্ট জীবকে সূর্য্যমণ্ডলে ও নেত্র-প্রতীকে উপাসনা করিতে বলিতেছেন? অথবা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে বলিতেছেন? [কিং···শ্রবণাৎ] প্রথমে ইহাই পাওয়া যায় অর্থাৎ বুঝা যায় যে, ঐ উপাস্য পুরুষ পরমেশ্বর নহে, জীব। কেন-না, উহার রূপ আছে। [আদিত্য···রূপমিতি] শ্রুতি “হিরণ্যশ্মশ্রু” ইত্যাদি প্রকার কথার দ্বারা আদিত্য পুরুষের রূপ বা মূর্ত্তি বলিয়াছেন এবং অক্ষিপুরুষেরও “আদিত্য-পুরুষের যদ্রূপ রূপ, অক্ষিপুরুষেরও তদ্রূপ রূপ” এই অতিদেশবাক্যের দ্বারা রূপ থাকা ব্যক্ত করিয়াছেন। [নচ···শ্রুতেঃ] পরমে-

---

অক্ষরার্থঃ।—ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে, যিনি আদিত্যাদির অন্তরে উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি পরমাত্মা অর্থাৎ তাহা পরমাত্মার উপাসনা। তৎপ্রতি হেতু এই যে, ঐখানেই পাপপ্রমুক্ততা প্রভৃতি পরমাত্মার লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

হ্যনাধারস্য স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্য সর্ব্বব্যাপিনঃ পরমেশ্বরস্যাধার উপদিশ্যেত, "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নি" ইতি, "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইতি চ শ্রুতী ভবতঃ। ঐশ্বর্য্য-মর্য্যাদাশ্রুতেশ্চ, "স এষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ" ইত্যাদিত্যপুরুষস্যৈশ্বর্য্যমর্য্যাদা, "স এষ যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চ" ইত্যক্ষি-পুরুষস্য। ন চ পরমেশ্বরস্য মর্য্যাদাবদৈশ্বর্য্যং যুক্তম্। "এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানাম-সম্ভেদায়" ইত্যবিশেষশ্রুতেঃ। তস্মাৎ নাক্ষ্যাদিত্যয়োরন্তঃ পরমেশ্বর ইতি।

ইতি চাধারভেদশ্রবণাৎ, যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ' ইত্যৈশ্বর্য্যমর্য্যাদাশ্রুতেশ্চ সংসার্য্যেব কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাত্মকো রূপাদিসম্পন্ন ইহোপাস্যঃ, ন তু পরমাত্মা। "অশব্দমস্পর্শম্" ইত্যাদিশ্রুতিভিরপাস্তসমস্তরূপশ্চ, 'স্বে মহিম্নি' ইত্যাদিশ্রুতিভিরপাকৃতাধারশ্চ, 'এষ সর্ব্বেশ্বরঃ' ইত্যাদিশ্রুতিভিরধি-

---

শ্বরের যে রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই, তাহা "তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে নির্দ্ধারিত আছে। [আধার…ভবতঃ] আদিত্য পুরুষ পরমে-শ্বর হইলে শ্রুতি "আদিত্যে" "নেত্রে" এরূপ আধার উপদেশ করিবেন কেন? অন্যান্য শ্রুতি বলিয়াছেন, তিনি নিরাধার, নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য। [ঐশ্বর্য্য…পুরুষস্য] অপিচ, উপদিষ্ট আদিত্যপুরুষের ঐশ্বর্য্য বা ঈশ্বরত্ব সীমাবদ্ধ, অসীম নহে, ইহা ঐ বাক্যের পরেই লিখিত আছে। যথা—"ইনি আদিত্যলোক অপেক্ষাও ঊর্দ্ধবর্ত্তী ও দেবভোগের ঈশ্বর বা নিয়মকর্ত্তা।" অক্ষিপুরুষের ঈশ্বরত্বও অসীম নহে। যথা—"ইনি চক্ষুর অধঃস্থিত লোকের ও মানব-ভোগের নিয়মন করেন।" [ন চ…দেশাৎ] পরমেশ্বরের ঈশ্বরত্ব যে সীমাবদ্ধ নহে—অসীম, তাহা "তিনিই সমুদায়ের ঈশ্বর, তিনিই ভূতাধি-পতি, তিনিই ভূতপালক, তিনিই সমুদায় লোকের মর্য্যাদাস্বরূপ বিধারক সেতু-স্বরূপ" এই শ্রুতিতে নিশ্চিত আছে। অতএব, আদিত্যান্তর্গত পুরুষ ও অক্ষি-পুরুষ পরমেশ্বর নহে, উহা কোন এক উৎকর্ষপ্রাপ্ত জীব; অর্থাৎ এ উপাসনা পরমেশ্বরের উপাসনা নহে, কোন এক জীবের উপাসনা মাত্র। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ বা আপাত অর্থ উপস্থিত হওয়ায় তন্নিরাকরণার্থ "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" সূত্র পঠিত হইয়াছে।

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ,—অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিতি। "য এষোঽন্তরাদিত্যে য এষোঽন্তরক্ষিণি"ইতি য শ্রূয়মাণঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর এব, ন সংসারী। কুতঃ? তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ, তস্য হি পরমেশ্বরস্য ধর্ম্ম ইহোপদিষ্টঃ। তদ্‌যথা "তস্যোদিতি নাম" ইতি শ্রাবয়িত্বা অস্যাদিত্যপুরুষস্য নাম "স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিতঃ" ইতি সর্ব্বপাপ্মাপগমনেন নির্ব্বক্তি। তদেব চ কৃতনির্ব্বচনং নাম অক্ষিপুরুষস্যাপ্যতিদিশতি—যন্নাম তন্নামেতি। সর্ব্বপাপ্মাপগমশ্চ পরমাত্মন এব শ্রূয়তে, "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদৌ। তথা চাক্ষুষে পুরুষে "সৈবর্ক্, তৎ সাম, তদুক্থং, তদ্‌যজুস্তদ্‌ব্রহ্ম" ইতি ঋক্‌সামাদ্যাত্মকতাং নির্দ্ধারয়তি। সা চ পরমেশ্বরস্যোপপদ্যতে, সর্ব্বকরণত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তেঃ।

গতনির্ম্মর্য্যাদৈশ্বর্য্যশ্চ শক্য উপাস্যত্বেনেহ প্রতিপত্তুম্। সর্ব্বপাপ্মবিরহশ্চাদিত্যপুরুষে সম্ভবতি। শাস্ত্রস্য মনুষ্যাধিকারত্বয়া, দেবতায়াঃ পুণ্যপাপয়োরনধিকারাৎ; রূপাদিমত্ত্বান্যথানুপপত্ত্যা চ কার্য্যকারণাত্মকে জীবে উপাস্যত্বেন বিবক্ষিতে, যত্তাবদৃগাদ্যাত্মকতয়াস্য সর্ব্বাত্মকত্বং শ্রূয়তে, তৎ কথঞ্চিদাদিত্যপুরুষস্যৈব স্তুতিরিত্যাদিত্যপুরুষ এবোপাস্যঃ, ন পরমাত্মেত্যেবং প্রাপ্তম্। অনাধারত্বে চ নিত্যত্বং সর্ব্বগতত্বঞ্চ হেতুঃ,—অনিত্যং হি কার্য্যং কারণাধারমিতি ন অনাধারম্।

[য এষো…দিষ্টঃ] ছান্দোগ্য শ্রুতি যে-পুরুষকে আদিত্যে ও নেত্রে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই সে পুরুষ পরমেশ্বর। তাহার হেতু এই যে, শ্রুতি ঐ স্থানেই পরমেশ্বরের ধর্ম্ম বা লক্ষণ বলিয়াছেন। [তদ্‌যথা…তন্নাম] যথা—"এই উপাস্য পুরুষের নাম উৎ।" শ্রুতি এইরূপে ঐ আদিত্যপুরুষের নাম-নির্দ্দেশ করিয়া পরে উক্ত "উৎ" নামের কারণ বা ব্যুৎপত্তি বলিয়াছেন, যথা—"যেহেতু ইনি সর্ব্বপাপ হইতে উদিত—উন্মুক্ত, সেই হেতু ইনি উৎ।" এই কৃতনির্ব্বাচন নাম আবার অক্ষিপুরুষেও প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—"ঐ আদিত্যপুরুষের যে নাম, এই অক্ষিপুরুষেরও তাহাই নাম।" [সর্ব্ব…ইত্যাদৌ] একমাত্র পরমাত্মাই যে সর্ব্বপাপবিমুক্ত, অন্য নহে, তাহা "যিনি আত্মা, তিনিই সর্ব্বপাপবিমুক্ত" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জানা যায়। [তথা…পত্তেঃ] অপিচ, শ্রুতি এই উপাস্য পুরুষকে সর্ব্বাত্মক বলিয়াছেন। যথা—"যিনি আদিত্যে, তিনিই এই চাক্ষুষ পুরুষে এবং ইনিই ঋক্, ইনিই সাম, ইনিই উক্‌থ (সামবিশেষ), ইনিই যজু, ইনিই ব্রহ্ম (বেদ)।" এই সর্ব্বাত্মকতা বা সর্ব্বাত্মভাব পরমেশ্বর ভিন্ন সংসারী

পৃথিব্যগ্ন্যাদ্যাত্মকে চাধিদৈবতমৃক্সামে, বাক্প্রাণাদ্যাত্মকে চাধ্যাত্ম-মনুক্রম্যাহ—"তস্যর্ক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ" ইত্যাধিদৈবতম্। তথাধ্যাত্মমপি, "যাবমুষ্য গেষ্ণৌ, তৌ গেষ্ণৌ" ইতি। তচ্চ সর্ব্বাত্মকত্বে সত্যেবোপপদ্যতে। "তদ্য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যে-তং তে গায়ন্তি, তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ" ইতি চ লৌকিকেষ্বপি গানেষ্বস্যৈব গীয়মানত্বং দর্শয়তি ; তচ্চ পরমেশ্বরপরিগ্রহে ঘটতে,

নিত্যমপি সর্ব্বগতং যৎ, তস্মাদ্ অধরভাবেনাস্থিতং তদেব তস্যোত্তরস্যাধার ইতি ন অনাধারম্। তস্মাদুভয়মুক্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে 'অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ'।

"সার্ব্বাত্ম্য-সর্ব্বদুরিতবিরহাভ্যামিহোচ্যতে।
ব্রহ্মৈবাব্যভিচারিভ্যাং সর্ব্বহেতুর্ব্বিকারবৎ ॥"

নামনিরুক্তেন হি সর্ব্বপাপ্মাপাদানতয়া অস্যোদয় উচ্যতে। ন চাদিত্যস্য দেবতায়াঃ কর্ম্মানধিকারেঽপি সর্ব্বপাপ্মবিরহঃ—প্রাগ্ভবীয় ধর্ম্মাধর্ম্মরূপপাপ্ম-সম্ভবে সতি। ন চৈতেষাং প্রাগ্ভবীয়ো ধর্ম্ম এবাস্তি, ন পাপ্মেতি সাম্প্রতম্। বিদ্যাকর্ম্মাতিশয়সমুদাচারেঽপি অনাদিভবপরম্পরোপার্জ্জিতানাং পাপ্মনামপি

জীবে উপপন্ন বা সম্ভবপর হয় না। সর্ব্বকারণ পরমেশ্বরকেই সর্ব্বাত্মক বলা যায়, অন্যকে নহে। [পৃথি…পদ্যতে] ঐ শ্রুতির শেষে পৃথিবীকে ও অগ্নিকে আধিদৈবিক ঋক্ ও সাম বলা হইয়াছে এবং বাক্ ও প্রাণকে আধ্যাত্মিক ঋক্ ও সাম বলা হইয়াছে। (১) তৎপরে বলা হইয়াছে যে, "আদিত্যান্তর্গত উপাস্য পুরুষের ঋক্ ও সাম নামক যে দুইটী গেষ্ণ অর্থাৎ পর্ব্ব বা গাঁইট বলা হইল, ঐ দুইটী অক্ষিপুরুষেরও গেষ্ণ জানিবে।" এরূপ সর্ব্বাত্মকতা কথনই অসর্ব্বাত্মক সংসারী জীবে উপপন্ন হয় না। (২) আরও এক কথা, [তদ্য…ঘটতে] শ্রুতি ঐ প্রকরণেরই শেষে বলিয়াছেন যে, "এই সকল লোক যে, বীণার দ্বারা গান করে, (স্তুতি করে), বস্তুতঃ সে সকল লোক তাহাকেই গান করে। সেই নিমিত্তই সেই সকল লোক বিভূতিমান্ হয়।" এখন বিবেচনা কর, আদিত্য-মণ্ডলগত উপাস্য পুরুষ সর্ব্বাত্মক পরমেশ্বর না হইলে শ্রুতি তাঁহাকে লৌকিক গানেরও গেয় বলিবেন কেন ? কথিত প্রকার সর্ব্বগান-গেয়তা পরমেশ্বর ব্যতীত

(১) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, নক্ষত্র প্রভৃতি এবং তদ্গত দীপ্তি—এ সকল আধিদৈবিক ঋক্ এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, ও চন্দ্র প্রভৃতি ও তদ্গত রূপ—এ সকল আধিদৈবিক সাম। এই ঋক্ ও সাম উক্ত উপাস্য পুরুষের দুইটী পর্ব্ব।

(২) সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, আদিত্যপুরুষের উপাসনা ও অক্ষিপুরুষের উপাসনা পর-মেশ্বরেরই উপাসনা, অন্যের নহে। তন্মধ্যে প্রথমে আধিদৈবিক উপাসনা, তৎপরে আধ্যাত্মিক উপাসনা।

"যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥"

ইতি ভগবদ্গীতাদর্শনাৎ। লোককামেশিতৃত্বমপি নিরঙ্কুশং শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরং গময়তি। যত্তূক্তং "হিরণ্যশ্মশ্রুঃ" ইত্যাদিরূপশ্রবণং পরমেশ্বরে নোপপদ্যত ইতি, তত্র ব্রূমঃ—স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্।

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং মৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি" ইতি স্মরণাৎ।

অপিচ, যত্র তু নিরস্তসর্ব্ববিশেষং পারমেশ্বরং রূপমুপদিশ্যতে,

প্রসুপ্তানাং সম্ভবাৎ। ন চ শ্রুতিপ্রামাণ্যাদাদিত্যশরীরাভিমানিনঃ সর্ব্বপাপ্মবিরহ ইতি যুক্তম্; ব্রহ্মবিষয়ত্বেনাপ্যস্যাঃ প্রামাণ্যোপপত্তেঃ। ন চ বিনিগমনায়াং হেত্বভাবঃ; তত্র তত্র সর্ব্বপাপ্মবিরহস্য ভূয়োভূয়ো ব্রহ্মণ্যেব শ্রবণাৎ। তস্যৈব চেহ প্রত্যভিজ্ঞায়মানস্য বিনিগমনাহেতোর্ব্বিদ্যমানত্বাৎ। অপি চ, সার্ব্বাত্ম্যং জগৎকারণস্য ব্রহ্মণ এবোপপদ্যতে, কারণাদভেদাৎ কার্য্যজাতস্য; ব্রহ্মণশ্চ জগৎকারণত্বাৎ। আদিত্যশরীরাভিমানিনস্তু জীবাত্মনো ন জগৎকারণত্বম্। ন চ মুখ্যার্থসম্ভবে প্রাশস্ত্যলক্ষণয়া স্তুত্যর্থতা যুক্তা। রূপবত্ত্বঞ্চাস্য পরানুগ্রহায় কায়নির্ম্মাণেন বা তদ্বিকারতয়া বা সর্ব্বস্য কার্য্যজাতস্য, বিকারস্য চ বিকারবতোঽনন্যত্বাৎ তাদৃশরূপভেদেনোপদিশ্যতে, যথা "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস" ইতি। ন চ ব্রহ্মনির্ম্মিতং মায়ারূপমনুবদচ্ছাস্ত্রমশাস্ত্রং ভবতি, অপি তু তাং কুর্ব্বাদিতি নাশাস্ত্রত্বপ্রসঙ্গঃ। যত্র তু ব্রহ্ম

অন্য পুরুষে সঙ্গত হইতে পারে না। [যদ্‌…গময়তি] সমুদায় গানই যে, ঈশ্বরের সম্পর্কিত গান, ইহা "হে অর্জ্জুন, তুমি যে যে, জীবকে বিভূতিযুক্ত (ঐশ্বর্য্যশালী), শ্রীসম্পন্ন ও তেজস্বী দেখিবে, সেই সকল জীবকে তুমি মদীয়াংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।"—এই গীতাবাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। অতএব, নিরঙ্কুশ (যাহা অন্যের অধীন নহে, এমন) ঈশিতৃত্ব (নিয়মন-কর্তৃত্ব) প্রতিপাদক বাক্য নিশ্চয়ই পরমেশ্বরের বোধক ভিন্ন অন্যের বোধক এরূপ হইতে পারে না। [যত্তূক্তং…স্মরণাৎ] পূর্ব্বপক্ষকালে বলা হইয়াছিল যে, "হিরণ্যশ্মশ্রু" ইত্যাদিপ্রকার রূপ-বর্ণনা পরমেশ্বরের পক্ষে সংগত হয় না, তৎপ্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সাধকানুগ্রহের নিমিত্ত পরমেশ্বরেরও ঐচ্ছিক মায়াময় রূপ হইয়া থাকে। যথা স্মৃতি—"হে নারদ, এই বিচিত্ররূপা মায়া মৎকর্তৃক সৃষ্টা হইয়াছে বলিয়াই তুমি আমাকে এরূপ গুণযুক্ত দেখিতেছ; অন্যথা তুমি আমাকে দেখিতে বা জানিতে পারিতে না।" [অপিচ…স্মৃতি] অন্য কথা এই যে, যেখানে পরমে-

ভবতি তত্র শাস্ত্রং—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি। সর্ব্ব-কারণত্বাত্তু বিকারধর্ম্মৈরপি কৈশ্চিদ্বিশিষ্টঃ পরমেশ্বর উপাস্যত্বেন নির্দ্দিশ্যতে,—"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যাদিনা। তথা হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিনির্দ্দেশোঽপি ভবিষ্যতি। যদপ্যাধারশ্রবণান্ন পরমেশ্বর ইতি, অত্রোচ্যতে—স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্যাপ্যাধারবিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ভবিষ্যতি, সর্ব্বগতত্বাদ্-ব্রহ্মণো ব্যোমবৎ সর্ব্বান্তরত্বোপপত্তেঃ। ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদাশ্রবণমপি অধ্যাত্মাধিদৈবতবিভাগাপেক্ষমুপাসনার্থমেব। তস্মাৎ পরমেশ্বর এবাক্ষ্যাদিত্যয়োরন্তরুপদিশ্যতে ॥ ১। ১। ২০ ॥

নিরস্তসমস্তোপাধিভেদং জ্ঞেয়ত্বেনোপক্ষিপ্যতে, তত্র শাস্ত্রং "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইতি প্রবর্ত্ততে। তস্মাদ্রূপবত্ত্বমপি পরমাত্মন্যুপপদ্যতে। এতেনৈব মর্য্যাদাধারভেদাবপি ব্যাখ্যাতৌ। অপি চ আদিত্যদেহাভিমানিনঃ সংসারিণোঽন্তর্যামী ভেদেনোক্তঃ, স এব "অন্তরাদিত্যে" ইত্যন্তঃশ্রুতিসাম্যেন প্রত্যভিজ্ঞায়মানো ভবিতুমর্হতি। "তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ" ইতি—ধনবন্তো বিভূতিমন্ত ইতি যাবৎ। কস্মাৎ পুনর্ব্বিভূতিমত্ত্বং পরমেশ্বরপরিগ্রহে ঘটত ইত্যত আহ—"যদ্যদ্বিভূতিমৎ" ইতি। সর্ব্বাত্মকত্বেঽপি বিভূতিমৎস্বেব পরমেশ্বরস্বরূপাভিব্যক্তিঃ, ন অবিদ্যাতমঃ-পিহিতপরমেশ্বরস্বরূপেষ্ববিভূতিমৎস্বিত্যর্থঃ। "লোককামেশিতৃত্বমপি" ইতি।—অতোঽত্যন্তপারার্থ্যন্যায়েন নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ ॥১।১।২০॥

শ্বরের নির্ব্বিশেষ রূপ উপদিষ্ট হয়, সেখানকার শাস্ত্রবাক্য—"তিনি শব্দস্পর্শাতীত, অরূপ ও অব্যয়" এইরূপ উপদেশক হইয়া থাকে। (নির্ব্বিশেষ রূপ উপাস্য নহে, ধ্যেয়ও নহে, তাহা কেবল জ্ঞেয়), আর যেখানে তিনি উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হন, সেখানে তিনি সর্ব্বকারণ বলিয়া "সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরস" ইত্যাদি-প্রকার বাক্যে কার্য্যভূত বিকারধর্ম্মের দ্বারা বিশিষ্ট বা বিশেষিত হইয়া থাকেন; সুতরাং হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদির উপদেশ যে উপাসনার্থই, ইহা নির্ণীত হয়। (উপাসনার্থ সবিশেষ বা সগুণের উপদেশ, আর সাক্ষাৎকারার্থ নির্ব্বিশেষ বা নিগুর্ণের উপদেশ)। [যদপ্যা...পত্তেঃ] যদিও "আদিত্যের অন্তরে অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলমধ্যে" এতদ্রূপ আধার বর্ণনা নিরাধার স্বমহিমপ্রতিষ্ঠ পরমেশ্বরে সঙ্গত হয় না সত্য; তথাপি, উপাসনার্থ আধারবিশেষের উপদেশ করা অসঙ্গত হইতে পারে না। তিনি যখন ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপী, তখন তাঁহাকে সর্ব্বান্তরবর্ত্তী বলা অসঙ্গত বা অযুক্ত নহে। [ঐশ্বর্য্য···দিশ্যতে] তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মর্য্যাদাও অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ঐশ্বর্য্যও আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপাসনার্থই উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব, পরমেশ্বরই যে, অক্ষি ও আদিত্যের অন্তরে উপাসনার্থ উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ হইল।

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ১।১।২১॥*

অস্তি চাদিত্যাদিশরীরাভিমানিভ্যো জীবেভ্যোঽন্য ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামী—"য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ, যস্যাদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত-আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি শ্রুত্যন্তরে ভেদব্যপদেশাৎ। তত্র হি "আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ" ইতি বেদিতুরাদিত্যাদ্বি-জ্ঞানাত্মনোঽন্যোঽন্তর্য্যামীতি স্পষ্টং নির্দ্দিশ্যতে। স এবেহা-প্যন্তরাদিত্যে পুরুষো ভবিতুমর্হতি, শ্রুতিসামান্যাৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বর এবেহোপদিশ্যতে ইতি সিদ্ধম্॥ ১। ১। ২১॥

["অস্তি" ইতি—আদিত্যস্থিতরশ্মিনিরাসার্থমাদিত্যাদন্তর ইতি। জীবং নিরস্যতি "যস্য" ইতি। অন্তর্য্যামিপদার্থমাহ—"য" ইতি। তস্যানাত্মত্বনিরাসায়াহ—"এষ তে" ইতি। তে তব স্বরূপমিত্যর্থঃ। আদিত্যান্তরত্বশ্রুতেঃ সমানত্বাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ পর এবাদিত্যাদিস্থানক উদ্গীথে উপাস্য ইতি সিদ্ধম্। (ইতি রত্নপ্রভা টীকা)॥১।১।২১॥]

ঈশ্বর আদিত্যশরীরাভিমানী জীব হইতে ভিন্ন ও অন্তর্যামী, ইহা শ্রুত্যন্তরে অভিহিত হইয়াছে। যথা—"যিনি আদিত্যস্থ রশ্ম্যাদি নহেন, অথচ আদিত্যে আছেন, আদিত্য যাঁহাকে জানে না, অথচ আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন, (নিয়ম-বহির্ভূত হইতে দেন না), তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই পরমাত্মা, তিনিই অন্তর্য্যামী ও অমৃত পুরুষ অর্থাৎ মুক্ত-পুরুষ পরমেশ্বর।" এই শ্রুতিতে আদিত্য-জীবের নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে স্পষ্টরূপে আদিত্যস্থ জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। এই কারণে ও পূর্ব্বোক্ত হেতুতে উক্ত শ্রুতিতে পরমেশ্বরই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, ইহা সিদ্ধ হয়।

* শ্রুত্যন্তরে আদিত্যজীবাৎ ঈশ্বরস্য ভেদোক্তেঃ অন্যঃ আদিত্যজীবাৎ ভিন্নঃ পরমেশ্বর ইতিসূত্রার্থঃ।—অন্য শ্রুতিতে আদিত্যশরীরাভিমানী জীব হইতে ঈশ্বর ভিন্ন বা পৃথক্ বলিয়া উপদিষ্ট হওয়ায় আদিত্যান্তর্গত উপাস্য পুরুষ জীব নহে, পরমেশ্বর। যেমন তোমার দেহের জীব তুমি, আমার দেহের জীব আমি, তেমনি, আদিত্যদেহের জীব আদিত্য। যে যাহাতে অহং-সম্বন্ধ পাতাইয়া থাকে, সে সে দেহের জীব।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ১।১।২২॥*

ছান্দোগ্যে ইদমামনন্তি—"অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি, আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমাকাশশব্দেন পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে, উত ভূতাকাশমিতি। কুতঃ সংশয়ঃ? উভয়ত্র প্রয়োগদর্শনাৎ। ভূতবিশেষে তাবৎ সুপ্রসিদ্ধো লোকবেদয়ো-

পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে ব্রহ্মণোঽসাধারণধর্ম্মদর্শনাদ্বিবক্ষিতোপাধিনোঽস্যৈবোপাসনা, ন ত্বাদিত্যশরীরাভিমানিনো জীবাত্মন ইতি নিরূপিতম্। ইদানীং ত্বসাধারণধর্ম্মদর্শনাৎ তদেবোদ্গীথে সম্পাদ্যোপাস্যত্বেনোপদিশ্যতে, ন ভূতাকাশ ইতি নিরূপ্যতে। তত্র 'আকাশ ইতি হোবাচ' ইতি কিং মুখ্যাকাশপদানুরোধেন "অস্য লোকস্য কা গতিঃ" ইতি চ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি, ভূতানি" ইতি চ "জ্যায়ান্" ইতি চ "পরায়ণম্" ইতি চ কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যায়তাম্? নৈতদনুরোধেন আকাশশব্দো ভক্ত্যা পরাত্মনি ব্যাখ্যায়তামিতি। তত্র—

"প্রথমত্বাৎ প্রধানত্বাদাকাশং মুখ্যমেব নঃ।
তদানুগুণ্যেনান্যানি ব্যাখ্যেয়ানীতি নিশ্চয়ঃ॥"

"অস্য লোকস্য কা গতিঃ" ইতি প্রশ্নোত্তরে 'আকাশ ইতি হোবাচ' ইত্যাকাশস্য গতিত্বেন প্রতিপাদ্যতয়া প্রাধান্যাৎ, 'সর্ব্বাণি হ বা' ইত্যাদীনাস্তু তদ্বিশেষণতয়া গুণত্বাৎ, "গুণে ত্বন্যায্যকল্পনা" ইতি বহূন্যপি অপ্রধানানি প্রধানানুরোধেন

ছান্দোগ্য উপনিষদে শালাবত্য-নামক ব্রাহ্মণের ও জৈবলিনামক রাজার এইরূপ প্রশ্নোত্তর-বাক্য আছে। শালাবত্য প্রশ্ন করিতেছেন—"এই সকল লোকের (পৃথিব্যাদি লোকের) গতি অর্থাৎ আশ্রয় কি? জৈবলি প্রত্যুত্তর করিতেছেন—"আকাশ হইতেই এই সকল ভূত জন্মে, আকাশেই অস্তমিত হয়, আকাশ এই সমুদায়ের জ্যেষ্ঠ এবং আকাশই এ সমুদায়ের একমাত্র আশ্রয় (মূলাধার)।" এই প্রশ্নপ্রতিবচনাত্মক উপনিষদ্-বাক্যের অর্থজ্ঞান-কালে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, শ্রুতি "আকাশ" শব্দে কি ব্রহ্মের অভিধান করিয়াছেন? অথবা এই ভূতাকাশের নির্দ্দেশ করিয়াছেন? সংশয়ের কারণ এই যে, ব্রহ্ম ও ভূতাকাশ এই উভয় অর্থেই "আকাশ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

* ছান্দোগ্যে সর্ব্বলোকগতিত্বেন শ্রূয়মান আকাশঃ ব্রহ্মৈব, নান্যঃ। কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ ব্রহ্মলিঙ্গাৎ। ব্রহ্মার্থপ্রকাশনসামর্থ্যবৎপদযোগাদিত্যর্থঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সর্ব্বলোকগতি আকাশ-শব্দের উল্লেখ আছে, সে আকাশ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম।

রাকাশশব্দঃ ব্রহ্মণ্যপি ক্বচিৎ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে, যত্র বাক্য-শেষবশাদসাধারণগুণশ্রবণাদ্বা নির্দ্ধারিতং ব্রহ্ম ভবতি। যথা, "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইতি, "আকাশো বৈ নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" ইতি চৈবমাদৌ। অতঃ সংশয়ঃ। কিং পুনরত্র যুক্তম্? ভূতাকাশমিতি। কুতঃ? তদ্ধি প্রসিদ্ধতরেণ প্রয়োগেণ শীঘ্রং বুদ্ধিমারোহতি। ন চায়মা-

নেতব্যানি। অপি চ, "আকাশ ইতি হোবাচ" ইত্যুত্তরে প্রথমাবগতমাকাশপদম্ অনুপজাতবিরোধিত্বেন তদনুরক্তায়াং বুদ্ধৌ যদ্যদেব তদেব বাক্যগতমুপনিপতিতং তত্তদনুপজাতবিরোধি তদানুগুণ্যেনৈব ব্যবস্থাতুমর্হতি। ন চ ক্বচিদাকাশশব্দো ভক্ত্যা ব্রহ্মণি প্রযুক্ত ইতি সর্ব্বত্র তেন তৎপরেণ ভবিতব্যম্। ন হি গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যত্র গঙ্গাপদমনুপপত্ত্যা তীরপরমিতি "যাদাংসি গঙ্গায়াং" ইত্যত্রাপ্যনেন

আকাশ শব্দের অর্থ যে প্রথম ভূত, ইহা লোক ও বেদ সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে, আবার ব্রহ্মরূপ অর্থও কোন কোন স্থানে বাক্যশেষাদির সাহায্যে প্রতীত হইয়া থাকে। [যথা···সংশয়ঃ] "এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দ না হইত" "আকাশই নামের ও রূপের নির্ব্বাহক (নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তি-স্থিতিকারণ)। এই নাম ও রূপ, যাহার মধ্যে কল্পিত, তিনি ব্রহ্ম।" ইত্যাদি স্থলে বাক্যশেষাদির দ্বারা আকাশ শব্দের ব্রহ্মার্থতাও লব্ধ হয়। [কিং···রোহতি] এস্থলে আকাশ শব্দের কোন্ অর্থ গ্রাহ্য, আর কোন্ অর্থ অগ্রাহ্য? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ভূতাকাশ অর্থই গ্রাহ্য। তাহার হেতু এই যে, আকাশ শব্দের ভূতবিশেষ অর্থই অধিকতর প্রসিদ্ধ; তজ্জন্য আকাশ-শব্দ প্রথমতঃ ভূতাকাশকেই বুদ্ধিগম্য করায়। (শুনিবা মাত্র যে অর্থ উপস্থিত হয়, সেই অর্থই সে শব্দের মুখ্য; সুতরাং আকাশ শব্দের ভূত অর্থই মুখ্য)। [ন চা···ভবতি] আকাশ-শব্দ ভূত ও ব্রহ্ম উভয়-সাধারণ অর্থাৎ তুল্যরূপে উভয় অর্থেরই উপস্থাপক, এরূপ বলিতে পার না। বলিতে গেলে নানার্থ দোষ উপস্থিত হয়। (১) অতএব, ব্রহ্মে যে, আকাশ-শব্দের প্রয়োগ

(১) শব্দতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এক শব্দের এক উচ্চারণে একই অর্থ প্রতীত করিবার সামর্থ্য আছে, বহু অর্থ বুঝাইবার শক্তি নাই। এক শব্দ যদি এক উচ্চারণে এককালে বহু অর্থ প্রতীত করাইত, তাহা হইলে লোকব্যবহার চলিত না। বিশেষতঃ যে সময়ে ঘটাকার জ্ঞান হয়, সে সময়ে দেহাকার জ্ঞান হইতেই পারে না। ঘটাকার জ্ঞান থাকিতে দেহাকার জ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং দেহাকার জ্ঞান জন্মিলে ঘটাকার জ্ঞান থাকিতে পারে না। কাজেই বলিতে হয় যে, এক শব্দ এক সময়ে একই অর্থ প্রতীত করায়, বহু অর্থ প্রতীত করায় না। এই জন্যই শব্দের নানার্থে শক্তি বলা দোষ। এই জন্যই এক শব্দের নানার্থ ব্যবহার মুখ্যগৌণভেদে ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। অগ্রে মুখ্য অর্থ দেখিতে হয়, মুখ্য অর্থে বাক্যার্থ বোধের বাধা দেখিলে গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয়।

কাশশব্দ উভয়োঃ সাধারণঃ শক্যো বিজ্ঞাতুম্, অনেকার্থত্ব-প্রসঙ্গাৎ। তস্মাদ্ ব্রহ্মণি গৌণ আকাশ শব্দো ভবিতুমর্হতি। বিভুত্বাদিভির্হি বহুভির্দ্ধর্ম্মৈঃ সদৃশমাকাশেন ব্রহ্ম ভবতি। ন চ মুখ্যসম্ভবে গৌণোঽর্থো গ্রহণমর্হতি। সম্ভবতি চেহ মুখ্যস্যৈবাকাশস্য গ্রহণম্।

নন্বু ভূতাকাশপরিগ্রহে বাক্যশেষো নোপপদ্যতে "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ইত্যাদিঃ। নৈষ দোষঃ। তাকাশস্যাপি ভূবায়্বাদিক্রমেণ কারণত্বোপপত্তেঃ। বিজ্ঞায়তে হি "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদি। জ্যায়স্ত্ব-পরায়ণত্বে অপি

তৎপরেণ ভবিতব্যম্। সম্ভবশ্চোভয়ত্র তুল্যঃ। ন চ ব্রহ্মণ্যপ্যাকাশশব্দো মুখ্যঃ; অনেকার্থত্বস্যান্যাষ্যত্বাৎ। ভক্ত্যা চ ব্রহ্মণি প্রয়োগোপপত্তেঃ। লোকে চাস্য নভসি নিরূঢ়তরত্বাৎ তৎপূর্ব্বকত্বাচ্চ বৈদিকার্থপ্রতীতের্ব্বৈপরীত্যানুপপত্তেঃ। তদানুগুণ্যেন চ "সর্ব্বাণি হ বা" ইত্যাদীনি ভাষ্যকৃতা স্বয়মেব নীতানি। তস্মাদ্ভূতাকাশমেবাত্রোপাস্যত্বেনোপদিশ্যতে, ত পরমাত্মেতি প্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—আকাশ-শব্দেন ব্রহ্মণো গ্রহণং, কুতঃ ? তল্লিঙ্গাৎ। তথাহি—

"সামানাধিকরণ্যেন প্রশ্ন তৎপ্রতিবাক্যয়োঃ।
পৌর্ব্বাপর্য্যপরামর্শাৎ প্রধানত্বেঽপি গৌণতা॥"

দেখিতেছ, তাহা গৌণ, মুখ্য নহে। বিভুত্ব প্রভৃতি আকাশিক গুণ বা ধর্ম্ম লইয়া ব্রহ্মে আকাশ-শব্দের গৌণ প্রয়োগ হইতে পারে। [ন চ…গ্রহণম্] মুখ্যার্থের সম্ভাবনা থাকিলে গৌণ অর্থ গ্রহণ করা যায় না; এখানেও আকাশ-শব্দের মুখ্যার্থেরই সম্ভাবনা আছে। [নন্বু…ইত্যাদি] আকাশ-শব্দের মুখ্যার্থ আকাশ, সে অর্থ গ্রহণ করিলে তৎপ্রস্তাবের "এই সকল ভূত (জাত বস্তু) আকাশ হইতেই হইয়াছে" ইত্যাদিবিধ শেষবাক্য উপপন্ন হয় না, বিরুদ্ধ হয়, এ কথা বলিতে পারিবে না। কেন-না, আকাশসম্বন্ধে ঐ উক্তি দুষ্য নহে। হেতু এই যে, বায়ু-তেজ-জল প্রভৃতি ক্রমপরম্পরা গণনা করিলে আকাশকেও ভূতসমূহের কারণ বলা যাইতে পারে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "সেই আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি (উদ্ভিজ্জ), ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব বা ভূত জন্মিয়াছে।" [জ্যায়… তল্লিঙ্গাৎ] শ্রুত্যুক্ত 'জ্যায়ান্' ও 'পরায়ণং' এ দুই কথাও ভূতাকাশে সঙ্গত হইতে

ভূতান্তরাপেক্ষয়োপপদ্যেতে ভূতাকাশস্যাপি। তস্মাদাকাশ-শব্দেন ভূতাকাশস্য গ্রহণমিতি।

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ। আকাশশব্দেনেহ ব্রহ্মণো গ্রহণং যুক্তম্। কুতঃ, তল্লিঙ্গাৎ। পরস্য হি ব্রহ্মণ ইদং লিঙ্গং—"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎ-পদ্যন্তে" ইতি। পরস্মাদ্ধি ব্রহ্মণো ভূতানামুৎপত্তিরিতি বেদান্তেষু মর্য্যাদা। নন্বু ভূতাকাশস্যাপি বায়্বাদিক্রমেণ কারণত্বং দর্শিতম্। সত্যং দর্শিতম্। তথাপি মূলকারণস্য ব্রহ্মণোঽপরি-

যদ্যপ্যাকাশপদং প্রধানার্থং, তথাপি যৎ পৃষ্টং, তদেব প্রতিবক্তব্যং। ন হ্যাম্রান্ পৃষ্টঃ কোবিদারানাচষ্টে। তদিহাস্য লোকস্য কা গতিরিতি প্রশ্নো দৃশ্যমানো নামরূপপ্রপঞ্চমাত্রবিষয় ইতি তদনুরোধাৎ, য এব সর্ব্বস্য লোকস্য গতিঃ, স এবাকাশশব্দেন প্রতিবক্তব্যঃ। ন চ ভূতাকাশঃ সর্ব্বস্য লোকস্য গতিঃ। তস্যাপি লোকমধ্যপাতিত্বাৎ, তদেব তস্য গতিরিত্যনুপপত্তেঃ। ন চোত্তরে ভূতাকাশশ্রবণাদ্ভূতাকাশকার্য্যমেব পৃষ্টমিতি যুক্তম্। প্রশ্নস্য প্রথমাবগতস্যানুপজাত-বিরোধিনো লোকসামান্যবিষয়স্যোপজাতবিরোধিনোত্তরেণ সঙ্কোচানুপপত্তেঃ; তদনুরোধেনোত্তরব্যাখ্যানাৎ। ন চ প্রশ্নেন পূর্ব্বপক্ষরূপেণাবস্থিতার্থেনোত্তরং ব্যবস্থিতার্থং ন শক্যং নিয়ন্তুমিতি যুক্তম্। তন্নিমিত্তানাম্ অজ্ঞান-সংশয়-বিপর্য্যা-সানামনবস্থানেঽপি তস্য স্ববিষয়ে ব্যবস্থানাৎ; অন্যথা উত্তরস্যানালম্বনত্বাপত্তে-র্বৈয়ধিকরণ্যাপত্তের্ব্বা। অপি চ, উত্তরেঽপি বহু অসমঞ্জসম্। তথাহি—"সর্ব্বাণি হ

পারে। (১) অতএব, উদাহৃত শ্রুতিস্থ আকাশ-শব্দের ভূতাকাশ অর্থই গ্রাহ্য, এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার সিদ্ধান্তের নিমিত্ত বলা হইয়াছে, "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ।" [আকাশ···মর্য্যাদা] আকাশ-শব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ। তাহার হেতু এই যে, "সমুদায় ভূত আকাশ হইতেই হইয়াছে" এই কথাটী পরব্রহ্মেরই বোধক, ভূতাকাশের বোধক নহে। একমাত্র পরব্রহ্মই কার্য্য-পরম্পরার মূল বা সীমা, এবং তাদৃশ ব্রহ্ম হইতেই ভূতনিচয়ের উৎপত্তি হওয়া সমুদয় বেদান্তের অভিমত। [নন্বু···স্যাৎ] তুমি যে, বায়ু প্রভৃতি অন্য পদার্থ-পরম্পরাক্রমে ভূতাকাশের কারণতা দেখাইয়াছ, তাহাতে দুইটী দোষ আছে।

(১) অর্থাৎ শ্রুতিতে যে, আকাশকে "এভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণং" এইরূপে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বগতি বলা হইয়াছে, বিবেচনা করিতে গেলে তাহাও সংগত হইতে পারে। আকাশ অন্যান্য ভূত অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। আকাশ অন্যান্য ভূতের আশ্রয়ও বটে; গতিও বটে।

গ্রহাদাকাশাদেবেত্যবধারণং, সর্ব্বাণীতি চ ভূতবিশেষণং নানুকূলং স্যাৎ। তথা "আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি" ইতি ব্রহ্মলিঙ্গম্, "আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্" ইতি চ জ্যায়স্ত্ব-পরায়ণত্বে। জ্যায়স্ত্বং হ্যনাপেক্ষিকং পরমাত্মন্যেবৈকস্মিন্নাম্নাতং—"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যা লোকেভ্যঃ" ইতি। তথা পরায়ণত্বমপি পরমকারণত্বাৎ পরমাত্মন্যেবো-পপন্নতরম্। শ্রুতিশ্চ ভবতি, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, রাতের্দ্দাতুঃ পরায়ণম্" ইতি। অপি চ, অন্তবত্ত্বদোষেণ শালাবত্যস্য পক্ষং নিন্দিত্বা অনন্তং কিঞ্চিদ্বক্তুকামেন জৈবলিনা আকাশঃ

বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ইতি সর্ব্বশব্দঃ কথঞ্চিদল্পবিষয়ো ব্যাখ্যেয়ঃ। এবমেবকারোঽপ্যসমঞ্জসঃ। ন খল্বপাম্ 'আকাশ এব কারণম্' অপি তু তেজোঽপি। এবমন্নস্যাপি নাকাশমেব কারণম্, অপি তু পাবক-পাথসী অপি। মূলকারণবিবক্ষায়াঞ্চ ব্রহ্মণ্যেবাবধারণং সমঞ্জসম্; অসমঞ্জসন্তু ভূতাকাশে। এবং সর্ব্বেষাং ভূতানাং লয়ো ব্রহ্মণ্যেব। এবং সর্ব্বেভ্যো জ্যায়স্ত্বং ব্রহ্মণ এব। পরময়ণং ব্রহ্মৈব। তস্মাৎ সর্ব্বেষাং লোকানামিতি প্রশ্নেনোপক্রমাৎ, উত্তরে চ তত্তদসাধারণ-

এক অবধারণভঙ্গ, অপর সর্ব্বশব্দের ব্যাঘাত। ব্রহ্মকে মূলকারণ রূপে গ্রহণ না করিলে "আকাশাৎ এব" কেবল ভূতাকাশ হইতেই, অন্য কিছু হইতে নহে, এরূপ অর্থ বাধিত হয়, এবং "সর্ব্বাণি ভূতানি" (সমুদয় ভূত), এ কথাও ব্যর্থ হয়। (অভিপ্রায় এই যে, ভূত আকাশও ব্রহ্মোৎপন্ন; সুতরাং ঐরূপ অর্থ বাধিত)। [তথা…লিঙ্গম্] অপিচ, "প্রলয়কালে এ সকল আকাশেই লীন হয়" এ কথাটীও ব্রহ্মলিঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মের বোধক। তাৎপর্য্য এই যে, প্রলয়কালে ভূতাকাশও ব্রহ্মে অস্তমিত হয়। [আকাশো…পরায়ণম্] "আকাশ এ সমুদায়ের জ্যেষ্ঠ, আকাশ এ সকলের আশ্রয় বা গতি, এ কথা বা এরূপ অনাপেক্ষিক জ্যেষ্ঠত্ব পরমাত্মাতেই আম্নাত (অভিহিত) হইতে দেখা যায়। যথা—"তিনি পৃথিবী অপেক্ষা, অন্তরীক্ষ অপেক্ষা, স্বর্গ অপেক্ষা, সমুদয় লোক অপেক্ষা বড়।" পরায়ণ কথাটীও পরমকারণ পরব্রহ্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—"বিজ্ঞানরূপ আনন্দঘন ব্রহ্মই ধনদাতৃগণের পরায়ণ (পরমগতি বা পরাশ্রয়)।" (ধনদাতা—যাগযজ্ঞাদি কর্ত্তা, অথবা ধনত্যাগকর্ত্তা সন্ন্যাসী)। [অপিচ…লিঙ্গম্] অপিচ, রাজা জৈবলি শালাবত্য ব্রাহ্মণের সিদ্ধান্তে (অন্তবত্ত্ব) দোষ দেখাইয়া, "অনশ্বর কিছু বলিবার ইচ্ছায় আকাশ-শব্দ বলিয়াছিলেন; অবশেষে "সেই অনশ্বর আকাশই উদ্গীথ" এইরূপে প্রস্তাব শেষ করিয়াছিলেন। তাদৃশ অনশ্বরত্বই প্রোক্ত আকাশ-শব্দের

পরিগৃহীতঃ। তঞ্চাকাশমুদ্গীথে সম্পাদ্যোপসংহরতি "স এষ পরো বরীয়ানুদ্গীথঃ, স এষোঽনন্তঃ" ইতি। তচ্চানন্ত্যং ব্রহ্মলিঙ্গম্। যৎ পুনরুক্তং ভূতাকাশং প্রসিদ্ধিবলেন প্রথমতরং প্রতীয়ত ইতি। অত্র ব্রূমঃ—প্রথমতরং প্রতীতমপি সৎ বাক্যশেষগতান্ ব্রহ্মগুণান্ দৃষ্ট্বা ন পরিগৃহ্যতে। দর্শিতশ্চ ব্রহ্মণ্যপ্যাকাশশব্দঃ "আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইত্যাদৌ। তথাকাশপর্য্যায়বাচিনামপি ব্রহ্মণি প্রয়োগো দৃশ্যতে "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্, দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ," "সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা।" "ওঁ কং ব্রহ্ম, খং

ব্রহ্মগুণপরামর্শাৎ, পৃষ্টায়াশ্চ গতেঃ পরময়ণমিত্যসাধারণব্রহ্মগুণোপসংহারাৎ, ভূয়সীনাং শ্রুতীনামনুগ্রহায় "ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে" ইতিবৎ পরমাকাশপদমাত্রমসমঞ্জসমস্তু, এতাবতা হি বহু সমঞ্জসং স্যাৎ। ন চাকাশস্য প্রাধান্যমুত্তরে, কিন্তু পৃষ্টার্থত্বাদুত্তরস্য, লোকসামান্যগতেশ্চ পৃষ্টত্বাৎ, পরায়ণমিতি চ তস্যৈবোপসংহারাদ্ব্রহ্মৈব প্রধানম্। তথা চ তদর্থং সদ্ আকাশপদং প্রধানার্থং ভবতি, নান্যথা। তস্মাদ্ব্রহ্মৈব প্রধানমাকাশপদে উপাস্যত্বেনোপক্ষিপ্তং, ন ভূতাকাশমিতি সিদ্ধম্। "অপি চ' অস্যৈবোপক্রমে "অন্তবৎ কিল তে সাম"ইতি "অন্তবত্ত্বদোষেণ

ব্রহ্মবোধকতা পক্ষে প্রমাণ। (১) [যৎপুন···গৃহ্যতে] আরও যে, বলিয়াছিলে, প্রসিদ্ধিবলে প্রথমতঃ ভূতাকাশই বুদ্ধিস্থ হয় (বুঝা যায়), তাহার প্রত্যুত্তরে এই যে, প্রতীত হইলেও সে অর্থ বাক্যশেষস্থ বহুতর ব্রহ্মধর্ম্মের দ্বারা বাধিত হয়, অর্থাৎ গৃহীত হয় না। [দর্শিতশ্চ···মাদৌ] ব্রহ্মে আকাশ-শব্দের প্রয়োগ, অথবা আকাশ-শব্দের ব্রহ্মার্থতা "আকাশই নাম ও রূপের (ব্যক্ত জগতের) নিষ্পাদক" ইত্যাদি শ্রুতিতে দর্শিত হইয়াছে। অধিক কি, আকাশের পর্য্যায়-শব্দও ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা—"পরমে

---

(১) ইহা একটী আখ্যায়িকা, আখ্যায়িকাটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ। একদা দাল্‌ভ্য ঋষি, শালাবত্য ঋষি ও জৈবলি রাজা উদ্গীথ বিদ্যার অর্থাৎ তন্নামক উপাসনার পরায়ণ (উৎকৃষ্ট প্রাপ্য) কি, তাহা লইয়া বিচার করিতেছিলেন। দাল্‌ভ্য বলিলেন, স্বর্গই পরায়ণ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রাপ্য। শালাবত্য বলিলেন, স্বর্গ নশ্বর, এ নিমিত্ত তাহা পরায়ণ নহে। স্বর্গপ্রাপক অপূর্ব্ব-বিশেষই উদ্গীথের পরায়ণ। জৈবলি বলিলেন, কর্ম্মাপূর্ব্বও নশ্বর, তৎকারণে তাহাও পরায়ণ নহে। উদ্গীথের পরায়ণ আকাশ। জৈবলিপ্রোক্ত এই আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। ভূতাকাশ অর্থ হইলে নশ্বরত্ব দোষ নিবারিত হয় না। সুতরাং জৈবলির অনশ্বরত্ব উপদেশই আকাশ-শব্দের ব্রহ্মার্থতা-প্রতিপাদক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

ব্রহ্ম", "খং পুরাণম্" ইতি চৈবমাদৌ। বাক্যোপক্রমেঽপি বর্ত্তমানস্যাকাশশব্দস্য বাক্যশেষবশাদ্ যুক্তা ব্রহ্মবিষয়ত্বাবধারণা। "অগ্নিরধীতেঽনুবাকম্" ইতি হি বাক্যোপক্রমগতোঽপ্যগ্নিশব্দো-মানবকবিষয়ো দৃশ্যতে। তস্মাদাকাশশব্দং ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্॥ ১। ১। ২২॥

অতএব প্রাণঃ॥ ২৩॥ *

উদ্গীথে—"প্রস্তোতর্যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা" ইত্যুপক্রম্য শ্রূয়তে "কতমা সা দেবতেতি, প্রাণ ইতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসম্বিশন্তি, প্রাণমভ্যুজ্জি-

শালাবত্যস্য" ইতি। ন চাকাশশব্দো গৌণোঽপি বিলম্বিতপ্রতিপত্তিঃ, তত্র তত্র ব্রহ্মণ্যাকাশশব্দস্য তৎপর্য্যায়স্য চ প্রয়োগপ্রাচুর্য্যাদত্যন্তাভ্যাসেন অস্যাপি মুখ্যবৎ প্রতিপত্তেরবিলম্বনাদিতি দর্শনার্থং ব্রহ্মণি প্রয়োগপ্রাচুর্য্যং বৈদিকং নিদর্শিতং ভাষ্যকৃতা। তত্রৈব চ প্রথমাবগতানুগুণ্যেনোত্তরং নীয়তে, যত্র তদন্যথা কর্ত্তুং শক্যম্; যত্র তু ন শক্যং, তত্রোত্তরানুগুণ্যেনৈব প্রথমং নীয়ত ইত্যাহ—"বাক্যো-পক্রমেঽপি" ইতি॥১।১।২২॥

"উদ্গীথে যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা" ইত্যুপক্রম্য শ্রূয়তে—"কতমা সা দেবতেতি প্রাণ ইতি হোবাচোষস্তিশ্চাক্রায়ণঃ"। উদ্গীথোপাসনপ্রসঙ্গেন প্রস্তাবো-

ব্যোমন্" "কং ব্রহ্ম" "খং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। [বাক্যোপ…সিদ্ধম্] বাক্যারম্ভে যে আকাশ-শব্দ আছে, তাহারও বাক্যশেষবলে ব্রহ্মবোধকতা অবধারণ করিতে হইবে। মীমাংসকদিগকেও "অগ্নি অনুবাক (বেদের অংশ-বিশেষ) পড়িতেছে" ব্রহ্মচারি-প্রকরণীয় এতদ্বাক্যস্থ অগ্নিশব্দের বাক্যশেষ-বলে ব্রহ্মচারী-অর্থ অবধারণ করিতে দেখা যায়। অতএব, উদাহৃত শ্রুতিস্থ আকাশ শব্দ যে উপাস্য ব্রহ্মবিষয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎপক্ষে অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না॥১।১।২২॥

ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্গীথ প্রকরণে "হে প্রস্তোতঃ, প্রস্তাবে অর্থাৎ সামগানের অংশবিশেষে, ধ্যানের জন্য যে দেবতা অনুগত (নির্দ্দিষ্ট) আছেন—" এইরূপ কথার পর "সেই দেবতাটী কে?" এতদ্রূপ প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তরিত হইয়াছে—"তাহা প্রাণ। কেন-না, এই সকল ভূত প্রাণেই লয় প্রাপ্ত হয়,

* অতএব ব্রহ্মলিঙ্গাৎ এব, প্রাণঃ উদ্গীথপ্রকরণোক্ত প্রাণশব্দঃ, ব্রহ্মবিষয় ইতি রিক্ত-পূরণম্।—পূর্ব্বোক্ত প্রকার হেতুতে ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্গীথ-প্রকরণোক্ত প্রাণ শব্দও ব্রহ্মপর, বায়ুবিশেষপর নহে। (ওঁ) এই অক্ষরে ব্রহ্মবুদ্ধি অর্পণ করতঃ সামগান পূর্ব্বক ব্রহ্মো-পাসনা করার নাম উদ্গীথ উপাসনা।

হতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা” ইতি। তত্র সংশয়নির্ণয়ৌ পূর্ব্ববদেব দ্রষ্টব্যৌ। “প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ,” “প্রাণস্য প্রাণম্” ইতি চৈবমাদৌ ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রাণশব্দো দৃশ্যতে। বায়ু-বিকারে তু প্রসিদ্ধতরো লোকবেদয়োঃ। অত ইহ প্রাণ-শব্দেন কতরস্যোপাদানং যুক্তমিতি ভবতি সংশয়ঃ। কিং পুনরত্র যুক্তম্? বায়ুবিকারস্য পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্যোপাদানং যুক্তম্, তত্র হি প্রসিদ্ধতরঃ প্রাণশব্দ ইত্যবোচাম। ননু পূর্ব্ববদিহাপি তল্লিঙ্গাদ্ ব্রহ্মণ এব গ্রহণং যুক্তম্। ইহাপি বাক্যশেষে ভূতানাং সম্বেশনোদ্গমনং পারমেশ্বরং কর্ম্ম

পাসনমপ্যুদ্গীথ ইত্যুক্তং ভাষ্যকৃতা। প্রস্তাব ইতি সাম্নো ভক্তিবিশেষঃ। তমন্বায়ত্তা অনুগতা প্রাণো দেবতা। অত্র প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি বায়ুবিকারে চ দর্শনাৎ সংশয়ঃ—কিময়ং ব্রহ্মবচনঃ? উত বায়ুবিকারবচনঃ? ইতি। তত্র, 'অতএব' ব্রহ্মলিঙ্গাদেব প্রাণোঽপি ব্রহ্মৈব, ন বায়ুবিকার ইতি যুক্তম্। যদ্যেবং, তেনৈব গতার্থমেতদিতি কোঽধিকরণান্তরস্যারম্ভার্থঃ? তত্রোচ্যতে—

> “অর্থে শ্রুত্যেকগম্যে হি শ্রুতিমেবাদ্রিয়ামহে।
> মানান্তরাবগম্যে তু তদ্বশাত্তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥”

ব্রহ্মণো বা সর্ব্বভূতকারণত্বমাকাশস্য বা বায়্বাদিভূতকারণত্বং প্রতি নাগমাদৃতে মানান্তরং প্রভবতি। তত্র পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া যত্রার্থে সমঞ্জস

আবার প্রাণ হইতেই জন্মলাভ করে, প্রাণই প্রস্তাবে (সামগানের অংশ-বিশেষে) অনুগত আছে।—[তত্র···বোচাম] এ শ্রুতিতেও পূর্ব্বের ন্যায় সংশয় ও নির্ণয় দেখিতে হইবে। “হে সোম্য, সুষুপ্তিকালে মন (মন-উপাধিক জীব) প্রাণবন্ধন অর্থাৎ প্রাণের সহিত একীভূত” এবং “প্রাণের প্রাণ” ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম-বিষয়ে প্রাণশব্দের প্রয়োগ দেওয়া যায় এবং বায়ুবিকার (শারীর বায়ু বিশেষেও) প্রাণশব্দের নিরূঢ় ব্যবহার আছে। কাজেই প্রদর্শিত শ্রুতিস্থ প্রাণশব্দের অর্থসংশয় অবশ্য উপস্থিত হইবে। যুক্তাযুক্ত বিবেচনা করিতে গেলে, প্রথমতঃ প্রাণশব্দের শ্বাস-প্রশ্বাসাদি-নির্ব্বাহক শারীর বায়ুবিশেষ অর্থই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাহার হেতু এই যে, পঞ্চবৃত্তিক শারীর বায়ুতেই প্রাণশব্দ নিরূঢ় বা প্রসিদ্ধ। [ননু···শেষঃ] যদি বা, এখানেও পূর্ব্বের মত বাক্যশেষ অনুসারে প্রাণ-শব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে; কেন-না, এ শ্রুতির শেষেও প্রাণে ভূতলয়ের ও প্রাণ হইতে ভূতাবির্ভাবের কথা আছে; সেই কথাই পরমেশ্বরের জ্ঞাপক হইবে। এরূপ কথা এখানে বলিতে পারিবে না। তাহার

প্রতীয়তে। ন, মুখ্যেঽপি প্রাণে ভূতসম্বেশনোদ্গমনস্য দর্শনাৎ। এবং হ্যাম্নায়তে—"যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি, প্রাণন্তর্হি বাগপ্যেতি, প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ, স যদা প্রবুধ্যতে, প্রাণাদেবাধি পুনর্জ্জায়ন্তে" ইতি। প্রত্যক্ষঞ্চৈতৎ, স্বাপকালে প্রাণবৃত্তাবপরিলুপ্যমানায়ামিন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ পরিলুপ্যন্তে, প্রবোধকালে চ পুনঃ প্রাদুর্ভবন্তীতি। ইন্দ্রিয়সারত্বাচ্চ ভূতানামবিরুদ্ধো মুখ্যেঽপি প্রাণে ভূতসম্বেশনোদ্গমনবাদী বাক্যশেষঃ। অপি চ, আদিত্যোঽন্নঞ্চোদ্গীথপ্রতিহারয়োর্দ্দেবতে

আগমঃ, স এবার্থস্তস্য গৃহ্যতে, ত্যজ্যতে চেতরঃ। ইহ তু সম্বেশনোদ্গমনে ভূতানাং প্রাণং প্রত্যুচ্যমানে কিং ব্রহ্ম প্রতি উচ্যতে? আহো বায়ুবিকারং প্রতীতি বিষয়ে "যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি, প্রাণং তর্হি বাগপ্যেতি" ইত্যাদিকায়াঃ শ্রুতেঃ সর্ব্বভূতসারেন্দ্রিয়সম্বেশনোদ্গমনপ্রতিপাদনদ্বারা সর্ব্বভূতসম্বেশনোদ্গমনপ্রতিপাদিকায়া মানান্তরানুগ্রহলব্ধসামর্থ্যায়া বলাৎ সম্বেশনোদ্গমনে বায়ুবিকারস্যৈব প্রাণস্য, ন ব্রহ্মণঃ। অপি চ, অত্রোদ্গীথ-প্রতিহারয়োঃ সামভক্ত্যোর্ব্রহ্মণোঽন্যে আদিত্যশ্চান্নঞ্চ দেবতে অভিহিতে কার্য্যকরণসংঘাতরূপে, তৎসাহচর্য্যাৎ প্রাণোঽপি কার্য্যকরণসংঘাতরূপ এব দেবতা ভবিতুমর্হতি। নিরস্তোঽপ্যয়মর্থ ঈক্ষত্যধিকরণে

কারণ এই যে, এখানে পঞ্চবৃত্তিক প্রাণেও ভূত-লয়ের কথা আছে। যথা—"পুরুষ যখন সুষুপ্ত হন, বাগিন্দ্রিয় তখন প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়। চক্ষু, শ্রোত্র, মন, ইহারাও প্রাণে গিয়া লীন অর্থাৎ একীভূত হয়। পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হন, ঐ সকল ইন্দ্রিয় তখন পুনর্ব্বার প্রাণ হইতে উঠে।" সুপ্তিকালে যে, প্রাণবৃত্তির অলোপ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির লোপ হয়, প্রবোধকালে আবার তাহাদের আবির্ভাব হয়, এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদিও এ বাক্যে ইন্দ্রিয়লয় বর্ণিত হইয়াছে সত্য, তথাপি পদার্থবিষয়ে বিরোধ বা অনৈক্য হইতেছে না। ইন্দ্রিয় কি? ভূতনিচয়ের সার। সুতরাং ভূতলয় ও ইন্দ্রিয়লয় তুল্য কথা বা তুল্যার্থ এবং ভূত-লয়বাদী বাক্যশেষ ঐ বাক্যের অবিরুদ্ধ। [অপি…প্রাণ ইতি] অপিচ, "প্রস্তাবদেবতা প্রাণ" এই কথার পরেই "উদ্গীথের দেবতা আদিত্য ও প্রতিহারের (১) দেবতা অন্ন (পৃথিবী)।" এইরূপ উক্তি আছে। এই সূর্য্য ও অন্ন ব্রহ্ম নহে। যখন সূর্য্য ও অন্ন ব্রহ্ম নহে; তখন অবশ্যই তৎসন্নিহিত প্রাণও ব্রহ্ম নহে। সূত্রকার ব্যাস এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ

---

(১) উদ্গীথ—সামগানের উপাসনাংশ। প্রতিহার—গানের সমাপ্তি বা উপসংহার।

প্রস্তাবদেবতায়াং প্রাণস্যানন্তরং নির্দ্দিশ্যেতে। ন চ তয়োর্ব্রহ্মত্বমস্তি ; তৎসামান্যাচ্চ প্রাণস্যাপি ন ব্রহ্মত্বমিতি।

এবং প্রাপ্তে সূত্রকার আহ—অতএব প্রাণ ইতি। তল্লিঙ্গাদিতি পূর্ব্বসূত্রে নির্দ্দিষ্টম্। অতএব তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দমপি পরং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি। প্রাণস্যাপি হি ব্রহ্মলিঙ্গসম্বন্ধঃ শ্রূয়তে, "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসম্বিশন্তি, প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" ইতি। প্রাণনিমিত্তৌ সর্ব্বেষাং ভূতানামুৎপত্তিপ্রলয়াবুচ্যমানৌ প্রাণস্য ব্রহ্মতাং গময়তঃ। ননূক্তং মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহেঽপি সম্বেশনোদ্গমনদর্শনমবিরুদ্ধং, স্বাপপ্রবোধয়োর্দ্দর্শনাদিতি। তত্রোচ্যতে, স্বাপপ্রবোধয়োরিন্দ্রিয়াণামেব কেবলানাং প্রাণাশ্রয়ং সম্বেশনোদ্গমনং দৃশ্যতে, ন সর্ব্বেষাং ভূতানাম্।

পূর্ব্বোক্তপূর্ব্বপক্ষহেতুপোদ্বলনায় পুনরুপন্যস্তঃ। তস্মাদ্বায়ুবিকার এবাত্র প্রাণশব্দার্থ ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

"পুংবাক্যস্য বলীয়স্ত্বং মানান্তরসমাগমাৎ।
অপৌরুষেয়ে বাক্যে তৎসঙ্গতিঃ কিং করিষ্যতি॥"

নো খলু স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবমপৌরুষেয়ং বচঃ স্ববিষয়জ্ঞানোৎপাদে বা তদ্ব্যবহারে বা মানান্তরমপেক্ষতে ; তস্যাপৌরুষেয়স্য নিরস্তসমস্তদোষাশঙ্কস্য স্বত এব নিশ্চায়কত্বাৎ ; নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাদ্ব্যবহারপ্রবৃত্তেঃ। তস্মাদসম্বাদিনো বা, চক্ষুষ ইব রূপে ত্বগিন্দ্রিয়সম্বাদিনো বা তস্যৈব দ্রব্যেনাদার্ঢ্যং বা, দার্ঢ্যং বা, তে ন স্তামিন্দ্রিয়মাত্রসম্বেশনোদ্গমনে বায়ুবিকারে প্রাণে। সর্ব্বভূতসম্বেশনোদ্গমনে

প্রাপ্ত হইয়া তাহার সিদ্ধান্তার্থ সূত্র বলিয়াছেন "অতএব প্রাণঃ।" [তল্লিঙ্গা… গময়তঃ] অতঃ-শব্দের দ্বারা পূর্ব্ব সূত্রস্থ "ব্রহ্মলিঙ্গ" রূপ হেতু উন্নীত হইয়াছে। অর্থ এই যে, ব্রহ্মলিঙ্গ (ব্রহ্মবোধক চিহ্ন বা ধর্ম্ম) থাকায় প্রোক্ত প্রাণশব্দও ব্রহ্মপর। প্রাণের সহিত, ব্রহ্মলিঙ্গের সম্বন্ধ ঐ শ্রুতিতেই শ্রুত আছে। যথা—"এই সমস্ত ভূত প্রাণে গিয়া লীন হয়, আবার প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হয়।" প্রাণ হইতে ভূতোৎপত্তি ও প্রাণে ভূতলয়, এই দুই কথাই প্রোক্ত প্রাণশব্দের ব্রহ্মার্থতা বোধ করায়। [ননূক্তং…চ্যতে] বলিয়াছিলে যে, প্রাণ শব্দের প্রসিদ্ধ প্রাণ-অর্থ গ্রহণ করিলেও ভূতলয় কথা বিরুদ্ধ হয় না, এবং সুপ্তিকালে ও প্রবোধকালে ভূতলয় ও ভূতাবির্ভাব দেখিতে পাও, সে কথার প্রত্যুত্তর এইরূপ। [স্বাপ… বিরুদ্ধম্] সুষুপ্তিকালে ও জাগ্রৎকালে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় কয়েকটীরই

ইহ তু সেন্দ্রিয়াণাং সশরীরাণাঞ্চ জীবাবিষ্টানাং ভূতানাং, "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি" ইতি শ্রুতেঃ। যদাপি ভূত-শ্রুতির্ম্মাহাভূতবিষয়া পরিগৃহ্যতে, তদাপি ব্রহ্মলিঙ্গত্বমবিরুদ্ধম্। নন্বু সহাপি বিষয়ৈরিন্দ্রিয়াণাং স্বাপ-প্রবোধয়োঃ প্রাণেঽপ্যয়ং প্রাণাচ্চ প্রভবং শৃণুমঃ,—"যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈ-র্নামভিঃ সহাপ্যেতি" ইত্যত্র। তত্রাপি তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দং ব্রহ্মৈব। যৎ পুনরন্নাদিত্যসন্নিধানাৎ প্রাণশব্দস্যাব্রহ্মত্বমিতি, তদযুক্তম্; বাক্যশেষবলেন প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মবিষয়তায়াং প্রতীয়-মানায়াং সন্নিধানস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। যৎ পুনঃ প্রাণশব্দস্য পঞ্চ-

তু ন ততো বাক্যাৎ প্রতীয়েতে; প্রতীতৌ বা তত্রাপি প্রাণো ব্রহ্মৈব ভবেৎ, ন বায়ুবিকারঃ। "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যাথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইত্যত্র বাক্যে যথা প্রাণশব্দো ব্রহ্মবচনঃ। ন চাস্মিন্ বায়ুবিকারে সর্ব্বেষাং ভূতানাং সম্বেশনোদ্গমনে মানান্তরেণ দৃশ্যেতে। ন চ মানান্তরসিদ্ধ-সম্বাদেন্দ্রিয়-সম্বেশনোদ্গমনবাক্যদার্ঢ্যাৎ সর্ব্বভূতসম্বেশনোদ্গমনবাক্যং কথঞ্চিদিন্দ্রিয়বিষয়তয়া

লয়োদয় হয়, সকল ভূতের লয়োদয় হয় না, কিন্তু উদাহৃত শ্রুতিতে জীবভাবাপন্ন সমুদায় সশরীর ও সেন্দ্রিয় ভূতেরই লয়োদয় বর্ণিত হইয়াছে। ভূতলয়বোধিকা উক্ত শ্রুতিকে যদি মহাভূত বিষয়ে লইয়া যাও, অর্থাৎ ভূত শব্দে মহাভূত অর্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মলিঙ্গ হইবে। (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুতে মহাভূতের লয়োদয় হয় না)। [নন্বু···ব্রহ্মৈব] অন্য শ্রুতিতে সুষুপ্তিকালে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের লয় এবং প্রবোধকালে সে সকলের পুনরুদয় বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"সুপ্ত পুরুষ যখন কোনরূপ স্বপ্ন না দেখে, তখন সে প্রাণে একীভূত হয়। তৎকালে বাক্যও নামসমূহের সহিত প্রাণে গিয়া লয়প্রাপ্ত হয়।" অতএব ব্রহ্মলিঙ্গ থাকায় প্রাণ-শব্দ ব্রহ্মপর; প্রসিদ্ধ প্রাণপর নহে। [যৎ···করত্বাৎ] প্রাণ-শব্দের নিকটে অন্ন ও আদিত্য শব্দ পঠিত হওয়ায় প্রাণশব্দকে অন্নাদির ন্যায় অব্রহ্মবাচক বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহাও নিতান্ত অযুক্ত। তাহার হেতু এই যে, বাক্যশেষ অনুসারে যখন প্রাণ-শব্দের ব্রহ্ম-বোধকতা প্রতীত হইতেছে, তখন আর সন্নিধি-পাঠের প্রাধান্য বা অর্থপ্রত্যায়ন ক্ষমতা থাকিতে পারে না। [যৎ···বিধেয়ম্] তাহার পর প্রাণশব্দ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণে প্রসিদ্ধ হইলেও অর্থাৎ জীবনবায়ুর বোধক হইলেও,সে অর্থ পূর্ব্বোক্ত আকাশ-শব্দের

বৃত্তৌ প্রসিদ্ধতরত্বং, তদাকাশ-শব্দস্যেব প্রতিবিধেয়ম্। তস্মাৎ সিদ্ধং প্রস্তাবদেবতায়াঃ প্রাণস্য ব্রহ্মত্বম্।

অত্র কেচিদুদাহরন্তি—"প্রাণস্য প্রাণং" "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইতি চ। তদপ্যযুক্তম্, শব্দভেদাৎ, প্রকরণাচ্চ সংশয়ানুপপত্তেঃ। যথা পিতুঃ পিতেতি প্রয়োগে অন্যঃ ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টাৎ প্রথমানির্দ্দিষ্টঃ পিতুঃ পিতেতি গম্যতে, তদ্বৎ প্রাণস্য প্রাণমিতি শব্দভেদাৎ প্রসিদ্ধাৎ প্রাণাদন্যঃ প্রাণস্য প্রাণমিতি নিশ্চীয়তে। ন হি স এব তস্যেতি ভেদনির্দ্দেশার্হো ভবতি। যস্য চ প্রকরণে যো নির্দ্দিশ্যতে নামান্তরেণাপি, স এব তত্র প্রকরণী নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকারে "বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত" ইত্যত্র জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতি-

---

ব্যাখ্যানমর্হতি। স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবস্য স্বভাবদৃঢ়স্য মানান্তরানুপযোগাৎ। ন চাস্য তেনৈকবাক্যতা। একবাক্যতায়াঞ্চ তদপি ব্রহ্মপরমেব স্যাদিত্যুক্তম্। ইন্দ্রিয়সম্বেশনোদ্গমনং তু অবয়ুত্যানুবাদেনাপি ঘটিষ্যতে। "একং বৃণীতে, দ্বৌ বৃণীতে" ইতিবৎ। ন তু সর্ব্বশব্দার্থঃ সঙ্কোচমর্হতি। তস্মাৎ প্রস্তাবভক্তিং প্রাণশব্দাভিধেয়ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাসীত, ন বায়ুবিকারদৃষ্ট্যেতি সিদ্ধম্। তথা চোপাসকস্য প্রাণপ্রাপ্তিঃ

অর্থের ন্যায় নিরাকৃত হইবে। [তস্মাৎ···ব্রহ্মত্বম্] প্রস্তাবদেবতা প্রাণ যে ব্রহ্ম, জীবন-বায়ু নহে, তাহা এতক্ষণ পরে প্রদর্শিত হেতুসমূহের দ্বারা স্থির বা দৃঢ়ীকৃত হইল। [অত্র···পত্তেঃ] কোন কোন ব্যাখ্যাকার "প্রাণের প্রাণ" হে সোম্য, (শ্বেতকেতো), মন প্রাণ-বন্ধন অর্থাৎ প্রাণে একীভূত হয়" এই দুই শ্রুতিকে এতৎসূত্রের উদাহরণ বা বিচার্য্যবিষয় বলেন। তাহা সঙ্গত নহে। হেতু এই যে, শব্দের ও প্রকরণের ভিন্নতা থাকায় ঐ দুই শ্রুতিতে আদৌ সংশয় হওয়া উপপন্ন হয় না। (সংশয় না হইলে বিচার হইবে কেন?)। [যথা···ভবতি] যেমন পিতার পিতা বলিলে, পিতা হইতে তৎপিতা ভিন্ন, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীতি হয়, তেমনি, প্রাণের প্রাণ বলিলেও প্রসিদ্ধ প্রাণ হইতে তৎপ্রেরক প্রাণ যে ভিন্ন, ইহাও নিশ্চিত হয়। এক বা অভেদস্থলে "সে তাহার" এরূপ ভেদ-নির্দ্দেশ হইতেই পারে না। [যস্য···দিতাঃ] যে প্রকরণে যাহা প্রতিপাদিত হয়, অন্য নামে অভিহিত হইলেও তাহা সেই বস্তুই থাকে। যেমন জ্যোতিষ্টোম প্রকরণোক্ত "বসন্তকালে জ্যোতির্যাগ করিবেক" এতদ্বাক্যস্থ জ্যোতিঃশব্দের অর্থ

ষ্টোমবিষয়ো ভবতি, তথা পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকরণে "প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইতি শ্রুতেঃ প্রাণশব্দো বায়ুবিকারমাত্রং কথমবগময়েৎ? অতঃ সংশয়াবিষয়ত্বান্নৈতদুদাহরণং যুক্তম্। প্রস্তাবদেবতায়াস্তু প্রাণে সংশয়পূর্ব্বপক্ষনির্ণয়া উপপাদিতাঃ ॥ ১।১।২৩॥

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥১।১।২৪॥ *

ইদমামনন্তি—"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্, যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ

কর্ম্মসমৃদ্ধির্ব্বা ফলং ভবতীতি। "বাক্যশেষবলেন" ইতি। বাক্যাৎ সন্নিধানং দুর্ব্বলমিত্যর্থঃ। উদাহরণান্তরন্তু নিগদব্যাখ্যানেন ভাষ্যেণ দূষিতম্ ॥১।১।২৩॥

"ইদমামনন্তি"।—'অথ যদতঃ পরোদিবোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্, যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ' ইতি। যজ্জ্যোতিরতো দিবো দ্যুলোকাৎ পরং দীপ্যতে প্রকাশতে, বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু বিশ্বেষামুপরি। অসঙ্কুচদ্বৃত্তিরয়ং বিশ্বশব্দোঽনবয়বেন সংসারমণ্ডলং ব্রূত ইতি দর্শয়িতুমাহ—"সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষূত্তমেষু"। ন চেদমুত্তমমাত্রম্, অপি তু সর্ব্বোত্তমমিত্যাহ—"অনুত্তমেষু নাস্ত্যেভ্যোঽন্য উত্তম ইত্যর্থঃ।" 'ইদং বাব তদ্'যদিদ-

জ্যোতিষ্টোম; তেমনি, ব্রহ্মপ্রকরণস্থ "প্রাণ-বন্ধনং" বাক্যস্থ প্রাণশব্দের অর্থ ব্রহ্ম। অতএব, ঐ দুই বাক্য সংশয়যোগ্য নহে বলিয়াই এতৎসূত্রের উদাহরণযোগ্যও নহে। "প্রস্তাবদেবতা প্রাণ" এই বাক্যে যেরূপে সংশয়াদি হয়, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

ছান্দোগ্যে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে—"যে জ্যোতিঃ স্বর্গের উপরে, সমস্ত প্রাণিবর্গের উপরে, পৃথিব্যাদি সমুদয় লোকের উপরে এবং যাহা তদন্তর্গত উত্তমাধম সমুদয় লোকে দীপ্যমান বা প্রকাশমান আছে, সেই (সর্ব্বসংসারমণ্ডলাতীত) উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃই এই জ্যোতিঃ—যে জ্যোতি এই অন্তঃপুরুষে অর্থাৎ এতদ্দেহের অন্তরে। (সেই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃই এই দেহে আত্মানামে বিরাজমান)।" এই বাক্যে এইরূপ সংশয় হয় যে, শ্রুতি এখানে জ্যোতিঃ-

* জ্যোতিঃ ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তজ্যোতিঃশব্দঃ ব্রহ্মবিষয়ক ইতি রিক্তপূরণম্। হেতুমাহ—চরণাভিধানাৎ পাদাভিধানাদিত্যর্থঃ। "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যাদি মন্ত্রেণৈতৎ পাদত্বমুক্তং, তৎ ব্রহ্মলিঙ্গমেবেত্যর্থঃ।—ছান্দোগ্য শ্রুত্যুক্ত জ্যোতিঃশব্দও ব্রহ্মবোধক, ভৌতিক জ্যোতির বোধক নহে। হেতু এই যে, ব্রহ্মাত্মক বেদে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঐ জ্যোতির পাদ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে।

জ্যোতিঃশব্দেনাদিত্যাদিকং জ্যোতিরভিধীয়তে ? কিংবা পর আত্মা ইতি? অর্থান্তরবিষয়স্যাপি শব্দস্য তল্লিঙ্গাদ্ ব্রহ্মবিষয়ত্বমুক্তম্, ইহ তল্লিঙ্গমেবাস্তি নাস্তি বেতি বিচার্য্যতে। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্ ? আদিত্যাদিকমেব জ্যোতিঃশব্দেন পরিগৃহ্যত ইতি। কুতঃ? প্রসিদ্ধেঃ। তমোজ্যোতিরিতি হীমৌ শব্দৌ পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বি-বিষয়ৌ প্রসিদ্ধৌ। চক্ষুর্বৃত্তের্নিরোধকং শার্ব্বরাদিকং তম উচ্যতে, তস্যা এবানুগ্রাহকমাদিত্যাদিকং জ্যোতিঃ। তথা দীপ্যতে ইতীয়-মপি শ্রুতিরাদিত্যাদিবিষয়া প্রসিদ্ধা। ন হি রূপাদিহীনং ব্রহ্ম দীপ্যত ইতি মুখ্যাং শ্রুতিমর্হতি। দ্যুমর্য্যাদত্বশ্রুতেশ্চ। ন

মস্মিন্ পুরুষেঽন্তর্জ্জ্যোতিঃ ত্বগ্‌গ্রাহ্যেণ শারীরেণোষ্মণা শ্রোত্রগ্রাহ্যেণ চ পিহিত-কর্ণেন পুংসা ঘোষেণ লিঙ্গেনানুমীয়তে। তত্র শারীরস্যোষ্মণস্ত্বচা দর্শনং দৃষ্টি-র্ঘোষস্য চ শ্রবণং শ্রুতিঃ, তয়োশ্চ দৃষ্টিশ্রুতী জ্যোতিষ এব, তল্লিঙ্গেন তদনুমানা-দিতি। অত্র সংশয়ঃ—কিং জ্যোতিঃশব্দং তেজঃ, উত ব্রহ্মেতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? তেজ ইতি। কুতঃ? গৌণমুখ্যগ্রহণবিষয়ে মুখ্যগ্রহণস্য—

ঔৎসর্গিকত্বাদ্বাক্যস্থ-তেজোলিঙ্গোপলম্ভনাৎ।
বাক্যান্তরেণানিয়মাত্তদর্থাপ্রতিসন্ধিতঃ॥

বলবদ্বাধকোপনিপাতেন খল্বাকাশপ্রাণশব্দৌ মুখ্যার্থাৎ প্রচ্যাব্যান্যত্র প্রতিষ্ঠা-পিতৌ। তদিহ জ্যোতিষ্পদস্য মুখ্যতেজোবচনত্বে বাধকস্তাবৎ স্ববাক্যশেষো নাস্তি,

---

শব্দের দ্বারা কি বলিয়াছেন?—সূর্য্য বলিয়াছেন? না ব্রহ্ম বলিয়াছেন? আকাশ, প্রাণ, এ সকল ব্রহ্মবোধক শব্দ নহে, না হইলেও ব্রহ্মচিহ্ন বা ব্রহ্মধর্ম্মদৃষ্টে ঐ সকল শব্দের ব্রহ্মবিষয়তা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এখানেও সেরূপ কোন ব্রহ্মলিঙ্গ (চিহ্ন) আছে কি না, বিচার করা যাউক। বিচার করিতে গেলে পাওয়া যায়, শ্রুতি জ্যোতিঃশব্দের দ্বারা সূর্য্যকে, অথবা অগ্নিনামক তেজকে বলিয়াছেন। হেতু এই যে, জ্যোতিঃশব্দ ঐরূপ পদার্থেই প্রসিদ্ধ। তমঃ ও জ্যোতিঃ শব্দ যে পর-স্পর প্রতিদ্বন্দ্বিবিষয়ে প্রযুক্ত হয়,—উচ্চারিত হয়, তাহা সমুদায় লোকে বিখ্যাত। চক্ষুর্বৃত্তির নিরোধক (আবরক বা আচ্ছাদক) নৈশ নীলিমা প্রভৃতির নাম তমঃ, আর সেই চক্ষুর বৃত্তিরই অনুগ্রাহক (দেখিবার সাহায্যকারী) সূর্য্যাদির নাম জ্যোতিঃ। এই জ্যোতিঃই "দীপ্যতে" অর্থাৎ দীপ্তিমান্। দীপ্তি বা প্রকাশ ধর্ম্ম তেজেই থাকে, অন্যত্র থাকে না; তজ্জন্য দীপ্তিশব্দও আদিত্যাদিবিষয়ে প্রসিদ্ধ। ভাস্বর রূপের নাম দীপ্তি। রূপহীন ব্রহ্মে তাহা থাকিবার সম্ভাবনা কি? অতএব ব্রহ্মে "দীপ্যতে" এতদ্রূপ প্রয়োগ নিতান্ত অযুক্ত। [দ্যুমর্য্যাদ···ব্রাহ্মণম্]

হি চরাচরবীজস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মকস্য দ্যৌর্ম্মর্য্যাদা যুক্তা, কার্য্যস্য তু জ্যোতিষঃ পরিচ্ছিন্নস্য দ্যৌর্ম্মর্য্যাদা স্যাৎ। "পরো দিবো জ্যোতি"ইতি চ ব্রাহ্মণম্। ননু কার্য্যস্যাপি জ্যোতিষঃ সর্ব্বত্র গম্যমানত্বাৎ মর্য্যাদাবত্ত্বমসমঞ্জসম্। অস্তু তর্হি অত্রিবৃৎকৃতং তেজঃ প্রথমজম্। ন, অত্রিবৃৎকৃতস্য তেজসঃ প্রয়োজনাভাবাদিতি। ইদমেব প্রয়োজনং, যদুপাস্যত্বমিতি চেৎ ; ন ; প্রয়োজনান্তরপ্রযুক্তস্যৈবাদিত্যাদেরুপাস্যত্বদর্শনাৎ ; "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" ইতি চাবিশেষশ্রুতেঃ। ন চাত্রিবৃৎকৃতস্যাপি

প্রত্যুত তেজোলিঙ্গমেব দীপ্যত ইতি। কৌক্ষেয়জ্যোতিঃসারূপ্যঞ্চ চক্ষুষ্যোরূপবান্ শ্রুতোবিশ্রুতো ভবতীত্যল্পফলত্বঞ্চ স্ববাক্যে শ্রূয়তে। ন জাতু জ্বলনাপরনামা দীপ্তির্ব্বিনা তেজো ব্রহ্মণি সম্ভবতি। ন কৌক্ষেয়জ্যোতিঃসারূপ্যমৃতে বাহ্যাত্তেজসো ব্রহ্মণ্যস্তি। ন চৌষ্ণ্যঘোষলিঙ্গদর্শনশ্রবণমৌদর্য্যাত্তেজসোঽন্যত্র ব্রহ্মণ্যুপপদ্যতে। ন চ মংগফলং ব্রহ্মোপাসনমণীয়সে ফলায় কল্পতে। ঔদর্য্যে তু তেজস্যধ্যস্য বাহ্যং তেজ উপাসনমেতৎফলানুরূপং যুজ্যতে। তদেতত্তেজোলিঙ্গম্। এতদুপোদ্বলনায় চ নিরস্তমপি মর্য্যাদাধারবত্ত্বমুপন্যস্তম্। ইহ তন্নিরাসকারণাভাবাৎ। ন চ মর্য্যাদাবত্ত্বং

"স্বর্গ লোকের উপরে দীপ্যমান" এতদ্রূপ মর্য্যাদা অর্থাৎ দীপ্তির স্থান-নির্দ্দেশ থাকাতে বুঝা যাইতেছে যে, জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মবিষয়ে প্রযুক্ত হয় নাই। যিনি সমস্ত চরাচরের বীজ ও সর্ব্বাত্মক, তাঁহাতে "স্বর্গের উপরে দীপ্যমান্" এরূপ সীমাবদ্ধ দীপ্তির উক্তি সঙ্গত হয় না। জন্মবান্ পরিচ্ছিন্ন জ্যোতিতেই ঐরূপ মর্য্যাদার উক্তি সম্ভাবিত বা সঙ্গত হয়; সুতরাং ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ তাদৃশ জ্যোতিরই উপদেশ করিয়াছেন। [ননু…দিতি] যদি বল, জন্মবান্ সূর্য্যাদি জ্যোতিও সর্ব্বগামী, সেইকারণে তাহাতেও উক্তবিধ মর্য্যাদার উক্তি অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ অসঙ্গত। এই অসঙ্গতি নিবারণের জন্য উক্ত অর্থ ত্যাগ করিয়া প্রথমোৎপন্ন অত্রিবৃৎকৃত (অপঞ্চীকৃত) ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম তেজ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। ইহাতে আমরা বলিব, প্রয়োজন না থাকায় সেরূপ অতীন্দ্রিয় তেজ গ্রাহ্য নহে। (এ স্থলে সে তেজ উপদেশের ও সে অর্থ গ্রহণের প্রয়োজন নাই) [ইদ…শ্রুতেঃ] উপাসনাই প্রয়োজন, এরূপ বলিতে পারিবে না। কেন-না, (অন্য নিষ্ফলের ধ্যানোপদেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।) সর্ব্বত্রই অন্য প্রয়োজনে অবস্থিত (প্রয়োজন=অন্ধকারনাশাদি কার্য্যে অধিকৃত) সূর্য্যাদি তেজেরই উপাস্যতা দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ "এই প্রথমোৎপন্ন তেজ, জল, পৃথিবী, এ সকলের প্রত্যেককে আমি ত্রিবৃৎ করিব—পরস্পর মিশ্রিত করিব" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা এখন অত্রিবৃৎকৃত

তেজসো দ্যুমর্য্যাদত্বং প্রসিদ্ধম্। অস্তু তর্হি ত্রিবৃৎকৃতমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দম্। ননূক্তম্, অর্ব্বাগপি দিবো গম্যতে-ঽগ্ন্যাদিকং জ্যোতিরিতি। নৈষ দোষঃ, সর্ব্বত্রাপি গম্যমানস্য জ্যোতিষঃ "পরোদিবঃ" ইত্যুপাসনার্থঃ প্রদেশবিশেষ-পরিগ্রহো ন বিরুধ্যতে; ন তু নিষ্প্রদেশস্য ব্রহ্মণঃ প্রদেশ-বিশেষকল্পনা ভাগিনী। সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষ্বনুত্তমেষুত্তমেষু লোকেষ্বিতি চাধারবহুত্বশ্রুতিঃ কার্য্যে জ্যোতিষ্যুপপদ্যতেতরাম্। "ইদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিঃ" ইতি চ কৌক্ষেয়-জ্যোতিষি পরং জ্যোতিরধ্যস্যমানং দৃশ্যতে। সারূপ্যনিমিত্তাশ্চা-

---

তেজোরাশের্ন সম্ভবতি, তস্য সৌর্য্যাদেঃ সাবয়বত্বেন তদেকদেশমর্য্যাদাসম্ভবাৎ। তস্য চোপাস্যত্বেন বিধানাৎ। ব্রহ্মণস্ত্বনবয়বস্যাবয়বোপাসনানুপপত্তেঃ। অবয়ব-কল্পনায়াশ্চ সত্যাং গতাবনবকল্পনাৎ। ন চ—

'পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'

ইতি ব্রহ্মপ্রতিপাদকং বাক্যান্তরং "যদতঃ পরোদিবোজ্যোতিঃ" ইতি জ্যোতিঃ-শব্দং ব্রহ্মণি ব্যবস্থাপয়তীতি যুক্তম্। ন হি সন্নিধানমাত্রাদ্বাক্যান্তরেণ বাক্যান্তর-গতা শ্রুতিঃ শক্যা মুখ্যার্থাচ্চ্যাবয়িতুম্। ন চ বাক্যান্তরেঽধিকরণত্বেন দ্যৌঃ শ্রুতা

তেজ নাই বলিয়াই সিদ্ধ হয়। [ন চ···শব্দম্] স্বর্গের ঊর্দ্ধে অপঞ্চীকৃত তেজ আছে, এরূপ প্রসিদ্ধি নাই, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে প্রমাণ নাই। সুতরাং এথানে জ্যোতিঃ-শব্দের পঞ্চীকৃত তেজ অর্থ হওয়াই উচিত। [নমু···দৃশ্যতে] যদি বল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "যে জ্যোতিঃ স্বর্গের উপরে দীপ্যমান" এরূপ উক্তি দোষাবহ নহে। যদিও সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সর্ব্বগামী, তথাপি, উপাসনার নিমিত্ত তাহার (সাবয়ব প্রাকৃত জ্যোতির) প্রদেশবিশেষ বা অবয়ববিশেষ গ্রহণ করা তত দুষ্য বা বিরুদ্ধ নহে,—ধ্যানের নিমিত্তই নিরবয়ব ব্রহ্মের প্রদেশ বা অবয়ব কল্পনা করা যত দুষ্য বা বিরুদ্ধ। "তিনি উত্তমাধম লোকে দীপ্যমান" এ বর্ণনা, এরূপ আধার-উপদেশ, প্রাকৃত জ্যোতিতেই সুসম্ভব বা সঙ্গত হয়। অপিচ,—"সেই জ্যোতিঃ এই—যাহা এই দেহমধ্যে আছে।" এ কথায় শরীরস্থ ঔদর্য্য তেজেই প্রোক্ত জ্যোতির অধ্যাস হইতেছে (১), অন্য কিছু অভিহিত হইতেছে না। [সারূপ্য···মিষ্যতে]

---

(১) ব্যাহৃতি-প্রতীকে প্রজাপতি-উপাসনা করিবার বিধান আছে। ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, এই অক্ষর-ত্রয়ের নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতিত্রয়কে প্রজাপতি ভাবিতে হয়। তন্মধ্যে পৃথিবীবোধক ভূ অক্ষরটি প্রজাপতি দেবতার মস্তক, ইত্যাদিপ্রকারে চিন্তনীয়।

ধ্যাসা ভবন্তি। যথা, "তস্য ভূরিতি শিরঃ, একং শিরঃ, একমেতদক্ষরম্" ইতি। কৌক্ষেয়স্য তু জ্যোতিষঃ প্রসিদ্ধমব্রহ্মত্বম্। "তস্যৈষা দৃষ্টিস্তস্যৈষা শ্রুতিঃ" ইতি চৌষ্ণ্যঘোষবিশিষ্টত্বশ্রবণাৎ। "তদেতদ্দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত" ইতি চ শ্রুতেঃ। "চক্ষুষ্যশ্চ শ্রুতো ভবতি, য এবং বেদ" ইতি চাল্পফলশ্রবণাদব্রহ্মত্বম্। মহতে হি ফলায় ব্রহ্মোপাসনমিষ্যতে। ন চান্যদপি কিঞ্চিৎ স্ববাক্যে প্রাণাকাশবৎ জ্যোতিষোঽস্তি ব্রহ্মলিঙ্গম্। ন চ পূর্ব্বস্মিন্নপি

"দিব" ইতি মর্য্যাদাশ্রুতৌ শক্যা প্রত্যভিজ্ঞাতুম্। অপি চ, বাক্যান্তরস্যাপি ব্রহ্মার্থত্বং প্রসাধ্যমেব, নাদ্যাপি সিধ্যতি, তৎ কথং তেন নিয়ন্তুং ব্রহ্মপরতয়া "যদতঃ পরঃ" ইতি বাক্যং শক্যম্। তস্মাত্তেজ এব জ্যোতির্ন ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্। তেজঃকথনপ্রস্তাবে তমঃকথনং প্রতিপক্ষোপন্যাসেন প্রতিপক্ষান্তরে দৃঢ়া প্রতীতির্ভবতীত্যেতদর্থম্। চক্ষুর্বৃত্তেনিরোধকমিত্যর্থাদাবরকত্বেন। আক্ষেপ্তাহ—"ননু কার্য্যস্যাপি" ইতি। সমাধাতৈকদেশী ব্রূতে।—"অস্তু তর্হি" ইতি। যত্তেজোঽবন্নাভ্যামসম্পৃক্তং, তদত্রিবৃৎকৃতমুচ্যতে। আক্ষেপ্তা দূষয়তি।—"ন" ইতি। ন হি তৎ ক্বচিদপ্যুপযুজ্যতে, সর্ব্বাস্বর্থক্রিয়াসু ত্রিবৃৎকৃতস্যৈবোপযোগাদিত্যর্থঃ। একদেশিনঃ

সাদৃশ্য উপদেশ থাকিলেই অধ্যাস হয়, নচেৎ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত এই—"ভূ এই অক্ষরটী প্রজাপতির মস্তক। মস্তক এক, ভূ-অক্ষরও এক।" এই শ্রুতিতে একত্ব-সাম্যক্রমেই অধ্যাসের উপদেশ হইয়াছে। (২) অপিচ, ঔদর্য্য তেজের অব্রহ্মতা উক্ত শ্রুতিতেই প্রদর্শিত আছে। অর্থাৎ কৌক্ষেয় জ্যোতিঃ যে, অব্রহ্ম—ব্রহ্ম নহে, তাহা তাহার উষ্ণতা ও শব্দবত্তা বর্ণনেই নিশ্চিত হয়। (৩) অতএব, সেই স্বর্গীয় জ্যোতিঃই এই জাঠর-জ্যোতিঃ, এতদ্রূপ অধ্যস্তোপাসনা ভৌতিক জ্যোতির পক্ষেই সঙ্গত হয়। অপর হেতু এই যে, শ্রুতিতে এ উপাসনায় অতি অল্প মাত্র ফল অভিহিত হইয়াছে। (চক্ষুষ্য অর্থাৎ প্রিয়দর্শন হয় এবং শ্রুত অর্থাৎ খ্যাতিমান্ হয়)। সেই ফলাল্পতাও প্রোক্ত উপাস্য জ্যোতির অব্রহ্মত্বসাধক; কারণ, ব্রহ্মোপাসনায় মহৎ ফল হওয়া বাঞ্ছনীয়; কিন্তু সেরূপ মহৎ ফল দৃষ্ট ও শ্রুত এ কথায় চরিতার্থ হইতেছে না। [ন চান্যদপি…লিঙ্গম্] আকাশাদি শব্দের ন্যায়

(২) অভিপ্রায় এই যে, সাম্য না থাকিলে অধ্যাস বা আহার্য্যারোপ হয় না। যখন ঔদর্য্য-তেজে স্বর্গীয় তেজের জ্ঞান করিবার বিধান দৃষ্ট হইতেছে, তখন অবশ্যই প্রোক্ত জ্যোতি ঔদর্য্য জ্যোতির সহিত সমান, অর্থাৎ উভয়ই যে ভৌতিক জ্যোতিঃ তাহা বুঝা যায়।

(৩) ঐ শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, শরীরস্পর্শে যে উষ্ণতা জ্ঞান হয়, সে উষ্ণতা জাঠর-তেজের (জ্যোতির) উষ্ণতা। কর্ণ আচ্ছাদন করিলে যে আভ্যন্তরীণ ঘোষ (শব্দ) শুনা যায়, সে ঘোষ সেই জাঠরাগ্নির নির্ঘোষ; ইত্যাদি।

বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টমস্তি; "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতম্" ইতি ছন্দোনির্দ্দেশাৎ। অথাপি কথঞ্চিৎ পূর্ব্বাস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং স্যাৎ, এবমপি ন তস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞানমস্তি। তত্র হি "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি দ্যৌরধিকরণত্বেন শ্রূয়তে, অত্র পুনঃ "পরো দিবোজ্যোতিঃ" ইতি দ্যৌর্ম্মর্য্যাদাত্বেন। তস্মাৎ প্রাকৃতং জ্যোতিরিহ গ্রাহ্যমিতি।

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—জ্যোতিরিহ ব্রহ্ম গ্রাহ্যম্। কুতঃ? চরণাভিধানাৎ—পাদাভিধানাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বস্মিন্ হি বাক্যে চতু-

---

শঙ্কামাহ।—"ইদমেব" ইতি। আক্ষেপ্তা নিরাকরোতি।—"ন, প্রয়োজনান্তরে"-তি। একৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণীতি তেজঃপ্রভৃত্যুপাসনামাত্রবিষয়া শ্রুতির্ন সঙ্কোচয়িতুং যুক্তেত্যর্থঃ। এবমেকদেশিনি দূষিতে পরমসমাধাতা পূর্ব্বপক্ষী ব্রূতে।—"অস্তু তর্হি ত্রিবৃৎকৃতমেব" ইতি। "ভাগিনী" যুক্তা। যদ্যপ্যাধারবহুত্বশ্রুতির্ব্রহ্মণ্যপি কল্পিতোপাধিনিবন্ধনা কথঞ্চিদুপপদ্যতে, তথাপি, যথা কার্য্যে জ্যোতিষ্যতিশয়েনোপপদ্যতে, ন তথাত্রেত্যত উক্তং "উপপদ্যতেতরাম্," ইতি। "প্রাকৃতং" প্রকৃতের্জ্জাতং কার্য্যমিতি যাবৎ। এবং প্রাপ্তে উচ্যতে—

"সর্ব্বনামপ্রসিদ্ধার্থং প্রসাধ্যার্থবিঘাতকৃৎ।
প্রসিদ্ধ্যপেক্ষি সৎ পূর্ব্ববাক্যস্থমপকর্ষতি॥"

এখানে এমন কোন স্পষ্ট ব্রহ্মচিহ্ন নাই যে, যদ্দ্বারা জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মপর অর্থ করা যাইতে পারে। [ন চ…দাত্বেন] উদাহৃত বাক্যের পূর্ব্ববাক্যেও ব্রহ্মনির্দ্দেশ নাই। পূর্ব্ববাক্যে "এই সমস্ত ভূত গায়ত্রী" এইরূপ ছন্দোমাত্রের উল্লেখ আছে। যদিও পূর্ব্ববাক্যে কথঞ্চিৎ বা কোনপ্রকারে ব্রহ্মনির্দ্দেশ হইয়া থাকে,তাহা হইলেও পরবাক্যে অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বাক্যে তাহার অভিজ্ঞান (স্মারক কথা) কিছু নাই। পূর্ব্ববাক্যে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এতদ্রূপ ত্রিপাদ ব্রহ্মের স্বর্গস্থান অভিহিত হইয়াছে; পরন্তু এ বাক্যে "দিবঃ পরঃ" স্বর্গের ঊর্দ্ধে, এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। (সুতরাং ইহা পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মের স্মারক নহে)। [তস্মাৎ… ত্যর্থঃ] অতএব, জ্যোতিঃশব্দে প্রকৃত জ্যোতিঃই গ্রাহ্য।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তির পর তৎসমাধানার্থ বলা হইতেছে যে, জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মই গ্রাহ্য। কেন-না, ঐ বাক্যে ব্রহ্মবোধক পাদ-শব্দের অভিধান (কথন) রহিয়াছে। [পূর্ব্ব…য়াতাম্] পূর্ব্ববাক্যে "এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সেই গায়ত্রী ব্রহ্মের বিভূতি;

ষ্পাদ্‌ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং—"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যনেন মন্ত্রেণ। তত্র যৎ চতুষ্পাদো ব্রহ্মণস্ত্রিপাদমৃতং দ্যুসম্বন্ধিরূপং নির্দ্দিষ্টং, তদেবেহ দ্যুসম্বন্ধান্নির্দ্দিষ্টমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তৎ পরিত্যজ্য প্রাকৃতং জ্যোতিঃ কল্পয়তঃ প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে প্রসজ্যেয়াতাম্। ন কেবলং জ্যোতির্ব্বাক্য এব ব্রহ্মানুবৃত্তিঃ, পরস্যামপি হি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়ামনুবর্ত্তিষ্যতে ব্রহ্ম। তস্মাদিহ জ্যোতিরিতি ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্।

যত্তূক্তম্,—জ্যোতির্দীপ্যত ইতি চৈতৌ শব্দৌ কার্য্যে জ্যোতিষি

"তদ্বলাত্তেন নেয়ানি তেজোলিঙ্গান্যপি ধ্রুবম্।
ব্রহ্মণ্যেব প্রধানং হি ব্রহ্ম চ্ছন্দো ন তত্র তু॥"

ঔৎসর্গিকং ত্বেবং যদঃ প্রসিদ্ধার্থানুবাদকত্বং, যদ্বিধিবিভক্তিমপ্যপূর্ব্বার্থাববোধনস্বভাবাৎ প্রচ্যাবয়তি। যথা "যস্যাহিতাগ্নেরগ্নির্গৃহান্ দহেৎ, যস্যোভয়ং হবিরার্ত্তিমার্চ্ছেৎ" ইতি। যত্র পুনস্তৎপ্রসিদ্ধমন্যতো ন কথঞ্চিদাপ্যতে, তত্র বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদিতি সর্ব্বনামপ্রসিদ্ধার্থত্বং বলাদপনীয়তে। যথা "যদাগ্নেয়োঽষ্টাকপালো ভবতি" ইতি। তদিহ "যদতঃ পরো দিবোজ্যোতিঃ" ইতি-

---

সেই গায়ত্র্য পুরুষ এ সকল (বিশ্ব) হইতে শ্রেষ্ঠ বা অধিক (মুক্ত বা সংসারাতীত); এই বিশ্ব তাঁহার একপাদ, তাঁহার অপর তিন পাদ (অংশ) দিবি অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত (কিংবা উপাসনার্থ সূর্য্যমণ্ডলে স্থিত)।" এই মন্ত্রের দ্বারা চতুষ্পাদ ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছে। এই দিব্-সম্বন্ধীয় (প্রপঞ্চাতীত) ব্রহ্মই যে পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বাক্যে কথিত হইয়াছেন, তাহা দিব্ শব্দ থাকায় জানা যায়। পূর্ব্বানুক্রান্ত চতুষ্পাদ ব্রহ্ম পরিত্যাগ করিয়া ভৌতিক জ্যোতি কল্পনা করিলে প্রকৃতহান ও অপ্রকৃত প্রক্রিয়া এই দুই দোষ হয়। (এই প্রকৃতহান ও অপ্রকৃত-প্রক্রিয়া কি, তাহা অনেকবার বলা হইয়াছে)। [ন··· পত্তব্যম্] উদাহৃত জ্যোতির্ব্বাক্যের পরে শাণ্ডিল্যবিদ্যাতেও (১) ব্রহ্মের অনুবৃত্তি দেখা যায়। পূর্ব্ব ও পর উভয় বাক্যই যখন ব্রহ্মপর, তখন তন্মধ্যপাতী জ্যোতির্ব্বাক্যও ব্রহ্মপর। [যত্তূক্তং···বর্ণাৎ] "জ্যোতি" ও

---

(১) ইহা একপ্রকার উপাসনা। এই উপাসনা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিপ্রকারে কথিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ তৃতীয়াধ্যায়ে বলা হইবে।

প্রসিদ্ধাবিতি, নায়ং দোষঃ। প্রকরণাদ্ ব্রহ্মাবগমে সত্যনয়োঃ শব্দয়োরবিশেষকত্বাৎ; দীপ্যমানকার্য্যজ্যোতিরুপলক্ষিতে ব্রহ্মণ্যপি প্রয়োগসম্ভবাৎ, "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ। যদ্বা, নায়ং জ্যোতিঃশব্দশ্চক্ষুর্বৃত্তেরেবানুগ্রাহকে তেজসি বর্ত্ততে, অন্যত্রাপি প্রয়োগদর্শনাৎ। "বাচৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে" "মনো জ্যোতির্জ্জুষতাম্" ইতি চ। তস্মাদ্ যদ্যদ্ যস্য কস্যচিদবভাসকং, তত্তজ্জ্যোতিঃশব্দেনাভিধীয়তে। তথা সতি ব্রহ্মণোঽপি চৈতন্যস্বরূপস্য সমস্তজগদবভাসহেতুত্বাদুপপন্নো জ্যোতিঃশব্দঃ।

যচ্ছব্দসামর্থ্যাৎ দ্যুমর্য্যাদেনাপি জ্যোতিষা প্রসিদ্ধেন ভবিতব্যম্। ন চ তস্য প্রমাণান্তরতঃ প্রসিদ্ধিরস্তি। পূর্ব্ববাক্যে চ দ্যুসম্বন্ধি ত্রিপাদ্‌ব্রহ্ম প্রসিদ্ধমিতি প্রসিদ্ধ্যপেক্ষায়াং তদেব সম্বধ্যতে। ন চ প্রধানস্য প্রাতিপদিকার্থস্য তত্ত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানে তদ্বিশেষণস্য বিভক্ত্যর্থস্যান্যতামাত্রেণান্যতা যুক্তা। এবঞ্চ স্ববাক্যস্থানি তেজোলিঙ্গান্যসমঞ্জসানীতি ব্রহ্মণ্যেব গময়িতব্যানি। গমিতানি চ ভাষ্যকৃতা। তত্র জ্যোতির্ব্রহ্মবিকার ইতি জ্যোতিষা ব্রহ্মৈবোপলক্ষ্যতে। অথবা প্রকাশমাত্রবচনো জ্যোতিঃশব্দঃ। প্রকাশশ্চ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মণি

"দীপ্তি" এই দুই শব্দ ভৌতিক তেজে প্রসিদ্ধ হইলেও প্রকরণবলে উহার ব্রহ্মার্থতা লব্ধ হয়। (২) অপিচ, দীপ্যমান প্রাকৃত-জ্যোতি-উপলক্ষিত ব্রহ্মে জ্যোতি ও তেজ এই দুই শব্দের প্রয়োগ অসম্ভব নহে। "সূর্য্যদেব যে তেজে (ব্রহ্মচৈতন্যে) ইদ্ধ (প্রকাশিত) হইয়া প্রকাশ করেন।" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মচৈতন্যেও তেজঃশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। [যথা…শব্দঃ] জ্যোতিঃ শব্দ যে কেবল চক্ষুর অনুগ্রাহক তেজেই প্রযুক্ত হইবে, অন্যত্র হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। "বাক্য-নামক জ্যোতির দ্বারা" "মনোনামক জ্যোতি" ইত্যাদি ইত্যাদি স্থলে বাক্য ও মন উভয়কেই জ্যোতিঃশব্দে উক্ত হইতে দেখা যায়; সুতরাং ইহাই স্বীকার্য্য যে, যে-কিছু ভাসক (বোধক বা প্রকাশক) সে সমস্তই জ্যোতিঃ। যদি সামান্য অবভাসক পদার্থে জ্যোতিঃশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে, তবে সর্ব্বাবভাসক বা জগদবভাসের হেতুভূত পরব্রহ্মে তাহার (জ্যোতিঃশব্দের) প্রয়োগ না হইবে কেন? হইলেই বা অসঙ্গত হইবে কেন? [তমেব…

(২) অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মপ্রকরণে পরিপঠিত জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থ হওয়াই সঙ্গত, অন্য অর্থ অসঙ্গত, এইরূপ প্রতীতি হইলে প্রসিদ্ধ অর্থ (তেজ) বাধিত বা পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে।

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যশ্চ। যদপ্যুক্তং,—দ্যুমর্য্যাদত্বং সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণো নোপপদ্যত ইতি। অত্রোচ্যতে—সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপাসনার্থঃ প্রদেশবিশেষপরিগ্রহো ন বিরুধ্যতে। ননূক্তং নিষ্প্রদেশস্য ব্রহ্মণঃ প্রদেশবিশেষকল্পনা নোপপদ্যত ইতি। নায়ং দোষঃ। নিষ্প্রদেশস্যাপি ব্রহ্মণ উপাধিবিশেষসম্বন্ধাৎ প্রদেশবিশেষকল্পনোপপত্তেঃ। তথাহি—আদিত্যে, চক্ষুষি, হৃদয়ে ইতি প্রদেশবিশেষসম্বন্ধীনি ব্রহ্মণ উপাসনানি শ্রূয়ন্তে। এতেন "বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু" ইত্যাধারবহুত্বমুপপাদিতম্। যদপ্যেতদুক্তং,—ঔষ্ণ্যঘোষাভ্যামনুমিতে কৌক্ষেয়ে কার্য্যে জ্যোতিষ্যধ্যস্যমানত্বাৎ পরমপি দিবঃ কার্য্যং জ্যোতিরেবেতি, তদপ্যযুক্তম্। পরস্যাপি ব্রহ্মণো নামাদিপ্রতীকত্ববৎ কৌক্ষেয়জ্যোতিঃপ্রতীকত্বোপপত্তেঃ। "দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চেত্যু-

মুখ্য ইতি জ্যোতির্ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্। "প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে" ইতি। প্রসিদ্ধ্যপেক্ষায়াং পূর্ব্ববাক্যগতং প্রকৃতং সন্নিহিতমপ্রসিদ্ধন্তু কল্প্যং, ন প্রকৃ-

শ্রুতিভ্যশ্চ] ব্রহ্মই যে জগদবভাসের হেতু, শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন। যথা— "ব্রহ্ম ভানস্বরূপ; তাই এ সকল ভাত হয়।" "তাঁহারই প্রকাশে এ সকল প্রকাশিত।" ইত্যাদি। [যদপ্যুক্তং…পত্তেঃ] বলিয়াছিলে যে, সর্ব্বগত ব্রহ্মের মর্য্যাদা-নির্দ্দেশ (স্বর্গের উপরে, এতদ্রূপ স্থান-নির্দ্দেশ) সঙ্গত হয় না। তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহার উপাসনার্থ ঐরূপ প্রদেশবিশেষ কল্পিত বা গৃহীত হইতে পারে। হইলে দোষ হয় না। উপাধি অনুসারে বা উপাধি সম্বন্ধ লইয়া প্রদেশবিশেষ কল্পিত হইবে, তাহাতে দোষ হইবে কেন? ঘট অনুসারে বা ঘটসম্বন্ধ লইয়া 'ঘটে আকাশ' বলিলে কি দোষ হইতে পারে? [তথা…পাদিতম্] অন্য শ্রুতিতেও আদিত্যে, চক্ষুতে ও হৃদয়ে ব্রহ্ম উপাসনা করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। অতএব, "বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু" এতদ্রূপ আধার-উক্তি অসঙ্গত নহে; প্রত্যুত সঙ্গত। [যদ…উপপত্তেঃ] আর এক কথা বলিয়াছিলে যে, উষ্মা ও শব্দ, এতদ্-দ্বিতয়-যুক্ত ঔদর্য্য জ্যোতিতে প্রোক্ত দিব্-জ্যোতির অধ্যাস বা সাম্য-উপদেশ থাকায় দিব্-জ্যোতিও ভৌতিক; তাহাও অযুক্ত। নাম যেমন ব্রহ্মোপাসনার প্রতীক বা আলম্বন, ঔদর্য্য জ্যোতিও তদ্রূপ প্রতীক

পাসীত” ইতি তু প্রতীকদ্বারকং দৃষ্টত্বং শ্রুতত্বঞ্চ ভবিষ্যতি। যদপ্যল্পফলশ্রবণান্ন ব্রহ্মেতি, তদপ্যনুপপন্নম্। ন হি ইয়তে ফলায় ব্রহ্মাশ্রয়ণীয়ম্, ইয়তে নেতি নিয়মে হেতুরস্তি। যত্র হি নিরস্তসর্ব্ববিশেষসম্বন্ধং পরং ব্রহ্মাত্মত্বেনোপদিশ্যতে, তত্রৈকরূপমেব ফলং মোক্ষ ইত্যবগম্যতে; যত্র তু গুণবিশেষসম্বন্ধং প্রতীকবিশেষসম্বন্ধং বা ব্রহ্মোপদিশ্যতে, তত্র সংসারগোচরাণ্যেবোচ্চাবচানি ফলানি দৃশ্যন্তে। “অন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু, য এবং বেদ” ইত্যাদ্যাসু শ্রুতিষু। যদ্যপি ন স্ববাক্যে কিঞ্চিৎ জ্যোতিষো ব্রহ্মলিঙ্গমস্তি, তথাপি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে দৃশ্যমানং গ্রহীতব্যং ভবতি। তদুক্তং সূত্রকারেণ,—জ্যোতিশ্চরণাভিধানাদিতি। কথং পুনর্ব্বাক্যান্তরগতেন ব্রহ্মসন্নিধানেন জ্যোতিঃশ্রুতিঃ স্ববিষয়াৎ প্রচ্যাব্য শক্যা ব্যাবর্ত্তয়িতুম্? নৈষ দোষঃ। “যদতঃ পরো

তম্। অতএবোক্তং কল্পয়ত ইতি। সন্দংশন্যায়মাহ।—“ন কেবলম্” ইতি। “পরস্যাপি ব্রহ্মণো নামাদিপ্রতীকত্ববৎ” ইতি। কৌক্ষেয়ং হি জ্যোতির্জ্জীব-

---

অর্থাৎ আলম্বন। [দৃষ্টঞ্চ···যাতি] দৃষ্ট অর্থাৎ দর্শনীয় হয়, শ্রুত অর্থাৎ খ্যাতিমান্ হয়, এই দুই ফল প্রতীক অনুসারেই অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্ম অনুসারে নহে। [যদপ্যল্প···শ্রুতিষু] অল্প ফল শুনিয়া বা দেখিয়া জ্যোতি উপাসনাকে ব্রহ্মোপাসনা বলা সঙ্গত মনে কর নাই, তাহাও অসঙ্গত। হেতু এই যে, এই-পরিমাণ ফলের জন্য ব্রহ্ম আশ্রয় করিতে হইবে, এইপরিমাণ ফলের জন্য হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই; নিয়মের কারণও নাই। যে স্থলে নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের উপদেশ, কেবল সেই স্থলেই তারতম্যবর্জ্জিত একরূপ অখণ্ড মোক্ষ ফল হইবে; কিন্তু যেখানে গুণবিশেষ অথবা প্রতীকবিশেষ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মোপদেশ দেখিতে পাইবে, সেখানেই সংসারগোচর ছোটবড় নানা ফল স্থির করিতে হইবে। যথা—অন্নদাতা হয়, ধনবান্ হয় ইত্যাদি। [যদ্যপি···ধানাদিতি] জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্ম অর্থ বুঝাইয়া দেয়, এমন কোন লিঙ্গ অর্থাৎ এমন কোন কথা বা বোধক হেতু যদিও প্রোক্ত জ্যোতির্ব্বাক্যে নাই, তথাপি তাহা পূর্ব্ববাক্যে আছে বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সূত্রকার ব্যাস এ সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। [কথং...পত্তব্যম্] যদি বল, এক বাক্যের ব্রহ্মচিহ্ন কিপ্রকারে অন্য বাক্যস্থ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ বাধ করিতে পারে? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐরূপ

দিবো জ্যোতিঃ" ইতি প্রথমতরপঠিতেন যচ্ছব্দেন সর্ব্বনাম্না দ্যুসম্বন্ধাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানে পূর্ব্ববাক্যনির্দ্দিষ্টে ব্রহ্মণি স্বসামর্থ্যেন পরামৃষ্টে সত্যর্থাৎ জ্যোতিঃশব্দস্যাপি তদ্বিষয়ত্বোপপত্তেঃ। তস্মাদিহ জ্যোতিরিতি ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্॥ ১।১। ২৪॥

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন, তথা চেতোঽর্পণনিগদাৎ তথাহি দর্শনম্॥ ১। ১। ২৫॥*

অথ যদুক্তং—পূর্ব্বস্মিন্নপি বাক্যে ন ব্রহ্মাভিহিতমস্তি, "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ" ইতি গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসোঽভিহিতত্বাদিতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। কথং পুনশ্ছন্দোঽভিধান্ন ব্রহ্মা-

---

ভাবেনানুপ্রবিষ্টস্য পরমাত্মনো বিকারো জীবাভাবে দেহস্য শৈত্যাৎ জীবতশ্চৌষ্ণ্যাজ্জ্ঞায়তে। তস্মাত্তৎপ্রতীকস্যোপাসনমুপপন্নম্। শেষং নিগদব্যাখ্যাতং ভাষ্যম্॥

পূর্ব্ববাক্যস্য হি ব্রহ্মার্থত্বে সিদ্ধে স্যাদেতদেবং, ন তু তদ্ব্রহ্মার্থম্, অপি তু গায়ত্র্যর্থম্। 'গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ' ইতি গায়ত্রীং প্রকৃত্যেদং শ্রূয়তে—'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ইতি। নন্বাকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যনেনৈব

বাধ দূষ্য নহে। উহা হইতে পারে। "যদতঃ পরঃ" এই যৎ-শব্দ পূর্ব্ববাক্যস্থ ব্রহ্মের পরামর্শক (অববোধক বা বুদ্ধিস্থকারক, অর্থাৎ ব্রহ্মকে বোধ করায় বা বুদ্ধিস্থ করায়); সুতরাং তৎসম্বন্ধ জ্যোতিঃশব্দও ব্রহ্মবোধক। অতএব, প্রদর্শিত হেতুসমূহের দ্বারা জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থই প্রমাণিত হয়, অন্য অর্থ বাধিত হয়।

[অথ···হর্ত্তব্যম্] পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই, তদ্বাক্যে কেবল গায়ত্রী-ছন্দঃই কথিত হইয়াছে, এ আগ্রহ ত্যাগ কর। [কথং···দর্শিতম্]

---

* ছন্দোঽভিধানাৎ=পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসঃ কথনাৎ, ন=ন ব্রহ্মাভিহিতমস্তীতি চেৎ—যদি শঙ্কসে, তৎ ন=শঙ্কনীয়মিত্যর্থঃ। কুতঃ? তথাচেতোঽর্পণনিগদাৎ=তেনৈব ছন্দোদ্বারেণ ব্রহ্মণি চিত্তসমাধানস্যোক্তত্বাৎ। তথাহি দর্শনং=তত্তদ্বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উপাসনং দৃষ্টং শ্রুত্যন্তর ইতি যাবৎ।

পূর্ব্ববাক্যে ছন্দোবাচক গায়ত্রীশব্দ থাকায় ছন্দঃই তদ্বাক্যের প্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম নহে, এরূপ আশঙ্কা করিও না। হেতু এই যে, সে বাক্যে গায়ত্রী দ্বারা অর্থাৎ গায়ত্রী অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিবার উপদেশ আছে। অন্য শ্রুতিতেও অন্যান্য বিকার অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধান দৃষ্ট হয়।

ভিহিতমিতি শক্যতে বক্তুং ? যাবতা "তাবানস্য মহিমা" ইত্যেতস্যামৃচি চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম দর্শিতং। নৈতদস্তি। "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্" ইতি গায়ত্রীমুপক্রম্য তামেব ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়বাক্প্রাণপ্রভেদৈর্ব্ব্যাখ্যায়, "সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী, তদেতদৃচাভ্যনূক্তং—তাবানস্য মহিমা" ইতি তস্যামেব ব্যাখ্যাতরূপায়াং গায়ত্র্যামুদাহৃতো মন্ত্রঃ কথমকস্মাদ্ব্রহ্ম চতুষ্পাদভিদধ্যাৎ। যোঽপি তত্র, "যদ্বৈ তদ্ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্মশব্দঃ, সোঽপি ছন্দসঃ প্রকৃতত্বাচ্ছন্দোবিষয় এব। "য

গতার্থমেতৎ। তথাহি—তাবানস্য মহিমেত্যস্যামৃচি ব্রহ্ম চতুষ্পাদুক্তম্। সৈব চ তদেতদৃচাভ্যনুক্তমিত্যেতেন সঙ্গমিতার্থা ব্রহ্মলিঙ্গম্। এবং গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বমিত্যক্ষরসন্নিবেশমাত্রস্য গায়ত্র্যা ন সর্ব্বত্বমুপপদ্যতে। ন চ ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়বাক্প্রাণাত্মত্বং গায়ত্র্যাঃ স্বরূপেণ সম্ভবতি। ন চ ব্রহ্মপুরুষসম্বন্ধিত্বমপি গায়ত্র্যাঃ। তস্মাদ্গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মণ এবোপাসনা, ন গায়ত্র্যা অপি, পূর্ব্বেণৈব গতার্থত্বাদনারম্ভণীয়মেতৎ। ন চ পূর্ব্বন্যায়স্মারণে সূত্রসন্দর্ভ এতাবান্ যুক্তঃ। অত্রোচ্যতে।—অস্ত্যধিকাশঙ্কা। তথাহি—গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মোপাসনেতি কোঽর্থঃ। গায়ত্রীবিকারোপাধিনো ব্রহ্মণ উপাসনেতি। ন চ তদুপাধিনস্তদবচ্ছিন্নস্য সর্ব্বাত্মত্বম্। উপাধেরবচ্ছেদাৎ। ন হি ঘটাবচ্ছিন্নং নভোঽনবচ্ছিন্নং ভবতি। তস্মাদস্য সর্ব্বাত্মত্বাদিকং স্তুত্যর্থং; তদ্বরং গায়ত্র্যা এবাস্তু স্তুতিঃ কয়াচিৎ প্রণাড্যা। 'বাগ্ বৈ গায়ত্রী বাগ্ বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তি চ' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। তথা চ 'গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্' ইত্যুপক্রমে গায়ত্র্যা এব হৃদয়াদিভির্ব্ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যায় চ 'সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী' ইত্যুপসংহারো গায়ত্র্যামেব সমঞ্জসো ভবতি। ব্রহ্মণি তু

ছন্দের উল্লেখ দেখিয়া ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই বলিবে, তাহা বলিতে পারিবে না। হেতু এই যে, সেই বাক্যেই "তাবানস্য মহিমা" ইত্যাদিপ্রকারে চতুষ্পাদ ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। [নৈত···দধ্যাৎ] পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিবেন, না,—ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই, ছন্দই অভিহিত হইয়াছে, হেতু এই যে, শ্রুতি "এ সমস্তই গায়ত্রী" এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ সেই গায়ত্রীকেই ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, বাক্য ও প্রাণ প্রভৃতিপ্রভেদে বর্ণনা করিয়া বা ব্যাখ্যা করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "এই গায়ত্রী চতুষ্পাদ ও ষট্প্রকার।" অতএব মন্ত্রে ইনিই "তাবানস্য মহিমা" ইত্যাদিরূপে অনূদিত হইয়াছেন। যে মন্ত্র গায়ত্রী ব্যাখ্যায় উদাহৃত, সে মন্ত্র যে হঠাৎ চতুষ্পাদ ব্রহ্ম বলিবে, কি প্রকারে তাহা সম্ভব হয়? [যোঽপি···চক্ষতে] যদিও সেখানে ব্রহ্মশব্দ আছে, থাকিলেও তাহা

এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ" ইত্যত্র হি বেদোপনিষদমিতি ব্যাচক্ষতে। তস্মাচ্ছন্দোঽভিধানাৎ ন ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বমিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। তথা চেতোঽর্পণনিগদাৎ। তথা গায়ত্র্যাখ্যচ্ছন্দোদ্বারেণ, তদনুগতে ব্রহ্মণি চেতসোঽর্পণং চিত্তসমাধানমনেন ব্রাহ্মণবাক্যেন নিগদ্যতে, "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্" ইতি। ন হি অক্ষরসন্নিবেশমাত্রায়া গায়ত্র্যাঃ সর্ব্বাত্মকত্বং সম্ভবতি। তস্মাৎ যৎ গায়ত্র্যাখ্যে বিকারেঽনুগতং জগৎকারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং, তদিদং সর্ব্বমিত্যুচ্যতে। যথা, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি। কার্য্যঞ্চ কার-

---

সর্ব্বমেতদসমঞ্জসমিতি। যদ্বৈতদ্ব্রহ্মেতি চ ব্রহ্মশব্দশ্ছন্দোবিষয় এব। যথৈতাং ব্রহ্মোপনিষদমিত্যত্র বেদোপনিষদুচ্যতে। তস্মাদ্ গায়ত্রীছন্দোঽভিধানান্ন ব্রহ্মবিষয়মেতদিতি প্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—"ন"; কুতঃ, "তথাচেতোঽর্পণনিগদাৎ' গায়ত্র্যাখ্যচ্ছন্দোদ্বারেণ গায়ত্রীরূপবিকারানুগতে ব্রহ্মণি চেতোঽর্প্রণং চিত্তসমাধানমনেন ব্রাহ্মণবাক্যেন নিগদ্যতে। এতদুক্তং ভবতি।—ন গায়ত্রী ব্রহ্মণোঽবচ্ছেদিকা উৎপলস্যেব নীলত্বং, যেন তদবচ্ছিন্নমন্যত্র ন স্যাদবচ্ছেদবিরহাৎ। কিন্তু যদেব তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বকারণং, তৎস্বরূপেণাশক্যোপদেশমিতি তৎ বিকারগায়ত্রীদ্বারেণোপলক্ষ্যতে। গায়ত্র্যাঃ সর্ব্বচ্ছন্দোব্যাপ্ত্যা চ সবনত্রয়ব্যাপ্ত্যা চ দ্বিজাতিদ্বিতীয়জন্মজননীতয়া চ শ্রুতের্ব্বিকারেষু মধ্যে প্রাধান্যেন দ্বারত্বোপপত্তেঃ। ন চাত্রোপলক্ষণাভাবেন নোপলক্ষ্যং প্রতীয়তে। ন হি কুণ্ডলেনোপলক্ষিতং কণ্ঠরূপং কুণ্ডলবিয়োগেঽপি পশ্চাৎ প্রতীয়মানমপ্রতীয়মানং ভবতি। তদ্রূপপ্রত্যায়ন-

---

ছন্দঃপ্রকরণে পতিত হওয়ায় ছন্দঃ অর্থই বলিবে। "যে পুরুষ ব্রহ্মোপনিষদ্ জানে" ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মশব্দের বেদ-অর্থও দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মোপনিষদ্ অর্থাৎ বেদরহস্য। [তস্মাৎ...গদাৎ] অতএব ছন্দের কথনহেতু পূর্ব্ববাক্যে (গায়ত্রী বাক্যে) ব্রহ্মপ্রতিপাদন হয় নাই, যদি এরূপ আশঙ্কা কর, তাহা অযোগ্য। কেন-না, পূর্ব্ববাক্যে তদ্রূপ ছন্দোভিধান দোষাবহ নহে। অর্থাৎ তাহা ব্রহ্ম প্রতিপাদনের বিরোধী নহে। অথবা তদ্বাক্যে ছন্দোভিধানই হয় নাই, ব্রহ্মাভিধানই হইয়াছে। হেতু এই যে, সেখানে গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্মে চিত্তসমর্পণ করিবার উপদেশ আছে। [তথা...ইতি] "এ সমস্তই গায়ত্রী" এই বাক্যেই গায়ত্রী উপলক্ষিত পরব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিবার বিধান হইয়াছে। [ন...ইতি] ব্রহ্মানুগতি ব্যতীত, কেবল অক্ষরময়ী গায়ত্রী কি প্রকারে সর্ব্বময়ী হইবে? অতএব সর্ব্বময়ত্ব-উপদেশ-সামর্থ্যে নির্ণীত হয় যে, গায়ত্রী-উপলক্ষিত জগৎকারণ পরব্রহ্মই উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থাৎ বোধ্য বা

ণাদব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যত্র। তথান্যত্রাপি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উপাসনং দৃশ্যতে, "এতং হ্যেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্তে, এতমগ্নাবধ্বর্য্যব এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ" ইতি। তস্মাদস্তি ছন্দোঽভিধানেঽপি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্, তদেব জ্যোতির্ব্বাক্যেঽপি পরামৃশ্যতে উপাসনান্তরবিধানায়। অপর আহ,—সাক্ষাদেব গায়ত্রীশব্দেন ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে, সঙ্খ্যাসামান্যাৎ, যথা গায়ত্রী চতুষ্পদা

মাত্রোপযোগিত্বাদুপলক্ষণানামনবচ্ছেদকত্বাৎ। তদেবং গায়ত্রীশব্দস্য মুখ্যার্থত্বে গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপলক্ষ্যত ইত্যুক্তং, সম্প্রতি তু গায়ত্রীশব্দঃ সংখ্যাসামান্যাদ্গৌণ্যা বৃত্ত্যা ব্রহ্মণ্যেব বর্ত্তত ইতি দর্শয়তি।—"অপর আহ" ইতি। তথাহি,—ষড়ক্ষরৈঃপাদৈর্যথা গায়ত্রী চতুষ্পদা, এবং ব্রহ্মাপি চতুষ্পাৎ। সর্ব্বাণি হি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমান্যস্যৈকঃ পাদঃ। দিবি দ্যোতনবতি চৈতন্যরূপে স্বাত্মনীতি যাবৎ, ত্রয়ঃ পাদাঃ। অথবা, বিয়দাকাশে ত্রয়ঃ পাদাঃ। তথাহি শ্রুতিঃ—'ইদং বাব তদ্‌যদয়ং বহির্দ্ধা পুরুষা-

---

প্রতিপাদ্য এবং সেই কারণেই শ্রুতি "এ সমুদায় তিনিই" এইরূপ বলিয়াছেন। "এ সমস্তই ব্রহ্ম" এই বাক্য যেমন, "এ সমস্ত গায়ত্রী" এ বাক্যও তদ্রূপ। [কার্য্যঞ্চ ...ছন্দোগাঃ] কার্য্য যে কারণ ছাড়া নহে, কারণাতিরিক্ত নহে, তাহা "তদনন্যত্বং" সূত্রে প্রদর্শিত হইবে। (১) অন্য শ্রুতিতেও বিকার উপলক্ষ্যে (অবলম্বনে) ব্রহ্মোপসনা করিবার বিধান আছে। যথা—"ঋগ্বেদীরা এই পরমাত্মাকে উক্‌থে (স্তুতিমন্ত্রবিশেষে), যজুর্ব্বেদীরা অগ্নিতে এবং সামবেদীরা যজ্ঞে উপাসনা করেন।" [তস্মা...বিধানায়] অতএব, পূর্ব্ববাক্যে ছন্দের নাম থাকিলেও তাহা ছন্দোবোধক নহে, ব্রহ্মবোধক। অর্থাৎ ব্রহ্মই তদ্বাক্যের প্রকৃত বা উপদেষ্টব্য এবং সেই প্রকৃত ব্রহ্মই তৎপরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বাক্যেও অন্যবিধ উপাসনার্থ পরামৃষ্ট (অনুচিন্তিত) হইয়াছেন। [অপর...ব্রহ্মেতি] কেহ কেহ বলেন, সংখ্যাসাম্য অনুসারে উক্ত গায়ত্রী-শব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মবোধক। গায়ত্রী যেমন চতুষ্পাদ (ছয় ছয় অক্ষরে এক এক পাদ), ব্রহ্মও তেমনি চতুষ্পাদ। (তাঁহার এক পাদে বিশ্ব, অপর পাদত্রয় বিশ্বাতীত অর্থাৎ মুক্ত)। অন্য শ্রুতিতেও সংখ্যাসাম্য অনুসারে

---

(১) ঘট কি মাটী নহে? উহা কি মাটী ছাড়া? ঘট যেমন মৃত্তিকাতিরিক্ত নহে, মাটী ছাড়া নহে, জগৎও তেমনই ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্ম ছাড়া নহে। 'ঘট'কে যেমন "ইহা মাটী" এইরূপ বলা যায়, জগৎকেও তেমনি "ইহা ব্রহ্ম" এইরূপ বলা যায়। "ইহা ঘট নহে, মাটী" এ কথা কে বলিতে পারে? যে মাটী জানে, সে-ই বলিতে পারে। তেমনি "এ সকল ব্রহ্ম" এ কথা কে বলিতে পারে? যে ব্রহ্ম জানিয়াছে, সে-ই বলিতে পারে, অন্যে নহে। এই তত্ত্বই নিদর্শিত সূত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

ষড়ক্ষরৈঃ পাদৈঃ, তথা ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ। তথান্যত্রাপি ছন্দোঽভিধায়ী শব্দোঽর্থান্তরে সঙ্খ্যাসামান্যাৎ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। তদ্‌যথা, "তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎ কৃতম্" ইত্যুপক্রম্যাহ "সৈষা বিরাড়ন্নাদিনী" ইতি। অস্মিন্ পক্ষে ব্রহ্মৈবাভিহিতমিতি ন ছন্দোঽভিধানম্। সর্ব্বথাপ্যস্তি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্মেতি॥ ১। ১॥ ২৫ ॥

দাকাশতঃ, তদ্ধি তস্য জাগরিতস্থানং, জাগ্রৎ খল্বয়ং বাহ্যান্ পদার্থান্ বেদ, তথায়ং বাব স, যোঽয়মন্তঃপুরুষ আকাশঃ' শরীরমধ্য ইত্যর্থঃ। 'তদ্ধি তস্য স্বপ্নস্থানং, তথায়ং বাব সঃ, যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ' হৃদয়পুণ্ডরীক ইত্যর্থঃ। তদ্ধি তস্য সুষুপ্তিস্থানম্। তদেতৎ 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' ইত্যুক্তম্। তদেবং চতুষ্পাত্ত্বসামান্যাদ্গায়ত্রীশব্দেন ব্রহ্মোচ্যত ইতি। "অস্মিন্ পক্ষে ব্রহ্মৈবাভিহিতম্" ইতি ব্রহ্মপরত্বাদভিহিতমিত্যুক্তম্।

ছন্দোবাচক শব্দের অন্য অর্থে প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। যথা—"সেই পাঁচ ও এই পাঁচ; মেলনে দশ। এই দশই 'কৃত'। (কৃত=দ্যূতশলাকা অর্থাৎ এক প্রকার পাশা। পূর্ব্বকালে ৪ চারিটী পাষ্টি লইয়া দ্যূতক্রীড়া হইত। পাষ্টি চারিটির নাম যথাক্রমে কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। তন্মধ্যে কৃত দশাঙ্কবিশিষ্ট)। এই কথার পর উপদিষ্ট হইয়াছে, "তাহাই বিরাট্।" (২) এ ব্যাখ্যায় ইহাই স্থির হয় যে, পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রীবাক্যে ব্রহ্মই কথিত হইয়াছে, ছন্দঃ প্রতিপাদিত হয় নাই। ফল, সর্ব্বপ্রকারেই পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্মই প্রকৃত (প্রতিপাদ্য), কিন্তু ছন্দঃ নহে॥ ১। ১। ২৫॥

---

(২) ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রকরণে অধিদৈব ও অধ্যাত্ম ভেদে একরূপ উপাসনা কথিত আছে। তাহার পদ্ধতি বা প্রকারবর্ণন স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, অধিদৈব অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, ইহারা বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়। আর অধ্যাত্ম বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন, ইহারা প্রাণে লয়প্রাপ্ত হয়। লয় হইলে, উহাদের মিলনে দশ হয়। সেই দশ 'কৃত'। এই 'কৃত'কে অর্থাৎ বায়ুপ্রভৃতি দশকে বিরাট্ জ্ঞান করিবে। কৃতও দশ, বিরাট্‌ও দশ। বিরাট্ এক প্রকার ছন্দ এবং তাহা দশ অক্ষরের সমষ্টি। সুতরাং দশত্ব অংশে কৃত ও বিরাট্ উভয়ই সমান। এই সমানতা অনুসারেই বিরাট্ শব্দের প্রয়োগ। বিরাট্‌শব্দ ছন্দোবাচী হইলেও প্রোক্তবিধ সাম্য লইয়া মিলিত বায়ু প্রভৃতি দশ পদার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ বিরাট্-উপাসনার ফল অন্নাদ অর্থাৎ অন্নভোক্তা হওয়া। বিরাট্ উপাসনা করিলে ভোগী হয়, এ কথা ঐ প্রস্তাবের শেষে বর্ণিত আছে।

ভূতাদিপাদ-ব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্॥১।১।২৬॥*

ইতশ্চৈবমভ্যুপগন্তব্যম্,—অস্তি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্মেতি, যতো ভূতাদীন্ পাদান্ ব্যপদিশতি। ভূতপৃথিবী-শরীরহৃদয়ানি হি নির্দ্দিশ্যাহ,—"সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী" ইতি। ন হি ব্রহ্মানাশ্রয়ণে কেবলস্য ছন্দসো ভূতাদয়ঃ পাদা উপপদ্যন্তে। অপি চ, ব্রহ্মানাশ্রয়ণে নেয়মৃক্ সম্বধ্যেত,—"তাবানস্য মহিমা" ইতি। অনয়া হি ঋচা স্বরসেন ব্রহ্মৈবাভি-ধীয়তে, "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তেঃ। পুরুষসূক্তেঽপীয়মৃক্ ব্রহ্মপরতয়ৈব সমা-ম্নায়তে। স্মৃতিশ্চ ব্রহ্মণ এবংরূপতাং দর্শয়তি—"বিষ্টভ্যাহ-

"ষড়্বিধা" ইতি। ভূতপৃথিবীশরীরহৃদয়বাক্প্রাণা ইতি ষট্প্রকারা গায়ত্র্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ শ্রূয়ন্তে। "পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ" ইতি চ হৃদয়সুষিষু ব্রহ্মপুরুষ-

[ইতশ্চ...দিশতি] যে-হেতু শ্রুতি ভূত প্রভৃতিকে পাদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই হেতু নিশ্চিতই পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্ম প্রকৃত হইয়াছেন। [ভূত··· ম্নায়তে] শ্রুতি ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়,—এই চারিটীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "এই চারিটী গায়ত্রীর পাদ।" ব্রহ্ম অর্থ ব্যতীত—ব্রহ্ম আশ্রয় ব্যতীত, কেবলমাত্র অক্ষরময়ী গায়ত্রীর উক্তবিধ পাদবর্ণনা উপপন্ন হয় না। অপিচ, ব্রহ্ম আশ্রয় ব্যতীত "তাবানস্য মহিমা" এই মন্ত্রও সঙ্গত হয় না। "তাবানস্য মহিমা" এ মন্ত্র নিজ সামর্থ্যেই ব্রহ্ম বোধ করায়; সুতরাং গায়ত্রীর "এই বিশ্ব তাঁহার এক পাদ, অপর তিন পাদ দিবি" এরূপ সর্ব্বময়তা উপপন্ন হয়। পুরুষসূক্তেও ঐ মন্ত্র ব্রহ্মবিষয়ে আম্নাত (পবিপঠিত) হইয়াছে। [স্মৃতিশ্চ··· নির্দ্দেশঃ] শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মরূপ স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথা—"আমি এই জগৎ একাংশে ব্যাপ্ত করিয়া আছি।" "যাহা এই অর্থাৎ জগৎ, তাহা ব্রহ্ম।" এরূপ

* এবং ইতোঽপি কারণাৎ, পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্ম প্রকৃতমিতি স্বীকার্য্যম্। কারণমাহ—ভূতাদীতি। ভূতাদয়ঃ পাদাস্তেষাং নির্দ্দেশঃ কথনং, তস্য উপপত্তিঃ, তস্মাৎ। ব্রহ্মার্থত্বে সতি গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসঃ ভূতাদয়ঃ পাদা উপপদ্যন্তে, নান্যথা ইতি সূত্রার্থসংক্ষেপঃ।—ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়,—এই চারিটি গায়ত্রীর পাদ, এরূপ বর্ণনা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থে সম্ভব হয় না। সুতরাং পূর্ব্ববাক্যে গায়ত্রীশব্দ-উপলক্ষে ব্রহ্মই প্রকৃত অর্থাৎ অভিহিত হইয়াছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” ইতি, “যদ্বৈ তদ্‌ব্রহ্ম” ইতি চ নির্দ্দেশঃ। এবং সতি মুখ্যার্থ উপপদ্যতে। “তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ” ইতি চ হৃদয়সুষিষু ব্রহ্মপুরুষশ্রুতিঃ ব্রহ্ম-সম্বন্ধিতায়াং বিবক্ষিতায়াং সম্ভবতি। তস্মাদস্তি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে প্রকৃতং ব্রহ্ম, তদেব ব্রহ্ম জ্যোতির্ব্বাক্যে দ্যুসম্বন্ধাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়মানং পরামৃশ্যত ইতি স্থিতম্॥ ১।১।২৬॥

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্য-বিরোধাৎ॥ ১।১।২৭॥*

শ্রুতির্ব্রহ্মসম্বন্ধিতায়াং বিবক্ষিতায়াং সম্ভবতি।” অস্যার্থঃ।—হৃদয়স্যাস্য খলু পঞ্চ সুষয়ঃ পঞ্চ ছিদ্রাণি। তানি চ দেবৈঃ প্রাণাদিভী রক্ষ্যমাণানি স্বর্গপ্রাপ্তিদ্বারাণীতি দেবসুষয়ঃ। তথাহি—হৃদয়স্য যৎ প্রাঙ্মুখং ছিদ্রং, তৎস্থো যো বায়ুঃ, স প্রাণঃ, তেন হি প্রায়ণকালে সঞ্চরতে স্বর্গলোকং। স এব চক্ষুঃ স এবাদিত্য ইত্যর্থঃ। ‘আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ’ ইতি শ্রুতেঃ। অথ যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ, তৎস্থো বায়ুবিশেষো ব্যানঃ। তৎসম্বদ্ধং শ্রোত্রম্, তচ্চন্দ্রমাঃ ‘শ্রোত্রেণ সৃষ্টা দিশশ্চন্দ্রমাশ্চ’ ইতি শ্রুতেঃ। অথ যোঽস্য প্রত্যঙ্মুখঃ সুষিস্তৎস্থো বায়ুবিশেষোঽপানঃ। স চ বাক্। তৎসম্বন্ধাৎ বাক্ চাগ্নিরিতি, ‘বাগ্বা অগ্নিঃ’ ইতি শ্রুতেঃ। অথ যোঽস্যোদঙ্মুখঃ সুষিস্তৎস্থো বায়ুবিশেষঃ সমানঃ। তৎসম্বদ্ধং মনঃ, তৎ পর্জ্জন্যো দেবতা। অথ যোঽস্যোর্দ্ধঃ সুষিস্তৎস্থো বায়ুবিশেষঃ, স উদানঃ। পাদতলাদারভ্যোর্দ্ধং নয়নাৎ স বায়ুস্তদাধারশ্চাকাশো দেবতা। তে বা এতে পঞ্চ সুষয়ঃ, তৎসম্বন্ধাঃ পঞ্চ হার্দ্দস্য ব্রহ্মণঃ পুরুষা ন গায়ত্র্যামক্ষরসন্নিবেশমাত্রে সম্ভবন্তি, কিন্তু ব্রহ্মণ্যেবেতি॥ ১। ১। ২৬॥

নির্দ্দেশও আছে। [এবং…স্থিতম্] ব্রহ্মপক্ষে মুখ্যার্থ রক্ষিত হয়, এবং ব্রহ্মার্থ বিবক্ষিত পক্ষেই “এই পাঁচ ব্রহ্মপুরুষ।” “হৃদয়াকাশে ব্রহ্মপুরুষ।” এ সকল শ্রুতির অর্থ সুসঙ্গত হয়। অতএব, প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্মই প্রকৃত হইয়াছেন এবং জ্যোতির্ব্বাক্যে তিনিই স্মৃত বা বুদ্ধিস্থ হইতেছেন॥ ১।১।২৬॥

* উপদেশভেদাৎ=দিবি দিবঃ ইতি বিভক্তিভেদাৎ, ন=নাস্তি প্রকৃতপ্রত্যভিজ্ঞা, ইতি ন। অপি ত্বস্ত্যেবেতি কাকা যোজ্যম্। কুতঃ? উভয়স্মিন্ অপি=সপ্তম্যন্তে পঞ্চম্যন্তে চ অবিরোধাৎ=প্রত্যভিজ্ঞানাবিরোধাৎ। প্রধানপ্রাতিপদিকার্থাৎ দ্যুসম্বন্ধেন প্রত্যভিজ্ঞায়াং বিভক্ত্যর্থভেদো ন প্রতিবন্ধক ইত্যভিসন্ধিঃ।—বিভক্তির ভিন্নতা আছে, তৎকারণে পূর্ব্ববাক্যের ব্রহ্ম পরবাক্যে

যদপ্যেতদুক্তং—পূর্ব্বত্র "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি সপ্তম্যা দ্যৌরাধারত্বেনোপদিষ্টা, ইহ পুনঃ "অথ যদতঃপরো দিবঃ" ইতি পঞ্চম্যা মর্য্যাদাত্বেন। তস্মাদুপদেশভেদাৎ ন তস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞানমস্তীতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে—নায়ং দোষঃ, উভয়স্মিন্নপি অবিরোধাৎ। উভয়স্মিন্নপি—সপ্তম্যন্তে পঞ্চম্যন্তে চোপদেশে ন প্রত্যভিজ্ঞানং বিরুধ্যতে। যথা লোকে বৃক্ষাগ্রেণ সম্বদ্ধোঽপি শ্যেন উভয়থোপদিশ্যমানো দৃশ্যতে,—বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ, বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শ্যেন ইতি চ, এবং দিব্যেব সদ্ ব্রহ্ম দিবঃ পরমিত্যুপদিশ্যতে। অপর আহ—যথা লোকে

"যথা লোকে" ইতি।—যদাধারত্বং মুখ্যং দিবঃ, তদা কথঞ্চিন্মর্য্যাদা ব্যাখ্যেয়া। যো হি শ্যেনো বৃক্ষাগ্রে বস্তুতোঽস্তি, স চ ততঃ পরতোঽপ্যস্ত্যেব। অর্ব্বাগ্ভাগাতিরিক্তমধ্যপরভাগস্থস্য তস্যৈব বৃক্ষাৎ পরতোঽবস্থানাৎ। এবঞ্চ বাহ্য-দ্যুভাগাতিরিক্ত-শরীরহার্দ্দিদ্যুভাগস্থস্য ব্রহ্মণো বাহ্যাৎ দ্যুভাগাৎ পরতো-

পূর্ব্ববাক্যে "দিবি" এতদ্রূপ সপ্তম্যন্ত উপদেশ আছে, আর পরবাক্যে "দিবঃ" এতদ্রূপ পঞ্চম্যন্ত উপদেশ আছে। সপ্তমীবিভক্তি দিব্‌কে আধার বলিতেছে, আবার পঞ্চমী বিভক্তি দিব্‌কে সীমা করিয়া বলিতেছে। বিভক্তি ও বিভক্তির অর্থ বিভিন্ন দেখিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বাক্যে পূর্ব্ববাক্য-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের স্মরণ বা অনুবর্ত্তন নাই, এরূপ কথা বা এ আগ্রহ পরিত্যাগ কর। কেন-না, উক্তস্থলে ঐরূপ বিভক্তিভেদ দুষ্য নহে। অর্থাৎ বিভক্তি-ভেদের প্রয়োগ প্রাতিপদিকার্থের বাধক নহে। দ্বিবিধ (সপ্তম্যন্ত ও পঞ্চম্যন্ত) উপদেশ থাকিলেও প্রকৃত-প্রত্যভিজ্ঞানের ব্যাঘাত হয় না। (পূর্ব্ববাক্যে দিব্ শব্দ, পরবাক্যেও দিব্‌শব্দ, কেবল বিভক্তির অনৈক্যমাত্র। এ অনৈক্য কি করিয়া মূলীভূত দিব্‌শব্দের অর্থের সারস্যভঙ্গ বা হানি করিতে পারে।) অতএব পূর্ব্ববাক্যের দিব্‌শব্দ পরবাক্যে অনুবৃত্ত হওয়ায় অনুবৃত্ত দিব্‌শব্দই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের স্মারক হইতেছে। বিভক্তির অর্থ যে অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। [যথা…দিশ্যতে] লোকে যেমন বৃক্ষাগ্রলগ্ন পক্ষীর প্রতি "বৃক্ষের আগায় পাখী ও বৃক্ষের উপরে পাখী" এই দ্বিবিধ প্রয়োগ করে, শাস্ত্রও তেমনি "দিবি ব্রহ্ম" ও "দিবের উপরে ব্রহ্ম" এই দ্বিপ্রকার উপদেশ করিয়াছে।

প্রত্যভিজ্ঞাত হয় না, এ কথা কথাই নহে। কেন-না, উভয় প্রয়োগের মধ্যে যে কোন প্রয়োগই প্রকৃত প্রত্যভিজ্ঞানের বিরোধী নহে।

বৃক্ষাগ্রেণাসম্বন্ধোঽপি শ্যেন উভয়থোপদিশ্যমানো দৃশ্যতে, বৃক্ষাগ্রে শ্যেনঃ, বৃক্ষাৎ পরতঃ শ্যেন ইতি চ, এবং দিবঃ পরমপি সদ্ ব্রহ্ম দিবীত্যুপদিশ্যতে। তস্মাদস্তি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণ ইহ প্রত্যভিজ্ঞানম্। অতঃ পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দমিতি সিদ্ধম্ ॥ ১।১।২৭ ॥

প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥১।১।২৮॥ *

অস্তি কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদি ইন্দ্র-প্রতর্দ্দনাখ্যায়িকা—"প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ" ইত্যারভ্যাম্নাতা। তস্যাং শ্রূয়তে, "স হোবাচ প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা, তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব"

হ্বস্থানমুপপন্নম্। যদা তু মর্য্যাদৈব মুখ্যতয়া প্রাধান্যেন বিবক্ষিতা, তদা লক্ষণয়াধারত্বং ব্যাখ্যেয়ম্। যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র সামীপ্যাদিতি। তদিদমুক্তম্—"অপর আহ" ইতি। অত এব দিবঃ পরমপীত্যুক্তম্ ॥১।১।২৭॥

"অনেকলিঙ্গসন্দোহে বলবৎ কস্য কিং ভবেৎ।
লিঙ্গিনো লিঙ্গমিত্যত্র চিন্ত্যতে প্রাগচিন্তিতম্ ॥"

[অপর…সিদ্ধম্] অন্য কেহ ব্যাখ্যা করেন যে, বৃক্ষাগ্রে অসংলগ্ন বা উপবিষ্টপ্রায় পাখী দেখিলে লোকে যেমন "বৃক্ষাগ্রে পক্ষী" বলিয়া থাকে, শ্রুতিও তদ্রূপক্রমে "দিবি জ্যোতি" ও "দিবের উপরে জ্যোতিঃ" বলিয়াছেন। (অর্থাৎ সপ্তমী পঞ্চমী প্রভৃতি বিভক্তি ভেদ থাকিলেই যে, মূলশব্দের অর্থ-বৈপরীত্য হয়, এমন কোন নিয়ম নাই)। অতএব, পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মই পরবাক্যে প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়াছেন, এ অংশ সিদ্ধ হওয়ায় জ্যোতিঃ-শব্দ যে ব্রহ্মপর, তাহাও সিদ্ধ হইল ॥ ১। ১। ২৭ ॥

কৌষীতকিব্রাহ্মণে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনসংবাদ-নামক একটী আখ্যায়িকা আছে। আখ্যায়িকাটি—"একদা দিবোদাসপুত্র প্রতর্দ্দন যুদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক ইন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন" এইরূপে আরব্ধ হইয়াছে। [তস্যাং…ইত্যাদি] এই আখ্যায়িকায় শুনা যায়, ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া প্রতর্দ্দনকে বর দিতে চাহিলে,

* তথা=ব্রহ্মপরত্বেন, অনুগতত্বাৎ=তদ্বাক্যস্থ-তত্তৎপদানাং অন্বয়াবগমাৎ তাৎপর্য্যনিশ্চয়াদিতি যাবৎ, প্রাণঃ প্রাণশব্দোঽপি ব্রহ্মপর ইতি শেষঃ।—কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদে যে প্রাণোপাসনা কথিত হইয়াছে, সে প্রাণ ব্রহ্ম। হেতু এই যে, সে স্থানের শব্দার্থ পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্ম অর্থই লব্ধ বা নিশ্চিত হয়।

ইতি। তথোত্তরত্রাপি, "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি"। তথা, "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং

মুখ্যপ্রাণ-জীবদেবতা-ব্রহ্মণামনেকেষাং লিঙ্গানি বহূনি সংপ্লবন্তে, তৎ কতমদত্র লিঙ্গং, লিঙ্গাভাসঞ্চ কতমদিত্যত্র বিচার্য্যতে। ন চায়মর্থঃ "অতএব প্রাণঃ" ইত্যত্র বিচারিতঃ। স্যাদেতৎ। হিততমপুরুষার্থসিদ্ধিশ্চ নিখিলভ্রূণ-হত্যাদিপাপাপরামর্শশ্চ প্রজ্ঞাত্মত্বঞ্চানন্দাদিশ্চ ন মুখ্যে প্রাণে সম্ভবন্তি, তথা, "এষ সাধু কর্ম্ম কারয়তি, এষ লোকাধিপতিঃ" ইত্যাদ্যপি। জীবে তু প্রজ্ঞাত্মত্বং কথঞ্চিত্তুবেৎ, ইতরেষাং ত্বসম্ভবঃ। বক্তৃত্বঞ্চ বাক্করণব্যাপারবত্ত্বং যদ্যপি পরমাত্মনি স্বরূপেণ ন সম্ভবতি, তথাপি অনন্যথাসিদ্ধ-বহুব্রহ্মলিঙ্গবিরোধাজ্জীব-দ্বারেণ ব্রহ্মণ্যেব কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যেয়ম্, জীবস্য ব্রহ্মণোঽভেদাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে, তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইতি বাগ্বদনস্য ব্রহ্ম কারণমিত্যাহ। শরীরধারণমপি যদ্যপি মুখ্যপ্রাণস্যৈব, তথাপি প্রাণব্যাপারস্য পরমাত্মায়ত্তত্বাৎ পরমাত্মন এব। যদ্যপি চাত্রেন্দ্র-দেবতায়া বিগ্রহবত্যা লিঙ্গমস্তি, তথাপি—ইন্দ্রধামগতং প্রতর্দ্দনং প্রতীন্দ্র উবাচ—মামেব বিজানীহীত্যুপক্রম্য, প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা ইত্যাত্মনি প্রাণশব্দমুচ্চচার। প্রজ্ঞাত্মত্বঞ্চাস্যোপপদ্যতে, দেবতানামপ্রতিহতজ্ঞানশক্তিত্বাৎ। সামর্থ্যাতিশয়াচ্চেন্দ্রস্য হিততমপুরুষার্থহেতুত্বমপি। মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য দেবান্ প্রত্যপ্রবৃত্তের্ভ্রূণহত্যা-দিপাপাপরামর্শস্যোপপত্তেঃ। লোকাধিপত্যঞ্চেন্দ্রস্য লোকপালত্বাৎ। আনন্দাদি-রূপত্বঞ্চ স্বর্গস্যৈবানন্দত্বাৎ। 'আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে' ইতি স্মৃতেশ্চামৃতত্বমিন্দ্রস্য। ত্বাষ্ট্রমহনমিত্যাদ্যা চ বিগ্রহবত্ত্বেন স্তুতিস্তত্রৈবোপপদ্যতে। তথাপি পরমপুরুষার্থস্যাপবর্গস্য পরব্রহ্মজ্ঞানাদন্যতোঽনবাপ্তেঃ পরমানন্দরূপস্য মুখ্যস্যামৃতত্বস্যাঽজরত্বস্য চ ব্রহ্মরূপাব্যভিচারাদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমশ্চ পরাচীন্দ্রেঽনু-পপত্তেরিন্দ্রস্য দেবতায়া আত্মানং প্রতিবুদ্ধস্য চরমদেহস্য বামদেবস্যেব প্রারব্ধ-বিপাককর্ম্মাশয়মাত্রং ভোগেন ক্ষপয়তো ব্রহ্মণ এব সর্ব্বমেতৎ কল্পত ইতি বিগ্রহ-বদিন্দ্রজীবপ্রাণবায়ুপরিত্যাগেন ব্রহ্মৈবাত্র প্রাণশব্দং প্রতীয়ত ইতি পূর্ব্বপক্ষাভাবা-দনারভ্যমেতদিতি। অত্রোচ্যতে—'যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ। সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ' ইতি যস্যৈব প্রাণস্য প্রজ্ঞাত্মন উপাস্যত্বমুক্তং, তস্যৈব প্রাণস্য প্রজ্ঞাত্মনা সহোৎক্রমণমুচ্যতে। ন চ

প্রতর্দ্দন বলিলেন, মর্ত্ত্য জীবের যাহা পরম হিত, আপনিই তাহা বিবেচনা-পূর্ব্বক প্রদান করুন। অনন্তর ইন্দ্র বলিলেন, "আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকেই আয়ু ও অমৃত জানিয়া উপাসনা কর।" ইহার কিয়দ্দূরে অন্য কয়েকটী কথা আছে। সে কথাগুলি এই—"প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, তিনিই এই দেহকে গ্রহণপূর্ব্বক উত্থাপিত রাখিয়াছেন।" "বাক্য জানিবার ইচ্ছা করিও না, যে বক্তা, তাঁহাকেই জান।"—সর্ব্বশেষে কথিত হইয়াছে,

বিদ্যাৎ" ইতি। অন্তে চ "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরো ঽমৃতঃ" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ প্রাণশব্দেন বায়ুমাত্রমভিধীয়তে ? উত দেবতাত্মা ? উত জীবঃ ? অথবা পরং ব্রহ্মেতি। ননু "অতএব প্রাণঃ" ইত্যত্র বর্ণিতং প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বং, ইহাপি চ ব্রহ্মলিঙ্গমস্তি "আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যাদি। কথমিহ

ব্রহ্মণ্যভেদে দ্বিবচনং, ন সহভাবঃ, ন চোৎক্রমণম্। তস্মাদ্বায়ুরেব প্রাণঃ। জীবশ্চ প্রজ্ঞাত্মা, সহপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যা ভক্ত্যৈকত্বমনয়োরুপচরিতং, "যো বৈ প্রাণঃ" ইত্যাদিনা। আনন্দামরাজরাপহতপাপ্মত্বাদয়শ্চ ব্রহ্মণি প্রাণে ভবিষ্যন্তি। তস্মাৎ যথাযোগং ত্রয় এবাত্রোপাস্যাঃ। ন চৈব বাক্যভেদো দোষমাবহতি, বাক্যার্থাবগমস্য পদার্থাবগমপূর্ব্বকত্বাৎ। পদার্থানাঞ্চোক্তেন মার্গেণ স্বাতন্ত্র্যাৎ। তস্মাদুপাস্যভেদাদুপাসাত্রৈবিধ্যমিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু—সত্যং পদার্থাবগমোপায়ো বাক্যার্থাবগমঃ, ন তু পদার্থাবগমপরাণ্যেব পদানি, অপি ত্বেকবাক্যার্থাবগমপরাণি। তমেব ত্বেকং বাক্যার্থং পদার্থাবগমমন্তরেণ ন শক্নুবন্তি কর্ত্তুমিত্যন্তরা তদর্থমেব তমপ্যবগময়ন্তি। তেন পদানি বিশিষ্টৈকার্থাববোধনপরসাস্তেব বলবদ্বাধকোপনিপাতান্নানার্থবোধপরতাং নীয়ন্তে। যথাহুঃ।—

"সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদশ্চ নেষ্যতে।" ইতি।

তেন যথোপাংশুযাজ্যবাক্যে জামিতাদোষোপক্রমে তৎপ্রতিসমাধানোপসংহারে চৈকবাক্যত্বায়, "প্রজাপতিরুপাংশু যষ্টব্যঃ" ইত্যাদয়ো ন পৃথগ্বিধয়ঃ, কিন্ত্বর্থবাদা ইতি নির্ণীতং, তথেহাপি, মামেব বিজানীহীত্যুপক্রম্য প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা ইত্যুক্ত্বা, অন্তে স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃত ইত্যুপসংহারাদ্ ব্রহ্মণ্যেকবাক্যত্বাবগতৌ সত্যাং জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গে অপি তদনুগুণতয়া নেতব্যে, অন্যথা বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। যৎ পুনর্ভেদদর্শনং 'সহ হ্যেতৌ' ইতি, তৎ জ্ঞানক্রিয়াশক্তিভেদেন বুদ্ধিপ্রাণয়োঃ প্রত্যগাত্মোপাধিভূতয়োর্নির্দ্দেশঃ প্রত্যগাত্মানমেবোপলক্ষয়িতুম্। অত এবোপলক্ষ্যস্য প্রত্যগাত্মস্বরূপস্যাভেদমুপলক্ষণাভেদেনোপলক্ষয়তি "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা" ইতি।

"তস্মাদনন্যথাসিদ্ধ-ব্রহ্মলিঙ্গানুসারতঃ।
একবাক্যবলাৎ প্রাণজীবলিঙ্গোপপাদনম্॥" ইতি সংগ্রহঃ॥

এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমর। [তত্র···ব্রহ্ম:] এ সকল দেখিলে প্রাণশব্দে এখানে বায়ু, না ইন্দ্রদেবতা, না জীব, অথবা ব্রহ্ম, কি অভিহিত হইয়াছে? এতদ্রূপ সংশয় হয়। যদি বল, পূর্ব্বে প্রাণশব্দের ব্রহ্ম অর্থ নির্ণীত হইয়াছে এবং এখানেও অজর, অমর ও অমৃত (মুক্ত), এতদ্রূপ ব্রহ্মচিহ্ন বিদ্যমান আছে, তবে এখানে সন্দেহ হয় কেন? সন্দেহের বীজ কি?

পুনঃ সংশয়ঃ সম্ভবতি ? অনেকলিঙ্গদর্শনাদিতি ক্রমঃ। ন কেবলমিহ ব্রহ্মলিঙ্গমেবোপলভ্যতে, সন্তি হীতরলিঙ্গান্যপি। "মামেব বিজানীহি" ইতি ইন্দ্রস্য বচনং দেবতাত্মলিঙ্গম্, "ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" ইতি প্রাণলিঙ্গম্, "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি জীবলিঙ্গম্ ; অত উপপন্নঃ সংশয়ঃ। তত্র প্রসিদ্ধো বায়ুঃ প্রাণ ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—প্রাণ-শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ম্। কুতঃ ? তথানুগমাৎ। তথাহি পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পর্য্যালোচ্যমানে বাক্যে পদানাং সমুচ্চয়ো ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর উপলভ্যতে। উপক্রমে তাবৎ, বরং বৃণীষ্বেতীন্দ্রেণোক্তঃ প্রতর্দ্দনঃ পরমং পুরুষার্থং বরমুপচিক্ষেপ—"ত্বমেব মে বৃণীষ্ব, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে" ইতি। তস্মৈ হিততমত্বেনোপদিশ্যমানঃ প্রাণঃ কথং পরমাত্মা ন স্যাৎ। ন হ্যন্যত্র পরমাত্মজ্ঞানাৎ হিততমপ্রাপ্তিরস্তি, "তমেব বিদি-

ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, এখানে ব্রহ্ম অব্রহ্ম উভয়েরই চিহ্ন আছে, তৎকারণে সংশয় সংঘটন হয়। [ন…সংশয়ঃ] এখানে যেমন ব্রহ্মবোধক কথা আছে, তেমনি অন্যপ্রতিপাদক বাক্যও আছে। "আমাকেই জান" এ কথাটী দেবতাস্বরূপবোধক। "এই শরীর উত্থাপিত করিতেছে বা ধৃত রাখিয়াছে" এ কথাটী জীবন-বায়ুর বোধক। "বাক্য জানিবার ইচ্ছা করিও না, বক্তাকেই জান" এটুকু জীবাত্মার জ্ঞাপক এবং "অজর অমর অমৃত" এটুকু ব্রহ্মবোধক। সুতরাং সংশয় হওয়া অযুক্ত নহে, যুক্তই হয়। সংশয়ের পর কি পাওয়া যায় ? [তত্র…লভ্যতে] সংশয়ের পর প্রসিদ্ধি অনুসারে প্রথমে বায়ু অর্থ ই প্রতীত হয় ; সুতরাং তন্নিরাকরণার্থ সূত্র বলা হইয়াছে। অর্থ এই যে, এখানেও প্রাণশব্দে ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। কেন-না, তাহাই প্রতীত হয়। উদাহৃত আখ্যায়িকার শব্দরাশির পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে প্রাণশব্দের ব্রহ্ম অর্থ ই প্রতীত হইবে। এখানেও প্রাণশব্দে ব্রহ্ম, এবং প্রোক্ত আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত। [উপ…শ্রুতিভ্যঃ] কেন ? তাহা বিবেচনা কর। ইন্দ্র বর দিতে চাহিলে, প্রতর্দ্দন "যাহা পরম হিত, তাহাই দিউন" বলিয়া পরমপুরুষার্থ বরই চাহিয়াছিলেন। ইন্দ্রও পরমপুরুষার্থ দানের জন্য প্রাণোপদেশ করিয়াছিলেন। যে-প্রাণ পরমপুরুষার্থের উদ্দেশে উপদিষ্ট, সে-প্রাণ ব্রহ্ম হইবে না কেন ? ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কি হইতে পারে ?* ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুতেই হিততম প্রাপ্তি হয় না, এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"তাঁহাকে (আত্মাকে) জানিয়াই জীব মৃত্যু অতিক্রম করে, অর্থাৎ মোক্ষ

ত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তথা, "স যো মাং বেদ, ন হ বৈ তস্য কেনচন কর্ম্মণা লোকো মীয়তে, ন স্তেয়েন, ন ভ্রূণহত্যয়া" ইত্যাদি চ ব্রহ্মপরিগ্রহে ঘটতে। ব্রহ্মবিজ্ঞানে হি সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ঃ প্রসিদ্ধঃ, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" এবমাদ্যাসু শ্রুতিষু। প্রজ্ঞাত্মত্বঞ্চ ব্রহ্মপক্ষ উপপদ্যতে। নহ্যচেতনস্য বায়োঃ প্রজ্ঞাত্মত্বং সম্ভবতি। তথা উপসংহারেঽপি "আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যানন্দত্বাদীনি ব্রহ্মণোঽন্যত্র ন সম্যক্ সম্ভবন্তি। "স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্ ভবতি নো এবাসাধুনা কনীয়ান্, এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে" ইতি, "এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিরেষ লোকেশঃ" ইতি চ। সর্ব্বমেতৎ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি আশ্রীয়মাণেঽনুগন্তুং শক্যতে, ন মুখ্যে প্রাণে। তস্মাৎ প্রাণো ব্রহ্ম ॥ ১ । ১ । ২৮ ॥

প্রাপ্ত হয়। তাঁহাকে জানা ভিন্ন মোক্ষ প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।" [তথা···শ্রুতিষু] ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, "যে আমাকে জানে, তাহার লোক (মোক্ষ) চৌর্য্য ও ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি কোনও পাপে হিংসিত বা নষ্ট হয় না।" এ কথা ব্রহ্ম অর্থেই সংগত হয়, অন্য অর্থে হয় না। ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ব্বপাপক্ষয় হওয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যথা—"সেই পরাবর ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে বিজ্ঞাতার সমস্ত কর্ম্ম (পুণ্য ও পাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" [প্রজ্ঞা···সম্ভবতি] অপিচ, প্রাণ যদি ব্রহ্ম হন, তবেই তাঁহাকে প্রজ্ঞাত্মা বলা সঙ্গত হয়। বায়ু অচেতন, সুতরাং তাহা প্রজ্ঞাত্মা নহে। [তথা··· ব্রহ্ম] ইন্দ্র উপসংহারকালে প্রাণকে আনন্দ, অজর, অমর, অমৃত (মুক্ত), ইত্যাদি কথা বলিয়াছিলেন। এ সকল কথা ব্রহ্মভিন্ন অন্যত্র অসঙ্গত। এতদ্ভিন্ন, "তিনি সৎকর্ম্মে বড় হন না, অসৎকর্ম্মেও ছোট হন না, ইনি যাহাকে এ লোক হইতে উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করেন—তাহাকেই ইনি সৎকর্ম্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসৎকর্ম্ম করান।" "ইনিই লোকপাল, ইনিই লোকাধিপতি, ইনিই লোকসংঘের ঈশ্বর।" ইত্যাদি বাক্য ব্রহ্মপক্ষেই সঙ্গত হয়, বায়ুপক্ষে হয় না। সুতরাং এখানে প্রাণ অর্থে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধ-ভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ১। ১। ২৯॥ *

যদুক্তং প্রাণো ব্রহ্মেতি, তদাক্ষিপ্যতে—ন পরং ব্রহ্ম প্রাণ-শব্দং, কস্মাৎ? বক্তুরাত্মোপদেশাৎ। বক্তা হীন্দ্রো নাম কশ্চিদ্বিগ্রহবান্ দেবতাবিশেষঃ স্বমাত্মানং প্রতর্দ্দনায় আচচক্ষে,—"মামেব বিজানীহি" ইত্যুপক্রম্য, "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যহঙ্কারবাদেন। স এষ বক্তুরাত্মত্বেনোপদিশ্যমানঃ প্রাণঃ কথং ব্রহ্ম স্যাৎ। ন হি ব্রহ্মণো বক্তৃত্বং সম্ভবতি, "অবাগমনাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। তথা বিগ্রহসম্বন্ধিভিরেব ব্রহ্মণ্যসম্ভবদ্ভির্দ্ধর্ম্মৈরাত্মানং তুষ্টাব, "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্, অরুন্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্" ইত্যেবমাদিভিঃ। প্রাণত্বং চেন্দ্রস্য বলবত্ত্বাদুপপদ্যতে।

[রত্নপ্রভা] "অহঙ্কারবাদেন" স্বাত্মবাচকশব্দৈরাচচক্ষে উক্তবানিত্যর্থঃ। বাক্যস্য ইন্দ্রোপাসনাপরত্বে লিঙ্গান্তরমাহ—"তথা বিগ্রহেতি"। ত্রীণি শীর্ষাণি যস্যেতি ত্রিশীর্ষা ত্বষ্টুঃ পুত্রো বিশ্বরূপো নাম ব্রাহ্মণঃ, তং হতবানস্মি। রৌতি যথার্থং শব্দয়তীতি রুৎ বেদান্তবাক্যং, তৎ মুখে যেষাং তে রুন্মুখাঃ, তেভ্যোঽন্যান্ বেদান্তবহির্মুখান্ যতীন্ আরণ্যশ্বভ্যো দত্তবানস্মীত্যর্থঃ। ইন্দ্রে

প্রাণ ব্রহ্ম,—এই সিদ্ধান্তে আপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। প্রাণশব্দ ব্রহ্মপর নহে। হেতু এই যে, বক্তা প্রাণশব্দের দ্বারা আপন আত্মাকেই বলিয়াছেন। [বক্তা…স্যাৎ] ইন্দ্র-নামক কোন এক মূর্ত্তিমান্ দেবতা প্রতর্দ্দনকে প্রথমে "আমাকেই জান" এতদ্রূপ বলিয়া, পরে, "আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা" এতদ্রূপ অহং-ঘটিত অর্থাৎ স্বাত্ম-বোধক বাক্যে আপন আত্মাকেই (নিজের স্বরূপকেই) বলিয়াছেন। যে প্রাণ বক্তার (ইন্দ্রের) আত্মা বলিয়া উপদিষ্ট, সে প্রাণ কিরূপে ব্রহ্ম হইতে পারে? [ন হি…তব্যানি] ব্রহ্মের বক্তৃত্ব অসম্ভব। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মের বাক্য নাই, মনঃও নাই। অপিচ, যে-সকল শারীর ধর্ম্ম পরব্রহ্মে অসম্ভব, ইন্দ্র সেই সকল ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়া আপনার প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—"আমি ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশীর্ষ বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছি। অরুন্মুখ (বেদান্ততত্ত্বানভিজ্ঞ) যতিদিগকে কুকুর-মুখে অর্পণ করিয়াছি।" (এ সকল ব্রহ্মকর্ম্ম নহে)। ইন্দ্র বলবান্; সুতরাং ইন্দ্রেই প্রাণশব্দ সঙ্গত হয়। প্রাণই বল, বলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র, ইহা সুপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিখ্যাত।

(*) বক্তুঃ ইন্দ্রস্য আত্মোপদেশাৎ স্বস্বরূপকথনাৎ প্রাণো ন ব্রহ্ম ইতি ইথং চেৎ যদি আশ-

"প্রাণো বৈ বলম্" ইতি হি বিজ্ঞায়তে। বলস্য চেন্দ্রো দেবতা প্রসিদ্ধা। "যা চ কাচন বলকৃতিরিন্দ্রকর্ম্মৈব তৎ" ইতি হি বদন্তি। প্রজ্ঞাত্মত্বমপ্যপ্রতিহতজ্ঞানত্বাৎ দেবতাত্মনঃ সম্ভবতি। অপ্রতিহতজ্ঞানা দেবতা ইতি হি বদন্তি। নিশ্চিতে চৈবং দেবতাত্মোপদেশে হিততমত্বাদিবচনানি যথাসম্ভবং তদ্বিষয়াণ্যেব যোজয়িতব্যানি। তস্মাৎ বক্তুরিন্দ্রস্যাত্মোপদেশাৎ ন প্রাণো ব্রহ্মেত্যাক্ষিপ্য প্রতিসমাধীয়তে,—অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্নিতি। অধ্যাত্মসম্বন্ধঃ প্রত্যগাত্মসম্বন্ধঃ, তস্য ভূমা বাহুল্যমস্মিন্নধ্যায়ে উপলভ্যতে। "যাবদ্ধ্যস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদায়ুঃ" ইতি

প্রাণশব্দোপপত্তিমাহ—"প্রাণত্বঞ্চ" ইতি। লৌকিকা অপীত্যর্থঃ। বলবাচিনা প্রাণশব্দেন বলদেবতা লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। ইন্দ্রো হি হিতপ্রদাতৃত্বাৎ হিততমঃ। কর্ম্মানধিকারাৎ অপাপমিত্যেবমাখ্যেয়মিত্যাহ—"নিশ্চিতে" ইতি। কিমিন্দ্রপদেন বিগ্রহোপলক্ষিতং চিন্মাত্রমুচ্যতে? উত বিগ্রহঃ? আদ্যে বাক্যস্য ব্রহ্মপরত্বং সিদ্ধম্। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"অধ্যাত্মেতি"। আত্মনি দেহে অধিগতম্ ইত্যধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মা, স সম্বধ্যতে যৈঃ শরীরস্থত্বাদিভিরিন্দ্রতনাবসম্ভাবিতৈর্ধর্ম্মৈঃ, তে অধ্যাত্মসম্বন্ধাঃ, তেষাং ভূমা বাহুল্যমিত্যর্থঃ। আয়ুরত্র দেহে প্রাণবায়ুসঞ্চারঃ। অস্তিত্বে প্রাণস্থিতৌ প্রাণানামিন্দ্রিয়াণাং স্থিতিরিত্যর্থতঃ

যে-কিছু বলকার্য্য—সমস্তই ইন্দ্রকার্য্য, একথা লোকে ও শাস্ত্রে প্রথিত আছে। দেবতাদিগের জ্ঞান অপ্রতিহত (অমোঘ বা অপরিমিত), তৎকারণে প্রজ্ঞাত্ম-শব্দ দেবতাত্মাতেও সঙ্গত হয়। দেবগণ যে অপ্রতিহতজ্ঞান-সম্পন্ন, তাহা সকল লোকেই জানেন বা বলিয়া থাকেন। এই সকল কারণে, প্রাণশব্দের দেবতাত্মা অর্থ নিশ্চয় হইলে হিততমত্বাদিবাক্য যথাযোগ্য ইন্দ্রবিষয়ে যোজিত হইতে পারে। [তস্মা··· লভ্যতে] এতদ্রূপ হেতুবাদ আশ্রয় করিয়া—ইন্দ্র-নামক বক্তার আত্মোপদেশ দেখিয়া, প্রাণ ব্রহ্ম নহে, এতদ্রূপ আক্ষেপ বা আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধান করিতেছেন—"অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্।" যে হেতু ঐ অধ্যায়ে প্রচুর পরিমাণে পরমাত্মসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, সেই হেতু কথিত আপত্তি হইতেই পারে না। [যাবৎ···চীনস্য] "যাবৎ এই শরীরে প্রাণ থাকে, তাবৎ ইহাতে আয়ুঃ

ক্ষ্যতে, সা প্রতিসমাধেয়া। হি যস্মাৎ অস্মিন্ অধ্যায়ে অধ্যাত্মসম্বন্ধস্য প্রত্যগাত্মসম্বন্ধস্য ভূমা বাহুল্যং দৃশ্যতে ইতি সূত্রপদানামর্থঃ।—ইন্দ্র প্রতর্দনকে আপন আত্মার কথা বলিয়াছেন, এ কারণ, তৎপ্রোক্ত প্রাণ শব্দ ব্রহ্ম নহে, এরূপ শঙ্কা পরিত্যাজ্য। হেতু এই যে, ঐ অধ্যায়ে অধিকাংশই পরমাত্মবোধক উপদেশ আছে।

প্রাণস্যৈব প্রজ্ঞাত্মনঃ প্রত্যগ্‌ভূতস্যায়ুষঃ সম্প্রদানোপসংহারয়োঃ স্বাতন্ত্র্যং দর্শয়তি, ন দেবতাবিশেষস্য পরাচীনস্য। তথা, অস্তিত্বে চ প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সমিত্যধ্যাত্মমেবেন্দ্রিয়াশ্রয়ং প্রাণং দর্শয়তি। তথা "প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" ইতি, "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ" ইতি চোপক্রম্য, "তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রা-স্বর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ। স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা-নন্দোঽজরোঽমৃতঃ ইতি বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারারনাভিভূতং প্রত্য-

---

শ্রুতিমাহ—"অস্তিত্ব" ইতি। অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানমিত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। ইন্দ্রিয়-স্থাপকবৎ দেহোত্থাপকত্বমাহ—"তথা" ইতি। বক্তৃত্বমুক্ত্বা সর্বাধিষ্ঠানত্বং দর্শিত-মিত্যাহ—"ইতি চোপক্রম্য" ইতি। তত্তত্র নানাপ্রপঞ্চস্যাত্মনি কল্পনায়াং যথা দৃষ্টান্তঃ—লোকে প্রসিদ্ধস্য রথস্য অরেষু নেমিনাভ্যোর্মধ্যশলাকাসু চক্রোপান্তরূপা নেমিরর্পিতা, নাভৌ চক্রপিণ্ডিকায়াং অরা অর্পিতা এবং ভূতানি পঞ্চ পৃথিব্যা-দীনি, মীয়ন্ত ইতি মাত্রা ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ ইতি দশ ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাসু দশস্বর্পিতাঃ ইন্দ্রিয়জাঃ পঞ্চ শব্দাদিবিষয় প্রজ্ঞাঃ। মীয়ন্তে আভিরিতি মাত্রাঃ পঞ্চ ধীন্দ্রিয়াণি নেমিবৎ গ্রাহ্যং গ্রাহকেষু অরেষু কল্পিতমিত্যুক্ত্বা নাভিস্থানীয়ে প্রাণে

অর্থাৎ জীবন-বায়ুর সঞ্চার থাকে।" এই শ্রুতি প্রত্যক্ চৈতন্য ও প্রজ্ঞাত্মা-নামক প্রাণকে আয়ুর অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু-সঞ্চারের কারণ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। প্রজ্ঞাত্মার বা ব্রহ্মচৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতীত দেহে আয়ু-নামক প্রাণ থাকিতে পারে না। একথা দেবতাবিশেষের জ্ঞাপক নহে, ব্রহ্মেরই জ্ঞাপক। [তথা…পরিগ্রহে] ইন্দ্রিয়গণ যে, প্রাণের (আত্মার) আশ্রিত, শ্রুতি তাহা "প্রাণের স্থিতিতে ইন্দ্রিয়ের স্থিতি" ইত্যাদিপ্রকারে বলিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহই ইন্দ্রিয়ের অবস্থাপক নহে। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, "প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা এবং প্রাণই এই শরীর ধৃত ও উত্থাপিত করিতেছে।" (প্রাণ যেমন ইন্দ্রিয়ের স্থাপক, তেমনি, দেহেরও স্থাপক ও উত্থাপক; এই সকল কথায় জানা যায়, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ উক্তস্থলে প্রাণশব্দে অভিহিত হয় নাই)। অপিচ "বাক্যকে বা বাগিন্দ্রিয়কে জানিবার প্রয়োজন নাই, পরন্তু যিনি বক্তা, তাঁহাকেই জান।" এইরূপে শ্রুতির আরম্ভ এবং "যদ্রূপ চক্রনেমি অরে অর্পিত (গ্রথিত) থাকে, এবং অর সকল চক্রনাভিতে, তদ্রূপ, এই সকল ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত (কল্পিত) আছে, প্রজ্ঞামাত্রা সকল আবার প্রাণে স্থাপিত আছে। এই এক অদ্বয় প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমর।"

গাত্মানমেবোপসংহরতি। "স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ" ইতি চোপসংহারঃ প্রত্যগাত্মপরিগ্রহে সাধুঃ, ন পরাচীনপরিগ্রহে। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূতঃ' ইতি চ শ্রুত্যন্তরম্। তস্মাদধ্যাত্মসম্বন্ধবাহুল্যাদ্-ব্রহ্মোপদেশ এবায়ং, ন দেবতাত্মোপদেশঃ ॥১।১।২৯॥

কথং তর্হি বক্তুরাত্মোপদেশঃ,—

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥১।১।৩০॥ *

ইন্দ্রো নাম দেবতাত্মা স্বমাত্মানং পরমাত্মত্বেন—অহমেব পরং

সর্ব্বং কল্পিতমিত্যাহ—"প্রাণেঽর্পিতা" ইতি। স প্রাণো মম স্বরূপমিত্যাহ—"স ম" ইতি। তর্হি প্রত্যগাত্মনি সমন্বয়ো ন ব্রহ্মণি ইত্যত্রাহ—"অয়" মিতি ॥১।১।২৯॥

[রত্নপ্রভা] অহঙ্কারবাদস্য গতিং পৃচ্ছতি "কথম্"ইতি। সূত্রমুত্তরম্। তদ্ব্যাখ্যাতি "ইন্দ্র" ইতি। জন্মান্তরকৃতশ্রবণাদিনা অস্মিন্ জন্মনি স্বতঃসিদ্ধং দর্শনং আর্ষম্। বিজ্ঞেয়েন্দ্রস্তুত্যর্থঃ উপন্যাসঃ, ন চেৎ কথং তর্হি সঃ? ইতি পৃচ্ছতি

এইরূপে সমাপ্তি হইতে দেখা যায়। (১) এই সমাপ্তি বাক্যে প্রত্যগাত্মাকেই বিষয়েন্দ্রিয়-ব্যবহারের অর নাভিস্বরূপ বলা হইয়াছে। ইহার পরে প্রস্তাবের উপসংহার। উপসংহারে "সেই প্রাণই আমার আত্মা" এইরূপ বলা হইয়াছে। এরূপ উপসংহার (সমাপ্তি) প্রত্যগাত্মা ভিন্ন বহির্ব্বর্ত্তী বিগ্রহে (দেবতায়) সম্ভব হইতে পারে না। [অয়…দেশঃ] এই এই কারণেও বহু অধ্যাত্মসম্বন্ধ থাকায় প্রোক্ত প্রাণোপদেশ ব্রহ্মোপদেশ ভিন্ন দেবতাত্মোপদেশ নহে, ইহা সিদ্ধ হয়। তবে যে, ইন্দ্র দেবতা "আমাকেই জান" বলিয়াছিলেন, সে বলার বা সে অহংবাদের অনুরূপ তাৎপর্য্য আছে। যথা—

ইন্দ্র দেবতা আপন আত্মার পরমত্ব (আপনার পরমাত্মভাব) সাক্ষাৎকার করতঃ 'আমিই পরমাত্মা 'ব্রহ্ম' এতদ্রূপ নির্ম্মল আর্ষবিজ্ঞানে ঐরূপ বলিয়া

(১) চক্রনেমি=চাকার বেড়। অর=চাকার পাখা। নাভি=চাকার মধ্যপিণ্ড অর্থাৎ হাঁড়ি। ভূতমাত্রা=আকাশাদি পঞ্চভূত ও শব্দাদি পাঁচ বিষয়। প্রজ্ঞামাত্রা=শব্দাদি-বিষয়ক জ্ঞান ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক। প্রাণ বা ব্রহ্ম নাভিস্থানীয়। প্রাণরূপ নাভিতে ভূত, ইন্দ্রিয় ও ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান, এ সমস্তই অর্পিত অর্থাৎ কল্পিত হইয়াছে ও হইতেছে।

* বামদেবস্যেব ইন্দ্রস্য উপদেশঃ 'মামেব বিজানীহি' ইত্যাদিপ্রকারঃ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা শাস্ত্রীয়েণৈব জ্ঞানেনেতি দ্রষ্টব্যম্।—ইন্দ্র যে আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকেই জান—বলিয়াছিলেন নিশ্চিতই তিনি বামদেব ঋষির ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারেই বলিয়াছিলেন। বামদেব ঋষি ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিবার পর অনুভব করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, 'আমিই মনু ও আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম' ইত্যাদি।

ব্রহ্মোত্যার্ষেণ দর্শনেন যথাশাস্ত্রং পশ্যন্নুপদিশতি স্ম—"মামেব বিজানীহি" ইতি। যথা "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইতি, তদ্বৎ, "তদ্‌যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ" ইতি শ্রুতেঃ। যৎ পুনরুক্তং—মামেব বিজানীহীত্যুক্ত্বা বিগ্রহ-ধর্ম্মৈরিন্দ্র আত্মানং তুষ্টাব ত্বাষ্ট্রবধাদিভিরিতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রো-চ্যতে—ন ত্বাষ্ট্রবধাদীনাং বিজ্ঞেয়েন্দ্রস্তুত্যর্থত্বেনোপন্যাসঃ—যস্মাদেবং কর্ম্মাহং, তস্মান্মাং বিজানীহীতি, কথন্তর্হি? বিজ্ঞানস্তুত্যর্থত্বেন। যৎকারণং ত্বাষ্ট্রবধাদীনি সাহসান্যুপন্যস্য পরেণ বিজ্ঞানস্তুতিমনুসন্দধাতি, "তস্য মে তত্র লোম চ ন মীয়তে, স যো মাং বেদ, ন হ বৈ তস্য কেনচন কর্ম্মণা লোকো মীয়তে" ইত্যাদিনা। এতদুক্তম্ভবতি—যস্মাদীদৃশান্যপি

"কথম্" ইতি। ব্রহ্মজ্ঞানস্তুত্যর্থঃ স ইত্যাহ—"বিজ্ঞানে" ইতি। নিয়ামকং ব্রূতে "যদিতি"। পরেণ তস্য মে ইত্যাদিনা বাক্যেন ইত্যন্বয়ঃ। স্তুতিমাহ—

ছিলেন। যেমন বামদেব ঋষি পরমাত্মতত্ত্ব জানিবার পর আমিই মনু, আমিই সূর্য্য, এইরূপ বলিয়াছিলেন ও জানিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপই বলিয়াছেন। দেবতায় ও আত্মায় অভেদজ্ঞান জন্মিলে দেবভাব জন্মে, ভেদবুদ্ধি থাকে না, একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"যে যখন যে দেবতায় প্রবুদ্ধ হয়, অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎ-কার করে, সে তখন তদ্রূপ বা তৎস্বরূপই হয়॥" [যৎ···অত্রোচ্যতে] ইন্দ্র "আমাকেই জান" এইরূপ বলিয়া, পশ্চাৎ ত্বাষ্ট্রবধ (ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের বিনাশ) প্রভৃতি শারীর কর্ম্মের উল্লেখ করতঃ আপনার প্রশংসা করিয়াছিলেন, এই যে, এক আপত্তির কথা বলিয়াছিলে, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছি। [ন···দিনা] ইন্দ্র আপনার দেবদেহের প্রশংসার নিমিত্ত ত্বাষ্ট্রবধ প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই—যেহেতু আমি অমুক অমুক কার্য্য করিয়াছি, সেই হেতু আমাকেই জান, এরূপ ভাবে বলেন নাই। তিনি ঐ বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রশংসা মাত্র করিয়া-ছেন। হেতু এই যে, তিনি ত্বাষ্ট্রবিনাশ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানেরই প্রশংসা করিয়াছেন, অন্য আর কিছু বলেন নাই। যথা—"ঐ কার্য্যে আমার লোমহানিও হয় নাই। যে পুরুষ আমাকে জানে, তাহার কৃত কোন কর্ম্মও তাহার প্রাপ্য লোক বিনাশ করিতে পারে না।" [এত···বাক্যমেতৎ] এই

ক্রূরাণি কর্ম্মাণি কৃতবতো মম ব্রহ্মভূতস্য লোমাপি ন হিংস্যতে, স যোঽন্যোঽপি মাং বেদ, ন তস্য কেনচিদপি কর্ম্মণা লোকো হিংস্যতইতি। বিজ্ঞেয়স্তু ব্রহ্মৈব, প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মেতি বক্ষ্যমাণম্। তস্মাদ্‌ব্রহ্মবাক্যমেতৎ ॥১।১।৩০॥

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসা-ত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ১।১।৩১ ॥ *

যদ্যপি অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমদর্শনাৎ ন পরাচীনস্য দেবতাত্মন উপদেশঃ,তথাপি ন ব্রহ্মবাক্যং ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? জীবলিঙ্গাৎ মুখ্য-

"এতদুক্তম্" ইতি। তস্মাৎ জ্ঞানং শ্রেষ্ঠম্ ইতি শেষঃ। স্তুতজ্ঞানবিষয় ইন্দ্র ইত্যত আহ—"বিজ্ঞেয়স্তু" ইতি ॥১।১।৩০॥ [ইতি রত্নপ্রভা]

[ভামতী] "ন ব্রহ্মবাক্যং ভবিতুমর্হতি" ইতি। নৈষ সন্দর্ভো ব্রহ্মবাক্যমেব

বাক্যে ইহাই বলা হইয়াছে যে, যেহেতু আমি ব্রহ্ম—সেই হেতু তাদৃশ ক্রূর কর্ম্ম করিলেও আমার লোমহানি হয় নাই। যে কেহ আমাকে (ব্রহ্মকে) জানে, তাহারও কৃত কর্ম্ম লোকহানি (ব্রহ্মভাব-বিনাশ) করে না। এস্থলে ব্রহ্মই বিজ্ঞেয় এবং "আমাকে জানে" এ কথার অর্থও "ব্রহ্মকে জানে"। ইন্দ্র ইহারই পরে বলিয়াছেন, আমিই প্রাণ (ব্রহ্ম) ও আমিই প্রজ্ঞাত্মা; সুতরাং ঐ বাক্যের বিজ্ঞেয় হইতেছেন ব্রহ্ম, অথবা ঐ বাক্য ব্রহ্মবোধক বাক্য। (যে যদ্ভাবাপন্ন থাকে, তাহার "অহং" তাহারই বোধক হয়)।

বহু অধ্যাত্মসম্বন্ধ আছে বলিয়া যদি ঐ বাক্যে বাহ্য দেবতার (ইন্দ্ররূপ দেবতার) উপদেশ না হইয়া থাকে, তবে না হউক, কিন্তু ঐ বাক্য যে কেবল ব্রহ্মপর, তাহা কোনও ক্রমে বলিতে পার না। কেন-না, ঐ বাক্যে জীবের

* জীবশ্চ মুখ্যপ্রাণশ্চেতি বিগ্রহঃ। চেৎ যদি জীবমুখ্যপ্রাণয়োর্লিঙ্গাৎ ন ব্রহ্মবাক্যমেতদিতি মন্যসে, তন্ন শোভনম্। উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ, তথা সতি ত্রিবিধোপাসনং প্রসজ্যেত। জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং ব্রহ্মোপাসনঞ্চেতি ত্রিবিধমুপাসনমেকস্মিন্ বাক্যেঽভ্যুপগন্তব্যং ভবতি, তন্ন যুক্তমিতি ভাবঃ। সিদ্ধান্তমাহ আশ্রিতত্বাদিতি। আশ্রিতত্বাৎ অতএব প্রাণ ইত্যাদৌ ব্রহ্মলিঙ্গবশাৎ প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি বৃত্তেঃ ইহ অত্রাপি তদ্‌যোগাৎ ব্রহ্মলিঙ্গযোগাৎ ব্রহ্মোপদেশ এবায়মিত্যভ্যুপগন্তব্যম্।—জীববোধক ও প্রাণবোধক ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া ব্রহ্মোপদেশ নহে বলা সঙ্গত নহে। হেতু এই যে, ঐরূপ হইলে উপাসনাত্রয়ের বিধান স্বীকার করিতে হয়। অতএব পূর্ব্বে যেমন ধর্ম্ম অনুসারে প্রাণ শব্দকে ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা করিয়াছ, এখানেও সেইরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ অনুসারে ব্রহ্মপর অর্থ গ্রহণ কর।

প্রাণলিঙ্গাচ্চ। জীবস্য তাবদস্মিন্ বাক্যে বিস্পষ্টং লিঙ্গমুপলভ্যতে, "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি। অত্র হি বাগাদিভিঃ করণৈর্ব্ব্যাপৃতস্য কার্য্যকরণাধ্যক্ষস্য জীবস্য বিজ্ঞেয়ত্বমভিধীয়তে। তথা মুখ্যপ্রাণলিঙ্গং, "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" ইতি। শরীরধারণঞ্চ মুখ্য-প্রাণস্য (*) ধর্ম্মঃ। প্রাণসম্বাদে বাগাদীন্ প্রাণান্ প্রকৃত্য, "তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ, মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি" ইতি শ্রবণাৎ।

ভবিতুমর্হতীতি, কিন্তু যথাযোগং কিঞ্চিদত্র জীববাক্যং, কিঞ্চিন্মুখ্যপ্রাণবাক্যং, কিঞ্চিৎ ব্রহ্মবাক্যমিত্যর্থঃ। "প্রজ্ঞাসাধনপ্রাণান্তরাশ্রয়ত্বাৎ" ইতি।—প্রাণান্তরাণী-ন্দ্রিয়াণি, তানি হি মুখ্যে প্রাণে প্রতিষ্ঠিতানি। জীবমুখ্যপ্রাণয়োরন্যতর ইত্যুপ-

---

ও মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ অর্থাৎ বোধক ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে। [জীবস্য…ধীয়তে] জীববোধক ধর্ম্ম স্পষ্ট অভিহিত হইয়াছে। যথা—"বাক্যকে জানিও না, যে বক্তা, তাহাকেই জান।" এ কথা স্পষ্টই জীববোধক। শ্রুতি ঐ কথা দ্বারা শরীরেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ জীবকেই জানিতে বলিতেছে। [তথা…শ্রবণাৎ] যেমন জীববোধক কথা আছে, তেমনি প্রাণবোধক কথাও আছে। যথা—"প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, এবং প্রাণই এই শরীর বিধৃত রাখিয়াছে।" শরীর ধারণ বা শরীর বিধৃত রাখা পঞ্চবৃত্তিক (১) প্রাণ ভিন্ন অন্যের কার্য্য বা ধর্ম্ম নহে। শ্রুতি প্রাণ-সংবাদ-প্রকরণে সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর মুখ্যপ্রাণ বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দিগকে বলিলেন, তোমরা মুগ্ধ হইও না, বৃথা বিবাদ করিও না, আমিই আমাকে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত করিয়া এই শরীর বিধৃত রাখিতেছি।" (২)

(*) মুখ্য এব প্রাণস্য ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

(১) প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। প্রাণের কার্য্য শ্বাস-প্রশ্বাস, অপানের কার্য্য মলমূত্রাদি-বিসর্জ্জন, সমানের কার্য্য খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক প্রভৃতি, উদানের কার্য্য উৎক্রমণ প্রভৃতি এবং ব্যানের কার্য্য বলরক্ষা ও সর্ব্বশরীরে রক্তপ্রেরণ করা ইত্যাদি।

(২) এটী প্রশ্নোপনিষদ্ স্থিত আখ্যায়িকার একাংশ মাত্র। আখ্যায়িকাটীর মর্ম্ম এইরূপ—ইন্দ্রিয়গণ একদা পরস্পর বিবাদ করিল। সকলে বলিল, আমি বড়, আমি শরীর রক্ষা করিতেছি। সকলে পরাজিত হইলে পর, মুখ্য প্রাণ তাহাদিগকে ঐ কথা বলিলেন। অর্থাৎ তোমরা কেহই বড় নহ, কেহই শরীর ধারণের কর্ত্তা নহ। আমিই পাঁচপ্রকার হইয়া শরীর রক্ষা করিতেছি।

যে ত্বিমং শরীরং পরিগৃহ্যেতি পঠন্তি, তেষাম্—ইমং জীবমিন্দ্রিয়-গ্রামং বা পরিগৃহ্য শরীরমুত্থাপয়তীতি ব্যাখ্যেয়ম্। প্রজ্ঞাত্মত্বমপি-জীবে তাবচ্চেতনত্বাদুপপন্নং, মুখ্যেঽপি প্রাণে প্রজ্ঞাসাধন-প্রাণান্তরা-শ্রয়ত্বাদুপপন্নমেব। জীব-মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহে চ প্রাণ-প্রজ্ঞাত্মনোঃ সহবর্ত্তিত্বেনাভেদনির্দ্দেশঃ, স্বরূপেণ চ ভেদনির্দ্দেশ ইত্যুভয়থা নির্দ্দেশঃ, স্বরূপেণ চ ভেদনির্দ্দেশ উপপদ্যতে,—"যো বৈ প্রাণঃ, সা প্রজ্ঞা, যা বৈ প্রজ্ঞা, স প্রাণ ইতি, সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ" ইতি। ব্রহ্মপরিগ্রহে তু কিং কস্মাদ্ভিদ্যেত। তস্মাদিহ জীবমুখ্যপ্রাণয়োরন্যতর উভৌ বা প্রতীয়েয়াতাং, ন ব্রহ্মেতি চেৎ, নৈতদেবম্। উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ। এবং সতি ত্রিবিধ-মুপাসনং প্রসজ্যেত,—জীবোপাসনং, মুখ্যপ্রাণোপাসনং, ব্রহ্মো-পাসনঞ্চেতি। ন চৈতদেকস্মিন্ বাক্যেঽভ্যুপগন্তুং যুক্তম্। উপ-

---

ক্রমমাত্রম্। "উভৌ" ইতি পূর্ব্বপক্ষতত্ত্বম্। ব্রহ্ম তু ধ্রুবম্। "ন ব্রহ্ম" ইতি।

[যে ত্বিমং……ব্যাখ্যেয়ম্] যাঁহারা ঐ স্থানে "ইমং শরীরং পরিগৃহ্য" এইরূপ পাঠ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ব্যাখ্যা এইরূপ :—"আমিই জীবকে অথবা ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া (স্থাপিত রাখিয়া) শরীর উত্থাপিত রাখিয়াছি (ধরিয়া রাখিয়াছি)। [প্রজ্ঞাত্ম……ক্রামত ইতি] জীব চেতন, প্রাণও প্রজ্ঞা-কারণ অন্যান্য প্রাণের আশ্রয় বা অধীন, সুতরাং প্রজ্ঞাত্মা-শব্দ জীবে ও মুখ্যপ্রাণে উপপন্ন হয়। জীব ও মুখ্যপ্রাণ অর্থ স্বীকার বা গ্রহণ করিলে নিয়মিত সহবাস (একযোগে বাস) অনুসারে উক্ত উভয়ের অভেদ নির্দ্দেশ এবং স্বরূপ অনুসারে ভেদ নির্দ্দেশ, উভয়ই সংগত হয়। (শ্রুতিতে প্রাণ ও জীব পরস্পর ভিন্ন, এ কথাও আছে এবং উক্ত উভয়ই এক বা অভিন্ন, এরূপ কথাও আছে)। অভেদ উল্লেখ যথা—"যিনিই প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা এবং যাহা প্রজ্ঞা, তাহাই প্রাণ।" ভেদনির্দ্দেশ ও সহাবস্থিতির নিয়ম যথা—"প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা (যাহার অন্য নাম জীব), ইহারা শরীরে একসঙ্গে বাস করে, এবং সহ-উৎক্রমণ করে।" [ব্রহ্ম…সনঞ্চেতি] যদি ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে শেষোক্ত ভেদনির্দ্দেশ সঙ্গত হয় না। ব্রহ্ম অদ্বয় ; সুতরাং কে কাহা হইতে ভিন্ন হইবে ? সুতরাং উক্ত বাক্যে হয় জীব, না হয় মুখ্য প্রাণ, অথবা উভয়ই প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম নহে। এরূপ অভিমতির (পূর্ব্বপক্ষের) বিরুদ্ধে ব্যাসদেব বলিতেছেন, না—ঐরূপ বলিতে পার না। ঐরূপ বলিতে গেলে অর্থাৎ উদাহৃত বাক্যকে

ক্রমোপসংহারাভ্যাং হি বাক্যৈকবাক্যত্বমবগম্যতে। মামেব বিজানীহীত্যুপক্রম্য, "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা, তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ব" ইত্যুক্ত্বা অন্তে "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যেকরূপাবুপক্রমোপসংহারৌ দৃশ্যেতে। তত্রার্থৈকত্বং যুক্তমাশ্রয়িতুম্। ন চ ব্রহ্মলিঙ্গমন্যপরত্বেন পরিণেতুং শক্যং, দশানাম্ভূতমাত্রাণাং প্রজ্ঞামাত্রাণাঞ্চ ব্রহ্মণোঽন্যত্রার্পণানুপপত্তেঃ। আশ্রিতত্বাচ্চ—অন্যত্রাপি ব্রহ্মলিঙ্গবশাৎ প্রাণশব্দস্য ব্রহ্মণি বৃত্তেঃ

ন ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। "দশানাং ভূতমাত্রাণাম্" ইতি।—পঞ্চ শব্দাদয়ঃ, পঞ্চ পৃথিব্যাদয় ইতি দশ ভূতমাত্রাঃ। পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ বুদ্ধয় ইতি দশ প্রজ্ঞামাত্রাঃ।

ব্রহ্মপর বলিয়া অঙ্গীকার না করিলে ঐ বাক্যের দ্বারা তিন প্রকার উপাসনার বিধান অঙ্গীকার করিতে হয়।—জীবোপাসনা, প্রাণোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা। [ন…মাশ্রয়িতুম্] একই বাক্যে ত্রিবিধ বিধান অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। [মীমাংসকগণের যুক্তি আছে, এক বাক্যে একই বিধেয় হয়, বহু নহে। বহু বিধেয় হইলে বহু বাক্য কল্পনা করিতে হয়; সুতরাং তাহা দোষ। যেখানে বহু বাক্যের একটী বিধেয় হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে একই বিধেয় স্বীকার্য্য]। উপক্রম ও উপসংহার (প্রস্তাবের আরম্ভ ও সমাপ্তি) অনুসারে কথিত স্থলে বাক্যৈকবাক্যতা অর্থাৎ বহুবাক্যের একার্থপ্রতিপাদকতা দৃষ্ট হইতেছে। যথা—উপক্রমে "আমাকেই জান" বলা হইয়াছে। মধ্যে বলা হইয়াছে, "আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকে তুমি আয়ু ও অমৃত জানিয়া উপাসনা কর।" অন্তে বা উপসংহারে বলা হইয়াছে, এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমর।" এস্থলে উপক্রম ও উপসংহার একরূপ। যখন উপক্রম ও উপসংহার একরূপ অর্থাৎ একই অর্থের বোধক, তখন অবশ্যই আদ্যন্ত সমুদায় বাক্যের অর্থও (প্রতিপাদ্য বা বিধেয়ও) একই হইবে। ঈদৃশ স্থলে নানা বিধেয় স্বীকার না করিয়া একটী বিধেয় স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। [নচ…পত্তেঃ] আনন্দ, অজর, অমর, অমৃত বা মুক্তস্বভাব ও হিততম,—এ সমস্ত কথাই ব্রহ্মবোধক। এ সকল ব্রহ্মলিঙ্গ ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থে সঙ্গত হইতে পারে না। অপিচ, ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত এবং প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে অর্পিত, এ উপদেশ ব্রহ্মেই উপপন্ন হয়, জীবে অথবা প্রসিদ্ধ প্রাণে উপপন্ন হয় না। (সুতরাং কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদের প্রাণবাক্যটী জীববাক্য নহে, প্রসিদ্ধপ্রাণবাক্যও নহে, কিন্তু ব্রহ্মবাক্য)। [আশ্রিত…গম্যতে] ব্রহ্মলিঙ্গ অর্থাৎ ব্রহ্মবোধক কথা লইয়া ২৩ সূত্রে প্রাণশব্দের ব্রহ্ম-অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, এখানেও ব্রহ্মজ্ঞাপক হিততমত্বাদি

ইহাপি চ হিততমোপন্যাসাদিব্রহ্মলিঙ্গযোগাৎ ব্রহ্মোপদেশ এবায়মিতি গম্যতে। যত্তু মুখ্যপ্রাণলিঙ্গং "দর্শিতং", "ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি"ইতি, তদসৎ, প্রাণব্যাপারস্যাপি পরমাত্মায়ত্তত্বাৎ পরমাত্মন্যুপচরিতুং শক্যত্বাৎ।

"ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।

ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ" ইতি শ্রুতেঃ।

যদপি "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি জীবলিঙ্গং দর্শিতং, তদপি ন ব্রহ্মপক্ষং নিবারয়তি। ন হি জীবো নামাত্যন্তং ভিন্নো ব্রহ্মণঃ, "তত্ত্বমস্যহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতন্তু বিশেষমাশ্রিত্য ব্রহ্মৈব সন্ জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চেত্যুচ্যতে। তস্যোপাধিকৃতবিশেষপরিত্যাগেন ব্রহ্মস্বরূপত্বং দর্শয়িতুং "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ"ইত্যাদিনা প্রত্যগাত্মাভিমুখীকরণার্থ উপদেশো ন বিরুধ্যতে।

"যদ্বাচানভ্যুদিতং, যেন বাগভ্যুদ্যতে।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

কথা থাকায় এ উপদেশও ব্রহ্মোপদেশই হইবে। [যত্তু…শ্রুতেঃ] তুমি যে, প্রাণলিঙ্গ অর্থাৎ প্রসিদ্ধপ্রাণবোধক কথা দেখাইয়াছ—"প্রাণ এই শরীরকে গ্রহণ করতঃ উত্থাপিত রাখিয়াছে" ইত্যাদি, তাহাও সাধু নহে। ভাবিয়া দেখ, যে-কিছু প্রাণকার্য্য—সমস্তই পরমাত্মার অধীন। (আত্মসম্ভাব থাকিলেই প্রাণকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, অন্যথা তাহা অভাবপ্রাপ্ত হয়)। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"কোন মর্ত্ত্যই কেবল প্রাণের দ্বারা ও অপানের দ্বারা জীবনবান্ হয় না, কিন্তু প্রাণ ও অপানবায়ু যাহার আশ্রিত—তাহারই দ্বারা মর্ত্ত্যগণ জীবিত থাকে।" [যদপি…শ্রুতিভ্যঃ] যাহাকে জীবলিঙ্গ (জীবজ্ঞাপক) বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছ,—"বক্তাকে বা বাক্যের প্রেরককে জান" ইত্যাদি, তাহাও ব্রহ্মপক্ষ নিবারণ করিতেছে না, অর্থাৎ ব্রহ্ম-অর্থের বিরোধী নহে। হেতু এই যে, জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। ব্রহ্মই জীব, এ কথা তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে উপদিষ্ট আছে। [বুদ্ধ্যা…দর্শয়তি] নির্ব্বিশেষ বা অদ্বয় ব্রহ্মই বুদ্ধ্যাদি উপাধির দ্বারা বিশেষিত হইয়া জীব, কর্ত্তা ও ভোক্তা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। সেই ঔপাধিক বিশেষ ভাবটুকু পরিত্যক্ত হইলেই ব্রহ্মস্বরূপাবির্ভাব হয়, ইহা বুঝাইবার জন্যই "যে বক্তা—বাক্যের প্রেরক,

ইত্যাদি চ শ্রুত্যন্তরং বচনাদিক্রিয়াব্যাপৃতস্যৈবাত্মনো ব্রহ্মত্বং দর্শয়তি। যৎ পুনরেতদুক্তং, "সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ, সহোৎক্রামতঃ" ইতি প্রাণপ্রজ্ঞাত্মনোর্ভেদদর্শনং ব্রহ্মবাদিনো নোপপদ্যত ইতি। নৈষ দোষঃ, জ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়াশ্রয়য়োর্ব্বুদ্ধি-প্রাণয়োঃ প্রত্যগাত্মোপাধিভূতয়োর্ভেদনির্দ্দেশোপপত্তেঃ। উপাধি-দ্বয়োপহিতস্য তু প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপেণাভেদ ইত্যতঃ প্রাণএব প্রজ্ঞাত্মেত্যেকীকরণমবিরুদ্ধম্।

অথবা, 'নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ" ইত্য-স্যায়মন্যোঽর্থঃ।—ন ব্রহ্মবাক্যেঽপি জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গং বিরু-ধ্যতে। কথং? উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ। ত্রিবিধমিহ ব্রহ্মণ উপাসনং

তদেবং স্বমতেন ব্যাখ্যায় প্রাচাং বৃত্তিকৃতাং মতেন ব্যাচষ্টে।— "অথবা" ইতি। পূর্ব্বং প্রাণস্যৈকমুপাসনম্, অপরং জীবস্য, অপরং ব্রহ্মণ ইত্যু-পাসনত্রৈবিধ্যেন বাক্যভেদপ্রসঙ্গো দূষণমুক্তম্। ইহ তু ব্রহ্মণ একস্যৈবো-পাসাত্রয়বিশিষ্টস্য বিধানাৎ ন বাক্যভেদ ইত্যভিমানঃ প্রাচাং বৃত্তিকৃতাম্। তদেতদালোচনীয়ং,—কথং ন বাক্যভেদ ইতি। যুক্তং "সোমেন যজেত"

তাহাকেই জান" বলা হইয়াছে। চিত্তকে আত্মাভিমুখ করানই ঐ উপদেশের প্রয়োজন। এ নিমিত্ত উহা বা ঐ বাক্য ব্রহ্মার্থের অবিরুদ্ধ। "বাক্য যাহাকে বলিতে পারে না, বাক্য যাহার দ্বারা উচ্চারিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। যাহা ইদম্প্রকারে (এই বা অমুক, এতদ্রূপ) উপাসিত হয়, তাহা ব্রহ্ম নহে।"—ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি বচনাদি-ক্রিয়ায় অব্যাপৃত (বচনাদিক্রিয়ার অগোচর) আত্মার ব্রহ্মত্ব দেখাইয়াছেন। [যৎ…বিরুদ্ধম্] আরও বলিয়াছিলে যে, প্রাণের ও প্রজ্ঞাত্মার পৃথক্ উপদেশ (প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা এই শরীরে সহবাস ও সহ-উৎক্রমণ করেন, এই কথা) ব্রহ্মপক্ষে সঙ্গত হয় না, বস্তুতঃ তাহাও সঙ্গত হয়। ঐরূপ ভেদ-নির্দ্দেশ দূষ্য নহে। জ্ঞানশক্তির আশ্রয় বুদ্ধি, এবং ক্রিয়াশক্তির আশ্রয় প্রাণ, এ উভয়ই প্রত্যগাত্মার উপাধি। এতদনুযায়ী ভেদ উপদেশ অসঙ্গত হইবে কেন? উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ হইলে কোনও প্রভেদ থাকে না, সুতরাং "প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা" এরূপ একীকরণ অর্থাৎ অভেদ উক্তি সঙ্গতই হয়।

[অথবা…ব্রহ্মধর্ম্মঃ] "নোপাসাত্রৈবিধ্যাৎ" এ কথার বৃত্তিকার মতের ব্যাখ্যা এইরূপ।—জীবধর্ম্মের ও প্রাণধর্ম্মের উল্লেখ থাকিলেও ঐ বাক্যে ব্রহ্মবোধকতার ব্যাঘাত হয় না। হেতু এই যে, ঐ বাক্য কেবল ব্রহ্মোপাসনারই প্রকারভেদ মাত্র

বিবক্ষিতং—প্রাণধর্ম্মেণ প্রজ্ঞাধর্ম্মেণ, স্বধর্ম্মেণ চ। তত্র "আয়ুরমৃতমিত্যুপাস্স্ব, আয়ুঃ প্রাণঃ" ইতি, "ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" ইতি "তস্মাদেতদেবোক্থমুপাসীত" ইতি চ প্রাণধর্ম্মঃ। "অথ যথাস্যৈ প্রজ্ঞায়ৈ সর্ব্বাণি ভূতান্যেকীভবন্তি, তদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ" ইত্যুপক্রম্য, "বাগেবাস্যা একমঙ্গমদূদুহত্তস্যৈ নাম পরস্তাৎ প্রতিবিহিতা ভূতমাত্রাঃ, প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামানি প্রাপ্নোতি" ইত্যাদিঃ প্রজ্ঞাধর্ম্মঃ। "তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং, দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং, যদি ভূত-

ইত্যাদৌ সোমাদিগুণবিশিষ্টযাগবিধানং, তদ্গুণবিশিষ্টস্যাপূর্ব্বস্য কর্ম্মণোঽপ্রা-

(প্রকারত্রয়) ব্যক্ত করিতেছে, উপাস্যভেদ বলিতেছে না। অর্থাৎ উহা একেরই উপাসনা বা এক উপাসনা, তজ্জন্য উহাতে বাক্যভেদ দোষ হয় না। ঐ প্রকার উপাসনা বহুর উপাসনা নহে। প্রাণধর্ম্মে, জীবধর্ম্মে ও স্বধর্ম্মে অর্থাৎ ব্রহ্মধর্ম্মে, ব্রহ্মোপাসনা করিবে, এইরূপ বলাই ঐ বাক্যের অভিপ্রেত। (এ ব্যাখ্যায় বাক্যভেদ দোষ হয় না)। "প্রাণ আয়ু ও অমৃত" "আয়ু-ই প্রাণ" "প্রাণ এই শরীর ধারণ-পূর্ব্বক উত্থাপিত করিতেছে" "ইনি উক্থ ও উক্থরূপে (১) উপাস্য" এইগুলি প্রাণধর্ম্ম বা প্রাণ ভাব। "প্রজ্ঞা-সম্বন্ধীয় ভূত সকল—দৃশ্য সকল—যেরূপে চিদাত্মার সহিত একীভূত হয়—অভিন্ন হয়, তাহা বলিতেছি।" এইরূপ উপক্রমের পর বর্ণিত হইয়াছে, "বাক্য ইঁহার এক অঙ্গ পূরণ করে, আর চক্ষুঃ প্রভৃতির দ্বারা বিজ্ঞাপিত নামসম্বন্ধযুক্ত ভূত বা দৃশ্য তাহার অপরাঙ্গ পূরণ করে। অপিচ, প্রজ্ঞার দ্বারা বাক্যারূঢ় হইয়া তিনিই (চৈতন্যই) নামসমূহ প্রাপ্ত হন।" (২) এ ভাবটী জীবভাব, অর্থাৎ জীবধর্ম্ম। "দশ ভূতমাত্রা ও দশ অধিপ্রজ্ঞ। অধিপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞামাত্রা সকল ভূতমাত্রা-সাপেক্ষ। যদি ভূতমাত্রা না থাকিত, তাহা হইলে প্রজ্ঞামাত্রাও থাকিত না।

(১) দেহে চেষ্টা বিদ্যমান থাকার নাম জীবন ও আয়ু। ঈদৃক্ আয়ুর মুখ্য কারণ প্রাণ। তদনুসারে প্রাণকে আয়ু বলা হইয়াছে। দেহ থাকে না, কিন্তু মুখ্য প্রাণ মুক্তি পর্য্যন্ত থাকে। তদনুসারে প্রাণকে অমর ভাবিতে বলা হইয়াছে। প্রাণ শরীর উত্থাপিত করে। তজ্জন্য তিনি উক্থ। এই সকল প্রাণধর্ম্ম বা প্রাণকার্য্য ব্রহ্মে আরোপিত বলিয়াই ব্রহ্ম প্রাণধর্ম্মে উপাসনীয়। উপাসনার বলে ঐ আরোপ অন্তর্হিত হইবে, তাহা হইলে ব্রহ্ম জানা যাইবে।

(২) চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত বুদ্ধি-তত্ত্বের নাম প্রজ্ঞা ও জীব। জীব বা প্রজ্ঞা যাহা দেখে (জানে), তাহা দৃশ্য। দৃশ্যের অন্য নাম ভূত। ভূত বাহিরে নানা হইলেও অন্তরে এক অর্থাৎ বুদ্ধিরূপে এক। এই বিচিত্র বহির্জ্জগৎ অন্তরে এক অপূর্ব্ব বুদ্ধি-আকার ধারণপূর্ব্বক চিদা-

মাত্রা ন স্যুঃ, প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুঃ, যদি প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুঃ, ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ, নো বা এতন্নানা, তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেহ-

---

পুস্ত বিধিবিষয়ত্বাৎ, ইহ তু সিদ্ধরূপং ব্রহ্ম ন বিধিবিষয়ো ভবিতুমর্হতি, অভাবার্থত্বাৎ। ভাবার্থস্য বিধিবিষয়ত্বনিয়মাৎ। বাক্যান্তরেভ্যশ্চ ব্রহ্মাব-

---

আবার প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিলেও ভূতমাত্রা থাকিত না। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, ঐ দু-এর একটী দ্বারা কোন কিছুই নিষ্পন্ন হয় না, অথচ উহারা নানা নহে, এক। যেমন রথের অরে নেমি অর্পিত, আবার অর সকল নাভিতে অর্পিত (স্থাপিত) থাকে, তেমনি, ভূতমাত্রা-সকল প্রজ্ঞামাত্রায় অর্পিত এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকলও প্রাণে অর্পিত (কল্পিত) আছে। (১) "এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা।" এ ভাবটী

ত্মার সহিত মিলিত বা একীভূত হইতেছে। যেরূপে মিলিত বা একীভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা "বাক্য ইহার এক অঙ্গ পূরণ করে" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধিময় জীব বা জীব-নামক বুদ্ধি জরাসন্ধের ন্যায় দ্বিসন্ধিত, অর্থাৎ দ্বিবিধ জ্ঞানের বা বুদ্ধির সম্মিলন মাত্র। ইহার এক অর্দ্ধ নামপ্রপঞ্চাকার (নামাকার বুদ্ধি)। এ অর্দ্ধে কতকগুলি নামের ছবি থাকে। অপর অর্দ্ধ রূপ-প্রপঞ্চাকার। এ অর্দ্ধে বস্তুর ছবি পড়ে। এই দুই অর্দ্ধই ইন্দ্রিয়জনিত। ইন্দ্রিয়গণমধ্যে বাক্যেন্দ্রিয় নামপ্রপঞ্চাকার অর্দ্ধের জনক, আর চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ রূপ-প্রপঞ্চাকার অপর অর্দ্ধের পূরক। নিষ্কর্ষ এই যে, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা নাম-বুদ্ধি ও জ্ঞানে-ন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুবুদ্ধি উৎপাদিত হইতেছে। এই নিষ্কর্ষ "চক্ষুঃ প্রভৃতির দ্বারা বিজ্ঞাপিত" ইত্যাদি কথায় লব্ধ হয়। ইন্দ্রিয়গণ জড়, বুদ্ধিও জড়। ইহারা কেহই স্বয়ংপ্রবৃত্ত ও স্বয়ংপ্রকাশ নহে। ইহাদের প্রেরক ও প্রকাশক চিদাভাস। চিৎপ্রতিবিম্বের দ্বারাই প্রেরিত ও প্রকাশিত হয়। প্রথমে বুদ্ধিস্থ চিদাভাস ইন্দ্রিয়দিগকে প্রেরণ করে, অনন্তর ইন্দ্রিয়গণ নামাকার ও রূপাকার বুদ্ধি জন্মায়, পরে তাহা চিদাভাসব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ চিৎ-প্রতিবিম্বে প্রোজ্জ্বলিত হয়। এই প্রণালীটীই দেখা শুনা জানা প্রভৃতি নামে ব্যবহৃত হয়। এই তথ্যটুকু "প্রজ্ঞার দ্বারা বাক্যারূঢ় হইয়া" ইত্যাদি কথা দ্বারা জানা যায়। এইরূপে চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধির ধর্ম্ম বা কার্য্য বর্ণিত হওয়ায় উদাহৃত বাক্যে জীবের কথাই বলা হইয়াছে, ইহা সহজে বুঝা যাইতে পারে।

(১) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ, আর এ সকলের আধার আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী,—এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা, ত্বক্, এই জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক ও ইহাদের দ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানপঞ্চক, এতৎসমুদিত দশ পদার্থের নাম অধিপ্রজ্ঞ ও প্রজ্ঞামাত্রা। ভূতমাত্রা সকল প্রজ্ঞামাত্রায় কল্পিত, সুতরাং তাহারা প্রজ্ঞামাত্রা ছাড়া নহে। প্রজ্ঞামাত্রা সকল প্রাণে পরিকল্পিত; সুতরাং তাহারা প্রাণ ছাড়া নহে। রজ্জুকল্পিত সর্প যেমন রজ্জুর অনতিরিক্ত; তেমনি, প্রাণকল্পিত প্রজ্ঞাও প্রাণের অনতিরিক্ত। এতাবত এই বলা হইল যে, প্রাণ সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বময়। এরূপ সর্ব্বাত্মকতা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র অসম্ভব।

পিতাঃ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদির্ব্রহ্মধর্ম্মঃ। তস্মাদ্-ব্রহ্মণ এবৈতদুপাধিদ্বয়ধর্ম্মেণ স্বধর্ম্মেণ চৈকমুপাসনং ত্রিবিধং বিবক্ষিতম্। অন্যত্রাপি "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইত্যাদাবুপাধি-ধর্ম্মেণ ব্রহ্মণ উপাসনমাশ্রিতম্, ইহাপি তৎ যুজ্যতে। বাক্য-স্যোপক্রমোপসংহারাভ্যামেকার্থত্বাবগমাৎ, প্রাণপ্রজ্ঞাব্রহ্মলিঙ্গা-বগমাচ্চ। তস্মাদ্ ব্রহ্মবাক্যমেতদিতি সিদ্ধম্॥ ১।১।৩১॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্কর-ভগবৎপাদকৃতৌ সমন্বয়াখ্যস্য প্রথমস্যাধ্যায়স্য স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতিসমন্বয়ো নাম প্রথমঃ পাদঃ॥ ১। ১॥

গতেঃ প্রাপ্তত্বাৎ, তদনূদ্যাপ্রাপ্তোপাসা ভাবার্থো বিধেয়ঃ। তস্য চ ভেদাৎ বিধ্যাবৃত্তি-লক্ষণো বাক্যভেদোঽতিস্ফুট ইতি ভাষ্যকৃতা নোদ্ঘাটিতঃ, স্ব-ব্যাখ্যানেনৈবোক্ত-প্রায়ত্বাদিতি সর্ব্বমবদাতম্॥ ১।১।৩১॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং প্রথমস্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

ব্রহ্মভাব। ব্রহ্ম এই তিন ভাবেই উপাস্য। [তস্মাৎ···গমাচ্চ] এই জন্যই বলি, দ্বিবিধ-উপাধি-ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম অনুসারে ত্রিপ্রকার-ব্রহ্মোপাসনাই ঐ বাক্যে বিহিত হইয়াছে। এই উপাসনা একই উপাসনা। অন্য শ্রুতিতেও এতদ্রূপ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। "তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও ভা-রূপ।" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন উপাসনার্থ উপাধিধর্ম্ম অবলম্বিত হইয়াছে, নিদর্শিত শ্রুতিতেও তেমনি উপাধিধর্ম্ম অবলম্বিত হউক। আখ্যায়িকার উপক্রমের (আরম্ভের) ও উপসংহারের (সমাপ্তির) একরূপতা প্রতীত হওয়ায় এবং মধ্যে প্রাণলিঙ্গ, প্রজ্ঞালিঙ্গ ও ব্রহ্মলিঙ্গ অনুভূত হওয়ায় এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত হইতেছে। অতএব কৌষীতকি ব্রাহ্মণস্থ বাক্য ব্রহ্মবাক্যই বটে।

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথম পাদের ভাষ্যানুবাদ॥ ১॥ ১॥

দ্বিতীয় পাদঃ

—০:*:০—

প্রথমে পাদে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাকাশাদেঃ সমস্তস্য জগতো জন্মাদিকারণং ব্রহ্মেত্যুক্তম্। তস্য সমস্তজগৎকারণস্য ব্রহ্মণো ব্যাপিত্বং নিত্যত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবংজাতীয়কা ধর্ম্মা উক্তা এব ভবন্তি। অর্থান্তরপ্রসিদ্ধানাং কেষাঞ্চিৎ শব্দানাং ব্রহ্মবিষয়ত্বে হেতুপ্রতিপাদনেন কানিচিদ্বাক্যানি স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানি সন্দিহ্যমানানি ব্রহ্মপরতয়া নির্ণীতানি। পুনরপ্যন্যানি বাক্যান্যস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গানি সন্দিহ্যন্তে—কিং পরং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি? আহোস্বিদর্থান্তরং কিঞ্চিৎ? ইতি। তন্নির্ণয়ায় দ্বিতীয়-তৃতীয়ৌ পাদাবারভ্যেতে।

অথ দ্বিতীয়ং পাদমারিপ্সুঃ পূর্ব্বোক্তমর্থং স্মারয়তি বক্ষ্যমাণোপযোগিতয়া "প্রথমে পাদে" ইতি। উত্তরত্র হি ব্রহ্মণো ব্যাপিত্বনিত্যত্বাদয়ঃ সিদ্ধবদ্ধেতুতয়োপদেক্ষ্যন্তে। ন চৈতে সাক্ষাৎ পূর্ব্বমুপপাদিতা ইতি হেতুভাবেন ন শক্যা উপদেষ্টুমিতি। অত উক্তম্—"সমস্তজগৎকারণস্য" ইতি। যদ্যপ্যেতে ন পূর্ব্বং কণ্ঠত উক্তাস্তথাপি ব্রহ্মণো জগজ্জন্মাদিকারণত্বোপপাদনেনাধিকরণসিদ্ধান্তন্যায়েনোপক্ষিপ্ত ইত্যুপপন্নস্তেষামুত্তরত্র হেতুভাবেনোপন্যাস ইত্যর্থঃ। "অর্থান্তরপ্রসিদ্ধানাঞ্চ" ইতি। যত্রার্থান্তরপ্রসিদ্ধা এবাকাশপ্রাণজ্যোতিরাদয়ো ব্রহ্মণি ব্যাখ্যায়ন্তে, তদব্যভিচারিলিঙ্গশ্রবণাৎ, তত্র কৈব কথা মনোময়াদীনামর্থান্তরে প্রসিদ্ধানাং পদানাং ব্রহ্মগোচরত্বনির্ণয়ং প্রতীত্যভিপ্রায়ঃ। পূর্ব্বপক্ষাভিপ্রায়ং ত্বগ্রে দর্শয়িষ্যামঃ।

প্রথম পাদের, ২য় সূত্রে, সমস্ত জগতের কারণ ব্রহ্ম, ইহা কথিত হইয়াছে। পরে জগৎকারণ ব্রহ্ম বিভু, নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বাত্মক, ইহা নির্ণীত হইয়াছে। যে সকল শ্রুতিতে অন্যপদার্থবোধক শব্দ থাকায় তদ্‌ঘটিত বাক্যনিচয় ব্রহ্মপ্রতিপাদক হইবে কি না, বলিয়া সন্দেহ হয়, কারণপ্রদর্শনপূর্ব্বক সে সকল শ্রুতিরও ব্রহ্মপরতা বা ব্রহ্মবোধকতা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্পষ্টরূপে ব্রহ্মধর্ম্ম বলে না, ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করে না, এরূপও অনেক শ্রুতি আছে, যে সকল শ্রুতি শুনিবামাত্র সন্দেহ হয় যে এ শ্রুতি ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছে? না, অন্য কিছু বলিতেছে? সে সন্দেহ-নিরাসের জন্য বা সেই সেই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ নির্ণয়ের জন্য সম্প্রতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ আরব্ধ হইতেছে।

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১।২।১ ॥ *

ইদমাম্নায়তে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্ব্বীত, মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ শারীর আত্মোপাস্যত্বেনোপদিশ্যতে? আহোস্বিদ্ ব্রহ্ম? ইতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? শারীর ইতি। কুতঃ?

ইদমাম্নায়তে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। কুতঃ "তজ্জলান্" ইতি। যতঃ তস্মাদ্ব্রহ্মণো জায়ত ইতি তজ্জম্। তস্মিংশ্চ লীয়ত ইতি তল্লম্। তস্মিংশ্চানিতি স্থিতিকালে চেষ্টত ইতি তদন্ জগৎ, তস্মাৎ সর্ব্বং খল্বিদং জগৎ ব্রহ্ম। অতঃ কঃ কস্মিন্ রজ্যতে, কশ্চ কং দ্বেষ্টীতি রাগদ্বেষরহিতঃ শান্তঃ সন্নুপাসীত। "অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথাক্রতুরস্মিল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি। স ক্রতুং কুর্ব্বীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ,—কিমিহ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ শারীর আত্মোপাস্যত্বেনোপদিশ্যতে, আহোস্বিদ্ব্রহ্মেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তং? শারীরো জীব ইতি। কুতঃ। ক্রতুমিত্যাদি

ছান্দোগ্য উপনিষদে পঠিত আছে, "এ সমুদয় ব্রহ্ম। যেহেতু এ সমুদয় তজ্জ, তল্ল ও তদন্, সেই হেতু এ সমুদায় ব্রহ্ম। (তজ্জ=তাঁহা হইতে জাত হয়। তল্ল=তাঁহাতে লীন হয়। তদন্=তাঁহাতে স্থিতি করে ও চেষ্টিত হয়)। সেই জন্য, শান্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-বর্জ্জিত হইয়া, শত্রু-মিত্রাদি-ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, উপাসনা করিবে। (যখন সমস্তই ব্রহ্ম, সমস্তই অদ্বয় পরব্রহ্মের প্রতিভাস, তখন আর কে কাহাকে বিদ্বেষাদি করিবে?)। অপিচ, পুরুষ (জীব) ক্রতুময় অর্থাৎ সংকল্পিত অর্থাৎ ধ্যাননিষ্পাদ্য। ইহলোকে যে পুরুষ যেমন ক্রতু করে (সংকল্প, ধ্যান বা উপাসনা করে), শরীর ত্যাগের পর, সে সেইরূপই রূপ প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই উপদেশ, সে (জীব বা পুরুষ) ক্রতু করিবে, হৃৎপদ্মসম্পুটমধ্যে মনোময় প্রাণশরীর প্রভারূপ ও সত্যসংকল্প আত্মার ধ্যান করিবে।" এ উপদেশে সংশয় এই যে, শ্রুতি

* সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু বেদান্তেষু, প্রসিদ্ধব্রহ্মোপদেশাৎ বেদান্তবেদ্যস্য ব্রহ্মণ এব উপদেশাৎ, ছান্দোগ্যবাক্যেঽপি ব্রহ্মোপদেশো নিশ্চীয়তে। তথাচাত্র ন জীব উপাস্য ইতি বর্ত্তুলার্থঃ।—ছান্দোগ্য উপনিষদে "এ সমস্ত ব্রহ্ম" ইত্যাদি ক্রমে যে-উপাসনা অভিহিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মেরই উপাসনা, জীবের নহে। হেতু এই যে, সমুদায় বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকেই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

তস্য কার্য্যকরণাধিপতেঃ প্রসিদ্ধো মনআদিভিঃ সম্বন্ধঃ, ন পরস্য-ব্রহ্মণঃ, "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

নন্বু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি স্বশব্দেনৈব ব্রহ্মোপাত্তম্, কথমিহ শারীর আত্মোপাস্য ইত্যাশঙ্ক্যতে। নৈষ দোষঃ। নেদং বাক্যং ব্রহ্মোপাসন-বিধিপরং, কিন্তর্হি? শমবিধিপরম্। যৎ-কারণং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যাহ। এতদুক্তং ভবতি—যস্মাৎ সর্ব্বমিদং বিকারজাতং ব্রহ্মৈব, তজ্জত্বাৎ তল্লত্বাৎ তদনত্বাচ্চ। ন চ সর্ব্বস্যৈকাত্মত্বে রাগাদয়ঃ সম্ভবন্তি, তস্মাৎ শান্ত উপাসীতেতি। ন চ শমবিধিপরত্বে

বাক্যেন বিহিতাং ক্রতুভাবনামনূদ্য সর্ব্বমিত্যাদিবাক্যং শমগুণে বিধিঃ। তথাচ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যং প্রথমপঠিতমপ্যর্থালোচনয়া পরমেব, তদর্থোপজীবিত্বাৎ। এবঞ্চ সংকল্পবিধিঃ প্রথমোনির্বিষয়ঃ সন্নপর্য্যবস্যন্ বিষয়াপেক্ষঃ স্বয়মনিরুক্তো ন বিধ্যন্তরেণোপজীবিতুং শক্যোঽনুপপাদকত্বাৎ। তস্মাৎ শান্ততাগুণবিধানাৎ পূর্ব্বমেব মনোময়ঃ প্রাণশরীর ইত্যাদিভির্বিষয়োপনায়কৈঃ সম্বধ্যতে।

মনোময়াদি চ কার্য্যকরণসংঘাতাত্মনো জীবাত্মন এব নিরূঢ়মিতি জীবাত্মনোপাস্যেনোপরক্তোপাসনা ন পশ্চাৎ ব্রহ্মণা সম্বন্ধুমর্হতি, উৎপত্তিশিষ্টগুণাবরোধাৎ। ন চ সর্ব্বং খল্বিদমিতি বাক্যং ব্রহ্মপরম্, অপি তু শমহেতুবন্নিগদার্থবাদঃ শান্ততা-বিধিপরঃ, "শূর্পেণ জুহোতি, তেন হ্যন্নং ক্রিয়তে" ইতিবৎ। ন চান্যপরাদপি ব্রহ্মাপেক্ষিততয়া স্বীক্রিয়ত ইতি যুক্তম্। মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈর্জীবে সুপ্রসিদ্ধৈ-

---

মনোময় প্রভৃতি ধর্ম্মের দ্বারা (গুণ লইয়া) জীবাত্মার উপাসনা করিতে বলিতেছেন? অথবা পরব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ করিতেছেন? পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন, ইহা জীবাত্মার উপাসনা। কেন-না, সকলেই জানেন যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অধিপতি জীবাত্মার সঙ্গেই মনঃপ্রভৃতির সম্বন্ধ আছে, পরব্রহ্মের সহিত নাই। ব্রহ্মের সহিত মনের সম্বন্ধ নাই, একথা "তিনি অপ্রাণ, অমনা ও শুদ্ধ" ইত্যাদি শ্রুতিতেই উক্ত আছে।

[নন্বু···ত্যাহ] যদি বল, "এ সমুদায়ই ব্রহ্ম" এই মূল শ্রুতি বাক্যে ব্রহ্ম গৃহীত হইয়াছেন, অথচ তুমি এখানে জীবের উপাস্যতা বলিতেছ, ইহার কারণ কি? কারণ আছে। কারণ এই যে, ঐ বাক্য ব্রহ্মোপাসনার বিধায়ক নহে। উহা শম-গুণের বিধায়ক মাত্র। হৃদয়ে শান্তভাববিধানের জন্যই ঐ বাক্যে ব্রহ্মের উল্লেখ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। [এতদুক্তং···সীতেতি] 'শান্ত উপাসীত', এ বাক্যে এইরূপ অভিহিত

সতি অনেন বাক্যেন ব্রহ্মোপাসনং নিয়ন্তুং শক্যতে। উপাসনস্তু "স ক্রতুং কুর্ব্বীত" ইত্যনেন বিধীয়তে। ক্রতুঃ সঙ্কল্পো ধ্যানমিত্যর্থঃ। তস্য চ বিষয়ত্বেন শ্রূয়তে—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইতি জীবলিঙ্গম্। অতো ব্রুমো জীববিষয়মেতদুপাসনমিতি। "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" ইত্যাদ্যপি শ্রূয়মাণং পর্য্যায়েণ জীববিষয়মুপপদ্যতে। "এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা" ইতি চ হৃদয়ায়তনত্বমণীয়স্ত্বঞ্চ আরাগ্রমাত্রস্য জীবস্যাবকল্পতে, নাপরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণঃ।

জীববিষয়সমর্পণেনানপেক্ষিতত্বাৎ। সর্ব্বকর্ম্মত্বাদি চ জীবস্য পর্য্যায়েণ ভবিষ্যতি। এবঞ্চাণীয়স্ত্বমপ্যুপপন্নম্। পরমাত্মনস্ত্বপরিমেয়স্য তদনুপপত্তিঃ। প্রথমাবগতেন চাণীয়স্ত্বেন জ্যায়স্ত্বং তদনুগুণতয়া ব্যাখ্যেয়ম্। ব্যাখ্যাতঞ্চ ভাষ্যকৃতা। এবং কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশঃ সপ্তমী প্রথমান্ততা চাভেদেঽপি জীবাত্মনি কথঞ্চিদ্ভেদোপচারেণ রাহোঃ শির ইতিবৎ দ্রষ্টব্যা। এতদ্ব্রহ্মেতি চ জীববিষয়ং, জীবস্যাপি দেহাদিবৃংহণত্বেন ব্রহ্মত্বাৎ। এবং সত্যসংকল্পাদয়োঽপি পরমাত্মবর্ত্তিনঃ জীবেঽপি সম্ভবন্তি, তদব্যতিরেকাৎ। তস্মাজ্জীব এবোপাস্যত্বেন বিবক্ষিতো ন পরমাত্মেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—

"সমাসঃ সর্ব্বনামার্থঃ সন্নিকৃষ্টমপেক্ষতে।
তদ্ধিতার্থোঽপি সামান্যং নাপেক্ষায়া নিবর্ত্তকঃ॥

হইতেছে যে, যেহেতু এ সকলই ব্রহ্ম হইতে জাত, সেই হেতু এ সমস্তই ব্রহ্ম। যেহেতু এ সকল ব্রহ্ম, সেই হেতু প্রত্যেক জীব ভেদবুদ্ধি-বর্জ্জনপূর্ব্বক রাগদ্বেষাদিরহিত হইবে। অতএব রাগদ্বেষাদিরাহিত্যরূপ শম-গুণই উক্ত বাক্যের বিধেয়। [ন চ···সনমিতি] ঐ বাক্য শমগুণের বিধায়ক, এ সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, নিশ্চয়ই ঐ বাক্যে আর উপাসনার বিধান হইতে পারে না। উপাসনার বিধান 'ক্রতুং কুর্ব্বীত'—ক্রতু (উপাসনা) করিবে, এই বাক্যেই হইয়াছে। ক্রতু, সংকল্প, ধ্যান, উপাসনা, এ সকল পর্য্যায়শব্দ অর্থাৎ তুল্য কথা। এখানে ক্রতুর বিষয় কি ? অর্থাৎ কিরূপ বস্তু ধ্যান করিবে ? এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত শ্রুতি "মনোময়" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন, অর্থাৎ মনোময় প্রভৃতি গুণরাশি যোগ করিয়া ধ্যান করিতে বলিয়াছেন। এ কথা জীবেরই কথা। সেই জন্য বলি, উহা পরব্রহ্মের উপাসনা নহে ; জীবেরই উপাসনা। [সর্ব্ব···ব্রহ্মণঃ] উক্ত শ্রুতিতে যে সর্ব্বকাম ও সর্ব্বকর্ম্মা প্রভৃতি কথা আছে, সে সকল কথা জীবপক্ষেও সঙ্গত হইতে পারে। "হৃদয়মধ্যস্থ আত্মা ব্রীহি অপেক্ষা এবং যব অপেক্ষাও অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম।" এরূপ স্থান-বিশেষকল্পনা ও সূক্ষ্মতাকল্পনা পরিচ্ছিন্ন জীব ভিন্ন অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মে উপপন্ন হয় না।

নন্বু "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদ্যপি ন পরিচ্ছিন্নেঽবকল্পত-ইতি। অত্র ক্রমঃ—ন তাবদণীয়স্ত্বং জ্যায়স্ত্বঞ্চোভয়মেকস্মিন্ সমাশ্রয়িতুং শক্যং, বিরোধাৎ। অন্যতরাশ্রয়ণে চ প্রথমশ্রুতত্বাদণীয়স্ত্বং যুক্তমাশ্রয়িতুং, জ্যায়স্ত্বন্তু ব্রহ্মভাবাপেক্ষয়া ভবিষ্যতীতি। নিশ্চিতে চ জীববিষয়ত্বে, যদন্তে ব্রহ্মসংকীর্ত্তনম্ "এতদ্-ব্রহ্ম" ইতি, তদপি প্রকৃতপরামর্শার্থত্বাজ্জীববিষয়মেব। তস্মাৎ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈর্জীব উপাস্যঃ—ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—পরমেব ব্রহ্মেহ মনোময়ত্বাদিভির্ধর্ম্মৈরুপাস্যম্। কুতঃ? সর্ব্বত্র

তস্মাদপেক্ষিতং ব্রহ্ম গ্রাহ্যমন্যপরাদপি।
তথা চ সত্যসংকল্পপ্রভৃতীনাং যথার্থতা॥"

ভবেদেতদেবং, যদি প্রাণশরীর ইত্যাদীনাং সাক্ষাজ্জীববাচকত্বং ভবেৎ। ন ত্বেতদস্তি। তথাহি—প্রাণঃ শরীরমস্যেতি সর্ব্বনামার্থো বহুব্রীহিঃ সন্নিহিতঞ্চ সর্ব্বনামার্থং সম্প্রাপ্য তদভিধানং পর্য্যবস্যেৎ। তত্র মনোময়পদং পর্য্যবসিতাভিধানং তদভিধানপর্য্যবসানায়ালং, তদেব তু মনোবিকারো বা মনঃপ্রচুরং বা কিমর্থমিত্যাস্থপি ন বিজ্ঞায়তে। তদ্ যেনৈষ শব্দঃ সমবেতার্থো ভবতি, স সমাসার্থঃ। ন চৈষ জীব এব সমবেতার্থো ন ব্রহ্মণীতি, তস্যাহ্ প্রাণো হ্যমনা ইত্যাদিভিস্তদ্বিরহপ্রতিপাদনাদিতি যুক্তম্। তস্যাপি সর্ব্ববিকারকারণতয়া বিকারাণাঞ্চ স্বকারণাদভেদাৎ তেষাঞ্চ মনোময়তয়া ব্রহ্মণস্তৎকারণস্য মনোময়ত্বোপপত্তেঃ। স্যাদেতৎ। জীবস্য সাক্ষান্মনোময়ত্বাদয়ঃ, ব্রহ্মণস্তু তদ্দ্বারা। তত্র প্রথমং দ্বারস্য বুদ্ধিস্থত্বাত্তদেবোপাস্যমস্তু, ন পুনর্জঘন্যং ব্রহ্ম। ব্রহ্মলিঙ্গানি

[নন্বু…উপাস্যঃ] যদি বল, পরিচ্ছিন্ন জীবে "তিনি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, আকাশ অপেক্ষাও বড়" এ সকল কথাত সঙ্গত হয় না? তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, একাধারে পরস্পরবিরুদ্ধ অণুত্ব ও বৃহত্ব এই দুই ধর্ম্মের সমাবেশ কথনই সম্ভবপর হয় না, সুতরাং হয়—সূক্ষ্মতা, না হয় বৃহত্তা মাত্র স্বীকার করিতে হইবে। একটি মাত্র গ্রহণ করিতে হইলেও প্রথমশ্রুত অণুত্বের গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ উচিত, তাহার পর বৃহত্ব ধর্ম্মটীকে কোনপ্রকার আপেক্ষিকরূপেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, (অর্থাৎ জীবে ব্রহ্মভাব থাকাতে জীব সে ভাবে বড়)। এইরূপে নির্দ্দিশিত বাক্যের জীববোধকতা স্থির হইলেই বাক্যশেষস্থিত ব্রহ্মশব্দ জীববাচী বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে; সুতরাং নির্দ্দিশিত বাক্যে মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট জীবই উপাস্য। [ইত্যেবং… দেশাৎ] এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতে হইল, ঐ বাক্যে ব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে উপাস্য। উহা ব্রহ্মেরই উপাসনা, জীবোপাসনা নহে। হেতু এই যে, সমুদায়

প্রসিদ্ধোপদেশাৎ। যৎ সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং ব্রহ্মশব্দস্যা লম্বনং জগৎকারণম্ ইহ চ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি বাক্যোপক্রমে শ্রুতং, তদেব মনোময়ত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টমুপদিশ্যত ইতি যুক্তম্। এবং সতি প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়ে ন ভবিষ্যতঃ। নন্বু বাক্যোপক্রমে শমবিধিবিবক্ষয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং, ন স্ববিবক্ষয়েত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে—যদ্যপি শমবিধিবিবক্ষয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং, তথাপি মনোময়ত্বাদিষূপদিশ্যমানেষু তদেব ব্রহ্ম সন্নিহিতং ভবতি, জীবস্তু ন সন্নিহিতঃ, ন চ স্বশব্দেনোপাত্ত ইতি বৈষম্যম্ ॥ ১।২।১ ॥

চ জীবস্য ব্রহ্মণোঽভেদাজ্জীবেঽপ্যুপপদ্যন্তে। তদেতদত্র সম্প্রধার্য্যম্। কিং ব্রহ্মলিঙ্গৈর্জীবানাং তদভিন্নানামস্তু তদ্বত্তা, তথা চ জীবস্য মনোময়ত্বাদিভিঃ প্রথমমবগমাৎ তস্যৈবোপাস্যত্বম্, উত ন জীবস্য ব্রহ্মলিঙ্গবত্তা তদভিন্নস্যাপি, জীবলিঙ্গৈস্তু ব্রহ্ম তদ্বৎ। তথা চ ব্রহ্মলিঙ্গানাং দর্শনাৎ তেষাঞ্চ জীবেঽনুপপত্তেব্রহ্মৈবোপাস্যমিতি। বয়ন্তু পশ্যামঃ।—

"সমারোপ্যস্য রূপেণ বিষয়ো রূপবান্ ভবেৎ।
বিষয়স্য তু রূপেণ সমারোপ্যং ন রূপবৎ॥"

সমারোপিতস্য হি রূপেণ ভুজঙ্গস্য ভীষণত্বাদিনা রজ্জূ রূপবতী, ন তু রজ্জুরূপেণাধিগম্যত্বাদিনা ভুজঙ্গো রূপবান্। তদা ভুজঙ্গস্যৈবাভাবাৎ কিং রূপবৎ। ভুজঙ্গদশায়ান্তু ন চাস্তি বাস্তবী রজ্জুঃ। তদিহ সমারোপিতজীবরূপেণ বস্তুসদ্ ব্রহ্ম রূপবৎ যুজ্যতে, ন তু ব্রহ্মরূপৈর্নিত্যত্বাদিভির্জীবস্তদ্বান্ ভবিতুমর্হতি, তস্য তদানীমসম্ভবাৎ। তস্মাদ্ব্রহ্মলিঙ্গদর্শনাজ্জীবে চ তদসম্ভবাদ্‌ব্রহ্মৈবোপাস্যং ন জীব ইতি সিদ্ধম্। এতদুপলক্ষণায় চ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যমুপন্যস্তমিতি।

বেদান্ত শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিখ্যাত ব্রহ্মের উপদেশই দৃষ্ট হয়। [যৎ…ভবিষ্যতঃ] যিনি সমুদায় বেদান্তে বিখ্যাত, যিনি ব্রহ্মশব্দের প্রতিপাদ্য, এবং যিনি সমস্ত জগতের কারণ, তিনিই ঐ আরম্ভবাক্যে শ্রুত হইয়াছেন এবং তিনিই মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইতেছেন, এই অর্থই যুক্তিযুক্ত। এ অর্থে প্রকৃতহান ও অপ্রকৃত-প্রক্রিয়া দোষও ঘটে না। [নন্বু…বৈষম্যম্] বলিয়াছিলে যে, শম-গুণ বিধানের ইচ্ছায়ই ঐ আরম্ভবাক্যে ব্রহ্ম কীর্ত্তিত হইয়াছেন, ব্রহ্ম বলিবার ইচ্ছায় নহে। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ আমরা বলি, শমগুণ বিধানের ইচ্ছায় আরব্ধ বাক্যে ব্রহ্ম বলা হইলেও মনোময়ত্বাদিধর্ম্মের উপদেশকালে ব্রহ্মই সেই সেই ধর্ম্মের বিশেষ্যরূপে সন্নিহিত হন। জীব ঐ স্থানে বুদ্ধিপথারূঢ় হয় না, এবং ঐ স্থানে জীববাচকশব্দও নাই। (তাৎপর্য্য এই যে, নিকটে জীবশব্দ না থাকায় পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি বিশেষণের বিশেষ্যরূপে বুদ্ধিগোচর হন, সুতরাং ঐ বাক্যে জীববুদ্ধি জন্মে না) ॥১।২।১॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ১।২।২ ॥ *

বক্তুমিষ্টা বিবক্ষিতাঃ। যদ্যপ্যপৌরুষেয়ে বেদে বক্তুরভাবান্নেচ্ছার্থঃ সম্ভবতি, তথাপ্যুপাদানেন ফলেনোপচর্য্যতে। লোকে হি যৎ শব্দাভিহিতমুপাদেয়ং ভবতি, তদ্বিবক্ষিতমিত্যুচ্যতে, যদনুপাদেয়ং তদবিবক্ষিতমিতি। তদ্বদ্বেদেঽপ্যুপাদেয়ত্বেনাভিহিতং বিবক্ষিতং ভবতি, ইতরদবিবক্ষিতম্। উপাদানানুপাদানে তু বেদবাক্য-তাৎপর্য্যাতাৎপর্য্যাভ্যামবগম্যেতে। তদিহ যে বিবক্ষিতা গুণা উপাসনায়ামুপাদেয়ত্বেনোপদিষ্টাঃ সত্যসঙ্কল্পপ্রভৃতয়ঃ, তে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে। সত্যসঙ্কল্পত্বং হি সৃষ্টিস্থিতি-সংহারেষ্বপ্রতিবন্ধশক্তিত্বাৎ পরমাত্মন এবাবকল্পতে। পরমাত্ম-

"যদ্যপ্যপৌরুষেয়" ইতি।—শাস্ত্রযোনিত্বেঽপীশ্বরস্য পূর্ব্বপূর্ব্বসৃষ্টিরচিতসন্দর্ভাপেক্ষ-রচনত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাদপৌরুষেয়ত্বাভিধানং, তথা চাস্বাতন্ত্র্যেণ বিবক্ষা নাস্তীত্যুক্তম্। পরিগ্রহপরিত্যাগৌ চোপাদানানুপাদানে উক্তে, ন তূপাদেয়ত্বমেব।

বক্তা যাহা বলিতে ইচ্ছা করে, তাহা হয় 'বিবক্ষিত'। যদিও বেদের কেহ বক্তা নাই, বক্তা না থাকায় বিবক্ষাও সম্ভবপর হয় না, তথাপি, উপাদেয় (স্বীকার্য্য বা গ্রহীতব্য) ফলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিবক্ষা-শব্দ উপচরিত হইতে পারে। [লোকে…গম্যতে] লোকব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে, শব্দজ্ঞাপ্য বস্তু উপাদেয় নামে কথিত হয়। যাহা উপাদেয়রূপে কথিত হয়, লোকে তাহাকেই বিবক্ষিত বলে, আর যাহা তদ্বিপরীত, তাহাকে অবিবক্ষিত বলে। এইরূপ, বেদে যাহা উপাদেয় (গ্রহীতব্য) বলিয়া কথিত আছে, তাহাই বেদের বিবক্ষিত, আর যাহা তদ্বিপরীত অর্থাৎ গ্রহণীয়রূপে অভিহিত নয়,—তাহা অবিবক্ষিত। বাক্যের তাৎপর্য্য ও অতাৎপর্য্য অনুসারেই উপাদেয় ও অনুপাদেয় স্থির করিতে হয়। [তদিহ…পদ্যন্তে] নিদর্শিত শ্রুতিতে যে সকল গুণ বিবক্ষিত (উপাসনার্থ গ্রহীতব্যরূপে কথিত) হইয়াছে, সেই সকল সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ পরব্রহ্মেই সঙ্গত হয় (খাটে)। [সত্য…পদ্যন্তে] সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-বিষয়ে অপ্রতিহত শক্তি থাকায় ব্রহ্মই সত্যসঙ্কল্প। পাপরাহিত্য গুণটীও পরমাত্মারই গুণ। সেই জন্যই শ্রুতি তাঁহাকে সত্যকাম ও সত্যসংকল্প বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্ম

* বিবক্ষিতা উপাসনার্থমুপাদেয়ত্বেনাভিহিতা গুণাঃ সত্যসংকল্পত্বাদয়ঃ, তেষাং উপপত্তিঃ সঙ্গতিঃ ব্রহ্মণ্যেব যতো ভবতি, ততো ব্রহ্মৈবোপাস্যমিত্যুন্নেয়ম্।—যেহেতু উপাসনার্থ সমাদেয় সত্যসংকল্পাদিগুণ পরব্রহ্মেই সঙ্গত হয়, সেই হেতু পরব্রহ্মই উপাস্য।

গুণত্বেন চ "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যত্র "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি শ্রুতম্। "আকাশাত্মা" ইত্যাদিনা আকাশবদাত্মাস্যেত্যর্থঃ। সর্ব্বগতত্বাদিভির্ধর্ম্মৈঃ সম্ভবত্যাকাশেন সাম্যং ব্রহ্মণঃ। "জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" ইত্যাদিনা চৈতদেব দর্শয়তি। যদপ্যাকাশ আত্মা যস্যেতি ব্যাখ্যায়তে, তদপি সম্ভবতি সর্ব্বজগৎকারণস্য সর্ব্বাত্মনো ব্রহ্মণ আকাশাত্মত্বম্। অতএব "সর্ব্বকর্ম্মা" ইত্যাদি। এবমিহোপাস্যতয়া বিবক্ষিতা গুণা ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে।

যত্তূক্তং "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইতি জীবলিঙ্গং, ন তদ্ ব্রহ্মণ্যুপপদ্যত ইতি, তদপি ব্রহ্মণ্যুপপদ্যত ইতি ব্রূমঃ। সর্ব্বাত্মত্বাদ্ধি ব্রহ্মণো জীব-সম্বন্ধীনি মনোময়ত্বাদীনি ব্রহ্মসম্বন্ধীনি ভবন্তি। তথাচ ব্রহ্মবিষয়ে শ্রুতিস্মৃতী ভবতঃ—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" ইতি।

অন্যথোদ্দেশ্যতয়াঽনুপাদেয়স্য গ্রহাদেরবিবক্ষিতত্বেন চমসাদাবপি সম্মার্গপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদনুপাদেয়ত্বেঽপি গ্রহ উদ্দেশ্যতয়া পরিগৃহীতো বিবক্ষিতঃ। তদ্গতং ত্বেকত্বমবচ্ছেদকত্বেন বর্জ্জিতমবিবক্ষিতম্। ইচ্ছানিচ্ছে চ ভক্তিতঃ। তদিদমুক্তং,

সর্ব্বগতত্বাদি বিভুধর্ম্মে আকাশের সহিত সমান ; তৎকারণে তিনি আকাশাত্মা, কিন্তু জীব আকাশাত্মা নহে। আকাশ যাহার আত্মা, এরূপ ব্যাখ্যা করিলেও সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বজগৎকারণ পরব্রহ্মের আকাশাত্মতার ব্যাঘাত হয় না এবং সেই কারণে, তাঁহাকেই সর্ব্বকর্ম্মা বলা যায়, অন্যকে নহে। এইরূপে, শ্রুত্যুক্ত বিবক্ষিত (উপাসনার্থ গ্রহীতব্যরূপে কথিত) সমুদায় গুণই পরব্রহ্মে উত্তমরূপে উপপন্ন হয়। [যত্তূক্তং···ভবন্তি] আরও বলিয়াছিলে যে, মনোময় ও প্রাণশরীর, এ দুইটাই জীবচিহ্ন, এ দুইটা জীব ভিন্ন ব্রহ্মে খাটে না, ইহাতেও আমরা বলি, ঐ দুইটাও (মনোময়ত্ব ও প্রাণশরীরত্ব) ব্রহ্মপক্ষে খাটিতে পারে। ব্রহ্ম যখন সর্ব্বাত্মক, তখন অবশ্যই জীবসম্বন্ধীয় মনোময়ত্বাদিধর্ম্মও যে, ব্রহ্মধর্ম্ম, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? [তথাচ···গম্যতে] ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক, এ সম্বন্ধে শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণই আছে। যথা—"তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং তুমিই কুমারী। যিনি বৃদ্ধ—যিনি যষ্টি অবলম্বনে গমনাগমন করেন—তিনি তুমি এবং যিনি বালক—সদ্যঃপ্রসূত—তিনিও তুমি।" "যাঁহার হস্ত-

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি" ইতি চ।

"অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" ইতি চ শ্রুতিঃ শুদ্ধব্রহ্মবিষয়া। ইয়ন্তু শ্রুতিঃ "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইতি সগুণব্রহ্মবিষয়েতি বিশেষঃ। অতো বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ পরমেব ব্রহ্মেহ উপাস্যত্বেনোপদিষ্টমিতি গম্যতে॥ ১।২।২॥

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ॥ ১।২।৩॥*

পূর্ব্বেণ সূত্রেণ ব্রহ্মণি বিবক্ষিতানাং গুণানামুপপত্তিরুক্তা; অনেন তু শারীরে তেষামনুপপত্তিরুচ্যতে। তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ।

—"বেদবাক্যতাৎপর্য্যাতাৎপর্য্যাভ্যামবগম্যেতে" ইতি। যৎপরং বেদবাক্যং, তৎ তেনোপাত্তং বিবক্ষিতম্, অতৎপরেণ চানুপাত্তমবিবক্ষিতমিত্যর্থঃ॥ ১।২।২॥

স্যাদেতৎ। যথা সত্যসংকল্পাদয়ো ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে, এবং শারীরেঽপ্যুপপদ্যন্তে, শারীরস্য ব্রহ্মণোঽভেদাৎ। শারীরগুণা ইব মনোময়ত্বাদয়ো ব্রহ্মণীত্যত আহ সূত্রকারঃ—

[রত্নপ্রভা-টীকা। নমু জীবধর্ম্মাশ্চেদ্‌ব্রহ্মণি যোজ্যন্তে, তর্হি ব্রহ্ম-ধর্ম্মা এব জীবে কিমিতি ন যোজ্যন্তে? তত্রাহ—অনুপপত্তেরিতি।

পদ সর্ব্ব দিকে, যাঁহার মস্তক, মুখ ও চক্ষু সর্ব্বত্র, যাঁহার শ্রোত্র অর্থাৎ কর্ণ সমস্তলোকে দৃষ্ট হয়, তিনি সকল জগৎ আক্রমণ বা আবরণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন।" এতদ্ভিন্ন, সর্ব্বধর্ম্মাতীত শুদ্ধব্রহ্মবোধিকা শ্রুতিও আছে। যথা—"তিনি অপ্রাণ, অমনা ও শুভ্র অর্থাৎ গুণাতীত।" "তিনি মনোময় ও প্রাণশরীর।" এ শ্রুতিটী সগুণ-ব্রহ্ম-বোধিকা; এই জন্যই বলি, বিবক্ষিত গুণ সকল—সত্যসংকল্পাদি ধর্ম্ম সকল—পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয়; সুতরাং উক্ত শ্রুতিতে পরব্রহ্মই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, জীব নহে॥ ১।২।২॥

পূর্ব্বসূত্রে বিবক্ষিত গুণসম্বন্ধের (মনোময়ত্বাদি গুণের) ব্রহ্মপক্ষে সঙ্গতি দেখান হইয়াছে, এক্ষণে এই সূত্রের দ্বারা সে সকল গুণে জীবের অসমাবেশ বা অসঙ্গতি দেখান যাইতেছে। তু-শব্দের অর্থ অবধারণ। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক, তদনুসারে ব্রহ্মই

---

* যস্মাৎ বিবক্ষিতানাং মনোময়ত্বাদীনাং গুণানাং জীবেঽনুপপত্তিঃ, তস্মাৎ নাত্র শারীরো জীব উপাস্যঃ।—ব্রহ্মে জীবধর্ম্ম উপপন্ন হইতে পারে (খাটিতে পারে), কিন্তু জীবে ব্রহ্মধর্ম্ম উপপন্ন হইতে পারে না (খাটান যায় না)। এ কারণ, জীব ঐ বাক্যের বিষয় অর্থাৎ উপাস্যরূপে উপদিষ্ট নহে।

ব্রহ্মৈবোক্তেন ন্যায়েন মনোময়ত্বাদিগুণং, ন তু শারীরো জীবো মনোময়ত্বাদিগুণঃ। যৎকারণং "সত্যসংকল্পঃ, আকাশাত্মা, অবাক্যনাদরঃ, জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ" ইতি চৈবঞ্জাতীয়কা গুণা ন শারীরে আঞ্জস্যেনোপপদ্যন্তে। শারীর ইতি শরীরে ভব ইত্যর্থঃ। নন্বীশ্বরোঽপি শরীরে ভবতি। সত্যং, শরীরে ভবতি, ন তু শরীর এব ভবতি। "জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ" "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইতি চ ব্যাপিত্বশ্রবণাৎ। জীবস্তু শরীর এব ভবতি, তস্য ভোগাধিষ্ঠানাৎ শরীরাদন্যত্র বৃত্ত্যভাবাৎ ॥ ১।২।৩ ॥

সূত্রং ব্যাচষ্টে। পূর্ব্বেণেতি। সর্ব্বাত্মত্বাদিরুক্তন্যায়ঃ। কল্পিতস্য ধর্ম্মা অধিষ্ঠানে সম্বধ্যন্তে, ন অধিষ্ঠানধর্ম্মাঃ কল্পিত ইতি ভাবঃ। বাগেব বাকঃ, সোঽস্যাস্তীতি বাকী, ন বাকী অবাকী অনিন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। কুত্রাপ্যাদরঃ কামোঽস্য নাস্তীত্যনাদরঃ নিত্যতৃপ্ত ইত্যর্থঃ। জ্যায়স্ত্বাদ্যনুপপত্তৌ শারীর ইতি পরিচ্ছেদো হেতুঃ সূত্রোক্তঃ। স তু জীবস্যৈব নেশ্বরস্যেত্যাহ। সত্যমিত্যাদিনা। [ইতি রত্নপ্রভা] ॥ ১।২।৩॥

মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট হন, কিন্তু জীব তদ্রূপগুণবিশিষ্ট হন না। [যৎ··· পদ্যন্তে] কারণ এই যে, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, অবাকী (অনিন্দ্রিয়), অনাদর (যাহার কিছুতেই আদর বা কামনা নাই) অর্থাৎ নিত্যতৃপ্ত, পৃথিব্যাদি হইতে জ্যেষ্ঠ, ইত্যাদি ইত্যাদি গুণ বা ধর্ম্ম (বিশেষণ) শারীরে (জীবে) উত্তমরূপে উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ জীব-স্বভাবে সঙ্গত হয় না (খাটে না)। জীব শারীর অর্থাৎ শরীরাবস্থিত। [নন্ু ··· বৃত্ত্যভাবাৎ] যদি বল, ঈশ্বরও শারীর; কেন-না, তিনিও শরীরে আছেন। হাঁ শরীরে আছেন সত্য, কিন্তু তিনি যে কেবল শরীরেই আছেন, এমত নহে, তিনি অন্যত্রও আছেন। ঈশ্বর শরীরে আছেন, বাহিরেও আছেন, এ কথা "তিনি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, অন্তরীক্ষ অপেক্ষাও বড়, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে অভিহিত আছে। কিন্তু জীব ত কেবলমাত্র শরীরেই আছেন, অন্যত্র নাই। ভোগাধার শরীর ছাড়া অন্য স্থানে তাঁহার বিকাশই নাই। তজ্জন্য তাঁহাকেই (জীবকেই) শারীর বলা যায়, ঈশ্বরকে বলা যায় না ॥ ১।২।৩ ॥

কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।২।৪ ॥*

ইতশ্চ ন শারীরো মনোময়ত্বাদিগুণঃ, যস্মাৎ কর্ম্মকর্তৃ-ব্যপদেশো ভবতি—"এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি" ইতি। এতমিতি প্রকৃতং মনোময়ত্বাদিগুণমুপাস্যমাত্মানং কর্ম্মত্বেন প্রাপ্যত্বেন ব্যপদিশতি, অভিসম্ভবিতাস্মীতি শারীরমুপাসকং কর্তৃত্বেন প্রাপকত্বেন। অভিসম্ভবিতাস্মীতি—প্রাপ্তাস্মীত্যর্থঃ। ন চ সত্যাং গতাবেকস্য কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশো যুক্তঃ। তথা উপাস্যো-পাসকভাবোঽপি ভেদাধিষ্ঠান এব। তস্মাদপি ন শারীরো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টঃ ॥ ১।২।৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥ ১।২।৫ ॥*

[রত্নপ্রভা—প্রাপকত্বেন ব্যপদিশতীতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশপদ-স্যার্থান্তরমাহ—"তথোপাস্যেতি"। ইতি রত্নপ্রভা] ॥ ১। ২। ৪ ॥

জীব যে, মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে উপাস্য নহে, তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সেই অন্য হেতু—কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশ। অর্থাৎ প্রাপ্যপ্রাপকভাবের উপদেশ। যথা—"আমি (উপাসক) দেহপাতের অনন্তর ইহাকে (আমার পূর্ব্বোপাস্য মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্ট আত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়াছি।" বুঝিয়া দেখ, শ্রুতি "এতং" শব্দের দ্বারা মনোময়ত্বাদি-গুণবিশিষ্ট উপাস্য আত্মাকে প্রাপ্যরূপে আর 'প্রাপ্ত হইয়াছি' এই কথার দ্বারা উপাসক জীবকে তাহার প্রাপক বলিয়াছেন। উপায় থাকিতে একই বস্তুতে ঐরূপ কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশ স্বীকার করিবে কেন? অপিচ, ভেদ বা ভিন্নতা না থাকিলে উপাস্য-উপাসক-ভাবের সংঘটনই হয় না, সে হেতুতেও জীব যে, মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে উপাস্য নহে, তাহা স্থির হইতেছে। (অভিপ্রায় এই যে, জীবই জীবের উপাস্য, ইহা অসম্ভব) ॥ ১। ২। ৪ ॥

* যস্মাৎ মনোময়ত্বাদিগুণমুপাস্যং কর্ম্মত্বেন (প্রাপ্যত্বেন) উপাসকন্তু শারীরং কর্তৃত্বেন (প্রাপকত্বেন) ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ। তস্মাৎ অপি ন শারীরো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্ট ইতি পূরণীয়ম্। —শ্রুতি উপাস্য-মনোময়-আত্মাকে উপাসক-শারীরের প্রাপ্য বলিয়াছেন। এতদ্দ্বারাও নিশ্চয় হয় যে, উক্ত মনোময় উপাস্য, জীব নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

* শারীরাভিধায়কশব্দ-মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টোপাস্যাভিধায়কশব্দয়োর্বিশেষাৎ বিভক্তি-ভেদেন ভেদাৎ তদর্থঃ শারীরো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টঃ, শব্দভেদাদর্থভেদ ইতি যাবৎ।—বোধক শব্দের ভিন্নতা থাকাতেও জীব মনোময়ত্বাদিধর্ম্মে উপাস্য নহে, ব্রহ্মই উপাস্য, ইহা জানিতে পারা যায়।

ইতশ্চ শারীরাদন্যো মনোময়ত্বাদিগুণঃ, যস্মাচ্ছব্দবিশেষো ভবতি সমানপ্রকরণে শ্রুত্যন্তরে—"যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা, এবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ঃ" ইতি। শারীরস্যাত্মনো যঃ শব্দোঽভিধায়কঃ সপ্তম্যন্তোঽন্তরাত্মন্নিতি, তস্মাদ্বিশিষ্টোঽন্যঃ প্রথমান্তঃ পুরুষশব্দো মনোময়ত্বাদিবিশিষ্টস্যাত্মনোঽভিধায়কঃ। তস্মাত্তয়োর্ভেদোঽধিগম্যতে ॥ ১।২।৫ ॥

স্মৃতেশ্চ ॥ ১।২।৬ ॥ *

স্মৃতিশ্চ শারীরপরমাত্মনোর্ভেদং দর্শয়তি—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ইত্যাদ্যা। অত্রাহ—কঃ পুনরয়ং শারীরো নাম পরমাত্মনোঽন্যঃ, যঃ প্রতিষিধ্যতে

[রত্নপ্রভা—একার্থত্বমেবাত্র প্রকরণস্য সমানত্বম্। অন্তরাত্মন্নিতি বিভক্তিলোপশ্ছান্দসঃ। শব্দয়োর্ব্বিশেষো বিভক্তিভেদঃ। তস্মাত্তদর্থয়োর্ভেদ ইতি সূত্রার্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা] ॥ ১।২।৫ ॥

যত্তদবোচাম সমারোপ্যধর্ম্মাঃ সমারোপবিষয়ে সম্ভবন্তি, ন তু বিষয়ধর্ম্মাঃ সমারোপ্য ইতি, তস্যেত উত্থানম্। অত্রাহ—চোদকঃ।—"কঃ পুনরয়ং শারীরো নাম" ইতি। ন তাবদ্ভেদপ্রতিষেধাদ্ভেদব্যপদেশাচ্চ ভেদাভেদাবেকত্র

বোধক শব্দের বিভিন্নতা হেতু জীব মনোময়ত্বাদি গুণে উপাস্য নহে। এই জাতীয় অন্য শ্রুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, "ব্রীহি, যব, শ্যামাক ও শ্যামাকতণ্ডুল যদ্রূপ, অন্তরাত্মায় হিরণ্ময় পুরুষও তদ্রূপ।" এই শ্রুতি জীবকে সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত অন্তরাত্ম-শব্দে এবং মনোময়ত্বাদিগুণ-যোগে উপাস্য পরমাত্মাকে প্রথমাবিভক্তিযুক্ত পুরুষ-শব্দে উপদেশ করিয়াছেন। এই ভেদ-বোধক শব্দের বিভিন্নতাই উক্ত উভয়ের বিভিন্নতা বুঝাইয়া দেয় ॥ ১।২।৫ ॥

স্মৃতিও জীব-পরমাত্মার ভিন্নতা দেখাইয়াছেন। যথা—"হে অর্জ্জুন! পরমেশ্বর যন্ত্রারূঢ় (শরীরারূঢ়) সমস্ত ভূতকে (প্রাণীকে অর্থাৎ জীবকে)

* স্মৃতেঃ জীবপরমাত্মভেদবোধিকায়াঃ স্মৃতেঃ।—স্মৃতি হৃদিস্থ ঈশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন। এ হেতুতেও জীব মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে উপাস্য নহে, ব্রহ্মই উপাস্য।

"অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ" ইত্যাদিনা। শ্রুতিস্তু "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা পরমাত্মনোঽন্যমাত্মানং বারয়তি। তথা স্মৃতিরপি "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" ইত্যেবঞ্জাতীয়কেতি। অত্রোচ্যতে—সত্যমেবৈতৎ; পর এবাত্মা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধিভিঃ পরিচ্ছিদ্যমানো বালৈঃ শারীর ইত্যুপচর্য্যতে। যথা ঘটকরকাদ্যুপাধিবশাদপরিচ্ছিন্নমপি নভঃ পরিচ্ছিন্নবদবভাসতে, তদ্বৎ। তদপেক্ষয়া চ কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বাদিভেদব্যবহারো ন

তাত্ত্বিকৌ ভবিতুমর্হতঃ, বিরোধাদিত্যুক্তম্। তস্মাদেকমিহ তাত্ত্বিকমতাত্ত্বিকং চেতরৎ। তত্র পৌর্ব্বাপর্য্যেণাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরত্বাদ্বেদান্তানাং দ্বৈতগ্রাহিণশ্চ মানান্তরস্যাভাবাত্তদ্বাধনাচ্চ, তেনাদ্বৈতমেব পরমার্থঃ। তথা চানুপপত্তেস্ত্বিত্যাদ্যসঙ্গতার্থমিত্যর্থঃ। পরিহরতি "সত্যমেবৈতৎ, পর এবাত্মা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপাধিভিরবচ্ছিদ্যমানো বালৈঃ শারীর ইত্যুপচর্য্যতে।" অনাদ্যবিদ্যাবিচ্ছেদলব্ধজীবভাবঃ পর এবাত্মা স্বতো ভেদেনাবভাসতে। তাদৃশানাঞ্চ জীবানামবিদ্যা, ন তু নিরুপাধিনো ব্রহ্মণঃ। ন চাবিদ্যায়াং সত্যাং জীবাত্মবিভাগঃ, সতি চ জীবাত্মবিভাগে তদাশ্রয়াবিদ্যেত্যন্যোন্যাশ্রয়মিতি সাম্প্রতম্। অনাদিত্বেন জীবাবিদ্যয়োর্ব্বীজাঙ্কুরবদনবকৢপ্তেরযোগাৎ। ন চ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেশ্চ স্বতঃ কুতোঽকস্মাৎ সংসারিতা, যো হি পরতন্ত্রঃ, সোঽন্যেন বন্ধনাগারে প্রবেশ্যেত, ন তু স্বতন্ত্রঃ, ইতি বাচ্যম্। ন হি তদ্ভাগস্য জীবস্য সম্প্রতিতনী বন্ধনাগারপ্রবেশিতা,

মায়ার দ্বারা ভ্রান্ত করিয়া ঐ সমুদায় জীবের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন।" ইত্যাদি।

এই স্থানে কেহ কেহ বলেন,—পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ করেন যে, অনুপপত্তিসূত্রে যে পরমাত্মা ভিন্ন শারীরাত্মার (জীবাত্মার) উপাস্যতা নিষেধ করা হইয়াছে, সেই শারীরাত্মাটী আবার কে? তাহা কোন্ আত্মা? শ্রুতি বলেন, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা ও শ্রোতা নাই; সুতরাং শ্রুতির মতে এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য আত্মাই নাই। স্মৃতিও বলেন,—হে অর্জ্জুন, সকল দেহে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ দেহাধ্যক্ষ জীবাত্মা বলিয়া জানিবে। অথচ অনুপপত্তিসূত্র বলেন, শারীরাত্মা অনুপাস্য। এ কথার মর্ম্ম কি? মর্ম্ম এই যে,—[সত্য…তদ্বৎ] পরমাত্মা ভিন্ন যে অন্য আত্মা নাই একথা খুবই সত্য; কিন্তু সেই একই পরমাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানীর নিকট শারীর (জীব), এই কাল্পনিক আখ্যা লাভ করেন। যেমন আকাশ এক ও অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও ঘটাদি উপাধির যোগে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় অবভাস

বিরুধ্যতে—প্রাক্ "তত্ত্বমসি" ইত্যাত্মৈকত্বোপদেশগ্রহণাৎ। গৃহীতে ত্বাত্মৈকত্বে বন্ধমোক্ষাদিসর্ব্বব্যবহারপরিসমাপ্তিরেব স্যাৎ॥ ১।২।৬॥

অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন, নিচায্যত্বাদেবং, ব্যোমবচ্চ ॥১।২।৭॥ *

অর্ভকমল্পমোকো নীড়ম্। "এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ম্" ইতি পরিচ্ছিন্নায়তনত্বাৎ স্বশব্দেন চ "অণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা" ইত্য-

যেনানুযুজ্যেত, কিং ত্বিয়মনাদিঃ পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মাবিদ্যাসংস্কারনিবন্ধনা নানুযোগমর্হতি। ন চৈতাবতা ঈশ্বরস্যানীশতা। ন হ্যপকরণাদ্যপেক্ষিতা কর্ত্তুঃ স্বাতন্ত্র্যং বিহন্তি। তস্মাৎ যৎকিঞ্চিদেতদপীতি॥ ১। ২। ৬॥

[রত্নপ্রভা—স্মৃতৌ হৃদিস্থস্য জীবাদ্ভেদোক্তেরত্রাপি হৃদিস্থো মনোময় ঈশ্বর ইত্যাহ—স্মৃতেশ্চেতি; ভূতানি জীবান্। যন্ত্রং শরীরম্। অত্র সূত্রকৃতা সত্যভেদ উক্ত ইতি ভ্রান্তিনিরাসায় ঈক্ষত্যধিকরণে নিরস্তমপি চোদ্যমুদ্ভাব্য নিরস্যতি অত্রাহেত্যাদিনা। তদুক্তরীত্যা বস্তুত একত্বমেব, ভেদস্তু কল্পিতঃ সূত্রেষনূদ্যত ইত্যাহ—সত্যমিতি ইতি রত্নপ্রভা]॥ ১। ২। ৬॥

[রত্নপ্রভা—অর্ভকমোকো যস্য, সোঽর্ভকৌকাঃ, তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাৎ। আপেক্ষিকমল্পত্বং অণীয়ানিত্যল্পত্ববাচকশব্দেনাপি শ্রুতমিত্যাহ—"স্বশব্দেন" ইতি। নায়ং দোষ

প্রাপ্ত হয়, ইহাও তদ্রূপ। [তদপেক্ষয়া···স্যাৎ] যতদিন না "আমি পরমাত্মা" এতদ্রূপ একাত্মবিজ্ঞান জন্মে, ততদিন কথিতপ্রকার ভেদবুদ্ধিজনিত কর্ত্তৃত্বাদি ব্যবহার অবিরুদ্ধই থাকে। একাত্মবিজ্ঞান উদিত হইলে পর বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি সমস্ত ব্যবহারই তিরোহিত বা সমাপ্ত হইয়া যায়॥ ১।২।৬॥

অর্ভক-শব্দের অর্থ অল্প, ওকস্-শব্দের অর্থ স্থান (বাসস্থান)। "আত্মা আমার হৃদয়ে" এ শ্রুতির ভাবার্থে জীবাত্মাই লক্ষ্য হয়। কারণ এই যে, জীবাত্মাই হৃদয়রূপ অল্পস্থানে বাস করেন। এ অর্থ "আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও অল্প" ইত্যাদি শ্রুতিস্থ

* অর্ভকম্ অল্পম্ ওকঃ স্থানং যস্য, স অর্ভকৌকাস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং, তস্মাৎ। অল্পস্থানস্থিতত্বোক্তেরিতি যাবৎ। তদ্ব্যপদেশাচ্চ অণীয়ানিত্যাদিনা অল্পতাবাচকশব্দেনাপাণীয়স্ত্বকথনাৎ অপি ন নাস্তি তত্রাকাশস্য ব্রহ্মপরতা ইতি ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। কুতঃ? নিচায্যত্বাৎ হৃদয়পুণ্ডরীকাদাবেব দ্রষ্টব্যত্বাৎ এবং তাদৃগুপদেশ ইতি যাবৎ। ব্যোমবচ্চ আকাশদৃষ্টান্তেনাপি স সম্ভবতীত্যর্থঃ।—আত্মা হৃদয়ের অন্তরে, আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, ইত্যাদিপ্রকার অল্পস্থান ও অল্পপরিমাণ উক্ত হওয়ায় যে, তাঁহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহে বলিবে, তাহা পারিবে না। কারণ এই যে, তিনি হৃৎপদ্ম-মধ্যেই দ্রষ্টব্যরূপে উপদিষ্ট হন। তদনুসারেই উক্ত শ্রুতির পরমাত্মা অর্থ আকাশ দৃষ্টান্তে সঙ্গত হইয়া থাকে।

ণীয়স্ত্বব্যপদেশাৎ শারীর এবারাগ্রমাত্রো জীব ইহোপদিশ্যতে, ন সর্ব্বগতঃ পরমাত্মেতি যদুক্তং, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে—নায়ং দোষঃ। ন তাবৎ পরিচ্ছিন্নদেশস্য সর্ব্বগতত্বব্যপদেশঃ কথমপ্যুপপদ্যতে, সর্ব্বগতস্য তু সর্ব্বদেশেষু বিদ্যমানত্বাৎ পরিচ্ছিন্নদেশত্বব্যপদেশোঽপি কয়াচিদপেক্ষয়া সম্ভবতি। যথা সমস্তবসুধাধিপতিরপি হি সন্ন-যোধ্যাধিপতিরিতি ব্যপদিশ্যতে। কয়া পুনরপেক্ষয়া সর্ব্বগতঃ সন্নীশ্বরোঽর্ভকৌকা অণীয়াংশ্চ ব্যপদিশ্যতে? ইতি। নিচায্যত্বাদেবমিতি ব্রূমঃ। স এবমণীয়স্ত্বাদিগুণগণোপেত ঈশ্বরস্তত্র হৃদয়পুণ্ডরীকে নিচায্যো দ্রষ্টব্য উপদিশ্যতে, যথা শালগ্রামে হরিঃ। তত্রাস্য বুদ্ধিবিজ্ঞানং গ্রাহকম্। সর্ব্বগতোঽপীশ্বরস্তত্রোপাস্যমানঃ প্রসীদতি।

ইত্যুক্তং বিবৃণোতি "ন তাবৎ" ইতি। কথমপি—ব্রহ্মভাবাপেক্ষয়াপীত্যর্থঃ। পরিচ্ছেদত্যাগং বিনা ব্রহ্মত্বাসম্ভবাৎ, তত্ত্যাগে চ ব্রহ্মণ এবোপাস্যত্বমায়াতীতি ভাবঃ। বিভোঃ পরিচ্ছেদোক্তৌ দৃষ্টান্তমাহ—"যথা সমস্ত" ইতি। সর্ব্বেশ্বরস্যাঽযোধ্যায়াং স্থিত্যপেক্ষাপরিচ্ছেদোক্তিবৎ অল্পহৃদি ধ্যেয়ত্বেন তথোক্তি-

---

অল্পত্ববাচক শব্দে ব্যক্ত হইতেছে। অতএব, আরাগ্রের * ন্যায় সূক্ষ্ম জীবই উদাহৃত শ্রুতির উপদেশ্য, সর্ব্বগত পরমাত্মা উহার উপদেশ্য হইতে পারেন না। পূর্ব্বকথিত এই আপত্তি এতৎসূত্রে পরিহৃত হইতেছে। ব্যাস বলিতেছেন, পরমাত্মার সম্বন্ধে ঐরূপ অল্পস্থানতার উল্লেখ দুষ্য নহে। [ন তাবৎ…ব্রূমঃ] যে পরিচ্ছিন্ন স্থানে থাকে, তাহার সর্ব্বস্থানস্থিতত্ব কোন প্রকারেই সিদ্ধ করা যায় না; কিন্তু যে সর্ব্বগত—সর্ব্বস্থানে থাকে—সর্ব্বস্থানে থাকা হেতু তৎসম্বন্ধে পরিচ্ছিন্নস্থানকথন কোন এক প্রধান স্থান উপলক্ষেও উপপন্ন বা সম্ভবপর হইতে পারে। যেমন সমগ্র-পৃথিবীর পতিকেও অযোধ্যাধিপতি বলা হয়, সেইরূপ সর্ব্বত্রাবস্থিত ঈশ্বরকেও হৃদয়াদিস্থানস্থিত বলা যায়। ঐরূপ অভিপ্রায়েই তিনি হৃদয়ে নিচায্য (চিন্তনীয়) বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। [স…প্রসীদতি] যেমন শালগ্রাম-শিলায় বিষ্ণু-দর্শনের উপদেশ, সেইরূপ হৃৎপদ্মমধ্যেও ঈশ্বরদর্শনের উপদেশ। (শাল-গ্রামার্পিত বিষ্ণুবুদ্ধি যেমন বিষ্ণুভাবের প্রধান গ্রাহক, তদ্রূপ হৃৎপুণ্ডরীকও পরমাত্মস্বরূপের প্রধান গ্রাহক। পরমাত্মা হৃদয়প্রদেশেই অধিকতররূপে পরি-ব্যক্ত হন, হৃৎপদ্মই ঈশ্বরাভিব্যক্তির উৎকৃষ্ট স্থান, এই অভিপ্রায়েই হৃদয়রূপ

---

* আরা—সূচী বা চর্ম্মভেদক সূক্ষ্ম শলাকা।

ব্যোমবচ্চৈতদ্ দ্রষ্টব্যম্। যথা সর্ব্বগতমপি সদ্ ব্যোম সূচী-পাশাদ্যপেক্ষয়া অর্ভকৌকোঽণীয়শ্চ ব্যপদিশ্যতে, এবং ব্রহ্মাপি। তদেবং নিচায্যত্বাপেক্ষং ব্রহ্মণোঽর্ভকৌকস্ত্বমণীয়স্ত্বঞ্চ, ন পারমার্থিকম্। তত্র যদাশঙ্ক্যতে হৃদয়ায়তনত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ, হৃদয়ায়তনানাঞ্চ প্রতিশরীরং ভিন্নত্বাৎ, ভিন্নায়তনানাঞ্চ শুকাদীনামনেকত্ব-সাবয়বত্বানিত্যত্বাদিদোষদর্শনাদ্ ব্রহ্মণোঽপি তদ্বৎ প্রসঙ্গ ইতি, তদপি পরিহৃতং ভবতি ॥ ১। ২। ৭ ॥

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥১।২।৮॥*

রিত্যর্থঃ। নন্বু কিমিতি হৃদয়মেব প্রায়েণোচ্যতে, তত্রাহ—"তত্র" ইতি। হৃদয়ে পরমাত্মনো বুদ্ধিবৃত্তিগ্রাহিকা ভবতি। অত ঈশ্বরাভিব্যক্তিস্থানত্বাত্তদুক্তিরিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ১। ২। ৭ ॥

বিশেষাদিতি বক্তব্যে বৈশেষ্যাভিধানমাত্যন্তিকং বিশেষং প্রতিপাদয়িতুম্। তথাহি অবিদ্যাকল্পিতঃ সুখাদিসম্ভোগোঽবিদ্যাত্মন এব জীবস্য যুজ্যতে, ন তু নির্ম্মৃষ্টনিখিলাবিদ্যাতদ্বাসনস্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য পরমাত্মন ইত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ১। ২। ৮ ॥

অল্পস্থানের উপদেশ হইয়াছে) সর্ব্বগত ঈশ্বর হৃৎপুণ্ডরীকে উপাস্যমান হইলে তিনি শীঘ্র উপাসকের প্রতি প্রসন্ন হন। [ব্যোম···ভবতি] এ সিদ্ধান্ত ব্যোমদৃষ্টান্তে সংগত হইতে পারে। যেমন সর্ব্বগত আকাশ সূচী প্রভৃতি উপাধিতে অল্প ও সূক্ষ্ম প্রভৃতি বহুপ্রকারে ব্যবহারযোগ্য হয়, তেমনি, ব্রহ্মও উপাধি-অনুসারে অল্প ও সূক্ষ্ম প্রভৃতি বহুপ্রকারে ব্যপদিষ্ট হন। অতএব, শাস্ত্রে ব্রহ্মের অল্পস্থানবাসিত্বকথন ও সূক্ষ্মত্ব কথন কেবল আপেক্ষিক মাত্র, বাস্তব নহে; সুতরাং ব্রহ্মের বাসস্থান যে হৃদয়, সেই হৃদয় আবার শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। বিভিন্নস্থানবাসী পক্ষীতে সাবয়বত্বাদিদোষ থাকে, তাহাদের ন্যায় ব্রহ্মেও ঐ সকল দোষ থাকিতে পারে,—এ সকল আশঙ্কাও নিরাকৃত হইল, অর্থাৎ থাকিল না ॥ ১।২।৭ ॥

* হৃদয়সম্বন্ধাৎ চিদ্রূপতয়া চ জীবেনাবিশিষ্টত্বাৎ ব্রহ্মণোঽপি সুখদুঃখাদিভোগ ইতি ন। কুতঃ? বৈশেষ্যাৎ বিশেষাদিত্যর্থঃ। স্বার্থে ষ্যঞ্। জীবস্য ধর্ম্মাদিমত্ত্বমস্তি পরস্য তু তন্নাস্তীতি তয়োর্ব্বিশেষোভেদোঽস্ত্যেবেতি ন জীবভোগে ব্রহ্মভোগ ইত্যর্থঃ।—ব্রহ্ম হৃদয়বাসী ও চিদ্রূপ, জীবও হৃদয়বাসী ও চিদ্রূপ, এতদনুসারে ব্রহ্মের সহিত জীবের কোন প্রভেদ থাকিতেছে না, সুতরাং জীবের ন্যায় ব্রহ্মেরও সুখদুঃখাদি ভোগ থাকা উচিত, এরূপ বলিতে পার না। কেন-না,

ব্যোমবৎ সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বপ্রাণি-হৃদয়সম্বন্ধাচ্চিদ্রূপতয়া চ শারীরেণাবিশিষ্টত্বাৎ সুখদুঃখাদিসম্ভোগোঽপ্যবিশিষ্টঃ প্রসজ্যেত। একত্বাচ্চ। ন হি পরস্মাদাত্মনোঽন্যঃ কশ্চিদাত্মা সংসারী বিদ্যতে, "নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তস্মাৎ পরস্যৈব সংসারসম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ; ন, বৈশেষ্যাৎ। ন তাবৎ সর্ব্বপ্রাণি-হৃদয়সম্বন্ধাচ্ছারীরবদ্ ব্রহ্মণঃ সম্ভোগপ্রসঙ্গঃ, বৈশেষ্যাৎ। বিশেষো হি ভবতি শারীরপরমেশ্বরয়োঃ—একঃ কর্ত্তা ভোক্তা ধর্ম্মাধর্ম্মসাধনঃ সুখদুঃখাদিমাংশ্চ, একস্তদ্বিপরীতোঽপহতপাপ্মত্বাদিগুণঃ। এতস্মাদনয়োর্ব্বিশেষাদেকস্য ভোগঃ, নেতরস্য। যদি চ সন্নিধানমাত্রেণ বস্তুশক্তিমনাশ্রিত্য কার্য্যসম্বন্ধোঽভ্যুপগম্যেত, আকাশাদীনামপি দাহাদিপ্রসঙ্গঃ। সর্ব্বগতানেকাত্মবাদিনা-

আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ব্রহ্ম সকল প্রাণীর হৃদয়ে আছেন, এবং তিনি চিৎস্বরূপ; সুতরাং তাঁহার সহিত জীবের কোনরূপ প্রভেদ নাই, ইহাই অনুমিত হয়। বিশেষ বা প্রভেদ না থাকায় জীবের ন্যায় ব্রহ্মেরও সুখ-দুঃখাদি-ভোগ প্রসক্তিত হয়। "পরমাত্মা ভিন্ন পৃথক্ দ্রষ্টা শ্রোতা নাই" এ শ্রুতিতে একাত্মবাদ উক্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে, জীবাত্মার ভোগে পরমাত্মারও ভোগ সিদ্ধ হয়। এরূপ বলিলে তাহার প্রত্যুত্তরে অবশ্যই বলা যায় যে, না—ঐরূপে পরমাত্মার ভোগ কখনই সিদ্ধ হয় না। কেন-না, জীবের সহিত পরমাত্মার যথেষ্ট বৈশেষ্য (প্রভেদ) আছে। [ন…নেতরস্য] হৃদয়সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে, জীবের ন্যায় ব্রহ্মের ভোগসম্পর্ক উপস্থিত হইবে, তাহা হইবে না। হেতু এই যে, উক্ত উভয়ের বৈশেষ্য (ভিন্নতা) আছে। ইনি শরীরাবস্থিত, আর পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, এ দু-এর মধ্যে একটীই কর্ত্তা ও ভোক্তা, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জন ও সুখদুঃখাদি ভোগ করে, কিন্তু অন্যটী তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদির অতীত। কাজেই বলিতে হয় যে, জীবেরই ভোগ, ব্রহ্মের ভোগ নাই। [যদি…ভবতি] বস্তুশক্তি না দেখিয়া, কেবলমাত্র সন্নিধান (নিকটে থাকা) দেখিয়া, কার্য্যসম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে, আকাশাদিরও দাহসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। যাহাদের মতে আত্মা বহু অথচ বিভু, তাহাদের মতেও এই

প্রোক্ত প্রকারে বিশেষ বা প্রভেদ না থাকিলেও অন্যপ্রকারে প্রভেদ আছে অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মঘটিত প্রভেদ আছে। অভিপ্রায় এই যে, কল্পিত ধর্ম্মাধর্ম্ম জীবস্বরূপেই সংলগ্ন, ব্রহ্মস্বরূপে নহে; সুতরাং প্রভেদ আছে।

মপি সমাবেতৌ চোদ্য-পরিহারৌ। যদপ্যেকত্বাৎ ব্রহ্মণ আত্মান্তরা-ভাবাৎ শারীরস্য ভোগেন ব্রহ্মণো ভোগপ্রসঙ্গ ইতি, অত্র বদামঃ, ইদং তাবদ্দেবানাং প্রিয়ঃ প্রষ্টব্যঃ, কথময়ং ত্বয়া আত্মান্তরাভাবো-ঽধ্যবসিত ইতি। "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "নান্যোঽতো-ঽস্তি বিজ্ঞাতা" ইত্যাদিশাস্ত্রেভ্য ইতি চেৎ, যথাশাস্ত্রং তর্হি শাস্ত্রী-য়োঽর্থঃ প্রতিপত্তব্যঃ, ন তত্রার্দ্ধজরতীয়ং লভ্যম্। শাস্ত্রঞ্চ তত্ত্ব-মসীত্যপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণং ব্রহ্ম শারীরস্যাত্মত্বেনোপদিশৎ শারীরস্যৈব তাবদুপভোক্তৃত্বং বারয়তি, কুতঃ তদুপভোগেন ব্রহ্মণ উপভোগপ্রসঙ্গঃ। অথাগৃহীতং শারীরস্য ব্রহ্মণৈকত্বং, তদা মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ শারীরস্যোপভোগঃ, ন তেন পরমার্থরূপস্য ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ। ন হি বালৈস্তলমলিনতাদিভির্ব্ব্যোম্নি বিকল্প্য-মানে তলমলিনতাদিবিশিষ্টমেব পরমার্থতো ব্যোম ভবতি। তদাহ, "ন বৈশেষ্যাৎ" ইতি। নৈকত্বেঽপি শারীরস্যোপভোগেন ব্রহ্মণ

আপত্তি ও এই খণ্ডন সমান জানিবে। ব্রহ্ম অদ্বয়; সুতরাং জীব ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্; সুতরাং জীবাত্মার ভোগে ব্রহ্মেরও ভোগ অঙ্গীকার্য্য, এ বিষয়ে আমরা এইরূপ বলিব। প্রথমতঃ দেবপ্রিয় (পশু, পশুতুল্য) আপত্তিকারীকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্মাতিরিক্ত আত্মা নাই, ইহা তুমি কোন্ প্রমাণে নিশ্চয় করিলে? যদি বল, "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা" ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারা, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় রীতিতে ঐ সকল শাস্ত্রের অর্থ করিতে হইবে, তাহাতে আর 'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায় প্রবেশ করাইও না। (বৃদ্ধের এক অঙ্গ জীর্ণ, অপর অঙ্গ যুবা অর্থাৎ কেবলমাত্র মুখখানি কামুক, অঙ্গ সকল অকামুক, এরূপ ভাবের অর্থ করা সঙ্গত নহে)। তত্ত্বমস্যাদি শাস্ত্র অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মকেই জীবের স্বরূপ বলিয়া উপদেশ করতঃ জীবের ভোগাভাব জ্ঞাপন করিতেছে। জীব ও ব্রহ্ম এক অভিন্ন বস্তু, এ তত্ত্ব যখন অজ্ঞাত থাকে, তখনই জীবের তাদৃশ-অজ্ঞান-নিমিত্তক কল্পিত ভোগ স্বীকৃত হয়, কিন্তু সে ভোগে অপাপবিদ্ধ ব্রহ্ম সংস্পৃষ্ট হন না। বালক বা অজ্ঞ লোক অজ্ঞান বশতঃ আকাশে মালিন্যাদি কল্পনা করে, (আকাশকে গোল ও নীলবর্ণ বলে), কিন্তু আকাশ সে কল্পনায় মলিন হয় না। [তদাহ…কল্পয়িতুং] ইহা বুঝাইবার জন্যই সূত্রে "বৈশেষ্যাৎ" বলা হইয়াছে। যে-হেতু বিশেষ আছে, প্রভেদ আছে, সেই হেতু, মূলে ঐক্য থাকিলেও জীবের উপ-ভোগে (জীবের সুখ দুঃখে) ব্রহ্মের উপভোগ সিদ্ধ হয় না। হেতু এই যে, মিথ্যা

উপভোগপ্রসঙ্গঃ, বৈশেষ্যাৎ। বিশেষো হি ভবতি মিথ্যাজ্ঞান-সম্যগ্‌জ্ঞানয়োঃ। মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত উপভোগঃ, সম্যগ্‌জ্ঞানদৃষ্ট-মেকত্বম্। ন চ মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতেনোপভোগেন সম্যগ্‌জ্ঞানদৃষ্টং বস্তু সংস্পৃশ্যতে। তস্মান্নোপভোগগন্ধোঽপি শক্য ঈশ্বরস্য কল্পয়িতুম্ ॥১।২।৮॥

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ। ॥১।২।৯॥ *

কঠবল্লীষু পঠ্যতে—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চোভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" ইতি।

অত্র কশ্চিদোদনোপসেচনসূচিতোঽত্তা প্রতীয়তে। তত্র কিমগ্নিরত্তা স্যাৎ, উত জীবঃ? অথবা পরমাত্মেতি সংশয়ঃ, বিশেষান-

"কঠবল্লীষু পঠ্যতে—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" ইতি॥

"অত্র কশ্চিৎ ওদনোপসেচনসূচিতোঽত্তা প্রতীয়তে"। অত্র অত্তৃত্বঞ্চ ভোক্তৃতা বা সংহর্ত্তৃতা বা স্যাৎ। ন চ প্রস্তুতস্য পরমাত্মনো ভোক্তৃতাস্তি। 'অনশ্নন্নন্যোঽভি-

জ্ঞান ও সম্যক্ জ্ঞান এ দুয়ের বৈলক্ষণ্য বা প্রভেদ আছে। ভোগ মিথ্যাজ্ঞান-কল্পিত অর্থাৎ (ভ্রমকল্পিত), আর ঐক্য (জীবব্রহ্মের অভেদ) সম্যকৃজ্ঞান-দৃষ্ট। ভ্রমকল্পিত ভোগ কিপ্রকারে সম্যক্‌জ্ঞানজ্ঞাত বস্তুতে লিপ্ত হইবে? ভ্রমকল্পিত সর্পধর্ম্ম কি রজ্জুতে লিপ্ত হয়? সেই জন্যই বলি, ঈশ্বরে ভোগের লেশমাত্রও সিদ্ধ করিতে পারিবে না॥ ১।২।৮॥

কঠোপনিষদে পঠিত হইয়াছে,—"ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাহার ওদন (অন্ন বা ভক্ষ্য), মৃত্যু যাহার উপসেচন (অন্নসংস্কারক ঘৃতাদি দ্রব্য, অর্থাৎ যাহা অন্নের সহিত মাখিয়া খাইতে হয়), তিনি (সেই অত্তা বা ভোক্তা) যাহাতে আছেন,

* অত্তি ভক্ষয়তীতি অত্তা। অদ্ ভক্ষণে তৃচ্। কঠবল্লীষু যঃ অত্তৃরূপেণোক্তঃ স পরমাত্মৈব নান্যঃ। কুতঃ? চরাচরগ্রহণাৎ। চরাচরং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ তস্য তদন্নত্বেন গ্রহণং কথনং তস্মাৎ।—কঠ শ্রুতি যাঁহাকে অত্তা অর্থাৎ ভক্ষক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তিনি পরমাত্মা। কারণ এই যে, এই চরাচর জগৎ সেই অত্তার অন্নরূপে কথিত হইয়াছে। চরাচর জগৎ ভক্ষণ করে, আত্মসাৎ করে, এ শক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও নাই।

বধারণাৎ, ত্রয়াণাঞ্চ অগ্নি-জীব-পরমাত্মনামস্মিন্ গ্রন্থে প্রশ্নোপন্যাসোপলব্ধেঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? অগ্নিরত্তেতি। কুতঃ? "অগ্নিরন্নাদঃ" ইতি শ্রুতি-প্রসিদ্ধিভ্যাম্। জীবো বা অত্তা স্যাৎ। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি দর্শনাৎ। ন পরমাত্মা, "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি দর্শনাৎ,—ইত্যেবং প্রাপ্তে

চাকশীতি' ইতি শ্রুত্যা ভোক্তৃতাপ্রতিষেধাৎ, জীবাত্মনশ্চ ভোক্তৃতাবিধানাৎ 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি' ইতি। তদ্যদি ভোক্তৃত্বমত্তৃত্বং, ততোমুক্তসংশয়ং জীবাত্মৈব প্রতিপত্তব্যঃ। ব্রহ্মক্ষত্রাদি চাস্য কার্য্য-করণসঙ্ঘাতো ভোগায়তনতয়া বা সাক্ষাদ্বা সম্ভবতি ভোগ্যম্। অথ তু সংহর্ত্তৃতা ভোক্তৃতা, ততস্ত্রয়াণামগ্নিজীব-পরমাত্মনাং প্রশ্নোপন্যাসোপলব্ধেঃ সংহর্ত্তৃত্বস্যাবিশেষাদ্ভবতি সংশয়ঃ—কিমত্তাঽগ্নিঃ? আহো জীবঃ? উতাহো পরমাত্মেতি। অত্রোদনস্য ভোগ্যত্বেন লোকে প্রসিদ্ধের্ভোক্তৃত্বমেব প্রথমং বুদ্ধৌ বিপরিবর্ত্ততে, চরমস্তু সংহর্ত্তৃত্বমিতি ভোক্তৈবাত্তা; তথা চ জীব এব। 'ন জায়তে ম্রিয়তে' ইতি চ তস্যৈব স্তুতিঃ। সংহারকালেঽপি সংস্কারমাত্রেণ তস্যাবস্থানাৎ। দুর্জ্ঞানত্বঞ্চ তস্য সূক্ষ্মত্বাৎ। তস্মাজ্জীব এবাত্তেহোপাস্যতইতি প্রাপ্তম্। যদি তু সংহর্ত্তৃত্বমত্তৃত্বং, তথাপ্যগ্নিরত্তা, 'অগ্নিরন্নাদঃ' ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধিভ্যাম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

তিনি যাহা বা যে প্রকার, তাহা কে জানে?" (*) এখানে যে, ওদন ও উপসেচন শব্দ আছে, তদ্দ্বারা কেবল কোন এক অত্তার (ভক্ষকের) প্রতীতি হয় মাত্র; কিন্তু এই 'অত্তা' যে কে, তাহা নির্ণয় হয় না। এ অত্তা কে? তাহার অনুসন্ধান করিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু পাওয়া যায়, সুতরাং সংশয় জন্মে যে, এখানে অগ্নিই কর্ত্তা? না, জীব অত্তা? অথবা পরমাত্মাই অত্তা? যেহেতু বিশেষ অবধারণ নাই, এবং কঠ গ্রন্থে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা, এই তিনের কথাই আছে, সেই হেতু ঐরূপ সংশয় জন্মে। সংশয়ের পর প্রথমতঃ অগ্নিকেই আত্মারূপে পাওয়া যায়। লোকেও প্রসিদ্ধি আছে যে, "অগ্নিই ভক্ষক", এবং শ্রুতিতেও দেখা যায়, "অগ্নি অন্নভক্ষক।" [জীবোবা...গ্রহণাৎ] হইতে পারে, ঐ স্থলে জীবও অত্তা-শব্দের অর্থ। কেন-না, অত্তা-শব্দের অর্থ ভোগকর্ত্তা। শ্রুতিতে উক্ত আছে, "জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এ দুয়ের মধ্যে জীবাত্মাই পিপ্পল (কর্ম্মফল) স্বাদুজ্ঞানে ভোগ করেন। পরমাত্মা তাহা ভোগ করেন না, কেবলমাত্র দেখেন।" এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ

(*) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এ দুইটী উপলক্ষক শব্দ। সুতরাং চ-সংযুক্ত ঐ শব্দদ্বয়ের অর্থ জগৎ। পরমেশ্বর মৃত্যু মাখিয়া জগৎরূপ অন্ন ভক্ষণ করেন অর্থাৎ সংহার করেন। এরূপ পরমেশ্বর ব্রহ্মচৈতন্যে অবস্থিত। পরমেশ্বরের স্থিতিস্থান চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কে জানিতে পারে?

ক্রমঃ,—অত্তাত্র পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? চরাচরগ্রহণাৎ। চরাচরং হি স্থাবরজঙ্গমং মৃত্যুপসেচনমিহাদ্যত্বেন প্রতীয়তে। তাদৃশস্য চাদ্যস্য ন পরমাত্মনোহন্যঃ কাৎস্নে‌্যনাত্তা সম্ভবতি। পরমাত্মা তু বিকারজাতং সংহরন্ সর্ব্বমত্তীত্যুপপদ্যতে।

নম্বিহ চরাচরগ্রহণং নোপলভ্যতে, তৎ কথং সিদ্ধবৎ চরাচর-গ্রহণং হেতুত্বেনোপাদীয়তে? নৈষ দোষঃ। মৃত্যুপসেচনত্বেন সর্ব্বস্য প্রাণিনিকায়স্য প্রতীয়মানত্বাদ্-ব্রহ্মক্ষত্রয়োশ্চ প্রাধান্যাৎ

অত্তাত্র পরমাত্মা, কুতঃ? চরাচরগ্রহণাৎ। 'উভে যস্যৌদনঃ' ইতি 'মৃত্যু-র্যস্যোপসেচনম্' ইতি চ শ্রূয়তে। তত্র যদি জীবস্য ভোগায়তনতয়া তৎ-সাধনতয়া চ কার্য্যকরণসংঘাতঃ স্থিতঃ, ন তর্হ্যোদনঃ। ন হ্যোদনো ভোগায়-তনং, নাপি ভোগসাধনম্, অপি তু ভোগ্যঃ। ন চ ভোগায়তনস্য ভোগসাধনস্য বা ভোগ্যত্বং মুখ্যম্। ন চাত্র মৃত্যুরুপসেচনতয়া কল্প্যতে। ন চ জীবস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতো ব্রহ্মক্ষত্রাদিরূপো ভক্ষ্যঃ কস্যচিৎ ক্রূরসত্ত্বস্য ব্যাঘ্রাদেঃ কশ্চিদ্-ভবেৎ, ন তু সর্ব্বঃ সর্ব্বস্য জীবস্য। তেন ব্রহ্মক্ষত্রবিষয়মপি জীবস্যাত্তৃত্বং ন ব্যাপ্নোতি, কিমঙ্গ পুনর্মৃত্যুপসেচনপ্রাপ্তং চরাচরম্। ন চৌদনপদাৎ প্রথমাবগতভোগ্যত্বা-নুরোধেন যথাসম্ভবমত্তৃত্বং যোজ্যত ইতি যুক্তম্। ন হ্যোদনপদং শ্রুত্যা ভোগ্যত্বমাহ, কিন্তু লক্ষণয়া। ন চ লাক্ষণিকভোগ্যত্বানুরোধেন 'মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং' ইতি চ 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রঞ্চ' ইতি চ শ্রুতী সংকোচমর্হতঃ। ন চ ব্রহ্মক্ষত্রে এবাত্র বিবক্ষিতে, মৃত্যুপ-সেচনেন প্রাণভৃন্মাত্রোপস্থাপনাৎ। প্রাণিষু প্রধানত্বেন চ ব্রহ্মক্ষত্রোপন্যাসস্যোপ-পত্তেঃ। অগ্নিনিবৃত্তেরশাব্দত্বাদনর্থত্বাচ্চ। তথা চ চরাচরসংহর্ত্তৃত্বং পরমাত্মন এব,

---

উপস্থিত হওয়ায় বলিতে হয় যে, এখানে পরমাত্মাই অত্তা। হেতু এই যে, এই চরাচর জগৎ ঐ অত্তার অন্নরূপে কথিত হইয়াছে। [চরাচরং··· পদ্যতে] মৃত্যুদ্বারা উপসিক্ত এই জগদ্রূপ ওদনের অত্তা (ভক্ষক) পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারে না। এই চরাচর বিশ্ব পরমাত্মাতেই সংহৃত হয়—লয়প্রাপ্ত হয়, সুতরাং পরমাত্মাকেই চরাচর ওদনের অত্তা বলা সঙ্গত।

[নম্বিহ···পত্তেঃ] যদি বল, উদাহৃত শ্রুতিতে চরাচর শব্দ নাই, কেবলমাত্র ব্রহ্ম-ক্ষত্র-শব্দ আছে, অতএব চরাচর অর্থ গৃহীত হইতে পারে কিরূপে? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ স্থলে চরাচরজগৎগ্রহণ দুষ্য নহে। কেন-না, "মৃত্যু-উপসেচন" অর্থাৎ "মৃত্যু-মাখা" এই কথা থাকাতেই চরাচরাত্মক সমুদয় জগৎ পাওয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র প্রাণীর ত কথাই নাই; এমন যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ প্রধান প্রাণী, তাহারাও মৃত্যুপসিক্ত বা মৃত্যু-মাখা, এই অর্থ বুঝাইবার জন্যই

প্রদর্শনার্থত্বোপপত্তেঃ। যত্তু পরমাত্মনোঽপি নাত্তৃত্বং সম্ভবতি, অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীতি দর্শনাদিতি, অত্রোচ্যতে—কর্ম্মফল-ভোগস্য প্রতিষেধকমেতদ্দর্শনং, অস্য সন্নিহিতত্বাৎ, ন বিকার-সংহারস্য প্রতিষেধকং, সর্ব্ববেদান্তেষু সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারণত্বেন ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ পরমাত্মৈবেহাঽত্তা ভবিতুমর্হতি।

প্রকরণাচ্চ॥ ১।২।১০॥*

ইতশ্চ পরমাত্মৈবেহাত্তা ভবিতুমর্হতি, যৎকারণং প্রকরণ-মিদং পরমাত্মনঃ, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদি। প্রকৃতগ্রহণঞ্চ ন্যায্যম্। "ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" ইতি চ দুর্ব্বি-জ্ঞানত্বং পরমাত্মলিঙ্গম্ ॥১।২।১০॥

নাগ্নের্নাপি জীবস্য। তথা চ 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ' ইতি ব্রহ্মণঃ প্রকৃতস্য ন হানং ভবিষ্যতি। 'ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ' ইতি চ দুর্জ্ঞানত্বমুপপৎস্যতে। জীবস্য তু সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধস্য ন দুর্জ্ঞানতা। তস্মাদত্তা পরমাত্মৈবেতি সিদ্ধম্॥ ১।২।৯।১০॥

প্রোক্ত শব্দদ্বয়ের গ্রহণ জানিবে। [যত্তু...মর্হতি] বলিয়াছিলে, পরমাত্মার অত্তৃত্ব অর্থাৎ ভোগকর্তৃত্ব অসম্ভব; সুতরাং জীবই অত্তা; এ কথার প্রত্যুত্তর এই যে, "পরমাত্মা ভোগ করেন না, কেবল দেখেন মাত্র।" এ শ্রুতি পরমাত্মার কর্ম্মফল ভোগ নিবারণ করিতেছে বটে; কিন্তু বিকারাত্মক জগৎসংহার করা নিবারণ করিতেছে না। পরমাত্মাই সৃষ্টি স্থিতি সংহারের মূল, এ তথ্য সমুদায় বেদান্তে প্রসিদ্ধ। অতএব, উক্ত স্থলে পরমাত্মাই অত্তা, জীব অথবা অগ্নি অত্তা নহে॥ ১।২।৯॥

যেহেতু ঐ অত্তৃ-বাক্য পরমাত্মপ্রকরণে পঠিত, সেই হেতু তদ্বাক্য-বোধ্য অত্তা নিশ্চয়ই পরমাত্মা। "সেই বিপশ্চিৎ (পরমাত্মা) জন্মেন না ও মরেন না।" ইত্যাদিপ্রকারে পরমাত্মপ্রকরণের (পরমাত্মপ্রতিপাদক প্রস্তাবের) আরম্ভ হইয়াছে। যাহা প্রকৃত—প্রকরণপ্রতিপাদ্য, তাহাই ঐ অত্তৃবাক্যে গ্রহণীয় হইবে। অপিচ, "ক ইত্থা বেদ" এই দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ববর্ণনাও পরমাত্মার গ্রাহক বা বোধক। (পরমাত্মাই দুর্ব্বিজ্ঞেয়। জীব সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ; সুতরাং জীব দুর্ব্বিজ্ঞেয় নহে)॥ ১।২।১০॥

* প্রকরণাচ্চ পরমাত্মপ্রকরণাদপি। যস্মাৎ প্রোক্তমত্তৃবাক্যং পরমাত্মপ্রকরণগতং, তস্মাদ-ত্তা পরমাত্মেত্যর্থঃ।—যেহেতু ঐ অত্তৃ-বাক্য পরমাত্মপ্রস্তাবে পঠিত আছে, সেই হেতু ঐ বাক্যের অর্থ পরমাত্মা।

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১।২।১১ ॥*

কঠবল্লীষ্বেবং পঠ্যতে—

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি,
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ" ইতি। †

তত্র সংশয়ঃ, কিমিহ বুদ্ধিজীবৌ নির্দ্দিষ্টৌ, উত জীবপরমাত্মানাবিতি। যদি বুদ্ধিজীবৌ, ততো বুদ্ধিপ্রধানাৎ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাদ্‌বিলক্ষণো জীবঃ প্রতিপাদিতো ভবতি। তদপীহ প্রতিপাদয়িতব্যম্—

সংশয়মাহ—"তত্র" ইতি। পূর্ব্বপক্ষে প্রয়োজনমাহ—"যদি বুদ্ধিজীবৌ" ইতি। সিদ্ধান্তে প্রয়োজনমাহ—"অথ জীবপরমাত্মানৌ" ইতি। ঔৎসর্গিকস্য মুখ্যতা-

---

কঠোপনিষদে কথিত হইয়াছে, "সুকৃতের লোকে অর্থাৎ এই কর্ম্মজনিত দেহে, পরমে পরার্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনযোগ্য হৃদয়প্রদেশে যে গুহা অর্থাৎ বিবর আছে, সেই বিবরে ঋত-পানকারী অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগী দুইটী বস্তু প্রবিষ্ট আছে। ইহারা ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব। ব্রহ্মজ্ঞানী, কর্ম্মী ও ত্রিনাচিকেতগণ (যাঁহারা তিন বার অগ্নিচয়ন করিয়াছেন, অথবা নাচিকেতবাক্য অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন, বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা) উহাদিগকে বলিয়া থাকেন অর্থাৎ জানেন।" এ স্থলে সংশয় হয়, শ্রুতি কি বুদ্ধি ও জীব, এই দুয়ের কথা বলিতেছেন? অথবা জীব ও পরমাত্মার কথা বলিতেছেন? [যদি…পৃষ্টত্বাৎ] যদি বুদ্ধি ও জীব অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জীব যে, বুদ্ধি ও শরীর হইতে

---

* কঠবল্ল্যাং গুহাং প্রবিষ্টাবিত্যাদিনা যাবুক্তৌ, তাবাত্মানৌ জীবপরমাত্মানৌ, ন তু বুদ্ধিজীবৌ। অত্র হেতুঃ—তদ্দর্শনাৎ গুহাহিতত্বদর্শনাৎ ইতি। শ্রুতিস্মৃতিষু তয়োর্গুহাপ্রবিষ্টত্বকথনাদিত্যর্থঃ।—কঠশ্রুতি যে দুইটীকে গুহানিহিত বলিয়াছেন, সেই দুইটীর একটী জীব, অন্যটী পরমাত্মা। হেতু এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতি ঐ উভয়কেই—ঐ দুই পদার্থকেই গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া উপদেশ করিতে দেখা যায়।

† ঋতমবশ্যম্ভাবি কর্ম্মফলং, পিবন্তৌ ভুঞ্জানৌ, সুকৃতস্য কর্ম্মণো লোকে কার্য্যে দেহে, পরস্য ব্রহ্মণোঽর্দ্ধং স্থানং অর্হতীতি পরার্দ্ধ্যং হৃদয়ং, পরমং শ্রেষ্ঠং, তস্মিন্ যা গুহা নভোরূপা বুদ্ধিরূপা বা, তাং প্রবিশ্য স্থিতৌ, ছায়াতপবৎ মিথোবিরুদ্ধৌ, তৌ চ ব্রহ্মবিদঃ কর্ম্মিণশ্চ বদন্তীতি শ্রুতিপদানামর্থঃ।

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽ-
স্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥"

ইতি পৃষ্টত্বাৎ। অথ জীবপরমাত্মানৌ, ততো জীবাদ্বিলক্ষণঃ পরমাত্মা প্রতিপ্রাদিতো ভবতি। তদপীহ প্রতিপাদয়িতব্যম্—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ"।
ইতি পৃষ্টত্বাৎ।

অত্রাহ আক্ষেপ্তা—উভাবপ্যেতৌ পক্ষৌ ন সম্ভবতঃ। কস্মাৎ? ঋতপানং কর্ম্মফলোপভোগঃ, "সুকৃতস্য লোকে" ইতি লিঙ্গাৎ।

বলাৎ পূর্ব্বসিদ্ধান্তপক্ষাসম্ভবেন পক্ষান্তরং কল্পয়িষ্যত-ইতি মন্বানঃ সংশয়মাক্ষিপতি।—"অত্রাহ আক্ষেপ্তা" ইতি। ঋতং সত্যমবশ্যম্ভাবীতি যাবৎ।

ভিন্ন, ইহাই প্রতিপাদিত হইবে। জীব যে, বুদ্ধিবিলক্ষণ অর্থাৎ বুদ্ধি (মনঃ) হইতে পৃথক্, তাহা ঐ প্রস্তাবের প্রতিপাদ্যও বটে। 'তৎপ্রতি' হেতু এই যে, ঐ স্থানে নচিকেতা যমকে বলিতেছেন, "মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে লোকমধ্যে যে সংশয় আছে, কেহ ভাবে পরলোক-ভোক্তা জীব থাকে, আবার কেহ ভাবে, থাকে না, আমি যেন আপনার উপদেশে ঐ সংশয়িত বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারি, ইহাই আমার তৃতীয় বর।" নচিকেতার এই প্রশ্নে জানা যায়, (জীব শরীর হইতে ভিন্ন এবং তাহাই ঐ প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য)। [অথ…পৃষ্টত্বাৎ] আর যদি ঐ বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মাই কথিত হইয়া থাকে, তবে, পরমাত্মা যে জীববিলক্ষণ, জীব হইতে ভিন্ন, ইহাই প্রতিপাদিত হইবে। জীববিলক্ষণ পরমাত্মাও ঐ প্রকরণের প্রতিপাদ্য বটে। নচিকেতা "যাহা ধর্ম্মাতীত অধর্ম্মাতীত, এ সকল কার্য্যকারণ হইতে অন্য বা ভিন্ন বলিয়া জান, তাহা আমায় বল" এ প্রশ্নও করিয়াছিলেন। (সুতরাং পরমাত্মাও উক্ত প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য)।

[অত্রাহ…সম্ভবতি] এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, এই উভয় পক্ষই অসম্ভব। হেতু এই যে, উল্লিখিত শ্রুতিতে সুকৃতের লোকে (দেহে) ঋতপান (কর্ম্মফল ভোগ) শব্দ আছে। জীব চেতন, তৎকারণে তাহার ফলভোগ অসম্ভব নহে; কিন্তু অচেতনা বুদ্ধির তাহা অসম্ভব। (জড়ের আবার ভোগ কি?)

তচ্চ চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য সম্ভবতি, নাচেতনায়া বুদ্ধেঃ। পিবন্তাবিতি চ দ্বিবচনেন দ্বয়োঃ পানং দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অতো বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞপক্ষস্তাবন্ন সম্ভবতি। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ-পরমাত্মপক্ষোঽপি ন সম্ভবতি। চেতনেঽপি পরমাত্মনি ঋতপানাসম্ভবাৎ, "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতি মন্ত্রবর্ণাদিতি। অত্রোচ্যতে,—নৈষ দোষঃ। ছত্রিণো গচ্ছন্তীত্যেকেনাপি ছত্রিণা বহূনাং ছত্রিত্বোপচারদর্শনাৎ, এবমেকেনাপি পিবতা দ্বৌ পিবন্তাবুচ্যেতে। যদ্বা, জীবস্তাবৎ পিবতি, ঈশ্বরস্তু পায়য়তি, পায়য়ন্নপি পিবতীত্যুচ্যতে, পাচয়িতর্য্যপি পক্তৃত্বপ্রসিদ্ধিদর্শনাৎ। বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞপরি-

---

সমাধত্তে।—"অত্রোচ্যতে" ইতি। আধ্যাত্মিকাধিকারাদন্যৌ তাবৎ পাতারাবশক্যৌ কল্পয়িতুম্। তদিহ বুদ্ধেরচৈতন্যেন, পরমাত্মনশ্চ ভোক্তৃত্বনিষেধেন জীবাত্মৈবৈকঃ পাতা পরিশিষ্যত ইতি "লুষ্টীরূপদধাতি" ইতিবৎ। দ্বিবচনানুরোধাৎ অপিবৎসংসৃষ্টত্বাৎ স্বার্থস্তু পিবচ্ছব্দো লক্ষয়ন্ স্বার্থমজহদিতরেতরযুক্তপিবদপিবৎপরো ভবতীত্যর্থঃ। অস্তু বা মুখ্য এব, তথাপি ন দোষ ইত্যাহ—"যদ্বা" ইতি। স্বাতন্ত্র্যলক্ষণং হি কর্ত্তৃত্বং, তচ্চ পাতুরিব পায়য়িতুরপ্যস্তীতি সোঽপি কর্ত্তা। অতএব চাহুঃ—'যঃ কারয়তি স করোত্যেব' ইতি। এবং করণস্যাপি স্বাতন্ত্র্যবিবক্ষয়া কথঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বং, যথা কাষ্ঠানি পচন্তীতি। তস্মাম্মুখ্যত্বেঽপ্যবিরোধ ইতি। তদেবং সংশয়ং সমাধায় পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি—"বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞৌ" ইতি।

শ্রুতি কিন্তু দ্বিবচন দিয়া (পিবন্তৌ বলিয়া) উভয়েরই ফলভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্যই বলি, বুদ্ধি-জীব পক্ষ অসম্ভব। (খাটে না বা সংগত হয় না)। [অতএব⋯বর্ণাদিতি] ঐ যুক্তিতেই জীব-পরমাত্মপক্ষও অসম্ভব হয়। জীবের ভোগ আছে সত্য; কিন্তু পরমাত্মার ত ভোগ নাই। পরমাত্মার ভোগ হয় না, এ কথা "অন্য অর্থাৎ পরমাত্মা ভোগ করেন না, তিনি উদাসীন থাকিয়া দেখেন।" এই মন্ত্রবাক্যে উক্ত আছে। [অত্রো⋯দর্শনাৎ] এই আপত্তি-খণ্ডনার্থ আমরা বলি, শ্রুতির ঐরূপ উক্তি সদোষ নহে। যেমন বহু পথিকের মধ্যে এক পথিকের ছত্র থাকিলেও, দূরবর্ত্তী লোকেরা বলে, 'ঐ ছত্রিগণ (ছাতা ওয়ালারা) যাইতেছে', তেমনি শ্রুতিও একের পান (ভোগ) দেখিয়া উপচারক্রমে উভয়েরই পান "পিবন্তৌ" এই কথা দ্বারা বলিয়াছেন। অথবা জীব ভোগ করেন, ঈশ্বর ভোগ করান, এতদনুসারেও ঐরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। যে পাক করায়, তাহাকেও যেমন পাচক বলে; সেইরূপ, যে ভোগ করায় তাহাকেও ভোক্তা বলা যাইতে পারে। [বুদ্ধি⋯সংশয়ঃ]

গ্রহোঽপি সম্ভবতি, করণে কর্ত্তৃত্বোপচারাৎ, এধাংসি পচন্তীতি প্রয়োগদর্শনাৎ। ন চাধ্যাত্মাধিকারেঽন্যৌ কৌচিদ্দাবৃতং পিবন্তৌ সম্ভবতঃ। তস্মাদ্বুদ্ধিজীবৌ স্যাতাং, জীবপরমাত্মানৌ বেতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞাবিতি। কুতঃ? গুহাং প্রবিষ্টাবিতি বিশেষণাৎ। যদি শরীরং গুহা, যদি বা হৃদয়ম্, উভয়থাপি বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞৌ গুহাং প্রবিষ্টাবুপপদ্যেতে। ন চ সতি সম্ভবে সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণো বিশিষ্টদেশত্বং যুক্তং কল্পয়িতুম্। "সুকৃতস্য লোকে" ইতি চ কর্ম্মগোচরানতিক্রমং দর্শয়তি। পরমাত্মা তু ন সুকৃতস্য দুষ্কৃতস্য বা গোচরে বর্ত্ততে। "ন কর্ম্মণা

"নিয়তাধারতা বুদ্ধি-জীবসম্ভবিনী ন হি।
ক্লেশাৎ কল্পয়িতুং যুক্তা সর্ব্বগে পরমাত্মনি॥"

ন চ পিবন্তাবিতিবৎ প্রবিষ্টপদমপি লাক্ষণিকং যুক্তং, সতি মুখ্যার্থত্বে লাক্ষণিকার্থত্বাযোগাৎ। বুদ্ধিজীবয়োশ্চ গুহাপ্রবেশোপপত্তেঃ। অপি চ, সুকৃতস্য লোক-ইতি সুকৃতলোকব্যবস্থানেন কর্ম্মগোচরানতিক্রম উক্তঃ। বুদ্ধিজীবৌ চ কর্ম্মগোচরমনতিক্রান্তৌ। জীবো হি ভোক্তৃতয়া, বুদ্ধিশ্চ ভোগসাধনতয়া ধর্ম্মস্য গোচরে স্থিতৌ, ন তু ব্রহ্ম, তস্যাতদায়ত্তত্বাৎ। কিঞ্চ, ছায়াতপাবিতি তমঃপ্রকাশাবুক্তৌ। ন চ জীবঃ পরমাত্মনোঽভিন্নস্তমঃ, প্রকাশরূপত্বাৎ। বুদ্ধিস্তু জড়তয়া তম ইতি শক্যোপদেষ্টুম্। তস্মাদ্বুদ্ধিজীবাবত্র কথ্যেতে। তত্রাপি প্রেতে বিচিকিৎসায়ুপক্রমে বুদ্ধের্ভেদেন পরলোকী জীবো দর্শনীয় ইতি বুদ্ধিরুচ্যতে। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—

বুদ্ধি ও জীব, এ যুগলের গ্রহণও অসম্ভব নহে। কেননা, "কাষ্ঠ পাক করিতেছে" ইত্যাদি প্রকারে করণকেও কর্ত্তা বলিতে দেখা যায়। বাক্যটী যখন অধ্যাত্ম-প্রকরণে পঠিত, তখন উহার বোধ্য—হয় বুদ্ধি ও জীব, না হয় জীব ও পরমাত্মা, এই দুইটী ব্যতীত অন্য কোনও বহির্বস্তু নহে; সুতরাং সংশয় হইতে পারে যে, বুদ্ধি ও জীব, এই এক যুগল, অথবা জীব ও পরমাত্মা, এই অন্য যুগল, এই দ্বি-যুগলের মধ্যে কোন্ যুগল ঐ শ্রুতিতে গুহাপ্রবিষ্ট ও ঋত-পানকারী-রূপে অভিহিত হইয়াছে? [কিং···ক্রমঃ] সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষ।—"গুহাপ্রবিষ্ট" এই বিশেষণের দ্বারা প্রথমতঃ বুদ্ধি-জীব-যুগলকেই পাওয়া যায়। শরীরকেই গুহা বল, আর হৃদয়কেই গুহা বল, বুদ্ধি-ক্ষেত্রজ্ঞ যে গুহা-প্রবিষ্ট, এ কথা উভয়পক্ষেই সঙ্গত হইবে। সঙ্গত অর্থের সম্ভব থাকিতে পরমবিভু পরমাত্মার তাদৃশ ক্ষুদ্রস্থানে অবস্থিতি কল্পনা করা অযুক্ত। শ্রুতিও "সুকৃতের লোকে অর্থাৎ কর্ম্মফলার্জ্জিত দেহে" বলিয়া ঐ উভয়ের কর্ম্মগোচরতা

বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্” ইতি শ্রুতেঃ। ছায়াতপাবিতি চ চেতনাচেতনয়োর্নির্দ্দেশ উপপদ্যতে, ছায়াতপবৎ পরস্পর-বিলক্ষণত্বাৎ। তস্মাদ্ বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞাবিহোচ্যেয়াতামিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—বিজ্ঞানাত্ম-পরমাত্মানাবিহোচ্যেয়াতাম্। কস্মাৎ ? আত্মানৌ হি তৌ উভাবপি চেতনৌ সমানস্বভাবৌ। সঙ্খ্যাশ্রবণে চ সমানস্বভাবেষ্বেব লোকে প্রতীতির্দৃশ্যতে। ‘অস্য গোর্দ্বিতীয়োঽন্বেষ্টব্যঃ’ ইতি হ্যুক্তে গৌরেব দ্বিতীয়োঽন্বিষ্যতে, নাশ্বঃ পুরুষো বা। তদিহ ঋতপানেন লিঙ্গেন নিশ্চিতে বিজ্ঞানাত্মনি, দ্বিতীয়ান্বেষণায়াং সমানস্বভাবশ্চেতনঃ পরমাত্মৈব প্রতীয়তে।

“ঋতপানেন জীবাত্মা নিশ্চিতোঽস্য দ্বিতীয়তা।
ব্রহ্মণৈব সরূপেণ ন তু বুদ্ধ্যা বিরূপয়া॥
প্রথমং সদ্বিতীয়ত্বে ব্রহ্মণ্যবগতে সতি।
গুহাশ্রয়ত্বং চরমং ব্যাখ্যেয়মবিরোধতঃ॥”

গোঃ সদ্বিতীয়েত্যুক্তে সজাতীয়েনৈব গবান্তরেণাবগম্যতে, ন তু বিজাতীয়েনাশ্বাদিনা। তদিহ চেতনো জীবঃ সরূপেণ চেতনান্তরেণৈব ব্রহ্মণা সদ্বিতীয়ঃ প্রতীয়তে, ন ত্বচেতনয়া বিরূপয়া বুদ্ধ্যা। তদেবমৃতং পিবন্তাবিত্যত্র

দেখাইয়াছেন। পরমাত্মা যে সুকৃত ও দুষ্কৃতের অতীত, তাহা “তিনি কর্ম্মের দ্বারা বড়ও হন না, ছোটও হন না”, ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত আছে। “ছায়াতপৌ” ছায়া ও আতপের ন্যায় অর্থাৎ অন্ধকার ও আলোকের ন্যায়, এ বিশেষণটীও চেতনাচেতনরূপ বুদ্ধি-জীব পক্ষেই সঙ্গত হয়। এই সকল কারণে বলি, গুহা-শ্রুতিতে বুদ্ধিজীব-যুগলই অভিহিত হইয়াছে। এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা বলিতেছি।—[বিজ্ঞা…প্রতীয়তে] ঐ বাক্যে জীব-পরমাত্মাই কথিত হইয়াছে, বুদ্ধিজীব কথিত হয় নাই। কেননা, উভয়ই চেতন ও উভয়ই সমানস্বভাব। অপিচ, সংখ্যা-শ্রবণ-স্থলে তদ্দ্বারা তুল্যবস্তুই প্রতীত হইতে দেখা যায়। “এই গরুর দ্বিতীয় অন্বেষণ কর” এরূপ বাক্য শুনিলে শ্রোতা অন্য একটী গরুরই অনুসন্ধান করে, অশ্ব অথবা মানুষ অনুসন্ধান করে না। সেইরূপ, এখানেও অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিতেও ঋতপান-লিঙ্গের (জ্ঞাপক হেতুর) দ্বারা জীবাত্মার জ্ঞান হওয়ার পর দ্বিতীয়ের অন্বেষণ-কালে তাহারই সমান (সমচেতন) বা সজাতি

ননূক্তং গুহাহিতত্বদর্শনাৎ ন পরমাত্মা প্রত্যেতব্য ইতি। অত্র বদামঃ—গুহাহিতত্বস্তু শ্রুতিস্মৃতিষ্বসকৃৎ পরামাত্মন এব দৃশ্যতে। "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্" "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্," "আত্মানমন্বিচ্ছ গুহাং প্রবিষ্টম্" ইত্যাদ্যাসু। সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থো দেশবিশেষোপদেশো 'ন বিরুধ্যত ইত্যেতদপ্যুক্তমেব। সুকৃতলোকবর্ত্তিত্বস্তু ছত্রিত্ববদেকস্মিন্নপি বর্ত্তমানমুভলোরবিরুদ্ধম্। ছায়াতপাবিত্যপ্যবিরুদ্ধম্, ছায়াতপবৎ পরস্পরবিলক্ষণত্বাৎ সংসারিত্বাসংসারিত্বয়োঃ। অবিদ্যাকৃতত্বাৎ সংসারিত্বস্য পারমার্থিকত্বাচ্চাসংসারিত্বস্য। তস্মাদ্বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মানৌ গুহাং প্রবিষ্টৌ গৃহ্যেতে॥ ১। ২। ১১॥

প্রথমমবগতে ব্রহ্মণি তদনুরোধেন চরমং গুহাশ্রয়ত্বং শালগ্রামে হরিরিতিবদ্ব্যাখ্যেয়ম্। বহুলং হি গুহাশ্রয়ত্বং ব্রহ্মণঃ শ্রুতয় আহুঃ। তদিদমুক্তং তদ্দর্শনাদিতি, তস্য ব্রহ্মণো গুহাশ্রয়ত্বস্য শ্রুতিষু দর্শনাদিতি। এবঞ্চ প্রথমাবগতব্রহ্মানু-

---

পরমাত্মা প্রতীত হন। [ননূক্তং···দ্যাসু] ইতিপূর্ব্বে গুহাপ্রবিষ্ট শব্দ দেখিয়া পরমাত্মা বুঝিবার ব্যাঘাত হয় বলা হইয়াছিল, বস্তুতঃ তাহা হয় না। গুহানিহিত কথা পরমাত্মারই বোধক। হেতু এই যে, শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্রই পরমাত্মাকে গুহানিহিত বলিতে দেখা যায়। যথা—"সেই আনন্দপুরুষ গুহায় অর্থাৎ বুদ্ধিতে স্থিত, গহ্বরে অর্থাৎ অনর্থসঙ্কুল দেহে অবস্থিত।" "যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট হৃদয়াকাশে বুদ্ধিগুহাতে বিরাজিত ব্রহ্মকে জানে, সে শোকহর্ষমুক্ত হয়।" "গুহাপ্রবিষ্ট আত্মার অন্বেষণ কর।" ইত্যাদি। [সর্ব্ব···গৃহ্যেতে] ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও উপলব্ধির জন্য—তাঁহাকে জানিবার জন্য প্রদেশবিশেষ অবলম্বন দোষাবহ নহে। সুকৃতের লোকে (দেহে) থাকেন, এ কথাও ছত্রিন্যায়ে অবিরুদ্ধ, অর্থাৎ একের দেহবাসে অপরেরও দেহবাস অতিসান্নিধ্যপ্রযুক্ত উপচরিত (উপচারক্রমে কথিত) হইতে পারে। ছায়া ও আলোক, এ অংশেও বিরোধ নাই। সংসারিত্ব অসংসারিত্ব অবশ্যই ছায়াতপের ন্যায় বিভিন্ন। সংসারী অবিদ্যাবৃত অর্থাৎ কল্পিত; আর অসংসারী অবিদ্যামুক্ত অর্থাৎ পরমার্থসৎ। সেই কারণে, গুহাপ্রবিষ্ট শ্রুতিতে জীব ও পরমাত্মা গ্রাহ্য॥ ১।২।১১॥

জীব-পরমাত্মা পক্ষে অন্য হেতুও আছে। যথা—

কুতশ্চ বিজ্ঞানাত্ম-পরমাত্মানৌ গৃহ্যেতে ?

বিশেষণাচ্চ ॥১।২।১২॥ *

বিশেষণঞ্চ বিজ্ঞানাত্ম-পরমাত্মনোরেব সম্ভবতি। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" ইত্যাদিনা পরেণ গ্রন্থেন রথি-রথাদিরূপককল্পনয়া বিজ্ঞানাত্মানং রথিনং সংসারমোক্ষয়োর্গন্তারং কল্পয়তি, "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইতি পরমাত্মানং গন্তব্যম্। তথা—

"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"

ইতি পূর্ব্বস্মিন্নপি গ্রন্থে মন্তৃ-মন্তব্যত্বেনৈতাবেব বিশেষিতৌ। প্রকরণঞ্চেদং পরমাত্মনঃ। ব্রহ্মবিদো বদন্তীতি চ বক্তৃবিশেষোপাদানং পরমাত্মপরিগ্রহে ঘটতে, তস্মাদিহ জীবপরমাত্মানাবুচ্যেয়াতাম্।

রোধেন সুকৃতলোকবর্ত্তিত্বমপি তস্য লক্ষণয়া ছত্রিন্যায়েন গময়িতব্যম্। ছায়াতপত্বমপি জীবস্যাবিদ্যাশ্রয়ত্বয়া ব্রহ্মণশ্চ শুদ্ধপ্রকাশস্বভাবস্য তদনাশ্রয়ত্বয়া মন্তব্যম্॥

গন্তা ও গন্তব্য প্রভৃতি বিশেষণ জীব-পরমাত্মপক্ষেই সুসম্ভব হয়। শ্রুতি ঐ বাক্যের পরে "আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলিয়া জান, এইরূপে রথি-রথ-কল্পনা করিয়া, জীবকে সংসার-পথের ও মোক্ষ-পথের গমনকর্ত্তা রথী এবং "জীব সংসার-পথের পারস্বরূপ বিষ্ণুসম্বন্ধীয় পরম পদ প্রাপ্ত হয়" এইরূপ উক্তির দ্বারা পরমাত্মাকে তাহার গন্তব্য (প্রাপ্য) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ বাক্যের পূর্ব্বেও জীব ও পরমাত্মা "ধীর ব্যক্তি দুর্দ্দর্শ গূঢ় শরীরান্তঃপ্রবিষ্ট গুহাবাসী পুরাণ পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া শোক-হর্ষ-মুক্ত হন" এবম্প্রকারে মন্তা (মননকর্ত্তা) ও মন্তব্য (মননের আলম্বন), এই দুই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে। [প্রকরণ···তাম্] অপিচ, ঐ প্রকরণ পরমাত্মার প্রকরণ (প্রকরণ—প্রস্তাব), তদনুসারেও পরমাত্মপক্ষ গ্রাহ্য। "ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন" এ কথা পরমাত্মপক্ষ গ্রহণ ব্যতীত সঙ্গত হয় না। এই

* বিশেষণং গন্তৃ-গন্তব্য-মন্তৃ-মন্তব্যাদিকম্; তস্মাদপি জীবপরমাত্মপক্ষো গ্রাহ্য ইতি বোধ্যম্।—গন্তা ও গন্তব্য প্রভৃতি বিশেষণ জীব-পরমাত্মপক্ষেই সঙ্গত হয়; সুতরাং প্রোক্ত বাক্যে জীব ও পরমাত্মা কথিত হইয়াছেন। (জীব গন্তা, পরমাত্মা তাহার গন্তব্য অর্থাৎ প্রাপ্য)।

এষ এব ন্যায়ঃ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যেবমাদিষ্বপি। তত্রাপি হ্যধ্যাত্মাধিকারাৎ ন প্রাকৃতৌ সুপর্ণাবুচ্যেতে। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি অদনলিঙ্গাদ্বিজ্ঞানাত্মা ভবতি, "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইত্যনশন-চেতনত্বাভ্যাং পরমাত্মা। অনন্তরে চ মন্ত্রে তাবেব দ্রষ্টৃদ্রষ্টব্যভাবেন বিশিনষ্টি—

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥" ইতি।

অপর আহু—"দ্বা সুপর্ণা" ইতি নেয়মৃগস্যাধিকরণস্য সিদ্ধান্তং ভজতে, পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণেনান্যথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তীতি সত্ত্বম্, অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীত্য-

ইমমেব ন্যায়ং 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যত্রাপ্যুদাহরণে কৃত্বা চিন্তয়া যোজয়তি।—"এষ এব ন্যায়ঃ" ইতি। অত্রাপি কিং বুদ্ধিজীবৌ, উত জীবপরমাত্মানাবিতি সংশয্য করণরূপায়া বুদ্ধেঃ এধাংসি পচন্তীতিবৎ কর্তৃত্বোপচারাৎ বুদ্ধিজীবাবিহ পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা সিদ্ধান্তয়িতব্যম্। সিদ্ধান্তশ্চ ভাষ্যকৃতা স্ফোরিতঃ। তদ্দর্শনাদিতি চ 'সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ' ইত্যত্র মন্ত্রে। ন খলু মুখ্যে কর্তৃত্বে

সকল কারণে বলিতে হয়, ঐ বাক্যে জীব-পরমাত্ম-পক্ষই উক্ত হইয়াছে। [এষ… পরমাত্মা] এ যুক্তি "দুইটী পক্ষী এক সঙ্গে এক বৃক্ষে বাস করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা।" ইত্যাদি স্থলেও লইবে। ঐ কথা অধ্যাত্ম-অধিকারের কথা, সুতরাং ঐ পক্ষীও প্রাকৃত পক্ষী নহে। (অর্থাৎ ঐরূপ রূপক বর্ণন দ্বারা ঐ বাক্যেও জীবাত্মা ও পরমাত্মা কথিত হইয়াছে)। "ঐ দু-এর একটি সুস্বাদু পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করে" এই বাক্যে জীবাত্মা এবং "অন্যটী ভোগ করে না, কেবলমাত্র দেখে" এই বাক্যে পরমাত্মা কথিত হইয়াছেন। [অনন্তরে…ইতি] ঐ মন্ত্রের পরমন্ত্রে ঐ দুই আত্মাকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য বলা হইয়াছে। যথা—"আপনার ঈশ্বরত্বজ্ঞান লুপ্ত হওয়াতেই পুরুষ (জীব) শরীররূপ বৃক্ষে নিমগ্ন ও মুগ্ধ হইতেছে (আমি দেহী, এতদ্রূপ ভ্রম অনুভব করিতেছে); সুতরাং শোক (দুঃখ) প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু সে যখন ধ্যানাদির দ্বারা সেবিত ঈশ্বরকে বিশিষ্ট-ভিন্ন অর্থাৎ নির্ব্বিশেষণ বা চিন্মাত্ররূপে দেখে, তখনই সে মহিমা অর্থাৎ আপনার স্বরূপপ্রাপ্ত ও শোকশূন্য হয়।" (এই মন্ত্রে জীবকে দ্রষ্টা বা দর্শক এবং পরমাত্মাকে তাহার দৃশ্য বা দর্শনীয় বলা হইয়াছে)। [অপর…বিবক্ষ্যতে] কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" এই মন্ত্রটী উপস্থিত বিচারের সিদ্ধান্তস্থানে

নশ্নন্নন্যোঽভিপশ্যতি জ্ঞঃ” “তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ” ইতি। সত্ত্বশব্দো জীবঃ, ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমাত্মেতি যদুচ্যেত, তন্ন, সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞশব্দয়োরন্তঃকরণশারীরপরতয়া প্রসিদ্ধত্বাৎ ; তত্রৈব চ ব্যাখ্যাতত্বাৎ—“তদেতৎ সত্ত্বং, যেন স্বপ্নং পশ্যতি, অথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা, স ক্ষেত্রজ্ঞঃ, তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ” ইতি। নাপ্যস্যাধিকরণস্য পূর্ব্বপক্ষং ভজতে। ন হ্যত্র শারীরঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মেনোপেতো বিবক্ষ্যতে। কথং তর্হি ? সর্ব্বসংসারধর্ম্মাপেতো ব্রহ্মস্বভাবশ্চৈতন্যমাত্রস্বরূপঃ, “অনশ্নন্নন্যোঽভিপশ্যতি জ্ঞঃ” ইতি বচনাৎ, “তত্ত্বমসি”, “ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি” ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যশ্চ। তাবেতা চ বিদ্যোপসংহারদর্শনমেবমেবাবকল্পতে, ‘তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ, “ন হ বা

সত্ত্ববতি করণে কর্ত্তৃত্বোপচারো যুক্ত ইতি কৃত্বা চিন্তামুদ্‌ঘাটয়তি। “অপর আহ”। “সত্ত্বং” বুদ্ধিঃ। শঙ্কতে।—“সত্ত্বশব্দঃ” ইতি। সিদ্ধান্তার্থং ব্রাহ্মণং ব্যাচষ্ট ইত্যর্থঃ। নিরাকরোতি—“তন্ন” ইতি। “যেন স্বপ্নং পশ্যতি” ইতি। যেনেতি করণমুপদিশতি। ততশ্চ ভিন্নং কর্ত্তারং ক্ষেত্রজ্ঞম্। “যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা” ইতি। অস্তু তর্হ্যস্যাধিকরণস্য পূর্ব্বপক্ষ এব ব্রাহ্মণার্থঃ, বচনবিরোধে ন্যায়স্যাভাসত্বাদিত্যত আহ—“নাপ্যস্যাধিকরণস্য পূর্ব্বপক্ষং ভজতে” ইতি। এবং হি পূর্ব্বপক্ষমস্য

আসিতেই পারে না। কেন-না, পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণ (গ্রন্থবিশেষ) ঐ মন্ত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পৈঙ্গিরহস্যব্রাহ্মণ পিপ্‌পলভোক্তা পক্ষীকে সত্ত্ব ও অভোক্তা দর্শক পক্ষীকে জ্ঞ বলিয়াছেন। (সত্ত্ব শব্দের অর্থ বুদ্ধি এবং জ্ঞ শব্দের অর্থ জীব)। কিন্তু সত্ত্ব জীব, জ্ঞ পরমাত্মা এরূপ বলিতে পারা যায় না। কেন-না, ঐ দুই শব্দ যথাক্রমে বুদ্ধিতে ও জীবে প্রসিদ্ধ। পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যাও ঐরূপ। যথা—“যাহার দ্বারা স্বপ্নদর্শন হয়, তাহা সত্ত্ব, এবং যে এই শরীরে থাকিয়া দর্শন করে, সে ক্ষেত্রজ্ঞ।” যদি বল, ঐ মন্ত্রের অর্থই এ বিচারের পূর্ব্বপক্ষ হইবে, তাহাও হইতে পারে না। সংসারধর্ম্মবান্ জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ ঐ মন্ত্রের বিবক্ষিতই নহে। [কথং…ভ্যশ্চ] তবে বিবক্ষিত কি ? সর্ব্বধর্ম্মাতীত চৈতন্যস্বভাব ব্রহ্মই বিবক্ষিত। “অন্যটী ভোগ করেন না, কেবলমাত্র দেখেন” “তুমি সেই ব্রহ্ম” “আমি ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব, ইহা জানিবে।” ইত্যাদিবিধ শ্রুতি ও স্মৃতি ঐ অর্থের বোধক বা পোষক প্রমাণ। [তাবেতা…ইত্যাদি] উহাতেই—ঐ ব্যাখ্যাতেই বিদ্যার (বিবেকজ্ঞানের) উপসংহার দেখা যায়। যথা—“এই সেই সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ।” “যে ইহাকে

এবম্বিদি কিঞ্চন রজ আধ্বংসতে" ইত্যাদি। কথং পুনরস্মিন্ পক্ষে "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি সত্ত্বং, ইত্যচেতনে সত্ত্বে ভোক্তৃত্ববচনমিতি। উচ্যতে—নেয়ং শ্রুতিরচেতনস্য সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বং বক্ষ্যামীতি প্রবৃত্তা, কিং তর্হি? চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্যাভোক্তৃত্বং ব্রহ্মস্বভাবতাং চ বক্ষ্যামীতি। তদর্থং সুখাদিবিক্রিয়াবতি সত্ত্বে ভোক্তৃত্বমধ্যারোপয়তি। ইদং হি কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতরেতরস্বভাবাবিবেককৃতং কল্প্যতে, পরমার্থতস্তু নান্যতরস্যাপি সম্ভবতি, অচেতনত্বাৎ সত্ত্বস্য, অবিক্রিয়ত্বাচ্চ ক্ষেত্রজ্ঞস্য। অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতস্বভাবত্বাচ্চ সত্ত্বস্য সুতরাং ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ "যত্র বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা স্বপ্নদৃষ্ট-হস্ত্যাদিব্যবহারবৎ

ভজেত, যদি হি ক্ষেত্রজ্ঞে সংসারিণি পর্য্যবস্যেৎ। তস্য তু ব্রহ্মরূপতায়াং পর্য্যবস্যন্ ন পূর্ব্বপক্ষমপি স্বীকরোতীত্যর্থঃ। অপি চ "তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ, ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চন রজ আধ্বংসতে" ইতি। রজোঽবিদ্যা, নাধ্বংসনং ন সংশ্লেষং এবম্বিদি করোতীত্যর্থঃ। এতাবতৈব বিদ্যোপসংহারাজ্জীবস্য ব্রহ্মাত্মতাপরতাস্য লক্ষ্যতে ইত্যাহ।—"তাবতা চ" ইতি। চোদয়তি।—"কথং পুন"রিতি। নিরাকরোতি।—"উচ্যতে। নেয়ং শ্রুতি"রিতি। অনশ্নন্ জীবো ব্রহ্মাভিচাকশীতীত্যুক্তে শঙ্কেত, যদি জীবো ব্রহ্মাত্মা নাশ্নাতি, কথং তর্হ্যস্মিন্ ভোক্তৃত্বাবগমঃ।

জানে, এ (অজ্ঞান) তাহাকে কোন কর্ম্মে লিপ্ত করে না।" [কথং… রোপয়তি] যদি বল, সত্ত্ব (বুদ্ধি) অচেতন, তাহাকে ভোক্তা বলা সঙ্গত নহে, এ আপত্তির প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, "পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" এই শ্রুতি অচেতন সত্ত্বের ভোগ বলিতে প্রবৃত্ত নহে, চেতন ক্ষেত্রজ্ঞ যে ভোক্তা নহে, এবং ক্ষেত্রজ্ঞই যে ব্রহ্ম, তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত। শ্রুতি জীবের ব্রহ্মত্ব বুঝাইবার জন্যই সুখাদি-বিকারবতী বুদ্ধিকে ভোক্ত্রী বলিয়াছেন। [ইদং…রোপয়তি] সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ পরস্পর অবিবিক্ত থাকাতেই অর্থাৎ বিবেক-জ্ঞানের গোচর না হওয়াতেই উহাদিগের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব কল্পিত (ভ্রম) হইতেছে। বস্তুতঃ উক্ত উভয়ের কেহই কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে। অচেতন বিধায় সত্ত্বের ও নির্ব্বিকার বিধায় ক্ষেত্রজ্ঞের ভোক্তৃত্ব নাই। কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব যে কল্পিত, অজ্ঞানমূলক, তদ্বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতি "যখন ভিন্নপ্রায় হয়, তখনই ভিন্ন হইয়া ভিন্ন দেখে" এইরূপ বাক্যে কর্ত্তৃত্বাদি ব্যবহারকে স্বপ্নদৃষ্ট হস্ত্যাদিব্যবহারের ন্যায় মিথ্যা ও কল্পনামাত্র বলিয়াছেন। এবং

অবিদ্যাবিষয় এব কর্তৃত্বাদিব্যবহারং দর্শয়তি। "যত্র ত্বস্য সর্ব্ব-মাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা চ বিবেকিনঃ কর্তৃত্বাদিব্যবহারং বারয়তি ॥ ১ । ২ । ১২ ॥

অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১ । ২ । ১৩ ॥ *

"য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ। এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি"। তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি, বর্ত্মনী এব গচ্ছতি" ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং প্রতিবিম্বাত্মাক্ষ্যধিকরণো নির্দ্দিশ্যতে, অথ

চৈতন্যসমানাধিকরণং হি ভোক্তৃত্বমবভাসত ইতি। তন্নিরাসায়াহ শ্রুতিঃ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি। এতদুক্তং ভবতি।...নেদং ভোক্তৃত্বং জীবস্য তত্ত্বতঃ, অপি তু বুদ্ধিসত্ত্বং সুখাদিরূপপরিণতং চিতিচ্ছায়াপত্ত্যোপপন্নচৈতন্যমিব ভুঙ্‌ক্তে, ন তু তত্ত্বতো জীবঃ পরমাত্মা ভুঙ্‌ক্তে। তদেতদধ্যাসভাষ্যে কৃতব্যাখ্যানম্। তদনেন কৃত্বাচিন্তোদ্ঘাটিতা ॥ ১ । ২ । ১২ ॥

নন্বমৃতত্বধর্ম্মোপদেশাদিত্যনেনৈবৈতদগতার্থং, সন্তি খল্বত্রাপ্যমৃতত্বাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মাঃ প্রতিবিম্বজীবদেবতাসম্ভবিনঃ। তস্মাদ্ব্রহ্মধর্ম্মোপদেশাদ্ব্রহ্মৈবাত্র বিবক্ষিতম্, সাক্ষাচ্চ ব্রহ্মশব্দোপাদানাৎ। উচ্যতে।

"যখন এ সমস্ত আত্মভূত হয়, তখন আর কে কি দিয়া কি দেখিবে?" এই শ্রুতি জ্ঞানীর কর্তৃত্বাদি-দৃষ্টি নিষেধ করিয়াছেন অর্থাৎ থাকে না বলিয়াছেন।১।২।১২

"এই যে পুরুষ নেত্রগোলকে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা। ইনি অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম। অক্ষিগোলকে ঘৃত অথবা উদক প্রক্ষিপ্ত হইলে তাহা পক্ষ্মে (নেত্রাচ্ছাদক লোমে) গমন করে। (অর্থাৎ অক্ষিস্থান অসঙ্গ বা নির্লেপ)।" ছান্দোগ্য শ্রুতির এই উপদেশে এই সংশয় হয় যে, শ্রুতি কি (উপাসনার্থ) অক্ষিরূপ আধারে ছায়াপুরুষের (পুরুষপ্রতিবিম্বের) উপদেশ করিয়াছেন? অথবা জীবের উপদেশ করিয়াছেন? না, নেত্রাধিষ্ঠাত্রী সূর্য্যদেবতার উপদেশ করিয়াছেন? কিংবা (উপাসনার্থ) পরমেশ্বরের উপদেশ করিয়াছেন? সংশয়ের পর প্রথমতঃ ছায়াপুরুষ অর্থই উপলব্ধ

* ছান্দোগ্যশ্রুতৌ অক্ষিস্থানত্বেনোপদিষ্ট অন্তরঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর এব নান্য ইতি যোজ্যম্। কুতঃ? উপপত্তেঃ। যতস্তত্রোক্তা আত্মত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ পরমেশ্বর এবোপপদ্যন্তে অত ইত্যক্ষরার্থঃ।—ছান্দোগ্য শ্রুতির উপকোশল-বিদ্যা-প্রকরণে, চক্ষুতে যে অভ্যন্তরপুরুষ উপদিষ্ট হইয়াছে, সে পুরুষ পরমেশ্বর। হেতু এই যে, পরমেশ্বরেই তদ্বাক্যোক্ত আত্মত্বাদি বিশেষণ উপপন্ন হয়, অন্য কিছুতে হয় না।

বিজ্ঞানাত্মা, উত দেবতাত্মেন্দ্রিয়স্যাধিষ্ঠাতা, অথবেশ্বর ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? ছায়াত্মা পুরুষপ্রতিরূপ ইতি। কুতঃ? তস্য দৃশ্যমানত্বপ্রসিদ্ধেঃ। "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি চ প্রসিদ্ধবদুপদেশাৎ। বিজ্ঞানাত্মনো বা অয়ং নির্দ্দেশ ইতি যুক্তম্। স হি চক্ষুষা রূপং পশ্যন্ চক্ষুষি সন্নিহিতো ভবতি, আত্মশব্দশ্চাস্মিন্ পক্ষেঽনুকূলো ভবতি। আদিত্যপুরুষো বা চক্ষুষোঽনুগ্রাহকঃ প্রতীয়তে, "রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অমৃতত্বাদীনাঞ্চ দেবতাত্মস্বপি কথঞ্চিৎ সম্ভবাৎ

"এষ দৃশ্যত ইত্যেতৎ প্রত্যক্ষেঽর্থে প্রযুজ্যতে।
পরোক্ষং ব্রহ্ম ন তথা প্রতিবিম্বে তু যুজ্যতে॥"
"উপক্রমবশাৎ পূর্ব্বমিতরেষাং হি বর্ণনম্।
কৃতং ন্যায়েন যেনৈব স খল্বত্রানুষজ্যতে॥"

ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র হি জীবপরমাত্মানৌ প্রথমাবগতাবিতি . তদনুরোধেন গুহাপ্রবেশাদয়ঃ পশ্চাদবগতা ব্যাখ্যাতাঃ, তদ্বাদিহাপি 'য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে' ইতি প্রত্যক্ষাভিধানাৎ প্রথমমবগতে ছায়াপুরুষে তদনুরোধেনামৃতত্বাভয়ত্বাদয়ঃ স্তুত্যা কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যেয়াঃ। তত্র চামৃতত্বং কতিপয়ক্ষণাবস্থানাৎ, অভয়ত্বমচেতনত্বাৎ, পুরুষত্বং পুরুষাকারত্বাৎ, আত্মত্বং কনীনিকায়া ব্যাপনাৎ, ব্রহ্মরূপত্বমুক্তরূপামৃতত্বাদিযোগাৎ। এবং বামনীত্বাদয়োঽপ্যস্য স্তুত্যৈব কথঞ্চিন্নেতব্যাঃ। কঞ্চ খঞ্চ ইত্যাদি তু বাক্যমগ্নীনাং নাচার্য্যবাক্যং নিয়ন্তুমর্হতি। 'আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা' ইতি চ গত্যন্তরাভিপ্রায়ং ন তূক্তপরিশিষ্টাভিপ্রায়ম্। তস্মাচ্ছায়াপুরুষ এবাত্রোপাস্য ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। সম্ভবমাত্রেণ তু জীবদেবতে উপন্যস্তে, বাধকান্তরোপদর্শনায় চৈষ দৃশ্যত ইত্যস্যাত্রাভাবাৎ। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপ-দেশাদিত্যনেন নিরাকৃতত্বাৎ। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—'য এষঃ' ইতি।

হয়। কেন-না, সকলেই জানেন যে, নেত্রতারকায় পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং তাহা দেখাও যায়; সুতরাং শ্রুতি তদনুসারে "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দেখা যায়।" বলিয়াছেন। জীবের উপদেশও অসম্ভব নহে। কেন-না, জীব রূপদর্শনকালে চক্ষুতে সন্নিহিত হন (আইসেন)। অপিচ, এই পক্ষে আত্মশব্দ-প্রয়োগ বিশেষ সঙ্গত। চক্ষুর অনুগ্রাহক আদিত্যদেবতাও ঐ বাক্যের উপদেষ্টব্য হইতে পারে। হেতু এই যে, শ্রুতিতে আছে, ঐ আদিত্য রশ্মিরূপে চক্ষুরিন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অমৃত-প্রভৃতি বিশেষণও আদিত্যপুরুষে কোন এক প্রকারে সংলগ্ন করা যাইতে পারে।

নেশ্বরঃ, স্থানবিশেষনির্দ্দেশাৎ, ইত্যেবম্প্রাপ্তে ক্রমঃ। পরমেশ্বর এবাক্ষ্যণ্যভ্যন্তরঃ পুরুষ ইহোপদিষ্ট ইতি। কস্মাৎ? উপপত্তেঃ। উপপদ্যতে হি পরমেশ্বরে গুণজাতমিহোপদিশ্যমানম্। আত্মত্বং তাবন্মুখ্যয়া বৃত্ত্যা পরমেশ্বর উপপদ্যতে। "স আত্মা, তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেঃ। অমৃতত্বাভয়ত্বে চ তস্মিন্নসকৃৎ শ্রূয়েতে। তথা পরমেশ্বরানুরূপমেতদক্ষিস্থানম্। যথা হি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বদোষৈরলিপ্তোঽপহতপাপ্মাদিশ্রবণাৎ, তথাক্ষিস্থানং সর্ব্ব-

"অনিষ্পন্নাভিধানে দ্বে সর্ব্বনামপদে সতী।
প্রাপ্য সন্নিহিতস্বার্থং ভবেতামভিধাতৃণী॥"

সন্নিহিতাশ্চ পুরুষাত্মাদিশব্দাঃ, তে চ ন যাবৎ স্বার্থমভিদধতি, তাবৎ সর্ব্বনামভ্যাং নার্থতুযোঽপ্যভিধীয়ত ইতি কুতস্তদর্থস্যাপরোক্ষতা। পুরুষাত্মশব্দৌ চ সর্ব্বনামনিরপেক্ষৌ স্বরসতো জীবে বা পরমাত্মনি বা বর্ত্তেতে ইতি। ন চ তয়োশ্চক্ষুষি প্রত্যক্ষদর্শনমিতি.নিরপেক্ষপুরুষপদপ্রত্যায়িতার্থানুরোধেন "য এষঃ" ইতি "দৃশ্যতে" ইতি চ যথাসম্ভবং ব্যাখ্যেয়ম্। ব্যাখ্যাতঞ্চ সিদ্ধবদুপাদানং শাস্ত্রাত্মপেক্ষং বিদ্বদ্বিষয়ং প্ররোচনার্থম্। বিদুষঃ শাস্ত্রত উপলব্ধিরেব দৃঢ়তয়া প্রত্যক্ষবদুপচর্য্যতে প্রশংসার্থমিত্যর্থঃ। অপিচ, তদেব চরমং প্রথমানুগুণতয়া নীয়তে, যন্নেতুং শক্যম্, অমৃতঞ্চ, ইহ ত্বমৃতত্বাদয়ো বহবশ্চাশক্যাশ্চ নেতুম্। ন হি স্বসত্তাক্ষণাবস্থানমাত্রমমৃতত্বং ভবতি। তথা সতি কিং নাম নামৃতং স্যাদিতি ব্যর্থমমৃতপদম্। অভয়াভয়ে অপি চেতনধর্ম্মৌ নাচেতনে সম্ভবতঃ। এবং বামনীত্বাদয়োঽন্যত্র ব্রহ্মণো নেতুমশক্যাঃ। প্রত্যক্ষব্যপদেশশ্চোপপাদিতঃ।

যখন স্থান-বিশেষের উল্লেখ আছে, তখন আর ঐ বাক্যে পরমেশ্বর অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত বলা যাইতেছে,—ঐ বাক্যে পরমেশ্বরেরই উপদেশ, অন্য কাহারও নহে। হেতু এই যে, ঐ বাক্যের সমস্ত বিশেষণ পরমেশ্বর অর্থে সঙ্গত হয়, অন্য অর্থে হয় না। [আত্মত্বং…পরমেশ্বরঃ] "তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতু, সেই আত্মাই তুমি।" এই শ্রুতির দ্বারা পরমেশ্বর অর্থেই আত্মশব্দের মুখ্যপ্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। অমৃত ও অভয়, এ দুই শব্দও শ্রুতিতে পরমেশ্বরবিষয়ে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে। অক্ষি-স্থানটীও পরমেশ্বরের অনুরূপ অর্থাৎ সদৃশ। পরমেশ্বর সর্ব্বদোষে অলিপ্ত, অক্ষিও সর্ব্বদ্রব্যে অলিপ্ত। "চক্ষুতে ঘৃত অথবা জল উপসিক্ত করিলে তাহা পক্ষ্মতে (নেত্রলোমে) যায়" এই দৃষ্টান্তবাক্যে কেবল নির্লেপত্বের উপদেশ জানিবে। (নির্লেপত্ব উপদেশের দ্বারাও পরমেশ্বর অর্থ প্রতিপন্ন হয়)। সংযদ্বাম, বামনী, ভামনী, এ সকল কথাও পরমেশ্বর বিষয়ে অবকল্পিত (পরমেশ্বরের বোধক)। যথা—"সকল বাম (কর্ম্মফল)

লেপরহিতমুপদিষ্টং "তদ্ যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি, বর্ত্মনী এব গচ্ছতি" ইতি শ্রুতেঃ। সংযদ্বামত্বাদিগুণোপদেশশ্চ তস্মিন্নবকল্পতে, "এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে, এতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি। এষ উ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নয়ন্তি। এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি" ইতি চ। অত উপপত্তেরন্তরঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১। ২। ১৩॥

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১। ২। ১৪ ॥

কথং পুনরাকাশবং সর্ব্বগতস্য ব্রহ্মণোঽক্ষ্যল্পস্থানমুপপদ্যত-

তদিদমুক্তমুপপত্তেঃ' ইতি। এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেত্যুক্তে স্যাদাশঙ্কা—নমু সর্ব্বগতস্যেশ্বরস্য কস্মাদ্বিশেষেণ চক্ষুরেব স্থানমুপদিশ্যত ইতি? তৎ পরিহরতি শ্রুতিঃ—"তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি" ইতি। বর্ত্মনী পক্ষ্মস্থানে। এতদুক্তং ভবতি।—নির্লেপস্যেশ্বরস্য নির্লেপং চক্ষুরেব স্থানমনুরূপমিতি। তদিদমুক্তং "তথা পরমেশ্বরানুরূপ"মিতি। "সংযদ্বামত্বাদিগুণোপদেশশ্চ তস্মিন্" ব্রহ্মণি "কল্পতে" ঘটতে, সমবেতার্থত্বাৎ। প্রতিবিম্বাদিষু ত্বসমবেতার্থঃ। বননীয়ানি সম্ভজনীয়ানি শোভনীয়ানি পুণ্যফলানি বামানি। সংযন্তি সঙ্গচ্ছমানানি বামান্যনেনেতি সংযদ্বামঃ পরমাত্মা। তৎকারণত্বাৎ পুণ্যফলোৎপত্তেঃ। তেন পুণ্যফলানি সঙ্গচ্ছন্তে। স এব পুণ্যফলানি বামানি নয়তি লোকমিতি বামনীঃ। এষ এব ভামনীঃ।—ভামানি ভানানি, তানি নয়তি লোকমিতি ভামনীঃ। তদুক্তং শ্রুত্যা। 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি ॥ ১। ২। ১৩॥

আশঙ্কোত্তরমিদং সূত্রম্। আশঙ্কামাহ—কথং পুনরিতি। স্থানিনো হি

পরমেশ্বর লক্ষ্য করিয়াই জন্মে, সেই কারণে তাঁহাকে সংযদ্বাম বলে। তিনি কর্ম্মফল প্রদান করেন, তাই তিনি বামনী। তিনি সর্ব্বলোকে দীপ্যমান, তাই তিনি ভামনী।" যেহেতু এ সমস্তই পরমেশ্বরে উপপন্ন হইতেছে, সেই হেতু অক্ষি-বাক্যস্থ অন্তরপুরুষ পরমেশ্বরই বটে ॥ ১। ২। ১৩॥

আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের চক্ষুরূপ অল্প স্থান কথন কিরূপে সঙ্গত

* আদিশব্দেন নামরূপে গ্রাহ্যে। ধ্যানার্থং স্থান-নাম-রূপাণাং ব্যপদেশাৎ শ্রুত্যন্তরেঽপ্যুপদেশাৎ অত্রাক্ষিস্থানত্বোক্তির্ন দোষায়েতি সূত্রার্থঃ।—অন্য শ্রুতিতে ধ্যানের জন্য স্থান, নাম ও রূপের উপদেশ দেখা যায়; সুতরাং এখানেও উপাসনার নিমিত্ত স্থানবিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে।

ইতি। অত্রোচ্যতে—ভবেদেষানবকৢপ্তিঃ যদ্যেতদেবৈকং স্থানমস্য নির্দ্দিষ্টং ভবেৎ সন্তি হ্যন্যান্যপি পৃথিব্যাদীনি স্থানান্যস্য নির্দ্দিষ্টানি—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইত্যাদিনা। তেষু হি চক্ষুরপি নির্দ্দিষ্টং—"যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠতি"। স্থানাদিব্যপদেশাদিত্যাদিগ্রহণেনৈতদ্দর্শয়তি—ন কেবলং স্থানমেবৈকমনুচিতং ব্রহ্মণো নির্দ্দিশ্যমানং দৃশ্যতে। কিং তর্হি? নামরূপমিত্যেবঞ্জাতীয়কমপ্যনামরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুচিতং নির্দ্দিশ্যমানং দৃশ্যতে "তস্যোদিতি নাম, হিরণ্যশ্মশ্রুঃ" ইত্যাদি। নির্গুণমপি সৎ ব্রহ্ম নামরূপগতৈর্গুণৈঃ সগুণমুপাসনার্থং তত্র তত্রোপদিশ্যত-ইত্যেতদপ্যুক্তমেব। সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থং স্থানবিশেষো ন বিরুধ্যতে—শালগ্রাম ইব বিষ্ণোরিত্যেতদপ্যুক্তমেব ॥ ১। ২। ১৪ ॥

স্থানং সহদৃষ্টম্। যথা যাদসামব্ধিঃ। তৎ কথমত্যল্পং চক্ষুরধিষ্ঠানং পরমাত্মনঃ পরমমহত ইতি শঙ্কার্থঃ। পরিহরতি।—"অত্রোচ্যতে" ইতি। স্থানানি আদয়ো যেষাং, তে স্থানাদয়ঃ নামরূপপ্রকারাঃ, তেষাং ব্যপদেশাৎ সর্ব্বগতস্যৈকস্থাননিয়মো নাবকল্পতে। ন তু নানাস্থানত্বং নভস ইব নানাসূচীপাশাদিস্থানত্বম্। বিশেষতস্তু ব্রহ্মণস্তানি তান্যুপাসনাস্থানানীতি তৈরস্য যুক্তো ব্যপদেশঃ ॥১।২।১৪॥

হয়? তাহা বলি। যদি তাঁহার "চক্ষুঃ" এই একটীমাত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই অনবকৢপ্তি দোষ (অনুচিত কল্পনা) হইত, কিন্তু শাস্ত্র তাঁহার পৃথিবী প্রভৃতি আরও অনেক স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে চক্ষুঃস্থানটীও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। (যে উদ্দেশ্যে পৃথিব্যাদি স্থানের উপদেশ, সেই উদ্দেশ্যেই এই চক্ষুঃস্থানেরও উপদেশ)। [স্থানাদি…রিত্যাদি] সূত্রকার এই সূত্রে "আদি" শব্দ দিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, শাস্ত্র যে কেবল অনুচিত স্থানের মাত্র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা নহে, অনুচিত নাম-রূপেরও উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"তাঁহার নাম 'উৎ'।" "তিনি হিরণ্যশ্মশ্রু।" ইত্যাদি। [নির্গুণ…মেব] ব্রহ্ম নির্গুণ সত্য; পরন্তু শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপাসনার নিমিত্ত নামরূপাদি গুণের আরোপপূর্ব্বক তাঁহাকে সগুণরূপে উপদেশ করা হইয়াছে। যেমন শালগ্রাম শিলাকে বিষ্ণু-উপলব্ধির বিশেষ স্থান বলা অবিরুদ্ধ, তদ্রূপ, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মেরও উপলব্ধির জন্য (তাঁহাকে জানিবার জন্য) স্থানবিশেষ উপদেশ করা অবিরুদ্ধ। এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। (যে অযোধ্যাপতি, তাহাকে গুর্জ্জরপতি বলা যায় না; কিন্তু যে সমস্ত পৃথিবীর পতি, তাহাকে গুর্জ্জরপতি ও অযোধ্যাপতি উভয়ই বলা যায়। বলিলে দোষ হয় না) ॥১।২।১৪॥

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১ । ২ । ১৫ ॥*

অপি চ, নৈবাত্র বিবদিতব্যং, কিং ব্রহ্মাস্মিন্ বাক্যেঽভিধীয়তে ন বেতি। সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব ব্রহ্মত্বং সিদ্ধম্। সুখবিশিষ্টং হি ব্রহ্ম যদ্বাক্যোপক্রমে প্রক্রান্তং, "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইতি, তদেবেহাভিহিতং, প্রকৃতপরিগ্রহস্য ন্যায্যত্বাৎ। "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ইতি চ গতিমাত্রা-

---

অপিচ প্রকৃতানুসারাদপি ব্রহ্মৈবাত্র প্রত্যেতব্যম্, ন তু প্রতিবিম্বজীবদেবতা ইত্যাহ সূত্রকারঃ।—

এবং খলূপাখ্যায়তে, "উপকোসলো হ বৈ কামলায়নঃ সত্যকামে জাবালে ব্রহ্মচর্য্যমুবাস। তস্যাচার্য্যস্য দ্বাদশ বর্ষাণ্যগ্নীনুপচচার। স চাচার্য্যোঽন্যান্ ব্রহ্মচারিণঃ স্বাধ্যায়ং গ্রাহয়িত্বা সমাবর্ত্তয়ামাস, তমেবৈকমুপকোসলং ন সমাবর্ত্তয়তি স্ম। জায়য়া চ তৎসমাবর্ত্তনায়ার্থিতোঽপি তদ্বচনমবধীর্য্যাচার্য্যঃ প্রোষিতবান্। ততোঽতিদূনমানসমগ্নিপরিচরণকুশলমুপকোসলমুপেত্য ত্রয়োঽগ্নয়ঃ করুণাপরাধীনচেতসঃ শ্রদ্দধানায়াস্মৈ দৃঢভক্তয়ে সমেত্য ব্রহ্মবিদ্যামূচিরে—'প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম' ইতি। অথোপকোসল উবাচ "বিজানাম্যহং প্রাণো ব্রহ্ম" ইতি।

অক্ষি-বাক্যে ব্রহ্ম কথিত হইয়াছে কি না, ইহা লইয়া আর বিবাদ করিতে হইবে না। কেন-না, ঐ প্রকরণে সুখবিশিষ্টের কথন থাকাতেই অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হইয়াছে। উপক্রমে অর্থাৎ প্রারম্ভে "প্রাণ ব্রহ্ম" "সুখ ব্রহ্ম" "আকাশ ব্রহ্ম" এইরূপে সুখবিশিষ্ট ব্রহ্ম কথিত হওয়ায় তৎপরবর্ত্তী অক্ষি-বাক্যেও তিনিই কথিত হইয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত অবশ্য স্বীকার্য্য। যাহা প্রকৃত—যাহার প্রস্তাব—তাহাই তদানুষঙ্গিক বাক্যের অর্থ—এ কথা ন্যায়সঙ্গত। অপিচ, "গুরু তোমার গতি বলিবেন" এই গতি কথন প্রতিজ্ঞার দ্বারাও অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয়। (১)

---

* ধ্যানার্থং ভেদকল্পনয়া, সুখবিশিষ্টস্য সুখগুণযুক্তস্য প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ অভিধানাৎ য এষ ইতি সর্ব্বনামশব্দেন কথনাৎ অক্ষিপুরুষঃ পরমেশ্বর এবেতি পূরণীয়ম্।—ঐ প্রকরণে "যঃ এষ" এই সর্ব্বনাম শব্দ আছে। ঐ সর্ব্বনাম শব্দ সুখগুণযুক্ত ব্রহ্মকেই বুদ্ধিস্থ করায়, সুতরাং ঐ অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

(১) এ সকল কথা যে আখ্যায়িকায় আছে, সে আখ্যায়িকা এই—উপকোসল নামক কোন ব্রহ্মচারী জাবাল নামক গুরুর শিষ্য ছিল। জাবাল এই শিষ্যের প্রতি অগ্নিপরিচর্য্যার ভার অর্পণ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে যান। শিষ্য বার বৎসর গুরুর প্রতিনিধি হইয়া অগ্নির পরিচর্য্যা করিলে অগ্নিদেবতা সন্তুষ্ট হইয়া "প্রাণ ব্রহ্ম" "সুখ ব্রহ্ম" "আকাশ ব্রহ্ম" এই কয়েকটী কথায় তাহাকে ব্রহ্ম উপদেশ করেন; অবশেষে বলেন, তোমার গুরু তোমাকে তোমার 'ব্রহ্মজ্ঞানে'র গতি বলিবেন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের ফলপ্রাপ্তির পথ বা প্রণালী বলি-

ভিধানপ্রতিজ্ঞানাৎ। কথং পুনর্ব্বাক্যোপক্রমে সুখবিশিষ্টং ব্রহ্ম বিজ্ঞায়ত ইতি। উচ্যতে—"প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইত্যেতদগ্নীনাং বচনং শ্রুত্বোপকোসল উবাচ—"বিজানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম, কঞ্চ খঞ্চ তু ন বিজানামি" ইতি।

তত্রেদং প্রতিবচনম্—"যদ্বাব কং, তদেব খং, যদেব খং, তদেব কম্" ইতি। তত্র খং-শব্দো ভূতাকাশে নিরূঢ়ো লোকে। যদি তস্য বিশেষণত্বেন কং-শব্দঃ সুখবাচী নোপাদীয়েত, তথা

স হি সূত্রাত্মা বিভূতিমত্তয়া ব্রহ্মরূপাবির্ভাবাদ্‌ব্রহ্মেতি, কিন্তু কং চ খং চ ব্রহ্ম ইত্যেতন্ন বিজানামি। ন হি বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্কজং সুখমনিত্যং, লোকসিদ্ধং খঞ্চ ভূতাকাশমচেতনং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি। অথৈনমগ্নয়ঃ প্রত্যূচুঃ,—'যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং, তদেব কং" ইতি। এবং সম্ভূয়োক্ত্বা প্রত্যেকঞ্চ স্ববিষয়াং বিদ্যামূচুঃ,—'পৃথিব্যগ্নিরন্নমাদিত্যঃ' ইত্যাদিনা। পুনস্ত এনং সম্ভূয়োচুঃ—'এষা সোম্য তেঽস্মদ্বিদ্যা প্রত্যেকমুক্তা স্ববিষয়া বিদ্যা, আত্মবিদ্যা চাস্মাভিঃ সম্ভূয় পূর্ব্বমুক্তা, "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম" ইতি। 'আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা' ব্রহ্মবিদ্যেয়মুক্তাঽস্মাভিঃ, গতিমাত্রং ত্ববশিষ্টং নোক্তম, তত্তু বিদ্যাফলপ্রাপ্তয়ে জাবালস্তবাচার্য্যো বক্ষ্যতীত্যুক্ত্বাগ্নয় উপরেমিরে।

এবং ব্যবস্থিতে "যদ্বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কম্" ইত্যেতদ্ব্যাচষ্টে

[কথং…বিজানামি] আরম্ভবাক্যে সুখবিশেষণে বিশেষিত পরব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন, ইহা যেরূপে জানা যায়, তাহা বলিতেছি। উপকোসল "প্রাণ ব্রহ্ম" "ক ব্রহ্ম" "খ ব্রহ্ম" এই সকল অগ্নিবাক্য শুনিয়া বলিলেন, "প্রাণ ব্রহ্ম, ইহা জানিলাম (বুঝিলাম), কিন্তু ক খ ব্রহ্ম, ইহা জানিলাম না অর্থাৎ বুঝিলাম না।" (১)

[তত্রেদং…গময়তঃ] এ কথার অগ্নিদত্ত প্রত্যুত্তর এইরূপ—"যাহা ক, তাহাই খ, যাহা খ তাহাই ক।" এই প্রত্যুত্তর-বাক্যে ভূতাকাশবাচী 'খ' যদি সুখবাচী

যেন। অনন্তর গুরু জাবাল গৃহে প্রত্যাগত হইয়া উপকোসলকে অগ্নিদেবতার অনুপদিষ্ট আত্মজ্ঞানের গতি "য এষোঽক্ষিণি" ইত্যাদিক্রমে উপদেশ করেন। সুতরাং অগ্নিপ্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার সহিত জাবালপ্রোক্ত গতিবাক্যের ঐক্য বা একার্থতা আছে। একার্থতা থাকাতেই অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয়।

(১) প্রাণ শব্দের অর্থ সূত্রাত্মা, তাহা বৃহৎ বা ব্যাপী, সুতরাং প্রাণ ব্রহ্ম, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু ক-শব্দের অর্থ সুখ, তাহা বিষয়বিশেষের যোগে জন্মে, এবং খ-শব্দের অর্থ আকাশ ভূত, সুতরাং এ দু-এর ব্রহ্মত্ব বুঝিতে পারিলাম না।

সতি কেবলে ভূতাকাশে ব্রহ্মশব্দো নামাদিম্বিব প্রতীকাভিপ্রায়েণ প্রযুক্ত ইতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। তথা কং-শব্দস্য বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্কজনিতে সাময়ে সুখে প্রসিদ্ধত্বাৎ, যদি তস্য খংশব্দো বিশেষণত্বেন নোপাদীয়েত, লৌকিকং সুখং ব্রহ্মেতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। ইতরেতরবিশেষিতৌ তু কং-খংশব্দৌ সুখাত্মকং ব্রহ্ম গময়তঃ। তত্র দ্বিতীয়ে ব্রহ্মশব্দেঽনুপাদীয়মানে কং খং ব্রহ্মেত্যেবোচ্যমানে কংশব্দস্য বিশেষণত্বেনৈবোপযুক্তত্বাৎ সুখস্য গুণস্যাধ্যেয়ত্বং স্যাৎ, তন্মা ভূদিত্যুভয়োঃ কংখংশব্দয়োর্ব্রহ্মশব্দশিরস্ত্বং "কং ব্রহ্ম, খং

ভাষ্যকারঃ—"তত্র খংশব্দঃ" ইতি। "প্রতীকাভিপ্রায়েণ" ইতি। আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্যাশ্রয়ান্তরে ক্ষেপঃ প্রতীকঃ। যথা ব্রহ্মশব্দঃ পরমাত্মবিষয়ো নামাদিষু ক্ষিপ্যতে,—ইদমেব তদব্রহ্ম জ্ঞেয়ং, যন্নামেতি। তথেদমেব তদ্ব্রহ্ম, যদ্ভূতাকাশমিতি প্রতীতিঃ স্যাৎ। ন চৈতৎপ্রতীকত্বমিষ্টম্। লৌকিকস্য সুখস্য সাধনপারতন্ত্র্যং ক্ষয়িষ্ণুতা চাময়স্তেন সহ বর্ত্তত ইতি সাময়ং সুখম্। তদেবং ব্যতিরেকে দোষমুক্ত্বোভয়াম্বয়ে গুণমাহ—"ইতরেতরবিশেষিতৌ তু" ইতি। তদর্থয়োর্ব্বিশেষিতত্বাচ্ছব্দাবপি বিশেষিতাবুচ্যেতে। সুখশব্দসমানাধিকরণো হি খংশব্দো ভূতাকাশমর্থং পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি গুণযোগেন বর্ত্ততে। তাদৃশা চ খেন সুখং বিশিষ্যমাণং সাময়াদ্ব্যাবৃত্তং নিরাময়ং ভবতি। তস্মাদুপপন্নমুভয়োপাদানম্। ব্রহ্মশব্দাভ্যাসস্য প্রয়োজনমাহ—"তত্র দ্বিতীয়ে" ইতি। ব্রহ্মপদং কংপদস্যোপরি প্রযুজ্যমানং শিরঃ, এবং খং-পদস্যাপি ব্রহ্মপদং শিরঃ যয়োঃ কংখংপদয়োঃ, তে ব্রহ্মশিরসী, তয়োর্ভাবো ব্রহ্মশিরস্ত্বম্। অস্তু, প্রস্তুতে কিমায়াতমিত্যত আহ—"তদেবং বাক্যোপক্রম" ইতি। নম্বগ্নিভিঃ পূর্ব্বং নির্দ্দিষ্টত্বাৎ ব্রহ্ম, "য এষোঽক্ষণি"

ক-বিশেষণে বিশেষিত না হইত, অর্থাৎ অগ্নি যদি ঐ বিশেষণ না দিতেন, ক-শব্দ বিশেষণ দিয়া খ-শব্দের ভূতাকাশবোধকতা নিবারণ না করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই খ-শব্দে আকাশ ভূত বুঝিতাম, এবং তদ্বিষয়ক ব্রহ্মশব্দও নামাদির ন্যায় প্রতীক (আলম্বন) অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতাম। এইরূপ, বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধজনিত সাময়িক (ক্ষয়শীল) সুখের বাচক 'ক' শব্দ আকাশবাচী খ-শব্দের দ্বারা বিশেষিত না হইলেও ক্ষয়িষ্ণু সুখকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে হইত। অতএব, উভয় উভয়ের বিশেষণ হওয়াতেই উক্ত উভয় শব্দ (ক ও খ) নিত্যসুখ পরব্রহ্মের বোধক হইয়াছে। [তত্র…দিষ্টম্] "কং ব্রহ্ম" "খং ব্রহ্ম" না বলিয়া "কং খং ব্রহ্ম" বলিলে, উপকোসল ব্রহ্মের সুখভাব ধ্যান না করিতেও পারে, ইহা ভাবিয়া, অগ্নি কং খং-শব্দের প্রত্যেকের মস্তকে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ

ব্রহ্ম” ইতি। ইষ্টং হি সুখস্যাপি গুণস্য গুণিবদ্ধ্যেয়ত্বম্। তদেবং বাক্যোপক্রমে সুখবিশিষ্টং ব্রহ্মোপদিষ্টম্। প্রত্যেকঞ্চ গার্হপত্যাদয়োঽগ্নয়ঃ স্বং স্বং মহিমানমুপদিশ্য, “এষা সোম্য তে অস্মদ্বিদ্যা আত্মবিদ্যা চ” ইত্যুপসংহরন্তঃ পূর্ব্বত্র ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টমিতি জ্ঞাপয়ন্তি। “আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা” ইতি চ গতিমাত্রাভিধানপ্রতিজ্ঞানমর্থান্তরবিবক্ষাং বারয়তি।

“যথা পুষ্করপলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবম্বিদি পাপং

ইত্যাচার্য্যবাক্যেঽপি তদেবানুবর্ত্তনীয়মিতি তু কুতঃ? ইত্যাহ—“আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তেতি চ গতিমাত্রাভিধানম্” ইতি। যদ্যপ্যেতে ভিন্নবক্তৃণী বাক্যে তথাপি পূর্ব্বেণ বক্ত্রা একবাক্যতাং গমিতে গতিমাত্রাভিধানাৎ। কিমুক্তং ভবতি—তুভ্যং ব্রহ্মবিদ্যাস্মাভিরুপদিষ্টা, তদ্বিদস্তু গতির্নোক্তা, তাঞ্চ কিঞ্চিদধিকমাধেয়ং পূরয়িত্বাচার্য্যো বক্ষ্যতীতি। তদনেন পূর্ব্বাসম্বন্ধার্থান্তরবিবক্ষা বারিতেতি।

অথৈবমগ্নিভিরুপাদিষ্টে, প্রোষিত আচার্য্যঃ কালেনাজগাম। আগতশ্চ বীক্ষ্যোপকোসলমুবাচ, “ব্রহ্মবিদ ইব তে সোম্য মুখং প্রসন্নং ভাতি, কো নু ত্বামনুশশাসেতি।” উপকোসলস্তু হ্রীণো ভীতশ্চ কো নু মামনুশিষ্যাত্ত্বগবন্ প্রোষিতে ত্বয়ীত্যাপাততোঽপজ্ঞায় নির্ব্বধ্যমানো যথাবদগ্নীনামনুশাসনমবোচৎ। তদুপশ্রুত্য চাচার্য্যঃ সুচিরং ক্লিষ্ট উপকোসলে সমুপজাতদয়ার্দ্রহৃদয়ঃ প্রত্যুবাচ,—সোম্য কিল তুভ্যমগ্নয়ো ন ব্রহ্ম সাকল্যেনাবোচন্, তদহং তুভ্যং সাকল্যেন বক্ষ্যামি, যদনুভবমাহাত্ম্যাৎ “যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবম্বিদি

করিয়াছেন। গুণীর ন্যায় গুণও ধ্যেয় (চিন্তনীয়)। এইরূপেই বাক্যারম্ভে সুখযুক্ত ব্রহ্মের অভিধান (কথন বা উপদেশ) হইয়াছে। [প্রত্যেকঞ্চ… জ্ঞাপয়ন্তি] গার্হপত্য, অন্বাহার্য্য, আহবনীয়, এই তিন অগ্নি আপন আপন মহিমা বা বিভূতি উপদেশ করিয়া (১) “হে সৌম্য! ইহাই অস্মদ্বিদ্যা (অগ্নিবিদ্যা)। যাহা আত্মবিদ্যা, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।” এইরূপে উপদেশ সমাপ্তি করতঃ প্রারম্ভ বাক্যেই (কং ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যেই) ব্রহ্ম নির্দ্দেশ থাকা জানাইয়াছেন। [আচার্য্য…বারয়তি] “গুরু তোমার গতি বলিবেন” এ বাক্যও অন্য কিছু বলিবার জন্য উচ্চারিত হয় নাই।

(১) গার্হপত্য অগ্নি উপদেশ করিলেন, পৃথিবী অগ্নি ও অন্ন, এ সকল আমার শরীর ও আমার বিভূতি বা মহিমা। অন্বাহার্য্য বলিলেন, জল, দিক্ সকল, নক্ষত্র, চন্দ্র, এ সকল আমার ঐশ্বর্য্য। আহবনীয় বলিয়াছিলেন, পঞ্চপ্রাণ, আকাশ, স্বর্গলোক, বিদ্যুৎ এ সকল আমার মহিমা। এই অংশই অগ্নিবিদ্যা এবং কং খং, ব্রহ্ম, এ অংশ ব্রহ্ম বিদ্যা বা আত্মবিদ্যা।

কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" ইতি চাক্ষিস্থানং পুরুষং বিজানতঃ পাপেনানুপঘাতং ব্রুবন্নক্ষিস্থানস্য পুরুষস্য ব্রহ্মত্বং দর্শয়তি। তস্মাৎ প্রকৃতস্যৈব ব্রহ্মণোঽক্ষিস্থানতাং সংযদ্বামত্বাদিগুণতাঞ্চ উক্ত্বা অর্চ্চিরাদিকাং তদ্বিদো গতিং বক্ষ্যামীতি উপক্রমতে "যে এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ" ইতি॥ ১।২।১৫॥

শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাচ্চ ॥১।২।১৬ *

ইতশ্চাক্ষিস্থানঃ পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ, যস্মাৎ শ্রুতোপনিষৎকস্য শ্রুতরহস্যবিজ্ঞানস্য ব্রহ্মবিদো যা গতির্দেবযানাখ্যা প্রসিদ্ধা

পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" ইতি। এবমুক্তবত্যাচার্য্যে আহোপকোসলঃ,—ব্রবীতু মে ভগবানিতি, তস্মৈ হোবাচাচার্য্যোঽর্চ্চিরাদিকাং গতিং বক্তুমনাঃ। যদুক্তমগ্নিভিঃ "প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইতি, তৎপূরণায় "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যাদি। এতদুক্তং ভবতি।—আচার্য্যেণ—যে—যং সুখং ব্রহ্মাক্ষিস্থানং সংযদ্বামং বামনীভামনীত্যেবংগুণকং প্রাণসহিতমুপাসতে, তে সর্ব্বে অপহতপাপ্মানোঽক্তৎ কৰ্ম্ম কুর্ব্বন্তু মা বা কাম্যুর্চ্চিষমর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতামভিসম্ভবন্তি প্রতিপদ্যন্তে। অর্চ্চিষোঽহরহর্দ্দেবতাং, অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষং শুক্লপক্ষদেবতাং, ততঃ ষণ্মাসান্—যেষু মাসেষূত্তরাং দিশমেতি সবিতা, তে ষণ্মাসা উত্তরায়ণং,

---

[যথা…দর্শয়তি] যদ্রূপ জল পদ্মপত্রে আশ্লিষ্ট হয় না, তদ্রূপ, যে এ তত্ত্ব জানে, তাহাতে পাপ কর্ম্ম আশ্লিষ্ট হয় না।" এ বাক্যও অক্ষিপুরুষ-জ্ঞানীর পাপস্পর্শ নিষেধ করতঃ অক্ষিপুরুষের ব্রহ্মতা প্রদর্শন করিতেছে। [তস্মাৎ… ইতি] এইসকল কারণে শ্রুতিতে প্রস্তাবিত পরব্রহ্মের অক্ষিস্থানতা ও সংযদ্বামত্বাদি গুণ উপদেশপূর্ব্বক তাদৃক্‌জ্ঞানীর দেবযান গতি বলিবার প্রারম্ভে "যে পুরুষ এই চক্ষুতে দৃষ্ট হন" ইত্যাদি প্রকার সন্দর্ভ কথিত হইয়াছে।

অক্ষিপুরুষ পরমেশ্বর, এ সম্বন্ধে অন্য হেতু এই যে, জ্ঞাতরহস্য ব্রহ্মজ্ঞের দেবযান গতি—যাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রসিদ্ধ, সেই গতি এই অক্ষিপুরুষজ্ঞ

---

* শ্রুতা বিজ্ঞাতা উপনিষদ্,—রহস্যং সগুণব্রহ্মোপাসনং যেন, তস্য যা গতির্দেবযানাখ্যা শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ প্রসিদ্ধা, তস্যা অত্র অভিধানাৎ কথনাৎ এতদ্বাক্যস্থাক্ষিপুরুষো ব্রহ্মৈবেতি শেষঃ।—সগুণব্রহ্মবেত্তার শ্রুতি-স্মৃতিপ্রসিদ্ধ দেবযান গতি এই বাক্যে কথিত হওয়ায় এ বাক্যের অক্ষিপুরুষ যে, ব্রহ্ম, ইহা নির্দ্ধারিত হয়। যখন ব্রহ্মজ্ঞানীর ও অক্ষিপুরুষজ্ঞানীর একই গতি, তখন অবশ্যই অক্ষিপুরুষ ব্রহ্ম।

শ্রুতৌ—"অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজায়ন্তে, এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎপরায়ণম্, এতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে" ইতি, স্মৃতাবপি—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥"

ইতি, সৈবেহাক্ষিপুরুষবিদোঽভিধীয়মানা দৃশ্যতে। "অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি, যদু চ ন, অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি" ইত্যুপক্রম্য "আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং, তৎপুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ, এতেন

তদ্দেবতাং প্রতিপদ্যন্তে, তেভ্যো মাসেভ্যঃ সম্বৎসরদেবতাং, তত আদিত্যম্, আদিত্যাচ্চন্দ্রমসম্, চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্। তত্র স্থিতানেতান্ পুরুষঃ কশ্চিদ্‌ব্রহ্মলোকাদবতীর্য্য অমানবোঽমানব্যাং সৃষ্টৌ ভবো ব্রহ্মলোকভব ইতি যাবৎ, স তাদৃশঃ পুরুষ এতান্ সত্যলোকস্থং কার্য্যং ব্রহ্ম গময়তি, স এব দেবপথঃ—দেবৈরর্চ্চিরাদিভির্নেতৃভিরুপলক্ষিত ইতি দেবপথঃ, স এব ব্রহ্মণা গন্তব্যেনোপলক্ষিত ইতি ব্রহ্মপথঃ, এতেন পথা প্রতিপদ্যমানাঃ সত্যলোকস্থং ব্রহ্ম, ইমং মানবং মনোঃ সর্গং, কিংভূতম্ আবর্ত্তং জন্মজরামরণপৌনঃপুন্যাবৃত্তিস্তৎকর্ত্তা আবর্ত্তো মানবো লোকস্তং নাবর্ত্তন্তে। তথা চ স্মৃতিঃ।—

জ্ঞানীর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। শ্রুতিপ্রসিদ্ধি যথা—"তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা (জ্ঞানপূর্ব্বক আত্মান্বেষণ বা ব্রহ্মধ্যান) করিয়া দেহপাতের পর সেই সকলের বলে প্রাপ্ত দেবযানপথে উপাসক সূর্য্যলোকে গমন করেন, তথা হইতে ব্রহ্মলোকে যান। এই ব্রহ্মলোক প্রাণায়তন অর্থাৎ (হিরণ্যগর্ভস্বরূপ), অমৃত (মোক্ষ) ও পরম স্থান। এ স্থান হইতে সে আর পুনরাগত হয় না।" স্মৃতিপ্রসিদ্ধি যথা—"ব্রহ্মচিন্তক মানব জ্যোতির্দ্দেবতা, দিনদেবতা, শুক্লপক্ষদেবতা ও উত্তরায়ণ দেবতা অতিক্রম করিয়া পরে ব্রহ্মস্থান প্রাপ্ত হন।" শ্রুতিতে আছে, "ব্রহ্মজ্ঞ মানব মরিলে পর তৎপুত্রেরা শবসংস্কার কার্য্য করুক আর না-ই করুক, সে অর্চ্চি প্রাপ্ত হইবেই হইবে। অর্চ্চিঃ অর্থাৎ অগ্নি। পরে তথা হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে, তথা হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে বায়ুলোকে, বায়ুলোক হইতে আদিত্যে গমন করেন। অনন্তর চন্দ্রে, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎলোকে যান। ব্রহ্ম-উপাসক যখন বিদ্যুৎলোকে যান, তখন, ব্রহ্মলোকবাসী দিব্যপুরুষ তাহাকে ব্রহ্মসদনে লইয়া যায়। ইহারই নাম দেবপথ ও ইহারই নাম ব্রহ্মপথ। এ পথ প্রাপ্ত

প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" ইতি। তদিহ ব্রহ্মবিদ্বিষয়য়া প্রসিদ্ধয়া গত্যাক্ষিস্থানস্য ব্রহ্মত্বং নিশ্চীয়তে ॥১।২।১৬।

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১।২।১৭ ॥ *

যৎ পুনরুক্তং—ছায়াত্মা বিজ্ঞানাত্মা দেবতাত্মা বা স্যাদক্ষিস্থান ইতি। অত্রোচ্যতে—ন ছায়াত্মাদিরিতর ইহ গ্রহণমর্হতি। কস্মাৎ? অনবস্থিতেঃ। ন তাবৎ ছায়াত্মনশ্চক্ষুষি নিত্যমবস্থানং সম্ভবতি। যদৈব হি কশ্চিৎ পুরুষশ্চক্ষুরাসীদতি, তদা চক্ষুষি পুরুষচ্ছায়া দৃশ্যতে, অপগতে তস্মিন্ ন দৃশ্যতে। "য এষোঽক্ষিণি পুরুষঃ" ইতি চ শ্রুতিঃ সন্নিধানাৎ স্বে চক্ষুষি দৃশ্যমানং পুরুষমুপাস্যত্বেনোপদিশতি। ন চোপাসনকালে স ছায়াকরং

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥"

তদনেনোপাখ্যানব্যাখ্যানেন—শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাচ্চ ইত্যপি সূত্রং ব্যাখ্যাতম্। ১।২।১৫—১৬ ॥

হইলে এই জন্ম-জরা-মরণ-যুক্ত মানব-সৃষ্টিতে আর পুনর্ব্বার আসিতে হয় না।" অক্ষিপুরুষ-জ্ঞানীর এবম্বিধ ব্রহ্মজ্ঞগতি বর্ণিত হওয়াতেই অক্ষিপুরুষেরও ব্রহ্মত্ব নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১ । ২ । ১৬ ॥

পূর্ব্বে সংশয়প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল যে, উক্ত অক্ষিপুরুষ হয় ছায়াত্মা, না হয় জীব, অথবা দেবতাবিশেষ? এই সংশয়িত পক্ষ নিরাসের জন্য বলা যাইতেছে যে, ঐ বাক্যে ছায়াদির গ্রহণ অসম্ভব। কেন-না, এ সকল অনবস্থিত অর্থাৎ অনিত্য (কদাচিৎ কখনও থাকে বা হয়)। [ন…দৃশ্যতে] সকল সময়েই যে চক্ষুতে ছায়া থাকে, তাহা নহে। যখন কোন পুরুষ চক্ষুঃসমীপে আইসে, তখনই চক্ষুতে সেই সমীপাগত পুরুষের ছায়া পড়ে, দৃষ্ট হয়। সে চলিয়া গেলে তাহা আর থাকে না। শ্রুতি, নিজ চক্ষুঃস্থ সাক্ষাৎ দৃশ্যমান পুরুষের উপাসনা করিতে

* অনবস্থিতেঃ নিত্যাবস্থানাভাবাৎ অমৃতত্বাদিগুণানামসম্ভবাচ্চ ইতর ঈশ্বরাদন্যঃ ছায়াত্মাদিঃ ন তদ্বাক্যগম্য ইতি সূত্রার্থঃ।—ছায়াত্মাদি সদাস্থিত নহে, অনিত্য, অনিত্যের উপাস্যতা ও অমৃতত্বাদি গুণ অসম্ভব, সুতরাং অনিত্য ছায়াত্মাদি ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য নহে।

কঞ্চিৎ পুরুষং চক্ষুঃসমীপে সন্নিধাপ্যোপাস্ত ইতি যুক্তং কল্পয়িতুম্। "অস্যৈব শরীরস্য নাশমন্বেষ নশ্যতি" ইতি শ্রুতিশ্ছায়াত্মনোঽনবস্থিতত্বং দর্শয়তি। অসম্ভবাচ্চ। তস্মিন্নমৃতত্বাদীনাং গুণানাং ন ছায়াত্মনি প্রতীতিঃ। তথা বিজ্ঞানাত্মনোঽপি সাধারণে কৃৎস্নশরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধে সতি চক্ষুষ্যেবাবস্থিতত্বং বক্তুং ন শক্যম্। ব্রহ্মণস্তু সর্ব্বব্যাপিনোঽপি দৃষ্ট উপলব্ধ্যর্থো হৃদয়াদিদেশবিশেষসম্বন্ধঃ। সমানশ্চ বিজ্ঞানাত্মন্যপ্যমৃতত্বাদীনাং গুণানামসম্ভবঃ।

যদ্যপি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোনঽন্য এব, তথাপি অবিদ্যাকামকর্ম্মকৃতং তস্মিন্মর্ত্ত্যত্বমধ্যারোপিতং ভয়ঞ্চ—ইত্যমৃতত্বাভয়ত্বে

য এষোঽক্ষণীতি নিত্যবৎ শ্রুতমনিত্যে ছায়াপুরুষে নাবকল্পতে। কল্পনাগৌরবং চাস্মিন্ পক্ষে প্রসজ্যত ইত্যাহ।—"ন চোপাসনাকাল" ইতি। "তথা

বলিতেছেন, কিন্তু নিজ চক্ষুঃস্থ ছায়া নিজচক্ষে দেখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। (সুতরাং উপাস্য অক্ষিপুরুষ ছায়াপুরুষ নহে)। উপাসক উপাসনাকালে কোন এক ছায়াকর পুরুষকে চক্ষুঃসমীপে রাখিয়া উপাসনা করিবে, এরূপ কল্পনাও সঙ্গত হয় না। (অপর ব্যক্তি ছায়া দেখুক, আমি উপাসনা করি, এরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে না)। ছায়াপুরুষ যে অনিত্য, তাহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"ছায়াত্মা এ শরীরের অদর্শনে অদৃশ্য হয়।" [অসম্ভ···শক্যম্] ছায়ায় অমৃতত্বাদি গুণ থাকাও সম্ভব নহে। ছায়ায় ঐ সকল ব্রহ্মগুণের প্রতীতি হয় না। বিজ্ঞানাত্মা জীব, তাহার স্থান চক্ষুঃ, এ কথাও বলিতে পার না। জীবের সহিত সমস্ত অঙ্গের সমান সম্বন্ধ থাকিতে "জীব চক্ষুতেই দৃশ্য" কেন এরূপ বলিতে সাহসী হইবে? (যাহার চক্ষুঃ নাই, যে জন্মান্ধ, সেও অন্যের সহিত সমান অহংঅভিমান ধারণ করে। অতএব, কেবল চক্ষুঃই যে জীবাভিব্যক্তির স্থান, তাহা নহে)। [ব্রহ্মণস্ত···এব] যদি বল, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মেরও চক্ষুঃ স্থান বলা সঙ্গত নহে, তাহা বলিতে পার না। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হইলেও তাঁহার উপলব্ধির নিমিত্ত, তাঁহাকে অনুভব করাইবার জন্য, শ্রুতি হৃদয়াদি স্থান বলিয়াছেন। (সুতরাং তাহা দোষ নহে)। ব্রহ্মে অমৃতাদি বিশেষণ অসম্ভব হয় না; কিন্তু জীবে তাহা অসম্ভব। ছায়ায় ঐ সকল ধর্ম্ম যদ্রূপ অসম্ভব, জীবেও তদ্রূপ অসম্ভব। যদিও জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই (অভিন্নই), তথাপি, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম, ইহারা জীবে মরণ-ধর্ম্মের ও ভয়ের আরোপ করিয়াছে; সুতরাং জীবের বাস্তব অমরত্ব

নোপপদ্যেতে। সংযদ্বামত্বাদয়শ্চৈতস্মিন্ননৈশ্বর্য্যাদনুপপন্না এব। দেবতাত্মনস্তু "রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" ইতি শ্রুতেঃ যদ্যপি চক্ষুষ্যবস্থানং স্যাৎ, তথাপ্যাত্মত্বং তাবন্ন সম্ভবতি, পরাগ্রূপতাৎ। অমৃতত্বাদয়োঽপি ন সম্ভবন্তি, উৎপত্তিপ্রলয়-শ্রবণাৎ। অমরত্বমপি দেবানাং চিরকালাবস্থানাপেক্ষম্। ঐশ্বর্য্যমপি পরমেশ্বরায়ত্তং ন স্বাভাবিকম্।

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বর এবায়মক্ষিস্থানঃ প্রত্যে-তব্যঃ। অস্মিংশ্চ পক্ষে "দৃশ্যতে" ইতি প্রসিদ্ধবদুপাদানং শাস্ত্রাপেক্ষং বিদ্বদ্বিষয়ং প্ররোচনার্থমিতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ ১।২।১৭॥

বিজ্ঞানাত্মনোঽপি" ইতি। বিজ্ঞানাত্মনো হি ন প্রদেশে উপাসনাঽন্যত্র দৃষ্টচরী, ব্রহ্মণস্তু তত্র শ্রুতপূর্ব্বেত্যর্থঃ। "ভীষা" ভিয়া "অস্মাৎ" ব্রহ্মণঃ। শেষমতি-রোহিত্যর্থম্॥ ১।২।১৭॥

ও অভয়ত্ব অসম্ভব। ঈশ্বরত্ব না থাকায় জীবে সংযদ্বামত্বাদি গুণ সর্ব্বথা অনুপপন্নই আছে। [দেবতা…বর্ণাৎ] "ঐ সূর্য্য এই চক্ষুতে রশ্মিরূপে আছেন।" এই শ্রুতি অনুসারে যদিও চক্ষুতে সূর্য্যদেবতার অবস্থান সম্ভব হয়, তথাপি আত্মত্ব সম্ভব হয় না। কেন-না, কেহই বাহিরের বস্তুকে আত্মা বলে না। শ্রুতিতে সূর্য্য-দেবতার উৎপত্তি ও প্রলয় অভিহিত আছে; সুতরাং তাঁহাতে অমৃতত্বাদি গুণ (বিশেষণ) অনুপপন্ন। দীর্ঘজীবিত্বই দেবতার অমরত্ব। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যও (ঈশ্বরত্বও) পরমেশ্বরের অধীন; স্বাধীন বা স্বাভাবিক নহে। যথা—"বায়ু পরমেশ্বরের ভয়েই প্রবাহিত হন, সূর্য্য উদিত হন, অগ্নি ও ইন্দ্র আপন আপন কার্য্য করেন, পঞ্চম মৃত্যুও গতায়ুজীবের প্রতি ধাবিত হন।" [তস্মাৎ…ব্যাখ্যেয়ম্] অতএব, অক্ষিপুরুষকে পরমেশ্বর বলিয়াই জান। "দৃশ্যতে—দৃষ্ট হয়" কথাটীকে প্রসিদ্ধি অনুসারে অনুভব অর্থে নীত কর, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানীর শাস্ত্রীয় জ্ঞানে ঐরূপ প্রত্যক্ষ বা অনুভূত হইয়া থাকেন, এইরূপ অর্থ কর।১।২।১৭॥

অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১।২।১৮ ॥ *

"য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতান্যন্তরো যময়তি" ইত্যুপক্রম্য শ্রূয়তে—"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদি। অত্র অধিদৈবতমধিলোকমধিবেদমধিযজ্ঞমধিভূতমধ্যাত্মঞ্চ কশ্চিদন্তর-

"স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতং দেহং তেনান্তশ্চ নিযচ্ছতি।
তস্মাদিরশরীরস্তু নাত্মান্তর্যামিতাং ভজেৎ ॥"

প্রবৃত্তিনিয়মলক্ষণং হি কার্য্যং চেতনস্য শরীরিণঃ স্বশরীরেন্দ্রিয়াদৌ বা শরীরেণ বা বাস্যাদৌ দৃষ্টং, নাশরীরস্য ব্রহ্মণো ভবিতুমর্হতি। ন হি জাতু বটাঙ্কুরঃ কুটজবীজাজ্জায়তে। তদনেন জন্মাদ্যস্য যত ইত্যেতদপ্যাক্ষিপ্তং বেদিতব্যম্। তস্মাৎ পরমাত্মনঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিরহিতস্যান্তর্য্যামিতায়া অসম্ভবাৎ প্রধানস্য বা পৃথিব্যাদ্যভিমানবত্যা দেবতায়া বা অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যযোগিনো যোগিনো বা জীবাত্মনো বান্তর্যামিতা স্যাৎ। তত্র যদ্যপি প্রধানস্যাদৃষ্টত্বাশ্রুতত্বামতত্বাবিজ্ঞাতত্বানি সন্তি, তথাপি তস্যাচেতনস্য দ্রষ্টৃত্বশ্রোতৃত্বমন্তৃত্ববিজ্ঞাতৃত্বানাং শ্রুতানামভাবাদনাত্মত্বাচ্চ "এষ ত আত্মা" ইতি শ্রুতেরনুপপত্তেন প্রধানস্যান্তর্যামিতা। যদ্যপি পৃথিব্যাদ্যভিমানিনো দেবস্যাত্মত্বমস্তি, অদৃষ্টত্বাদয়শ্চ সহদ্রষ্টৃত্বাদিভিরুপপদ্যন্তে, শরীরেন্দ্রিয়াদিযোগশ্চ, "পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনোজ্যোতিঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, তথাপি তস্য প্রতিনিয়তযমনাৎ

আরণ্যক শ্রুতিতে "যিনি এ লোক, পরলোক ও ভূত সকল নিয়মিত করিতেছেন" এই উপক্রমের পর শুনা যায়, "যিনি পৃথিবী হইতে ভিন্ন, অথচ পৃথিবীতে আছেন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, অমৃত ও অন্তর্যামী" ইত্যাদি। এই বাক্যে কোন এক অধিদৈবত, অধিলোক, অধিবেদ,

---

* বৃহদারণ্যকে, অধিদৈবাদিষু পৃথিবীদেবতাদ্যধিষ্ঠানেষু, শ্রূয়মাণোঽন্তর্যামী নিয়ন্তা পরমেশ্বর এব নান্য ইতি শেষঃ। কুতঃ? তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ, তস্য পরমেশ্বরস্য ধর্ম্মা নিয়ন্তৃত্বাদয়ঃ, তেষাং নির্দ্দেশাৎ।—বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে যিনি অন্তর্যামি নামে কথিত হইয়াছেন, তিনি পরমেশ্বর। হেতু এই যে, সেখানে যে সকল গুণের উপদেশ আছে, সে সমস্তই পরমেশ্বরের গুণ। (ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

বস্থিতো যময়িতান্তর্য্যামী ইতি শ্রূয়তে। স কিমধিদেবাদ্যভিমানী দেবতাত্মা কশ্চিৎ, কিংবা প্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যঃ কশ্চিদ্‌যোগী, কিংবা পরমাত্মা, কিংবার্থান্তরং কিঞ্চিৎ—ইত্যপূর্ব্বসংজ্ঞাদর্শনাৎ সংশয়ঃ। কিং তাবন্নঃ প্রতিভাতি? সংজ্ঞায়া অপ্রসিদ্ধত্বাৎ সংজ্ঞিনাপ্যপ্রসিদ্ধেনার্থান্তরেণ কেনচিৎ ভবিতব্যমিতি। অথবা নানিরূপিতরূপমর্থান্তরং শক্যমস্তীত্যভ্যুপগন্তুম্। অন্তর্যামিশব্দশ্চান্তর্যমণযোগেন প্রবৃত্তো নাত্যন্তমপ্রসিদ্ধঃ। তস্মাৎ পৃথিব্যাদ্যভিমানী কশ্চিদ্দেবোঽন্তর্যামী স্যাৎ।

'যঃ সর্ব্বান্ লোকানন্তরো যময়তি, যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরোযময়তি' ইতি শ্রুতিবিরোধাদনুপপত্তেঃ, যোগী তু যদ্যপি লোকভূতবশিতয়া সর্ব্বান্ লোকান্ সর্ব্বাণি চ ভূতানি নিয়ন্তুমর্হতি,—তত্র তত্রানেকবিধদেহেন্দ্রিয়াদিনির্ম্মাণেন "স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, তথাপি জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদিতি বক্ষ্যমাণেন ন্যায়েন বিকারবিষয়ে বিস্তাসিদ্ধানাং ব্যাপারাভাবাৎ সোঽপি নান্তর্যামী। তস্মাৎ পারিশেষ্যাজ্জীব এব চেতনো দেহেন্দ্রিয়াদিমান্ দ্রষ্টৃত্বাদিসম্পন্নঃ স্বয়মদৃষ্টাদিঃ স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাদমৃতশ্চ দেহনাশেঽপ্যনাশাৎ। অন্যথামুষ্মিকফলোপভোগাভাবেন কৃতবিপ্রণাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ। য আত্মনি তিষ্ঠন্নিতি চাভেদেঽপি কথঞ্চিদ্ভেদোপচারাৎ 'স

অধিযজ্ঞ, অধিভূত ও অধ্যাত্ম (১) পদার্থ অন্তর্যামী নামে কথিত হইয়াছে। [স…সংশয়ঃ] ঐ নাম ও ঐ পদার্থ পূর্ব্বপরিচিত নহে; কাজেই সংশয় হয় যে, ঐ অন্তর্যামী কে?—পৃথিব্যাদির দেবতা? না কোন যোগী? কিংবা পরমাত্মা? অথবা অন্য কিছু? [কিং…প্রসিদ্ধঃ] প্রথমে এইরূপ বুদ্ধি হয়,—ঐ নাম যখন অপ্রসিদ্ধ, অপরিচিত, তখন উহার প্রতিপাদ্য বস্তুও অপ্রসিদ্ধ বা অপরিচিত হওয়াই উচিত। অথবা যাহার স্বরূপ অপরিচিত (অজ্ঞাত), তাহা আছে বলিয়া স্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত নহে। পক্ষান্তরে ঐ নাম নিতান্ত অজ্ঞাতও নহে। কেননা, ঐ অন্তর্যামী অন্তরে থাকা ও নিয়মযুক্ত করা এই অর্থ লইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। [তস্মাৎ…তৃত্বম্] অতএব, ঐ অন্তর্যামী পৃথিব্যাদির অভিমানী দেবতাবিশেষ হইতে পারে।

(১) অধিদৈবত—যিনি সকল দেবতায় অধিষ্ঠাতারূপে আছেন। অধিলোক—সকল লোকে থাকেন। অধিবেদ—যিনি সকল বেদে বিদ্যমান। অধিযজ্ঞ—যিনি সমস্ত যজ্ঞে থাকেন। অধিভূত—যিনি সকল ভূতে আছেন। অধ্যাত্ম—যিনি সকল আত্মায় (প্রাণে, মনে ও বুদ্ধিতে) আছেন।

তথা চ শ্রূয়তে, "পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনো জ্যোতিঃ" ইত্যাদি।

স চ কার্য্যকরণবত্ত্বাৎ পৃথিব্যাদীনন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তীতি যুক্তং দেবতাত্মনো যময়িতৃত্বম্। যোগিনো বা কস্যচিৎ সিদ্ধস্য সর্ব্বানুপ্রবেশেন যময়িতৃত্বং স্যাৎ, ন তু পরমাত্মা প্রতীয়েত, অকার্য্যকরণবত্ত্বাৎ, ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—

যোঽন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু শ্রূয়তে, স পরমাত্মৈব স্যাৎ, নান্য ইতি। কুতঃ? তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ। তস্য হি পরমাত্মনো

ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্নি'ইতিবৎ 'যমাত্মা ন বেদ' ইতি চ স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাভিপ্রায়ম্। যস্যাত্মা শরীরমিত্যাদি চ সর্ব্বং স্বে মহিম্নীতিবৎ যোজনীয়ম্। যদি পুনরাত্মনোঽপি নিয়ন্তরন্যো নিয়ন্তা ভবেৎ বেদিতা বা, তততস্যাপ্যন্য ইত্যনবস্থা স্যাৎ। সর্ব্বলোকভূতনিয়ন্তৃত্বঞ্চ জীবস্যাদৃষ্টদ্বারা। তদুপার্জ্জিতৌ হি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নিযচ্ছত ইত্যনয়া দ্বারা জীবো নিযচ্ছতি। একবচনঞ্চ জাত্যভিপ্রায়ম্। তস্মাজ্জীবাত্মৈবান্তর্যামী, ন পরমাত্মেতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

"দেহেন্দ্রিয়াদিনিয়মে নান্য দেহেন্দ্রিয়ান্তরম্।
তৎকর্ম্মোপার্জ্জিতং তচ্চেত্তদবিদ্যার্জ্জিতং জগৎ॥"

শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু তাবৎ অত্রভবতঃ সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বশক্তেঃ পরমেশ্বরস্য জগদ্যোনিত্বমবগম্যতে। ন তৎ পৃথগ্জনসাধারণ্যানুমানাভাসেনাগমবিরোধিনা শক্যমপহ্নোতুম্। তথা চ সর্ব্বং বিকারজাতং তদবিদ্যাশক্তিপরিণামস্তস্য শরীরেন্দ্রিয়স্থানে বর্ত্ততে—ইতি যথাযথং পৃথিব্যাদিদেবতাদিকার্য্য-

---

শ্রুতিতেও ঐরূপ দেবতার কথা শুনা যায়। যথা—"পৃথিবী যে দেবতার শরীর, অগ্নি চক্ষুঃ, জ্যোতিঃ মন" ইত্যাদি। এই জন্যই বলি, কথিতপ্রকার শরীরেন্দ্রিয়যুক্ত সেই দেব পৃথিব্যাদির অন্তরে থাকিয়া পৃথিবী প্রভৃতিকে নিয়মযুক্ত (সু-শৃঙ্খল) করিতেছেন। কথিতপ্রকার দেবতাত্মার নিয়মন শক্তি থাকা যুক্তিযুক্তও বটে। [যোগিনো…চ্যতে] সিদ্ধ যোগীরাও সর্ব্বপ্রবেশে সমর্থ; তদনুসারে তাঁহাদেরও অন্তর্যামিতা সম্ভবপর হয়। কিন্তু পরমাত্মার যখন শরীর নাই, এবং ইন্দ্রিয়ও নাই, তখন তাঁহার অন্তর্যামিতা নিতান্তই অসম্ভব। এবম্বিধ সংশয়িত প্রতীতির (পূর্ব্বপক্ষের) সিদ্ধান্তনিমিত্ত ১৮ সূত্র বলা হইয়াছে।

[যো…দৃশ্যন্তে] অর্থ এই যে, যিনি অধিদৈবাদিক্রমে অন্তর্যামী নামে কথিত হইয়াছেন, তিনি পরমাত্মা। হেতু এই যে, ঐ বাক্যে পরমাত্মার ধর্ম্ম বা

ধর্ম্মা ইহ নির্দ্দিশ্যমানা দৃশ্যন্তে। পৃথিব্যাদি তাবদধিদৈবাদি-ভেদভিন্নং সমস্তং বিকারজাতমন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তীতি পরমাত্মনো যময়িতৃত্বং ধর্ম্ম উপপদ্যতে। সর্ব্ববিকারকারণত্বে সতি সর্ব্বশক্ত্যুপপত্তেঃ। "এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইতি চাত্মত্বামৃতত্বে মুখ্যে পরমাত্মন উপপদ্যেতে। "যং পৃথিবী ন বেদ" ইতি চ পৃথিবীদেবতায়া অবিজ্ঞেয়মন্তর্যামিণং ব্রুবন্ দেবতাত্মনোঽন্যমন্তর্যামিণং দর্শয়তি। পৃথিবীদেবতা হ্যহমস্মি পৃথিবীত্যাত্মানং বিজানীয়াৎ। তথা, "অদৃষ্টোঽশ্রুতঃ" ইত্যাদিব্যপদেশো রূপাদিবিহীনত্বাৎ পরমাত্মন উপপদ্যত ইতি।

যত্তু কার্য্যকরণহীনস্য পরমাত্মনো যময়িতৃত্বং নোপপদ্যত ইতি, নৈষ দোষঃ। যান্নিয়চ্ছতি, তৎকার্য্যকরণৈরেব তস্য কার্য্যকরণবত্ত্বোপপত্তেঃ। তস্যাপ্যন্যো নিয়ন্তেত্যনবস্থাদোষশ্চ

গুণ উক্ত আছে। [পৃথি…পত্তেঃ] অন্তরে থাকিয়া অধিদৈব, অধিভূত ও অধ্যাত্ম বিকার-সমূহকে (জন্যপদার্থ-সমূহকে) নিয়মিত (স্বকার্য্যে নিয়োজিত ও সুশৃঙ্খল) করিতেছেন, এ কথাতে পারমেশ্বরিক নিয়ন্তৃত্বই ব্যক্ত হইতেছে। পরমেশ্বরই সকলের কারণ, তন্নিমিত্ত তাঁহাতেই সর্ব্বশক্তিত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব উপপন্ন হয়। [এষ…জানীয়াৎ] "এই অন্তর্যামী তোমার আত্মা এবং ইনি অমৃত" এতদ্বাক্যস্থ আত্মা ও অমৃত শব্দ পরমাত্মাতেই মুখ্যরূপে উপপন্ন হয়। ঐ অন্তর্যামী যে, পৃথিবীদেবতা নহে, তাহা "পৃথিবী যাঁহাকে জানে না" এই বাক্যে প্রোক্ত অন্তর্যামীকে পৃথিবীদেবতার অজ্ঞেয় বলাতেই বলা হইয়াছে। [তথা…অন্তর্য্যামী] তিনি অদৃষ্ট, অশ্রুত, এ সকল কথাও রূপাদিবিহীন পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয় (খাটে)।

পূর্ব্বে যে, বলিয়াছিলে, শরীরেন্দ্রিয়শূন্য পরমাত্মার নিয়ন্তৃত্ব অসম্ভব, বস্তুতঃ তাহা অসম্ভব নহে। হেতু এই যে, তিনি যাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাহাদের শরীরেন্দ্রিয়ই তাঁহার শরীরেন্দ্রিয় বলিয়া গণ্য হয়। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণীর শরীরেন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকাতেই তাঁহার সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব সম্ভব হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, চৈতন্যের সন্নিধান-বলেই জড়শরীরে ব্যাপারবিশেষ উৎপন্ন হয়, সেই সেই ব্যাপারবিশেষের নাম নিয়মন। এরূপ নিয়মন, চিদাত্মার স্বরূপসন্নিধানবলেই সম্পন্ন হয় ; সুতরাং তদ্বিষয়ে

ন সম্ভবতি, ভেদাভাবাৎ। ভেদে হি সত্যনবস্থাদোষোপপত্তিঃ। তস্মাৎ পরমাত্মৈবান্তর্য্যামী ॥ ১।২।১৮॥

ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১।২।১৯॥ *

স্যাদেতৎ, অদৃষ্টত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সাঙ্খ্যস্মৃতিকল্পিতস্য প্রধানস্যাপ্যুপপদ্যন্তে, রূপাদিহীনতয়া তস্য তৈরভ্যুপগমাৎ। "অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ" ইতি হি স্মরন্তি। তস্যাপি

করণৈস্তানেব পৃথিব্যাদিদেবতাদীন্ শক্নোতি নিয়ন্তুম্। ন চানবস্থা। ন হি নিয়ন্ত্রন্তরং তেন নিয়ম্যতে, কিন্তু যো জীবো নিয়ন্তা লোকসিদ্ধঃ, স পরমাত্মৈবোপাধ্যবচ্ছেদ-কল্পিতভেদস্তথা ব্যাখ্যায়ত ইত্যসকৃদাবেদিতং, তৎ কুতো নিয়ন্ত্রন্তরং কুতশ্চানবস্থা। তথা চ নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদ্যা অপি শ্রুতয় উপপন্নার্থাঃ। পরমার্থতোঽন্তর্যামিণোঽন্যস্য জীবাত্মনো দ্রষ্টুরভাবাৎ। অবিদ্যাকল্পিতজীবপরমাত্মভেদাশ্রয়াস্তু জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভেদশ্রুতয়ঃ প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণানি সংসারানুভবো বিধিনিষেধশাস্ত্রাণি চ। এবঞ্চাধিদৈবাদিষ্বেকস্যৈবান্তর্যামিণঃ প্রত্যভিজ্ঞানং সমঞ্জসং ভবতি। যঃ সর্ব্বান্ লোকান্ যঃ সর্ব্বাণি

তাঁহার শরীর থাকার অপেক্ষা নাই; কাজেই শরীরেন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি ঐরূপে নিয়মন করিতে পারেন)। অপিচ, ভেদ না থাকাতে, দেহের নিয়ন্তা জীব, জীবের নিয়ন্তা অন্য, আবার তাহারও নিয়ন্তা অন্য, এরূপ অনবস্থা দোষও হয় না। যদি ভিন্ন ভিন্ন নিয়ন্তা থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই অনবস্থা দোষ ঘটিত; এখানে কিন্তু তাহা নাই। শাস্ত্র একমাত্র পরমেশ্বরকেই সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়াছেন। অতএব, ঐ অন্তর্য্যামী পুরুষ পরমেশ্বরই; অন্য কেহ নহে ॥ ১ । ২ । ১৮ ॥

ভাল, কথিত সিদ্ধান্ত সত্য হয় হউক; পরন্তু অন্য প্রকার সিদ্ধান্তও হইতে পারে। অদৃষ্টত্ব ও অশ্রুতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি সাংখ্যস্মৃতিকল্পিত প্রকৃতির পক্ষেও সঙ্গত হইতে পারে; কারণ, সাংখ্যাচার্য্যেরা প্রকৃতিকে রূপাদিবিহীন বলিয়া স্বীকার করেন; এবং স্মৃতিশাস্ত্রও প্রধানকে "অতর্কণীয়, অজ্ঞেয় ও সর্ব্বত্র প্রসুপ্তের ন্যায়" বলেন। (রূপাদি না থাকায় অবিজ্ঞেয় ও অতর্কণীয় এবং প্রসুপ্তের ন্যায় অর্থাৎ জড়স্বভাব)। এই প্রধানই সর্ব্ববিকারের (জন্য বস্তুর) কারণ;

* স্মার্ত্তং সাংখ্যস্মৃত্যুক্তং প্রধানম্ অপি ন—অন্তর্যামিশব্দেন নোক্তমিত্যর্থঃ। হেতুমাহ—অতদিতি।—অতৎ অপ্রধানং চৈতন্যমিতি যাবৎ, তস্য ধর্ম্মাস্তেষাম্ অভিলাপাৎ কথনাৎ।—সাংখ্যস্মৃতি-কল্পিত প্রধান অন্তর্যামী নহে। হেতু এই যে, ঐ বাক্যে চৈতন্যধর্ম্মের অভিলাপ অর্থাৎ কথন আছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

নিয়ন্তৃত্বং সর্ব্ববিকারকারণত্বাদুপপদ্যতে। তস্মাৎ প্রধানমন্তর্যামি-শব্দং স্যাৎ। ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যত্র নিরাকৃতমপি সৎ প্রধানমিহ অদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশসম্ভবেন পুনরাশঙ্ক্যতে। তত উত্তরমুচ্যতে—ন চ স্মার্ত্তং প্রধানমন্তর্যামিশব্দং ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ? অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ। যদ্যপ্যদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশঃ প্রধানস্য সম্ভবতি, তথাপি ন দ্রষ্টৃত্বাদিব্যপদেশঃ সম্ভবতি, প্রধানস্যাচেতনত্বেন তৈরভ্যুপগমাৎ। "অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা" ইতি হি বাক্যশেষ ইহ ভবতি। আত্মত্বমপি ন প্রধানস্যোপপদ্যতে। যদি প্রধানমাত্মত্বদ্রষ্টৃত্বাদ্যসম্ভবান্নান্তর্যাম্যভ্যুপগম্যতে, শারীরস্তর্হ্যন্তর্যামী ভবতু। শারীরো হি চেতনত্বাদ্ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা চ ভবতি আত্মা চ প্রত্যক্ত্বাৎ। অমৃতশ্চ

ভূতানীত্যত্র য ইত্যেকবচনমপ্যুপপদ্যতে। অমৃতত্বঞ্চ পরমাত্মনি সমঞ্জসং নান্যত্র। য আত্মনি তিষ্ঠন্নিত্যাদৌ চাভেদেঽপি ভেদোপচারক্লেশো ন ভবিষ্যতি। তস্মাৎ পরমাত্মান্তর্যামী ন জীবাদিরিতি সিদ্ধম্। পৃথিব্যাদিস্তনয়িত্নুস্তমধিদৈবম্। যঃ সর্ব্বেষু লোকেষিত্যধিলোকম্। যঃ সর্ব্বেষু বেদে-

---

সুতরাং তদনুগত সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব প্রধানেও সম্ভবে। এই সকল যুক্তিতে অন্তর্যামী শব্দের অর্থ প্রধান, ইহা অভিহিত হউক। [ঈক্ষতে···লাপাৎ] "ঈক্ষতের্নাশব্দং" সূত্রে প্রধানবাদ নিরাকৃত হইলেও পুনর্ব্বার এখানে "অদৃষ্ট" প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে প্রধানবাদের আশঙ্কা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর পাঠ করিতেছেন—সাংখ্যোক্ত প্রধান কখনই অন্তর্যামী শব্দের অর্থ হইতে পারে না। কারণ এই যে, অন্তর্যামী-শ্রুতিতে চেতন-ধর্ম্মেরই কথন আছে, অর্থাৎ শ্রুতি অন্তর্যামীকে দ্রষ্টা বলিয়াছেন। [যদ্য···পদ্যতে] যদিও প্রধানের রূপাদি না থাকায় "অদৃষ্ট" প্রভৃতি বিশেষণ সম্ভব হয়; কিন্তু "দ্রষ্টা" প্রভৃতি বিশেষণ অসম্ভব। প্রধান অচেতন; সুতরাং তিনি দ্রষ্টা নহেন। অচেতনের দর্শনশক্তি নাই। এদিকে শ্রুতি অন্তর্যামী বাক্যের শেষে অন্তর্যামীকে "অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা" বলিয়াছেন। অপিচ, প্রধানে আত্মশব্দের প্রয়োগও অনুপপন্ন হয় অর্থাৎ মুখ্যরূপে উপপন্ন হয় না। প্রকৃতি বাহিরের বস্তু, আত্মা নহে। [যদি···পঠতি] আশঙ্কা।—প্রধানে আত্মত্ব ও দ্রষ্টৃত্ব সম্ভবপর হয় না; তৎকারণে প্রধান যদি অন্তর্যামী না হয়, তবে জীবই ঐ অন্তর্যামী হউক। জীব চেতন; তৎকারণে তাহাতে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা আত্মা—সমস্ত বিশেষণই সঙ্গত হইবে। জীব ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জন করে; তদনুসারে জীবে অমরত্ব-

ধর্ম্মাধর্ম্মফলোপভোগোপপত্তেঃ। অদৃষ্টত্বাদয়শ্চ ধর্ম্মাঃ শারীরে সুপ্রসিদ্ধাঃ, দর্শনাদিক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তরি প্রবৃত্তিবিরোধাৎ, "ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। তস্য চ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতমন্তর্যময়িতুং শীলং, ভোক্তৃত্বাৎ। তস্মাচ্ছারীরোঽন্তর্যামীতি। অত উত্তরং পঠতি—॥ ১।২।১৯ ॥

শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥১।২।২০॥*

নেতি পূর্ব্বসূত্রাদনুবর্ত্ততে। শারীরশ্চ নান্তর্যামী স্যাৎ। যদ্যপি দ্রষ্টৃত্বাদয়ো ধর্ম্মাস্তস্য সম্ভবন্তি, তথাপি ঘটাকাশবদুপাধিপরিচ্ছিন্নত্বাৎ ন স কাৎস্নেঁ্যন পৃথিব্যাদিষ্বন্তরবস্থাতুং নিয়ন্তুঞ্চ শক্নোতি। অপি চ, উভয়েঽপি হি শাখিনঃ কাণ্বা মাধ্যন্দিনা-

ষিত্যধিবেদম্। যঃ সর্ব্বেষু যজ্ঞেষিত্যধিযজ্ঞম্। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষিত্যধিভূতম্। প্রাণাদ্যাত্মান্তমধ্যাত্মম্। সংজ্ঞায়া অপ্রসিদ্ধত্বাদিত্যুপক্রমমাত্রং পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। "দর্শনাদিক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তরি প্রবৃত্তিবিরোধাৎ"। কর্ত্তরি আত্মনি প্রবৃত্তিবিরোধাদিত্যর্থঃ ॥ ১ । ২ । ১৮ ॥ ১৯ ॥

ধর্ম্মের সম্ভাবনাও আছে। (প্রভূত ধর্ম্ম সঞ্চিত হইলে জীব স্বর্গ লাভ করে ও স্বর্গবাসীরা অমর, এ কথা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ)। "অদৃষ্ট" বিশেষণটীও জীবে সঙ্গত হয়। জীব সমস্ত পদার্থ দেখে, আপনাকে দেখে না, ইহা সঙ্গত কথা। কেননা, যে কর্ত্তা, সে কখনই কর্ম্ম হয় না। অপিচ, ভোক্তা জীব এই ভোগ্য শরীরের অন্তরে থাকিয়া ইহাকে নিয়ন্ত্রিত (ইচ্ছানুরূপে পরিচালিত) করিতেছে; সুতরাং জীবই অন্তর্যামী॥ ১ । ২ । ১৯ ॥ ইহার প্রত্যুত্তর এই—

এখানে পূর্ব্বসূত্রের ন-কার সংযোজিত করিতে হইবে। অর্থ হইবে, জীবও অন্তর্যামী নহে। হেতু এই যে, জীবে দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্মের সম্ভব থাকিলেও,ঘটাকাশের ন্যায় উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীব সমুদায় পৃথিবীর অন্তরে থাকিতে ও সমুদায় পৃথিবীকে

* শারীরশ্চ জীবোঽপি নান্তর্যামীতি শেষঃ। হি যতঃ, উভয়েঽপি কাণ্বা মাধ্যন্দিনাশ্চ, অন্তর্যামিনো ভেদেন নিয়ম্যত্বেন এনং শারীরম্ অধীয়তে কথয়ন্তি ইত্যর্থঃ।—জীবও ঐ অন্তর্যামি শব্দের অর্থ নহে। হেতু এই যে, কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখাতেই জীবের ভিন্নতা কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ উভয় শাখাকেই—জীব অন্তর্যামীর নিয়ম্য এবং অন্তর্যামী জীবের নিয়ন্তা, এইরূপ গান করিতে দেখা যায়।

শ্চান্তর্যামিণো ভেদেনৈনং শারীরং পৃথিব্যাদিবদধিষ্ঠানত্বেন নিয়ম্যত্বেন চাধীয়তে। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইতি কাণ্বাঃ। "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইতি মাধ্যন্দিনাঃ। "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যস্মিংস্তাবৎ পাঠে ভবত্যাত্মশব্দঃ শারীরস্য বাচকঃ। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্" ইত্যস্মিন্নপি পাঠে বিজ্ঞানশব্দেন শারীর উচ্যতে, বিজ্ঞানময়ো হি শারীর ইতি। তস্মাচ্ছারীরাদন্য ঈশ্বরোঽন্তর্যামীতি সিদ্ধম্।

কথং পুনরেকস্মিন্ দেহে দ্বৌ দ্রষ্টারাবুপপদ্যেতে। যশ্চায়মীশ্বরোঽন্তর্য্যামী, যশ্চায়মিতরঃ শারীরঃ। কা পুনরিহানুপপত্তিঃ? "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিশ্রুতিবচনং বিরুধ্যেত। অত্র হি

নেতি। অপিশব্দসূচিতহেতুমুক্ত্বা কণ্ঠোক্তং হেতুমাহ "অপিচোভয়েঽপি" ইতি। ভেদেনেতি সূত্রাং তাত্ত্বিকভেদে ভ্রান্তিং নিরসিতুং শঙ্কতে "কথম্" ইতি। নন্বত্রৈকো ভোক্তা জীবঃ, ঈশ্বরস্ত্বভোক্তেতি ন বিরোধ ইতি শঙ্কতে "কা পুনঃ" ইতি। তয়োর্ভেদঃ শ্রুতিবিরুদ্ধ ইতি পূর্ব্ববাদ্যাহ "নান্য" ইতি। স এব শ্রুত্যর্থমাহ "অত্র" ইতি। শ্রুতেরর্থান্তরমাশঙ্ক্য নিষেধতি "নিয়ন্ত্রিতি"। ন কেবলম প্রসক্তপ্রতিষেধঃ, কিন্তু অবিশেষেণ দ্রষ্ট্রন্তরনিষেধশ্রুতেরন্তর্যাম্যন্তরনিষেধার্থত্বে বাধশ্চেত্যাহ "অবিশেষেতি"। তস্মাৎ সূত্রে, য আত্মনি তিষ্ঠন্ ইতি শ্রুতৌ চ দ্রষ্টৃভেদোক্তিরযুক্তা।

নান্যত ইতি বাক্যশেষে ভেদনিরাসাদিতি প্রাপ্তভেদ উপাধিকল্পিত শ্রুতিসূত্রাভ্যামনূদ্যত ইতি সমাধত্তে "অত্রোচ্যতে" ইতি। ভেদঃ সত্যঃ কিং ন স্যাদত

নিয়মিত করিতে সমর্থ হয় না। অন্য হেতু এই যে, কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, উভয় শাখাই জীবকে অন্তর্যামী হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন। অর্থাৎ জীবকে অন্তর্যামীর আধার ও নিয়ম্য বলিয়াছেন। [যো···সিদ্ধম্] কাণ্ব শাখা "যিনি বিজ্ঞানে থাকিয়া" এইরূপ পাঠ করিয়াছেন। মাধ্যন্দিন শাখাও "যিনি আত্মায় থাকিয়া" এইরূপ বলিয়াছেন। কাণ্ব শাখার বিজ্ঞান ও মাধ্যন্দিন শাখার আত্মা উভয়ই জীববাচক। অতএব, জীবে থাকিয়া জীবকে নিয়ন্ত্রিত করেন বলাতেই ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব ও জীবভিন্নত্ব বলা হইয়াছে।

[কথং···শ্রবণাচ্চ] যদি বল, একই শরীরে অন্তর্যামী ঈশ্বর ও তন্নিয়ম্য জীব, এই দুই দ্রষ্টার অস্তিত্ব কিরূপে উপপন্ন (যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গৃহীত) হইতে পারে? বিশেষতঃ "ইহা ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা নাই" এই শ্রুতি অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য দ্রষ্টা ইত্যাদি থাকার কথা নিষেধ করিয়াছেন। অন্য নিয়ন্তারই নিষেধ,

প্রকৃতাদন্তর্যামিণোঽন্যং দ্রষ্টারং শ্রোতারং মন্তারং বিজ্ঞাতারং চাত্মানং প্রতিষেধতি। নিয়ন্ত্রন্তরপ্রতিষেধার্থমেতদ্বচনমিতি চেৎ, ন, নিয়ন্ত্রন্তরাপ্রসঙ্গাৎ, অবিশেষশ্রবণাচ্চ।

অত্রোচ্যতে—অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-কার্য্যকরণোপাধিনিমিত্তোঽয়ং শারীরান্তর্যামিণোর্ভেদব্যপদেশো ন পারমার্থিকঃ। একো হি প্রত্যগাত্মা ভবতি, ন দ্বৌ প্রত্যগাত্মানৌ সম্ভবতঃ। একস্যৈব তু ভেদব্যবহার উপাধিকৃতঃ, যথা ঘটাকাশো মহাকাশ ইতি। ততশ্চ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদিভেদশ্রুতয়ঃ প্রত্যক্ষাদীনি চ প্রমাণানি সংসারানুভবো বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রঞ্চেতি সর্ব্বমেতদুপপদ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি" ইত্যবিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বব্যবহারং দর্শয়তি। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ

আহ "একো হি" ইতি। গৌরবেন দ্বয়োরহংধী-গোচরত্বাসম্ভবাৎ এক এব তদ্গোচরঃ। তদ্গোচরস্য ঘটবদনাত্মত্বাৎ নাত্মভেদঃ সত্য ইত্যর্থঃ। ততশ্চেতি।

অন্য দ্রষ্টার নিষেধ নহে, এরূপও বলা যায় না। কেননা, ঐ স্থানে অন্য নিয়ন্তার প্রসক্তি বা তদ্বোধক শব্দ কিছুই নাই। (যদি প্রসক্তি বা প্রাপ্তি থাকে, তবেই নিষেধ সম্ভব হয়, নচেৎ হয় না)।

[অত্রোচ্যতে···বারয়তি] ইহার বা এ আপত্তির প্রত্যুত্তরে বলিতেছি,—অমুক জীব, অমুক অন্তর্যামী, এ ভেদ বাস্তব ভেদ নহে। অবিদ্যাজনিত শরীরেন্দ্রিয়াদি উপাধিই ঐরূপ বিভেদের (ভিন্নতার) কারণ। প্রত্যগাত্মা একই; দুই প্রত্যগাত্মা অসম্ভব অর্থাৎ নাই। একের দ্বিত্ব অবশ্যই উপাধিকৃত, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশের। [আকাশ এক হইলেও যেরূপ ঘটসম্বন্ধদৃষ্টে ঘটাকাশ এবং ঘটসম্বন্ধবর্জ্জনে মহাকাশ, এইরূপ একই আত্মা (চৈতন্য) অন্তঃকরণযোগে জীব, আর অন্তঃকরণরাহিত্যে পরম ও অন্তর্যামী], এইরূপ কল্পিতভেদ অবলম্বন করিলে ভেদবোধিকা বিভিন্ন শ্রুতি, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, সংসারানুভব, এবং শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ, সমস্তই সুসঙ্গত হয়, কোনও কিছু অযুক্ত বা যুক্তিবহির্ভূত থাকে না। এ কথা শ্রুতিতেও আছে। যথা—"যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, ভেদকল্পনা থাকে, তখনই অন্য অন্যকে দেখে।" এ শ্রুতি অবিদ্যাবস্থায় (অনাত্মজ্ঞ অবস্থায়) ভেদব্যবহার থাকা ব্যক্ত করিতেছে। আর, "যখন" এ সমস্তই আত্মা হয়, সাধককর্ত্তৃক আত্মভেদ দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ কোনও রূপ ভেদ-কল্পনা থাকে না, তখন আর কি দিয়া

তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি বিদ্যাবিষয়ে সর্ব্বব্যবহারং বারয়তি ॥১।২।২০॥

অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ॥ ১।২।২১ ॥*

"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিময়মদ্রেশ্যত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ প্রধানং স্যাৎ, উত শারীরঃ, অহোস্বিৎ পরমেশ্বর ইতি। তত্র প্রধানমচেতনং ভূতযোনিরিতি যুক্তম্। অচেতনানামেব তত্র দৃষ্টান্তত্বেনোপাদানাৎ।

কল্পিতভেদাঙ্গীকারাৎ ভেদাপেক্ষং সর্ব্বং যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদন্তর্য্যামিব্রাহ্মণং জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি সমন্বিতমিতি সিদ্ধম্। (ইতি রত্নপ্রভা)॥১।২।২০॥

"অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। "যত্তদদ্রেশ্যং" বুদ্ধীন্দ্রিয়াবিষয়ঃ। "অগ্রাহ্যং" কর্ম্মেন্দ্রিয়াগোচরঃ। "অগোত্রং" কারণরহিতম্। "অবর্ণং" ব্রাহ্মণত্বাদিহীনম্। ন কেবলমিন্দ্রিয়াণামবিষয়ঃ, ইন্দ্রিয়াণ্যপ্যস্য ন সন্তীত্যাহ।—

কি দেখিবে?" এই শ্রুতি অভেদ-জ্ঞানে বা আত্মজ্ঞানকালে ভেদব্যবহারের অভাব বলিতেছে ॥ ১।২।২০॥

মুণ্ডক-শ্রুতি প্রথমে অপরা বিদ্যার উপদেশ করিয়া পরা বিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন।—"যদ্দ্বারা সেই অক্ষর (নির্গুণ ব্রহ্ম) অধিগত হয়, জানা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। যাহা অদৃশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়), অগ্রাহ্য (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য), অগোত্র (বংশ বা আদিপুরুষরহিত), অবর্ণ (ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিবর্জ্জিত), অচক্ষু, অশ্রোত্র, অপদ, অহস্ত, অর্থাৎ নিরিন্দ্রিয়, নিত্য (উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত), প্রভু, সর্ব্বব্যাপী, সূক্ষ্ম (অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়), ভূতযোনি (উৎপন্ন বস্তুর উৎপত্তিস্থান বা উপাদান কারণ), কেবল ধীরগণই যাহাকে জানেন, তাহাই অক্ষর এবং তদ্বোধক বিদ্যাই পরা বিদ্যা। [তত্র ইতি] এখানে সংশয় হয়, ঐ ভূতযোনি কে? প্রকৃতি? না জীবাত্মা? না পরমেশ্বর? অচেতনা প্রকৃতি ভূতযোনি, এই পক্ষই যুক্তিসঙ্গত। হেতু এই যে, শ্রুতি সৃষ্টিপ্রসঙ্গে অচেতনের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা—"যেমন উর্ণনাভি

---

* মুণ্ডকশ্রুতৌ "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যং" ইত্যাদিনা য উক্তঃ, স পরমেশ্বর এব নান্যঃ। কুতঃ? ধর্ম্মোক্তেঃ পরমেশ্বরধর্ম্মকথনাৎ।—মুণ্ডকশ্রুতিতে যিনি অদৃশ্য অগ্রাহ্য অগোত্র প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন, তিনি পরমেশ্বর। হেতু এই যে, ঐ স্থানে পরমেশ্বর-সম্বন্ধীয় অসাধারণ ধর্ম্মের উপদেশ আছে।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ,
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি,
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ॥ ইতি।

ননূর্ণনাভিঃ পুরুষশ্চ চেতনাবিহ দৃষ্টান্তত্বেনোপাত্তৌ। নেতি ক্রমঃ। নহি কেবলস্য চেতনস্য তত্র সূত্রযোনিত্বং কেশলোম-যোনিত্বং চাস্তি। চেতনাধিষ্ঠিতং হ্যচেতনমূর্ণনাভিশরীরং সূত্রস্য যোনিঃ, পুরুষশরীরঞ্চ কেশলোম্নামিতি প্রসিদ্ধম্।

"অচক্ষুরশ্রোত্র"মিতি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণ্যুপলক্ষয়তি। "অপাণিপাদ"মিতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং" দুর্ব্বিজ্ঞানত্বাৎ। স্যাদেতৎ। নিত্যং সৎ কিং পরিণামি নিত্যং, নেত্যাহ—"অব্যয়ং" কূটস্থনিত্যমিত্যর্থঃ।

"পরিণামো বিবর্ত্তো বা সরূপস্যোপলভ্যতে।
চিদাত্মনা তু সারূপ্যং জড়ানাং নোপপদ্যতে॥
জড়ং প্রধানমেবাতো জগদ্‌যোনিঃ প্রতীয়তাম্।
যোনিশব্দো নিমিত্তঞ্চেৎ কুতো জীবনিরাক্রিয়া॥"

পরিণমমানসরূপা এব হি পরিণামা দৃষ্টাঃ। যথোর্ণনাভিলালাপরিণামা লূতাতন্তবস্তৎসরূপাঃ। তথা বিবর্ত্তা অপি বিবর্ত্তমানসরূপা এব ন বিরূপাঃ। যথা রজ্জুবিবর্ত্তা ধারোরগাদয়ো রজ্জুসরূপাঃ। ন জাতু রজ্জ্বাং কুঞ্জর ইতি বিপর্য্যস্যন্তি। ন চ হেমপিণ্ডপরিণামো ভবতি লূতাতন্তুঃ। তৎ কস্য হেতোঃ। অত্যন্তবৈরূপ্যাৎ। তস্মাৎ প্রধানমেব জড়ং জড়স্য জগতো যোনিরিতি যুজ্যতে। স্ববিকারানশ্নুত-ইতি তদক্ষরম্। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিতি চাক্ষরাৎ পরাৎ পরস্যাখ্যানম্। 'অক্ষরাৎ পরতঃ পর' ইতি শ্রুতেঃ। ন হি পরস্মাদাত্মনোঽর্ব্বাক্ বিকারজাতস্য চ পরস্তাৎ প্রধানাদৃতেঽন্যদক্ষরং সম্ভবতি। অতো যঃ প্রধানাৎ পরঃ পরমাত্মা, স সর্ব্ববিৎ; ভূতযোনিস্ত্বক্ষরং প্রধানমেব। তচ্চ সাংখ্যাভিমতমেবাস্তু। অথ তস্যাঽপ্রামাণিক-

---

(মাকড়শা) সূত্র সৃষ্টি করে,সংহার করে, পৃথিবী হইতে যদ্রূপ ওষধি (উদ্ভিজ্জ) উৎপন্ন হয়, এবং জীবদ্দেহ হইতে যেরূপ কেশলোমাদি জন্মে, সেইরূপ অক্ষর হইতে এইবিশ্ব জন্মে।" যদি বল, ঊর্ণনাভি ও পুরুষ এই দুইটী দৃষ্টান্তই চেতন, বস্তুতঃ তাহা নহে। অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তবাক্যের চেতনাংশে তাৎপর্য্য নহে; অচেতনাংশেই তাৎপর্য্য। কারণ এই যে, (কেবল চেতনের সূত্রযোনিত্ব ও কেশলোমযোনিত্ব নাই)। চেতনাধিষ্ঠিত অচেতন দেহ হইতেই সূত্র ও কেশলোমাদি জন্মে, ইহা সর্ব্বলোকবিদিত।

অপি চ, পূর্ব্বত্রাদৃষ্টত্বাদ্যভিলাপসম্ভবেঽপি দ্রষ্টৃত্বাদ্যভিলাপাসম্ভবাৎ ন প্রধানমভ্যুপগতম্। ইহ ত্বদৃশ্যত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ প্রধানে সম্ভবন্তি। ন চাত্র বিরুধ্যমানো ধর্ম্মঃ কশ্চিদভিলপ্যতে। ননু "যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ" ইত্যয়ং বাক্যশেষোঽচেতনে প্রধানে ন সম্ভবতি, তৎ কথং প্রধানং ভূতযোনিঃ প্রতিজ্ঞায়ত ইতি। অত্রোচ্যতে—"যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে—যত্তদদ্রেশ্যম্" ইত্যক্ষরশব্দেনাদৃশ্যত্বাদিগুণকং ভূতযোনিং শ্রাবয়িত্বা পুনঃ শ্রাবয়িষ্যতি, "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি। তত্র যঃ পরোঽক্ষরাৎ শ্রুতঃ, স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিচ্চ সম্ভবিষ্যতি, প্রধানমেব ত্বক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টং ভূতযোনিঃ। যদা তু যোনিশব্দো নিমিত্তবাচী, তদা শারীরোঽপি

স্যাদ্ তত্র পরিতুষ্যতি, অস্য তর্হি নামরূপবীজশক্তিভূতমব্যাকৃতং ভূতসূক্ষ্মম্। প্রধীয়তে হি তেন বিকারজাতমিতি প্রধানম্। তৎ খলু জড়মনির্ব্বাচ্যমনির্ব্বাচ্যস্য জড়স্য নামরূপপ্রপঞ্চস্যোপাদানং যুজ্যতে সারূপ্যাৎ, ন তু চিদাত্মা, নির্ব্বাচ্যোবিরূপো হি সঃ। অচেতনানামিতি ভাষ্যং সারূপ্যপ্রতিপাদনপরম্।

স্যাদেতৎ। স্মার্ত্তপ্রধাননিরাকরণেনৈবৈতদপি নিরাকৃতপ্রায়ং, তৎ কুতোঽস্য শঙ্কেত্যত আহ—"অপি চ পূর্ব্বত্রাদৃষ্টত্বাদি" ইতি। সতি বাধকেঽস্যানাশ্রয়ণমিহ

[অপিচ...লপ্যতে] ১৮শ সূত্রের উদাহরণ বাক্যের শেষে "অদৃষ্টো দ্রষ্টা" এইরূপ উক্তি ছিল, তাই সেখানে 'প্রধান' অর্থ গৃহীত হয় নাই। প্রধানে অদৃষ্ট-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে বটে; কিন্তু দ্রষ্টৃ-শব্দের প্রয়োগ হইতেই পারে না। যাহা অচেতন—জড়—তাহাতে "দ্রষ্টৃ" শব্দের প্রয়োগ অসম্ভব। কিন্তু এখানে বা এ সূত্রের উদাহরণ শ্রুতিতে সেরূপ কোনও বাক্যশেষ নাই, সুতরাং ভূতযোনি-শব্দে 'প্রধান' অর্থ পরিগৃহীত হইবার বাধা হয় না। [ননু...নায় ইতি] যদি বল, এখানে যদিও শ্রুতিশেষে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, এইরূপ উক্তি আছে, এবং যদিও প্রধানের প্রতি ঐ ঐ শব্দের প্রয়োগ অসম্ভব হয়; তথাপি এখানে ভূতযোনি শব্দে প্রধান অর্থই গ্রাহ্য। কেন? তাহা বলিতেছি। বিবেচনা কর, শ্রুতি "যাহার দ্বারা সেই অক্ষর জানা যায়" "যাহা অদৃশ্য" এইরূপ এইরূপ বলিয়া, পশ্চাৎ—"যিনি অক্ষরের পর, তিনিই পরমাত্মা।" এইরূপ বলিয়াছেন। অবশেষে বলিয়াছেন, "তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ।" অতএব, যাহা অক্ষরের পর, তাহারই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ববিত্ত্ব এবং যাহা অক্ষর, তাহার ভূতযোনিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। (অক্ষর—প্রকৃতি আর অক্ষরাতীত পরমাত্মা)। যোনি-শব্দের নিমিত্ত অর্থ গ্রহণ করিলে জীবকেও

ভূতযোনিঃ স্যাৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ভূতজাতস্যোপসর্জ্জনাৎ। (১) ইত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

যোঽয়মদৃশ্যত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ, স পরমেশ্বর এব স্যাৎ, নান্য ইতি। কথমেতদবগম্যতে? ধর্ম্মোক্তেঃ। পরমেশ্বরস্য হি ধর্ম্ম ইহোচ্যমানো দৃশ্যতে, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইতি। ন হি প্রধানস্যাচেতনস্য শারীরস্য বা উপাধিপরিচ্ছিন্নদৃষ্টেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ববিত্ত্বং বা সম্ভবতি। নন্বক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টাদ্ ভূতযোনেঃ পরস্যৈবৈতৎ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ববিত্ত্বঞ্চ, ন ভূতযোনিবিষয়মিত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে। নৈবং সম্ভবতি। যৎকারণম্ "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইতি প্রকৃতং ভূতযোনিমিহ জায়মানপ্রকৃতিত্বেন নির্দ্দিশ্যানন্তরমপি জায়মানপ্রকৃতিত্বেনৈব সর্ব্বজ্ঞং নির্দ্দিশতি,—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥" ইতি।

ভূতযোনি বলা যাইতে পারে। কেন না, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই ভূতোৎপত্তির নিমিত্ত কারণ।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উপর সূত্রকার বলিতেছেন, অদৃশ্যাদি বিশেষণে বিশেষিত ভূতযোনি পরমেশ্বরই। [কথং···বতি] ভূতযোনি যে, পরমেশ্বর, ইহা তাঁহার ধর্ম্ম কথনের দ্বারাই জানা গিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ এই বাক্যে পরমেশ্বরেরই ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। প্রধান অচেতন, জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং জীবের ও প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ববিত্ত্ব অসম্ভব। [নন্বু···গম্যতে] আরও যে বলিয়াছিলে, অক্ষরই ভূতযোনি, এবং যাহা তাহার পর, তাহাই সর্ব্বজ্ঞ, এ কথার উত্তরে আমরা বলি, ঐ স্থলে ভূতযোনি-অক্ষর ব্যতীত অন্যের সর্ব্বজ্ঞতা অসম্ভব। 'অক্ষর হইতে বিশ্ব জন্মিয়াছে, অক্ষরই ভূতযোনি', এই উক্তির পরে সার্ব্বজ্ঞ্য-উক্তি থাকায় যিনি ভূতযোনি, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, এইরূপ অর্থই উপলব্ধ হয়। অপিচ, যে ভূতযোনি প্রকৃত (প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য), যাহা সমস্ত জন্য বস্তুর মূল কারণ, ঐ স্থলে তাহারই সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ববিত্ত্ব কথিত হইয়াছে, এবং সেই সর্ব্বজ্ঞ হইতেই বিশ্বোৎপত্তি হইয়াছে। যথা—"যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ এবং জ্ঞানই যাঁহার তপস্যা, তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম (বেদ), নাম, রূপ ও অন্ন (ভোগ্যবস্তু) জন্মি-

(১) ভূতজাতস্যোপার্জ্জনাৎ ইত্যয়ং সাধীয়ান্ পাঠঃ ক্বচিৎ।

তস্মান্নির্দ্দেশসাম্যেন প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ প্রকৃতস্যৈবাক্ষরস্য ভূতযোনেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ববিত্ত্বঞ্চ ধর্ম্ম উচ্যত ইতি গম্যতে। "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যত্রাপি ন প্রকৃতাদ্ ভূতযোনেরক্ষরাৎ পরঃ কশ্চিদভিধীয়তে। কথমেতদবগম্যতে?

"যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যম্,
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্"

ইতি প্রকৃতস্যৈবাক্ষরস্য ভূতযোনেরদৃশ্যত্বাদিগুণকস্য বক্তব্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ। কথং তর্হি "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি ব্যপদিশ্যত ইতি? উত্তরসূত্রে তদ্বক্ষ্যামঃ।

অপি চ, "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, পরা চৈবাপরা চ" ইতি। তত্রাপরামৃগ্বেদাদিলক্ষণাং বিদ্যামুক্ত্বা ব্রবীতি, "অথ পরা, যয়া

তু বাধকং নাস্তীত্যর্থঃ। তেন 'তদৈক্ষত' ইত্যাদাবুপচর্য্যতাৎ ব্রহ্মণো জগদ্যোনিতাবিদ্যাশক্ত্যাশ্রয়ত্বেন। ইহ ত্ববিদ্যা-শক্তেরেব জগদ্যোনিত্বসম্ভবে ন দ্বারদ্বারিভাবো যুক্ত ইতি প্রধানমেবাত্র বাক্যে জগদ্যোনিরুচ্যত ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। অথ যোনিশব্দো নিমিত্তকারণপরঃ, তথাপি ব্রহ্মৈব নিমিত্তং, ন তু জীবাত্মেতি বিনিগমনায়াং ন হেতুরস্তীতি সংশয়েন পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। অত্রোচ্যতে—

"অক্ষরস্য জগদ্যোনিভাবমুক্ত্বা হ্যনন্তরম্।
যঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি শ্রুত্যা সর্ব্বজ্ঞস্য স উচ্যতে॥
তেন নির্দ্দেশসামান্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানতঃ স্ফুটম্।
অক্ষরং সর্ব্ববিদ্বিশ্ব-যোনির্নাচেতনং ভবেৎ॥
অক্ষরাৎ পরত ইতি শ্রুতিস্ত্বব্যাকৃতে মতা।
অশ্নুতে যৎ স্বকার্য্যাণি ততোঽব্যাকৃতমক্ষরম্॥"

য়াছে।" এই সমস্ত নির্দ্দেশের দ্বারা প্রতীত হয় যে, ঐ বাক্যে প্রকরণপ্রতিপাদ্য ভূতযোনি অক্ষরেরই সর্ব্বজ্ঞতা ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। [অক্ষরাৎ…জ্ঞাতত্বাৎ] "যে জ্ঞান দ্বারা সত্য অক্ষর-পুরুষকে জানা যায়, সনৎকুমার সেই জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন।" এই বাক্যে প্রকরণ-প্রতিপাদ্য অদৃশ্যাদিগুণক ভূতযোনি-অক্ষর উপদেশের প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হওয়ায় "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" বাক্যেও প্রকৃত অক্ষর ব্যতীত অন্য কেহ কথিত হন নাই, ইহা জানা গিয়াছে। [কথং…বক্ষ্যামঃ] "অক্ষরের পর" এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য পরসূত্রে ব্যক্ত হইবে।

[অপি…নির্দ্দিষ্টে] অন্য কথা এই যে, শ্রুতি "বিদ্যা দ্বিবিধ, পরা ও অপরা,

তদক্ষরমধিগম্যতে” ইত্যাদি। তত্র পরস্যা বিদ্যায়া বিষয়ত্বেনাক্ষরং শ্রুতম্। যদি পুনঃ পরমেশ্বরাদন্যদদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরং পরিকল্প্যেত, নেয়ং পরা বিদ্যা স্যাৎ। পরাপরবিভাগো হ্যয়ং বিদ্যয়োরভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সফলতয়া পরিকল্প্যতে। ন চ প্রধানবিদ্যা নিঃশ্রেয়সফলা কেনচিদভ্যুপগম্যতে। তিস্রশ্চ বিদ্যাঃ প্রতিজ্ঞায়েরন্ ত্বৎপক্ষে, অক্ষরাদ্ ভূতযোনেঃ পরস্য পরমাত্মনঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ। দ্বে এব তু বিদ্যে বেদিতব্যে ইহ নির্দ্দিষ্টে। “কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি

নেহ তিরোহিতমিবাস্তি কিঞ্চিৎ। যত্তু সারূপ্যাভাবান্ন চিদাত্মনঃ পরিণামঃ প্রপঞ্চ ইতি। অদ্ধা—

> “বিবর্ত্তস্ত প্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মণোঽপরিণামিনঃ।
> অনাদিবাসনোদ্ভূতো ন সারূপ্যমপেক্ষ্যতে॥”

ন খলু বাহ্যসারূপ্যনিবন্ধন এব সর্ব্বো বিভ্রম ইতি নিয়মনিমিত্তমস্তি। আন্তরাদপি কামক্রোধভয়োন্মাদস্বপ্নাদের্দ্দোষাৎ প্রমাদপরাধাৎ সারূপ্যানপেক্ষাত্তস্য তস্য বিভ্রমস্য দর্শনাৎ। অপি চ হেতুমতি বিভ্রমে তদভাবাদনুযোগো যুজ্যতে। অনাদ্যবিদ্যাবাসনাপ্রবাহপতিতস্তু নানুযোগমর্হতি। তস্মাৎ পরমাত্মবিবর্ত্ততয়া প্রপঞ্চস্তদ্যোনির্ভুজঙ্গ ইব রজ্জুবিবর্ত্ততয়া তদ্যোনির্ন তু তৎপরিণামতয়া। তস্মাত্তদ্ধর্ম্মসর্ব্ববিত্ত্বোক্তের্লিঙ্গাদ্ যত্তদদ্রেশ্যমিত্যত্র ব্রহ্মৈবোপদিশ্যতে জ্ঞেয়ত্বেন, ন তু প্রধানং জীবাত্মা বোপাস্যত্বেনেতি সিদ্ধম্।

ন কেবলং লিঙ্গাৎ, অপি তু পরা বিদ্যেতি সমাখ্যানাদপ্যেতদেব প্রতিপত্তব্যমিত্যাহ।—“অপি চ, দ্বে বিদ্যে” ইতি। লিঙ্গান্তরমাহ।—“কস্মিন্নু ভগব” ইতি।

তন্মধ্যে ঋগ্বেদ (তদুক্ত ক্রিয়াকলাপ) প্রভৃতি অপরা” এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ পরা বিদ্যা বলিয়াছেন, এবং অক্ষর তাহার বিষয়, এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, অক্ষর পরমেশ্বর না হইলে উহা পরাবিদ্যাই হইতে পারে না। বিদ্যার পরাপর-বিভাগ কেবল ফল অনুসারেই কল্পিত হয়। যাহার ফল অভ্যুদয় (স্বর্গাদি), তাহা অপরা, আর যাহার ফল মুক্তি, তাহা পরা, কিন্তু প্রধানবিষয়ক জ্ঞানের (প্রকৃতিজ্ঞানের) ফল যে, মোক্ষ, ইহা কোন সম্প্রদায়েরই স্বীকার্য্য নহে। অপিচ, ঐ স্থানে দুই বৈ তিন বিদ্যা বলিবার প্রতিজ্ঞা নাই। ঐ বাক্যে দ্বিবিধ বিদ্যাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [কস্মিন···ভোক্তরি] আরও দেখ, “হে ভগবন্! কি জানিলে সমস্ত জানা

চৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাপেক্ষণং সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মণি বিবক্ষ্যমাণেঽবকল্পতে, নাচেতনমাত্রৈকায়তনে প্রধানে ভোগ্যব্যতিরিক্তে বা ভোক্তরি। অপি চ—

"স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা-
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় প্রাহ"

ইতি ব্রহ্মবিদ্যাং প্রাধান্যেনোপক্রম্য পরাপর-বিভাগেন পরাং বিদ্যামক্ষরাধিগামিনীং দর্শয়ংস্তস্যা ব্রহ্মবিদ্যাত্বং দর্শয়তি। সা চ ব্রহ্মবিদ্যাসমাখ্যা তদধিগম্যস্যাক্ষরস্যাব্রহ্মত্বে বাধিতা স্যাৎ। অপরা ঋগ্বেদাদিলক্ষণা কর্ম্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যোপক্রম-উপন্যস্যতে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রশংসায়ৈ—

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপাঃ,
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।

ভোগ্য ভোগ্যাস্তেভ্যো ব্যতিরিক্তে ভোক্তরি। অবচ্ছিন্নো হি জীবাত্মা ভোগ্যেভ্যো বিষয়েভ্যো ব্যতিরিক্ত ইতি তজ্জ্ঞানেন ন সর্ব্বং জ্ঞাতং ভবতি।

সমাখ্যান্তরমাহ।—"অপি চ স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্‌ ইতি। "প্লবা হ্যেতেঽদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশ" ইতি। প্লবন্তে গচ্ছন্তি ইতি প্লবাঃ অস্থায়িনঃ। অত

হয়?" এই বাক্যে যে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়ার কথা আছে, তাহা সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম ভিন্ন একাত্মক প্রধানে বা জীবে কথনই সঙ্গত হয় না।

[অপি…স্যাৎ] আরও দেখ, শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্তাব করিয়া বিদ্যার পরাপর বিভাগ উপদেশ করতঃ পশ্চাৎ "এইরূপে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্ব ঋষিকে সর্ব্ববিদ্যার সমাপ্তিস্থান ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন।" এবম্প্রকার বাক্যে অক্ষরপ্রাপক জ্ঞানকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অক্ষর অর্থ ব্রহ্ম না হইলে শ্রুতি তৎপ্রাপিকা বিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিবেন কেন? অক্ষরকে ব্রহ্ম না বলিলে, ব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, এই ব্যুৎপত্তিও বাধিত হইবে। [অপরা…নিষ্ঠম্‌] যদি বল, পরা বিদ্যার প্রকরণে অপরা বিদ্যার উল্লেখ কেন? ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে কর্ম্মবিদ্যা বলা হয় কেন? একথার উত্তরে বলিব, উহা ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থ। শ্রুতি প্রথমে কর্ম্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ তাহার নিন্দা করিয়াছেন। (কর্ম্মের নিন্দাতেই জ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে)। যথা—"এ সকল প্লব—সংসার-সাগর পারের ভেলা, অদৃঢ়—নিত্যফল-প্রদানে অক্ষম। যজ্ঞরূপ—যজ্ঞ নামে পরিচিত। অষ্টাদশ—১৬ ঋত্বিক্‌, যজমান ও তৎপত্নী, এতৎসাধ্য। শ্রুতিতে ইহার

এতৎ শ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ,
জরাং মৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি ॥”

ইত্যেবমাদিনিন্দাবচনাৎ। নিন্দিত্বা চাপরাং বিদ্যাং ততো বিরক্তস্য পরবিদ্যাধিকারং দর্শয়তি, “পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন,” “তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্” ইতি।

“যত্তূক্তম্—অচেতনানাং পৃথিব্যাদীনাং দৃষ্টান্তত্বেনোপাদানাদ্ দার্ষ্টান্তিকেনাপ্যচেতনেনৈব ভূতযোনিনা ভবিতব্যমিতি, তদযুক্তম্। নহি দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকয়োরত্যন্তসাম্যেন ভবিতব্যমিতি নিয়মোঽস্তি। অপি চ, স্থূলাঃ পৃথিব্যাদয়ো দৃষ্টান্তত্বেনোপাত্তা ইতি ন স্থূল এব দার্ষ্টান্তিকো ভূতযোনিরভ্যুপগম্যতে। তস্মাদদৃশ্যত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ পরমেশ্বর এব ॥ ১।২।২১ ॥

এবাদৃঢ়াঃ। কে তে ? যজ্ঞরূপাঃ। রূপ্যন্তেঽনেনেতি রূপং, যজ্ঞো রূপমুপাধির্যেষাং তে যজ্ঞরূপাঃ। তত্র ষোড়শর্ত্বিজঃ। ঋতুযজনেনোপাধিনা ঋত্বিক্‌শব্দঃ প্রবৃত্ত ইতি যজ্ঞোপাধয় ঋত্বিজঃ। এবং যজমানোঽপি যজ্ঞোপাধিরেব। এবং পত্নী, ‘পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে’ ইতি স্মরণাৎ। ত এতেঽষ্টাদশ যজ্ঞরূপাঃ যেষ্বৃত্বিগাদিযুক্তঃ কর্ম্মযজ্ঞঃ, যদাশ্রয়ো যজ্ঞ ইত্যর্থঃ। তচ্চ কর্ম্মাবরং, স্বর্গাদ্যবরফলত্বাৎ। অপিযন্তি প্রাপ্নুবন্তি। “ন হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ” ইত্যুক্তাভিপ্রায়ম্ ॥ ১। ২। ২১ ॥

অবর ফল (অনিত্য ফল) উক্ত আছে। যে মূঢ় এ সকলকে শ্রেয়স্কর মনে করে, কেবল উহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, সে বারংবার জন্ম মরণ প্রাপ্ত হয়।” শ্রুতি এইরূপে কর্ম্মপথের নিন্দা করিয়া পশ্চাৎ বিরক্ত পুরুষের পরা-বিদ্যাধিকার দেখাইয়াছেন। যথা—“ব্রাহ্মণ কর্ম্মোপার্জ্জিত লোকসমূহ পরীক্ষা করিয়া—অনিত্য জানিয়া তাহাতে নির্বিণ্ণ হইবেন, (আসক্তি ত্যাগ করিবেন)। ‘কর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশে উপায়নহস্তে বেদপারগ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট যাইবেন।”

[যত্তূক্তং…নিয়মোঽস্তি] আরও যে, বলিয়াছিলে, শ্রুতিতে অচেতন পৃথিবীর দৃষ্টান্ত থাকায় দার্ষ্টান্তিক ভূতযোনিও অচেতন হইবে, সে কথা যুক্তিযুক্ত নহে। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক কোথাও সর্ব্বাংশে সমান হয় না। হইবার কোনও নিয়মও নাই। [অপি…এব] দৃষ্টান্তে স্থূলা পৃথিবী কথিত আছে, তাই বলিয়া কি দার্ষ্টান্তিক ভূতযোনিও স্থূল হইবে ? কখনই হইবে না। এই সকল যুক্তিতে অদৃশ্যত্বাদিগুণক ভূতযোনি যে পরমেশ্বরই, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১। ২। ২১ ॥

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥১।২।২২॥*

ইতশ্চ পরমেশ্বর এব ভূতযোনিঃ, নেতরৌ—শারীরঃ প্রধানং বা। কস্মাৎ? বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাম্। বিশিনষ্টি হি প্রকৃতং ভূতযোনিং শারীরাদ্বিলক্ষণত্বেন—

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" ইতি।

ন হ্যেতদ্দিব্যত্বাদিবিশেষণমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপপরিচ্ছেদাভিমানিনস্তদ্ধর্ম্মাংশ্চ স্বাত্মনি কল্পয়তঃ শারীরস্যোপপদ্যতে। তস্মাৎ সাক্ষাদৌপনিষদঃ পুরুষ ইহোচ্যতে। তথা প্রধানাদপি প্রকৃতং ভূতযোনিং ভেদেন ব্যপদিশতি—"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি। অক্ষরমব্যাকৃতং নামরূপবীজশক্তিরূপং ভূতসূক্ষ্মমীশ্বরা-

---

বিশেষণং হেতুং ব্যাচষ্টে।—"বিশিনষ্টি হি" ইতি। শারীরাদিত্যুপলক্ষণং, প্রধানাদিত্যপি দ্রষ্টব্যম্। ভেদব্যপদেশং ব্যাচষ্টে। "তথা প্রধানাদপি" ইতি।

বিশেষণ ও ভেদনির্দ্দেশ, এই দুই হেতুতেও পরমেশ্বরই ভূতযোনি। [বিশি··· ইহোচ্যতে] প্রস্তাবিত ভূতযোনি কে? শ্রুতি তাহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন (বিশেষণের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন)। যথা—"তিনি দিব্য অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতিঃ, অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরবয়ব, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ আত্মা, তিনি বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন, স্থুল সূক্ষ্ম কারণ সমস্ত বস্তুতেই অবস্থিত আছেন, তিনি জন্মরহিত। তাঁহার প্রাণ নাই, মন নাই, তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্লেপ।" এ সকল বিশেষণ (বিশেষ কথা) জীবপক্ষে সংগত হয় না। জীব মিথ্যা শরীরাভিমানী, পরিচ্ছিন্ন, আপনাতে শরীরের দোষ গুণ আরোপ (কল্পনা) করে; সুতরাং জীবভাব পূর্ণ নহে, শুদ্ধও নহে। সেই জন্য, ঐ সকল বিশেষণ সাক্ষাৎ উপনিষদ্বেদ্য পুরুষ (ব্রহ্ম) ভিন্ন অন্য কিছু বলে না। [তথা···পাদ্যতে] অপর, "পর—অক্ষরেরও পর অর্থাৎ প্রোক্তভূতযোনি অক্ষর হইতে ভিন্ন" এইরূপ ভেদোক্তি

---

* ইতরৌ জীবঃ প্রধানঞ্চ। বিশেষণাৎ ন জীবঃ, ভেদোক্তের্ন প্রধানমিতি সূত্রার্থঃ।—দিব্য ও অমূর্ত্ত প্রভৃতি বিশেষণ থাকায় প্রস্তাবিত ভূতযোনি জীব নহে এবং ভেদ-নির্দ্দেশ থাকায় প্রধানও নহে।

শ্রয়ং তস্যৈবোপাধিভূতং, সর্ব্বস্মাদ্বিকারাৎ পরো যোঽবিকারঃ, তস্মাৎ পরতঃ পর ইতি ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমাত্মানমিহ বিবক্ষিতং দর্শয়তি। নাত্র প্রধানং নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং তত্ত্বমভ্যুপগম্যং, যস্মাদ্ভেদব্যপদেশ উচ্যতে। কিং তর্হি? যদি প্রধানমপি কল্প্যমানং শ্রুত্যবিরোধেনাব্যাকৃতাদিশব্দবাচ্যং ভূতসূক্ষ্মং পরিকল্প্যতে, কল্প্যতাম্, তস্মাদ্ভেদব্যপদেশ ইতি পরমেশ্বরো ভূতযোনিরিত্যেতদিহ প্রতিপাদ্যতে॥ ১।২।২২॥

কুতশ্চ পরমেশ্বরো ভূতযোনিঃ?

রূপোপন্যাসাচ্চ॥১।২।২৩॥*

অপি চ, "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইত্যস্যানন্তরম্, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" ইতি প্রাণপ্রভৃতীনাং পৃথিবীপর্য্যন্তানাং

স্যাদেতৎ। কিমাগমিকং সাংখ্যাভিমতং প্রধানম্। তথা চ বহ্বসমঞ্জসং স্যাদিত্যত আহ।—"নাত্র প্রধানং নাম কিঞ্চিৎ" ইতি॥ ১। ২। ২২॥

তদেতৎ পরমতেনাক্ষেপসমাধানাভ্যাং ব্যাখ্যায় স্বমতেন ব্যাচষ্টে।—"অন্যে পুনর্বর্ণয়ন্তি" ইতি। পুনঃশব্দোঽপি পূর্ব্বস্মাদ্বিশেষং দ্যোতয়ন্নস্যেষ্টতাং

থাকায় ভূতযোনি-শব্দের পরমেশ্বর অর্থই প্রতীত হয়। যাহা সমস্ত নাম রূপের (স্থূল সৃষ্টির) বীজস্বরূপ, শক্তিরূপ, শাস্ত্রে যাহা সূক্ষ্ম ভূত নামে প্রসিদ্ধ, যাহা ঈশ্বরাশ্রিত ও ঈশ্বরের উপাধি, তাহাই উক্ত বাক্যে অক্ষর নামে কথিত হইয়াছে। সেই জন্য, এই অনাদি অক্ষর সাংখ্যাভিমত প্রধানও (প্রকৃতিও) নহে। কথিত প্রকার প্রধান ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পৃথক্ বা স্বতন্ত্র প্রধান উক্তস্থলে প্রধান নামে স্বীকার করিতে পারা যায় না। প্রধান বলিতে হইলেও, শ্রুতির অবিরুদ্ধ অব্যাকৃত-নামক ভূতসূক্ষ্মকে বা অজ্ঞানকেই প্রধান বলা উচিত; সুতরাং সেই "অজ্ঞান হইতে ভিন্ন" এতদ্রূপ ভেদ-ব্যপদেশ থাকায় পরমেশ্বরই যে, ভূতযোনি, ইহা প্রতিপাদিত হইল॥ ১।২।২২॥

শ্রুতিতে "অক্ষরের পর" এই কথার পরে "ইঁহা হইতে প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) জন্ম" ইত্যাদিক্রমে পৃথিবীপর্য্যন্ত সকলের সৃষ্টি এবং প্রস্তাবিত ভূতযোনির বিশ্বময়

* রূপং বিকারাত্মকং তস্য উপন্যাসোঽভিধানং কথনমিতি যাবৎ। তস্মাৎ।—সূর্য্য বস্তু সকল ভূতযোনির রূপ (অঙ্গ), এ কথাতেও ভূতযোনি পরমেশ্বর, ইহা নিশ্চিত হয়।

তত্ত্বানাং সর্গমুক্ত্বা তস্যৈব ভূতযোনেঃ সর্ব্ববিকারাত্মকং রূপমুপন্যস্যমানং পশ্যামঃ—

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র-সূর্য্যৌ,
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য,
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ॥ ইতি।

তচ্চ পরমেশ্বরস্যৈবোচিতং, সর্ব্ববিকারকারণত্বাৎ, ন শারীরস্য তনুমহিম্নঃ, নাপি প্রধানস্যায়ং রূপোপন্যাসঃ সম্ভবতি, সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্বাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ পরমেশ্বর এব ভূতযোনির্নেতরাবিতি গম্যতে। কথং পুনর্ভূতযোনেরয়ং রূপোপন্যাস ইতি গম্যতে? প্রকরণাৎ। "এষঃ" ইতি চ প্রকৃতানুকর্ষণাৎ। ভূতযোনিং হি প্রকৃত্য, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ", "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদিবচনং ভূতযোনিবিষয়মেব ভবতি। যথোপাধ্যায়ং প্রকৃত্য 'এতস্মাদধীষ্ব, এষ বেদবেদাঙ্গপারগঃ' ইতি বচনম্ উপাধ্যায়বিষয়ং ভবতি, তদ্বৎ। কথং পুনরদ্রেশ্য-

সূচয়তি। জায়মানবর্গমধ্যপতিতস্যাগ্নিমূর্দ্ধাদিরূপবতঃ সতি জায়মানত্বসম্ভবে নাকস্মাজ্জনকত্বকল্পনং যুক্তম্। প্রকরণং খল্বেতদ্বিশ্বযোনেঃ, সন্নিধিশ্চ জায়-

রূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—"ঐ স্বর্গ তাঁহার মূর্দ্ধা, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, দিক্ সকল তাঁহার শ্রোত্র, বেদ তাঁহার ব্যক্ত-বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, এই ব্রহ্মাণ্ডবিবর তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পদ, ইনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা"। [তচ্চ···গম্যতে] এরূপ রূপ সর্ব্বকারণ পরমেশ্বরেরই সম্ভবে, অল্পশক্তি জীবের ও অনাত্মা প্রধানের পক্ষে সম্ভবপর হয় না; সুতরাং উহা ভূতযোনি পরমেশ্বরেরই রূপ।

[কথং···তদ্বৎ] যদি বল, ঐ রূপটী যে, ভূতযোনিরই রূপ, অন্য কাহারও নহে, ইহা তোমরা কিসে জানিলে? এরূপ বলিলে বলিব, প্রকরণ বলে জানিয়াছি। "এষঃ" "ইনি," এই কথাটী প্রস্তাবিত পদার্থের বোধক এবং ভূতযোনির প্রস্তাবে পঠিত, "ইহা হইতে প্রাণের জন্ম, ইনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা।" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা ভূতযোনিরই বোধক, অন্যের নহে। অধ্যাপক-প্রস্তাবে কথিত "ইহাঁর নিকট অধ্যয়ন কর, ইনি বেদবেদাঙ্গ-পারগ" এই কথা যেমন অধ্যাপকেরই বোধক হয়, অন্যের নহে, ইহাও সেইরূপ। [কথং···

স্বাদিগুণকস্য ভূতযোনের্ব্বিগ্রহবদ্রূপং সম্ভবতি? সর্ব্বাত্মত্ব-বিবক্ষয়েদমুচ্যতে, ন তু বিগ্রহবত্ত্ববিবক্ষয়েত্যদোষঃ, "অহমন্নমহমন্ন-মহমন্নাদঃ" ইত্যাদিবৎ।

অন্যে পুনর্ম্মন্যন্তে, নায়ং ভূতযোনে রূপোপন্যাসঃ, জায়মান-ত্বেনোপন্যাসাৎ।

'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥"

ইতি হি পূর্ব্বত্র প্রাণাদি পৃথিব্যন্তং তত্ত্বজাতং জায়মানত্বেন নিরদিক্ষৎ। উত্তরত্রাপি চ, "তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ" ইত্যেবমাদি "অতশ্চ সর্ব্বা ওষধয়ো রসাশ্চ" ইত্যেবমন্তং জায়মানত্বেনৈব নির্দ্দেক্ষ্যতি, ইহৈব কথমকস্মাদন্তরালে ভূতযোনে রূপমুপন্যস্যেত। সর্ব্বাত্মত্বমপি সৃষ্টিং পরিসমাপ্যো-

মানানাং, সন্নিধেশ্চ প্রকরণং বলীয় ইতি জায়মানপরিত্যাগেন বিশ্বযোনেরেব প্রকরণিনো রূপাভিধানমিতি চেৎ, ন। প্রকরণিনঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিরহিতস্য বিগ্রহবত্তাবিরোধাৎ। ন চৈতাবতা মূর্দ্ধাদিশ্রুতয়ঃ প্রকরণবিরোধাৎ স্বার্থ-ত্যাগেন সর্ব্বাত্মতামাত্রপরা ইতি যুক্তম্। শ্রুতেরত্যন্তবিপ্রকৃষ্টার্থাৎ প্রকরণাৎ

বৎ] যদি বল, ভূতযোনি স্বয়ং অদৃশ্য। তাহার আবার দেহীর ন্যায় রূপ কি প্রকারে সম্ভব হয়? বলিলে বলিব, শরীর বলিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ রূপ বর্ণিত হয় নাই, পরন্তু সর্ব্বময়তা বলাই ঐ বর্ণনার উদ্দেশ্য; সুতরাং ঐরূপ রূপবর্ণনা দোষাবহ নহে। "আমি অন্ন ও আমিই অন্নভক্ষক" এই বর্ণনা যেমন সর্ব্বাত্মভাব প্রতিপাদক ও নির্দ্দোষ, কথিত বর্ণনাও তদ্রূপ সর্ব্বাত্মভাবের প্রতিপাদক ও নির্দ্দোষ।

[অন্যে···ইত্যর্থঃ] কোন ব্যাখ্যাকার (বৃত্তিকার) বলেন, "দ্যু-লোক যাঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য যাঁহার চক্ষুঃ" এ বর্ণনা ভূতযোনির রূপবর্ণনা নহে। জন্মনির্দ্দেশ থাকায় উহা হিরণ্যগর্ভের বর্ণনা। যখন ঐ সন্দর্ভের পূর্ব্বে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি কথিত হইয়াছে এবং তাহার পরে প্রথমে দ্যু-লোকের ও দ্যুলোকাগ্নি সূর্য্যের উৎপত্তি এবং অবশেষে সমস্ত ওষধি রসের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই মধ্যেও জড়বস্তু কথিত হইয়াছে, ইহা নির্ণীত হয়; সুতরাং উহা ভূতযোনির রূপবর্ণনা নহে, উহা ভূতযোনি-সমুৎপন্ন আদিশরীরী ব্রহ্মার রূপবর্ণনা। ভূতযোনির সর্ব্বাত্মকতা বা সার্ব্বাত্ম্য ঐ

পদেক্ষ্যতি, "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম" ইত্যাদিনা। শ্রুতিস্মৃত্যোশ্চ ত্রৈলোক্যশরীরস্য প্রজাপতের্জন্ম নির্দ্দিশ্যমানমুপলভামহে।—

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং,
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ॥" ইতি।
সমবর্ত্ততেত্যজায়ত ইত্যর্থঃ। তথা,—
"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥" ইতি।

বিকারপুরুষস্যাপি সর্ব্বভূতান্তরাত্মত্বং সম্ভবতি। প্রাণাত্মনা সর্ব্বভূতানামধ্যাত্মমবস্থানাৎ। অস্মিন্ পক্ষে "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম" ইত্যাদিসর্ব্বরূপোপন্যাসঃ পরমেশ্বরপ্রতিপত্তিহেতুরিতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ ১। ২। ২৩॥

বলীয়স্ত্বাৎ। সিদ্ধে চ প্রকরণিনোঽসম্বন্ধে জায়মানমধ্যপাতিত্বং জায়মানগ্রহণে কারণমুপপন্নস্তং ভাষ্যকৃতা। তস্মাদ্ধিরণ্যগর্ভ এব ভগবান্ প্রাণাত্মনা সর্ব্বভূতান্তরঃ কার্য্যো নির্দ্দিশ্যত ইতি সাম্প্রতম। তৎ কিমিদানীং সূত্রমনবধেয়মেব? নেত্যাহ। —অস্মিন্ পক্ষে" ইতি। প্রকরণাৎ।

সকল বাক্যের পরে অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্বকথনের পরে "এ সমুদায়ই পুরুষ, বা পুরুষই এ সমুদয়" এইরূপ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে। ত্রিলোক-শরীর প্রজাপতি, ভূতযোনি পরমেশ্বর হইতে সমুৎপন্ন হন, ইহা শ্রুতি স্মৃতি উভয়-প্রসিদ্ধ। শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যথা—"প্রথমে হিরণ্যগর্ভ জন্মিয়াছিলেন। তিনি জন্মিয়া প্রজাসমূহের এক অদ্বিতীয় পতি হইয়াছিলেন। সেই এক অদ্বয় প্রজাপতির অথবা প্রজাপতির 'উৎপাদক অদ্বয় দেবতার উদ্দেশে আমরা হবিস্ত্যাগ (যজ্ঞ) করিতেছি"। [তথা…ব্যাখ্যেয়ম্] আরও আছে। যথা—"প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। এই ব্রহ্মাই আদিশরীরী এবং পুরুষ (পূর্ণ) ও ভূতসমূহের পতি।" এই জায়মান সূত্রাত্ম-পুরুষকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা বলা অসঙ্গত নহে, প্রত্যুত সঙ্গতই হয়। এ পক্ষে, "এ সমস্তই পুরুষ" এই অংশের দ্বারা সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের সর্ব্বময়তা কথিত হইয়াছে, এবং সেই সর্ব্বময়তাই পরমেশ্বরপ্রতীতির কারণ।

বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ১।২।২৪ ॥ *

"কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম" ইতি, "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি, তমেব নো ব্রূহি ইতি" ইতি চোপক্রম্য দ্যুসূর্য্য-বায়্বাকাশবারিপৃথিবীনাং সুতেজস্ত্বাদিগুণযোগমেকৈকোপাসননিন্দয়া চ বৈশ্বানরং প্রত্যেষাং মূর্দ্ধাদিভাবমুপদিশ্যাম্নায়তে, "যস্ত্বেবমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি। তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর-

---

প্রাচীনশালসত্যযজ্ঞেন্দ্রদ্যুম্নজনকবুড়িলাঃ সমেত্য মীমাংসাং চক্রুঃ। "কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম" ইতি। আত্মেত্যুক্তে জীবাত্মনি প্রত্যয়ো মা ভূৎ, অত উক্তং কিং ব্রহ্মেতি। তে চ মীমাংসমানা নিশ্চয়মনধিগচ্ছন্তঃ কৈকেয়রাজং বৈশ্বানর-বিদ্যাবিদমুপসেদুঃ। উপসদ্য চোচুঃ। "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি" স্মরসি, "তমেব নো ব্রূহি" ইত্যুপক্রম্য দ্যুসূর্য্যবায়্বাকাশবারিপৃথিবীনামিতি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে "আমাদের আত্মা কি? ব্রহ্ম কি? অর্থাৎ কিংস্বরূপ" "সম্প্রতি আপনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে স্মরণ করেন, অর্থাৎ জানেন; আমাদিগকে তাহা বলুন।" এইরূপ উপক্রমের পর স্বর্গলোক, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ জল, পৃথিবী,—এ সকলের সুতেজস্ত্ব প্রভৃতি গুণ, বৈশ্বানর-বোধে ঐ সকলের উপাসনা করার দোষ ও ঐ সকল বৈশ্বানরের শিরঃপ্রভৃতি অঙ্গ কথিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে কথিত হইয়াছে, "যে এবম্বিধ প্রাদেশপ্রমাণ অভিবিমিত (পরিমিত) আত্মা বৈশ্বানরের উপাসনা করে, সে ব্যক্তি সকল লোকে, সকল প্রাণীতে ও সকল দেহে সর্ব্ববিধ ভোগভাগী হয়। এই বৈশ্বানরের মস্তক সুতেজা (দ্যুলোক), চক্ষু বিশ্বরূপ (সূর্য্য), প্রাণ বায়ু, সন্দেহ অর্থাৎ দেহমধ্যভাগ আকাশ, বস্তি বা মূত্রস্থান রয়ি (জল বা সমুদ্র), পদদ্বয় পৃথিবী, বক্ষঃ-

---

* ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তোবৈশ্বানরঃ পরমেশ্বর এব, নান্যঃ। অত্র হেতুঃ সাধারণেতি। সাধারণশব্দয়োর্ব্বিশেষণত্বাৎ। যদ্যপি বৈশ্বানরশব্দস্ত্রয়াণাং সাধারণস্তথাপ্যত্র বিশেষোদৃশ্যতে। স এব বিশেষঃ পরমেশ্বরগমক ইতি সূত্রার্থঃ।—ছান্দোগ্য শ্রুতির বৈশ্বানর পরমেশ্বর। হেতু এই যে, ঐ স্থানে বিশেষোক্তি আছে। বৈশ্বানরশব্দ অগ্নি, অগ্নিদেবতা ও জাঠরাগ্নির বোধক হইলেও ঐ স্থানে তদ্ভিন্নত্রয়ের ব্যাবর্ত্তক বিশেষণ আছে। সুতরাং প্রোক্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বরই।

এব বেদির্লোমানি বর্হিহৃ্দয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন-আস্যমাহবনীয়ঃ" ইত্যাদি। অত্র সংশয়ঃ—কিং বৈশ্বানরশব্দেন জাঠরোঽগ্নিরুপদিশ্যতে? উত ভূতাগ্নিঃ? অথ তদভিমানিনী দেবতা? অথবা শারীরঃ? আহোস্বিৎ পরমেশ্বরঃ? ইতি। কিং পুনরত্র সংশয়কারণম্? বৈশ্বানর ইতি জাঠর-ভূতাগ্নি-দেবতানাং সাধারণশব্দপ্রয়োগাৎ, আত্মেতি চ শারীর-পরমেশ্বরয়োঃ। তত্র কস্যোপাদানং ন্যায্যং, কস্য বা হানমিতি ভবতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? জাঠরোঽগ্নিরিতি। কুতঃ? তত্র হি বিশেষেণ ক্বচিৎ প্রয়োগো দৃশ্যতে, "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়-

অয়মর্থঃ।—বৈশ্বানরস্য ভগবতঃ "মূর্দ্ধা সুতেজাঃ" দ্যৌঃ, "চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ" সূর্য্যঃ, "প্রাণো" বায়ুঃ, "পৃথগ্বর্ত্মা যস্য বায়োঃ স পৃথগ্বর্ত্মা, স এবাত্মা স্বভাবো যস্য স পৃথগ্বর্ত্মাত্মা, "সন্দেহঃ" দেহস্য মধ্যভাগঃ, স আকাশো "বহুলঃ" সর্ব্বগতত্বাৎ, "বস্তিরেব রয়িঃ" আপঃ, যতোঽদ্ভ্যোঽন্নমন্নাচ্চ রয়ির্ধনং, তস্মাদাপো রয়িরুক্তাঃ, তাসাঞ্চ মূত্রীভূতানাং বস্তিঃ স্থানমিতি বস্তিরেব রয়িরিত্যুক্তম্। "পাদৌ" "পৃথিবী", তত্র প্রতিষ্ঠানাৎ। তদেবং বৈশ্বানরাবয়বেষু দ্যুসূর্য্যানিলাকাশজলাবনিষু মূর্দ্ধচক্ষুঃ-প্রাণসন্দেহবস্তিপাদেষ্বেকৈকস্মিন্ বৈশ্বানরবুদ্ধ্যা বিপরীতত্বয়োপাসকানাং প্রাচীন-শালাদীনাং মূর্দ্ধপাতাঽন্ধত্ব-প্রাণোৎক্রমণদেহশীর্ণতাবস্তিভেদপাদশ্লথীভাবদূষণৈরুপা-সনানাং নিন্দয়া মূর্দ্ধাদিসমস্তভাবমুপদিশ্যাম্নায়তে। 'যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্র-মভিবিমান'মিতি। স সর্ব্বেষু লোকেষু দ্যুপ্রভৃতিষু ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু, সর্ব্বে-ষাত্মসু দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিজীবেষন্নমত্তি সর্ব্বসম্বন্ধিফলমাপ্নোতীত্যর্থঃ। অপাস্য বৈশ্বানরস্য ভোক্তুর্ভোজনস্যাগ্নিহোত্রতাসম্পিপাদয়িষয়া আহ শ্রুতিঃ।—"উর এব বেদিঃ," বেদিসারূপ্যাৎ। "লোমানি বর্হিঃ," আস্তীর্ণবর্হিঃসারূপ্যাৎ। "হৃদয়ং

স্থল যজ্ঞবেদী, লোমরাশি কুশ, হৃদয় গার্হপত্য-অগ্নি, মন অন্বাহার্য্যপচন-অগ্নি, মুখ আহবনীয়-অগ্নি * ইত্যাদি। [অত্র···সংশয়ঃ] এই বাক্যে সংশয় এই যে, শ্রুতি বৈশ্বানর-শব্দে জাঠরাগ্নি, প্রসিদ্ধ অগ্নি, অগ্নিদেবতা, জীব ও পরমেশ্বর, এ সকলের মধ্যে কোন্ অর্থ বলিয়াছেন? জাঠরাগ্নি, ভূতাগ্নি ও অগ্নিদেবতা, এই তিন অর্থে বৈশ্বানর-শব্দের এবং জীব ও পরমেশ্বর অর্থে আত্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; কাজেই সংশয় হয়। [কিন্তাবৎ···ইত্যাদৌ] সংশয়ের পর প্রথমে জাঠরাগ্নি পক্ষই প্রতীত বা উপস্থিত হয়। "সেই অগ্নি বৈশ্বানর, যে অগ্নি

* এ সকল কথা আখ্যায়িকাকারে কথিত আছে। আখ্যায়িকার ক্রম এইরূপ।—প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জনক, বুড়িল, এই পাঁচ ব্যক্তি "আত্মা কি, ব্রহ্ম কি?"

মন্তঃপুরুষে, যেনেদমন্নং পচ্যতে, যদিদমদ্যতে” ইত্যাদৌ। অগ্নিমাত্রং বা স্যাৎ। সামান্যেনাপি প্রয়োগদর্শনাৎ, “বিশ্বস্মা-অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্” ইত্যাদৌ। অগ্নিশরীরা বা দেবতা স্যাৎ। তস্যামপি প্রয়োগদর্শনাৎ। “বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম, রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ” ইত্যেবমাদ্যায়াঃ শ্রুতের্দ্দেবতায়ামৈশ্বর্য্যাদ্যুপেতায়াং সম্ভবাৎ। অথাত্মশব্দসামানাধিকরণ্যাদুপক্রমে চ ‘কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম’ ইতি কেবলাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ, আত্মশব্দবশেন বৈশ্বানরশব্দঃ

গার্হপত্যঃ”। হৃদয়ানমন্বরং “মনোঽন্বাহার্য্যপচনঃ”। “আস্যমাহবনীয়ঃ”। তত্র হি তদন্নং হূয়তে।

দেহাভ্যন্তরে আছে ও যে অগ্নি ভুক্ত বস্তু পরিপাক করে।” ইত্যাদি স্থলে জাঠরাগ্নিকেই বৈশ্বানর বলা হইয়াছে। [অগ্নি…ইত্যাদৌ] যে হেতু অগ্নিমাত্রের উপর বৈশ্বানর-শব্দের প্রয়োগ আছে, সেই হেতু প্রসিদ্ধ-অগ্নি-অর্থও লইতে পার। যথা—“দেবতারা ভুবনের নিমিত্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে ও দিন-চিহ্ন সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন।” [অগ্নি…সম্ভবাৎ] বৈশ্বানর-শব্দে অগ্নি দেবতাও বুঝা যাইতে পারে। কেন না, অগ্নি-দেবতাতেও ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—“যেহেতু বৈশ্বানর ভুবনের রাজা, ঈশ্বর ও সুখদাতা, সেই হেতু আমরা বৈশ্বানরের সুমতিমধ্যে থাকিতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ আমাদের প্রতি বৈশ্বানরের শুভবুদ্ধি হউক।” এ শ্রুতি ঐশ্বর্য্যযুক্ত দেবতা অর্থেই সঙ্গত হয়। [অথা…বিশেষাৎ] আত্মার প্রস্তাব ও তাহার অভেদে বৈশ্বানরের প্রয়োগ, এই দুই কারণে বৈশ্বানরের আত্মার্থতা গ্রহণ করিলেও

বিচার করিতেছিলেন এবং তত্ত্বনিশ্চয়ের জন্য উদ্দালকের নিকট গিয়াছিলেন। উদ্দালক উহা জানিতেন না, তৎকারণে তিনি ও উক্ত পাঁচজন এক সঙ্গে কৈকেয় রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, আমাদিগকে বৈশ্বানর আত্মা বলুন। রাজা তাঁহাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে কাহাকে আত্মভাবে ধ্যান কর। অনন্তর তাঁহাদের কেহ দ্যুলোকের, কেহ সূর্য্যের, কেহ বায়ুর কেহ আকাশের, কেহ জলের, কেহ পৃথিবীর কথা বলিল। রাজা বলিলেন, ঐ সকল বৈশ্বানর নহে, বৈশ্বানরের অঙ্গ। পরে বলিলেন, তোমরা যদি না জিজ্ঞাসা করিতে, তাহা হইলে তোমাদের ঐ সকল অঙ্গের হানি হইত। এইরূপে এক একটীর অর্থাৎ এক এক অঙ্গের উপাসনার নিন্দা করিয়া পশ্চাৎ সর্ব্বাঙ্গসমুপেত বৈশ্বানরের উপাসনা “যে এইরূপ প্রাদেশ প্রমাণ” ইত্যাদি বাক্যে উপদেশ করিলেন। ইহাতে ব্রহ্মবাচক অর্থাৎ পরমেশ্বরবোধক শব্দ নাই, কেবল আত্মা ও বৈশ্বানর শব্দ আছে, সুতরাং ইহা সংশয়িত বাক্য। সংশয়িত বাক্য বলিয়া ইহার বিচার্য্যতা উপস্থিত হইয়াছে। বিচার ভাষ্যানুবাদে ব্যক্ত আছে।

পরিণেয় ইত্যুচ্যতে, তথাপি, শারীর আত্মা স্যাৎ। তস্য ভোক্তৃত্বেন বৈশ্বানরসন্নিকর্ষাৎ, প্রাদেশমাত্রমিতি চ বিশেষণস্য তস্মিন্নুপাধিপরিচ্ছিন্নে সম্ভবাৎ। তস্মান্নেশ্বরো বৈশ্বানর ইত্যেবং প্রাপ্তম্। তত ইদমুচ্যতে—

বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? সাধারণশব্দবিশেষাৎ। সাধারণশব্দয়োর্ব্বিশেষঃ সাধারণশব্দবিশেষঃ। যদ্যপ্যেতাবুভাবপি আত্মবৈশ্বানরশব্দৌ, সাধারণশব্দৌ, বৈশ্বানরশব্দস্তু ত্রয়াণাং সাধারণঃ, আত্মশব্দশ্চ দ্বয়োঃ, তথাপি, বিশেষো দৃশ্যতে, যেন পরমেশ্বরপরত্বং তয়োরভ্যুপগম্যতে। "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদি। অত্র হি পরমেশ্বর এব দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিবিশিষ্টোঽবস্থান্তরগতঃ প্রত্যগাত্মত্বেনোপন্যস্তো ধ্যানায়েতি গম্যতে, কারণত্বাৎ। কারণস্য হি সর্ব্বাভিঃ কার্য্যগতাভিরবস্থাভিরবস্থাবত্ত্বাৎ দ্যুলোকাদ্যবয়বত্বমুপপদ্যতে। "স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি" ইতি চ

জীবাত্মা বৈ পরমাত্মা গ্রহণ করিতে পার না। জীব ভোক্তা ও উপাধিপরিচ্ছিন্ন; সুতরাং "প্রাদেশপ্রমাণ" প্রভৃতি বিশেষণ তাঁহাতেই খাটে। এ সকল যুক্তিতে পাওয়া যায়, বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে। পরমেশ্বর নহে, এই পক্ষ নিরাসের নিমিত্ত এই (২৪) সূত্র পঠিত হইল। অর্থ এই যে, বৈশ্বানর পরমেশ্বর, অন্য কেহ নহে। হেতু এই যে, ঐরূপ সাধারণ শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও (বৈশ্বানর শব্দ নির্দ্দিষ্টবাচী না হইয়া সাধারণ অর্থবাচী হইলেও) ঐ স্থলে বিশেষ উক্তি আছে।

[সাধারণ···কারণত্বাৎ] আত্মা ও বৈশ্বানর, এ দুটী সাধারণ-শব্দ। বৈশ্বানর-শব্দ তিনের বোধক, আত্মশব্দ দু-এর বোধক। আত্মা ও বৈশ্বানর সাধারণ শব্দ হইলেও উক্ত স্থলে বিশেষ উপদেশ আছে। যথা—"ঐ স্বর্গ বৈশ্বানর আত্মার মস্তক।" এরূপ বিশেষ উক্তি থাকাতেই বৈশ্বানর শব্দের পরমেশ্বর অর্থ পরিগৃহীত হয়। পরমাত্মা নির্ব্বিশেষ, তাঁহার বিশেষ নাই, না থাকিলেও উপাসনার নিমিত্ত ঐরূপ বিশেষ অভিহিত হইতে পারে। [কারণস্য···পদ্যতে] কারণে কার্য্যের অবস্থা প্রক্ষেপ করা অসঙ্গত নহে। পরমাত্মা সর্ব্বকারণ, তদনুসারে তাঁহার উক্তবিধ কার্য্যাবস্থার আরোপ হইতে পারে। অর্থাৎ স্বর্গ তাঁহার মস্তক, এরূপ বলা যাইতে পারে। [স···ন্নমত্তি] "সেই উপাসক সকল

সর্ব্বলোকাত্মাশ্রয়ং ফলং শ্রূয়মাণং পরমকারণপরিগ্রহে সম্ভবতি। "এবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি চ তদ্বিদঃ সর্ব্বপাপপ্রদাহশ্রবণম্। "কো ন আত্মা, কিং তদ্‌ব্রহ্ম" ইতি চাত্ম-ব্রহ্মশব্দাভ্যামুপক্রম ইত্যেবমন্তানি ব্রহ্মলিঙ্গানি পরমেশ্বরমেব গময়ন্তি। তস্মাৎ পরমেশ্বর এব বৈশ্বানরঃ॥ ১।২।২৪ ॥

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি॥ ১।২।২৫॥*

ইতশ্চ পরমেশ্বর এব বৈশ্বানরঃ। যস্মাৎ পরমেশ্বরস্যৈবাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্ম্মূর্দ্ধা, ইতীদৃশং ত্রৈলোক্যাত্মকং রূপং স্মর্য্যতে—

"যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্ম্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ।
সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ" ইতি॥

তৎ স্মর্য্যমাণং রূপং মূলভূতাং শ্রুতিমনুমাপয়দস্য বৈশ্বানরশব্দস্য পরমেশ্বরপরত্বেনানুমানং লিঙ্গং গমকং স্যাদিত্যর্থঃ। ইতি শব্দো হেত্বর্থঃ। যস্মাদিদং গমকং, তস্মাদপি বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈ-

---

লোকে, সকলভূতে ও সকল আত্মায় (শরীর প্রভৃতিতে) ভোগ্য ভোগ করে।" এরূপ ফলশ্রুতি পরমকারণ পরমেশ্বর অর্থ ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব হয়। [এবং…নরঃ] ঐ স্থানে "তাহার সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়" এরূপ ফলশ্রুতিও আছে। সর্ব্বপাপপ্রদাহ ফল পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত অন্যজ্ঞানে সম্ভব হয় না। 'আমাদের আত্মা কি? ব্রহ্ম কি?" এই প্রক্রান্ত বাক্যে আত্মা ও ব্রহ্ম শব্দ থাকায় এবং অন্যান্য ব্রহ্মচিহ্ন থাকায় ঐ প্রস্তাব পরমেশ্বরের বোধক; সুতরাং প্রোক্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বর।

উদাহৃত শ্রুতির বৈশ্বানর অর্থ পরমেশ্বর। কারণ এই যে, স্মৃতিতে পরমেশ্বরেরই ত্রিলোকমূর্ত্তি বর্ণিত আছে। যথা—"অগ্নি যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ নাভি, ক্ষিতি চরণদ্বয়, সূর্য্য চক্ষু, দিক্‌সকল কর্ণ, এই লোকমূর্ত্তি পরমেশ্বরকে নমস্কার।" এই স্মৃতি স্বীয় মূলীভূত শ্রুতি অনুমান করাইয়া বৈশ্বানরের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। [ইতি… সম্ভবতি] সূত্রস্থ 'ইতি' শব্দের অর্থ—হেতু। অর্থ এই যে, যেহেতু উহা (স্মৃতি) মূলশ্রুতির অনুমাপক ও পরমেশ্বরের বোধক, সেই হেতু প্রোক্ত

---

* স্মর্য্যমাণং স্মৃত্যুক্তরূপম্ অনুমানং শ্রুতেরনুমাপকং, সুতরাং পরমেশ্বরস্য গমকমিতি সূত্রার্থঃ।—স্মৃতিতে পরমেশ্বরের ত্রৈলোক্যরূপ বর্ণিত আছে। সেই স্মৃতি আপনার মূল (শ্রুতি) অনুমান করায়, করাইয়া বৈশ্বানরের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করে।

বেত্যর্থঃ। যদ্যপি স্তুতিরিয়ং—"তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ" ইতি স্তুতিত্বমপি নাসতি মূলভূতে বেদবাক্যে সম্যগীদৃশেন রূপেণ সম্ভবতি।

"দ্যাং মূর্দ্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি,
খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে।
দিশঃ শ্রোত্রে বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিঞ্চ,
সোঽচিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা ॥"

ইত্যেবংজাতীয়কা চ স্মৃতিরিহোদাহর্ত্তব্যা ॥ ১।২।২৫ ॥

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্নেতি চেৎ, ন, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে ॥ ১।১।২৬ *

নন্বসদারোপেণাপি স্তুতিসম্ভবাৎ ন মূলশ্রুত্যপেক্ষা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—"যদ্যপি" ইতি। তথাপীতি পদমর্থতঃ পঠতি "স্তুতিত্বমপি" ইতি। দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিরূপেণ স্তুতির্নরমাত্রেণ কর্ত্তুমশক্যা, বিনা শ্রুতিমিত্যর্থঃ। (ইতি রত্নপ্রভা) ॥১।১।২৫॥

ননু "কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম" ইত্যুপক্রমে আত্মব্রহ্মশব্দয়োঃ পরমাত্মনি রূঢ়ত্বেন তত্পরতায়াং বুদ্ধৌ বৈশ্বানরাগ্ন্যাদয়ঃ শব্দাস্তদনুরোধেন পরমাত্মন্যেব কথঞ্চিন্নেতুং যুজ্যন্তে, ন তু প্রথমাবগতৌ ব্রহ্মাত্মশব্দৌ চরমাবগতবৈশ্বানরাদিপদানুরোধেনান্যথয়িতুং যুজ্যেতে। যদ্যপি চ বাজসনেয়িনাং বৈশ্বানরবিদ্যোপক্রমে, 'বৈশ্বানরং

বৈশ্বানর পরমেশ্বরই। "লোকমূর্ত্তি পরমেশ্বরকে নমস্কার" ইহা স্তুতি হইলেও (স্তুতি-বাক্য হইলেও) মূলভূত বাক্য ব্যতীত ঐরূপ স্তুতি সম্ভবপর হয় না। (ঐ স্তুতি শ্রুতিমূলক, নির্ম্মূল নহে, সুতরাং অপ্রমাণ নহে)। "ব্রহ্মজ্ঞগণ স্বর্গকে যাঁহার মস্তক, আকাশকে নাভি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে চক্ষু, দিক্‌সকলকে শ্রোত্র এবং পৃথিবীকে চরণ বলেন, তিনি অচিন্ত্যরূপ ও সকল ভূতের স্রষ্টা।" এই-জাতীয় স্মৃতিবাক্যও এই সূত্রের উদাহরণ রূপে গ্রহণীয় ॥১।২।২৫॥

* শব্দাদিভ্যঃ অর্থান্তরপ্রসিদ্ধেভ্যো বৈশ্বানরাদিশব্দেভ্যঃ, তথা অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ পুরুষান্তঃ—প্রতিষ্ঠিতত্বোক্তেঃ, ন বৈশ্বানরঃ পরমেশ্বর ইতি ন বক্তব্যম্। কুতঃ? তথাদৃষ্ট্যুপদেশাৎ অসম্ভবাৎ পুরুষশব্দেনোক্তত্বাচ্চ।—

বৈশ্বানর শব্দ ও অগ্নি শব্দ পরমেশ্বর অর্থের বোধক নহে বলিয়া বৈশ্বানর অর্থ পরমেশ্বর নহে, এরূপ বলিতে পার না। বলিলে ঐরূপে উপাসনার বিশেষোক্তির ও পুরুষবিশেষণে বিশেষিত হওয়ার দোষ জন্মে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

অত্রাহ—ন পরমেশ্বরো বৈশ্বানরো ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? শব্দাদিভ্য অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ। শব্দস্তাবৎ বৈশ্বানরশব্দো ন পরমেশ্বরে সম্ভবতি, অর্থান্তরে রূঢ়ত্বাৎ। তথা অগ্নিশব্দঃ, "স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ" ইতি। আদিশব্দাৎ হৃদয়-গার্হপত্যাদ্যগ্নিত্রেতাপ্রকল্পনম্। "তদ্‌যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ, তদ্ধোমীয়ম্" ইত্যাদিনা চ প্রাণাহুত্যধিকরণতাসঙ্কীর্ত্তনম্। এতেভ্যো হেতুভ্যো জাঠরো বৈশ্বানরঃ প্রত্যেতব্যঃ। তথান্তঃপ্রতিষ্ঠানমপি শ্রূয়তে—"পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি, তচ্চ জাঠরে সম্ভবতি।

যদপ্যুক্তং "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ", ইত্যাদের্ব্বিশেষাৎ কারণাৎ

হ বৈ ভগবান্ সম্প্রতি বেদ, তং নো ব্রূহি' ইত্যত্র নাত্মব্রহ্মশব্দৌ স্তঃ, তথাপি তৎসমানার্থং ছান্দোগ্যবাক্যং তদুপক্রমমিতি তেন নিশ্চিতার্থেন তদবিরোধেন বাজসনেয়িবাক্যার্থোনিশ্চীয়তে। নিশ্চিতার্থেন হ্যনিশ্চিতার্থং ব্যবস্থাপ্যতে, নানিশ্চিতার্থেন নিশ্চিতার্থম্। কর্ম্মবচ্চ ব্রহ্মাপি সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকমেব। ন চ দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকং জাঠরভূতাগ্নিদেবতাজীবাত্মনামন্যতমস্যাপি সম্ভবতি। ন চ সর্ব্বলোকাশ্রয়ফলভাগিতা, ন চ সর্ব্বপাপ্মপ্রদাহ ইতি পারিশেষ্যাৎ পরমাত্মৈব বৈশ্বানর ইতি নিশ্চিতে কুতঃ পুনরিয়মাশঙ্কা।—"শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্নেতি চেৎ" ইতি। উচ্যতে, তদেবোপক্রমানুরোধেনান্যথা নীয়তে, যন্নেতুং শক্যম্। অশক্যৌ চ বৈশ্বানরাগ্নিশব্দাবন্যথা নেতুমিতি শঙ্কিতুরভিমানঃ। অপি চান্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং প্রাদেশমাত্রত্বঞ্চ ন সর্ব্বব্যাপিনোঽপরিমাণস্য চ পরব্রহ্মণঃ সম্ভবতঃ। ন চ প্রাণাহুত্যধিকরণতাঽন্যত্র জাঠরাগ্নের্যুজ্যতে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিবেন, শব্দ প্রভৃতি ও অন্তরবস্থান-কথন, এই দুই কারণে বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে। শব্দ অর্থ—বৈশ্বানর শব্দ। বৈশ্বানর-শব্দ অন্য অর্থে প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাহা পরমেশ্বরের বোধক নহে। অগ্নি-শব্দও ঐরূপ। [আদি…প্রত্যেতব্যঃ] সূত্রে "আদি" শব্দ আছে, তদ্দ্বারা হৃদয় ও গার্হপত্যাদি গ্রহণ করিবে। শ্রুতি "যে অন্ন প্রথম লব্ধ বা উপস্থিত হইবে, সে অন্ন হোম করিবে অর্থাৎ জঠরানলে আহুতি দিবে।" এইরূপে বৈশ্বানরকে হোমাধার (অগ্নি) বলিয়াছেন। এতদনুসারে বৈশ্বানর-শব্দের জাঠরাগ্নি অর্থ গ্রহণ করাই উচিত। [তথা…সম্ভবতি] অপিচ, "পুরুষে ও পুরুষের অন্তরে অবস্থিত" এ অংশ, বৈশ্বানরকে পুরুষান্তঃপ্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন। অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বধর্ম্ম জাঠরাগ্নিপক্ষেই সঙ্গত হয়।

[যদ…বিষয় ইতি] পূর্ব্বে বলিয়াছ, 'স্বর্গ যাহার মস্তক' এই উক্তি বা

পরমাত্মা বৈশ্বানর ইতি। অত্র ক্রমঃ—কুতো হ্যেষ নির্ণয়ঃ, যদুভয়থাপি বিশেষপ্রতিভানে সতি পরমেশ্বরবিষয় এব বিশেষ আশ্রয়ণীয়ো ন জাঠরবিষয় ইতি। অথবা ভূতাগ্নেরন্তর্ব্বহিশ্চাবতিষ্ঠমানস্যৈষ নির্দ্দেশো ভবিষ্যতি। তস্যাপি হি দ্যুলোকাদিসম্বন্ধো মন্ত্রবর্ণাদবগম্যতে, "যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমামাততান রোদসী অন্তরীক্ষম্" ইত্যাদৌ। অথবা তচ্ছরীরায়া দেবতায়া ঐশ্বর্য্যযোগাদ্দ্যুলোকাদ্যবয়বত্বং সম্ভবতি। তস্মান্নাত্র পরমেশ্বরো বৈশ্বানর ইতি।

অত্রোচ্যতে,—ন, তথাদৃষ্ট্যুপদেশাদিতি। ন শব্দাদিভ্যঃ কারণেভ্যঃ পরমেশ্বরস্য প্রত্যাখ্যানং যুক্তম্। কুতঃ?

ন চ গার্হপত্যাদিহৃদয়াদিতা ব্রহ্মণঃ সম্ভবিনী। তস্মাদ্যথাযোগং জাঠর-ভূতাগ্নিদেবতাজীবানামন্যতমো বৈশ্বানরঃ, ন তু ব্রহ্ম। তথা চ ব্রহ্মাত্ম-শব্দাবুপক্রমগতাবপ্যন্যথা নেতব্যৌ। দ্যুমূর্দ্ধত্বাদয়শ্চ স্তুতিমাত্রম্।

অথবা অগ্নিশরীরায়া দেবতায়া ঐশ্বর্য্যযোগাৎ দ্যুমূর্দ্ধত্বাদয় উপপদ্যন্ত ইতি শঙ্কিতুরভিসন্ধিঃ। অত্রোত্তরম্।—"ন"। কুতঃ। "তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ"। অদ্ধা চরমমনন্যথাসিদ্ধং প্রথমাবগতমন্যথয়তি। ন ত্বত্র চরমস্যানন্যথাসিদ্ধিঃ প্রতীকোপদেশেন বা মনো ব্রহ্মেতিবৎ তদুপাধ্যুপদেশেন বা মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপ ইতিবদুপপত্তেঃ। বৃৎপত্ত্যা বা বৈশ্বানরাগ্নিশব্দয়ো-

এই বিশেষকথন অনুসারে বৈশ্বানর পরমেশ্বর, সে কথার প্রতিকূলে আমাদের বক্তব্য এই যে, যখন জাঠরাগ্নি ও পরমেশ্বর, উভয় অর্থেই বিশেষ-উক্তি সম্ভব ও দৃষ্ট হয়, তখন পরমেশ্বরবোধক বিশেষই গ্রাহ্য হইবে, অন্য বিশেষ গ্রাহ্য হইবে না, তাহার নিশ্চায়ক কি হেতু আছে? অর্থাৎ ঐরূপ নিশ্চয়ের কোন উপযুক্ত হেতু নাই। [অথবা···দিতে] অথবা উহা ভূতাগ্নিবিষয়ক নির্দ্দেশ হইতে পারে। ভূতাগ্নিও অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান আছে, এবং বেদেও তাহার স্বর্গলোকসম্বন্ধ কথিত আছে। যথা—"যিনি সূর্য্যরূপে পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া আছেন, সেই অগ্নিকে ধ্যান কর।" অথবা উহা অগ্নিদেবতার নির্দ্দেশ। অগ্নিদেবতা ঐশ্বর্য্যশালিনী, তৎপ্রভাবে তাঁহারও স্বর্গাদি অবয়ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সকল কারণে বৈশ্বানর যে পরমেশ্বর নহে, ইহা নিশ্চয় হইতে পারে।

এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানের জন্য সূত্রে বলা হইল,—বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে, এরূপ বলিতে পার না। হেতু এই যে, শাস্ত্রে ঐরূপে দেখিবার (জানিবার বা উপাসনা করিবার) উপদেশ দেখা যায়। [ন···বৎ]

তথা জাঠরাপরিত্যাগেন দৃষ্ট্যুপদেশাৎ। পরমেশ্বরদৃষ্টির্হি জাঠরে বৈশ্বানর ইহোপদিশ্যতে, "মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত," ইত্যাদিবৎ। অথবা জাঠরবৈশ্বানরোপাধিঃ পরমেশ্বর ইহ দ্রষ্টব্যত্বেনোপদিশ্যতে, "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ" ইত্যাদিবৎ। যদি চেহ পরমেশ্বরো ন বিবক্ষ্যেত, কেবল এব জাঠরোঽগ্নির্বিবক্ষ্যেত, ততো "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদের্বিশেষস্যাসম্ভব এব স্যাৎ। যথা তু দেবতা-ভূতাগ্নিব্যপাশ্রয়েণাপ্যয়ং

ব্রহ্মবচনত্বান্নানস্থথাসিদ্ধিঃ। তথা চ ব্রহ্মাশ্রয়স্য প্রত্যয়স্যাশ্রয়ান্তরে জাঠরবৈশ্বানরাত্বয়ে ক্ষেপেণ বা জাঠরবৈশ্বানরোপাধিনি বা ব্রহ্মণ্যুপাস্যে বৈশ্বানরধর্ম্মাণাং ব্রহ্মধর্ম্মাণাঞ্চ সমাবেশ উপপদ্যতে। অসম্ভবাদিতি সূত্রাবয়বং ব্যাচষ্টে।—"যদি চেহ পরমেশ্বরো ন বিবক্ষ্যেত" ইতি। পুরুষমপি চৈনমধীয়ত ইতি সূত্রাবয়বং ব্যাচষ্টে।—"যদি কেবল এব" ইতি। ন ব্রহ্মোপাধিতয়া নাপি প্রতীকতয়েত্যর্থঃ। ন কেবলমন্তঃপ্রতিষ্ঠং পুরুষমপীত্যপেরর্থঃ। অতএব যৎ পুরুষ ইতি পুরুষমনূদ্য ন বৈশ্বানরো বিধীয়তে। তথা সতি পুরুষে বৈশ্বানরদৃষ্টিরুপদিশ্যেত। এবঞ্চ পরমেশ্বরদৃষ্টির্হি জাঠরে বৈশ্বানর ইহোপদিশ্যত ইতি ভাষ্যং বিরুধ্যেত। শ্রুতিবিরোধশ্চ।—"স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃ-

পূর্ব্বোক্ত কারণ অবলম্বনে বৈশ্বানরকে পরমেশ্বর না বলা অযুক্ত। হেতু এই যে, শাস্ত্রে ঐরূপে পরমেশ্বর-উপাসনার উপদেশ আছে। শাস্ত্র যেমন, মনে ব্রহ্মদর্শন (মনঃই ব্রহ্ম, এইরূপ ভাবনায় ব্রহ্মোপাসনা) করিতে বলিয়াছেন, তেমনি, জাঠরাগ্নিতেও বলিয়াছেন। [অথবা...বৎ] অথবা যেমন মন-উপহিত ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, (ব্রহ্ম মনোময়, মন তাঁহার শরীর ইত্যাদি), সেইরূপ, জাঠরাগ্নি-উপহিত ঈশ্বরের উপাসনাও বলিয়াছেন। [যদি···বক্ষ্যামঃ] ঐ বাক্যে যদি পরমেশ্বর বলিবার ইচ্ছা না থাকিত, কেবল জাঠরাগ্নি বলিবারই ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতি "স্বর্গ তাঁহার মস্তক" এরূপ কথা বলিতেন না। ঐ কথা জাঠরাগ্নিপক্ষে সম্পূর্ণ অসঙ্গত। দেবতা ও ভূতাগ্নি পক্ষেও ঐ কথা বা ঐ বিশেষণ প্রয়োগকরা অসম্ভব জানিবে। যে প্রকারে অসম্ভব হয়, তাহা পরসূত্রে ব্যক্ত হইবে। [যদি···পঠ্যতে] বৈশ্বানর যদি কেবল জাঠরাগ্নিই হয়, তাহা হইলে তাহাকে পুরুষান্তঃপ্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে বটে; কিন্তু পুরুষ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যজুর্ব্বেদ উহাকে পুরুষান্তঃপ্রতিষ্ঠিত ও পুরুষ উভয় বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। যথা—"সেই এই অগ্নি বৈশ্বানর। যে উপাসক পুরুষে প্রতিষ্ঠিত ও পুরুষ বৈশ্বানরকে জানে, উপাসনা করে, সে সর্ব্বভোগী হয়।" পরমেশ্বর সর্ব্বময় সর্ব্বাত্মা, তজ্জন্য তাঁহাকে পুরুষ ও পুরুষপ্রতিষ্ঠিত

বিশেষ উপপাদয়িতুং ন শক্যতে, তথোত্তরসূত্রে বক্ষ্যামঃ। যদি চ কেবল এব জাঠরো বিবক্ষ্যেত, পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং কেবলং তস্য স্যাৎ, ন তু পুরুষত্বম্। পুরুষমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ, "স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। পরমেশ্বরস্য তু সর্ব্বাত্মত্বাৎ পুরুষত্বং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বঞ্চোভয়মপ্যুপপদ্যতে। যে তু পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়ত ইতি সূত্রাবয়বং পঠন্তি, তেষামেষোঽর্থঃ—কেবলজাঠরপরিগ্রহে পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং কেবলং স্যাৎ, ন তু পুরুষবিধত্বম্। পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ "পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। পুরুষবিধত্বঞ্চ প্রকরণাৎ যদধিদৈবতং দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিপৃথিবীপ্রতিষ্ঠিতত্বান্তং, যচ্চাধ্যাত্মং প্রসিদ্ধং মূর্দ্ধত্বাদিচিবুকপ্রতিষ্ঠিতত্বান্তং, তৎ পরিগৃহ্যতে॥ ১।২।২৬॥

অত এব ন দেবতা ভূতঞ্চ॥ ১।২।২৭॥*

যৎ পুনরুক্তং—ভূতাগ্নেরপি মন্ত্রবর্ণে দ্যুলোকাদিসম্বন্ধদর্শনাৎ "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদ্যবয়বকল্পনং তস্যৈব ভবিষ্যতীতি, তচ্ছরীরায়া দেবতায়া বা ঐশ্বর্য্যযোগাদিতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রো-

প্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। বৈশ্বানরস্য হি পুরুষত্ববেদনমত্রানূদ্যতে ন তু পুরুষস্য বৈশ্বানরত্ববেদনম্। তস্মাৎ "স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরঃ" যদিতি যদঃ পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ, পুরুষ ইতি, তত্র পুরুষদৃষ্টেরুপদেশ ইতি যুক্তম্॥ ১।২।২৬॥

অত এবৈতেভ্যঃ শ্রুতিস্মৃত্যবগত-দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিসম্বন্ধসর্ব্বলোকাশ্রয়ফলভাগিত্ব-সর্ব্বপাপ্মপ্রদাহাত্মব্রহ্মপদোপক্রমেভ্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ। 'যো ভানুনা পৃথিবীং

উভয়ই বলা যায়। [যে…গৃহ্যতে] যাহারা পুরুষশব্দের পরিবর্ত্তে পুরুষবিধ পাঠ কল্পনা করেন, তাঁহাদের মতের ব্যাখ্যা এইরূপ—বৈশ্বানর কেবল জাঠরাগ্নি হইলে তাহাতে অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত বিশেষণ সঙ্গত হইতে পারে বটে ; কিন্তু পুরুষবিধ-

* অতএব—উক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ, বৈশ্বানরো ন দেবতা ন ভূতাগ্নিঃ, কিন্তু পরমেশ্বর এব।—ঐ সকল কারণে প্রোক্ত বৈশ্বানর অগ্নিদেবতা বা অগ্নি উভয়ের কিছুই নহে।

চ্যতে—অতএব উক্তেভ্যো হেতুভ্যো ন দেবতা বৈশ্বানরঃ, তথা ভূতাগ্নিরপি ন বৈশ্বানরঃ। ন হি ভূতাগ্নেরৌষ্ণ্যপ্রকাশমাত্রাত্মকস্য দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকল্পনোপপদ্যতে, বিকারস্য বিকারান্তরাত্মত্বাসম্ভবাৎ। তথা দেবতায়াঃ সত্যপ্যৈশ্বর্য্যযোগে ন দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিকল্পনা সম্ভবতি, অকারণত্বাৎ পরমেশ্বরাধীনৈশ্বর্য্যত্বাচ্চ। আত্মশব্দাসম্ভবশ্চ সর্ব্বেষ্বেষু পক্ষেষু স্থিত এব ॥ ১। ২।২৭ ॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥১।২।২৮॥*

পূর্ব্বং জাঠরাগ্নিপ্রতীকো জাঠরাগ্ন্যুপাধিকো বা পরমেশ্বর উপাস্য ইত্যুক্তম্ অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বাদ্যনুরোধেন, ইদানীন্তু বিনৈব

ত্যামুতেমাম্' ইতি মন্ত্রবর্ণোঽপি ন কেবলৌষ্ণ্যপ্রকাশবিভবমাত্রস্য ভূতাগ্নেরিমমীদৃশং মহিমানমাহ, অপি তু ব্রহ্মবিকারতয়া তাদ্রূপ্যেণেতি ভাবঃ॥ ১।২।২৭ ॥

যদেতৈৎ প্রকৃতং মূর্দ্ধাদিষু চিবুকান্তেষু পুরুষাবয়বেষু দ্যুপ্রভৃতীন্ পৃথিবীপর্য্যন্তাংস্ত্রৈলোক্যাত্মনো বৈশ্বানরস্যাবয়বান্ সম্পাদ্য পুরুষবিধত্বং কল্পিতং,

বিশেষণটী সঙ্গত হয় না। কিন্তু যজুর্ব্বেদ উহাকে পুরুষবিধও বলিয়াছেন। প্রকরণ অনুসারে পুরুষবিধ শব্দের অর্থ পুরুষতুল্য। পুরুষের মস্তকাদি আছে, বৈশ্বানরেরও মস্তকাদি আছে, (স্বর্গ তাঁহার মস্তক ইত্যাদি); সুতরাং তিনি পুরুষবিধ॥ ১। ২। ২৬॥

আরও যে বলিয়াছিলে, বেদ-মন্ত্রে ভৌতিক অগ্নিরও স্বর্গলোকসম্বন্ধ বর্ণিত হওয়ায় অগ্নির, অথবা অগ্নিশরীরিণী দেবতার উক্তবিধ অবয়বকল্পনা (স্বর্গ তাঁহার মস্তক, ইত্যাদি) হইবে। এক্ষণে সে কথার পরিহার করা আবশ্যক। এবিষয়ে যে, পূর্ব্বোক্ত হেতু সমূহের (স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সর্ব্বলোকে সর্ব্বফলভোগ, সকল পাপ নষ্ট হয়, ইত্যাদি কথার) দ্বারা স্থির হয়, বৈশ্বানর অগ্নি ও অগ্নিশরীরিণী দেবতা উভয়ের কিছুই নহে। ভূতাগ্নি কেবল উষ্ণ-প্রকাশ-স্বভাব। তাহার মস্তক স্বর্গ, এ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত। ভূতাগ্নি নিজে বিকার অর্থাৎ জন্য বস্তু; তাহা যে, অন্য বস্তুর আত্মা হইবে, ইহাও অসম্ভব। দেবতার ঐশ্বর্য্য আছে বটে; থাকিলেও স্বর্গ তাহার মস্তক, এরূপ কল্পনা তাহার পক্ষে অসঙ্গত। হেতু এই যে, তিনি অকারণ অর্থাৎ তিনি স্বর্গাদির কারণ নহেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যও পরমেশ্বরের অধীন। বিশেষতঃ আত্মশব্দের অসম্ভব উভয় পক্ষেই বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ১। ২। ২৭॥

* সাক্ষাৎ জাঠরাগ্নিসম্বন্ধং বিনা ঈশ্বরস্যোপাস্যত্বেঽপি অবিরোধং শব্দাস্তবিরোধং জৈমিনির্মন্যত ইতি সূত্রার্থঃ।—জৈমিনি বলেন, ঐ বাক্যে জাঠরাগ্নিসম্বন্ধ ব্যতিরেকেও ঈশ্বরোপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে বলিলে কোনও প্রকার বিরোধ (দোষ) হয় না।

প্রতীকোপাধিকল্পনাভ্যাং সাক্ষাদপি পরমেশ্বরোপাসনপরিগ্রহে ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। নন্বু জাঠরাগ্ন্যপরিগ্রহেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ববচনং শব্দাদীনি চ করণানি বিরুধ্যেরন্নিতি। অত্রোচ্যতে—অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্ববচনং তাবন্ন বিরুধ্যতে। ন হীহ পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি জাঠরাগ্ন্যভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে, তস্যাপ্রকৃতত্বাদসংশব্দিতত্বাচ্চ। কথং তর্হি? যৎ প্রকৃতং মূর্দ্ধাদিষু চিবুকান্তেষু পুরুষবিধত্বং, কল্পিতং, তদভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে—

তদভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে—'পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ' ইতি। অত্রাবয়বসম্পত্ত্যা পুরুষবিধত্বং কার্য্যকরণসমুদায়রূপ-পুরুষাবয়বমূর্দ্ধাদিচিবুকান্তঃ-প্রতিষ্ঠানাচ্চ পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতত্বং সমুদায়মধ্যপতিতত্বাৎ তদবয়বানাং সমুদায়ি-

বৈশ্বানর পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত, এই বাক্যের অনুরোধে পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে, নিদর্শিত বাক্যে জাঠরাগ্নি-প্রতীক, অথবা জাঠরাগ্নি-উপাধিক পরমেশ্বরের-উপাসনা কথিত হইয়াছে। এ সূত্রে বলা হইতেছে যে, জৈমিনি মুনির মতে প্রতীক ও উপাধি কল্পনা না করিয়াও বৈশ্বানর-শব্দের পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ করিতে পারা যায়। জৈমিনি বলেন, ঐ বাক্যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। [নম্বু⋯তদ্বৎ] যদি বল, অন্তঃপ্রতিষ্ঠিত কথা ও বৈশ্বানর শব্দ পরমেশ্বর অর্থে সঙ্গত হয় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাহাও হয়। কেন-না, "যিনি পুরুষবিধ ও পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বৈশ্বানরকে জানেন", এ কথা জাঠরাগ্নি অভিপ্রায়ে উচ্চারিত হয় নাই। তৎপ্রতি হেতু এই যে, উহাও জাঠরাগ্নি প্রকরণ (প্রস্তাব) নহে। অপিচ, উক্ত স্থলে জাঠরাগ্নিবোধক কোন শব্দও নাই। বলিতে পার, তবে কোন অর্থে বা কোন্ বস্তুর উদ্দেশে ঐ বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, যাহা প্রকৃত বা যে বস্তুর প্রকরণ, উপাসনার্থ যাহার মস্তকাদি কল্পিত হইয়াছে, সেই বস্তু বলিবার অভিপ্রায়েই ঐ বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে। বৈশ্বানর পুরুষাকার ও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত, এ কথাটী 'বৃক্ষে শাখা প্রতিষ্ঠিত,' এই লৌকিক কথার সহিত সমান। [অথবা⋯বেদেতি] অথবা, অন্তঃশব্দের অর্থ মধ্যস্থ (সাক্ষী)। যিনি প্রকৃত—প্রকরণের প্রতিপাদ্য, প্রোক্ত অধ্যাত্ম ও অধিদৈব বস্তুসমূহ যাঁহার উপাধি, শ্রুতি সেই পরমাত্ম-বস্তুর উদ্দেশে ঐ কথা ঐরূপে বলিয়াছেন। [নিশ্চিতে⋯যৎ] পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনার দ্বারা পরমেশ্বর অর্থ স্থিরীকৃত হইলে, যে কোনরূপ যোগার্থ অবলম্বন করিয়া বৈশ্বানর-শব্দকে তদর্থে (পরমেশ্বর অর্থে) নীত করা যাইতে পারে। যথা—বিশ্ব=সমস্ত, নর=জীব, তদাত্মক। অর্থাৎ যিনি জীবঘন বা সর্ব্বজীবাত্মক, তিনি বিশ্বনর। তদর্থে বৈশ্বানর। অথবা বিশ্ব=সমুদায় সৃষ্টবস্তু, নর=কর্ত্তা। মিলিতার্থ এই যে, যিনি সমস্ত সৃষ্টপদার্থের স্রষ্টা, তিনি

"পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। যথা বৃক্ষে শাখাং প্রতিষ্ঠিতাং পশ্যতীতি, তদ্বৎ। অথবা যঃ প্রকৃতঃ পরমাত্মা অধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ পুরুষবিধত্বোপাধিঃ, তস্য যৎ কেবলং সাক্ষিরূপং তদভিপ্রায়েণেদমুচ্যতে "পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ" ইতি। নিশ্চিতে চ পূর্ব্বাপরালোচনবশেন পরমাত্মপরিগ্রহে তদ্বিষয়ে এব বৈশ্বানরশব্দঃ কেনচিদ্ যোগেন বর্ত্তিষ্যতে। বিশ্বশ্চায়ং নরশ্চেতি, বিশ্বেষাং বায়ং নরঃ, বিশ্বে বা নরা অস্যেতি বিশ্বানরঃ পরমাত্মা, সর্ব্বাত্মত্বাৎ, বিশ্বানর এব বৈশ্বানরঃ, তদ্ধিতোঽনন্যার্থে, রাক্ষস-বায়সাদিবৎ। অগ্নিশব্দোঽপ্যগ্রণীত্বাদিযোগাশ্রয়ণেন পরমাত্মবিষয় এব ভবিষ্যতি। গার্হপত্যাদিকল্পনং প্রাণাহুত্যধিকরণত্বঞ্চ পরমাত্মনোঽপি সর্ব্বাত্মত্বাদুপপদ্যতে। কথং পুনঃ পরমেশ্বরপরিগ্রহে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরুপপদ্যতে? ইতি, তাং ব্যাখ্যাতুমারভতে॥ ১। ২। ২৮॥

নাম্। অত্রৈব নিদর্শনমাহ—"যথা বৃক্ষে শাখাম্" ইতি। শাখাকাণ্ডমূলস্কন্ধসমুদায়ে প্রতিষ্ঠিতা শাখা তন্মধ্যপতিতা ভবতীত্যর্থঃ। সমাধানান্তরমাহ—অথবা ইতি। অন্তঃপ্রতিষ্ঠত্বং মাধ্যস্থ্যাৎ, তেন সাক্ষিত্বং লক্ষয়তি। এতদুক্তং ভবতি—বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা চরাচরসাক্ষীতি। পূর্ব্বপক্ষিণোঽনুশয়মুন্মূলয়তি—"নিশ্চিতে চ" ইতি। বিশ্বাত্মকত্বাদ্বৈশ্বানরঃ প্রত্যাগাত্মা। বিশ্বেষাং বা অয়ং নরঃ, বিকারত্বাদ্বিশ্বপ্রপঞ্চস্য। বিশ্বে নরা জীবা আত্মানোঽস্য তাদাত্ম্যেনেতি ॥১।২।২৮॥

বৈশ্বানর অথবা, বিশ্ব—সমস্ত, নর—জীব, আত্মা যাহার, এই অর্থেও বৈশ্বানরশব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। [অগ্নি…ভাতে] অগ্নিশব্দকেও পরমেশ্বর-অর্থে নীত করা যায়। যথা—অগ্নয়তি প্রাপয়তি কর্ম্মণঃ ফলমিত্যগ্নিঃ। অগ+নি। যিনি সমস্ত উচ্চাবচ কর্ম্মফলের প্রাপক, তিনি অগ্নি। অগ্নিও পরমেশ্বরের তুল্য গার্হপত্যাদিকল্পনাও পরমেশ্বরে সঙ্গত হয় (১)। এই সকল কারণে প্রোক্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বরই, অন্য কেহ নহে। প্রাদেশ-শ্রুতির অর্থাৎ তিনি প্রদেশপ্রমাণ—বিঘৎপ্রমাণ এ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না, যেরূপে পরমেশ্বর অর্থে প্রাদেশ-শ্রুতি সঙ্গত হয়, থাটে, সেরূপ বা, সে প্রণালী পরসূত্রে প্রদর্শিত হইতেছে ॥১।২।২৮॥

(১) যাহারা বৈশ্বানর-উপাসক, ভোজনের পূর্ব্বে তাহাদের প্রাণের উদ্দেশে জঠরমধ্যে অন্নাহুতি প্রদান করিবার বিধান আছে। শ্রুতি তদনুসারে দেহমধ্যে গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় কল্পনা করিয়াছেন।

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ॥ ১। ২। ২৯ ॥*

অতিমাত্রস্যাপি পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বমভিব্যক্তিনিমিত্তং স্যাৎ। অভিব্যজ্যতে কিল প্রাদেশমাত্রপরিমাণঃ পরমেশ্বর উপাসকানাং কৃতে। প্রদেশবিশেষেষু বা হৃদয়াদিষূপলব্ধিস্থানেষু বিশেষেণাভিব্যজ্যতে। অতঃ পরমেশ্বরেঽপি প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরভিব্যক্তেরুপপদ্যত ইত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে॥ ১। ২। ২৯ ॥

অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥১।২।৩০ ॥*

প্রাদেশমাত্র-হৃদয়প্রতিষ্ঠিতেন বায়ং মনসা অনুস্মর্য্যতে, ততঃ প্রাদেশমাত্র ইত্যুচ্যতে। যথা প্রস্থমিতা যবাঃ প্রস্থা ইত্যুচ্যন্তে,

সাকল্যেনোপলম্ভাসম্ভবাদুপাসকানামনুগ্রহায়ানন্তোঽপি পরমেশ্বরঃ প্রাদেশমাত্রমাত্মানমভিব্যনক্তীত্যাহ—"অতিমাত্রস্যাপি" ইতি। অতিক্রান্তো মাত্রাং পরিমাণমতিমাত্রঃ। "উপাসকানাং কৃতে" উপাসকার্থমিতি যাবৎ। ব্যাখ্যান্তরমাহ —"প্রদেশবিশেষেষু বা" ইতি ॥ ১।২।২৯ ॥

মতান্তরমাহ—"অনুস্মৃতেঃ" ইতি। প্রাদেশেন মনসা মিতঃ প্রাদেশমাত্র ইত্যর্থঃ। "যথাকথঞ্চিদিতি" মনস্থং প্রাদেশমাত্রত্বং স্মৃতিদ্বারা সর্য্যমাণে

আশ্মরথ্য মুনি বলেন, যদিও পরমেশ্বর অতিমাত্র—পরিমাণ-রহিত, (সর্ব্বব্যাপী ও মহান্), তথাপি তিনি উপাসকগণের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ তাহাদের প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়ে অভিব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হন; সুতরাং তদনুসারিণী প্রোক্ত শ্রুতি (প্রাদেশ-শ্রুতি) অসঙ্গত হয় না; প্রত্যুত সুসঙ্গতই হয় ॥১।২।২৯ ॥

বাদরি মুনি বলেন, উপাসকের হৃদয় প্রাদেশপ্রমাণ, সেই স্থানে তিনি স্মৃত (ধ্যানগোচর) হন, তদনুসারে শ্রুতি তাঁহাকে প্রাদেশপ্রমাণ বলিয়াছেন। যেমন প্রস্থপরিমিত যব প্রস্থনামে অভিহিত হয়, সেইরূপ, প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়ে ধ্যেয় পরমেশ্বরও প্রাদেশপ্রমাণ নামে কথিত হন। যদিও যবের স্বগত পরিমাণ প্রস্থের (মাপের পাত্রের) সম্পর্কে পরিপুষ্ট বা পরিব্যক্ত হইয়া প্রস্থ

* বিভোঃ পরমেশ্বরস্য প্রাদেশমাত্রত্বকথনং অভিব্যক্তিনিমিত্তমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে ইতি সূত্রনিষ্কর্ষিতার্থঃ—আশ্মরথ্য মুনি বলেন, পরমেশ্বর মহান্ হইলেও তিনি উপাসকগণের প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়ে অভিব্যক্ত বা উপহিত হন, তদনুসারে ঐ প্রাদেশশ্রুতি আম্নায়মধ্যে নিবিষ্ট আছে।১।২।২৯।

* পরমেশ্বরঃ প্রাদেশমাত্রেণ হৃদয়েন মনসাঽনুস্মর্য্যত ইত্যনুস্মরণনিমিত্তা প্রাদেশশ্রুতিরিতি বাদরিরাচার্য্য আহ।—বাদরি মুনি বলিয়াছেন, পরমেশ্বর প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়ের অর্থাৎ মনের দ্বারা স্মৃত হন বলিয়া তাঁহাকে প্রাদেশপ্রমাণ বলা হইয়াছে।১।২।৩০।

তদ্বৎ। যদ্যপি চ যবেষু স্বগতমেব পরিমাণং প্রস্থসম্বন্ধাদ্ব্যজ্যতে, ন চেহ পরমেশ্বরগতং কিঞ্চিৎ পরিমাণমস্তি, যৎ হৃদয়সম্বন্ধাদ্ব্যজ্যেত, তথাপি, প্রযুক্তায়াঃ প্রাদেশমাত্রশ্রুতেঃ সম্ভবতি যথাকথঞ্চিৎ অনুস্মরণমালম্বনমিত্যুচ্যতে। প্রাদেশমাত্রোঽনুস্মরণীয়ঃ প্রাদেশমাত্রশ্রুত্যর্থবত্তায়ৈ। এবমনুস্মৃতিনিমিত্তা পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিরিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে ॥ ১ । ২ । ৩০ ॥

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি-দর্শয়তি ॥১।২।৩১॥*

সম্পত্তিনিমিত্তা বা স্যাৎ প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ। কুতঃ ? তথাহি—সমানপ্রকরণং বাজসনেয়িব্রাহ্মণং দ্যুপ্রভৃতীন্ পৃথিবীপর্য্য-

কল্পিতং শ্রুতেরালম্বনমিত্যর্থঃ। সূত্রস্যার্থান্তরমাহ—"প্রাদেশেতি"। (ইতি রত্নপ্রভা) ॥ ১।২।৩০ ॥

মূর্দ্ধাদ্যুপক্রম্য চুবুকান্তো হি কায়প্রদেশঃ প্রাদেশমাত্রঃ। তত্রৈব

আখ্যা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ত অপরিমিত, তাঁহার কোন পরিমাণই নাই, তথাপি হৃদয়ই তাহার আলম্বন, তাহার পরিমাণ প্রাদেশ, তদনুসারে তাঁহারও প্রাদেশ পরিমাণ। অথবা পরমেশ্বর অপরিমিত, সত্য, কিন্তু তিনি প্রাদেশমাত্র হৃদয়ের অনুস্মরণীয় (চিন্তনীয়), এই তথ্য জানাইবার জন্যই শ্রুতি তাঁহাকে প্রাদেশপ্রমাণ বলিয়াছেন ॥১।২।৩০ ॥

জৈমিনি বলেন, ঐ প্রাদেশ-শ্রুতি সম্পত্তি-অনুসারিণী। (সম্পত্তি=ধ্যানের দ্বারা অভেদনিষ্পত্তি। কোনও স্বতঃসিদ্ধ ক্ষুদ্র পদার্থের সহিত ক্ষুদ্রত্ব নিরোধপূর্ব্বক মহৎ পদার্থের অভেদজ্ঞান যত্ন দ্বারা নিষ্পাদিত হইলে তাহাকে সম্পত্তি বলে। ক্রমিক চিন্তার দ্বারা বিষ্ণুবিগ্রহে বিষ্ণুবুদ্ধি নিরূঢ় হইলে তাহাকে বিষ্ণুসম্পত্তি বলা যায়। বিষ্ণুসম্পন্ন বিগ্রহে শিলাদিবুদ্ধি থাকে না, বিষ্ণুবুদ্ধিই থাকে, সেই কারণে বিষ্ণুবিগ্রহ দেখিলে তদুপাসকের বিষ্ণুবুদ্ধিই হয়, শিলাবুদ্ধি হয় না। সেই জন্যই তিনি ঐ বিগ্রহকে বিষ্ণু বৈ প্রস্তর বলেন না)। তুল্যপ্রকরণ বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণ, স্বর্গাবধি পৃথিবীপর্য্যন্ত স্থানকে ত্রিলোকমূর্ত্তি বৈশ্বানরের অঙ্গরূপে উপদেশ করিয়া, সে সকলকে উপাসকের মস্তক অবধি চুবুক (চিবুক ও চুবুক তুল্যকথা। চিবুক অর্থ ওষ্ঠের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত অবয়ব) পর্য্যন্ত অবয়ব-সমূহে

* সম্পত্তিনিমিত্তা বা প্রাদেশশ্রুতিরিতি জৈমিনির্মুনিরাহ। যতঃ তথা দর্শয়তি সম্পত্তিমেব দর্শয়তি, বাজসনেয়িব্রাহ্মণমিতি শেষঃ।—জৈমিনি বলেন, প্রাদেশশ্রুতি সম্পত্তি-অনুসারিণী। হেতু এই যে, যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণ (শাখাবিশেষ) সম্পত্তি-প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাহার উপদেশ করিয়াছেন। (ভাষ্যানুবাদ দেখ) ॥১।২।৩১॥

স্তান্ ত্রৈলোক্যাত্মনো বৈশ্বানরস্যাবয়বান্ অধ্যাত্মমূর্দ্ধপ্রভৃতিষু চুবুক-পর্য্যন্তেষু দেহাবয়বেষু সম্পাদয়ৎ প্রাদেশমাত্রসম্পত্তিং পরমেশ্বরস্য দর্শয়তি। "প্রাদেশমাত্রমিব হ বৈ দেবাঃ সুবিদিতা অভিসম্পন্নাঃ, তথা নু ব এতান্ বক্ষ্যামি, যথা প্রাদেশমাত্রমেবাভিসম্পাদয়িষ্যামীতি স হোবাচ। মূর্দ্ধানমুপদিশন্নুবাচ, এষ বা অতিষ্ঠা বৈশ্বানর ইতি। চক্ষুষী উপদিশন্নুবাচ, এষ বৈ সুতেজা বৈশ্বানর ইতি। নাসিকে উপদিশন্নুবাচ, এষ বৈ পৃথগ্‌বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানর ইতি। মুখ্যমাকাশমুপদিশন্নুবাচ, এষ বৈ বহুলো বৈশ্বানর ইতি। মুখ্যা অপ উপদিশন্নুবাচ, এষ বৈ রয়ির্বৈশ্বানর ইতি। চিবুকমুপদিশন্নুবাচ, এষ বৈ প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানর ইতি।" চিবুকমিত্যধরমুখফলকমুচ্যতে।

ধ্যানের দ্বারা এক বা অভেদ জ্ঞান করিবার উপদেশ করতঃ পরমেশ্বরকে প্রাদেশপ্রমাণে সম্পন্ন করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাদেশপ্রমাণ ভাবিবার উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

[প্রাদেশ…মুচ্যতে] যথা—"পূর্ব্বকালে দেবগণ অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরকে কল্পিত পরিচ্ছিন্ন-সম্পত্তির দ্বারা বিদিত হইয়াছিলেন। সেই কারণে, আমি তোমাদিগকে তাঁহার স্বর্গাদি অবয়বের কথা বলিব, এবং যে প্রকারে প্রাদেশ-প্রমাণ-সম্পত্তি হয়, তাহাও দেখাইব।" এই বলিয়া রাজা অঙ্গুলির দ্বারা স্বীয় মস্তক দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা অতিষ্ঠ বৈশ্বানর অর্থাৎ এই সর্ব্বোপরিস্থ স্বর্গলোক বৈশ্বানর আত্মার মস্তক।" (ক) চক্ষু দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা সুতেজা বৈশ্বানর।" সুতেজা=সূর্য্য। ইহা (বৈশ্বানরের চক্ষু)। নাসিকা দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা বায়ু বৈশ্বানর।" (নাসিকা=নাসিকাবায়ু অর্থাৎ প্রাণবায়ু। ইহাই বৈশ্বানরের প্রাণ বা শ্বাস প্রশ্বাস)। মুখাকাশ দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা আকাশ বৈশ্বানর।" মুখস্থ লালা দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা জল বৈশ্বানর।"

(ক) রাজার মস্তকে মস্তকজ্ঞান লুপ্ত; স্বর্গলোকজ্ঞান দৃঢ়। রাজা মস্তককে মস্তক বলিয়া জানেন। সেইজন্যই তিনি মস্তক দেখাইয়া স্বর্গলোকবোধক শব্দের উচ্চারণ করিয়াছেন। রাজা যত্নের দ্বারা অভেদচিন্তার দ্বারা, দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা, মস্তকে মস্তকজ্ঞান লোপ করিয়া স্বর্গজ্ঞান সম্পাদন করিয়াছেন এবং স্বর্গলোকই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, এইরূপ জ্ঞান দৃঢ় করিয়াছেন, সুতরাং রাজার এইরূপ জ্ঞানই সম্পত্তিজ্ঞান। ইহা একপ্রকার উপাসনা। ২৪ সূত্রের বাঙ্গালা ব্যাখ্যায় ও টীকায় যে-রাজার কথা বলা হইয়াছে, ইনি সেই রাজা। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উভয় উপনিষদেই এই রাজার আখ্যায়িকা আছে। তন্মধ্যে ২৪ সূত্রে ছান্দোগ্যোক্ত প্রারম্ভ বাক্য বলা হইয়াছে। এক্ষণে আরণ্যকোক্ত কথার সহিত তাহার একার্থতা বা মিল দেখাইবার জন্য আরণ্যকোক্ত কথাও বলা হইল।

"যদ্যপি বাজসনেয়কে দ্যৌরতিষ্ঠাত্বগুণা সমাম্নায়তে, আদিত্যশ্চ সুতেজস্ত্বগুণঃ, ছান্দোগ্যে পুনর্দ্যৌঃ সুতেজস্ত্বগুণা সমাম্নায়তে, আদিত্যশ্চ বিশ্বরূপত্বগুণঃ, তথাপি নৈতাবতা বিশেষেণ কিঞ্চিদ্ধীয়তে। প্রাদেশমাত্রপ্রতীতেরবিশেষাৎ, সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়বত্ত্বাচ্চ সম্পত্তিনিমিত্তাং প্রাদেশমাত্রশ্রুতিং যুক্ততরাং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে ॥ ১ । ২ । ৩১ ॥

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥১।২।৩২॥*

আমনন্তি চৈনং পরমেশ্বরম্ অস্মিন্ মূর্দ্ধচিবুকান্তরালে জাবালাঃ —"য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা, সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি। সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে

ত্রৈলোক্যাত্মনো বৈশ্বানরস্যাবয়বান্ সম্পাদয়ন্ প্রাদেশমাত্রং বৈশ্বানরং দর্শয়তি। অত্রৈব জাবালশ্রুতিসম্বাদমাহ সূত্রকারঃ ॥ ১ । ২ । ৩১ ॥

"অবিমুক্তে," অবিদ্যোপাধিকল্পিতাবচ্ছেদে জীবাত্মনি, স খল্ববিমুক্তঃ,

চিবুক দেখাইয়া বলিলেন, 'ইহা পৃথিবী বৈশ্বানর।'" (চিবুকস্থানই পৃথিবী। পৃথিবীই বৈশ্বানরের পদদ্বয়)। (খ)

[যদি…মন্যতে] বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্বর্গলোকের অতিষ্ঠত্বগুণ ও সূর্য্যের সুতেজস্ত্ব গুণ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বর্গের সুতেজস্ত্ব গুণ ও সূর্য্যের বিশ্বরূপত্ব গুণ বর্ণিত হইলেও (ব্যতিক্রম-বর্ণনা থাকিলেও) প্রাদেশ শ্রুতির কোনরূপ ব্যাঘাত বা প্রভেদ হয় না। হেতু এই যে, জ্ঞানের বা উপাসনার উপদেশ সকল-শাখায় এক বা একরূপ। অতএব, জৈমিনি মুনি যে প্রাদেশ-শ্রুতিকে সম্পত্তিনিমিত্তা বলিয়াছেন, তাহা ভালই বলিয়াছেন ॥১।২।৩১॥

জাবাল-শাখীরাও মস্তক চিবুক—এতন্মধ্যবর্ত্তী স্থানে পরমেশ্বরের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"সেই এই অনন্ত অব্যক্ত আত্মা। ইনি অবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত (অবস্থিত)। অবিমুক্ত কোথায় প্রতিষ্ঠিত? অবিমুক্ত বরণা ও নাশী এই দু-এর মধ্যে। বরণা ও নাশী কি? যে ইন্দ্রিয়কৃত পাপ নিবারণ করে, সে বরণা,

* এনং পরমেশ্বরম্ অস্মিন্ প্রাদেশপরিমিতে মূর্দ্ধচিবুকান্তরালে আমনন্তি উপদিশন্তি জাবালা অধীতি শেষঃ।—জাবাল উপনিষদেও নিদর্শিত প্রাদেশপ্রমাণ স্থানে পরমেশ্বরের উপদেশ আছে ।১।২।৩১।

(খ) চিবুক হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থানের পরিমাণ এক প্রাদেশ অর্থাৎ এক বিঘৎ। এই সম্পত্তি (অভেদাধ্যাস) অনুসারে প্রোক্ত প্রাদেশশ্রুতি সকল, অর্থাৎ বুঝিতে হইবে যে, ঐরূপ উপাসনা উপদেশের নিমিত্ত ঐ শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠিত ইতি। কতমা বরণা কতমা নাশীতি।" তত্র চেমামেব বরণাং নাসিকাঞ্চেতি নিরুচ্য, সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি বারয়তি সা বরণা, সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কৃতানি পাপানি নাশয়তি চেতি সা নাশীতি। পুনরপ্যামনন্তি, "কতমচ্চাস্য স্থানং ভবতীতি। ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ, স এষ দ্যুলোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতি" ইতি। তস্মাদুপপন্না পরমেশ্বরে প্রাদেশমাত্রশ্রুতিঃ। অভিবিমান-শ্রুতিঃ প্রত্যগাত্মত্বাভিপ্রায়া। প্রত্যগাত্মতয়া সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিরভি-বিমীয়ত ইত্যভিবিমানঃ। অভিগতো বায়ং, প্রত্যগাত্মত্বাৎ, বিমানশ্চ মানবিয়োগাদিত্যভিবিমানঃ। অভিবিমিমীতে বা সর্ব্বং

তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ পরমাত্মা, তাদাত্ম্যাৎ। অত এব হি শ্রুতিঃ।—অনেন

এবং যে ইন্দ্রিয়কৃত দোষ (কামাদি) বিনাশ করে, সে নাশী। (বরণা ভ্রূ, এবং নাশী নাসিকা। বাহুল্যনিয়মে বর্ণব্যতিক্রম হইয়াছে)।" ইহার অব্যবহিত পরে অভিহিত হইয়াছে, কোন্ স্থান বরণা-নাশী? প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে "ভ্রূ ও ঘ্রাণ এই দুএর সন্ধিস্থান। ইহাই স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক উভয়লোকের সন্ধি।" (গ) এতদনুসারেও প্রোক্ত প্রাদেশশ্রুতি পরমেশ্বরবিষয়ক বলিয়া নির্ণীত হয়। প্রদর্শিত জাবাল শ্রুতিতে যে, 'অভিবিমান' শব্দ আছে, তাহা প্রত্যগাত্মা-অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত। যিনি সকল প্রাণীরই নিকট অহংভাবে অনুভূত হন; অথবা প্রত্যগাত্মা বলিয়া অভিগত এবং পরিমাণ-রহিত বলিয়া বিমাণ এই অর্থে অভিবিমান; অথবা যিনি সমস্ত জগতের মধ্যেই আছেন তিনিই অভিবিমান।

(গ) অবিমুক্ত—বারাণসী। দেহের মধ্যেও বারাণসী আছে। পার্থিব বারাণসী আধ্যাত্মিক বারাণসীর অনুকৃতি মাত্র। একদিকে বরণা, অপরদিকে নাশী, মধ্যে বারাণসী। বরণা শব্দে ভ্রূ। নাশী শব্দে নাসিকা। এতদ্বয়ের মধ্যবিন্দুতে জীব-স্থান বা মনঃস্থান। এই স্থানই বারাণসী, কাশী অবিমুক্ত। অবিমুক্ত শব্দে জীব। জীব কামাদির দ্বারা বদ্ধ, মুক্ত নহে। বিশেষরূপে মুক্ত নহে, সুতরাং অবিমুক্ত। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এই অবিমুক্তে আছেন, অহং-অধ্যাস ত্যাগ করিয়া অভেদজ্ঞান অবলম্বন করতঃ তাঁহাকে উপাসনা কর, অর্থাৎ অহং ব্রহ্ম, এইরূপ ধ্যান কর। নাসিকা ও ভ্রূ এতদ্বয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্থান, এতদ্রূপ ধ্যানের দ্বারা পাপ বিনাশ হয়। পার্থিব বারাণসীও ঈশ্বরের (শিবের) স্থান এবং তাহাও পাপনাশক। নাসিকা প্রাণায়ামাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষ বিনাশ করে এবং ভ্রূ-মধ্যস্থ চিত্তসত্ত্ব শুদ্ধ হইলে সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। পার্থিব বারাণসীর বরণা ও নাসী এই দুই নদী পাপনাশিনী ও দোষনাশিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আধ্যাত্মিক বারাণসী স্বর্গলোকের ও ব্রহ্মলোকের সন্ধিস্বরূপ। এই স্থানে যে জীবরূপী শিব আছেন, উপাসকগণ তাঁহার উপাসনায় স্বর্গলোক ব্রহ্মলোক উভয় লোকই প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মত্ব-জ্ঞানে ব্রহ্মলোক, ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানে স্বর্গলোক লাভ হইয়া থাকে। যিনি বা যে শিব পার্থিব বারাণসীতে আছেন, তাঁহার উপাসনায় ফলও ঐরূপ অর্থাৎ নির্গুণত্ব-জ্ঞানে মুক্তি এবং সগুণত্ব-জ্ঞানে স্বর্গ (কৈলাস) লাভ হয়। বরণা

জগৎ, কারণত্বাদিত্যভিবিমানঃ। তস্মাৎ পরমেশ্বরো বৈশ্বানর ইতি সিদ্ধম্॥ ১। ২। ৩২॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ
প্রথমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥১।২॥

জীবেনাত্মনেতি। অবিদ্যাকল্পিতত্বেন ভেদমাশ্রিত্যাধারাধেয়ভাবঃ। "বরণা" ভ্রূঃ, শেষমতিরোহিতার্থম্॥ ১।২।৩২॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং
প্রথমস্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥১।২॥

অতএব, বৈশ্বানর যে পরমেশ্বর, তাহা প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের দ্বারা নির্ণীত বা সিদ্ধ হইল॥১।২।৩২॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত॥১।২।৩২॥

ও অসী এই দু-এর মধ্যস্থান বারাণসী, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে; কিন্তু শ্রুতি বলেন বরণা ও নাসী, এ দু-এর মধ্যস্থান-বারাণসী। অনুমান হয়, কাশীস্থ বরুণা ও অসী এই নদীদ্বয় বরণা ও নাসী এই দুই শব্দের স্থলাভিষিক্ত।

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ॥১।৩।১॥*

ইদং শ্রূয়তে—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈস্তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ" ইতি। অত্র যদেতদ্ দ্যুপ্রভৃতীনামোতত্ববচনাদায়তনং কিঞ্চিদবগম্যতে, তৎ কিং পরং ব্রহ্ম স্যাৎ, আহোস্বিদর্থান্তরমিতি সন্দিহ্যতে। তত্রার্থান্তরং কিমপ্যায়তনং স্যাদিতি প্রাপ্তম্। কস্মাৎ? অমৃতস্যৈষ সেতুরিতি শ্রবণাৎ। পারবান্ হি লোকে

ইহ জ্ঞেয়ত্বেন ব্রহ্মোপক্ষিপ্যতে। তত্র—

"পারবত্বেন সেতুত্বাদ্ভেদে ষষ্ঠ্যাঃ প্রয়োগতঃ।
দ্যুভ্বাদ্যায়তনং যুক্তং নামৃতং ব্রহ্ম কর্হিচিৎ॥"

পারাবারমধ্যপাতী হি সেতুস্তাভ্যামবচ্ছিদ্যমানো জলবিধারকো লোকে দৃষ্টঃ, ন তু বন্ধহেতুমাত্রম্। হড়িনিগড়াদিষ্বপি প্রয়োগপ্রসঙ্গাৎ। ন চানবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম সেতুভাবমনুভবতি। ন চামৃতং সৎ ব্রহ্মাঽমৃতস্য সেতুরিতি যুজ্যতে। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যদমৃতমস্তি, যস্য তৎ সেতুঃ স্যাৎ। ন চাভেদে ষষ্ঠ্যাঃ প্রয়োগো দৃষ্টপূর্ব্বঃ। তদিদমুক্তম্।—"অমৃতস্যৈব সেতুরিতি শ্রবণাৎ"-ইতি। অমৃতস্যেতি শ্রবণাৎ

মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন, "স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন, এ সকল যাঁহাতে গ্রথিত (কল্পিত), সেই অদ্বয় আত্মাকে জান, অন্য কথা ত্যাগ কর। এই অদ্বয় আত্মা অমৃতের (মোক্ষের বা সংসার-সমুদ্র পার হইবার) সেতু।" শ্রুতির "যাঁহাতে এই ত্রিলোক ও প্রাণের সহিত মন প্রতিষ্ঠিত (কল্পিত)" এই উক্তিতে ঐ সকলের একটী আয়তন অর্থাৎ আধার প্রতিভাত হইতেছে। অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমতঃ—তাহা কি? কোন্ বস্তু?—ব্রহ্ম? অথবা অন্য কিছু? এরূপ সন্দেহ হয়। [তত্রা···শ্রবণাৎ] সন্দেহ হইলে প্রথমতঃ ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না, পরন্তু অন্য বস্তুই পাওয়া যায়। কারণ এই যে, ঐ বাক্যের

* দ্যৌশ্চ ভূশ্চ দ্যুভুবৌ, দ্যুভুবাবাদী যস্য, তৎ দ্যুভ্বাদি, তস্য আয়তনমাধারঃ ব্রহ্মেতি শেষঃ। সমকমাহ স্বেতি। স্বশব্দাৎ আত্মশব্দাদিত্যর্থঃ।—মুণ্ডক শ্রুতিতে যিনি জগদাধার বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্ম। হেতু এই যে, শ্রুতি তাঁহার প্রতি আত্মশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আত্মশব্দের মুখ্য অর্থ পরমাত্মা। পরমাত্মা ও ব্রহ্ম পর্য্যায়শব্দ ॥১।৩।১॥

সেতুঃ প্রখ্যাতঃ। ন চ পরস্য ব্রহ্মণঃ পারবত্ত্বং শক্যমভ্যুপগন্তুম্, অনন্তমপারমিতি শ্রবণাৎ। অর্থান্তরে চায়তনে পরিগৃহ্যমাণে স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানং পরিগ্রহীতব্যম্, তস্য হি কারণত্বাদায়তনত্বো-পপত্তেঃ। শ্রুতিপ্রসিদ্ধো বা বায়ুঃ স্যাৎ। "বায়ুর্ব্বাব গৌতম তৎ সূত্রং, বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি" ইতি বায়োরপি বিধরণত্ব-শ্রবণাৎ। শারীরো বা স্যাৎ। তস্যাপি ভোক্তৃত্বাদ্ভোগ্যং প্রপঞ্চং প্রত্যায়তনত্বোপপত্তেঃ। ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—দ্যুভ্বাদ্যায়তন-মিতি। দ্যৌশ্চ ভূশ্চ দ্যুভুবৌ, দ্যুভুবাবাদী যস্য তদিদং দ্যুভ্বাদি।

সেতুরিতি শ্রবণাৎ ইতি যোজনা। তত্রাঽমৃতস্যেতি শ্রবণাদিতি বিশদতয়া ন ব্যাখ্যাতম্। সেতুরিতি শ্রবণাদিতি ব্যাচষ্টে।—"পারবান্" ইতি। তথা চ পারবত্যমৃতব্যতিরিক্তে সেতৌ আশ্রীয়মাণে প্রধানং বা সাংখ্যপরিকল্পিতং ভবেৎ। তৎ খলু স্বকার্য্যোপহিতমর্য্যাদতয়া পুরুষং যাবদাগচ্ছন্তবতি পারবৎ। ভবতি চ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং তৎপ্রকৃতিত্বাৎ। প্রকৃত্যায়তনত্বাচ্চ বিকারাণাং ভবতি চাত্মা, আত্মশব্দস্য স্বভাববচনত্বাৎ প্রকাশাত্মা প্রদীপ ইতিবৎ। ভবতি চাস্য জ্ঞানমপবর্গোপযোগি, তদভাবে প্রধানাদ্বিবেকেন পুরুষস্যানবধারণাদপবর্গানুপ-পত্তেঃ। যদি স্বস্মিন্ প্রমাণাভাবেন ন পরিতুষ্যসি, অস্তু তর্হি নামরূপবীজশক্তিভূতম-ব্যাকৃতং ভূতসূক্ষ্মং দ্যুভ্বাদ্যায়তনং, তস্মিন্ প্রামাণিকে সর্ব্বস্যোক্তস্যোপপত্তেঃ।

শেষে সে-বস্তুকে সেতু বলা হইতেছে। সেতু বলাতেই পারবান্ বস্তু বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম অপার, তাঁহার পার নাই, সীমা নাই, তিনি অনন্ত; সুতরাং ঐ বাক্যে ব্রহ্ম বলা হয় নাই। ব্রহ্মের পার আছে, সীমা আছে, এরূপ বলিতে পার না। কেন-না, শ্রুতি তাঁহাকে অপার ও অনন্ত বলিয়াছেন। [অর্থা...মিতি] যদি অন্য বস্তু গ্রহণ করিতেই হয়, তবে সাংখ্যের প্রকৃতিকেই গ্রহণ কর। প্রকৃতি সর্ব্বকারণ, তদনুসারে প্রকৃতি সর্ব্বা-য়তন (সর্ব্বাধার) হইতে পারে। শ্রুতিপ্রসিদ্ধ বায়ুকেও অভীপ্সিত আধার বলিতে পারি। (শ্রুতি সূত্রাত্মাকে অর্থাৎ সমষ্টিলিঙ্গশরীরকে বায়ু আখ্যা প্রদান-পূর্ব্বক বলিয়াছেন, সমস্ত লোক এই বায়ু-সূত্রে গ্রথিত আছে)। শ্রুতি বলিয়া-ছেন, হে গৌতম! এই বায়ু (সূত্রাত্মা বা সমষ্টিলিঙ্গশরীর হিরণ্যগর্ভ) সূত্রস্বরূপ। মণিগণ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ, সমস্ত ভূত ও সমস্ত লোক এই বায়ু-সূত্রে গ্রথিত আছে। এতদ্ভিন্ন, জীবকেও অভীপ্সিত আধার বলিতে পার। জীব ভোক্তা, জগৎপ্রপঞ্চ তাহার ভোগ্য, সুতরাং ভোক্তাকে ভোগ্যের আয়তন বলা সঙ্গত বৈ অসঙ্গত হয়না। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ লব্ধ হয় দেখিয়া সূত্রকার সিদ্ধান্ত কথা (সূত্র) বলিলেন।

যদেতস্মিন্ বাক্যে দ্যৌঃ পৃথিব্যন্তরিক্ষং মনঃ প্রাণা ইত্যেবমাত্মকং জগদোতত্বেন নির্দ্দিষ্টং, তস্যায়তনং পরং ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? স্বশব্দাদাত্মশব্দাদিত্যর্থঃ। আত্মশব্দো হীহ ভবতি, "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" ইতি আত্মশব্দশ্চ পরমাত্মপরিগ্রহে সম্যগবকল্পতে, নার্থান্তরপরিগ্রহে। কচিচ্চ স্বশব্দেনৈব ব্রহ্মণ আয়তনত্বং শ্রূয়তে, "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" ইতি। স্বশব্দেনৈব চেহ পুরস্তাদুপরিষ্টাচ্চ ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্ত্যতে "পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্" ইতি,

---

এতদপি প্রধানোপন্যাসেন সূচিতম্। অথ তু সাক্ষাৎশ্রুত্যুক্তং দ্যুভ্বাদ্যায়তনমাদ্রিয়সে, ততো বায়ুরেবাস্ত। 'বায়ুনা বৈ গৌতমসূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সন্দৃব্ধানি ভবন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। যদি ত্বাত্মশব্দাভিধেয়ত্বং ন বিষ্ণত ইতি ন পরিতুষ্যসি, ভবতু তর্হি শারীরঃ, তস্য ভোক্তুর্ভোগ্যান্ দ্যুপ্রভৃতীন্ প্রত্যায়তনত্বাৎ। যদি পুনরস্য দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্য সর্ব্বজ্ঞশ্রুতেরত্রাপি ন পরিতুষ্যসি, ভবতু ততো হিরণ্যগর্ভ এব ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ সূত্রাত্মা দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্। তস্য হি কার্য্যত্বেন পারবত্ত্বং চামৃতাৎ পরব্রহ্মণো ভেদশ্চেত্যাদি সর্ব্বমুপপদ্যতে। অয়মপি বায়ুনা বৈ গৌতমসূত্রেণেতি শ্রুতিমুপন্যস্যতা সূচিতঃ। তস্মাদয়ং দ্যুপ্রভৃতীনামায়তনমিতি। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরব্রহ্মৈব। ন প্রধানাব্যাকৃতবায়ুশারীরহিরণ্যগর্ভাঃ। কুতঃ। স্বশব্দাৎ।

"ধারণাদ্বাঽমৃতত্বস্য সাধনাদ্বাস্য সেতুতা।
পূর্ব্বপক্ষেঽপি মুখ্যার্থঃ সেতুশব্দো হি নেষ্যতে॥"

ন হি মৃদ্দারুময়ো মূর্ত্তঃ পারাবারমধ্যবর্ত্তী পয়সাং বিধারকো লোকসিদ্ধঃ সেতুঃ,

---

[দ্যৌশ্চ...পরিগ্রহে] দিব্—স্বর্গ, ভূ—পৃথিবী, আদি—অন্তরীক্ষ। ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক ও সেন্দ্রিয় মন,—এতদাত্মক জগৎ যাহাতে প্রোথিত (প্রতিষ্ঠিত বা কল্পিত), তাহা ব্রহ্ম। হেতু এই যে, শ্রুতি সেই জগদাধার বস্তুকে আত্মা বলিয়াছেন, "তাহা আত্মা, সেই অদ্বয় আত্মাকে জান।" এইরূপ বলিয়াছেন। পরমাত্মাই আত্মশব্দের মুখ্যার্থ; সুতরাং পরমাত্মার গ্রহণই ন্যায্য। [কচিচ্চ···ইতি চ] উদাহৃত শ্রুতিতে আত্মশব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে জগদায়তন বলা হইয়াছে। যথা—"হে সোম্য! শ্বেতকেতো! এ সমস্তই সন্মূলক, সদায়তন ও সৎপ্রতিষ্ঠিত। (উৎপত্তিকালে এ সকলের মূল সৎ; স্থিতিকালে এ সকলের আয়তন বা আধার সৎ, লয়কালেও এ সকলের প্রতিষ্ঠা বা সমাধিস্থান সৎ)। সৎ ও ব্রহ্ম এক অর্থাৎ তুল্যার্থ। অপিচ, বক্ষ্যমাণ শ্রুতিতে প্রথমে ও পরে ব্রহ্ম কীর্ত্তিত হওয়ায় মধ্যেও ব্রহ্ম কীর্ত্তিত থাকা স্থির হয়। যথা—"এ সমস্তই পুরুষ। কর্ম্ম ও তপস্যা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম পরম অমৃত।" "এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত।

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাদ্দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ" ইতি চ। তত্র আয়তনায়তনবদ্ভাবশ্রবণাৎ "সর্ব্বং ব্রহ্ম" ইতি চ সামানাধিকরণ্যাৎ যথা অনেকাত্মকো বৃক্ষঃ শাখা স্কন্ধো মূলঞ্চেতি, এবং নানারসো বিচিত্র আত্মেত্যাশঙ্কা সম্ভবতি। তাং নিবর্ত্তয়িতুং সাবধারণমাহ—"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" ইতি।

এতদুক্তং ভবতি—ন কার্য্য-প্রপঞ্চবিশিষ্টো বিচিত্র আত্মা বিজ্ঞেয়ঃ। কিং তর্হি ? অবিদ্যাকৃতং কার্য্যপ্রপঞ্চং বিদ্যয়া প্রবিলাপয়ন্তস্তমেবৈকমায়তনভূতমাত্মানং জানীথৈকরসমিতি। যথা যস্মিন্নাস্তে দেবদত্তস্তমানয়েত্যুক্ত আসনমেবানয়তি ন দেবদত্তং, তদ্বদা-

প্রধানং বাঽব্যাকৃতং বা বায়ুর্ব্বা জীবো বা সূত্রাত্মা বাঽভ্যুপেয়তে। কিন্তু পারবত্তামাত্রপরো লাক্ষণিকঃ সেতুশব্দোঽভ্যুপেয়ঃ। সোঽস্মাকং পারবত্তাবর্জ্জং বিধরণত্বমাত্রেণ যোগমাত্রাদ্রূঢ়িং পরিত্যজ্য দ্যুভ্বাদ্যায়তনে প্রবর্ৎস্যতি। জীবানামমৃতত্বপদপ্রাপ্তিসাধনত্বং বাত্মজ্ঞানস্য পারবত্ত এব লক্ষয়িষ্যতি। অমৃতশব্দশ্চ ভাবপ্রধানঃ। যথা 'দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে' ইত্যত্র দ্বিত্বৈকত্বে দ্ব্যেকশব্দার্থৌ, অন্যথা দ্ব্যেকেষ্বিতি স্যাৎ। তদিদমুক্তং ভাষ্যকৃতা—"অমৃতত্বসাধনত্বাৎ" ইতি। তথা চামৃতস্যেতি চ সেতুরিতি চ ব্রহ্মণি দ্যুভ্বাদ্যায়তন উপপৎস্যেতে। অত্র চ স্বশব্দাদিতি তস্রোচ্চরিতমাত্মশব্দাদিতি চ সদায়তনা ইতি সচ্ছব্দাদিতি চ ব্রহ্মশব্দাদিতি চ সূচয়তি। সর্ব্বে হ্যেতেঽস্য স্বশব্দাঃ। স্যাদেতৎ। আয়তনায়তনবদ্ভাবঃ সর্ব্বং ব্রহ্মেতি চ সামানাধিকরণ্যাৎ হিরণ্যগর্ভেঽপ্যুপপদ্যতে। তথা চ স এবাত্রাঽস্ত্বমৃতত্বস্য সেতুরিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিবাক্যেন সাবধারণেনোত্তরমাহ।—তত্রায়তনায়তনবদ্ভাব-

যাহা পূর্ব্বে তাহা ব্রহ্ম, যাহা পশ্চিমে তাহা ব্রহ্ম, যাহা দক্ষিণে তাহা ব্রহ্ম, যাহা উত্তরে তাহাও ব্রহ্ম।" [তত্র···আত্মানমিতি] প্রদর্শিত শ্রুতিতে ব্রহ্ম-জগতের অভেদ নির্দেশ থাকায় আশঙ্কা হইতে পারে, বৃক্ষ এক হইলেও তাহা যেমন শাখা স্কন্ধ ও মূল প্রভৃতির দ্বারা নানা (বিভিন্নপ্রকার বা অবয়ব থাকায় বিভিন্ন), সেইরূপ আত্মা এক হইলেও উক্তপ্রকারে নানা বা বিচিত্র হইলেও হইতে পারেন। এই আশঙ্কা নিবারণার্থ শ্রুতি বলিয়াছেন, "এক।" আত্মাকে এক বা একরূপ (একরস), জানিবে।

[এতদুক্তং···দিশ্যতে] উক্ত শ্রুতি বলিতেছেন, আত্মাকে জড়-প্রপঞ্চবিশিষ্ট বিচিত্র বা বিভিন্ন বলিয়া জানিও না। জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাকল্পিত জগৎপ্রপঞ্চ লয় কর, করিয়া তৎসমুদায়ের আধার অখণ্ডৈকরস পরমাত্মাকে জান। 'যাহাতে অমুক আছে, তাহা আন, বলিলে শ্রোতা যেমন তদাধার আসনই আনে, ব্যক্তিকে আনে না, শ্রুতিও সেইরূপ প্রপঞ্চাধার অদ্বয় আত্মাকে জানিতে বলেন, প্রপঞ্চকে

য়তনভূতস্যৈবৈকরসস্যাত্মনো বিজ্ঞেয়ত্বমুপদিশ্যতে। বিকারানৃতাভিসন্ধস্য চাপবাদঃ শ্রূয়তে, "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইতি। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি তু সামানাধিকরণ্যং প্রপঞ্চবিলাপনার্থং, নানেকরসতাপ্রতিপাদনার্থম্। "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরেঽয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব," ইত্যেকরসতাশ্রবণাৎ। তস্মাদ্দ্যুভ্বাদ্যায়তনং পরং ব্রহ্ম।

যত্তূক্তং—সেতুশ্রুতেঃ, সেতোশ্চ পারবত্ত্বোপপত্তের্ব্রহ্মণোঽর্থান্তরেণ দ্যুভ্বাদ্যায়তনেন ভবিতব্যমিতি। অত্রোচ্যতে, বিধরণত্বমাত্রমত্র সেতুশ্রুত্যা বিবক্ষ্যতে, ন পারবত্ত্বাদি। ন হি মৃদ্দারুময়ো লোকে সেতুর্দৃষ্ট ইতি অত্রাপি মৃদ্দারুময় এব সেতুরভ্যুপগম্যতে। সেতুশব্দার্থেঽপি বিধরণত্বমাত্রমেব ন পারবত্ত্বাদি। সিঞো বন্ধনকর্ম্মণঃ সেতুশব্দব্যুৎপত্তেঃ।

শ্রবণা"দিতি। বিকাররূপেঽনৃতেঽনির্ব্বাচ্যেঽভিসন্ধোঽভিসন্ধানং যস্য স তথোক্তঃ, ভেদপ্রপঞ্চং সত্যমভিমন্যমান ইতি যাবৎ। তস্যাপবাদো দোষঃ শ্রূয়তে। "মৃত্যো"রিতি। "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি ত্বি"তি। যৎ সর্ব্বমবিদ্যারোপিতং তৎ সর্ব্বং পরমার্থতো-ব্রহ্ম, ন তু যদব্রহ্ম, তৎ সর্ব্বমিত্যর্থঃ।

জানিতে বলেন না। [বিকারা…ব্রহ্ম] শ্রুতি বলিয়াছেন, বিকার অর্থাৎ জড় পদার্থমাত্রই মিথ্যা, তাহাতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহা নিন্দিত। যথা—"যে ব্যক্তি অদ্বৈতৈকরস অদ্বয় আত্মায় (আপনাতে) নানাত্ব দর্শন করে, ভেদ অনুভব করে, সে মৃত্যুর পর মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।" "এ সমস্তই ব্রহ্ম" এই একত্ববাদ (প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের অভেদ উক্তি) কেবল প্রপঞ্চবিলয়ের জন্য কথিত হইয়াছে, অনেকরসতাপ্রতিপাদনের জন্য নহে। একরসতা প্রতিপাদক বাক্য এই—"যেমন লবণপিণ্ড অন্তরে ও বাহিরে এক অর্থাৎ একরস রসান্তরশূন্য, তেমন এই আত্মাও চিদ্ঘন অর্থাৎ চিদেকরস বা কেবল চিৎপূর্ণ।" অতএব তাদৃশ ব্রহ্মই যে, দ্যুলোকপ্রভৃতির আয়তন, ইহা সিদ্ধ হইল।

[যৎ…ব্যুৎপত্তেঃ] বলিয়াছেন, সেতু-শব্দ থাকায় অভীপ্সিত আয়তন ব্রহ্ম নহে, অপার (অসীম) ব্রহ্মকে পারবান্ বা সসীম বলিবার সম্ভাবনা কি আছে? এক্ষণে ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতেছি, শ্রুতি—পারবান্ অর্থ বলিবার অভিপ্রায়ে সেতুশব্দের প্রয়োগ করেন নাই, মাত্র বিধরণ (ধরিয়া রাখা অর্থাৎ আধারভাব) বলিবার ইচ্ছায় ঐ শব্দ বলিয়াছেন। জগতে মৃন্ময় ও কাষ্ঠময় সেতু (সাঁকো—

অপর আহ—"তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" ইতি যদেতৎ সংকীর্ত্তিতমাত্মজ্ঞানং, যচ্চৈতৎ "অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" ইতি বাগ্বিমোচনং, তদত্রামৃতত্বসাধনত্বাদমৃতস্যৈষ সেতুরিতি সেতুশ্রুত্যা সংকীর্ত্ত্যতে, ন তু দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্। তত্র যদুক্তং সেতুশ্রুতের্ব্রহ্মণোঽর্থান্তরেণ দ্যুভ্বাদ্যায়তনেন ভবিতব্যমিতি, এতদযুক্তম্॥ ১। ৩। ১॥

মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাৎ॥ ১। ৩। ২॥ *

ইতশ্চ পরমেব ব্রহ্ম দ্যুভ্বাদ্যায়তনং, যস্মান্মুক্তোপসৃপ্যতাস্য

"অপর আহ" ইতি। নাত্র দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্য সেতুতা, যেন পারবত্তা স্যাৎ, কিন্তু জানথেতি যজ্ জ্ঞানং কীর্ত্তিতং, যশ্চ বাচো বিমুঞ্চথেতি বাগ্বিমোকঃ, তস্যামৃতত্বসাধনত্বেন সেতুতোচ্যতে। তচ্চোভয়মপি পারবদেব। ন চ প্রাধান্যাৎ 'এষঃ' ইতি সর্ব্বনাম্না দ্যুভ্বাদ্যায়তনমাত্মৈব পরামৃশ্যেত, ন তু তজ্জ্ঞানবাগ্বিমোচনে ইতি সাম্প্রতম্। বাগ্বিমোচনাত্মজ্ঞানভাবনয়োরেব বিধেয়ত্বেন প্রাধান্যাৎ। আত্মনস্তু দ্রব্যস্যাব্যাপারতয়াঽবিধেয়ত্বাৎ। বিধেয়স্য ব্যাপারস্যৈব ব্যাপারবতোঽমৃতত্বসাধনত্বাৎ। ন চেদমৈকান্তিকং, যৎ প্রধানমেব সর্ব্বনাম্না পরামৃশ্যতে। ক্বচিদযোগ্যতয়া প্রধানমুৎসৃজ্য যোগ্যতয়া গুণোঽপি পরামৃশ্যতে॥ ১। ৩। ১॥

দ্যুভাদ্যায়তনং প্রকৃত্য অবিদ্যাদিদোষমুক্তৈরুপসৃপ্যং ব্যপদিশ্যতে—

পারগমনের পথ ও জল বাঁধিয়া রাখিবার আলি) দেখিয়াছ বলিয়া এ সেতুকেও কি মৃন্ময় ও কাষ্ঠময় বলিতে পারিবে? তাহা পারিবে না। বন্ধনার্থ ষি-ধাতু-নিষ্পন্ন সেতু-শব্দের মুখ্য অর্থ বিধরণ। পারগামিত্ব অর্থ টী ব্যুৎপত্তিলভ্য নহে।

[অপর···যুক্তম্] বৃত্তিকার বলিয়াছেন, "সেই একই আত্মাকে জান", এই যে একাত্মবিজ্ঞানের উপদেশ আছে, এবং 'অন্য কথা ত্যাগ কর' এই যে, বাক্য ত্যাগের (মৌনের) বিধান আছে, এই মৌন ও ঐ একাত্মবিজ্ঞান অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের সেতু বা উপায়। অতএব আয়তনকে সেতু বলা হয় নাই, জ্ঞানকে এবং জ্ঞানসাধন মৌনকেই সেতু বলা হইয়াছে। বৃত্তিকারের এবম্বিধ ব্যাখ্যাতেও উক্ত আপত্তি (সেতু শব্দ থাকায় অভীপ্সিত আয়তন ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদি) অযুক্ত অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত হয় না। ১।৩।১॥

'জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়'; শ্রুতির উপদেশানুসারে জানা যায়—পরব্রহ্ম মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য। শাস্ত্রে বলিয়াছেন, মুক্তপুরুষেরা পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রে ব্রহ্মের ঐরূপ মুক্ত পুরুষের প্রাপ্যতার অভিধান (কথন) থাকাতেও প্রোক্ত

* মুক্তৈঃ উপসৃপ্যং প্রত্যক্ত্বেন প্রাপ্যং যদ্ব্রহ্ম, অত্র তস্য ব্যপদেশাৎ কথনাৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্মৈবেতি সূত্রার্থঃ।—মুক্ত পুরুষেরা যাঁহাকে আত্ম-অভেদে প্রাপ্ত হন, সেই প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্মের উল্লেখ বা উপদেশ থাকায় প্রোক্ত আয়তন পরব্রহ্ম বৈ অন্য বস্তু নহে।

ব্যপদিশ্যমানা দৃশ্যতে। মুক্তৈরুপসৃপ্যং মুক্তোপসৃপ্যম্। দেহাদিষ্বনাত্মস্বহমস্মীত্যাত্মবুদ্ধিরবিদ্যা, ততস্তৎপূজনাদৌ রাগঃ, তৎপরিভবাদৌ চ দ্বেষঃ, তদুচ্ছেদদর্শনাদ্ভয়ং মোহশ্চেত্যেবময়মনন্তভেদোঽনর্থব্রাতঃ সন্ততঃ সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষঃ, তদ্বিপর্য্যয়েণাবিদ্যারাগদ্বেষাদিদোষমুক্তৈরুপসৃপ্যং গম্যমেতদিতি দ্যুভ্বাদ্যায়তনং প্রকৃত্য ব্যপদেশো ভবতি। কথম্?

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

ইত্যুক্ত্বা ব্রবীতি—

"তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ইতি।

ব্রহ্মণশ্চ মুক্তোপসৃপ্যত্বং প্রসিদ্ধং শাস্ত্রে—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদিনা। তেন তৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনবিষয়মেব। ব্রহ্মণশ্চ মুক্তোপসৃপ্যত্বং—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে" ইত্যাদৌ শ্রুত্যন্তরে প্রসিদ্ধম্। তস্মাৎ

আয়তনের (ত্রৈলোক্যাধারের) ব্রহ্মতা নিশ্চয় হইতেছে। [দেহা…ষক্তি] দেহপ্রভৃতিতে "অহং=আমি" এতদ্রূপ অভিমান বা জ্ঞান থাকার নাম অবিদ্যা। জীব ইহারই পূজা অর্থাৎ সেবা করিয়া থাকে, ক্রমে তাহা হইতে রাগ ও দ্বেষ জন্মে, অর্থাৎ উক্তরূপা অবিদ্যা (অজ্ঞান) হইতে অনুকূল বিষয়ে আসক্তিরূপ রাগের ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আবার সে সকলের উচ্ছেদ সম্ভাবনায় ভয়ের ও মোহের জন্ম হয়। এইরূপ অসংখ্য অনর্থময় অবিদ্যাপ্রভেদ আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ, অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ। (অভিপ্রায় এই যে, আমরা সকলেই অবিদ্যাবন্ধনে বদ্ধ বা আবৃত আছি)। যাহারা উহার বিপরীত, যাহারা অবিদ্যা-ক্লেশবিমুক্ত, রাগদ্বেষাদিরহিত, তাঁহারা মুক্ত। এবম্বিধ মুক্ত পুরুষের প্রাপ্য পরব্রহ্ম, ইহা ঐ প্রকরণে কথিত আছে। যথা—"সেই পরাবর পুরুষ বা পরব্রহ্ম দৃষ্ট (আত্ম-অভেদে সাক্ষাৎকৃত) হইলে হৃদগ্রন্থি থাকে না, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় ও কর্ম্ম সকল (পুণ্য ও পাপ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতি এই বলিয়া পুনর্ব্বার বলিয়াছেন, "বিবেকী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নামরূপবিমুক্ত ও দিব্য পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন।" (দিব্য=স্বপ্রকাশানন্দ। পরাৎপর পুরুষ=ব্রহ্ম।) অপিচ, শাস্ত্রে ব্রহ্মেরই

ইত্যেবমাদৌ। প্রধানাদীনান্তু ন কচিন্মুক্তোপসৃপ্যত্বং প্রসিদ্ধমস্তি। অপি চ, "তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ" ইতি বাধিমোকপূর্ব্বকং বিজ্ঞেয়ত্বমিহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনস্যোচ্যতে। তচ্চ শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মণো দৃষ্টম্—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূংশ্চব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥" ইতি।

তস্মাদপি দ্যুভ্বাদ্যায়নতনং পরং ব্রহ্ম॥ ১। ৩। ২॥

যথা ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদকো বৈশেষিকো হেতুরুক্তঃ, নৈবমর্থান্তরস্য বৈশেষিকো হেতুঃ প্রতিপাদকোঽস্তীত্যাহ—

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ॥ ১। ৩। ৩॥*

ন অনুমানং সাঙ্খ্যস্মৃতিপরিকল্পিতং প্রধানমিহ দ্যুভ্বাদ্যায়তন-

---

মুক্তোপসৃপ্যত্বাৎ দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্মেতি নিশ্চীয়তে। হৃদয়গ্রন্থিশ্চাবিদ্যারাগদ্বেষভয়মোহাঃ। মোহশ্চ বিষাদঃ শোকঃ। পরং হিরণ্যগর্ভাদ্যবরং যস্য, তদ্ব্রহ্ম তথোক্তম্। তস্মিন্ ব্রহ্মণি যৎ দৃষ্টং দর্শনং, তস্মিন্ তদর্থমিতি যাবৎ, যথা 'চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তী'তি চর্ম্মার্থমিতি গম্যতে। নামরূপাদিত্যপ্যবিদ্যাভিপ্রায়ম্। 'কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ' ইতি কামা ইত্যবিদ্যামুপলক্ষয়তি॥ ১। ৩। ২॥

মুক্তপ্রাপ্যতা প্রসিদ্ধ, অন্যের নহে। যথা—"জ্ঞানের পূর্ব্বে সাধকের হৃদয়ে কামগ্রন্থি থাকে। জ্ঞান হইলে সে গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। তখন সে অমর্ত্ত্য হয়, অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হয়, সুতরাং ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।" এইরূপ এইরূপ শাস্ত্রে ব্রহ্ম-ভিন্ন প্রধানের অথবা অন্য কিছুর মুক্তপ্রাপ্যতা কথিত হয় নাই। [অপিচ·· ব্রহ্ম] আরও দেখ, উদাহৃত শ্রুতি, বাক্যবর্জ্জনপূর্ব্বক ত্রিলোকাধারকে জানিতে বলিয়াছেন, এবং অন্য শ্রুতিও ঐরূপে ব্রহ্ম জানিতে বলিয়াছেন। যথা—"ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া প্রজ্ঞা (নিরন্তর অহং ব্রহ্মাস্মি বাক্যের অর্থানুসন্ধান) করিবেন। কেবল মহাবাক্যরূপ অল্পশব্দের অনুশীলন করিবেন, বৃথা বহুশব্দের অনুধ্যান (অনুশীলন) করিবেন না। বহুশব্দের অনুধ্যানে বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি ভিন্ন অন্য কিছু লাভ হয় না।" পূর্ব্বশ্রুতির সহিত এ শ্রুতির একবাক্যতা করিলে আয়তনশ্রুতিস্থ আয়তনের ব্রহ্মত্বই নিশ্চয় হইবে॥ ১।৩।২॥

---

* ন অনুমানং সাংখ্যপরিকল্পিতং প্রধানমিহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন প্রতিপত্তব্যম্। তস্য প্রধানস্য বোধকঃ শব্দস্তচ্ছব্দঃ। ন তচ্ছব্দোঽতচ্ছব্দঃ। তস্মাৎ। যতঃ প্রধানপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ অস্মিন্ প্রকরণে নাস্তি, তত ইত্যর্থঃ।—অচেতন প্রধান বুঝায়, এমন কোন শব্দ ঐ প্রস্তাবে নাই; সুতরাং আয়তন-শব্দে অনুমানগম্য প্রকৃতি গৃহীত হইতে পারে না।

ত্বেন প্রতিপত্তব্যম্ । কস্মাৎ ? অতচ্ছব্দাৎ । তস্যাচেতনস্য প্রধানস্য প্রতিপাদকঃ শব্দস্তচ্ছব্দঃ, ন তচ্ছব্দোঽতচ্ছব্দঃ । ন হ্যত্রাচেতনস্য প্রধানস্য প্রতিপাদকঃ কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি, যেনাচেতনং প্রধানং কারণত্বেনায়তনত্বেন বাবগম্যতে । তদ্বিপরীতস্য চেতনস্য প্রতিপাদকশব্দোঽত্রাস্তি, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"ইত্যাদিঃ । অতএব ন বায়ুরপীহ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেনাশ্রীয়তে ॥ ১ । ৩ । ৩ ॥

প্রাণভৃচ্চ ॥ ১ । ৩ । ৪ ॥ *

যদ্যপি প্রাণভৃতো বিজ্ঞানাত্মন আত্মত্বং চেতনত্বঞ্চ সম্ভবতি, তথাপ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নজ্ঞানস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্যসম্ভবে সতি অস্মাদেবাতচ্ছব্দাৎ প্রাণভৃদপি ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেনাশ্রয়িতব্যঃ । ন

নানুমানমিত্যুপলক্ষণং, নাব্যাকৃতমিত্যপি দ্রষ্টব্যং, হেতোরুভয়ত্রাপি সাম্যাৎ ॥ ১ । ৩ । ৩ ॥

চেন তচ্ছব্দত্বং হেতুরনুকৃষ্যতে । স্বয়ঞ্চ ভাষ্যকৃৎ হেতুমাহ, "ন চোপাধিপরিচ্ছিন্নস্য" ইতি । "ন সম্যক্ সম্ভবতি" নাঞ্জসমিত্যর্থঃ । ভোগ্যত্বেন হি আয়তনত্বমতিক্লিষ্টম্ । স্যাদেতৎ । যদ্যতচ্ছব্দত্বাদিত্যত্রাপি হেতুরনুক্রষ্টব্যঃ, তস্ত, কস্মাৎ

[যথা…ত্যাহ] যেমন ব্রহ্মপ্রতিপাদনের অনুকূল অসাধারণ হেতু আছে, সেরূপ হেতু অন্য পক্ষে নাই, ইহা বলিবার জন্যই তৃতীয় সূত্র বলিতেছেন ।

প্রস্তাবিত আয়তনকে আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যকল্পিত প্রধান বলা উচিত হয় না । হেতু এই যে, ঐ স্থানে বা ঐ প্রকরণে প্রধানবোধক কোন শব্দই নাই । অচেতন প্রধান (প্রকৃতি) প্রতিপাদন করে—বুঝায়, এমন কোন শব্দই নাই ; প্রত্যুত চেতনপ্রতিপাদক স্পষ্ট শব্দ আছে । যথা—'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি । এই সকল যুক্তিতে বায়ুও নিরাকৃত হইতেছে, অর্থাৎ বায়ুকেও প্রোক্ত আয়তন বলিতে পারা যায় না ॥১।৩ ৩॥

প্রাণভৃৎ শব্দের অর্থ জীব । জীবাত্মা চেতন হইলেও তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন । জীব উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ; সুতরাং তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন । পরিচ্ছিন্নজ্ঞান জীবের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ববিত্ব অসম্ভব । এই কারণে তাদৃশ জীব প্রোক্ত আয়তন-শব্দের বোধ্য বা গ্রাহ্য নহে । যে উপাধিপরিচ্ছিন্ন, অব্যাপক, কিরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাধার বলিবে ? সম্ভাবনাই বা কি ? সম্ভাবনা নাই । আয়তন-শ্রুতির

---

*প্রাণভৃচ্চ জীবোঽপি ন দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন প্রতিপত্তব্য ইতি শেষঃ ।—জীবই লোকায়তন, ইহাও বুঝিও না । জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তাহার জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং জীব অসর্ব্বজ্ঞ, অসর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সর্ব্বলোকায়তন নহে ।

চোপাধিপরিচ্ছিন্নস্যাবিভোঃ প্রাণভৃতো দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বমপি সম্যক্ সম্ভবতি। পৃথগ্‌যোগকরণমুত্তরার্থম্ ॥ ১। ৩। ৪ ॥

কুতশ্চ ন প্রাণভৃদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেনাশ্রয়িতব্যঃ ?

ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ১। ৩।৫ ॥*

ভেদব্যপদেশশ্চেহ ভবতি, "তমেবৈকং জানথ আত্মানম্" ইতি জ্ঞেয়জ্ঞাতৃভাবেন। তত্র প্রাণভৃৎ তাবৎ মুমুক্ষুত্বাজ্ জ্ঞাতা, পরিশেষাদাত্মশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং দ্যুভ্বাদ্যায়তনমিতি গম্যতে। ॥ ১। ৩। ৫ ॥

কুতশ্চ ন প্রাণভৃদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেনাশ্রয়িতব্যঃ ?

পৃথগ্‌যোগকরণং ? যাবতা 'ন প্রাণভৃদনুমানে' ইত্যেক এব যোগঃ কস্মান্ন কৃতঃ, ইত্যত আহ।—"পৃথক্"ইতি। ভেদব্যপদেশাদিত্যাদিনা হি প্রাণভৃদেব নিষিধ্যতে, ন প্রধানং, তচ্চৈকযোগকরণে দুর্ব্বিজ্ঞানং স্যাদিতি ॥ ১। ৩। ৪ ॥

যদ্যপি বিশুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মৈবাত্র জ্ঞেয়ঃ, তথাপি জীবত্বাকারেণ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদভেদাৎ ন জ্ঞেয়রূপত্বমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ জীবত্বলিঙ্গবিশিষ্টত্বেন জীবস্য দ্যুভ্বাদিবাক্যার্থত্বং নিরস্য তেন শুদ্ধরূপেণেতি মন্তব্যম্। (ইতি রত্নপ্রভা) ॥ ১। ৩। ৫ ॥

জীববোধকতা-নিরাসক পরবর্ত্তী সূত্রগুলি সুগম হইবে ভাবিয়া সূত্রকার চতুর্থ সূত্রটীকে তৃতীয়সূত্রের যোগে (এক সঙ্গে বা এক সূত্র করিয়া) না বলিয়া পৃথক্ বলিয়াছেন ॥ ১। ৩। ৪ ॥

কি জন্য জীব দ্যুলোকাদির আয়তন (আধার) নহে ? তদুত্তরে বলিতেছেন— "ভেদব্যপদেশাচ্চ" ইতি।

ভেদব্যপদেশ অর্থাৎ ভেদোক্তি আছে। দ্যুভ্বাদ্যায়তনের সঙ্গে ভেদোক্তি থাকায় জীব দ্যুলোকাদির আধার নহে। "সেই অদ্বয় আত্মাকে জান," এই বাক্যে জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভাব বর্ণিত বা উপদিষ্ট হওয়ায়, যাহা জ্ঞেয়, শ্রুতি যাহাকে জানিতে বলিতেছেন, তাহা জ্ঞাতা অর্থাৎ জীব হইতে ভিন্ন, ইহা প্রতিপন্ন হয়। জীব মুমুক্ষু, মুক্তির ইচ্ছা করে ; সুতরাং শ্রুতি তাহাকে আত্মা জানিতে বলিয়াছেন। জীব আত্মাকে (আপনাকে) জানিবেক, এই কথার দ্বারা বুঝা গেল, জীব জ্ঞাতা, আত্মা তাহার জ্ঞেয় ; এবং ইহাও বুঝা গেল যে, জীব-জ্ঞেয় আত্মা জীবাত্মা নহে, পরমাত্মা ; সুতরাং পরমাত্মাই দ্যুলোকাদির আয়তন, জীবাত্মা নহে। ১। ৩। ৫ ॥

---

* ভেদব্যপদেশাৎ ভেদোক্তেঃ জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃভাবেনেতি যাবৎ।—ভেদ বা ভিন্নভাব কথিত থাকায় জীব লোকায়তন নহে। (ভাষ্য দেখ, পরিষ্কার অর্থ পাইবে)।

প্রকরণাৎ ॥ ১ । ৩ । ৬ ॥ *

প্রকরণঞ্চেদং পরমাত্মনঃ, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানাপেক্ষণাৎ। পরমাত্মনি হি সর্ব্বাত্মকে বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, ন কেবলে প্রাণভৃতি ॥ ১ । ৩ । ৬ ॥

কুতশ্চ ন প্রাণভৃদ্ দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেনাশ্রয়িতব্যঃ ?

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ১ । ৩ । ৭ ॥ †

দ্যুভ্বাদ্যায়তনঞ্চ প্রকৃত্য, "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যত্র স্থিত্যদনে নির্দ্দিশ্যেতে। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি কর্ম্মফলাশনম্, "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইত্যৌদাসীন্যেনাবস্থানম্, তাভ্যাঞ্চ স্থিত্যদনাভ্যামীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞৌ তত্র গৃহ্যেতে। যদি

ন খলু হিরণ্যগর্ভাদিষু জ্ঞাতেষু সর্ব্বং জ্ঞাতং ভবতি, কিন্তু ব্রহ্মণ্যেবেতি ॥ ১।৩।৬ ॥ যদি জীবঃ হিরণ্যগর্ভো বা দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ভবেৎ, ততস্তং প্রকৃত্য, অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীতি পরমাত্মাভিধানমাকস্মিকং প্রসজ্যেত। ন চ হিরণ্যগর্ভ

জীব যে আয়তন-শ্রুতির বোধ্য নহে, তাহা প্রকরণবলেও জানা যায়। যে প্রকরণে বা যে প্রস্তাবে আয়তন-শ্রুতি কথিত আছে, সে প্রকরণ পরমাত্মারই প্রকরণ। হেতু এই যে, উহার পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রারম্ভে, "হে ভগবন্, কোন্ বস্তু জানিলে এ সমস্ত জানা হয়?" এইরূপ বাক্যে একজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা আছে। পরমাত্মা সর্ব্বাত্মক; সুতরাং পরমাত্মাকে জানিলে সব জানা হয়। জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন বলিয়া সর্ব্বাত্মক নহে; সুতরাং তজ্জ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না, হইতে পারে না ॥ ১ । ৩ । ৬ ॥

জীব যে সর্ব্বলোকাশ্রয় নহে, তৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। সেই অন্য হেতু এই—

ঐ প্রকরণে বা ঐ প্রস্তাবে অভিহিত আছে, "এক বৃক্ষে (দেহে) দুইটী পক্ষী (আত্মা) আছে। তাহারা উভয়ে উভয়ের সখা ও সহযোগী,"। ইহারই পরে ঐ দু-এর মধ্যে একের স্থিতি (উদাসীনতা) ও অপরের ভোগ কথিত হইয়াছে। যথা—"ঐ দু-এর মধ্যে একটী সুস্বাদু পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভক্ষণ করে, অপরটী

---

* প্রকরণাৎ পরমাত্মপ্রকরণাৎ অপি।—ঐ প্রকরণ পরমাত্মার প্রকরণ; সুতরাং তন্মধ্যে পরিপঠিত লোকায়তন পরমাত্মা। (বিস্তারিত অর্থ ভাষ্যব্যাখ্যায় দেখ)।

† স্থিতিরৌদাসীন্যম্, অদনং ফলভোগঃ, তাভ্যামপি।—উদাসীনভাবে অবস্থান ও কর্ম্মফলভোগ এই দু-এর দ্বারাও জীবে অনায়তনত্ব নিশ্চিত হয়। (ভাষ্য দেখ)।

চেশ্বরো দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বেন বিবক্ষিতঃ, তস্য প্রকৃতস্যেশ্বরস্য ক্ষেত্রজ্ঞাৎ পৃথগ্বচনমবকল্পতে। অন্যথা হ্যপ্রকৃতবচনমাকস্মিকমসম্বদ্ধং স্যাৎ।

নন্বু তবাপি ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরাৎ পৃথগ্বচনমাকস্মিকমেব প্রসজ্যেত। ন; তস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ। ক্ষেত্রজ্ঞো হি কর্ত্তৃত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ প্রতিশরীরং বুদ্ধ্যুপাধিকসম্বন্ধো লোকত এব প্রসিদ্ধঃ, নাসৌ শ্রুত্যা তাৎপর্য্যেণ বিবক্ষ্যতে। ঈশ্বরস্তু লোকতোঽপ্রসিদ্ধত্বাৎ শ্রুত্যা তাৎপর্য্যেণ বিবক্ষিত ইতি ন তস্যাকস্মিকবচনং যুক্তম্। "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি" ইত্যত্রাপ্যেতদ্দর্শিতম্ "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যস্যামৃচীশ্বরক্ষেত্রজ্ঞাবুচ্যেতে ইতি।

উদাসীনঃ, তস্যাপি ভোক্তৃত্বাৎ। ন চ জীবাত্মৈব দ্যুভ্বাদ্যায়তনং, তথা সতি স এবাত্র কথ্যতে, তৎকথনায় চ ব্রহ্মাপি কথ্যতে, অন্যথা, সিদ্ধান্তেঽপি জীবাত্মকথনমাকস্মিকং স্যাদিতি বাচ্যম্। যতোঽনধিগতার্থাববোধন-স্বরসেনাম্নায়েন প্রাণভৃন্মাত্রপ্রসিদ্ধজীবাত্মাধিগমায় অত্যন্তানবগতমলৌকিকং ব্রহ্মাববোধ্যত ইতি সুভাষিতম্. "যদাপি পৈঙ্গ্যুপনিষৎকৃতেন ব্যাখ্যানেন" ইতি।

ভক্ষণ করে না, কেবল দর্শন করিয়া থাকে।" প্রথম বাক্যে ফলভক্ষণ এবং পরবাক্যে স্থিতি বা ঔদাসীন্য উক্ত আছে। ফলভোগ ও স্থিতি (উদাসীনভাবে অবস্থিতি), এই দুই উক্তির দ্বারা ঐ স্থানে জীব ও ঈশ্বর গৃহীত হন। [যদি ……স্যাৎ] যদি ঈশ্বরকেই দ্যুলোকাদির আয়তন বলা শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেই তাঁহাকে অর্থাৎ প্রকরণপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরকে জীব হইতে পৃথক্ বলা সঙ্গত হয়। অন্যথা, ঐ পৃথক্ উক্তি অপ্রাসঙ্গিক ও অসম্বদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

[নন্বু…যুক্তম্] যদি বল, জীবকে ঈশ্বর বলিলেও ঐ দোষ হইতে পারে, ইহাতে আমি বলি, জীব বলা (জীবভাব বুঝান) ঐ শ্রুতির বিবক্ষিত অর্থাৎ অভিপ্রেত নহে। জীব প্রতিশরীরে বুদ্ধিসংশ্লিষ্ট, তৎপ্রযুক্ত তিনি আমি কর্ত্তা—আমি করিতেছি—আমি ভোক্তা—আমি ভুগিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে প্রসিদ্ধ। যাহা প্রসিদ্ধ, সর্ব্ববিদিত, যাহাকে সকল লোকে জানে, শ্রুতি তাহা বলিবেন কেন? তাহা বিবক্ষিত নহে। ঈশ্বর অপ্রসিদ্ধ বা লৌকিক-জ্ঞানের অবিষয়; সুতরাং ঈশ্বরই শ্রুতির বিবক্ষিত ও তাৎপর্য্যবিষয় হইতে পারেন। অতএব জীবকে পৃথক্ রাখিয়া ঈশ্বরবিধান করায় আকস্মিকত্ব প্রভৃতি কোনরূপ দোষ হয় না। [গুহাং…কশ্চিৎ] এ কথা ১ অং, ২পা, ১২ সূত্রে "দ্বাসুপর্ণা" মন্ত্রে বলা হইয়াছে।

যদ্যপি পৈঙ্গ্যুপনিষৎকৃতেন ব্যাখ্যানেনাস্যামৃচি সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবুচ্যেতে, তদাপি ন বিরোধঃ কশ্চিৎ। কথম্? প্রাণভৃদ্ধীহ ঘটাদিচ্ছিদ্রবৎ সত্ত্বাদ্যুপাধ্যভিমানিত্বেন প্রতিশরীরং গৃহ্যমাণো দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ন ভবতীতি প্রতিষিধ্যতে। যস্তু সর্ব্বশরীরেষূপাধিভির্বিনোপলক্ষ্যতে, পর এব স ভবতি। যথা ঘটাদিচ্ছিদ্রাণি ঘটাদিভিরুপাধিভির্বিনোপলক্ষ্যমাণানি মহাকাশ এব ভবন্তি, তদ্বৎ প্রাণভৃতঃ পরস্মাদন্যত্বানুপপত্তেঃ প্রতিষেধো নোপপদ্যতে। তস্মাৎ সত্ত্বাদ্যভিমানিন এব দ্যুভ্বাদ্যায়তনত্বপ্রতিষেধঃ। তস্মাৎ পরমেব ব্রহ্ম দ্যুভ্বাদ্যায়তনম্। তদেতৎ "অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ", ইত্যনেনৈব সিদ্ধং, তস্যৈব হি ভূতযোনিবাক্যস্য মধ্য ইদং পঠিতং, —"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্" ইতি। প্রপঞ্চার্থস্তু পুনরুপন্যস্তম্॥ ১।৩।৭॥

তত্র হ্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতীতি জীব উপাধিরহিতেন রূপেণ ব্রহ্মস্বভাব উদাসীনোঽভোক্তা দর্শিতঃ। তদর্থমেবাচেতনস্য বুদ্ধিসত্ত্বস্যাপারমার্থিকং ভোক্তৃত্বমুক্তম্। তথা চেত্থম্ভূতং জীবং কথয়তানেন মন্ত্রবর্ণেন দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ব্রহ্মৈব কথিতং ভবতি, উপাধ্যবচ্ছিন্নশ্চ জীবঃ প্রতিষিদ্ধো ভবতীতি ন পৈঙ্গিব্রাহ্মণবিরোধ ইত্যর্থঃ। "প্রপঞ্চার্থ"মিতি। তন্মধ্যে ন পঠিতমিতি কৃত্বা চিন্তয়েদমধিকরণং প্রবৃত্তমিত্যর্থঃ॥ ১।৩।৭॥

যদিও ঐ মন্ত্রের পৈঙ্গিব্রাহ্মণোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ কর, যদিও পৈঙ্গিব্রাহ্মণ ঐ মন্ত্রে বুদ্ধি-জীব পক্ষ বর্ণন করিয়াছেন, করিলেও তাহা ঈশ্বরপ্রতিপাদকতার বিরোধী নহে। [কথং···তনং] কেন? কি প্রকারে? তাহা বলি। আকাশ যেমন প্রতিঘটে উপহিত, সেইরূপ জীবও প্রতিশরীরে বুদ্ধ্যুপহিত ও অহং-অভিমানী। জীব পরিচ্ছিন্নাভিমানী বলিয়াই দ্যুলোকাদির আশ্রয় বা আয়তন হয় না, এবং হয় না বলিয়াই শ্রুতি তাহার সর্ব্বলোকায়তনতা নিষেধ করিয়াছেন। যিনি শরীরাদি-উপাধি ব্যতিরেকে অথচ শরীরাদি-উপলক্ষ্যে লক্ষিত হন, তিনিই পরমাত্মা। যেমন ঘটাদিব্যতিরেকে ঘটাকাশ মঠাকাশ ও সমস্ত আকাশ এক মহাকাশ, সেইরূপ, জীবত্বজনক উপাধি ব্যতিরেকে এক পরমাত্মা। অতএব ঈশ্বর হইতে জীবের আত্যন্তিক ভিন্নতা অসিদ্ধ বা অনুপপন্ন বলিয়া জীবের ত্রিলোকাশ্রয়তা নিষিদ্ধ এবং পরমাত্মার তাহা সিদ্ধ হয়। [তদেতৎ···স্তম্] এ সিদ্ধান্ত ১অং, ২ পা, ২১ সূত্রে বলা হইলেও তাহার বিস্তৃতির নিমিত্ত পুনর্ব্বার এখানে বলা হইল॥১।৩।৭॥

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ১। ৩। ৮ ॥ *

ইদং সমামনন্তি, "ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইতি, "ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাসে" ইতি, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা, অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি, তদল্পম্" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিং প্রাণো ভূমা স্যাৎ, আহোস্বিৎ পরমাত্মেতি। কুতঃ সংশয়ঃ? ভূমেতি তাবদ্ বহুত্বমভিধীয়তে। "বহোর্লোপো ভূ চ বহোঃ", (পা০৬।৪।১৫৮) ইতি ভূমশব্দস্য ভাবপ্রত্যয়ান্ততাস্মরণাৎ। কিমাত্মকং পুনস্তদ্বহুত্বমিতি বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং, "প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্" ইতি সন্নিধানাৎ প্রাণো ভূমেতি প্রতিভাতি। তথা, "শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি, "সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্ শোকস্য পরং পারং তারয়তু" ইতি প্রকরণোত্থানাৎ পরমাত্মা ভূমা

নারদঃ খলু দেবর্ষিঃ কর্ম্মবিদনাত্মবিত্তয়া শোচ্যমাত্মানং মন্যমানো ভগবন্তমাত্মজ্ঞমাজ্ঞানসিদ্ধং মহাযোগিনং সনৎকুমারমুপপসাদ। উপসদ্য চোবাচ, ভগবন্ননাত্মজ্ঞতাজনিত-শোকসাগরপারমুত্তারয়তু মাং ভগবানিতি। তদুপশ্রুত্য সনৎ-

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত আছে, "যাহা ভূমা তাহাই জ্ঞান।" "হে ভগবন্, আমি ভূমা জানিতে ইচ্ছুক।" "যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনা যায় না, নানাত্ব বা কোনরূপ প্রভেদ নাই, তাহাই ভূমা।" আর, "যাহাতে বা যে অবস্থায় ভেদদর্শন হয়, তাহা অল্প।" (†) এই স্থানে সংশয় হয়, ভূমা কি? সনৎকুমার কোন্ বস্তুকে ভূমা বলিয়াছেন? প্রাণকে ভূমা বলিয়াছেন? না পরমাত্মাকে ভূমা বলিয়াছেন? ভূম-শব্দের অর্থ বহু অর্থাৎ

* ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তো ভূমা পরমাত্মেতি রিক্তপূরণম্। গমকমাহ সমিতি। সম্প্রসাদঃ সুষুপ্তিস্থানং, তস্মাৎ অধি উপরি উপদেশাৎ তস্য তুরীয়ত্বকথনাদিতি যাবৎ।—ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে ভূমা জানিবার কথা আছে, সে ভূমা পরমাত্মা। হেতু এই যে, উপদিষ্ট ভূমাকে সুষুপ্তি স্থানাতীত অর্থাৎ তুরীয় বলা হইয়াছে। (পরমাত্মা ভিন্ন অন্যের তুরীয়ত্ব নাই)।

(†) ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ-সনৎকুমারসম্বন্ধীয় একটা আখ্যায়িকা আছে। নারদ সনৎকুমার ঋষিকে "সুখ কি? কিসে সুখ?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাই সনৎকুমার নারদকে বলিতেছেন "যাহা অল্প, পরিচ্ছিন্ন, তাহা সুখ নহে। যাহা ভূমা, বহু বা বৃহৎ তাহাই সুখ।" অনন্তর নারদ বলিলেন, "ভূমা কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছুক।" নারদের ঈদৃশ প্রশ্ন শুনিয়া সনৎকুমার ভূমার উপরোক্ত লক্ষণ বলিলেন এবং ভূম-ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্য যাহা ভূমা নহে, তাহাও বলিলেন। ইহাতে বলা হইয়াছে, অদ্বৈতই ভূমা এবং দ্বৈতই অল্প। অদ্বৈতলক্ষণ ভূমা বুঝাইবার জন্যই এই অষ্টম সূত্র ও বিচার প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ইত্যপি প্রতিভাতি। তত্র কস্যোপাদানং ন্যায্যং, কস্য বা হানমিতি ভবতি সংশয়ঃ। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? প্রাণো ভূমেতি। কস্মাৎ? ভূয়ঃ প্রশ্নপ্রতিবচনপরম্পরাঽদর্শনাৎ। যথা হি "অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয়ঃ" ইতি, "বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী" ইতি। তথা "অস্তি ভগবো বাচো ভূয়ঃ ইতি, "মনো বাব বাচো ভূয়ঃ" ইতি চ নামাদিভ্যো হ্যাপ্রাণাৎ ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহঃ প্রবৃত্তঃ, নৈবং প্রাণাৎ পরং ভূয়ঃপ্রশ্নপ্রতিবচনং দৃশ্যতে "অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ভূয়ঃ" ইতি,

---

কুমারেণ নামব্রহ্মেত্যুপাস্স্ব ইত্যুক্তে নারদেন পৃষ্টং—কিং নাম্নোঽস্তি ভূয় ইতি। তত্র সনৎকুমারস্য প্রতিবচনং—বাগ্‌বাব নাম্নো ভূয়সীতি। তদেবং নারদসনৎকুমারয়োর্ভূয়সি প্রশ্নোত্তরে বাগিন্দ্রিয়মুপক্রম্য মনঃসঙ্কল্পচিত্তধ্যানবিজ্ঞানবলাঽন্নতোয়বায়ুসহিততেজোনভঃস্মরাশাপ্রাণেষু পর্য্যবসিতে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকঃ সঙ্কল্পঃ। তস্য কারণং পূর্ব্বাপরবিষয়নিমিত্তপ্রয়োজননিরূপণং চিত্তম্। স্মরঃ স্মরণম্। প্রাণস্য চ সমস্তক্রিয়াকারকফলভেদেন পিত্রাদ্যাত্মত্বেন চ রথারনাভিদৃষ্টান্তেন সর্ব্বপ্রতিষ্ঠত্বেন চ প্রাণভূয়স্ত্বদর্শিনোঽতিবাদিত্বেন চ নামাদিপ্রপঞ্চা-

---

অনেক। যাহাতে অনেকত্ব বহুত্ব আছে, তাহাই ভূমা। এই ব্যুৎপত্তি প্রোক্তবিধ সংশয়ের বীজ। এই বীজ বক্ষ্যমাণ প্রকারে সংশয় উৎপাদন করে। যথা—ভূম-শব্দ শুনিবামাত্র বহু বুঝা যায়। অনন্তর, সে বহু কে? এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। পরে নিকটস্থ প্রাণ-শব্দ তাহার নিবৃত্তি করে। উহারই নিকটে আশা অপেক্ষা "প্রাণ বহু" এইরূপ উক্তি আছে; সুতরাং প্রাণই ভূমা, এইরূপ প্রতীতি হয়। কিন্তু প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ দেখিতে গেলে পরব্রহ্মকে ভূমা বলিতে হয়। ঐ প্রস্তাবে বা ঐ প্রসঙ্গে কথিত আছে যে, আমি আপনাদের ন্যায় ঋষিদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, আত্মজ্ঞ পুরুষ শোকের পার প্রাপ্ত হন। হে ভগবন্, আমি অত্যন্ত শোকাকুল; আপনি আমাকে শোকের পরপারে লইয়া যাউন।" এ কথার দ্বারা প্রতীত হয়, নারদজিজ্ঞাস্য ভূমা পরমাত্মা। [তত্র……দর্শনাৎ] সন্নিধানবলে প্রাণ, আর প্রস্তাবতাৎপর্য্যবলে ব্রহ্ম—এই দ্বিবিধ বস্তু উপস্থিত হওয়ায় ভূমা যে কি, তাহা স্থির হয় না, প্রত্যুত সংশয় হয়। সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষ। ঐ স্থানের প্রশ্নোত্তর দেখিলে প্রথমতঃ বা পূর্ব্বপক্ষে প্রাণের ভূমত্ব অনুভূত হয়। [যথা……গম্যতে] প্রশ্নপ্রতিবচন যথা—নারদ প্রশ্ন করিলেন, "ভগবন্, নাম হইতে বহু আছে কি?" প্রতিবচন—"নাম হইতে বাক্য বহু।" প্রশ্ন—"বাক্য হইতে বহু আছে?" প্রতিবচন—"মন বাক্য হইতেও বহু।" এইরূপ এইরূপ, নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত যেরূপ বা যেভাবের প্রশ্ন-প্রতিবচন দেখা যায়, প্রাণ হইতে বহু আছে কি না, এ সম্বন্ধে সেরূপ বা সে-ভাবের প্রশ্নপ্রতিবচন

"অদো বাব প্রাণাদ্ভূয়ঃ" ইতি। প্রাণমেব তু নামাদিভ্য আশান্তেভ্যো ভূয়াংসং "প্রাণো বাব আশায়া ভূয়ান্" ইত্যাদিনা সপ্রপঞ্চমুক্ত্বা প্রাণদর্শিনশ্চাতিবাদিত্বং "অতিবাদ্যসি" ইতি, "অতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত" ইত্যভ্যনুজ্ঞায়, "এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইতি প্রাণব্রতমতিবাদিত্বমনুকৃষ্যাপরিত্যজ্যৈব প্রাণং সত্যাদিপরম্পরয়া ভূমানং সমবতারয়ন্ প্রাণমেব ভূমানং মন্যত ইতি গম্যতে।

কথং পুনঃ প্রাণে ভূমেতি (১) ব্যাখ্যায়মানে, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যেতদ্ ভূম্নো লক্ষণপরং বচনং ব্যাখ্যেয়মিতি। উচ্যতে,

---

দাশান্তাৎ ভূয়স্ত্বমুক্ত্বা অপৃষ্ট এব নারদেন সনৎকুমার একগ্রন্থেন "এষ তু বাতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইতি সত্যাদীন্ কৃতিপর্য্যন্তাননুক্ত্বোপদিদেশ, "সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইতি। তদুপশ্রুত্য নারদেন 'সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাসে' ইত্যুক্তে সনৎকুমারো 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্' ইত্যুপক্রম্য ভূমানং ব্যুৎপাদয়াম্বভূব 'যত্র নান্যৎ পশ্যতী'ত্যাদিনা। তদীদৃশে বিষয়ে বিচার আরভ্যতে। তত্র সংশয়ঃ।—কিং প্রাণো ভূমা স্যাদাহো পরমাত্মেতি। ভাবভবিত্রোস্তাদাত্ম্যবিবক্ষয়া সামানাধিকরণ্যং সংশয়স্য বীজমুক্তং ভাষ্যকৃতা। তত্র—

"এতস্মিন্ গ্রন্থসন্দর্ভে যদুক্তাদ্ভূয়সোঽন্যতঃ।
উচ্যমানস্তু তদ্ভূয় উচ্যতে প্রশ্নপূর্ব্বকম্॥"

দেখা যায় না যে, "প্রাণ হইতে বড় আছে কি?" এইরূপ প্রশ্ন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে "ইহাই প্রাণ হইতে বড়" এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। এই প্রশ্নোত্তরপ্রবাহ, নাম হইতে আশা পর্য্যন্তের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া "আশা হইতে প্রাণ বড়" এইস্থানে আসিয়াই বিনিবৃত্ত হইয়াছে। শ্রুতি ঐ পর্য্যন্ত বলিয়া ঐ বাক্যের পরেই প্রাণ-বিজ্ঞানে অতিবাদিত্ব (শ্রেষ্ঠতা) বলিয়াছেন। যথা—'যদি কেহ প্রাণবিৎকে অর্থাৎ প্রাণোপাসককে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি অতিবাদী? অর্থাৎ তুমি কি প্রাণকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জান? ইহার প্রত্যুত্তরে তিনি বলিবেন, "আমি অতিবাদী।" "অতিবাদী নহি", এরূপ বলিবেন না। সনৎকুমার এইরূপে প্রাণব্রতের, প্রাণোপাসনার ও প্রাণের শ্রেষ্ঠতা অনুকর্ষণ করতঃ প্রাণের অব্যতিরেকে অর্থাৎ প্রাণকে ত্যাগ না করিয়াই সত্যাদি পরম্পরায় ভূমাশব্দের অবতারণা করাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সনৎকুমারের মতে প্রাণই ভূমা, অন্য কেহ ভূমা নহে।

[কথং...উচ্যতে] বলিতে পার, যদি প্রাণকেই ভূমা বলিলে, তবে, "যাহাতে বা যে অবস্থায় অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনা যায় না, তাহাই ভূমা" এ বাক্যের

---

(১) প্রাণে ভূমনি ইতি কচিৎ পাঠঃ।

—সুষুপ্ত্যবস্থায়াং প্রাণগ্রস্তেষু করণেষু দর্শনাদিব্যবহারনিবৃত্তিদর্শনাৎ সম্ভবতি প্রাণস্যাপি, 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি" ইত্যেতল্লক্ষণম্। তথা চ শ্রুতিঃ "ন শৃণোতি ন পশ্যতি" ইত্যাদিনা সর্ব্বকরণব্যাপারপ্রত্যস্তময়রূপাং সুষুপ্ত্যবস্থামুক্ত্বা, "প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি" ইতি তস্যামেবাবস্থায়াং পঞ্চবৃত্তেঃ প্রাণস্য জাগরণং ব্রুবতী প্রাণপ্রধানাং সুষুপ্ত্যবস্থাং দর্শয়তি। যচ্চৈতদ্ভূম্নঃ সুখত্বং শ্রুতং "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" ইতি, তদপ্যবিরুদ্ধম্। "যত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যত্যথ তদেতস্মিংশ্ছরীরে সুখম্ভবতি" ইতি সুষুপ্ত্যবস্থায়ামেব সুখশ্রবণাৎ। যচ্চ, "যো বৈ ভূমা তদমৃতম্" ইতি, তদপি প্রাণস্যাবিরুদ্ধং, "প্রাণো বা অমৃতম্" ইতি শ্রুতেঃ।

ন চ প্রাণাৎ কিং ভূয় ইতি পৃষ্টং, নাপি ভূমা বাঽস্মাৎ ভূয়ানিতি প্রত্যুক্তম্। তস্মাৎ প্রাণভূয়স্ত্বাভিধানানন্তরমপৃষ্টেন ভূমোচ্যমানঃ প্রাণস্যৈব ভবিতুমর্হতি। অপি চ, ভূমেতি ভাবো ন ভবিতারমন্তরেণ শক্যো নিরূপয়িতুমিতি ভবিতারমপেক্ষমাণঃ প্রাণস্যানন্তর্য্যেণ বুদ্ধিসন্নিধানাৎ তমেব ভবিতারং প্রাপ্য নির্বৃণোতি। "যস্যোভয়ং হবিরার্ত্তিমাচ্ছেৎ"ইত্যত্রার্ত্তিরিবার্ত্তং হবিঃ। যথাহুঃ—'মৃষ্যামহে হবিষা বিশেষণম্' ইতি। ন চাত্মনঃ প্রকরণাদাত্মৈব বুদ্ধিস্থ ইতি তস্যৈব ভূমা স্যাদিতি

এই ভূম-লক্ষণবাক্যের কিরূপ ব্যাখ্যা করিবে? (অর্থাৎ কি প্রকারে উক্তবিধ ভূম-লক্ষণ প্রাণে লইয়া যাইবে?)। বলিতেছি। [সুষু—দর্শয়তি] সুষুপ্তি-অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ প্রাণগ্রস্ত হইলে, প্রাণে লীন হইলে, যখন সমস্ত ব্যবহারের অভাব হওয়া দৃষ্ট হয়, তখন অবশ্যই তাহাতে "কিছু দেখা যায় না, কিছু শুনা যায় না" এ লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারে। শ্রুতি "কিছু দেখে না শুনে না" এইরূপ এইরূপ কথায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারের নিবৃত্তিরূপ সুষুপ্তি অবস্থা বর্ণনা করিয়া "এই কালে বা এই অবস্থায় এই দেহরূপ পুরে কেবলমাত্র প্রাণরূপ অগ্নিরাই জাগ্রত থাকে, সব্যাপার থাকে" এইরূপ বলিয়াছেন। পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ জাগিয়া থাকে, এ বর্ণনার দ্বারা সুষুপ্তি অবস্থাতে প্রাণেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। [যচ্চৈতদ্... শ্রুতেঃ] শ্রুতি যে "যে-ভূমা, সে-ই সুখ" এইরূপে ভূমাকে সুখ বলিয়াছেন, তাহাও শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। "যখন এই দেব কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না, তখন এই শরীরে (সৌষুপ্ত-শরীরে) সুখ হয়।" এই শ্রুতিতে সুষুপ্তি-অবস্থায় সুখ থাকা কথিত আছে। "যে ভূমা, সে-ই অমৃত" একথাও প্রাণপক্ষে সংগত। শ্রুতি "প্রাণই অমৃত" এইরূপে প্রাণকেও অমৃত বলিয়াছেন। [কথং...প্রাপ্তম্] যদি বল, প্রাণ যদি ভূমা হইল, তবে আত্মপ্রকরণটিত

কথং পুনঃ প্রাণং ভূমানং মন্যমানস্য, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাত্মবিবিদিষয়া প্রকরণস্যোত্থানমুপপদ্যতে। প্রাণ এবেহাত্মা বিবক্ষিত ইতি ক্রমঃ। তথা হি, "প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ" ইতি প্রাণমেব সর্ব্বাত্মানং করোতি। "যথা বা অরা নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতম্" ইতি চ সর্ব্বাত্মত্বারনাভিনিদর্শনাভ্যাঞ্চ সম্ভবতি বৈপুল্যাত্মিকা ভূমরূপতা প্রাণস্য। তস্মাৎ প্রাণো ভূমেত্যেবং প্রাপ্তম্।

তত ইদমুচ্যতে,—পরমাত্মৈবেহ ভূমা ভবিতুমর্হতি, ন প্রাণঃ। কস্মাৎ? সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ। সম্প্রসাদ ইতি সুষুপ্তং স্থান-

---

যুক্তম্। সনৎকুমারস্য নামব্রহ্মেত্যুপাস্বেতি প্রতীকোপদেশরূপেণোত্তরেণ নারদপ্রশ্নস্যাপি তদ্বিষয়ত্বেন পরমাত্মোপদেশপ্রকরণস্যানুত্থানাৎ। অতদ্বিষয়ত্বে চোত্তরস্য প্রশ্নোত্তরয়োর্বৈয়ধিকরণ্যেন বিপ্রতিপত্তেরপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদসতি প্রকরণে প্রাণস্যানন্তর্য্যাত্তস্যৈব ভূমেতি যুক্তম্। তদেতৎ সংশয়বীজং দর্শয়তা ভাষ্যকারেণ সূচিতং পূর্ব্বপক্ষসাধনমিতি ন পুনরুক্তম্। ন চ ভূয়োভূয়ঃ প্রশ্নাৎ পরমাত্মৈব নারদেন জিজ্ঞাসিত ইতি যুক্তম্। প্রাণোপদেশানন্তরং তস্যোপরমাৎ। তদেবং প্রাণ এব ভূমেতি স্থিতে যদ্যদ্ তদ্বিরোধ্যাপাততঃ প্রতিভাতি, তত্তদনুগুণতয়া নেয়ং নীতঞ্চ ভাষ্যকৃতা।

স্যাদেতৎ। এষ তু বাতিবদতীতি তু-শব্দেন প্রাণদর্শিনোঽতিবাদিত্বং

প্রকরণোত্থান (প্রস্তাবের আরম্ভ) কি প্রকারে সঙ্গত করিবে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলি, উক্ত প্রাণ-শব্দের বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) অর্থ আত্মা। শ্রুতিও "প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য, প্রাণই ব্রহ্ম", এবংবিধ বাক্যে প্রাণকে সর্ব্বাত্মা বলিয়াছেন। অপিচ, "যেমন অর সকল চক্রের নাভিতে অর্পিত, গ্রথিত, সেইরূপ, এ সমস্তই প্রাণে অর্পিত।" এ শ্রুতিতেও প্রাণের সর্ব্বাধারতা কথিত হইয়াছে। (সুতরাং এ প্রাণ পঞ্চবৃত্তিক প্রাণ নহে; এ প্রাণ আত্মা)। সর্ব্বাত্মকতা ও অর-নাভিদৃষ্টান্ত, এই দু-এর দ্বারা যখন সর্ব্বাধারতা প্রতীত হইতেছে, তখন আর প্রাণের বৈপুল্যরূপ ভূমতা অসম্ভব বলিতে পার না। এইরূপ এইরূপ যুক্তিতে পাওয়া যায় প্রাণই ভূমা।

[তত···দেশাৎ] এই পূর্ব্বপক্ষ নিষেধার্থ সূত্র বলা হইল, প্রাণকে নহে; পরমাত্মাকেই ভূমা বলা উচিত। হেতু এই যে, শ্রুতি সম্প্রসাদের উপরে ভূমার উপদেশ করিয়াছেন। (অর্থাৎ যাহা ভূমা, তাহা সম্প্রসাদের অতীত,

মুচ্যতে, সম্যক্প্রসীদত্যস্মিন্নিতি নির্ব্বচনাৎ। বৃহদারণ্যকে চ স্বপ্নজাগরিতস্থানাভ্যাং সহপাঠাৎ। তস্যাঞ্চ সম্প্রসাদাবস্থায়াং প্রাণো জাগর্ত্তীতি প্রাণোঽত্র সম্প্রসাদোঽভিপ্রেয়তে, প্রাণাদূর্দ্ধং ভূম্ন উপদিশ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। প্রাণ এব চেদ্ ভূমা স্যাৎ, স এব তস্মাদূর্দ্ধমুপদিশ্যেতেত্যশ্লিষ্টমেতৎ স্যাৎ। ন হি নাম্নৈব নাম্নো ভূয় ইতি নাম্ন ঊর্দ্ধমুপদিষ্টম্। কিং তর্হি? নাম্নোঽন্যদর্থান্তরমুপদিষ্টং বাগাখ্যং "বাগ্বাব নাম্নো ভূয়সী" ইতি। তথা বাগাদিভ্যোঽপ্যাপ্রাণাদর্থান্তরমেব তত্র তত্রোর্দ্ধমুপদিষ্টং, তদ্বৎ প্রাণাদূর্দ্ধমুপদিশ্যমানো ভূমা প্রাণাদর্থান্তরভূতো ভবিতুমর্হতি।

নম্বিহ নাস্তি প্রশ্নঃ,অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয় ইতি,নাপি প্রতিবচন-

---

ব্যবচ্ছিদ্য সত্যেনাতিবাদিনং বদন্ কথং প্রাণস্য ভূমানমভিদধীতেত্যত আহ।—"প্রাণমেব তু" ইতি। "প্রাণদর্শিনশ্চাতিবাদিত্বম্" ইতি। নামাদ্যাশামতীত্য বদনশীলত্বমিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি।—নায়ং তু-শব্দঃ প্রাণাতিবাদিত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি, অপি তু তদতিবাদিত্বমপরিত্যজ্য প্রত্যুত তদনুকৃষ্য তস্যৈব প্রাণস্য সত্যস্য শ্রবণমননশ্রদ্ধানিষ্ঠাকৃতিভির্ব্বিজ্ঞানায় নিশ্চয়ায় সত্যেনাতিবদতীতি প্রাণব্রতমেবাতিবাদিত্বমুচ্যতে। তু-শব্দো নামাদ্যতিবাদিত্বাৎ ব্যবচ্ছিনত্তি,

---

এইরূপ বলিয়াছেন। পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ সম্প্রসাদের অতীত নহে; সুতরাং ঐরূপ বলাতে ভূমা যে, পরমাত্মা, ইহা স্থির হয়)। [সম্প্রসাদ…র্মহতি] সম্প্রসাদ শব্দে সুষুপ্তি। যে অবস্থায় জীব সম্যক্ প্রসন্ন হন, অর্থাৎ সুখস্বরূপতা প্রাপ্ত হন, সেই অবস্থার নাম সম্প্রসাদ। এই নির্ব্বচন ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের সহপাঠ (জাগ্রৎ স্বপ্ন এই দু এর সহিত উপদেশ) অনুসারে সম্প্রসাদ-শব্দ সুষুপ্তিবোধক। "সম্প্রসাদকালে প্রাণ জাগ্রৎ থাকে". এই প্রাণশব্দ সুষুপ্তি অভিপ্রায়ে উচ্চারিত, ভূমা অভিপ্রায়ে নহে। কেন-না, যাহা ভূমা, তাহা ঐ প্রস্তাবে প্রাণের ঊর্দ্ধে উপদিষ্ট আছে। প্রাণ ভূমা হইলে, প্রাণ প্রাণের ঊর্দ্ধে, এরূপই উপদেশ থাকিত। প্রাণ প্রাণ হইতে বড়, এরূপ বলিলে ঊর্দ্ধের উপদেশ সিদ্ধ হয় না। নাম নাম হইতে বড় বলিলে ঊর্দ্ধের উপদেশ হয় না। সেই জন্যই শ্রুতি বাক্য নাম হইতে বড়, এইরূপ বলিয়াছেন। ঐরূপ বলাতেই ঊর্দ্ধের উপদেশ হইয়াছে। সেইরূপে বাগাদি হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত সকল স্থলেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে তত্তৎবিষয়ের ঊর্দ্ধে (উপরে) স্থিত বলা হইয়াছে; সুতরাং প্রাণের ঊর্দ্ধে (উপরে) ভূমা-উপদেশের দ্বারা স্থির হয়, প্রাণ ভূমা নহে। যাহা ভূমা, তাহা প্রাণ হইতে ভিন্ন। [নম্বিহ…বদতীতি] যদি বল, ঐ স্থানে "প্রাণ হইতে বড় কি?" এরূপ প্রশ্ন নাই, এবং "অমুক বড়" এরূপ প্রত্যুত্তরও নাই, পরে যে অতিবাদিত্ব-কথা আছে,

মস্তি—প্রাণাদদো বাব ভূয়োঽস্তীতি, তৎ কথং প্রাণাদধিভূমোপ-দিশ্যত-ইতি। উচ্যতে,—প্রাণবিষয়মেব চাতিবাদিত্বমুত্তরত্রানুকৃষ্য-মাণং পশ্যামঃ, "এষ তু বা অতিবদতি। যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইতি। তস্মান্নাস্তি প্রাণাদধ্যুপদেশ ইতি। অত্রোচ্যতে,—ন তাবৎ প্রাণবিষয়স্যৈবাতিবাদিত্বস্যৈতদনুকর্ষণমিতি শক্যং বক্তুং, বিশেষবাদাৎ, "যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইতি।

নন্বু বিশেষবাদোঽপ্যয়ং প্রাণবিষয় এব ভবিষ্যতি। কথম্? যথৈষোঽগ্নিহোত্রী, যঃ সত্যং বদতীত্যুক্তে ন সত্যবদনেনাগ্নি-হোত্রিত্বং, কেন তর্হি? অগ্নিহোত্রেণৈব। সত্যবদনন্ত্বগ্নিহোত্রিণো বিশেষ উচ্যতে। তথা "এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতি-

---

ন নামাস্থানাস্তবাস্থতিবাদী, অপি তু সত্যপ্রাণবাস্থতিবাদীত্যর্থঃ। অত্র চাগমাচার্য্যোপদেশাভ্যাং সত্যস্থ শ্রবণং, অথাগমাবিরোধিন্যায়নিবেশনং মননং, মত্বা চ গুরুশিষ্যসব্রহ্মচারিভিরনসূয়ুভিঃ সহ সংবাদ্য তত্ত্বং শ্রদ্ধত্তে। শ্রদ্ধানন্তরঞ্চ বিষয়ান্তরদোষদর্শী বিরক্তস্ততো ব্যাবৃত্তস্তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসং করোতি, সেয়মস্ত কৃতিঃ প্রযত্নঃ, অথ তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসনিষ্ঠা ভবতি, যদনন্তরমেব তত্ত্ব-বিজ্ঞানানুভবঃ প্রাদুর্ভবতি। তদেতৎ বাহ্যা অপ্যাহুঃ।—'ভূতার্থভাবনাপ্রকর্ষ-পর্য্যন্তজং যোগিজ্ঞানম্' ইতি। ভাবনাপ্রকর্ষপর্য্যন্তো নিষ্ঠা, তস্মাজ্জায়তে তত্ত্বানুভব ইতি। তস্মাৎ প্রাণ এব ভূমেতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

তাহাও প্রাণবিষয়ক। তবে, কি দেখিয়া বল, প্রাণের ঊর্দ্ধে ভূমার উপদেশ আছে? ইহার প্রত্যুত্তর, ঐ অতিবাদিত্ব প্রাণবিষয়ক নহে। পূর্ব্বপ্রোক্ত প্রাণের অনুকর্ষণ (অনুবর্ত্তন) করতঃ তদ্বিষয়ক অতিবাদিত্বের উপদেশ, এ কথা বলিতে পার না। কেন-না, ঐ স্থানে "সত্যের দ্বারা অতিবাদী" এইরূপ বিশেষোক্তি রহিয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, প্রাণ-প্রকরণের বিচ্ছেদ হইয়াছে, প্রাণের অনুবর্ত্তন নাই, কাজেই অতিবাদিত্ব-কথা প্রাণবিষয়িণী নহে)।

[নন্বু···দ্রষ্টব্যম্] ঐ বিশেষ উক্তিকে কি প্রকারে প্রাণবিষয়িণী বলিতে পার? অর্থাৎ পার না। "ইনি অগ্নিহোত্রী, যিনি সত্য বলেন" এইরূপ বলিলে যেমন সত্য-কথনের দ্বারা অগ্নিহোত্রিতা সিদ্ধ হয় না, প্রতীত হয় না, অগ্নিহোত্রের দ্বারাই অগ্নিহোত্রিতা সিদ্ধ হয়, প্রত্যুত সত্যকথন অগ্নিহোত্রীর একটী বিশেষ গুণ বলিয়া প্রতীত হয়, "ইনি অতিবাদী, যিনি সত্য বলেন" এ কথাও তদ্রূপ জানিবে। বস্তুতঃ ঐ বাক্যে সত্যকথনের দ্বারা অতিবাদিতার প্রতীতি হয় না, প্রাণবিজ্ঞানের দ্বারাই অতিবাদিতার প্রতীতি বা সিদ্ধি হয়। যদি বল, সত্য-কথনই ঐ বাক্যের বিবক্ষিত, অর্থাৎ বিবক্ষাবলে

বদতি" ইত্যুক্তে ন সত্যবদনেনাতিবাদিত্বং, কেন তর্হি? প্রকৃতেন প্রাণবিজ্ঞানেনৈব। সত্যবদনস্তু প্রাণবিদো বিশেষো বিবক্ষ্যত ইতি। নেতি ব্রূমঃ, শ্রুত্যর্থপরিত্যাগপ্রসঙ্গাৎ। শ্রুত্যা হ্যত্র সত্যবদনেনাতিবাদিত্বং প্রতীয়তে "যঃ সত্যেনাতিবদতি সোঽতিবদতি" ইতি। নাত্র প্রাণবিজ্ঞানস্য সঙ্কীর্ত্তনমস্তি। প্রকরণাৎ তু প্রাণবিজ্ঞানং সম্বধ্যেত। তত্র প্রকরণানুরোধেন শ্রুতিঃ পরিত্যক্তা স্যাৎ। প্রকৃতব্যাবৃত্ত্যর্থশ্চ তু-শব্দো ন সঙ্গচ্ছেত "এষ তু বা অতিবদতি" ইতি। সত্যন্ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি চ প্রযত্নান্তরকরণমর্থান্তরবিবক্ষাং সূচয়তি। তস্মাদ্ যথৈকবেদিপ্রশংসায়াং প্রকৃতায়াং, এষ তু মহাব্রাহ্মণো যশ্চতুরো বেদানধীতে, ইত্যেকবেদেভ্যোঽর্থান্তরভূত-

এষ তু বাঽতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতীত্যুক্ত্বা ভূমোচ্যতে। তত্র সত্যশব্দঃ পরমার্থে নিরূঢ়বৃত্তিঃ। শ্রুত্যা পরমার্থমাহ। পরমার্থশ্চ পরমাত্মৈব। ততোঽন্যদ্বিকারজাতমনৃতং কয়াচিৎ ব্যপেক্ষয়া কথঞ্চিৎ সত্যমুচ্যতে। তথা চৈষ তু বাতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতীতি ব্রহ্মণোঽতিবাদিত্বশ্রুত্যা অন্যনিরপেক্ষয়া লিঙ্গাদিভ্যো বলীয়স্যাবগমিতং কথমিব সন্নিধানমাত্রাৎ শ্রুত্যাদ্যপেক্ষাদতিদুর্ব্বলাৎ কথঞ্চিৎ প্রাণবিষয়ত্বে শক্যং ব্যাখ্যাতুম্। এবঞ্চ প্রাণাদূর্দ্ধং ব্রহ্মণি ভূমাবগম্যমানো ন প্রাণবিষয়ো ভবিতুমর্হতি, কিন্তু সত্যস্য পরমাত্মন এব। এবঞ্চানাত্মবিদ আত্মানং বিবিদিষোর্নারদস্য প্রশ্নে পরমাত্মানমেবাস্মৈ ব্যাখ্যাস্যামীত্যভিসন্ধিমান্ সনৎকুমারঃ সোপানারোহণন্যায়েন স্থূলাদারভ্য তত্তদ্ভূম-ব্যুৎপাদনক্রমেণ ভূমানমতি-

ঐ বাক্যের "প্রাণবিৎ সত্য বলিবেন" এইরূপ অর্থই হইবে, বস্তুতঃ তাহাও হইবে না। এইরূপ অর্থ করিতে গেলে শ্রৌত অর্থ (শব্দের মুখ্যার্থ বা সাক্ষাৎ অর্থ) ত্যাগ করিতে হয়। ঐ বাক্যে শ্রুতির (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শব্দের) দ্বারা অতিবাদিতা প্রতীতি হইতেছে, অথচ সেখানে প্রাণবিজ্ঞানের সম্পর্কও নাই। যদি বল, প্রকরণবলে প্রাণবিজ্ঞানের সহিত উহার সম্বন্ধ হইবে, আমরা বলি, তাহা অগ্রাহ্য। অগ্রাহ্যতার হেতু এই যে, প্রকরণের অনুরোধে শ্রৌত অর্থের পরিত্যাগ যুক্তিবহির্ভূত। প্রকরণের বল অল্প; সুতরাং সে প্রবল শ্রুতিকে বাধা দিতে পারে না। বস্তুতঃ ঐ বাক্যে প্রকরণ-সম্বন্ধ নাই। যাহা ছিল তাহাও তু-শব্দের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তাহা না হইলে বিচ্ছেদবোধক ও ভিন্নার্থতাবোধক তু-শব্দ থাকিত না। "এষ তু" "সত্যন্তু" তু-শব্দযুক্ত এ সকল শব্দ প্রাণ অপেক্ষা বিশেষ বস্তুর বোধক। অতএব যেমন একবেদী ব্রাহ্মণের প্রশংসা-প্রসঙ্গে তদতিরিক্ত চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরও প্রশংসা করিতে দেখা যায়—তিনি মহাব্রাহ্মণ, যিনি চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রোক্ত অতিবাদিবাক্যও সেইরূপ জানিবে। অতিবাদ্য বস্তুকে প্রাণ হইতে ভিন্ন জানিবে।

শ্চতুর্ব্বেদঃ প্রশস্যতে, তাদৃগেতদ্ দ্রষ্টব্যম্। ন চ প্রশ্নপ্রতিবচনরূপয়ৈবার্থান্তরবিবক্ষয়া ভবিতব্যমিতি নিয়মোঽস্তি, প্রকৃতসম্বন্ধাসম্ভবকারিতত্বাদর্থান্তরবিবক্ষায়াঃ।

তত্র প্রাণান্তমনুশাসনং শ্রুত্বা তূষ্ণীম্ভূতং নারদং স্বয়মেব সনৎকুমারো ব্যুৎপাদয়তি, যৎ প্রাণবিজ্ঞানেন বিকারানৃতবিষয়েণাতিবাদিত্বমনতিবাদিত্বমেব তৎ, "এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি" ইতি। তত্র সত্যমিতি পরং ব্রহ্মোচ্যতে, পরমার্থরূপত্বাৎ, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা ব্যুৎপাদিতায় নারদায়, সোঽহং ভগবঃ সত্যেনাতিবদানি" ইত্যেবং প্রবৃত্তায় বিজ্ঞানাদিসাধনপরম্পরয়া ভূমানমুপদিশতি। তত্র যৎ প্রাণাদধি সত্যং বক্তব্যং প্রতিজ্ঞাতং, তদেবেহ প্রমেত্যুচ্যত ইতি গম্যতে। তস্মাদস্তি প্রাণাবধি ভূম্ন উপদেশঃ—ইত্যতঃ প্রাণাদন্যঃ পরমাত্মা ভূমা ভবিতুমর্হতি। এবঞ্চেহাত্মবিবিদিষয়া প্রকরণস্যোত্থানমুপপন্নং ভবিষ্যতি।

ত্যজ্ঞানতয়া পরমসূক্ষ্মং ব্যুৎপাদয়ামাস। ন চ প্রশ্নপূর্ব্বতাপ্রবাহপতিতেনোত্তরেণ সর্ব্বেণ প্রশ্নপূর্ব্বেণৈব ভবিতব্যমিতি নিয়মোঽস্তীত্যাদি সুগমেন ভাষ্যেণ ব্যুৎপাদি-

---

নচ······বিবক্ষায়াঃ] প্রশ্নভেদ প্রষ্টব্যভেদের কারণ, এরূপ বলিতে পার না। প্রশ্নব্যতিরেকেও ভিন্নপদার্থের প্রতীতি হয়, এবং বারংবার এক বস্তুর প্রশ্ন করিতেও দেখা যায়, পরন্তু সেইরূপ প্রশ্নোত্তরপ্রবাহ অর্থান্তর বিবক্ষার কারণ হয় না। (অর্থাৎ অমুক কি? এরূপ ভাবের জিজ্ঞাস্য না থাকিলেও তাহা বলিবার রীতি আছে)। [তত্র···শ্রুত্যন্তরাৎ] নারদ প্রাণপর্য্যন্ত প্রত্যুত্তর পাইয়া আর প্রশ্ন করিলেন না দেখিয়া সনৎকুমার স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ পুনঃ প্রশ্ন না করিলেও নারদকে "সে-ই অতিবাদী, যে সত্যের দ্বারা অতিবাদী হন" এইরূপে বুঝাইলেন। কি বুঝাইলেন? বুঝাইলেন এই যে, প্রাণবিজ্ঞানের দ্বারা অতিবাদিত্ব প্রকৃত অতিবাদিত্ব নহে, সত্যবিজ্ঞানের দ্বারাই যথার্থ অতিবাদিত্ব। সত্য ও ব্রহ্ম সমান কথা। [তথা···গম্যতে] নারদ যখন সত্য-ব্রহ্মের অতিবাদিত্ব (শ্রেষ্ঠতা) বুঝিলেন, তখন সনৎকুমার তাঁহাকে মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতির উপদেশ করিলেন, অনন্তর ভূমার উপদেশ করিলেন। প্রাণের ঊর্দ্ধে (উপরে) যে-সত্য বক্তব্য ছিল, সেই সত্যকেই তিনি ভূমা-শব্দে বলিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। [তস্মাদ্···ষ্যতি] সেইহেতু, ঐ বাক্যে প্রাণের ঊর্দ্ধে ভূমার উপদেশ থাকা ও ভূমার ব্রহ্মরূপতা

প্রাণ এবেহাত্মা বিবক্ষিত ইত্যেতদপি নোপপদ্যতে। ন হি প্রাণস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যা আত্মত্বমস্তি। ন চান্যত্র পরমাত্মজ্ঞানাচ্ছোক-বিনিবৃত্তিরস্তি, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। "তং মা ভগবান্ শোকস্য পরং পারং তারয়তু" ইতি চোপক্রম্যোপ-সংহরতি, "তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ" ইতি। তম ইতি শোকাদিকারণমবিদ্যোচ্যতে। প্রাণান্তে চানুশাসনে ন প্রাণস্যান্যায়ত্ততোচ্যেত। "আত্মনঃ প্রাণঃ" ইতি চ ব্রাহ্মণম্। প্রকরণান্তে চ পরমাত্মবিবক্ষা ভবিষ্যতি, ভূমাত্র প্রাণ এবেতি চেৎ,-ন। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নি" ইত্যাদিনা ভূম্ন এব আপ্রকরণসমাপ্তেরনুকর্ষাৎ।

তম্। বিজ্ঞানাদিসাধনপরম্পরা মননশ্রদ্ধাদিঃ। প্রাণান্তে চানুশাসনে তাবন্মাত্রেণৈব প্রকরণসমাপ্তের্ন প্রাণস্যাঽন্যায়ত্ততোচ্যেত। তদভিধানে হি সাপেক্ষত্বেন ন প্রকরণং সমাপ্যেত। তস্মান্নেদং প্রাণস্য প্রকরণম্, অপি তু যদায়ত্তঃ প্রাণঃ, তস্য। স চান্যেত্যাত্মন এব প্রকরণম্ শঙ্কতে।—"প্রকরণান্তে" ইতি। প্রাণস্য প্রকরণ-সমাপ্তাবিত্যর্থঃ। নিরাকরোতি।—"ন, স ভগব" ইতি। সন্দংশন্যায়েন হি ভূম্ন

এ উভয় অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইহা স্বীকার করিলেই আত্মশব্দের দ্বারা প্রকরণোত্থান (প্রস্তাবারম্ভ) সঙ্গত হইবে, নচেৎ হইবে না।

[প্রাণ…পদ্যতে] প্রাণই আত্মা, আত্মাভিপ্রায়েই প্রাণ-শব্দের প্রয়োগ, এ কথা বলিতে পারিবে না। কারণ এই যে, প্রাণশব্দ সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মা বুঝাইতে অশক্ত। আরও দেখ, শ্রুতি বলিয়াছেন, পরমাত্মজ্ঞান ব্যতীত অন্যজ্ঞানে শোকনিবৃত্তি হয় না। অপিচ, ঐ প্রস্তাবটী "আপনি আমাকে শোক হইতে উত্তীর্ণ করুন" এইরূপে আরব্ধ হইয়া "ভগবান্ সনৎকুমার সেই বিনষ্টপাপ নারদকে তমের (অজ্ঞানের) পার দেখাইলেন" এইরূপে সমাপ্ত হইয়াছে। তমঃ-শব্দে শোকাদির মূলকারণ অবিদ্যা, তাহার পার ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মই চরম উপদেষ্টব্য। যদি প্রাণই চরম উপদেষ্টব্য হইত, এবং তদূর্দ্ধে ব্রহ্মোপদেশ না থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতি কখনই প্রাণকে পরাধীন বলিতেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পরমাত্মা হইতে প্রাণ।" অর্থাৎ প্রাণ পরমাত্মার অধীন। প্রকরণশেষে পরমাত্মা বলা শ্রুতির অভিপ্রেত বটে; কাজেই ভূমা প্রাণ, ব্রহ্ম নহে, এরূপ বলাও যায় না। কেন-না, ঐ প্রস্তাবের সমাপ্তি পর্য্যন্ত তিনি কিসে প্রতিষ্ঠিত? তিনি স্বমহিমায়

বৈপুল্যাত্মিকা চ ভূমরূপতা সর্ব্বকারণত্বাৎ পরমাত্মনঃ সুতরামুপপদ্যতে ॥ ১। ৩। ৮ ॥

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥১।৩।৯॥*

অপি চ, যে ভূম্নি শ্রূয়ন্তে ধর্ম্মাস্তে পরমাত্মন্যুপপদ্যন্তে, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা" ইতি দর্শনাদিব্যবহারাভাবং ভূমন্যবগময়তি, পরমাত্মনি চায়ং দর্শনাদিব্যবহারাভাবোঽবগতঃ, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। যোঽপ্যসৌ সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দর্শনাদিব্যবহারাভাব উক্তঃ, সোঽপ্যাত্মন এবাসঙ্গত্ববিবক্ষয়া উক্তঃ, ন প্রাণস্বভাববিবক্ষয়া, পরমাত্মপ্রকরণাৎ। যদপি তস্যামবস্থায়াং সুখমুক্তং, তদপ্যাত্মন এব সুখরূপত্ববিবক্ষয়োক্তম্। যত আহ,

---

এতৎ প্রকরণং, স চেৎ ভূমা প্রাণঃ, প্রাণস্যৈতৎ প্রকরণং ভবেৎ। তচ্চাযুক্তমিত্যুক্তম্॥ ১। ৩। ৮ ॥

ন কেবলং শ্রুতের্ভূমাত্মতা পরমাত্মনঃ, লিঙ্গাদপীত্যাহ সূত্রকারঃ।—

যদপি পূর্ব্বপক্ষিণা কথঞ্চিন্নীতং, তদনুভাষ্য ভাষ্যকারো দূষয়তি।—"যোঽপ্যসৌ

প্রতিষ্ঠিত, ইত্যাদি প্রকারে ভূম-ব্রহ্মের অনুবর্ত্তন দেখা যায়। অতএব সর্ব্বকারণ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও পরম বৈপুল্যরূপ ভূমরূপতা নাই ॥ ১। ৩। ৮ ॥

শ্রুতি ভূমার উপদেশ-কালে যে সকল ধর্ম্ম বলিয়াছেন, সে সকল ধর্ম্ম কেবল পরমাত্মাতেই থাটে, অন্য কিছুতে থাটে না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। "যাহাতে অন্য দর্শন, অন্য শ্রবণ ও অন্য জ্ঞান নাই, তাহা ভূমা।" এই শ্রুত্যুক্ত দর্শনাদিব্যবহারাভাবরূপ ধর্ম্ম,—যে ধর্ম্ম ভূমা বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে, এ ধর্ম্ম, পরমাত্মারই ধর্ম্ম, ইহা অন্য শ্রুতিতেও কথিত আছে। যথা—"যথন এ সমস্ত আত্মস্বরূপে পর্য্যবসিত হইবে, তথন আর ভেদব্যবহার থাকিবে না।" [যোঽপ্যসৌ···শ্রুত্যন্তরাৎ] কোন কোন শ্রুতিতে সুষুপ্তিকালে ব্যবহারাভাব উক্ত হইয়াছে সত্য; পরন্তু তাহা প্রাণস্বরূপ বুঝাইবার অভিপ্রায়ে উক্ত হয় নাই। আত্মার অসঙ্গতা প্রদর্শন করাই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত। "সুষুপ্তিতে সুখ আছে" এ শ্রুতিও পরমাত্মার সুখরূপতা প্রতিপাদনের অভিপ্রায়েই

---

* ধর্ম্মাণাং সত্যত্বাদীনাম্ উপপত্তির্যুক্ততরত্বং, তস্মাৎ। শ্রুতৌ ভূমানমধিকৃত্য যে যে ধর্ম্মা উক্তাস্তে পরমাত্মন্যেবোপপদ্যন্ত ইতি পরমাত্মৈব ভূমা।—

শ্রুতি ভূমা উপদেশ করিয়া ভূমার যে যে ধর্ম্ম বা পরিচায়ক গুণ বলিয়াছেন, সে সমস্ত পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয়, সুতরাং ভূমশব্দে পরব্রহ্ম।

"এষোঽস্য পরম আনন্দঃ, এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি। ইহাপি, "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্" ইতি সাময়সুখনিরাকরণেন ব্রহ্মৈব সুখং ভূমানং দর্শয়তি। "যো বৈ ভূমা তদমৃতম্" ইতি অমৃতত্বমপীহ শ্রূয়মাণং পরমকারণং গময়তি, বিকারাণামমৃতত্বস্যাপেক্ষিকত্বাৎ, "অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা চ সত্যত্বং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মত্বমিতি চৈতে ধর্ম্মাঃ শ্রূয়মাণাঃ পরমাত্মন্যেবোপপদ্যন্তে, নান্যত্র, তস্মাৎ ভূমা পরমাত্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ১। ৩। ৯॥

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১। ৩। ১০॥ *

"কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি, স হোবাচৈতদ্বৈ

সুষুপ্ত্যবস্থায়াম্" ইতি। সুষুপ্ত্যবস্থায়ামিন্দ্রিয়াদ্যসঙ্গ্যাত্মৈব, ন প্রাণঃ, "পরমাত্মপ্রকরণাৎ"। "অন্যদার্ত্তং" বিনশ্বরমিত্যর্থঃ। অতিরোহিতার্থমন্যৎ॥ ১। ৩। ৯॥

অক্ষরশব্দঃ সমুদায়প্রসিদ্ধ্যা বর্ণেষু রূঢ়ঃ। পরমাত্মনি চাবয়বপ্রসিদ্ধ্যা যৌগিকঃ। অবয়বপ্রসিদ্ধেশ্চ সমুদায়প্রসিদ্ধির্ব্বলীয়সীতি বর্ণা এবাক্ষরম্। ন চ বর্ণেষ্বাকাশস্যো-

প্রযুক্ত বা উচ্চারিত। অন্য শ্রুতিতেও আত্মার সুখরূপতা কথিত আছে। যথা—"ইনি পরমানন্দস্বভাব। প্রাণী সকল এই আনন্দের (আনন্দরূপের) কণা বা লেশ অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকে।" "যাহা ভূমা তাহা সুখ; অল্পে সুখ নাই", এ শ্রুতি কি বলিতেছেন? বলিতেছেন, ব্রহ্ম সাময় অর্থাৎ ক্ষয়শীল সুখ নহে, সাময় সুখের অতীত, সুতরাং তিনি নিরতিশয়িত ভূম-সুখ। "যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত" এ শ্রুতিও পরমকারণই বুঝাইতেছে। কেন-না, পরমকারণ পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যসকলের অমরত্ব আপেক্ষিক। এ কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে। যথা—"যে কিছু ব্রহ্ম ভিন্ন, সমস্তই আর্ত্ত অর্থাৎ নশ্বর।" [তথাচ…সিদ্ধম্] যেহেতু সত্যত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব—এ সকল ধর্ম্ম কেবল পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয়,—থাটে, অন্য কিছুতে থাটে না, সেই হেতু ভূমা যে, পরমাত্মাই, ইহা সিদ্ধ হইল॥ ১। ৩। ৯॥

গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আকাশ কিসে ওতপ্রোত? যাজ্ঞ-

* বৃহদারণ্যকোক্তমক্ষরং ন বর্ণঃ, কিন্তু ব্রহ্ম। হেতুমাহ অম্বরেতি। অম্বরমাকাশং, তৎ অন্তোঽবসানং যস্য বিকারবর্গস্য, তস্য ধৃতের্ধারণাৎ। আকাশান্ত-বিকারবর্গস্য ধারণাদ্ধেতোরক্ষরং ব্রহ্মেতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—

যিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদে অক্ষর-নামে অভিহিত হইয়াছেন তিনি ব্রহ্ম। কারণ এই যে, তাঁহাকে আকাশাদি জন্যপদার্থের ধারণকর্ত্তা বলা হইয়াছে।

তদক্ষরং গার্গি, ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণু” ইত্যাদি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিমক্ষরশব্দেন বর্ণ উচ্যতে? কিং বা পর এবেশ্বরঃ? ইতি। তত্রাক্ষরসমাম্নায় ইত্যাদাবক্ষরশব্দস্য বর্ণে প্রসিদ্ধত্বাৎ, প্রসিদ্ধিব্যতিক্রমস্য চাযুক্তত্বাৎ, “ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্” ইত্যাদৌ চ শ্রুত্যন্তরে বর্ণস্যাপ্যুপাস্যত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বাবধারণাৎ বর্ণ এবাক্ষর-শব্দ ইতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে,—

তত্বপ্রোতত্বে নোপপদ্যেতে, সর্ব্বস্যৈব রূপধেয়স্য নামধেয়াত্মকত্বাৎ। সর্ব্বং হি রূপধেয়ং নামধেয়সম্ভিন্নমনুভূয়তে, গৌরয়ং বৃক্ষোঽয়মিতি। ন চোপায়ত্বাত্তৎসম্ভেদসম্ভবঃ। ন হি ধূমোপায়া বহ্নিধীর্ধূমসম্ভিন্নং বহ্নিমবগাহতে, ধূমোঽয়ং বহ্নিরিতি, কিন্তু বৈয়ধিকরণ্যেন ধূমাদ্বহ্নিরিতি। ভবতি তু নামধেয়সম্ভিন্নো রূপধেয়প্রত্যয়ো ডিত্থোঽয়মিতি। অপি চ, শব্দানুপায়েঽপি রূপধেয়প্রত্যয়ে লিঙ্গেন্দ্রিয়জন্মনি নামসম্ভেদো দৃষ্টঃ। তস্মান্নামসম্ভিন্নাঃ পৃথিব্যাদয়োঽম্বরান্তা নাম্না গ্রথিতাশ্চ বিদ্ধাশ্চ। নামানি চ ওঁকারাত্মকানি, তদ্ব্যাপ্তত্বাৎ।—“তদ্‌যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সন্তৃণ্ণানি, এবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্”ইতি শ্রুতেঃ। অত ওঁকারাত্মকাঃ পৃথিব্যাদয়োঽম্বরান্তা ইতি বর্ণা এবাক্ষরং ন পরমাত্মেতি প্রাপ্তম্। এবম্প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

অক্ষরং পরমাত্মৈব, ন তু বর্ণাঃ। কুতঃ? অম্বরান্তধৃতেঃ। ন খল্বম্বরান্তানি পৃথিব্যাদীনি বর্ণা ধারয়িতুমর্হন্তি, কিন্তু পরমাত্মৈব। তেষাং পরমাত্মবিকারত্বাৎ। ন চ নামধেয়াত্মকং রূপধেয়মিতি যুক্তম্। স্বরূপভেদাদুপায়ভেদাদর্থক্রিয়াভেদাচ্চ। তথাহি—শব্দত্বসামান্যাত্মকানি শ্রোত্রগ্রাহ্যাণ্যভিধেয়প্রত্যয়ার্থনামধেয়ান্যনুভূয়ন্তে। রূপধেয়ানি তু ঘটপটাদীনি ঘটত্বপটত্বাদিসামান্যাত্মকানি, চক্ষুরাদীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাণি মধুধারণপ্রাবরণাদ্যর্থক্রিয়াণি চ ভেদেনানুভূয়ন্ত ইতি কুতো নামসম্ভেদঃ? ন চ ডিত্থোঽয়মিতি শব্দসামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ঃ। ন খলু শব্দাত্মকোঽয়ং পিণ্ড ইত্যনুভবঃ, কিন্তু যো নানাদেশকালসংপ্লুতঃ পিণ্ডঃ, সোঽয়ং সন্নিহিতদেশকাল ইত্যর্থঃ। সংজ্ঞা তু গৃহীতসম্বন্ধৈরত্যন্তাভ্যাসাৎ পিণ্ডাভিনিবেশিন্যেব সংস্কারোদ্বোধসম্পাতায়াতা স্মর্য্যতে। যথাহুঃ—

বল্ক্য বলিয়াছিলেন, আকাশ অক্ষরে ওতপ্রোত আছে। ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করেন। এই বৃহদারণ্যকোক্ত শ্রুতির অক্ষর-শব্দে সংশয় হয় যে, অক্ষর বর্ণ? অথবা পরমেশ্বর? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, বর্ণ ই অক্ষর, কেন-না, বর্ণবিষয়েই অক্ষর-শব্দ রূঢ়। রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি) পরিত্যাগ করা যুক্তি-বিরুদ্ধ। অপিচ, “এ সমস্তই ওঁকার।” ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণেরও উপাস্যতা ও সর্ব্বাত্মকতা অবধারিত রহিয়াছে। এ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্মাই

পর এবাত্মাক্ষরশব্দবাচ্যঃ। কস্মাৎ? অম্বরান্তধৃতেঃ, পৃথিব্যাদেরাকাশান্তস্য বিকারজাতস্য ধারণাৎ। তত্র হি পৃথিব্যাদেঃ সমস্তস্য বিকারজাতস্য কালত্রয়বিভক্তস্য "আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ" ইত্যাকাশে প্রতিষ্ঠিতত্বমুক্ত্বা "কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইত্যনেন প্রশ্নেনেদমক্ষরমবতারিতং, তথা চোপসংহৃতম্ "এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইতি। ন চেয়মম্বরান্তধৃতির্ব্রহ্মণোঽন্যত্র সম্ভবতি। যদপি "ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্" ইতি, তদপি ব্রহ্মপ্রতিপত্তি-

'যৎ সংজ্ঞাস্মরণং তত্র ন তদপ্যন্যহেতুকম্।
পিণ্ড এব হি দৃষ্টঃ সন্ সংজ্ঞাং স্মারয়িতুং ক্ষমঃ॥
সংজ্ঞা হি স্মর্য্যমাণাপি প্রত্যক্ষত্বং ন বাধতে।
সংজ্ঞিনঃ সা তটস্থা হি ন রূপাচ্ছাদনক্ষমা॥" ইতি।

ন চ বর্ণাতিরিক্তে স্ফোটাত্মনি অলৌকিকেঽক্ষরপদপ্রসিদ্ধিরস্তি লোকে। ন চৈষ প্রামাণিক ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যতে। নিরূপিতং চাস্মাভিস্তত্ত্ববিন্দৌ। তস্মাৎ শ্রোত্রগ্রাহ্যাণাং বর্ণানামম্বরান্তধৃতেরনুপপত্তেঃ সমুদায়প্রসিদ্ধিবাধনাদ্ অবয়বপ্রসিদ্ধ্যা পরমাত্মৈবাক্ষরমিতি সিদ্ধম্।

যে তু প্রধানং পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা অনেন সূত্রেণ পরমাত্মৈবাক্ষরমিতি সিদ্ধান্তয়ন্তি, তৈরম্বরান্তধৃতেরিত্যনেন কথং প্রধানং নিরাক্রিয়ত ইতি বাচ্যম্। অথ নাধিকরণত্বমাত্রং ধৃতিঃ, অপি তু প্রশাসনাধিকরণতা। তথা চ শ্রুতিঃ।—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি। তথাপ্যম্বরান্তধৃতেরিত্যনর্থকম্। এতাবদ্বক্তব্যম্—অক্ষরং প্রশাসনাদিতি, এতাবতৈব প্রধাননিরাকরণসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ বর্ণাক্ষরতানিরাক্রিয়ৈবাস্যার্থঃ। ন চ স্থূলাদীনাং বর্ণেষ্বপ্রাপ্তেঽস্থূলমিত্যাদিনিষেধানুপপত্তের্ব্বর্ণেষু শঙ্কৈব নাস্তীতি

শ্রুত্যুক্ত অক্ষর-শব্দের বাচ্য, বর্ণ নহে; কারণ এই যে, শ্রুতি অক্ষরকে পৃথিব্যাদি আকাশান্ত পদার্থের বিধারক বলিয়াছেন। [তত্র…সম্ভবতি] ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই ত্রিকাল বিভক্ত পৃথিব্যাদির আধার আকাশ। এই প্রত্যুত্তরের পর গার্গী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "আকাশ কিসে ওত (স্থাপিত)?" যাজ্ঞবল্ক্য তখন তদুত্তরে বলিলেন, "আকাশ অক্ষরে ওত।" পুনর্ব্বার প্রস্তাবশেষে বলিলেন "গার্গি, আকাশ অক্ষরেই ওতপ্রোত আছে।" তদ্রূপ বিধারণ—পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থের ধারণকর্ত্তৃত্ব, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভব হয় না।

[যদ…ব্রহ্ম] শ্রুতিতে যে ওঁ অক্ষরের সর্ব্বাত্মকতা (সর্ব্বময়তা) উক্ত আছে, (এ সমস্তই ওঁকার,) ব্রহ্মজ্ঞানসাধক ওঁ-অক্ষরের স্তুতি করাই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য। 'ন ক্ষরতি অশ্নুতে চ'—যিনি ক্ষরিত হন না ও ব্যাপিয়া আছেন, তিনি অক্ষর।

সাধনত্বাৎ স্তুত্যর্থং দ্রষ্টব্যম্। তস্মাৎ ন ক্ষরত্যশ্নুতে চেতি নিত্যত্ব-ব্যাপিত্বাভ্যামক্ষরং পরমেব ব্রহ্ম ॥ ১। ৩। ১০ ॥

স্যাদেতৎ। কার্য্যস্য চেৎ কারণাধীনত্বং অম্বরান্তধৃতিরভ্যুপগম্যতে, প্রধানকারণবাদিনোহপীয়মুপপদ্যতে। কথম্ অম্বরান্তধৃতের্ব্রহ্মত্বপ্রতিপত্তিরিতি ? অত উত্তরং পঠতি—

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১। ৩। ১১ ॥ *

সা চাম্বরান্তধৃতিঃ পরমেশ্বরস্যৈব কর্ম্ম। কস্মাৎ ? প্রশাসনাৎ। প্রশাসনং হীহ শ্রূয়তে, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি। প্রশাসনঞ্চ পারমেশ্বরং

বাচ্যম্। ন হ্যবশ্যং প্রাপ্তিপূর্ব্বকা এব প্রতিষেধা ভবন্তি, অপ্রাপ্তেষ্বপি নিত্যানুবাদানাং দর্শনাৎ। যথা নান্তরিক্ষে ন দিবীত্যগ্নিচয়ননিষেধানুবাদঃ। তস্মাৎ যৎকিঞ্চিদেতৎ ॥ ১। ৩। ১০ ॥

প্রশাসনমাজ্ঞা চেতনধর্ম্মো নাচেতনে প্রধানে বা অব্যাকৃতে বা সম্ভবতি। ন চ মুখ্যার্থসম্ভবে কূলং পিপতিষতীতিবৎ ভাক্তত্বমুচিতমিতি ভাবঃ ॥১।৩।১১॥

এখানে এই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থই প্রবল। (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ অনশ্বর ও সর্ব্বব্যাপী নহে ; সুতরাং অক্ষর-পদবাচ্যও নহে, অতএব অক্ষর ব্রহ্ম ; বর্ণ নহে।) ॥ ১। ৩। ১০ ॥

[স্যাদেতৎ···পঠতি] যদি বল, ব্রহ্মের জগদ্বিধারণ কিরূপ ? জন্য দ্রব্যমাত্রই কারণদ্রব্যের অধীন, তদনুসারে কখন কখন কারণকেও কার্য্যের বিধারক বলা যায়, (মৃত্তিকা যেমন ঘটের বিধারক ; ঘট মৃত্তিকা হইতে হইয়াছে এবং মৃত্তিকাকেই আশ্রয় করিয়া আছে, সুতরাং মৃত্তিকা ঘটের বিধারক।) এখানে যদি এরূপই বিধারণ হয়, তবে, প্রকৃতি-কারণবাদীর পক্ষেও সেরূপ বিধারণ আছে। যদি তাহাই থাকিল, তবে তুমি কি প্রকারে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার যে, অক্ষর প্রকৃতি নহে, ব্রহ্মই অক্ষর ? এক্ষণে এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তরার্থ,—সূত্র পঠিত হইতেছে,—

ঐ স্থানে প্রশাসন উক্তি আছে অর্থাৎ কেবল বিধারণ নহে। এখানে বিধারণ শব্দের অর্থও প্রশাসন। শাসনাত্মক বিধারণ অন্যের কার্য্য হইতে পারে না ; তাহা পরমেশ্বরেরই কার্য্য। যেমন বিধারণ-শব্দ আছে, তেমনি প্রশাসন-শব্দও আছে। যথা—"হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রকৃষ্ট শাসনপ্রভাবে চন্দ্র ও সূর্য্য বিধৃত আছে।"

---

* চেতনকর্তৃকনিয়মনং প্রশাসনং, তস্মাৎ প্রশাসনাৎ প্রশাসনত্বোক্তেঃ সা অম্বরান্তধৃতিঃ পারমেশ্বরমেব কর্ম্মেতি সূত্রার্থঃ।—

শাসনপূর্ব্বক ধারণ, এইরূপ উক্তি আছে। সেরূপ বিধারণ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্যের অসম্ভব।

কর্ম্ম, নাচেতনস্য প্রশাসনং সম্ভবতি। ন হ্যচেতনানাং ঘটাদিকারণানাং মৃদাদীনাং ঘটাদিবিষয়ং প্রশাসনমস্তি ॥ ১ । ৩ । ১১ ॥

অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১ । ৩।১২ ॥*

অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেশ্চ কারণাৎ ব্রহ্মৈবাক্ষরশব্দবাচ্যং, তস্যৈবাম্বরান্তধৃতিঃ কর্ম্ম, নান্যস্য কস্যচিৎ। কিমিদমন্যভাবব্যাবৃত্তেরিতি। অন্যস্য ভাবোহন্যভাবস্তস্মাদ্ব্যাবৃত্তিরন্যভাবব্যাবৃত্তিরিতি। এতদুক্তং ভবতি—যদন্যদ্‌ব্রহ্মণোহক্ষরশব্দবাচ্যমিহাশঙ্ক্যতে, তদ্ভাবাদিদমম্বরান্তবিধরণমক্ষরং ব্যাবর্ত্তয়তি শ্রুতিঃ, "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" ইতি। তত্রাদৃষ্টত্বাদিব্যপদেশঃ প্রধানস্যাপি সম্ভবতি, দ্রষ্টৃত্বাদি-

---

অম্বরান্তবিধরণাক্ষরস্যেশ্বরাদ্‌যদন্যদ্বর্ণ্যং বা প্রধানং বা অব্যাকৃতং বা, তেষামন্যেষাং ভাবোহন্যভাবঃ, তমত্যন্তং ব্যাবর্ত্তয়তি শ্রুতিঃ, "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি" ইত্যাদিকা। অনেনৈব সূত্রেণ জীবস্যাপ্যক্ষরতা নিষিদ্ধেত্যত আহ।—"তথা" ইতি। নান্যদি-

---

প্রধান অচেতন; তাহার শাসনকর্ত্তৃত্ব অসম্ভব; সুতরাং ঐ প্রশাসন পরমেশ্বরেরই প্রশাসন। (জড়কার্য্যে কুত্রাপি শাসন শব্দের প্রয়োগ হয় না। জড়কে কেহ শাসনকর্ত্তা বলে না, মৃত্তিকা ঘট জন্মায় বটে, কিন্তু সে তাহাকে শাসন করে না, করিতেও পারে না) ॥১৷৩৷১১ ॥

শ্রুতি বিশেষণের দ্বারা অন্যভাবের ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন, সেহেতুতেও অক্ষর পরব্রহ্ম এবং ঐ বিধরণও ব্রহ্মেরই কর্ম্ম, অন্যের নহে। অন্যভাব অর্থাৎ অচেতনভাব। তাহা হইতে ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ বিশেষণের দ্বারা অক্ষরের যে, অচেতন ভাব, তাহা হইতে ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ বিশেষণের দ্বারা অক্ষরের অচেতনত্ব-নিবারণপূর্ব্বক চেতন অর্থে স্থাপন। অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি এমন সকল বিশেষণ দিয়াছেন, যদ্দ্বারা অক্ষরের অচেতন অর্থ নিবারিত ও চেতন অর্থ প্রতিপাদিত হয়। যথা—"হে গার্গি, সেই এই অক্ষর অদৃষ্ট অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা, অমত অথচ মন্তা, অবিজ্ঞাত অথচ বিজ্ঞাতা।" প্রকৃতিতে অদৃষ্ট প্রভৃতি বিশেষণ স্থান পাইতে পারে বটে; কিন্তু দ্রষ্টা প্রভৃতি বিশেষণ স্থান পাইতে বা সংগত হইতে পারে না। প্রকৃতি জড়া; তজ্জন্য তাহার দ্রষ্টৃত্বাদি

---

* অন্যভাবঃ ব্রহ্মভিন্নত্বম্ অচেতনত্বমিতি যাবৎ, তস্মাৎ ব্যাবৃত্তিঃ পৃথক্‌কৃত্য ব্যবস্থাপনং, তস্মাৎ। আকাশান্তস্য আধারম্ অক্ষরং শ্রুতিরচেতনাৎ ব্যাববর্ত্তয়তি যতঃ তত ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।— যেহেতু শ্রুতি অক্ষরের অচেতনভাব নিষেধ করিয়াছেন, সেই হেতু অক্ষর প্রধান নহে।

ব্যপদেশস্তু ন তস্য সম্ভবতি, অচেতনত্বাৎ। তথা, "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ" ইত্যাত্মভেদপ্রতিষেধাৎ ন শারীরস্যাপ্যুপাধিমতোঽক্ষর-শব্দবাচ্যত্বম্। অচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমন ইত্যুপাধিমত্তাপ্রতিষেধাৎ। নহি নিরুপাধিকঃ শারীরো নাম ভবতি। তস্মাৎ পরমেব ব্রহ্মাক্ষরমিতি নিশ্চয়ঃ॥ ১। ৩। ১২॥

ঈক্ষতি-কর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ॥ ১। ৩। ১৩॥ *

"এতদ্বৈ সত্যকাম, পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ, তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি" ইতি প্রকৃত্য শ্রূয়তে, "যঃ

ত্যাদিকয়া হি শ্রুত্যাত্মভেদঃ প্রতিষিধ্যতে। তথা চোপাধিভেদভিন্না জীবা নিষিদ্ধা ভবন্তি, অভেদাভিধানাদিত্যর্থঃ। ইতোঽপি ন শারীরস্যাক্ষরশব্দতেত্যাহ।— "অচক্ষুষ্কম্" ইতি। অক্ষরস্য চক্ষুরাদ্যুপাধিং বারয়ন্তী শ্রুতিরৌপাধিকস্য জীবস্যাক্ষরতাং নিষেধতীত্যর্থঃ। তস্মাদ্বর্ণ-প্রধানাব্যাকৃতজীবানামসম্ভবাৎ, সম্ভবাচ্চ পরমাত্মনঃ পরমাত্মৈবাক্ষরমিতি সিদ্ধম্॥ ১। ৩। ১২॥

"কার্য্যব্রহ্মজনপ্রাপ্তিফলত্বাদর্থভেদতঃ।
দর্শনধ্যানয়োর্ধ্যেয়মপরং ব্রহ্ম গম্যতে॥"

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতেঃ সর্ব্বগতপরব্রহ্মবেদনে তদ্ভাবাপত্তৌ, 'স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্' ইতি ন দেশবিশেষপ্রাপ্তিরুপপদ্যতে। তস্মাদপরমেব

ধর্ম্ম অসম্ভব। [তথা…নিশ্চয়ঃ] আর, "ইঁহা হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি শ্রুতিতে ভেদনিষেধ থাকায় জীবও অক্ষর শব্দের বোধ্য নহে। জীবের শরীরাদি উপাধি আছে; পরন্তু অক্ষরের তাহা নাই। যথা—"তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র," ইত্যাদি। জীব নিরুপাধিক, এ কথা বলিতে পারিবে না; সুতরাং পরিশেষে ব্রহ্মকেই অক্ষর বলিতে হইবে॥১।৩।১২॥

প্রশ্নোপনিষদে, গুরু পিপ্পলাদ শিষ্য সত্যকামকে বলিতেছেন,—"সত্যকাম, এই যে ওঁকার, ইহাই পর ও অপর (সগুণ ও নির্গুণ) ব্রহ্ম। যে এই ওঁকারকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে, ব্রহ্মবোধে উপাসনা করে, সেই উপাসক এই আয়তনের (ব্রহ্মপ্রাপ্তির সোপানস্বরূপ প্রণবের) দ্বারা একতর ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।" পিপ্পলাদ এইরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন "যে ব্যক্তি এই

---

* ওঁকারে যো ধ্যেয়ঃ, স পরমাত্মৈব। কুতঃ? ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ, বাক্যশেষে তস্য ঈক্ষণীয়ত্বোক্তেরিতি যাবৎ।—

পিপ্পলাদ ওঁকারে যাঁহার ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই পরমাত্মা। হেতু এই যে, ঐ বাক্যের শেষে সেই ধ্যাতব্য-পুরুষ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত উপাসকের ঈক্ষণীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত" ইতি। কিমস্মিন্ বাক্যে পরং ব্রহ্মাভিধ্যাতব্যমুপদিশ্যতে, আহোস্বিৎ অপরম্ ? ইতি। "এতেনৈবায়তনেন পরমপরঞ্চৈকতরমন্বেতি" ইতি প্রকৃতত্বাৎ সংশয়ঃ। তত্রাপরমিদং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্। কস্মাৎ ? "স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্" ইতি চ তদ্বিদো দেশপরিচ্ছিন্নস্য ফলস্যোচ্যমানত্বাৎ। নহি পরব্রহ্মবিদ্ দেশপরিচ্ছিন্নং ফলমশ্নুবীতেতি যুক্তং, সর্ব্বগতত্বাৎ পরস্য ব্রহ্মণঃ। নন্বপরব্রহ্মপরিগ্রহে পরং পুরুষমিতি বিশেষণং নোপপদ্যতে। নৈষ দোষঃ। পিণ্ডাপেক্ষয়া প্রাণস্য পরত্বোপপত্তেঃ; ইত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ব্রহ্মেহ ধ্যেয়ত্বেন চোদ্যতে। ন চেক্ষণস্য লোকে তত্ত্ববিষয়ত্বেন প্রসিদ্ধেঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণস্তথাভাবাৎ, ধ্যায়তেশ্চ তেন সমানবিষয়ত্বাৎ পরব্রহ্মবিষয়মেব ধ্যানম্ ইতি সাম্প্রতম্, সমানবিষয়ত্বস্যৈবাসিদ্ধেঃ। পরো হি পুরুষো ধ্যানবিষয়ঃ, পরাৎপরস্তু দর্শনবিষয়ঃ। ন চ তত্ত্ববিষয়মেব সর্ব্বত্র দর্শনম্। অনৃতবিষয়স্যাপি তস্য দর্শনাৎ। ন চ মননং দর্শনং, তচ্চ তত্ত্ববিষয়মেবেতি সাম্প্রতম্। মননাদ্ভেদেন তত্র তত্র দর্শনস্য নির্দ্দেশাৎ। ন চ মননমপি তর্কাপরনামাবশ্যং তত্ত্ববিষয়ম্। যথাহুঃ— 'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ' ইতি। তস্মাদপরমেব ব্রহ্মেহ ধ্যেয়ম্। তস্য চ পরত্বং শরীরাপেক্ষয়েতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

ত্রিমাত্র ওঁকারে পর-পুরুষকে ধ্যান করে, সে সূর্য্যলোক হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।" পিপ্পলাদের পূর্ব্ববাক্যে একতর ধ্যান অনুসারে হয় সগুণ, না হয় নির্গুণ প্রাপ্তির কথা আছে, এবং পরবাক্যে ব্রহ্মলোক গমনের কথাও আছে; সুতরাং সংশয় হয়, পিপ্পলাদ ঐ প্রস্তাবে কি উপদেশ করিয়াছেন—পরব্রহ্ম ? কি অপরব্রহ্ম ? [তত্র···ব্রহ্মণঃ] "ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়" এই পরিচ্ছিন্ন ফলবচন দৃষ্টে অনুমান হয়, পিপ্পলাদ ঐ প্রস্তাবে অপর (সগুণ) ব্রহ্মের ধ্যানোপদেশ করিয়াছেন। যে পরব্রহ্ম জানে, সে যে পরিচ্ছিন্ন ফল (মাত্র ব্রহ্মলোকরূপ অল্প ফল) পাইবে, ইহা হইতেই পারে না। হেতু এই যে, পরব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন, তৎপ্রাপ্তিরূপ ফলও সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন। [নন্বপর···দশাৎ] যদি বল, অপর-ব্রহ্ম গ্রহণ করিলে "পরংপুরুষং" বিশেষণ অনর্থক হইবে ; আমি বলি হইবে না। ঐ বিশেষণ নির্দ্দোষ। কেন-না, প্রাণ দেহ-পিণ্ড অপেক্ষা পর, (পিণ্ড-অপেক্ষা পর। পিণ্ড স্থূল, স্থূলাভিমানী বিরাট্। প্রাণ—সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভ। বিরাট্ অপেক্ষা হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্ম পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট)। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তির পর সমাধান বলিতেছেন—

পরমেব ব্রহ্মেহাভিধ্যাতব্যমুপদিশ্যতে, কস্মাৎ? ঈক্ষতি-কর্ম্ম-ব্যপদেশাৎ। ঈক্ষতির্দ্দর্শনং, দর্শনব্যাপ্যমীক্ষতিকর্ম্ম। ঈক্ষতিকর্ম্মত্বেনাস্যাভিধ্যাতব্যস্য পুরুষস্য বাক্যশেষে ব্যপদেশো ভবতি, "স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরুষং পুরিশয়ম্ ঈক্ষতে" ইতি। অত্রাভিধ্যায়তেরতথাভূতমপি বস্তু কর্ম্ম ভবতি, মনোরথকল্পিতস্যাপ্যভিধ্যায়তিকর্ম্মত্বাৎ, ঈক্ষতেস্তু তথাভূতমেব বস্তু লোকে কর্ম্ম দৃষ্টম্, ইত্যতঃ পরমাত্মৈবায়ং সম্যগ্‌দর্শনবিষয়ভূত ঈক্ষতিকর্ম্মত্বেন ব্যপদিষ্ট ইতি গম্যতে। স এব চেহ পর-পুরুষশব্দাভ্যামভিধ্যাতব্যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে।

"ঈক্ষণধ্যানয়োরেকঃ কার্য্যকারণভূতয়োঃ।
অর্থ ঔৎসর্গিকং তত্ত্ববিষয়ত্বং তথেক্ষতেঃ॥"

ধ্যানস্য হি সাক্ষাৎকারঃ ফলম্। সাক্ষাৎকারশ্চোৎসর্গতস্তত্ত্ববিষয়ঃ। ক্বচিত্তু বাধকোপনিপাতে সমারোপিতগোচরো ভবেৎ। ন চাসত্যপবাদে শক্য উৎসর্গস্ত্যক্তুম্। তথা চাস্য তত্ত্ববিষয়ত্বাৎ তৎকারণস্য ধ্যানস্যাপি তত্ত্ববিষয়ত্বম্। অপি চ, বাক্যশেষৈকবাক্যত্বসম্ভবে ন বাক্যভেদো যুজ্যতে। সম্ভবতি চ পরপুরুষবিষয়ত্বেনার্থপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ সমভিব্যাহারাচ্চৈকবাক্যতা। তদনুরোধেন চ পরাৎ পর ইত্যত্র পরাদিতি জীবঘনবিষয়ং দ্রষ্টব্যম্। তস্মাত্তু পরঃ পুরুষো ধ্যাতব্যশ্চ দ্রষ্টব্যশ্চ ভবতি। তদিদমুক্তম্।

ঐ বাক্যে পরব্রহ্মই ধ্যাতব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন। হেতু এই যে, ঐ বাক্যের শেষে ঈক্ষতি-কর্ম্মের ব্যপদেশ আছে। [ঈক্ষতি...... ইতি] ঈক্ষতি=ঈক্ষধাতু। ঈক্ষধাতুর অর্থ দর্শন অর্থাৎ দেখা। কর্ম্মশব্দের অর্থ তদ্ব্যাপ্য, অর্থাৎ তাহার বিষয়। ব্যপদেশ=উল্লেখ। মিলিতার্থ এই যে, পিপ্পলাদোক্ত বাক্যের শেষে "উপাসক সেই স্বীয় ধ্যাতব্য পরাৎপর পুরুষ দেখেন, আত্ম-অভেদে সাক্ষাৎকার করেন", এইরূপ ব্যপদেশ (উল্লেখ) থাকায় পিপ্পলাদোক্ত ধ্যাতব্য ব্রহ্ম পর-ব্রহ্মই। যথা—"সেই উপাসক তখন জীবঘন (হিরণ্যগর্ভ) হইতে পরাৎপর পুরিশয় পুরুষ দেখে, আত্ম-অভেদে সাক্ষাৎকার করে"। [অত্র ...জ্ঞায়তে] যাহা ধ্যানের বিষয়, তাহা তথাভূত ও অতথাভূত উভয় প্রকারই হয়। কিন্তু যাহা সম্যক্ জ্ঞানের বিষয়, তাহা তথাভূত ভিন্ন অতথাভূত হয় না। মনঃকল্পিত বস্তুও ধ্যানের বিষয় হইতে দেখা যায়, কিন্তু মনঃকল্পিত বস্তু সম্যক্ জ্ঞানের বিষয় হইতে দেখা যায় না। অতএব, শ্রুতি যখন 'ঈক্ষতে'—সাক্ষাৎকার করে বলিয়াছেন, তখন অবশ্যই বুঝিবে, অকল্পিতস্বভাব পরমাত্মাই ঐ ঈক্ষণ-ক্রিয়ার বিষয় এবং তিনিই পর-শব্দের ও পুরুষ-শব্দের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাত হইয়াছেন।

নম্বভিধ্যানে পর-পুরুষ উক্তঃ, ঈক্ষণে তু পরাৎপরঃ, কথমিতর ইতরত্র প্রত্যভিজ্ঞায়তইতি। অত্রোচ্যতে, পর-পুরুষশব্দৌ তাবদুভয়ত্র সাধারণৌ। ন চাত্র জীবঘনশব্দেন প্রকৃতোঽভিধ্যাতব্যঃ পর-পুরুষঃ পরামৃশ্যতে, যেন তস্মাৎ পরাৎ পরোঽয়মীক্ষিতব্যঃ পুরুষোঽন্যঃ স্যাৎ। কস্তর্হি জীবঘন ইতি? উচ্যতে—ঘনো মূর্ত্তিঃ, জীবলক্ষণো ঘনো জীবঘনঃ, সৈন্ধবখিল্যবৎ। যঃ পরমাত্মনো জীবরূপঃ খিল্যভাব উপাধিকৃতঃ, পরশ্চ বিষয়েন্দ্রিয়েভ্যঃ, সোঽত্র জীবঘন ইতি। অপর আহ, "স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্" ইতি অতীতানন্তরবাক্যনির্দ্দিষ্টো যো ব্রহ্মলোকঃ, পরশ্চ লোকান্তরেভ্যঃ, সোঽত্র জীবঘন ইত্যুচ্যতে।

ন চাত্র জীবঘনশব্দেন প্রকৃতোঽভিধ্যাতব্যঃ পরঃ পুরুষঃ পরামৃশ্যতে, কিন্তু জীবঘনাৎ পরাৎ পরো যো ধ্যাতব্যো দ্রষ্টব্যশ্চ, তমেব কথয়িতুং—জীবঘনো জীবঃ খিল্যভাবমুপাধিবশাদাপন্নঃ, স উচ্যতে। "স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্" ইত্যনন্তরবাক্যনির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মলোকো বা জীবঘনঃ। স হি সমস্তকরণাত্মনঃ সূত্রাত্মনো-

[নম্বভি…ইতি] বলিতে পার, অভিধ্যান বাক্যে 'পর' শব্দ, আর ঈক্ষণ বাক্যে 'পরাৎপর' শব্দ আছে, এমত স্থলে কি প্রকারে এক-শব্দে অপরের জ্ঞান হইতে পারে? ইহাতে আমরা বলি, পর-শব্দ ও পুরুষ-শব্দ উভয়ই উভয়ের বোধক। এমন বলিতে পারিবে না যে, অভিধ্যাতব্য জীবঘনশব্দে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই ঈক্ষতির কর্ম্মরূপে উক্ত হয় নাই। অর্থাৎ ধ্যাতব্য পুরুষ অন্য আর ঈক্ষণীয় পুরুষ অন্য। (ধ্যানের ও ধ্যানফল জ্ঞানের বিষয় এক বৈ দুই হইতে পারে না। ধ্যান এক বিষয়ে, জ্ঞান অন্য বিষয়ে, এরূপ হয় না। যাহারই ধ্যান, তাহারই জ্ঞান, ইহাই নিয়ম। যে-বস্তু জানিবার জন্য ধ্যান-প্রবাহ উত্থাপিত করিবে, ধ্যান-পরিপাকে জ্ঞান হইলে সেই বস্তুই দেখা যাইবে, জানা যাইবে ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।) জিজ্ঞাসা করিতে পার, জীবঘন কে? ঘন-শব্দে নিবিড়তা, দ্রব্য-কাঠিন্য। যেমন সৈন্ধবঘন, তেমনি জীবঘন। পরমাত্মার যে স্বরূপ ইন্দ্রিয়াদি-উপাধির দ্বারা খিল্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অল্প নিবিড় বা কিঞ্চিৎ পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং যে রূপ সেই সেই ইন্দ্রিয়াদি হইতে পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও অতীত; সেই স্বরূপই জীবঘন-শব্দে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মা কথিত হন নাই। (জীবঘন-শব্দের ব্রহ্মলোক অর্থ মুখ্য নহে, কিন্তু অমুখ্য বা গৌণ)। [অপর…গম্যতে] বৃত্তিকার বলিয়াছেন, ব্রহ্মলোক অন্যান্য লোক অপেক্ষা পর (উৎকৃষ্ট)। পূর্ব্বাপর বাক্যে তাহারই উল্লেখ আছে; সুতরাং জীবঘন-শব্দে ব্রহ্মলোক। সমষ্টিলিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) এই লোকের স্বামী। জীবঘন অর্থাৎ

জীবানাং হি সর্ব্বেষাং করণপরিবৃতানাং সর্ব্বকরণাত্মনি হিরণ্যগর্ভে ব্রহ্মলোকনিবাসিনি সঙ্ঘাতোপপত্তের্ভবতি ব্রহ্মলোকো জীবঘনঃ, তস্মাৎ পরো যঃ পরমাত্মেক্ষণকর্ম্মভূতঃ, স এবাভিধ্যানেঽপি কর্ম্মভূত ইতি গম্যতে। পরং পুরুষমিতি চ বিশেষণং পরমাত্মপরিগ্রহ এবাবকল্পতে। পরো হি পুরুষঃ পরমাত্মৈব ভবতি, যস্মাৎ পরং কিঞ্চিদন্যন্নাস্তি, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইতি চ শ্রুত্যন্তরাৎ। "পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম, যদোঙ্কারঃ" ইতি চ বিভজ্যানন্তরমোঙ্কারেণ পরং পুরুষমভিধ্যাতব্যং ব্রুবন্ পরমেব ব্রহ্ম পরং পুরুষং গময়তি। "যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুচ্যতে" ইতি পাপ্মবিনির্ম্মোকফলবচনং পরমাত্মানমিহাভিধ্যাতব্যং সূচয়তি।

অথ যদুক্তং পরমাত্মাভিধ্যায়িনো ন দেশপরিচ্ছিন্নং ফলং যুজ্যতে ইতি, অত্রোচ্যতে, ত্রিমাত্রেণোঙ্কারেণালম্বনেন পরমাত্মান-

---

হিরণ্যগর্ভস্য ভগবতো নিবাসভূমিতয়া করণপরিবৃতানাং জীবানাং তত্র সংঘাতঃ—ইতি ভবতি জীবঘনঃ। তদেবং ত্রিমাত্রোঙ্কারায়তনং পরমেব ব্রহ্মোপাস্যম্। অত এব চাস্য দেশবিশেষাধিগতিঃ ফলমুপাধিমত্ত্বাৎ ক্রমেণ চ সম্যগ্দর্শনোৎপত্তৌ

জীবসংঘাত, এ অর্থ ব্রহ্মলোক-পক্ষেও সংগত হয় বা খাটে। তাহার কারণ এই যে, ইন্দ্রিয়বেষ্টিত সমস্ত জীবে সর্ব্বেন্দ্রিয়াত্মক হিরণ্যগর্ভের অহমভিমান আছে। অতএব ব্রহ্মলোকই জীবঘন। তাহা হইতে পর (উৎকৃষ্ট) পরমাত্মা। এই পরমাত্মা প্রোক্ত ঈক্ষণের বিষয় এবং অভিধ্যানেরও আলম্বন। [পরং…ন্তরাৎ] 'পরং পুরুষং', এই দুই বিশেষণ পরমাত্মা অর্থেই প্রসিদ্ধ। পরমাত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা পর। এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—"ইঁহা ব্যতীত আর পর নাই।" "পুরুষই পরাকাষ্ঠা (শেষ সীমা), এবং পুরুষই পরা গতি (প্রাপ্যতার চরম)।" [পরঞ্চা…সূচয়তি] "ওঁকারই পরাপর ব্রহ্ম" এইরূপ বলিয়া দ্বিবিধ বিভাগ দেখাইয়া, পশ্চাৎ ত্রিমাত্র ওঁকারে পর-পুরুষের ধ্যান বলাতেই বুঝা গিয়াছে যে, প্রোক্ত পর-পুরুষ পরব্রহ্ম। ঐ বাক্যে যে পরমাত্মার ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার—"সর্প যেমন নির্ম্মোকমুক্ত হয়, সেইরূপ, প্রাণোপাসক পাপবিমুক্ত হয়।" এই পাপবিমুক্তি ফলের দ্বারাও ঐ অর্থ নিশ্চয় হয়।

[অথ…দোষঃ] বলিয়াছিলে যে, পরমাত্ম-ধ্যায়ীর দেশপরিচ্ছিন্ন ফল (ব্রহ্মলোক ফল) অসঙ্গত; তদুত্তরে বলিতেছি, অসঙ্গত নহে। ত্রিমাত্র ওঙ্কার অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম ধ্যান করিলে তাহার ফল ব্রহ্মলোক সত্য; পরন্তু সেই লোকেই

মভিধ্যায়তঃ ফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ ক্রমেণ চ সম্যগ্দর্শনোৎপত্তিরিতি ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়মেতদ্ভবিষ্যতীত্যদোষঃ ॥ ১ । ৩ । ১৩ ॥

দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১ । ৩ । ১৪ ॥ *

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইত্যাদি বাক্যং সমাম্নায়তে। তত্র যোঽয়ং দহরে হৃদয়পুণ্ডরীকে দহর আকাশঃ শ্রুতঃ, স কিং ভূতাকাশঃ ? অথ বিজ্ঞানাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? ইতি সংশয্যতে। কুতঃ সংশয়ঃ ? আকাশ-ব্রহ্মপুর-

মুক্তিঃ। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' ইতি তু নিরুপাধিব্রহ্মবেদনবিষয়া শ্রুতিঃ। অপরন্তু ব্রহ্মৈকৈকমাত্রায়তনমুপাস্যম্ ইতি মন্তব্যম্ ॥ ১।৩ । ১৩ ॥

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং "সূক্ষ্মং গুহাপ্রায়ং পুণ্ডরীকসন্নিবেশং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" আগমাচার্য্যোপদেশাভ্যাং শ্রবণঞ্চ, তদবিরোধিনা তর্কেণ মননঞ্চ, তদন্বেষণং তৎপূর্ব্বকেণ চাদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকাল-সেবিতেন ধ্যানাভ্যাসপরিপাকেণ সাক্ষাৎকারো বিজ্ঞানম্। বিশিষ্টং হি তজ্জ্ঞানং পূর্ব্বেভ্যঃ। তদিচ্ছা বিজিজ্ঞাসনম্। অত্র সংশয়মাহ—"তত্র" ইতি। তত্র প্রথমং তাবদেষঃ সংশয়ঃ,—কিং দহরাকাশাদন্যদেব কিঞ্চিদন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ ? উত দহরাকাশঃ ? ইতি। যদাপি দহরাকাশোঽন্বেষ্টব্যঃ, তদাপি কিং ভূতাকাশঃ ? আহো শারীর আত্মা ? কিং বা পরমাত্মেতি। সংশয়হেতুং পৃচ্ছতি—"কুতঃ" ইতি। তদ্ধেতুমাহ।—"আকাশব্রহ্মপুরশব্দাভ্যাম্" ইতি। তত্র প্রথমং

তাহার পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। অতএব, ক্রমমুক্তি-স্থান ব্রহ্মলোক-ফল অল্প নহে, পরিচ্ছিন্ন ফল নহে, ঐরূপে তাহা সম্পূর্ণ; সুতরাং এ পক্ষে কোন প্রকার দোষ হইতেছে না॥ ১ । ৩ । ১৩ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে ভূম-বিদ্যা উপদেশের পর "এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) দহর (অল্প) পদ্মগৃহ আছে, অর্থাৎ হৃৎপদ্মরূপ গৃহ আছে। তন্মধ্যে যে দহর আকাশ, তাহার মধ্যে যাহা তাহা অন্বেষণ কর ও জান, এইরূপ এইরূপ কথা আছে। [তত্র… শব্দাভ্যাম্] ঐ বাক্যে যে অল্পায়তন হৃদয়পুণ্ডরীকে দহরাকাশ শ্রুত হইল, শ্রুতি-কর্ত্তৃক কথিত হইল, উহা কি? উহা ভূতাকাশ? না জীব? না পরমাত্মা? এইরূপ সংশয় হয়। আকাশ ও ব্রহ্মপুর এই দুই শব্দ উক্তবিধ সংশয়ের বীজ। [আকাশ…সংশয়ঃ] ভূতাকাশ ও পরব্রহ্ম উভয় অর্থেই আকাশ-শব্দের প্রয়োগ

* উত্তরেভ্যঃ বাক্যশেষেভ্যঃ, ছান্দোগ্যোক্তো দহরাকাশো ব্রহ্মৈবেতি সূত্রযোজনা।—

ছান্দোগ্য উপনিষদে যে দহরাকাশ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরব্রহ্ম। তৎপ্রতি হেতু এই যে, প্রস্তাবশেষে যে সকল বাক্য আছে, সে-সকলের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দহরাকাশের ব্রহ্মতাই নিশ্চয় হয়।

শব্দাভ্যাম্। আকাশশব্দো হ্যয়ং ভূতাকাশে পরস্মিংশ্চ ব্রহ্মণি প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। তত্র কিং ভূতাকাশ এব দহরঃ স্যাৎ? কিংবা পরঃ? ইতি সংশয়ঃ। তথা ব্রহ্মপুরমিতি কিং জীবোঽত্র ব্রহ্মনামা, তস্যেদং পুরং শরীরং ব্রহ্মপুরম্? অথবা পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ পুরং ব্রহ্মপুরম্? ইতি। তত্র জীবস্য পরস্য বান্যতরস্য পুরস্বামিনো দহরাকাশত্বে সংশয়ঃ। তত্রাকাশ-শব্দস্য ভূতাকাশে রূঢ়ত্বাদ্ভূতাকাশ এব দহর ইতি প্রাপ্তম্। তস্য চ দহরায়তনাপেক্ষয়া দহরত্বং, "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" ইতি চ বাহ্যাভ্যন্তরভাবকৃতভেদস্যোপমানোপমেয়ভাবো দ্যাবাপৃথিব্যাদি চ তস্মিন্নন্তঃসমাহিতম্, অবকাশাত্মনাকাশস্যৈকত্বাৎ। অথবা জীবো দহর ইতি প্রাপ্তং, ব্রহ্মপুরশব্দাৎ। জীবস্য হীদং পুরং

তাবদ্ভূতাকাশ এব দহর ইতি পূর্ব্বপক্ষয়তি—"তত্রাকাশশব্দস্য ভূতাকাশে রূঢ়ত্বাদ্" ইতি।

এষ তু বহুতরোত্তরসন্দর্ভবিরোধাৎ তুচ্ছঃ পূর্ব্বপক্ষ ইত্যপরিতোষেণ পক্ষান্তরমালম্বতে পূর্ব্বপক্ষী—"অথবা জীবো দহর ইতি প্রাপ্তং" যুক্তমিত্যর্থঃ। তত্র—

"আধেয়ত্বাদ্বিশেষাদ্বা পুরং জীবস্য যুজ্যতে।
দেহো ন ব্রহ্মণো যুক্তো হেতুদ্বয়বিয়োগতঃ॥"

অসাধারণেন হি ব্যপদেশা ভবন্তি। তদ্যথা, ক্ষিতিজলপবনবীজাদিসামগ্রীসমবধানজন্মাপ্যঙ্কুরঃ শালিবীজেন ব্যপদিশ্যতে শাল্যঙ্কুর ইতি, ন তু ক্ষিত্যাদিভিঃ। তেষাং কার্য্যান্তরেষ্বপি সাধারণত্বাৎ। তদিহ শরীরং ব্রহ্মবিকারোঽপি ন ব্রহ্মণা ব্যপদেষ্টব্যম্, ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববিকারকারণত্বেনাতিসাধারণ্যাৎ। জীবভেদধর্ম্মাধর্ম্মোপার্জ্জিতং তদিত্যসাধারণকারণত্বাজ্জীবেন ব্যপদিশ্যত ইতি যুক্তম্। অপিচ ব্রহ্মপুর ইতি সপ্তম্যধিকরণে স্মর্য্যতে, তেনাধেয়েনানেন সম্বদ্ধব্যম্। ন চ ব্রহ্মণঃ

দেখা যায়; সুতরাং সংশয় হয়—শ্রুতি দহরাকাশশব্দে ভূতাকাশ বলিয়াছেন? না পরব্রহ্ম বলিয়াছেন? ব্রহ্মপুব-শব্দ থাকাতেও অন্যপ্রকার সংশয় হয়। এই শরীররূপ পুরী জীবেরও বটে; ব্রহ্মেরও বটে; কিন্তু শ্রুতি কোন্ পুরস্বামীকে বলিয়াছেন, তাহার নিশ্চয় কি? [তত্র···স্যৈকত্বাৎ] আকাশ-শব্দ আকাশ-ভূতে রূঢ়—প্রসিদ্ধ, তদনুসারে প্রথমতঃ আকাশ-ভূতই পাওয়া যায়। ভূতাকাশ হৃৎপদ্মদহরে পরিচ্ছিন্ন; তদনুসারে শ্রুতি তাহাকে দহর বলিয়া থাকিবেন। বস্তুভেদ না থাকিলে অভিন্ন বস্তুর উপমান-উপমেয়ভাব (তুলনা দিয়া বুঝান) ঘটে না সত্য; কিন্তু বাহ্য ও আভ্যন্তর এতদ্রূপ ভেদ গ্রহণ করিলে, স্বীকার করিলে,

সৎ শরীরং ব্রহ্মপুরমিত্যুচ্যতে, তস্য স্বকর্ম্মণোপার্জ্জিতত্বাৎ। ভক্ত্যা চ তস্য ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বম্। নহি পরস্য ব্রহ্মণঃ শরীরেণ স্বস্বামিভাবঃ সম্বন্ধোঽস্তি। তত্র পুরস্বামিনঃ পুরৈকদেশেঽবস্থানং দৃষ্টং, যথা রাজ্ঞঃ। মনউপাধিকশ্চ জীবঃ, মনশ্চ প্রায়েণ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতমিত্যতো জীবস্যৈবেদং হৃদয়ান্তরবস্থানং স্যাৎ। দহরত্বমপি তস্যৈবারাগ্রোপমিতত্বাদবকল্পতে। আকাশোপমিতত্বাদি চ

স্বে মহিম্নি ব্যবস্থিতস্যানাধেয়স্যাধারসম্বন্ধঃ কল্প্যতে। জীবস্ত্বারাগ্রমাত্র ইত্যাধেয়ো ভবতি। তস্মাদ্ ব্রহ্মশব্দো রূঢ়িং পরিত্যজ্য দেহাদিবৃংহণতয়া জীবে যৌগিকো বা ভাক্তো বা ব্যাখ্যেয়ঃ। চৈতন্যঞ্চ ভক্তিঃ। উপধানানুপধানে তু বিশেষঃ। "বাচ্যত্বং" গম্যত্বম্। স্যাদেতৎ। জীবস্য পুরং ভবতু শরীরং, পুণ্ডরীকদহরগোচরতা ত্বস্য ভবিষ্যতি, বৎসরাজস্য পুর ইবোজ্জয়িন্যাং মৈত্রস্য সদ্ম, ইত্যত আহ।—"তত্র পুরস্বামিনঃ" ইতি। অয়মর্থঃ।—যেন্ম খল্বধিকরণমনির্দ্দিষ্টাধেয়মাধেয়বিশেষাপেক্ষায়াং পুরস্বামিনঃ প্রকৃতত্বাত্তেনৈবাধেয়েন সম্বদ্ধং সদনপেক্ষং নাধেয়ান্তরেণ সম্বন্ধং কল্পয়তি। নমু তথাপি শরীরমেবাস্য ভোগায়তনম্ ইতি কো হৃদয়পুণ্ডরীকেঽস্য বিশেষঃ, যত্তদেবাস্য সদ্ম—ইত্যত আহ।—"মনউপাধিকশ্চ জীবঃ" ইতি। নমু মনোঽপি চলতয়া সকলদেহবৃত্তি পর্য্যায়েণেত্যত আহ।—"মনশ্চ প্রায়েণ" ইতি। আকাশশব্দশ্চারূপত্বাদিনা সামান্যেন জীবে ভাক্তঃ। অস্তু বা ভূতাকাশ এবায়মাকাশশব্দো দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি,

"এই আকাশ যদ্রূপ বা যৎপরিমিত, হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশও তদ্রূপ বা তৎপরিমিত", এই তুলনা বা এই উপমান-উপমেয়ভাব সংগত হইতে পারে। "পৃথিবী ও স্বর্গ এই অন্তরাকাশে অবস্থিত" এ কথাও আকাশের ভেদক উপাধি ত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র অবকাশভাব গ্রহণ করিলে (লক্ষ্য করিলে) সংগত হইতে পারে।

[অথবা…ভবিষ্যতি] পক্ষান্তরে, ব্রহ্মপুর-শব্দের বলে জীবকেও পাওয়া যায়। ব্রহ্মের পুর ব্রহ্মপুর। ব্রহ্মশব্দের অর্থ এখানে জীব। যেহেতু এই সজীব শরীর জীবের পুরী, বাসস্থান। জীব ইহাকে নিজ ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারা লাভ করিয়াছে, উপার্জ্জন করিয়াছে, সেই হেতু ইহা জীবের পুরী, মুখ্যব্রহ্মের নহে। জীবে ব্রহ্মগুণ বা ব্রহ্মসম্পর্ক আছে, তদনুসারে লোক ও শাস্ত্র জীবকে ব্রহ্ম বলে। "ব্রহ্ম পুর" বাক্যস্থ ব্রহ্মশব্দের মুখ্য অর্থ (পর ব্রহ্ম) ত্যাগ করিয়া জীবরূপ গৌণ অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, শরীররূপ পুরীর সহিত মুখ্য ব্রহ্মের (পরব্রহ্মের) স্বত্ব-স্বামিত্বসম্বন্ধ নাই। তিনি অসঙ্গস্বভাব। আরও দেখ, যিনি যে-পুরের স্বামী, তিনি সে-পুরের একাংশেই বাস করেন, সর্ব্বাংশে নহে। রাজপুরী বিস্তীর্ণা, কিন্তু রাজা তাহার একদেশেই থাকেন। জীব কি? জীব মন-উপাধিক। মন-উপাধিক চৈতন্যকেই জীব বলে। মন প্রায়শই হৃদয়প্রদেশে অবস্থান করেন।

ব্রহ্মাভেদবিবক্ষয়া ভবিষ্যতি। ন চাত্র দহরস্যান্বেষ্টব্যত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বঞ্চ শ্রূয়তে, তস্মিন্ যদন্তরিতি পরবিশেষণত্বে-নোপাদানাদিতি। অত উত্তরং ক্রমঃ—

পরমেশ্বর এব দহরাকাশো ভবিতুমর্হতি, ন ভূতাকাশো জীবো বা। কস্মাৎ? উত্তরেভ্যো বাক্যশেষগতেভ্যো হেতুভ্যঃ। তথাহি—দ্রষ্টব্যতয়া বিহিতস্য দহরাকাশস্য, "তঞ্চেদ্‌ব্রূয়ুঃ" ইত্যুপক্রম্য, "কিং তদত্র বিদ্যতে, যদন্বেষ্টব্যং যদ্বা বিজিজ্ঞাসিত-ব্যম্" ইত্যেবমাক্ষেপপূর্ব্বকং প্রতিসমাধানবচনং ভবতি, "স ব্রূয়াদ্ যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তর্হৃদয় আকাশঃ, উভে

তথাপ্যদোষ ইত্যাহ।—"ন চাত্র দহরস্য" আকাশস্য "অন্বেষ্টব্যত্বম্" ইতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

ভূতাকাশস্য তাবন্ন দহরত্বং, যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইত্যুপমানবিরোধাৎ। তথাহি।—

"তেন তস্যোপমেয়ত্বং রামরাবণযুদ্ধবৎ।
অগত্যা ভেদমারোপ্য গতৌ সত্যাং ন যুজ্যতে॥"

অস্তি তু দহরাকাশস্য ব্রহ্মত্বেন ভূতাকাশাদ্ভেদেনোপমানস্য গতিঃ। ন চ

মনের হৃদয়াবস্থানে জীবেরও হৃদয়াবস্থান সিদ্ধ হয়। জীবকে যে দহর (অল্প) বলা হইয়াছে, তাহা আরাগ্র দৃষ্টান্তে অধিক সংগত হইতে পারে। (আরা= চামড়া শেলাই করা কাঁটা বা সূচ। শ্রুতি ইহার অগ্রভাগের সহিত জীবের সূক্ষ্মতা অংশের তুলনা করিয়াছেন)। [নচাত্র··ক্রমঃ] আরও দেখ, শ্রুতি দহরের অন্বেষণ ও দহরের স্বরূপ বিচার করিতে বলেন নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, যে তাহার অন্তরবস্থিত—তাহাকেই অন্বেষণ কর। (কাজেই বলিতে হয়, প্রোক্ত দহর জীব ও ভূতাকাশ নহে)। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সূত্রকার বলিতেছেন।

[পর···হেতুভ্যঃ] ঐ দহর-আকাশ ভূতাকাশ নহে, জীবও নহে, কিন্তু পরমেশ্বর। এ তথ্য শেষবাক্যের দ্বারা জানা যায়। [তথাহি···ভবতি] প্রস্তাবের শেষ বাক্যে যে-সকল পরমেশ্বরবোধক কথা আছে, সে সকল দেখাইতেছি। শ্রুতি প্রথমতঃ দহরাকাশ দর্শনের বিধান (উপদেশ) করিয়াছেন। পরে নিজেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, "যদি কেহ বলে, দহরে অর্থাৎ অত্যল্প হৃৎপুণ্ডরীকে এমন কি আছে, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে?" অনন্তর সমাধানবাক্যে বলিয়াছেন, "এই প্রসিদ্ধ আকাশ যদ্রূপ বা যৎপরিমিত—হৃদয়স্থ দহরাকাশও তদ্রূপ বা তৎপরিমিত, পৃথিবী ও স্বর্গ ইহারই অন্তরে অবস্থিত।" এই সমাধান-বাক্যের

অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে" ইত্যাদি। তত্র পুণ্ডরীক-দহরত্বেন প্রাপ্তদহরত্বস্যাকাশস্য প্রসিদ্ধাকাশৌপম্যেন দহরত্বং নিবর্ত্তয়ন্ ভূতাকাশত্বং দহরস্যাকাশস্য নিবর্ত্তয়তীতি গম্যতে। যদ্যপ্যাকাশশব্দো ভূতাকাশে রূঢ়ঃ, তথাপি তেনৈব তস্যোপমা নোপপদ্যত' ইতি ভূতাকাশশঙ্কা নিবর্ত্তিতা ভবতি।

নন্বেকস্যাপ্যাকাশস্য বাহ্যাভ্যন্তরত্বকল্পিতেন ভেদেনোপমা-নোপমেয়ভাবঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্। নৈবং সম্ভবতি। অগতিকা হীয়ং গতিঃ, যৎ কাল্পনিকভেদাশ্রয়ণম্। অপি চ, কল্পয়িত্বা ভেদমুপমানোপমেয়ভাবং বর্ণয়তঃ পরিচ্ছিন্নত্বাদভ্যন্তরাকাশস্য ন বাহ্যাকাশপরিমাণত্বমুপপদ্যতে। ননু পরমেশ্বরস্যাপি জ্যায়ানা-

---

অনবচ্ছিন্নপরিমাণমবচ্ছিন্নং ভবতি। তথা সত্যবচ্ছেদানুপপত্তেঃ। ন ভূতা-কাশমানত্বং, ব্রহ্মণোঽত্র বিধীয়তে, যেন জ্যায়ানয়মাকাশাদিতি শ্রুতিবিরোধঃ স্যাৎ, অপি তু ভূতাকাশোপমানেন পুণ্ডরীকোপাধিপ্রাপ্তং দহরত্বং নিবর্ত্ত্যতে।

অপি চ, সর্ব্ব এবোত্তরে হেতবো দহরাকাশস্য ভূতাকাশত্বং ব্যাসেধন্তীত্যাহ।—

দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ঐ দহরাকাশ ভূতাকাশ নহে। শ্রুতি, প্রসিদ্ধ আকাশকে দৃষ্টান্তস্থানে গ্রহণ করাতেই দার্ষ্টান্তিক দহরাকাশের দহরত্ব বা অল্পত্ব ও ভূতত্ব নিবারিত হইয়াছে। আকাশ শব্দ আকাশ-ভূতে রূঢ় সত্য; কিন্তু নিজে নিজের দ্বারা তুলিত হওয়া অসম্ভব। নিজে নিজের দ্বারা তুলিত হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। কাজেই বলিতে হয়,দহরাকাশ আকাশ নহে, ব্রহ্ম। (অর্থাৎ আপনি আপনার দ্বারা উপমিত বা তুলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভিন্ন বস্তুর দ্বারাই ভিন্ন বস্তুর তুলনা হইয়া থাকে, নিজের দ্বারা নিজে তুলিত হয় না। অভিপ্রায় এই যে, আকাশ-তুল্য সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাধার ব্রহ্মবস্তুই দহরাকাশ-শব্দের বোধ্য)।

[নন্বেকস্য…পদ্যতে] বলিয়াছিলে, কাল্পনিক ভেদ (ভিন্নভাব) অবলম্বন করিলে এক বা অভিন্ন বস্তুরও উপমান-উপমেয়ভাব রক্ষা করা যায়, অর্থাৎ আকাশ এক বটে ; কিন্তু বাহ্যাকাশ ও অন্তরাকাশ এইরূপ দ্বৈবিধ্য কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ
এক বটে ; কিন্তু বাহ্যাকাশ ও অন্তরাকাশ এইরূপ দ্বৈবিধ্য কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ
বাহ্যাকাশের সহিত অন্তরাকাশ তুলিত হইবার সম্ভাবনা আছে। আমরা বলি, সে সম্ভাবনা এখানে নাই। যেখানে গত্যন্তর না থাকে, সেইখানেই কাল্পনিক ভেদ গ্রহণ করা যায়, অন্যত্র নহে। এখানে গত্যন্তর আছে। (গত্যন্তর=ব্রহ্ম-অর্থ গ্রহণ)। কাল্পনিক ভেদ গ্রহণ করিলেও অল্পপরিমাণ অন্তরাকাশে অতিশয় বৃহৎ ভূতাকাশের তুলনা কোনও প্রকারে উপপন্ন বা সংগত হইবে না। [ননু…সম্ভবন্তি] বলিতে পার, অন্যশ্রুতি বলিয়াছেন "পরমেশ্বর আকাশ

কাশাদিতি শ্রুত্যন্তরান্নৈবাকাশপরিমাণত্বমুপপদ্যতে। নৈষ দোষঃ। পুণ্ডরীক-বেষ্টনপ্রাপ্ত-দহরত্বনিবৃত্তিপরত্বাদ্বাক্যস্য ন তাবত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বম্। উভয়প্রতিপাদনে হি বাক্যং ভিদ্যেত। ন চ কল্পিতভেদে পুণ্ডরীকবেষ্টিতে আকাশৈকদেশে দ্যাবাপৃথিব্যাদীনামন্তঃসমাধানমুপপদ্যতে। "এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকোঽবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি চাত্মত্বাপহতপাপ্মত্বাদয়শ্চ গুণা ন ভূতাকাশে সম্ভবন্তি।

যদ্যপ্যাত্মশব্দো জীবে সম্ভবতি, তথাপীতরেভ্যঃ কারণেভ্যো জীবাশঙ্কাপি নিবর্ত্তিতা ভবতি। ন হ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নস্যারাগ্রোপমিতস্য পুণ্ডরীকবেষ্টনকৃতং দহরত্বং শক্যং নিবর্ত্তয়িতুম্। ব্রহ্মা-

---

"ন চ কল্পিতভেদে" ইতি। নাপি দহরাকাশো জীব ইত্যাহ।—"যদ্যপ্যাত্মশব্দ" ইতি।

"উপলব্ধেরধিষ্ঠানং ব্রহ্মণো দেহ ইষ্যতে।
তেনাসাধারণত্বেন দেহো ব্রহ্মপুরং ভবেৎ॥"

দেহে হি ব্রহ্মোপলভ্যত ইত্যসাধারণতয়া দেহো ব্রহ্মপুরমিতি ব্যপদিশ্যতে, নতু ব্রহ্মবিকারতয়া। তথা চ ব্রহ্মশব্দার্থো মুখ্যো ভবতি। অস্তু বা ব্রহ্মপুরং জীবপুরং, তথাপি যথা বৎসরাজস্য পুরে উজ্জয়িন্যাং মৈত্রস্য সদ্ম ভবতি, এবং জীবস্য

অপেক্ষা বড়", কিন্তু এ শ্রুতি বলিলেন, "আকাশের সমান", এ বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য কি? ইহাতে আমরা বলি, অসামঞ্জস্য নাই। কেন-না, ঐ বাক্য পরিমাণ-প্রতিপাদক নহে। অর্থাৎ পরিমাণ-প্রতিপাদনে উহার তাৎপর্য্য নাই; (এত বড় বা অত বড় বলা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে), অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর হৃৎপদ্মপরিচ্ছেদে সংকোচভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া যে ভ্রান্তি হইয়াছিল, তাহা নিবারণ করাই প্রোক্ত দহর-বাক্যের উদ্দেশ্য (তাৎপর্য্য)। ভেদাংশে তাৎপর্য্য আছে বলিতে গেলে বাক্যভেদ দোষ হইবে। ভূতাকাশের সহিত তুলিত হইয়াছে বলিয়াই যে, দহরাকাশও ভূতাকাশ, এ কথা অবক্তব্য। কি প্রকারে তুমি হৃৎপদ্মবেষ্টিত আকাশাংশে স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালের সমাবেশ দেখাইবে? "ইনি আত্মা, নিষ্পাপ, অজর, অমর, শোক-রহিত, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বর্জ্জিত, সত্যকাম, সত্যসংকল্প" এ সকল কথা—এ সকল বিশেষণ ভূতাকাশ-পক্ষে সংগত হইবে না।

[যদ্য··নিবর্ত্তয়িতুম্] জীবকে আত্মা বলা যায় সত্য; কিন্তু তিনি সত্যকাম সত্যসংকল্প নহেন; সুতরাং জীব দহরাকাশ কিনা, এ আশঙ্কা হইতেই পারে না। জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তদনুসারে তিনি সূচীর অগ্রভাগের সহিত তুলিত বা উপমিত হন, তাঁহার হৃৎপদ্মবেষ্টনকৃত অল্পতা অনিবার্য্য। [ব্রহ্মা···যুক্তম্] যদি

ভেদবিবক্ষয়া জীবস্য সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যত ইতি চেৎ; যদাত্মতয়া জীবস্য সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যতে, তস্যৈব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বগতত্বাদি বিবক্ষ্যতামিতি যুক্তম্। যদপ্যুক্তং ব্রহ্মপুরমিতি জীবেন পুরস্যোপলক্ষিতত্বাদ্‌রাজ্ঞ ইব জীবস্যৈবেদং পুরস্বামিনঃ পুরৈকদেশবর্ত্তিত্বমস্ত-ইতি। অত্র ব্রূমঃ,—পরস্যৈবেদং ব্রহ্মণঃ পুরং সচ্ছরীরং ব্রহ্মপুরমিত্যুচ্যতে, ব্রহ্মশব্দস্য তস্মিন্ মুখ্যত্বাৎ। তস্যাপ্যস্তি পুরেণানেন সম্বন্ধ উপলব্ধ্যধিষ্ঠানত্বাৎ। "স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে", "স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। অথবা জীবপুর-

পুরে হৃৎপুণ্ডরীকং ব্রহ্মসদনং ভবিষ্যতি, উত্তরেভ্যো ব্রহ্মলিঙ্গেভ্যো ব্রহ্মণোঽবধারণাৎ। ব্রহ্মণো হি বাধকে প্রমাণে বলীয়সি, জীবস্য চ সাধকে প্রমাণে সতি ব্রহ্মলিঙ্গানি কথঞ্চিদভেদবিবক্ষয়া জীবে ব্যাখ্যায়ন্তে। ন চেহ ব্রহ্মণো বাধকং প্রমাণং, সাধকং বাস্তি জীবস্য। ব্রহ্মপুরব্যপদেশশ্চোপপাদিতো ব্রহ্মোপলব্ধিস্থানতয়া। অর্ভকৌকস্ত্বং চোক্তম্। তস্মাৎ সতি সম্ভবে ব্রহ্মণি তল্লিঙ্গানাং নাব্রহ্মণি ব্যাখ্যানমুচিতমিতি ব্রহ্মৈব দহরাকাশো ন জীবভূতাকাশাবিতি, শ্রবণমননাভ্যামনুবিদ্য ব্রহ্মানুভূয়, চরণং চারঃ তেষাং কামেষু চরণং ভবতীত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। দহরাকাশস্যান্বেষ্টব্যত্বে সিদ্ধে তত্র বিচারো যুজ্যতে, ন তু তদন্বেষ্টব্যম্, অপি তু তদাধারমন্তদেব কিঞ্চিদিত্যুক্তমিত্যনুভাষতে—

বল, ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন; সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব এক, অভিন্ন, এ ভাবে জীবকে সর্ব্বব্যাপী প্রভৃতি বলা যাইতে পারে, ইহাতে আমরা বলি, ঐরূপ দূরসম্বন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক দহরাকাশকে জীব বলা অপেক্ষা সাক্ষাৎসম্বন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্ম বলাই যুক্তিযুক্ত। [যদপ্যুক্তং···তদ্বৎ] বলিয়াছিলে, জীবই দেহরূপ পুরের স্বামী, রাজা যেমন পুরীর একাংশে থাকেন, তেমনি জীবও দেহের হৃদয়াংশে বাস করেন, এতদনুসারে "ব্রহ্মপুর" শব্দস্থ ব্রহ্মশব্দের অর্থ জীব, এ-শরীর তাহারই পুরী; এ সকল কথার প্রত্যুত্তর এই যে, ইহা কেবল জীবের পুরী নহে, ইহা ব্রহ্মেরও পুরী, ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থ পরব্রহ্ম; মুখ্যার্থ ত্যাগ করিবার কোনও কারণ নাই। এই শরীর ব্রহ্মোপলব্ধির স্থান, ইহা হইতেই ব্রহ্মদর্শন হয়; সুতরাং ইহার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ আছে। শ্রুতিও দেহ-পুরে ব্রহ্মের অস্তিত্ব বর্ণন করিয়াছেন। যথা —"উপাসকগণ দেহরূপ পুরে শয়ান পরব্রহ্মকে দেখিয়া থাকেন।" "ব্রহ্ম সমস্ত শরীররূপ পুরে শয়ান আছেন বলিয়া পুরুষ ও পুরিশয় নামে অভিহিত হন।" অথবা যেমন শালগ্রামযন্ত্রে বিষ্ণুর সম্যক্ সন্নিধান আছে, সেইরূপ, এই জীবপুরে ব্রহ্মের সম্যক্ সন্নিধান (অধিক প্রকাশ বা অধিক অভিব্যক্তি) আছে; সুতরাং

এবাস্মিন্ ব্রহ্ম সন্নিহিতমুপলক্ষ্যতে। যথা শালগ্রামে বিষ্ণুঃ সন্নিহিত ইতি, তদ্বৎ। "তদ্যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি চ কর্ম্মণামন্তবৎ-ফলত্বমুক্ত্বা, "অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" প্রকৃত-দহরাকাশবিজ্ঞানস্যানন্তফলত্বং বদন্ পরাত্মত্বমস্য সূচয়তি।

যদপ্যেতদুক্তং, ন দহরস্যাকাশস্যান্বেষ্টব্যত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বঞ্চ শ্রুতং, পরবিশেষণত্বেনোপাদানাদিতি, অত্র ব্রূমঃ। যদ্যাকাশো নান্বেষ্টব্যত্বেনোক্তঃ স্যাৎ, "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্ত-র্হৃদয় আকাশঃ" ইত্যাদ্যাকাশস্বরূপপ্রদর্শনং নোপযুজ্যেত। নন্বে-তদপ্যন্তর্ব্বর্ত্তি-বস্তুসদ্ভাবদর্শনায়ৈব প্রদর্শ্যতে, "তঞ্চেদ্ ব্রূয়ুঃ, যদিদ-মস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ,

---

"যদপ্যেতৎ" ইতি। অনুভাষিতং দূষয়তি।—"অত্র ব্রূমঃ" ইতি। যদ্যাকাশাধারমন্যদ-ন্বেষ্টব্যং ভবেৎ, তদেবোপরিব্যুৎপাদনীয়ম্ আকাশব্যুৎপাদনন্তু কোপযুজ্যতে ইত্যর্থঃ চোদয়তি।—"নন্বেতদপি" ইতি। আকাশকথনমপি তদন্তর্ব্বর্ত্তিবস্তুসদ্ভাবপ্রদর্শনায়ৈব

ইহাকে ব্রহ্মপুর বলা হইয়াছে। [তদ্যথ...সূচয়তি] শ্রুতি—"যেমন কর্ম্মজনিত ভোগ ও ভোগ্য বস্তু নশ্বর, সেইরূপ, পুণ্যজনিত ভোগ এবং ভোগ্যও নশ্বর", এই-রূপে কর্ম্মফলের নশ্বরতা দেখাইয়া পশ্চাৎ "যে পুরুষ জীবদ্দশায় আত্ম-সাক্ষাৎ-কার করিয়া শরীর ত্যাগ করে, সে সত্যকাম হয় ও সকল লোকে স্বেচ্ছাচার প্রাপ্ত হয় (অণিমাদি-ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়)", এইরূপ এইরূপ বাক্যে দহরাকাশ জ্ঞানের অনন্তফল বর্ণনপূর্ব্বক দহরাকাশের ব্রহ্মত্ব দেখাইয়াছেন।

[যদ...যুজ্যেত] বলিয়াছিলে, দহর-বাক্যে পর-শব্দ আছে, আর পর শ্রুতি জীবকে জানিতে বলিয়াছে, দহরাকাশ বিচার করিতে বলে নাই, জানিতে বা ধ্যান করিতে বলে নাই, ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ বাক্যে আকাশ যদি অন্বেষ্টব্য-রূপে কথিত না হইত, তাহা হইলে শ্রুতি "এই আকাশ যৎস্বরূপ, অন্তরাকাশও তৎস্বরূপ, এইরূপ উপমান বাক্যের দ্বারা আকাশের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেন না। [নন্বেতদ...পন্নতে] যদি বল, শ্রুতি তদন্তর্গত (আকাশান্তর্গত) বস্তুবিশেষ দেখাইবার জন্য বা ধ্যান করাইবার জন্য ঐরূপ বলিয়াছেন ; কেন-না, শ্রুতি "এই ব্রহ্মপুরে দহর পদ্ম, তন্মধ্যে দহরাকাশ, এই দহরাকাশে কি আছে—যাহা জানিতে হইবে ? ধ্যান করিতে হইবে ?" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পশ্চাৎ

কিং তদত্র বিদ্যতে, যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্" ইত্যাক্ষিপ্য পরিহারাবসরে আকাশৌপম্যোপক্রমেণ দ্যাবাপৃথিব্যাদীনামন্তঃসমাহিতত্বদর্শনাৎ।

নৈতদেবম্। এবং হি সতি যদন্তঃসমাহিতং দ্যাবাপৃথিব্যাদি, তদন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চোক্তং স্যাৎ। তত্র বাক্যশেষো নোপপদ্যেত। "অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ, এষ আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যনেন প্রকৃতং তৎ দ্যাবাপৃথিব্যাদি-সমাধানাধারমাকাশমাকৃষ্য, "অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" ইতি

অথাকাশপরমেব কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ। "তং চেদ্ ব্রূয়ুঃ" ইতি। আচার্য্যেণ হি দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুপদিষ্টে, অন্তেবাসিনা আক্ষিপ্তং—কিং তদত্র বিদ্যতে,যদন্বেষ্টব্যম্? পুণ্ডরীকমেব তাবৎ সূক্ষ্মতরং, তদবরুদ্ধমাকাশং সূক্ষ্মতমম্, তস্মিন্ সূক্ষ্মতমে কিমপরমস্তি? নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তৎ কিমন্বেষ্টব্যমিতি। তদস্মিন্নাক্ষেপে পরিসমাপ্তে সমাধানাবসর আচার্য্যস্যাকাশোপমানোপক্রমং বচঃ,—উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী সমাহিতে ইতি। তস্মাৎ পুণ্ডরীকাবরুদ্ধাকাশাশ্রয়ে দ্যাবাপৃথিব্যাবেবান্বেষ্টব্যে উপদিষ্টে নাকাশ ইত্যর্থঃ।

পরিহরতি।—"নৈতদেবম্"। "এবং হি" ইতি। স্যাদেতৎ। এবমেবৈতন্নো খল্বভ্যুপগমা এব দোষত্বেন চোদ্যন্তে, ইত্যত আহ—"তত্র বাক্যশেষঃ" ইতি। বাক্যশেষো হি দহরাকাশাত্মবেদনস্য ফলবত্ত্বং ব্রূতে, যচ্চ ফলবৎ, তৎ কর্ত্তব্যতয়া চোদ্যতে, যচ্চ কর্ত্তব্যং, তদিচ্ছতীতি তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি দহরাকাশবিষয়মবতিষ্ঠতে। স্যাদেতৎ। দ্যাবাপৃথিব্যাবেবাত্মানৌ ভবিষ্যতঃ, তাভ্যামেবাত্মা লক্ষয়িষ্যতে, আকাশশব্দবৎ। ততশ্চাকাশাধারৌ তাবেব পরামৃশ্যেতে, ইত্যত আহ।—"অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ" প্রতিষ্ঠিতাঃ, "এষ আত্মাপহতপাপ্মা" ইতি। "অনেন প্রকৃতং দ্যাবাপৃথিবীসমাধানাধারমাকাশমাকৃষ্য"। দ্যাবাপৃথিব্যাদ্যভিধানব্যবহিতমপীতি শেষঃ। নন্বু সত্যকামজ্ঞানস্যৈতৎ ফলং, তদনন্তর-.

তাহারই সিদ্ধান্তস্থলে আকাশের তুলনা দিয়া বলিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্যাবা-পৃথিবী (জগৎ) আছে।

এ ব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও আমরা বলি, শ্রুতি ঐরূপ বলেন নাই। ঐরূপ বলিলে, তদন্তর্গত দ্যাবাপৃথিবীরই অর্থাৎ জগতেরই অন্বেষ্টব্যতা বলিতে হয়, এবং জগতের অন্বেষ্টব্যতা (ধ্যেয়ত্ব) বলিতে গেলে শেষবাক্য সকল অসংগত হইয়া পড়ে। [অস্মিন্...ইতি] শ্রুতি স্বর্গমর্ত্ত্যের আধারস্বরূপ আকাশকে "সকল কামনা ইঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত, ইনি নিষ্পাপ," এইরূপ উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ "যে ইঁহাকে ধ্যান করে, জানে, সে তদাশ্রিত সমুদায় কামনা প্রাপ্ত হয়।" এইরূপ বলিয়াছেন। এই শেষবাক্যে জানা যায়, শ্রুতি ঐ বাক্যে সর্ব্বকামনার আশ্রয়

সমুচ্চয়ার্থেন চ-শব্দেনাত্মানঞ্চ কামাধারমাশ্রিতাংশ্চ কামান্ বিজ্ঞেয়ান্ বাক্যশেষো দর্শয়তি। তস্মাদ্বাক্যোপক্রমেঽপি দহর এবাকাশো হৃদয়পুণ্ডরীকাধিষ্ঠানঃ সহান্তঃস্থৈঃ সমাহিতৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ সত্যৈশ্চ কামৈর্ব্বিজ্ঞেয় উক্ত ইতি গম্যতে। স চোক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ পরমেশ্বর ইতি ॥ ১ । ৩ । ১৪ ॥

গতি-শব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥১।৩।১৫*

দহরঃ পরমেশ্বর উত্তরেভ্যো হেতুভ্য ইত্যুক্তম্। ত এবোত্তরে হেতব ইদানীং প্রপঞ্চ্যন্তে। ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরঃ, যস্মাৎ দহরবাক্যশেষে পরমেশ্বরস্যৈব প্রতিপাদকৌ গতিশব্দৌ ভবতঃ। "ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি"

নির্দ্দেশাৎ, ন তু দহরাকাশবেদনস্য, ইত্যত আহ।—"সমুচ্চয়ার্থেন চ-শব্দেন" ইতি। অস্মিন্ কামা ইতি চ, এষ ইতি চৈকবচনান্তং ন দ্বে দ্যাবাপৃথিব্যৌ পরামৃষ্টুমর্হতীতি দহরাকাশ এব পরামৃষ্টব্য ইতি সমুদায়ার্থঃ। তদনেন ক্রমেণ তস্মিন্ যদন্তরিত্যত্র তচ্ছব্দোঽনন্তরমপ্যাকাশমতিলঙ্ঘ্য হৃৎপুণ্ডরীকং পরামৃশতীত্যুক্তং ভবতি। তস্মিন্ হৃৎপুণ্ডরীকে যদন্তরাকাশং, তদন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥১।৩।১৪॥

উত্তরেভ্য ইত্যস্য প্রপঞ্চঃ। এতমেব দহরকাশং প্রক্রম্য বতাহো বষ্টমিদং বর্ত্ততে জন্তূনাং তত্ত্বাববোধবিকলানাং—যদেভিঃ স্বাধীনমপি ব্রহ্ম ন প্রাপ্যতে। তদ্‌যথা, চিরন্তননিরূঢ়নিবিড়মলাপিহিতানাং কলধৌতশকলানাং পথি পতিতানামুপর্য্যুপরি সঞ্চরদ্ভিরপি পান্থৈর্নায়দ্ভির্গ্রাবখণ্ডনিবহবিভ্রমেণৈতানি নোপাদীয়ন্তে—ইত্যভিসন্ধিমতী সাদ্ভুতমিব সখেদমিব শ্রুতিঃ প্রবর্ত্ততে 'ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহ-

---

পরমাত্মাকেই জানিতে ও উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। [তস্মাদ্… ইতি] ঐ সকল বাক্যের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, শ্রুতি উপক্রম-বাক্যেও হৃৎপদ্মাধিষ্ঠানে অন্তঃস্থ দ্যাবা-পৃথিবীর সহিত সত্যকামত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট দহরাকাশ জানিতে বলিয়াছেন, এবং সেই বিজ্ঞেয় দহরাকাশ প্রদর্শিত কারণে পরমেশ্বরই ॥১।৩॥১৪॥

১৪শ সূত্রে বলা হইয়াছে, দহরাকাশ পরমেশ্বর, এ তথ্য পশ্চাদুক্ত (বাক্যশেষে কথিত) হেতুসমূহের দ্বারা জানা যায়। এক্ষণে সেই হেতুসমূহ এই ১৫শ সূত্রে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। [ইতশ্চ…গময়তি] দহর অর্থ পরমেশ্বর, এরূপ বলিবার কারণ এই যে, ঐ প্রস্তাবের শেষে পরমেশ্বর-প্রতিপাদক গতি ও শব্দ আছে। যথা—"এ

---

* গতেঃ শব্দাচ্চেতি চ্ছেদঃ। দহরবাক্যশেষে দহরস্য জীবগম্যত্বকথনাৎ দহরং প্রতি ব্রহ্মলোকশব্দস্য চ প্রয়োগাৎ দহরঃ পরমেশ্বর ইতি গম্যতে। 'তথাহি দৃষ্টং জীবানামহরহর্ব্রহ্মগমনং শ্রুত্যন্তরে চ দৃষ্টং জ্ঞাতম্। লিঙ্গমপি, তদেব দর্শনং দহরস্য ব্রহ্মত্বে লিঙ্গং গমকমিতি সূত্রার্থঃ।—

দহরবাক্যের শেষে দহরকে ব্রহ্মলোক ও জীবপ্রাপ্য বলা হইয়াছে। অন্য শ্রুতিতেও দৈনন্দিন

ইতি। তত্র প্রকৃতং দহরং ব্রহ্মলোকশব্দেনাভিধায় তদ্বিষয়া গতিঃ প্রজাশব্দবাচ্যানাং জীবানামভিধীয়মানা দহরস্য ব্রহ্মতাং গময়তি। তথাহি অহরহর্জীবানাং সুষুপ্ত্যবস্থায়াং ব্রহ্মবিষয়ং গমনং দৃষ্টং শ্রুত্যন্তরে, "সতা সোম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি" ইত্যেবমাদৌ। লোকেঽপি কিল গাঢ়-সুষুপ্তমাচক্ষতে—ব্রহ্মীভূতো ব্রহ্মতাং গত ইতি। তথা ব্রহ্মলোকশব্দোঽপি প্রকৃতে দহরে প্রযুজ্যমানো জীব-ভূতাকাশশঙ্কাং নিবর্ত্তয়ন্ ব্রহ্মতামস্য গময়তি।

নন্বু কমলাসনলোকমপি ব্রহ্মলোকশব্দো গময়েৎ। গময়েদ্ যদি

র্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি" ইতি। স্বাপকালে হি সর্ব্ব এবায়ং বিদ্বানবিদ্বাংশ্চ জীবলোকো হৃৎপুণ্ডরীকাশ্রয়ং দহরাকাশাখ্যং ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তোঽপ্যনাদ্যবিদ্যা-তমঃপটলপিহিতদৃষ্টিতয়া ব্রহ্মভূয়মাপন্নোঽহমস্মীতি ন বেদ, সোঽয়ং ব্রহ্মলোকশব্দস্তদ্গতিশ্চ প্রত্যহং জীবলোকস্য দহরাকাশস্যৈব ব্রহ্মরূপলোকতামাহতুঃ। তদেতদাহ ভাষ্যকারঃ—ইতশ্চ পরমেশ্বর এব দহরো যস্মাদ্দহরবাক্যশেষে"ইতি। তদনেন গতিশব্দৌ ব্যাখ্যাতৌ। "তথাহি দৃষ্টম্" ইতি সূত্রাবয়বং ব্যাচষ্টে। "তথা হ্যহরহর্জ্জীবানাম্" ইতি। বেদে চ লোকে চ "দৃষ্টম্"। যদ্যপি সুষুপ্তস্য ব্রহ্মভাবে লৌকিকং ন প্রমাণান্তরমস্তি, তথাপি তত্র বৈদিকীমেব প্রসিদ্ধিং স্থাপয়িতুমুচ্যতে—ঈদৃশী নামেয়ং বৈদিকী প্রসিদ্ধির্যল্লোকেঽপি গীয়তে ইতি। যথা শ্রুত্যন্তরে যথা চ লোকে, তথেহ ব্রহ্মলোকশব্দোঽপীতি যোজনা।

'লিঙ্গঞ্চ' ইতি সূত্রাবয়বব্যাখ্যানং চোদ্যমুখেনাবতারয়তি।—"নন্বু কমলাসনলোকমপি" ইতি। পরিহরতি।—"গময়েদ্যদি ব্রহ্মণো লোকঃ" ইতি। অত্র

সমস্ত প্রজাই প্রত্যহ ব্রহ্মলোক (দহরাকাশ) প্রাপ্ত হয়, অথচ তাহা জানে না।" এই :বাক্যে 'দহর'কে ব্রহ্মলোক বলা হইয়াছে, এবং তাহাতে প্রজাশব্দবাচ্য জীবের গতিও বলা হইয়াছে। (গতি=প্রাপ্তি, পাওয়া)। এই উক্তির দ্বারা প্রতীত হয়, দহরাকাশ ব্রহ্ম। [তথা…গময়তি] অন্য শ্রুতিতেও দৈনন্দিন সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মগতি (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি) কথিত হইয়াছে। যথা—"হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো, জীব সেই সময়ে (সুষুপ্তিকালে) সৎসম্পন্ন হয়।" (সৎ= ব্রহ্ম)। প্রগাঢ়-সুপ্ত পুরুষকে দেখিলে "এ ব্যক্তি ব্রহ্ম হইয়াছে, ব্রহ্ম পাইয়াছে" এরূপ বলিবার প্রথাও আছে। দহরকে ব্রহ্মলোক বলায় তাহার জীবত্ব ও ভূতাকাশত্ব উভয়ই নিরাকৃত হইয়াছে, এবং তাহার ব্রহ্মভাবও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

[নন্বু…কল্পয়িতুম্] ব্রহ্মলোক শব্দে পদ্মযোনি ব্রহ্মার সত্য-লোক বুঝিতে পারিতে, যদি ব্রহ্মার লোক, এরূপ ষষ্ঠী-সমাস গৃহীত হইত। তাহা হয় নাই

ব্রহ্মণো লোক ইতি ষষ্ঠীসমাসবৃত্ত্যা ব্যুৎপাদ্যেত। সামানাধিকরণ্য-বৃত্ত্যা তু ব্যুৎপাদ্যমানো ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোক ইতি পরমেব ব্রহ্ম গময়িষ্যতি। এতদেব চাহরহর্ব্রহ্মলোকগমনং ব্রহ্মলোক-শব্দস্য সামানাধিকরণ্যবৃত্তিপরিগ্রহে লিঙ্গম্। নহ্যহরহরিমাঃ প্রজাঃ কার্য্যব্রহ্মলোকং সত্যলোকাখ্যং গচ্ছন্তীতি শক্যং কল্পয়িতুম্॥ ১। ৩। ১৫॥

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ॥১।৩।১৬॥ *

ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ। কথম্? দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি হি প্রকৃত্য আকাশৌপম্যপূর্ব্বকং তস্মিন্

তাবন্নিষাদস্থপতিন্যায়েন ষষ্ঠীসমাসাৎ কর্ম্মধারয়ো বলীয়ানিতি স্থিতমেব, তথাপীহ ষষ্ঠীসমাসনিরাকরণেন কর্ম্মধারয়স্থাপনায় লিঙ্গমপ্যধিকমস্তীতি তদপ্যুক্তং সূত্রকারেণ। তথাহি লোকবেদপ্রসিদ্ধাহরহর্ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যভিধানমেব লিঙ্গং কমলাসনলোকপ্রাপ্তের্ব্বিপক্ষসম্ভবাৎ ব্যাবর্ত্তমানং ষষ্ঠীসমাসশঙ্কাৎ ব্যাবর্ত্ত্যৎ দহরাকাশপ্রাপ্তাবেবাবতিষ্ঠতে। ন চ দহরাকাশো ব্রহ্মণো লোকঃ, কিন্তু তদ্ব্রহ্মেতি ব্রহ্ম চ তল্লোকশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ সিদ্ধো ভবতি। লোক্যত-ইতি লোকঃ। হৃৎপুণ্ডরীকস্থঃ খল্বয়ং লোক্যতে। যৎ খলু পুণ্ডরীকস্থমন্তঃকরণং, তস্মিন্ বিশুদ্ধে প্রত্যাহৃতেতরকরণানাং যোগিনাং নির্ম্মল ইবোদকে চন্দ্রমসো-বিম্বমতিস্বচ্ছং চৈতন্যং জ্যোতিঃস্বরূপং ব্রহ্মাবলোক্যত ইতি॥ ১। ৩। ১৫॥

সৌত্রো ধৃতিশব্দো ভাববচনং। ধৃতেশ্চ পরমেশ্বর এব দহরাকাশঃ। অস্য

ব্রহ্মরূপ লোক, এইরূপ সমাসই গৃহীত হইয়াছে। প্রত্যহ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি, ব্রহ্ম-লোকে গমন, এই উক্তিই শেষোক্ত-সমাস-গ্রহণের হেতু এবং ঐ উক্তির দ্বারাই কমলাসনের সত্যলোক ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। জীব প্রতিদিনই সত্যলোকে গমন করে, সত্যলোক পায়, এ কথা কল্পনারও অযোগ্য॥ ১। ৩। ১৫॥

ধৃতি অর্থাৎ জগৎ-ধারণ। জগৎ-ধারণরূপ হেতুর দ্বারাও দহর পরমেশ্বর। কিরূপ ধৃতি? বলিতেছি। শ্রুতি "এতন্মধ্যে দহরাকাশ" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া তাহাকে আবার বাহ্যাকাশের সহিত তুলিত করিয়া, সে আকাশে সর্ব্ব-জগতের অবস্থান উপদেশ করিয়া, তাহাকেই আত্মা নাম প্রদান করিয়াছেন এবং পাপাস্পর্শিত্ব প্রভৃতি গুণ বা ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া, অবশেষে প্রস্তাব-সমাপ্তির পূর্ব্বে

* ধৃতির্ধারণং, তস্মাৎ। জগদ্ধারণাৎ অপি কারণাৎ দহরস্য পরমেশ্বরত্বম্। অস্য ধৃতিরূপস্য নিয়মস্য চ মহিম্নঃ অস্মিন্ পরমেশ্বরে শ্রুত্যন্তর উপলব্ধেঃ জগদ্ধারণং পারমেশ্বরমেব কর্ম্ম ইতি শ্রুত্যন্তরেঽপি লভ্যত ইতি সূত্রপদানামর্থঃ।

দহরকর্ত্তৃক জগৎ ধৃত আছে, এ কথাতেও দহর ব্রহ্ম। অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন, জগদ্বিধারণ পরমেশ্বরেরই মহিমা, অন্যের নহে।

সর্ব্বসমাধানমুক্ত্বা তস্মিন্নেব চাত্মশব্দং প্রযুজ্যাপহতপাপ্‌মত্বাদিগুণ-যোগঞ্চোপদিশ্য, তমেবানতিবৃত্তপ্রকরণং নির্দ্দিশতি, "অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইতি। তত্র বিধৃতিরিত্যাত্মশব্দসামানাধিকরণ্যাদ্বিধারয়িতোচ্যতে, ক্তিচঃ কর্ত্তরি স্মরণাৎ। যথোদকসন্তানস্য বিধারয়িতা লোকে সেতুঃ ক্ষেত্র-সম্পদামসম্ভেদায়, এবময়মাত্মা এষামধ্যাত্মাদিভেদভিন্নানাং লোকানাং বর্ণাশ্রমাদীনাঞ্চ বিধারয়িতা সেতুরসম্ভেদায়াসঙ্করায়েতি।

এবমিহ প্রকৃতে দহরে বিধরণলক্ষণং মহিমানং দর্শয়তি। অয়ঞ্চ মহিমা পারমেশ্বর এব শ্রুত্যন্তরাদুপলভ্যতে "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদেঃ। তথান্যত্রাপি নিশ্চিতে পরমেশ্বরবাক্যে শ্রূয়তে "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়" ইতি। এবং ধৃতেশ্চ হেতোঃ পরমেশ্বর এবায়ং দহরঃ ॥ ১ । ৩ । ১৬ ॥

ধারণলক্ষণস্য মহিম্নোঽস্মিন্নেবেশ্বর এব শ্রুত্যন্তরেষূপলব্ধেঃ। নিগদব্যাখ্যানমস্য ভাষ্যম্ ॥ ১ । ৩ । ১৬ ॥

বলিয়াছেন যে, "যিনি আত্মা, তিনিই এই সমুদায় লোকের বিধারক—সাঙ্কর্য্য-নিবারক সেতু।" [তত্র···রায়েতি] "সেই এই আত্মাই বিধৃতি।" এরূপ অভেদ নির্দ্দেশের সামর্থ্যে বিধৃতি-শব্দের অর্থ বিধারক। যেমন লৌকিক সেতু (ক্ষেত্রের আলি) ক্ষেত্র-সমূহে অসাঙ্কর্য্যার্থ অর্থাৎ মিশ্রণ-নিবারণার্থ জলসমূহের বিধারক (এক খেতের জল অন্য খেতে যাইতে দেয় না, ধরিয়া রাখে), তেমনি এই আত্মাও লোকসমূহের ও বর্ণাশ্রমাদির অসঙ্করার্থ বিধারক। (অসঙ্কর=অমিশ্রণ, বিশৃঙ্খল না হওয়া। বিধারক=যাদৃচ্ছিক গতির নিরোধকর্ত্তা অর্থাৎ আত্মাই জগতের নিয়ম-পরিপাটী রক্ষা করিতেছেন, বিশৃঙ্খল হইতে দিতেছেন না)।

[এবমিহ·· দহরঃ] প্রদর্শিত শ্রুতিতে দহরাকাশের বিধরণরূপ মহিমা কথিত হইয়াছে, কিন্তু অন্য শ্রুতিতে দেখা যায়, ঐ মহিমা (বিধরণ) পরমেশ্বরের। যথা—"হে গার্গি, এই অক্ষরের (পরমেশ্বরের) শাসনে চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত আছে।" এ কথা অন্য শ্রুতির পরমেশ্বর-প্রস্তাবেও আছে। যথা—"ইনিই সমুদয় লোকের ঈশ্বর, ভূতনিচয়ের অধিপতি, ভূতপরিপালক এবং সমুদয় লোকের সাঙ্কর্য্যনিবারক বিধারক সেতুস্বরূপ।" এইরূপ এইরূপ শ্রুতি-যুক্তির দ্বারা স্থির হয় যে, শ্রুত্যুক্ত দহরাকাশ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই নহে॥ ১ । ৩ । ১৬ ॥

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১ । ৩ । ১৭ ॥*

ইতশ্চ পরমেশ্বর এব "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" ইত্যুচ্যতে। যৎকারণমাকাশশব্দঃ পরমেশ্বরে প্রসিদ্ধঃ।—আকাশো বৈ নাম-রূপয়োর্নির্ব্বহিতা", "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ইত্যাদিপ্রয়োগদর্শনাৎ। জীবে তু ন ক্বচিদাকাশশব্দঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। ভূতাকাশস্তু সত্যামপ্যাকাশশব্দপ্রসিদ্ধৌ উপমানোপমেয়ভাবাদ্যসম্ভবান্ন গ্রহীতব্য ইত্যুক্তম্ ॥ ১ । ৩ ১৭ ॥

ন চেয়মাকাশশব্দস্য ব্রহ্মণি লক্ষ্যমাণবিভুত্বাদিগুণযোগাদ্বৃত্তিঃ সাম্প্রতিকী, যথা রথাঙ্গনামা চক্রবাক ইতি লক্ষণা, কিন্তু অত্যন্তনিরূঢ়েতি সূত্রার্থঃ। যে তু আকাশশব্দো ব্রহ্মণ্যপি মুখ্য এব নভোবদিত্যাচক্ষতে, তৈরন্যায়শ্চানেকার্থত্বমিতি চ, অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ ইতি চ মীমাংসকানাং মুদ্রাভেদঃ কৃতঃ। লভ্যতে হ্যাকাশশব্দাৎ বিভুত্বাদিগুণযোগেনাপি ব্রহ্ম। ন চ ব্রহ্মণ্যেব মুখ্যো নভসি তু তেনৈব গুণযোগেন বর্ত্তস্যতীতি বাচ্যম্। লোকাধীনাবধারণত্বেন শব্দার্থসম্বন্ধস্য বৈদিকপদার্থপ্রত্যয়স্য তৎপূর্ব্বকত্বাৎ। ননু 'যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ' ইতি ব্যতিরেকনির্দ্দেশান্ন লক্ষণা যুক্তা। নহি ভবতি গঙ্গায়াঃ কূলে বিবক্ষিতে গঙ্গায়া গঙ্গেতি প্রয়োগঃ। তৎ কিমিদানীং "পৌর্ণমাস্যাং পৌর্ণমাস্যা যজেত, অমাবাস্যায়ামমাবাস্যয়া" ইত্যসাধুর্বৈদিকঃ প্রয়োগঃ। ন চ পৌর্ণমাস্যমাবাস্যাশব্দাবাগ্নেয়াদিষু মুখ্যৌ। যচ্চোক্তং, যত্র শব্দার্থপ্রতীতিস্তত্র লক্ষণা, যত্র পুনরন্যতোঽর্থে নিশ্চিতে শব্দপ্রয়োগঃ, তত্র বাচকত্বমেবেতি, তদযুক্তম্ উভয়স্যাপি ব্যভিচারাৎ। "সোমেন যজেত" ইতি শব্দাদর্থঃ প্রতীয়তে। ন চাত্র কস্যচিল্লাক্ষণিকত্বমৃতে বাক্যার্থাৎ। ন চ 'য এবং বিদ্বান্ পৌর্ণমাসীং যজতে, য এবং বিদ্বানমাবাস্যাম্' ইত্যত্র পৌর্ণমাস্যমাবাস্যাশব্দৌ ন লাক্ষণিকৌ। তস্মাৎ যৎ কিঞ্চিদেতদিতি ॥ ১ । ৩ । ১৭ ॥

দহরাকাশ যে পরমেশ্বর, এ কথা বলিবার অন্য হেতুও আছে। হেতু এই যে, আকাশ-শব্দ শাস্ত্রমধ্যে পরমেশ্বর অর্থেই প্রসিদ্ধ। সেই শাস্ত্রীয় প্রসিদ্ধির বলে দহরাকাশকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে। যথা—"আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বাহক—নির্ব্বাহকর্ত্তা, এ সমস্ত ভূত (অন্য বস্তু) আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।" (নামরূপাত্মক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়--কর্ত্তার নাম আকাশ, এ আকাশ পরমেশ্বর ব্যতীত ভূতাকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই,) কি লোকে, কি বেদে, কোথাও জীব-বিষয়ে আকাশ শব্দের প্রয়োগ নাই, অর্থাৎ জীবকে কেহ আকাশ বলে না। ভূতাকাশ আকাশ-নামে প্রসিদ্ধ হইলেও উপমান-উপমেয়-ভাবের সংগতির জন্য ভূতাকাশ অর্থ অবশ্যই পরিত্যাজ্য ॥ ১ ৩ । ১৭ ॥

---

* ব্রহ্মণ্যাকাশ-শব্দস্য বিভুত্বগুণতঃ প্রসিদ্ধিরস্তি, তস্মাদপি কারণাৎ দহরাকাশো ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ।

শাস্ত্রে আকাশ-শব্দের পরমেশ্বর অর্থে প্রসিদ্ধি দেখা যায়; তদনুসারেও দহরাকাশ পরমেশ্বর।

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥১।৩।১৮॥*

যদি বাক্যশেষবলেন দহর ইতি পরমেশ্বরঃ পরিগৃহ্যেত; অস্তীতরস্যাপি জীবস্য বাক্যশেষে পরামর্শঃ, "অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মেতি হোবাচ" ইতি। অত্র হি সম্প্রসাদশব্দঃ শ্রুত্যন্তরে সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দৃষ্টত্বাদবস্থাবন্তং জীবং শক্নোত্যুপস্থাপয়িতুং, নার্থান্তরম্। তথা শরীরব্যপাশ্রয়স্যৈব জীবস্য শরীরাৎ সমুত্থানং সম্ভবতি। যথাকাশব্যপাশ্রয়াণাং বায়্বাদীনামাকাশাৎ সমুত্থানম্, তদ্বৎ।

যথা চাদৃষ্টোঽপি লোকে পরমেশ্বরবিষয় আকাশশব্দঃ পরমেশ্বরধর্ম্মসমভিব্যাহারাৎ "আকাশো বৈ নাম-রূপয়ো-

সম্যক্‌প্রসীদত্যস্মিন্ জীবো বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজনিতং কালুষ্যং জহাতীতি সুষুপ্তিঃ সম্প্রসাদো জীবস্যাবস্থাভেদঃ, ন ব্রহ্মণঃ। তথা শরীরাৎ সমুত্থানমপি শরীরাশ্রয়স্য জীবস্য, ন ত্বনাশ্রয়স্য ব্রহ্মণঃ। তস্মাৎ যথা পূর্ব্বোক্তৈর্ব্বাক্যশেষ-

[পূর্ব্বপক্ষ] যদি বাক্যশেষ দৃষ্টে দহর-শব্দের পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ কর, তবে, বাক্যশেষে জীবের বর্ণনাও আছে, তদ্দৃষ্টে জীব-অর্থও গ্রহণ করিতে পার। জীবের বর্ণনা যথা—"যে এই সম্প্রসাদ (সুষুপ্তি অবস্থান্বিত), যিনি এ শরীর হইতে উঠিয়া, এ শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া, পরম জ্যোতিঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয়-রূপে নিষ্পন্ন হন, তিনি এই আত্মা।" [অত্র···তদ্বৎ] অন্য শ্রুতিও সুষুপ্তি অবস্থাকে সম্প্রসাদ বলিয়াছেন। তদনুসারে এখানেও অবস্থাবান্ জীব বুঝিতে হইবে। আরও দেখ, জীব শরীরাশ্রিত; তদনুসারে জীবেরই শরীর হইতে উত্থান (উঠা) অর্থাৎ শরীরাভিমান ত্যাগ করা সুসম্ভব। আকাশাশ্রিত বায়ু প্রভৃতির আকাশ হইতে উঠা (আকাশ পরিত্যাগ) যদ্রূপ, শরীরাশ্রিত জীবের শরীর হইতে উঠাও তদ্রূপ।

[যথা···স্মৃতি] লোক-মধ্যে আকাশ-শব্দের পরমেশ্বর অর্থে প্রয়োগ না থাকিলেও "আকাশ নামরূপাত্মক জগতের নির্ব্বাহক।" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা শাস্ত্রমধ্যে আছে। ঐ সকল শাস্ত্রে কর্তৃত্বাদি ঐশ্বরিক ধর্ম্মের সঙ্গে আকাশ-শব্দের

* ইতরস্য জীবস্য পরামর্শাৎ বাক্যশেষেঽপ্যুক্তত্বাৎ সোঽপি দহরোভবিতুমর্হতীতি চেৎ মন্যসে, অসম্ভবাৎ হেতোঃ তন্ন মন্তব্যম্। বাক্যশেষোক্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা জীবে ন সম্ভবন্তীতি জীবো ন দহর ইতি ভাবঃ।

বাক্যশেষে যেমন পরমেশ্বরের কথন আছে, তেমনি জীবেরও কথন আছে, তাহা দেখিয়া দহর জীব, এরূপ ভাবিও না। কারণ এই যে, জীবে বাক্য-শেষোক্ত সমস্ত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হয় না।

নির্ব্বহিতা” ইত্যেবমাদৌ পরমেশ্বরবিষয়োঽভ্যুপগতঃ, এবং জীববিষয়োঽপি ভবিষ্যতি। তস্মাদিতরপরামর্শাৎ “দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ” ইত্যত্র স এব জীব উচ্যত ইতি চেৎ, নৈতদেবং স্যাৎ। কস্মাৎ? অসম্ভবাৎ। নহি জীবো বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিপরিচ্ছেদাভিমানী সন্নাকাশেনোপমীয়েত। নচ উপাধিধর্ম্মান্ অভিমন্যমানস্যাপহতপাপ্মত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সম্ভবন্তি। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতৎ প্রথমে সূত্রে, অতিরেকাশঙ্কা-পরিহারায় তু পুনরুপন্যস্তম্। পঠিষ্যতি চোপরিষ্টাৎ “অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ” (১।৩।২০) ইতি ॥ ১।৩।১৮ ॥

উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১। ১। ১৯ ॥ *

ইতরপরামর্শাদ্ যা জীবাশঙ্কা জাতা, সা অসম্ভবাৎ নিরাকৃতা।

গতৈর্লিঙ্গৈর্ব্রহ্মাবগম্যতে দহরাকাশঃ, এবং বাক্যশেষগতাভ্যামেব সম্প্রসাদসমুত্থানাভ্যাং দহরাকাশো জীবঃ কস্মান্নাবগম্যতে? তস্মান্নাস্তি বিনিগমনেতি শঙ্কার্থঃ। নাসম্ভবাৎ। সম্প্রসাদসমুত্থানাভ্যাং হি জীবপরামর্শো ন জীবপরঃ—কিন্তু তদীয়তাত্ত্বিকরূপ-ব্রহ্মভাবপরঃ। তথা চৈষ পরামর্শো ব্রহ্মণ এবেতি ন সম্প্রসাদসমুত্থানে জীবলিঙ্গম্, অপি তু ব্রহ্মণ এব তাদর্থ্যাদিত্যগ্রে বক্ষ্যতে। আকাশোপমানাদয়স্তু ব্রহ্মাব্যভিচারিণশ্চ ব্রহ্মপরাশ্চেত্যস্তি বিনিগমনেত্যর্থঃ ॥ ১। ৩।১৮ ॥

দহরাকাশমেব প্রকৃত্যোপাখ্যায়তে।—যমাত্মানমন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকা-

---

পাঠ থাকায়, কথিত হওয়ায়, যেমন ঈশ্বর অর্থ পরিগৃহীত হয়, তেমনি, জীবধর্ম্মের সহপাঠে জীব অর্থও গৃহীত হইতে পারে। [তস্মা…সম্ভবাৎ] এ পূর্ব্বপক্ষ নিতান্ত অসম্ভব অর্থাৎ উক্ত কারণে দহরাকাশকে জীববোধক বলা অসম্ভব। কারণ এই যে, জীবে তাদৃশ ধর্ম্মের সমাবেশ হয় না, অসম্ভব হইয়া পড়ে। [ন হি…ইতি] জীব বুদ্ধিপরিচ্ছিন্ন, বুদ্ধ্যভিমানী, কিপ্রকারে সে আকাশের দ্বারা উপমিত হইতে পারে? উপাধিধর্ম্মের (বুদ্ধিধর্ম্মের) অভিমান পরিত্যাগ ব্যতীত কিরূপে তাহাতে নিষ্পাপত্বাদি ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে? এ সকল কথা প্রথম সূত্রে বলা হইলেও অধিকোক্তিজনিত শঙ্কা নিবারণার্থ পুনর্ব্বার বলা হইল। এ কথা সূত্রকারও পরে বলিবেন ॥ ১। ৩। ১৮ ॥

সূত্রকার পূর্ব্বসূত্রে, জীবে বাক্যশেষোক্ত ধর্ম্মের অসম্ভব দেখাইয়া দহরা-

---

* তু-শব্দঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। উত্তরাৎ বাক্যশেষস্থপ্রাজাপত্যাৎ বাক্যাৎ চেৎ যদি পারমেশ্বরধর্ম্মাসম্ভবেন জীবাশঙ্কা স্যাৎ, তন্নিরসনীয়ম্। যতস্তত্রাপি আবির্ভূতস্বরূপো জীবো বিবক্ষ্যতে। আবির্ভূতং স্বরূপমস্য ইতি বিগ্রহঃ। অবস্থাত্রয়বিলাপনেন আবির্ভূতং মহাবাক্যজনিত-বৃত্ত্যভি-

অথেদানীং মৃতস্যেবামৃতসেকাৎ পুনঃ সমুত্থানং জীবাশঙ্কায়াঃ ক্রিয়তে—উত্তরস্মাৎ প্রাজাপত্যাদ্বাক্যাৎ। তত্র হি, "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যপহতপাপ্মত্বাদিগুণকমাত্মানমন্বেষ্টব্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যঞ্চ প্রতিজ্ঞায়, "য এযোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মা" ইতি ব্রুবন্নক্ষিস্থং দ্রষ্টারং জীবমাত্মানং নির্দ্দিশতি, "এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" ইতি চ তমেব পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্য, "য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মা" ইতি,

---

নাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, তমাত্মানং বিবিদিষন্তৌ সুরাসুররাজাবিন্দ্রবিরোচনৌ সমিৎপাণী প্রজাপতিং বরিবসিতুমাজগ্মতুঃ। আগত্য চ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি তৎপরিচরণপরৌ ব্রহ্মচর্য্যমূষতুঃ। অথৈতৌ প্রজাপতিরুবাচ, কিংকামাবিহস্থৌ যুবামিতি। তাবূচতুঃ। য আত্মাপহতপাপ্মা, তমাবাং বিবিদিষাব ইতি। ততঃ প্রজাপতিরুবাচ। য এষোঽক্ষণি পুরুষো দৃশ্যতে, এষ আত্মা অপহতপাপ্মত্বাদিগুণঃ, যদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বলোক-কামাবাপ্তিঃ। এতদমৃতমভয়ম্। অথৈতৎ শ্রুত্বৈতাবপ্রক্ষীণকল্মষাবরণতয়া ছায়াপুরুষং জগৃহতুঃ। অথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু দৃশ্যতে, যশ্চাদর্শে, যশ্চ খড়্গাদৌ, কতম এতেষ্বসৌ, অথৈবক এব সর্ব্বেষ্বিতি। তমেতয়োঃ

কাশের জীবত্ব নিষেধ করিয়াছেন; এ সূত্রে পুনর্ব্বার বাক্যশেষস্থ প্রজাপতি-বাক্যের দ্বারা জীবাশঙ্কা উত্থাপন করতঃ প্রজাপতিবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়পূর্ব্বক দহরাকাশের ব্রহ্মত্ব স্থাপন করিতেছেন। (পূর্ব্বপক্ষ)। [তত্র·· ব্রহ্মেতি] প্রজাপতি ইন্দ্রকে "আত্মা নিষ্পাপ নির্লেপ, তিনিই অন্বেষণীয়, তিনিই বিজ্ঞাতব্য" এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ "চক্ষুতে এই যে, পুরুষ দেখা যাইতেছে, ইনিই তোমার আত্মা।" এইরূপ বলিয়াছেন। এ কথা জাগ্রদবস্থাপন্ন জীবের বোধক, জীবকেই চক্ষুস্থ পুরুষ বলা হইয়াছে। (চক্ষুঃ= চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। তৎস্থ দ্রষ্টা=জীব। কেন-না, জীব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া বিষয় দর্শন করেন। যখন তিনি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া অথবা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় দর্শন করেন, তখন তাঁহার জাগ্রদবস্থা)। অনন্তর, "এই আত্মার কথা পুনর্ব্বার বলিতেছি, বুঝাইয়া দিতেছি" বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন "ইনিই স্বপ্নকালে বাসনাময় বিষয়ে পূজিত হন, ইনিই আত্মা।" (এ বাক্যে স্বপ্নাবস্থ জীব কথিত

ব্যক্তং স্বস্ব অনারোপিতং রূপং, অতএব আবির্ভূতস্বরূপো জীবো ব্রহ্ম, তদেব তত্র বিবক্ষিতমিতি যাবৎ। জ্ঞানেন জীবত্বস্য নিবৃত্তত্বাৎ পুংলিঙ্গনির্দ্দেশাসম্ভবেঽপি জ্ঞানাৎ পূর্ব্বং অবিদ্যাতৎ-প্রতিবিম্বিতস্বরূপং জীবত্বমভূদিতি কৃত্বা জ্ঞানানন্তরং ব্রহ্মাপি জীবনাম্নোচ্যত ইতি তাৎপর্য্যম্।

বাক্যশেষ দৃষ্টে দহরকে জীব বলাও যাইতে পারে, এ আশঙ্কা করিও না। কারণ এই যে, বাক্যশেষে প্রজাপতির বাক্য আছে। যে বাক্যে তুমি জীবাশঙ্কা করিতেছ, সে বাক্যের তাৎপর্য্য জীব নহে; ব্রহ্ম। জীবের স্বরূপাবির্ভাব ও ব্রহ্মভাব অভিন্ন কথা।

"তদ্‌যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যেষ আত্মা" ইতি চ জীবমেবাবস্থান্তরগতং ব্যাচষ্টে।

তস্যৈব চাপহতপাপ্মত্বাদি দর্শয়তি "এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" ইতি। "নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি" ইতি চ সুষুপ্তাবস্থায়াং দোষমুপলভ্য, "এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" "ইতি "নো এবান্যত্রৈতস্মা" ইতি চোপক্রম্য শরীরসম্বন্ধনিন্দাপূর্ব্বকমেব, সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ" ইতি জীবমেব শরীরাৎ সমুত্থিতমুত্তমং পুরুষং দর্শয়তি।

শ্রুত্বা প্রশ্নং প্রজাপতির্ব্বভাষে৷ সুদৃবমুদ্ভাস্তাবেতৌ, অস্মাভিরক্ষিস্থান আত্মোপদিষ্টঃ, এতৌ চ ছায়াপুরুষং প্রতিপন্নৌ, তদ্‌যদি যুবাং ভ্রান্তৌ স্থ ইতি ব্রূমঃ, ততঃ স্বাত্মনি সমারোপিতপাণ্ডিত্যবহুমানৌ বিমানিতৌ সন্তৌ দৌর্ম্মনস্যেন যথাবদুপদেশং ন গৃহ্নীয়াতাম্, ইত্যনয়োরাশয়মনুরুধ্য যথার্থং গ্রাহয়িষ্যাম ইত্যভিসন্ধিমান্ প্রত্যুবাচ। উদশরাব আত্মানমবেক্ষেথাম্, অস্মিন্ যৎ পশ্যথস্তদ্‌ব্রূতমিতি। তৌ চ দৃষ্ট্বা সন্তুষ্টহৃদয়ৌ নাব্রূতাম্। অথ প্রজাপতিরেতৌ বিপরীতগ্রাহিণৌ মা ভূতামিত্যাশয়বান্ পপ্রচ্ছ। কিমত্রাপশ্যতমিতি। তৌ হোচতুঃ। যথৈবাবামতিচিরব্রহ্মচর্য্য-চরণসমুপজাতায়ত-নখলোমাদিমন্তাবেবমাবয়োঃ প্রতিরূপকং নখলোমাদিমদুদশরাবেঽপশ্যাবেতি। পুনরেতয়োশ্ছায়াত্মবিভ্রমমপনিনীষুর্যথৈব হি ছায়াপুরুষ উপজনাপায়ধর্ম্মাভেদেনাবগম্যমান আত্মলক্ষণবিরহান্নাত্মা, এবমেবেদং শরীরং নাত্মা, কিন্তু ততোভিন্নমিত্যাশয়বান্ প্রজাপতিরুবাচ। সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ পরিষ্কৃতৌ ভূত্বা পুনরুদশরাবে পশ্যতমাত্মানম্, যচ্চাত্র পশ্যথস্তদ্‌ব্রূত-

---

হইয়াছে)। আবার বলিলেন, "যখন ঐ সুপ্ত পুরুষ সমস্ত হন অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপাররহিত হন, তখন এই ইন্দ্রিয়মালিন্যশূন্য আত্মা স্বপ্নকেও জানে না।" (ঐ বাক্যে সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন জীব কথিত হইয়াছে)। প্রজাপতি এতদ্রূপ অবস্থাবান্ জীবের উপদেশ করিয়া তাহারই পাপরাহিত্যাদি ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "ইহাই অমর, অভয় ও ব্রহ্ম।"

[নাহ……দর্শয়তি] প্রজাপতির এই তৃতীয় উপদেশেও ইন্দ্রের সংশয় হইয়াছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, "সুষুপ্তিকালে কোন জ্ঞানই থাকে না, অতএব কিরূপে তাহা আমার আত্মা হইল? অর্থাৎ তাহাই আমি, তাহাই আমার স্বরূপ, এ কথাটা কিরূপ হইল!" এদিকে প্রজাপতি দেখিলেন, সুষুপ্ত উপদেশেও দোষ আছে, আত্মা বুঝিবার ব্যাঘাত আছে, সুতরাং পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে প্রস্তাবিত আত্মার কথা পুনর্ব্বার বলিতেছি, বুঝাইয়া দিতেছি। এবার যাহা বলিব, তাহা আত্মা-ই, অন্য কিছু নহে, অর্থাৎ এবার আত্মাতিরিক্ত কিছু বলিব না।"

তস্মাদস্তি সম্ভবো জীবে পারমেশ্বরাণাং ধর্ম্মাণাম্। অতো দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতি জীব এবোক্ত ইতি চেৎ কশ্চিদ্ব্রূয়াৎ; তং প্রতিব্রূয়াদাবির্ভূতস্বরূপস্ত্বিতি।

তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। নোত্তরস্মাদপি বাক্যাদিহ জীবস্যাশঙ্কা সম্ভবতীত্যর্থঃ। কস্মাৎ? যতস্তত্রাপি আবির্ভূতস্বরূপো জীবো বিবক্ষ্যতে। আবির্ভূতং স্বরূপমস্যেত্যাবির্ভূতস্বরূপঃ। ভূতপূর্ব্বগত্যা জীববচনম্। এতদুক্তং ভবতি—"য

মিতি। তৌ চ সাধ্বলঙ্কৃতৌ সুবসনৌ ছিন্ননখলোমানৌ ভূত্বা তথৈব চক্রতুঃ। পুনশ্চ প্রজাপতিনা পৃষ্টৌ তামেব ছায়ামাত্মানমূচতুঃ। তদুপশ্রুত্য প্রজাপতিরহোবতাদ্যাপি ন প্রশাম্ত এনয়োর্ব্বিভ্রমঃ, তদ্যথাভিমতমেবাত্মতত্ত্বং কথয়ামি তাবৎ। কালেন কল্মষে ক্ষীণে অস্মদ্বচনসন্দর্ভপৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া আত্মতত্ত্বং প্রতিপৎস্যেতে স্বয়মেবেতি মত্বোবাচ। এষ আত্মৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। তয়োর্ব্বিরোচনো দেহানুপাতিত্বাচ্ছায়ায়া দেহ এবাত্মতত্ত্বমিতি মত্বা নিজসদনমাগত্য তথৈবাসুরা'নুপদিদেশ। দেবেন্দ্রস্তু অপ্রাপ্তনিজসদনোঽধ্বন্যেব কিঞ্চিদ্বিরলকল্মষতয়া ছায়াত্মনি শরীরগুণদোষানুবিধায়িনি তং তং দোষং পরিভাবয়ন্ নাহমত্র ছায়াত্মদর্শনে ভোগ্যং পশ্যামীতি প্রজাপতিসমীপং সমিৎপাণিঃ পুনরেবেযায়। আগতশ্চ প্রজাপতিনা আগমনকারণং পৃষ্টঃ পথি পরিভাবিতং জগাদ। প্রজাপতিস্তু সুব্যাখ্যাতমপ্যাত্মতত্ত্বমক্ষীণকল্মষাবরণতয়া নাগ্রহীস্তৎপুনরপি তৎপ্রক্ষয়ায় চরাপরাণি দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যম্, অথ প্রক্ষীণকল্মষায় তে অহমেতমেবাত্মানং ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামীত্যবোচৎ। স চ তথাচরিতব্রহ্মচর্য্যঃ সুরেন্দ্রঃ প্রজাপতিমুপসসাদ। উপসন্নায় চাস্মৈ প্রজাপতির্ব্ব্যাচষ্টে, য আত্মাপহতপাপ্মাদিলক্ষণোঽক্ষণি দর্শিতঃ, সোঽয়ং—য এষ স্বপ্নে মহীয়মানো বনিতাদিভিরনেকধা স্বপ্নোপভোগান্ ভুঞ্জানো বিহরতীতি। অস্মিন্নপি দেবেন্দ্রো ভয়ং দদর্শ।

এই বলিয়া তিনি শরীর-সম্বন্ধের নিন্দা করতঃ (শরীরমাত্রই মিথ্যা, ইত্যাদি প্রকার বলিয়া) বলিলেন, "এই যে সম্প্রসাদ, সুষুপ্তি-অবস্থা, ইনিই এ শরীর হইতে উত্থিত ও পরঞ্জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং ইনিই উত্তমপুরুষ।" প্রজাপতির এই চতুর্থ বা শেষ উপদেশ শরীরসমুত্থিত জীবকেই পরম পুরুষ বলা হইয়াছে। [তস্মা······বচনম্] ঐ ঐ কারণে জীবপক্ষেও পরমেশ্বরবোধক ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে ; সুতরাং দহরাকাশ জীব, এ কথাও বলা যাইতে পারে। (উত্তর) যদি কোন বাদী ঐরূপ পূর্ব্বপক্ষ করেন, শঙ্কা করেন, তাহা হইলে তদুত্তরার্থ বলিতে হইবে, "আবির্ভূতস্বরূপস্তু।"

তু-শব্দের অর্থ পূর্ব্বপক্ষের নিষেধ। না—প্রজাপতি-বাক্যের দ্বারাও দহরের প্রতি জীবাশঙ্কা সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, প্রদর্শিত প্রজাপতি-বাক্যের অভিপ্রেতার্থ জীব নহে ; কিন্তু জীবের স্বরূপাবির্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম। [এতদুক্তং

এষোঽক্ষিণি” ইত্যক্ষিলক্ষিতং দ্রষ্টারং নির্দ্দিশ্যোদশরাবব্রাহ্মণে-নৈনং শরীরাত্মতায়া ব্যুত্থাপ্য, “এতং ত্বেব তে” ইতি পুনঃ পুনস্তমেব ব্যাখ্যেয়ত্বেনাকৃষ্য স্বপ্নসুষুপ্তোপন্যাসক্রমেণ “পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” ইতি যদস্য পারমার্থিকং স্বরূপং পরং ব্রহ্ম, তদ্রূপতয়ৈনং জীবং ব্যাচস্টে, ন জৈবেন রূপেণ। যত্তৎ পরং জ্যোতিরুপসম্পত্তব্যং শ্রুতং, তৎ পরং ব্রহ্ম। তচ্চাপহতপাপ্মত্বাদিধর্ম্মকং, তদেব চ

যদ্যপ্যয়ং ছায়াপুরুষবন্ন শরীবধর্ম্মাননুপততি, তথাপি শোকভয়াদিবিবিধবাধা-নুভবান্ন তত্রাপ্যস্তি স্বস্তিপ্রাপ্তিরিত্যুক্তবতি মঘবতি, পুনরপরাণি চর দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি স্বচ্ছং ব্রহ্মচর্য্যম্, ইদানীমপ্যক্ষীণকল্মষোঽসীত্যূচে প্রজাপতিঃ। অথাস্মিন্নে-বক্ষারমুপসন্নে মঘবতি প্রজাপতিরুবাচ। য এষ আত্মাপহতপাপ্মত্বাদিগুণো-দর্শিতোঽক্ষণি চ স্বপ্নে চ, স এষ যো বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগবিরহাৎ প্রসন্নঃ সুষুপ্তাবস্থা-ম্যামিতি। অত্রাপি নেন্দ্রো নির্ব্ববার। যথা হি জাগ্রদ্বা স্বপ্নগতোবা অযমহমস্মীতি ইমানি ভূতানি চেতি বিজানাতি, নৈবং সুষুপ্তঃ কিঞ্চিদপি বেদয়তে, তদা হ্যয়ম-চেতয়মানোঽভাবং প্রাপ্ত ইব ভবতি। তদিহ কা নির্বৃতিরিতি। এবমুক্তবতি মঘবতি বত্তাস্যাপি ন তে কল্মষক্ষয়োঽভূৎ। তৎ পুনরপরাণি চব পঞ্চ বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমিত্যবোচৎ প্রজাপতিঃ। তদেবমস্য মঘোনস্ত্রিভিঃ পর্য্যায়ৈর্ব্ব্যতীয়ুঃ ষণ্ণবতির্ব্বর্ষাণি। চতুর্থে চ পর্য্যায়ে পঞ্চ বর্ষাণীত্যেকোত্তরং শতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চরতঃ সহস্রাক্ষস্য সম্পেদিরে। অথাস্মৈ ব্রহ্মচর্যাসম্পদুন্মূলিতকল্মষায় মঘবতে য এষোঽক্ষণি যশ্চ স্বপ্নে যশ্চ সুষুপ্তাবনুস্যূত এষ আত্মাপহতপাপ্মাদিগুণো দর্শিতঃ, তমেব—মঘবন্ মর্ত্ত্যং বৈ শরীরমিত্যাদিনা বিস্পষ্টং ব্যাচষ্টে প্রজাপতিঃ।

অয়মস্যাভিসন্ধিঃ।—যাবৎ কিঞ্চিৎ সুখং দুঃখমাগমাপায়ি, তৎ সর্ব্বং শরীরে-ন্দ্রিয়ান্তঃকরণসম্বন্ধি, ন ত্বাত্মনঃ। স পুনরেতানেব শরীরাদীন্ অনাদ্যবিদ্যাবাসনা-

……কল্পিতম্] ঐ প্রজাপতিবাক্যের সার সঙ্কলন এই যে, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি আত্মা নহে, এবং আত্মার অবস্থান্তরও নাই। প্রজাপতি উদ-শরাব নিদর্শনের দ্বারা (*) শিষ্যের দেহাত্মজ্ঞান বিদূরিত করিয়া পশ্চাৎ বিচার দ্বারা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-নামক অবস্থাত্রিতয় হইতেও আত্মাকে বিবিক্ত করতঃ জীবের যাহা পারমার্থিক রূপ (অনারোপিত স্বরূপ বা কূটস্থ রূপ,) তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছেন। উপাধি-কল্পিত জীবভাব সর্ব্ববিদিত ; শাস্ত্র তদ্বোধনার্থ প্রবৃত্ত নহে। উক্ত শ্রুতিতে

* উদশরাব=জলপূর্ণ মৃৎপাত্রবিশেষ। ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট আত্মা জানিতে গিয়াছিলেন। অনন্তর প্রজাপতি তাঁহাদের সম্মুখে একশরা জল রাখিয়া বলিলেন, দেখ, আত্মা দেখ। অনন্তর তাঁহারা তাহাতে আপন দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, দেহই আত্মা। ইহারই পরে তিনি চক্ষুর তারকায় আত্মা দেখিতে বলিলেন। এইরূপ অনেক কথা আছে।

জীবস্য পারমার্থিকং স্বরূপং, তত্ত্বমসীত্যাদিশাস্ত্রেভ্যঃ, নেতরদুপাধিকল্পিতম্।

যাবদেব হি স্থাণাবিব পুরুষবুদ্ধিং দ্বৈতলক্ষণামবিদ্যাং নিবর্ত্তয়ন্ কূটস্থনিত্যদৃক্‌স্বরূপমাত্মানমহং ব্রহ্মাস্মীতি ন প্রতিপদ্যতে, তাবজ্জীবস্য জীবত্বম্। যদা তু দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতাদ্ব্যুত্থাপ্য শ্রুত্যা প্রতিবোধ্যতে—'নাসি ত্বং দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতঃ,

---

বশাদাত্মত্বেনাভিপ্রতীতঃ, তদ্গতেন সুখদুঃখেন তদ্বন্তমাত্মানমনুমন্যমানোঽনুতপ্যতে। যদা ত্বয়মপহতপাপ্মাদিলক্ষণমুদাসীনমাত্মানং দেহাদিভ্যোবিবিক্তমনুভবতি, অথাস্য শরীরবতোঽপ্যশরীরস্য ন দেহাদিধর্ম্মসুখদুঃখপ্রসঙ্গোঽস্তীতি নানুতপ্যতে। কেবলময়ং নিজে চৈতন্যানন্দঘনে রূপে ব্যবস্থিতঃ সমস্তলোককামান্ প্রাপ্তো ভবতি। এতস্যৈব হি পরমানন্দস্য মাত্রাঃ সর্ব্বে কামাঃ। দুঃখং ত্ববিদ্যানির্ম্মাণমিতি ন বিদ্বানাপ্নোতি। অশীলিতোপনিষদাং ব্যামোহ ইহ জায়তে, তেষামনুগ্রহায়েদমুপাখ্যানমবর্ত্তয়ৎ। এবং ব্যবস্থিত উত্তরাদ্বাক্যসন্দর্ভাৎ প্রাজাপত্যাদক্ষণি চ স্বপ্নে চ সুষুপ্তে চ চতুর্থে চ পর্য্যায়ে এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাদুত্থায়েতি জীবাত্মৈবাপহতপাপ্মাদিগুণঃ শ্রুত্যোচ্যতে। নো খলু পরস্যাক্ষিস্থানং সম্ভবতি, নাপি স্বপ্নাদ্যবস্থাযোগো নাপি শরীরাৎ সমুত্থানম্। তস্মাৎ যস্যৈতৎ সর্ব্বং সোঽপহতপাপ্মাদি গুণঃ শ্রুত্যোক্তঃ। জীবস্য চৈতৎ সর্ব্বমিতি স এবাঽপহতপাপ্মাদিগুণঃ শ্রুত্যোক্ত ইতি নাপহতপাপ্মাদিভিঃ পরং ব্রহ্ম গম্যতে। ননু জীবস্যাপহতপাপ্মত্বাদয়ো ন সম্ভবন্তীত্যুক্তম্। বচনাদ্ভবিষ্যন্তি—কিমিব বচনং ন কুর্য্যাৎ, নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ। ন চ মানান্তরবিরোধঃ। নহি জীবঃ পাপ্মাদিস্বভাবঃ, কিন্তু বাগ্‌বুদ্ধিশরীরাসম্ভবোঽস্য পাপ্মাদি শরীরাদ্যভাবে ন ভবতি ধূম ইব ধূমধ্বজাভাব ইতি শঙ্কার্থঃ। নিরাকরোতি।—"তং প্রতিব্রূয়াৎ। আবির্ভূতস্বরূপস্য।"

যে উপসম্পত্তব্য (প্রাপ্তব্য) পরজ্যোতির কথা আছে, সেই পরজ্যোতিই ব্রহ্ম ও নির্লেপ। ব্রহ্মই যে, জীবের পারমার্থিক রূপ, তাহা তত্ত্বমস্যাদি শাস্ত্রে প্রথিত আছে। অপিচ, উপাধিকল্পিত জীবভাবে নিষ্পাপত্বাদি ধর্ম্ম নাই।

[যাবদেব······নিষ্পদ্যতে] স্থাণুতে মনুষ্যবোধ যদ্রূপ, অদ্বয় আত্মতত্ত্বে দ্বৈতবোধও তদ্রূপ। যত দিন না মিথ্যাপ্রত্যয়রূপ দ্বৈতভ্রান্তি বিদূরিত হয়, আমিই নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় নিত্যচৈতন্য ব্রহ্ম, এতদ্রূপ অভ্রান্ত অনুভবের উদয় না হয়, তত দিনই জীবের জীবত্ব। পরন্তু যখন শ্রুতি তাহাকে দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি হইতে বিবিক্ত করিয়া "তুমি দেহেন্দ্রিয়াদি নহ, সংসারী নহ, তুমি কেবল নিত্যচৈতন্য" এ তত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়, তখন সেই শ্রোতা জীব কূটস্থনিত্য-চৈতন্যকেই আত্মা বলিয়া জানে। তাহার অনাদিকালের অহমভিমান শরীরাদি হইতে উঠিয়া গিয়া কূটস্থচৈতন্যে প্রবেশ করে। সে তখন জীব থাকে না, নিত্যচৈতন্যরূপ আত্মাই হয়। একথা "যে পরব্রহ্ম জানে, আত্মা অভেদে সাক্ষাৎকার করে, সে ব্রহ্ম হয়।"

নাসি ত্বং সংসারী, কিং তর্হি?—তৎ যৎ সত্যং স আত্মা চৈতন্যমাত্রস্বরূপঃ, তত্ত্বমসীতি, তদা কূটস্থনিত্যদৃক্স্বরূপমাত্মানং প্রতিবুধ্য অস্মাচ্ছরীরাদ্যভিমানাৎ সমুত্তিষ্ঠন্ স এব কূটস্থনিত্যদৃক্-স্বরূপ আত্মা ভবতি। "স যো হ বৈতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি," ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। তদেব চাস্য পারমার্থিকং স্বরূপং, যেন শরীরাৎ সমুত্থায় স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।

কথং পুনঃ স্বঞ্চ রূপং স্বেনৈব চ নিষ্পদ্যত ইতি সম্ভবতি কূটস্থনিত্যস্য। সুবর্ণাদীনান্তু দ্রব্যান্তরসম্পর্কাদভিভূতস্বরূপা-ণামনভিব্যক্তাসাধারণবিশেষাণাং ক্ষারপ্রক্ষেপাদিভিঃ শোধ্যমানানাং

অয়মভিসন্ধিঃ।—পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া তাবদুপনিষদাং শুদ্ধবুদ্ধমুক্তমেক-মপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম, তদতিরিক্তঞ্চ সর্ব্বং তদ্বিবর্ত্তো রজ্জোরিব ভুজঙ্গ ইত্যত্র তাৎপর্য্যমব-গম্যতে। তথা চ জীবোহপ্যবিদ্যাকল্পিতদেহেন্দ্রিয়াদ্যুপহিতং রূপং ব্রহ্মণো ন তু স্বাভাবিকঃ। এবঞ্চ নাপহতপাপ্মত্বাদয়স্তস্মিন্নবিদ্যোপাধৌ সম্ভবিনঃ। আবি-র্ভূতব্রহ্মরূপে তু নিরুপাধৌ সম্ভবন্তো ব্রহ্মণ এব ন জীবস্য। এবঞ্চ ব্রহ্মৈবাপহত-পাপ্মাদিগুণং শ্রুত্যুক্তমিতি তদেব দহরাকাশো ন জীব ইতি। স্যাদেতৎ। স্বরূপাবির্ভাবে চেদ্ব্রহ্মৈব ন জীবঃ, তর্হি বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে—জীব আবির্ভূতস্বরূপ ইত্যত আহ "ভূতপূর্ব্বগত্যা," ইতি। "উদশরাবব্রাহ্মণেন" ইতি। যথৈব হি মঘোনঃ প্রতিবিম্বান্যুদশরাব উপজনাপায়ধর্ম্মকাণ্যাত্মলক্ষণবিরহান্নাত্মা, এবং দেহেন্দ্রিয়াদ্যপ্যুপজনাপায়ধর্ম্মকং নাত্মেত্যুদশরাবদৃষ্টান্তেন শরীরাত্মতায়া ব্যুত্থানং বাধ ইতি চোদয়তি।—

"কথং পুনঃ স্বঞ্চ রূপম্"ইতি। দ্রব্যান্তরসংসৃষ্টং হি তেনাভিভূতং তস্মাদ্বিবিচ্য-মানং ব্যজ্যতে হেম-তারকাদি, কূটস্থনিত্যস্য পুনরন্যেনাসংসৃষ্টস্য কুতো বিবেচনা-দভিব্যক্তিঃ। ন চ সংসারাবস্থায়াং জীবোহনভিব্যক্তঃ, দৃষ্ট্যাদয়ো হ্যস্য স্বরূপং, তে চ সংসারাবস্থায়াং ভাসন্ত ইতি কথং জীবরূপং ন ভাসত ইত্যর্থঃ।

ইত্যাদি শাস্ত্রেও আছে। উপদেশ শ্রবণের পর জীব যে শরীরাদি হইতে উত্থিত হইয়া অর্থাৎ দেহাদি হইতে অহমভিমান উন্মূলনপূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ চৈতন্যরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই নিত্য নির্ব্বিশেষ চৈতন্যই তাহার পারমার্থিক (অনারোপিত) রূপ।

[কথং······বিরোধাচ্চ] যদি বল, স্বরূপনিষ্পত্তি অসম্ভব অর্থাৎ নিত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্ম চৈতন্য স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং তাহার নিষ্পত্তি অসম্ভব, দ্রব্যান্তরের দ্বারা সুবর্ণাদি ধাতুর স্বরূপ অভিভূত বা প্রচ্ছন্ন থাকে, ক্ষারপ্রক্ষেপাদির দ্বারা তাহা শুদ্ধ হয়, তদ্গত মালিন্য নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তাহার (সুবর্ণাদির) স্বরূপ

স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ, তথা নক্ষত্রাদীনামহন্যভিভূত-প্রকাশানামভিভাবকবিয়োগে রাত্রৌ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ। ন তু তথা চৈতন্যজ্যোতিষো নিত্যস্য কেনচিদভিভবঃ সম্ভবতি, অসংসর্গিত্বাৎ, ব্যোম্ন ইব।

দৃষ্টবিরোধাচ্চ, দৃষ্টি-শ্রুতি-মতি-বিজ্ঞাতয়ো হি জীবস্য স্বরূপং, তচ্চ শরীরাদসমুত্থিতস্যাপি জীবস্য সদা নিষ্পন্নমেব দৃশ্যতে। সর্ব্বো হি জীবঃ পশ্যন্ শৃণ্বন্মন্বানো বিজানন্ ব্যবহরতি, অন্যথা ব্যবহারানুপপত্তিঃ। তচ্চেৎ শরীরাৎ সমুত্থিতস্য নিষ্পদ্যেত, প্রাক্সমুত্থানাৎ দৃষ্টো ব্যবহারো বিরুধ্যেত। অতঃ কিমাত্মকমিদং শরীরাৎ সমুত্থানং, কিমাত্মিকা চ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিরিতি ?

পরিহরতি।—"প্রাগ্বিবেকবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ" ইতি। অয়মর্থঃ।—যদ্যপ্যস্য কূটস্থনিত্যস্যান্যসংসর্গো ন বস্তুতোঽস্তি, যদ্যপি চ সংসারাবস্থায়ামস্য দৃষ্ট্যাদিরূপং চকাস্তি, তথাপ্যনির্ব্বাচ্যানাদ্যবিদ্যাবশাদবিদ্যাকল্পিতৈরেব দেহেন্দ্রিয়াদিভিরসংসৃষ্টমপি সংসৃষ্টমিব, বিবিক্তমপ্যবিবিক্তমিব দৃষ্ট্যাদিরূপমস্য প্রথতে। তথা চ দেহেন্দ্রিয়াদিগতৈস্তাপাদিভিস্তাপাদিমদিব ভবতীতি। উপপাদিতঞ্চৈতদ্বিস্তরেণাধ্যাসভাষ্য ইতি নেহোপপাদ্যতে। যদ্যপি স্ফটিকাদয়ো জপাকুসুমাদিসন্নিহিতাঃ, সন্নিধানঞ্চ সংযুক্তসংযোগাত্মকম্, তথা চ সংযুক্তাঃ, তথাপি ন সাক্ষাজ্জপাদিকুসুমসংযোগিন ইত্যেতাবতা দৃষ্টান্তিতা ইতি। "বেদন." হর্ষভয়শোকাদয়াঃ। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি। 'তথা দেহাদি"ইতি। সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং

পুনরাগমন করে বা নিষ্পন্ন হয়। দিবসে সৌর তেজে নক্ষত্রাদির স্বরূপ অভিভূত থাকে, অভিভাবক সৌর তেজ অপগত হইলে পুনর্ব্বার রাত্রিকালে তাহাদের স্বরূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এখানে ঐ কথা (স্বরূপনিষ্পত্তি) অসম্ভব। কারণ এই যে, নিত্য-চৈতন্যের অভিভব-সম্ভাবনা নাই, এবং দ্রব্যান্তরসংযোগের সম্ভাবনাও নাই। আকাশ যেমন মলিন ও অভিভূত হয় না, সেইরূপ, নিত্য-চৈতন্য-জ্যোতিঃও মলিন ও অভিভূত হন না।

[দৃষ্টি······অত্রোচ্যতে] জীব কি ? দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞান, ইহাই জীবের লক্ষণ এবং উহাই (ঐ শক্তিচতুষ্টয়ই) জীবের স্বরূপ-প্রকাশক। ঐ স্বরূপ ত নিষ্পন্নই আছে, শরীর হইতে অনুত্থিত দশাতেও উহা বিদ্যমানই আছে। হেতু এই যে, যেখানে জীব, সেইখানেই দর্শন-শ্রবণ-মনন-বিজ্ঞানের ব্যবহার দৃষ্ট হয় ; সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, জীবের স্বরূপ (ঐ সকল ধর্ম্ম) সদাসিদ্ধ অর্থাৎ নিষ্পন্নই আছে। উহা না থাকিলে ঐ ঐ ব্যবহার হইতে পারে না। দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান, এই চতুষ্টয় বা এতচ্চতুষ্কাত্মক জীব যদি শরীর হইতে উত্থিত হইবার পূর্ব্বে

অত্রোচ্যতে,—প্রাক্ বিবেকবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ শরীরেন্দ্রিয়মনোবিষয়বেদনোপাধিভিরবিবিক্তমিব জীবস্য দৃষ্ট্যাদিজ্যোতিঃস্বরূপং ভবতি। যথা শুদ্ধস্য স্ফটিকস্য স্বাচ্ছ্যং শৌক্ল্যঞ্চ স্বরূপং প্রাগ্ বিবেকগ্রহণাদ্ রক্তনীলাদ্যুপাধিভিরবিবিক্তমিব ভবতি, প্রমাণজনিত বিবেকগ্রহণাত্তু পরাচীনস্ফটিকঃ স্বাচ্ছ্যেন শৌক্ল্যেন চ স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইত্যুচ্যতে—প্রাগপি তথৈব সন্, তথা দেহাদ্যুপাধ্যবিবিক্তস্যৈব সতো জীবস্য শ্রুতিকৃতং বিবেকবিজ্ঞানং শরীরাৎ সমুত্থানং, বিবেকবিজ্ঞানং ফল-স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ

জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইত্যেতদ্বিভজতে—"শ্রুতিকৃতং বিবেকবিজ্ঞানম্" ইতি। তদনেন শ্রবণমননধ্যানাভ্যাসাদ্বিবেকজ্ঞানমুক্তা তস্য বিবেকবিজ্ঞানস্য ফলং কেবলাত্মরূপসাক্ষাৎকারঃ স্বরূপেণাভিনিষ্পত্তিঃ, স চ সাক্ষাৎকারো বৃত্তিরূপঃ প্রপঞ্চমাত্রং প্রবিলাপয়ন্ স্বয়মপি প্রপঞ্চরূপত্বাৎ কতকফলবৎ প্রবিলীয়তে। তথা চ নিমৃষ্টনিখিলপ্রপঞ্চজালমনুপসর্গমপরাধীনপ্রকাশমাত্মজ্যোতিঃ সিদ্ধং ভবতি। তদিদমুক্তং 'পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য' ইতি। অত্র চ উপসম্পত্ত্যাবুত্তরকালায়ামপি ক্ত্বাপ্রয়োগঃ 'মুখং ব্যাদায় স্বপিতি' ইতিবৎ মন্তব্যঃ। যদা চ বিবেকসাক্ষাৎকারঃ শরীরাৎ সমুত্থানং, ন তু শরীরাপাদানকং গমনম্, তদা

থাকে না—বল, তাহা হইলে তৎকালে ব্যবহার-বিলোপের সম্ভাবনা হয়। অতএব, পরিষ্কার করিয়া বল, জীবের শরীর হইতে উঠা অর্থ কি, কিংস্বরূপ ও নিষ্পত্তিই কিরূপ। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যাহা বক্তব্য তাহা বলিতেছি, শুন।

[প্রাক্…গতিঃ] যতদিন না বিবেকজ্ঞান জন্মে, শুদ্ধবিজ্ঞান জন্মে, ততদিন স্বচ্ছশ্বেত স্ফটিক যেমন নীলাদি উপাধির সহিত অবিবিক্ত থাকে, এক বা অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় (নীলস্ফটিক ইত্যাকার ভ্রম প্রতীতি হইতে থাকে), তেমনি জীবের যতদিন না বিবেকজ্ঞান জন্মে ততদিন আত্মা ভিন্ন ভিন্ন উপাধির সহিত অবিবিক্তপ্রায় থাকেন এবং জীবসম্বন্ধীয় দর্শন-শ্রবণ-মনন-বিজ্ঞানের সারূপ্য প্রাপ্ত হইতে থাকেন। প্রমাণের দ্বারা বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখন যেমন "নীল-স্ফটিক" এ বিভ্রান্তি তিরোহিত হওয়ায় স্ফটিকের স্বরূপ (স্বাচ্ছ্য ও শৌক্ল্য) নিষ্পন্ন হইয়াছে বলা যায়, তেমনি, দেহাদি উপাধির সহিত অবিবিক্তভাবাপন্ন জীবের শ্রুতিজনিত বিবেকবিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে দর্শনাদিভ্রান্তি তিরোহিত হওয়ায় কেবল বা একরস নিত্যচৈতন্যরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অতএব, আত্মভ্রান্তি-বিনাশক শ্রৌত বিজ্ঞান (বিবেক-জ্ঞান) উৎপন্ন হওয়ার নাম শরীর হইতে উঠা এবং তাহার অনন্তর-ভাবী ফলের (কেবলাত্মসাক্ষাৎকারের) নাম

কেবলাত্মস্বরূপাবগতিঃ। তথা বিবেকাবিবেকমাত্রেণৈবাত্মনোঽশরীরত্বং সশরীরত্বঞ্চ মন্ত্রবর্ণাৎ—"অশরীরং শরীরেষু" ইতি। "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়, ন করোতি ন লিপ্যতে" ইতি চ সশরীরত্বাশরীরত্ববিশেষাভাবস্মরণাৎ। তস্মাদ্বিবেকবিজ্ঞানাভাবাদনাবির্ভূতস্বরূপঃ সন্ বিবেকজ্ঞানাদাবির্ভূতস্বরূপ ইত্যুচ্যতে, ন ত্বন্যাদৃশাবাবির্ভাবানাবির্ভাবৌ স্বরূপস্য সম্ভবতঃ, স্বরূপত্বাদেব। এবং মিথ্যাজ্ঞানকৃত এব জীব-পরমেশ্বরয়োর্ভেদো ন বস্তুকৃতঃ, ব্যোমবদসঙ্গত্বাবিশেষাৎ।

কুতশ্চৈতদেবং প্রতিপত্তব্যম্। যতঃ "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যুপদিশ্য "এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" ইত্যুপদিশতি। যোঽক্ষিণি প্রসিদ্ধো দ্রষ্টা দ্রষ্টৃত্বেন বিভাব্যতে, সোঽমৃতাভয়-

তৎ সশরীরস্যাপি সম্ভবতি, প্রারব্ধকার্য্যকর্ম্মক্ষয়স্য পুরস্তাদিত্যাহ—"তথা বিবেকাবিবেকমাত্রেণ" ইতি। ন কেবলং "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো জীবস্য পরমাত্মনোঽভেদঃ, প্রাজাপত্যবাক্যসন্দর্ভপর্য্যালোচনয়াপ্যেবমেব প্রতিপত্তব্যমিত্যাহ।—"কুতশ্চৈতদেবং প্রতিপত্তব্যম্" ইতি। স্যাদেতৎ। প্রতিচ্ছায়াত্মবজ্জীবং পরমাত্মনো বস্তুতো ভিন্নমপ্যমৃতাভয়াত্মত্বেন গ্রাহয়িত্বা পশ্চাৎ পরমাত্মানমমৃতাভয়াদিমন্তং প্রজাপতির্গ্রাহয়তি, ন ত্বয়ং

স্বরূপনিষ্পত্তি। [তথা……বিশেষাৎ] বেদমন্ত্রও বিবেক-অবিবেক অনুসারে আত্মাকে সশরীর ও অশরীর উভয়ই বলিয়াছেন। যথা—"আত্মা শরীরে থাকিয়াও অশরীর।" এ কথা স্মৃতিও বলিয়াছেন। যথা—"হে কৌন্তেয়, শরীরস্থ বা শরীরোপলক্ষিত আত্মা কিছুই করেন না, এবং কর্ম্মফলেও লিপ্ত হন না।" অতএব, বিবেকজ্ঞানের অভাবকালে আত্মা অনাবির্ভূতস্বরূপ থাকিলেও (তাঁহার ব্রহ্মরূপ অন্তর্হিত থাকিলেও) জ্ঞানোত্তরকালে তাঁহাকে অনাবির্ভূতস্বরূপ বলা অসঙ্গত নহে। যাহা জীবের পারমার্থিক রূপ, তাহার কথিতপ্রকার আবির্ভাব-তিরোভাব ব্যতীত অন্যপ্রকার আবির্ভাব তিরোভাব নাই, থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। যেমন অসঙ্গস্বভাব আকাশের বিশেষ বা ভেদ ঔপাধিক—উপাধিকল্পিত, তেমনি অসঙ্গস্বভাব ব্রহ্মের জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব উভয়ই ঔপাধিক অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত।

[কুতশ্চ……প্রসঙ্গাৎ] জীবত্ব বাস্তব নহে, কল্পিত, ইহা প্রদর্শিত প্রজাপতিবাক্যের দ্বারাও সপ্রমাণ হয়। যথা—প্রজাপতি "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন" এইরূপ বলিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন, "ইনিই অমৃত অভয় এবং ব্রহ্ম।" এখন বিবেচনা কর, যে পুরুষ চক্ষুঃ প্রতীকে উপদিষ্ট, ইনি যদি পরবাক্যস্থ

লক্ষণাদ্ব্রহ্মণোঽন্যশ্চেৎ স্যাৎ, ততোঽমৃতাভয়ব্রহ্মসামানাধিকরণ্যং ন স্যাৎ। নাপি প্রতিচ্ছায়াত্মায়মক্ষিলক্ষিতো নির্দ্দিশ্যতে, প্রজাপতের্মৃষাবাদিত্বপ্রসঙ্গাৎ। তথা দ্বিতীয়েঽপি পর্য্যায়ে "য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরতি" ইতি ন প্রথমপর্য্যায়নির্দ্দিষ্টাদক্ষিপুরুষাৎ দ্রষ্টুরন্যো নির্দ্দিষ্টঃ "এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" ইত্যুপক্রমাৎ। কিঞ্চ, অহমদ্য স্বপ্নে হস্তিনমদ্রাক্ষং, নেদানীং তং পশ্যামীতি দৃষ্টমেব প্রতিবুদ্ধঃ প্রত্যাচষ্টে, দ্রষ্টারন্তু তমেব প্রত্যভিজানাতি,—য এবাহং স্বপ্নমদ্রাক্ষং, স এবাহং জাগরিতং পশ্যামীতি।

জীবস্য পরমাত্মভাবমাচষ্টে ছায়াত্মন ইবেত্যত আহ—"নাপি প্রতিচ্ছায়াত্মায়মক্ষিলক্ষিতঃ" ইতি। অক্ষিলক্ষিতোঽপ্যাত্মৈবোপদিশ্যতে, ন চ্ছায়াত্মা। তস্মাদসিদ্ধো দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, দ্বিতীয়াদিষ্বপি পর্য্যায়েষু 'এতং ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি' ইত্যুপক্রমাৎ প্রথম-পর্য্যায়নির্দ্দিষ্টো ন চ্ছায়াপুরুষঃ, অপি তু ততোঽন্যোদ্রষ্টাত্মেতি দর্শয়তি, অন্যথা প্রজাপতেঃ প্রতারকত্বপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ।—"তথা দ্বিতীয়েঽপি" ইতি। অথ ছায়াপুরুষ এব জীবঃ কস্মান্ন ভবতি, তথা চ ছায়াপুরুষ এবৈতমিতি পরামৃশ্যত ইত্যত আহ।—"কিঞ্চাহমদ্য স্বপ্নে হস্তিনম্" ইতি।

"কিঞ্চ" ইতি—সমুচ্চয়াভিধানং পূর্ব্বোপপত্তিসাহিত্যং ব্রূতে, তচ্চ শঙ্কা-

অমৃতাভয়লক্ষণ ব্রহ্ম না হইবেন, তাহা হইলে প্রজাপতি "ইনিই অমৃতাভয়স্বরূপ পরব্রহ্ম" এরূপ বলিবেন কেন? অভেদনির্দ্দেশ করিবেন কেন? প্রজাপতি চক্ষুরিন্দ্রিয়স্থ কোন এক অনাত্মপদার্থের প্রতিচ্ছায়া (প্রতিবিম্ব) উপদেশ করিয়াছেন, এরূপ বলিলে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলা হইবে। * [তথা······মীতি] "পুনর্ব্বার তোমাকে ইঁহারই কথা বলিব, ইঁহাকেই বুঝাইব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি যে দ্বিতীয় উপদেশ দিয়াছিলেন, "যে ইনি স্বপ্নে বাসনাময় বিষয়ে বিচরণ করেন।" সে উপদেশেও প্রথমোক্ত দ্রষ্টারই অনুবৃত্তি রহিয়াছে, অর্থাৎ যে আত্মা জাগ্রদ্দশায় ইন্দ্রিয়দর্শিত ভোগ্য বিষয় ভোগ করিতেছিল, সেই আত্মাই এখন স্বাপ্ন বিষয় (জাগ্রদ্বাসনাপ্রসূত দৃশ্য) ভোগ করিতেছে বা দেখিতেছে। লোকেও বলে, 'আমি আজ স্বপ্নে হস্তী দর্শন করিয়াছি, জাগিয়া এখন তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না; কিন্তু সেই যে স্বপ্নদৃষ্ট হস্তীর দ্রষ্টা তাহা জানিতে পারিয়া বলে, 'যে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই আমিই আপনাকে জাগরিত দেখিতেছি'।

[তথা..... শ্রুত্যন্তরাৎ] পুনর্ব্বার তিনি যে পূর্ব্বোক্ত আত্মা বুঝাইবার জন্য তৃতীয় উপদেশ দেন, সুষুপ্তির স্বরূপ বর্ণন করেন, (সুষুপ্তিকালে আমি আছি ও

* ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতির নিকট আত্মা জানিতে গিয়াছিলেন। এমত অবস্থায়, তিনি যদি আত্মা না বলিয়া অনাত্মা বলেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী বলিতে হয়। পরন্তু প্রজাপতির প্রতারকত্ব অসম্ভব, কেহই তাহা স্বীকার করিতে পারেন না।

তথা তৃতীয়েঽপি পর্য্যায়ে "নাহ খল্বয়মেব সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি" ইতি সুষুপ্তাবস্থায়াং বিশেষ-বিজ্ঞানাভাবমেব দর্শয়তি, ন বিজ্ঞাতারং প্রতিষেধতি। যত্তু তত্র বিনাশমেবাপীতো ভবতীতি, তদপি বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়-মেব, ন বিজ্ঞাতৃবিনাশাভিপ্রায়ম্। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরি-লোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তথা চতুর্থেঽপি পর্য্যায়ে "এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি, নো এবান্যত্রৈতস্মাৎ"

নিরাকরণদ্বারেণ। ছায়াপুরুষোঽস্থায়ী, স্থায়ী চায়মাত্মা চকাস্তি, প্রত্যভিজ্ঞানা-দিত্যর্থঃ। "নাহ খল্বয়মেব" ইতি। অয়ং সুষুপ্তঃ। "সম্প্রতি" সুষুপ্তাবস্থায়াম্। অহমাত্মানমহঙ্কারাস্পদমাত্মানম্। ন জানাতি। কেন প্রকারেণ ন জানাতীত্যত আহ।—"অয়মহমস্মীমানি ভূতানি চ" ইতি। যথা জাগ্রতি তথা স্বপ্নে চ ইতি। "ন হি বিজ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞাতের্ব্বিপরিলোপো বিদ্যতে,অবিনাশিত্বাৎ,"ইত্যনেনাবিনাশিত্বং সিদ্ধবদ্ধেতুকুর্ব্বতা সুপ্তোত্থিতস্যাত্মপ্রত্যভিজ্ঞানমুক্তম্। 'য এবাহং জাগরিত্বা সুপ্তঃ, স এবৈতর্হি জাগর্ম্মীতি'।

আমি অমুক, এ জ্ঞান কাহারও থাকে না, এবং এ সকল ভূত ভৌতিকও কেহ জানে না), সে উপদেশে তিনি তৎকালে ভেদজ্ঞান না থাকার কথাই বলিয়া-ছেন, দ্রষ্টার বা বিজ্ঞাতার অভাব বলেন নাই। "এ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয়" এ অংশ জ্ঞাতৃ-বিনাশ অভিপ্রায়ে কথিত হয় নাই; ভেদজ্ঞানবিনাশের অভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, সুষুপ্তিকালে কেবলমাত্র এক অজ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞান থাকে, প্রপঞ্চজ্ঞান থাকে না। আত্মা তখন নিজেই নিজের অজ্ঞানকে জানিতে থাকেন, অন্য কিছু জানেন না। না জানিবার কারণ এই যে, যাহাদের দ্বারা প্রপঞ্চ জানিবেন, তাহারা (ইন্দ্রিয়াদি) তখন সুষুপ্ত অর্থাৎ নির্ব্ব্যাপার। ইহার দ্বারাই বুঝা যায়, মনই সুষুপ্ত হয়; অলুপ্তচৈতন্য আত্মা সুষুপ্ত হয় না। আত্মা নিত্যজাগ্রৎ। নিত্যজাগ্রৎ আত্মা সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানকে উজ্জ্বলিত, প্রকাশিত বা প্রব্যক্ত রাখেন, তাই সুষুপ্তিভঙ্গের পর প্রত্যেক জীব "আমি অজ্ঞানাবৃত হইয়াছিলাম" এই অভিলাপ করিয়া থাকে)। সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানবৃত্তির জ্ঞাতা, সাক্ষী, দ্রষ্টা বা প্রকাশক অলুপ্ত থাকে, নাশ প্রাপ্ত হয় না, এ কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে। যথা—"যিনি বিজ্ঞানের (বুদ্ধির) জ্ঞাতা, যিনি জ্ঞানকে জানেন, প্রকাশ করেন, তাঁহার বিলোপ কোন কালেই নাই। কেবল তিনিই অবিনাশী।"

[তথা···দর্শয়তি] প্রজাপতি চতুর্থ পর্য্যায়ে (চতুর্থ উপদেশে) "পুনর্ব্বার ইঁহাকে বলিব, বুঝাইয়া দিব" এইরূপ বলিয়া প্রথমতঃ বক্তব্য আত্মার সহিত শরীরাদির ও জাগ্রদাদি অবস্থার বাস্তব সম্পর্ক নাই বলিয়াছেন, যেরূপে নাই, তাহা দেখাইয়াছেন, পশ্চাৎ সম্প্রসাদ-শব্দ-বোধ্য জীবের তৎকালে স্বরূপনিষ্পত্তি

ইত্যুপক্রম্য "মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরম্" ইত্যাদিনা প্রপঞ্চেন শরীরাদ্যুপাধিসম্বন্ধপ্রত্যাখ্যানেন সম্প্রসাদশব্দোদিতং জীবং স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত ইতি ব্রহ্মস্বরূপাপন্নং দর্শয়ন্ ন পরস্মাৎ ব্রহ্মণোঽমৃতাভয়স্বরূপাদন্যং জীবং দর্শয়তি।

কেচিত্তু—পরমাত্মবিবক্ষায়াং "এতন্ত্বেব তে" ইতি জীবাকর্ষণমন্যায্যং মন্যমানা এতমেব বাক্যোপক্রমসূচিতমপহতপাপ্মত্বাদিগুণকমাত্মানং 'তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি'ইতি কল্পয়ন্তি, তেষামেতমিতি সন্নিহিতাবলম্বিনী সর্ব্বনামশ্রুতির্বিপ্রকৃষ্যেত, ভূয়ঃশ্রুতিশ্চোপরুধ্যেত। পর্য্যায়ান্তরাভিহিতস্য পর্য্যায়ান্তরেণানভিধীয়মানত্বাৎ। "এতন্ত্বেব তে" ইতি চ প্রতিজ্ঞায় প্রাক্ চতুর্থাৎ পর্য্যায়াদন্যমন্যং ব্যাচক্ষাণস্য প্রজাপতেঃ প্রতারকত্বং প্রসজ্যেত।

আচার্য্যদেশীয়মতমাহ।—"কেচিত্তু" ইতি। যদি হেতমিত্যনেনানন্তরোক্তং চক্ষুরধিষ্ঠানং পুরুষং পরামৃশ্য তস্যাত্মত্বমুচ্যেত, ততো ন ভবেচ্ছায়াপুরুষঃ। ন ত্বেতদস্তি। বাক্যোপক্রমসূচিতস্য পরমাত্মনঃ পরামর্শাৎ। ন খলু জীবাত্মনোঽপহতপাপ্মত্বাদিগুণসম্ভব ইত্যর্থঃ। তদেতদ্দূষয়তি।—"তেষামেতম্" ইতি সুবোধম্।

(ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি) হয় বলিয়াছেন। এই স্থানে প্রণিহিত হও, দেখিতে পাইবে, জীব অমৃতাভয় ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। যে জাগ্রদাত্মা, সেই স্বাপ্ন আত্মা, যে স্বাপ্ন আত্মা, সেই সুষুপ্ত আত্মা, এবং যে সুষুপ্ত আত্মা অমৃতাভয় ব্রহ্ম, এরূপ বলাতেই উহা সিদ্ধ হইয়াছে।

[কেচিত্তু…রজ্জ্বাদীন্] কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন, পরমাত্মা বলিবার জন্য, বুঝাইবার জন্য, "এতম্—ইহাকে" এ কথার দ্বারা জীবের অনুকর্ষণ করা অযুক্ত। প্রস্তাবের প্রারম্ভে যে নিষ্পাপ (শুদ্ধ বা পরমাত্মা) আত্মা সূচিত হইয়াছেন, "এতৎ" শব্দে তাঁহাকেই আকর্ষণ করা উচিত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় "এতৎ" শব্দ দূরস্থ শুদ্ধ আত্মার অনাকর্ষক। যে নিকটে থাকে, এতৎ শব্দ তাহাকেই গ্রহণ করে, তাহাকেই উপস্থাপিত করে। বাক্যোপক্রমস্থ শুদ্ধ আত্মা অনেক দূরে, সুতরাং "এতৎ" শব্দের দ্বারা তাঁহার গ্রহণ অসম্ভব। "এতৎ" শব্দে জীবের গ্রহণ না করিলে "ভূয়ঃ" শব্দও ব্যর্থ হইবে। যে বস্তু প্রথম কথিত হয়, সেই বস্তু যদি দ্বিতীয়বার বলিতে হয়, তবেই "ভূয়ঃ" "পুনঃ" এরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। বিভিন্ন বস্তু হইলে ঐ শব্দের প্রয়োগ অসঙ্গত ও অনর্থক হইয়া থাকে। প্রজাপতি "ইহাকেই বলিব, বুঝাইব", এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ যদি অন্য বস্তু বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাতে প্রতারকত্ব দোষ আসিতে পারে। (প্রজাপতি প্রতারক, এ কথা অগ্রাহ্য)। সেই জন্যই বলিতেছি,

তস্মাদ্ যদবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতমপারমার্থিকং জৈবং রূপং কর্ত্তৃভোক্তৃ-রাগদ্বেষাদিদোষকলুষিতমনেকানর্থযোগি, তদ্বিলয়নেন তদ্বিপরীত-মপহতপাপ্মত্বাদিগুণকং পারমেশ্বরং স্বরূপং বিদ্যয়া প্রতি-পাদ্যতে, সর্পাদিবিলয়নেনেব রজ্জ্বাদীন্।

অপরে তু বাদিনঃ পারমার্থিকমেব জৈবং রূপমিতি মন্যন্তে, অস্মদীয়াশ্চ কেচিৎ, তেষাং সর্ব্বেষামাত্মৈকত্ব-সম্যগ্দর্শনপ্রতিপক্ষ-ভূতানাং প্রতিষেধায়েদং শারীরকমারব্ধম্—এক এব পরমেশ্বরঃ কূটস্থনিত্যো বিজ্ঞানধাতুরবিদ্যয়া মায়য়া মায়াবিবদনেকধা বিভাব্যতে, নান্যো বিজ্ঞানধাতুরস্তীতি।

যত্ত্বিদং পরমেশ্বরবাক্যে জীবমাশঙ্ক্য প্রতিষেধতি সূত্রকারঃ—নাসম্ভবাদিত্যাদিনা, তত্রায়মভিপ্রায়ঃ—নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্য-

মতান্তরমাহ।—"অপরে তু বাদিনঃ" ইতি। যদি ন জীবঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ বস্তুতো ভবেৎ, ততস্তদাশ্রয়াঃ কর্ম্মবিধয় উপরুধ্যেরন্। সূত্রকারবচনঞ্চ নাসম্ভবা-দিতি কুপ্যেত। তৎ খলু ব্রহ্মণো গুণানাং জীবেঽসম্ভবমাহ। ন চাভেদে ব্রহ্মণো জীবানাং ব্রহ্মগুণানামসম্ভবো জীবেষ্বিতি তেষামভিপ্রায়ঃ। তেষাং বাদিনাং শারীরকেণৈবোত্তরং দত্তম্। তথাহি।—পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া বেদান্তানামেকমদ্বয়মাত্মতত্ত্বং, জীবাস্ত্ববিদ্যোপধানকল্পিতা ইত্যত্র তাৎপর্য্যমব-

এরূপ বলা উচিত যে, যাহা তাঁহার অবিদ্যাজনিত অপারমার্থিক রূপ, অর্থাৎ জীবভাব, যাহা আভিমানিক কর্ত্তৃত্বাদিদোষে কলুষিত, বিদ্যা (তত্ত্বজ্ঞান), সেই রূপের বিলয় করিয়া তদ্বিপরীত শুদ্ধরূপের (অনারোপিত বা অকল্পিত রূপের) প্রতিপত্তি বা প্রাপ্তি করায়। যেমন রজ্জু তত্ত্বজ্ঞান কল্পিত সর্পের বিলয় করিয়া অকল্পিত রজ্জুরূপ প্রতীত করায়, তেমনি, আত্মতত্ত্বজ্ঞানও কল্পিত জীব-রূপের বাধ করিয়া অকল্পিত কেবল চিদ্রূপের সাক্ষাৎকার করায়।

[অপরে···রস্তীতি] অন্যান্য বাদীদিগের এবং আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির অভিপ্রায়, জীব অকল্পিত অর্থাৎ সত্য। এ সকল মত একাত্মবিজ্ঞানের বা সম্যক্ জ্ঞানের শত্রু, সুতরাং ঐ সকল মত নিরাকরণার্থ এই শারীরিক (জীব-বিচার) শাস্ত্রের আরম্ভ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, পরমেশ্বর এক, তিনি কূটস্থ-নিত্য, চিদেকরস। ইঁহার অবিদ্যানামক শক্তি আছে, তদ্দ্বারা ইনি মায়াবী, মায়ার দ্বারাই ইনি বহুরূপে অর্থাৎ নানা আকারে ভাসমান হইতেছেন, কিন্তু বস্তুকল্পে তদতিরিক্ত পৃথক্ কোনও বিজ্ঞান (জীব ও ঈশ্বরপ্রভৃতি) নাই।

[যত্ত্বিদং...ভেদম্] সূত্রকার (ব্যাস) পরমেশ্বরবোধক বাক্যের জীব-বোধকতা আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার-প্রয়াস স্বীকার করেন কেন? তাহাও বলিতেছি। সূত্রকারের অভিপ্রায়ে পরমাত্মা এক, তিনি নিত্যবুদ্ধ-

স্বভাবে কূটস্থনিত্য একস্মিন্নসঙ্গেঽরূপে পরমাত্মনি তদ্বিপরীতং জৈবং রূপং ব্যোম্নীব তলমলাদি পরিকল্পিতং, তদাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরৈর্ব্বাক্যৈর্ন্যায়োপেতৈর্দ্বৈতবাদপ্রতিষেধৈশ্চাপনেষ্যামীতি পরমাত্মনো জীবাদন্যত্বং দ্রঢ়য়তি, জীবস্য তু ন পরস্মাদন্যত্বং প্রতিপিপাদয়িষতি, কিন্তু অনুবদত্যেবাবিদ্যাকল্পিতং লোকপ্রসিদ্ধং জীবভেদম্। এবং হি স্বাভাবিককর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বানুবাদেন প্রবৃত্তাঃ কর্ম্মবিধয়ো ন বিরুধ্যন্ত ইতি প্রতিপাদয়িষ্যতি। প্রতিপাদ্যন্তু শাস্ত্রার্থমাত্মৈকত্বমেব দর্শয়তি "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" (১।১।৩০) ইত্যাদিনা, বর্ণিতশ্চাস্মাভির্ব্বিদ্বদবিদ্বদ্ভেদেন কর্ম্মবিধিবিরোধপরিহারঃ ॥ ১। ৩। ১৯ ॥

গম্যতে। ন চ বস্তুসতো ব্রহ্মণো গুণাঃ সমারোপিতেষু জীবেষু সম্ভবন্তি। নো খলু বস্তুসত্যা রজ্জ্বা ধর্ম্মাঃ সেব্যত্বাদয়ঃ সমারোপিতে ভুজঙ্গে সম্ভবিনঃ। ন চ সমারোপিতো ভুজঙ্গো রজ্জ্বা ভিন্নঃ। তস্মান্ন সূত্রব্যাকোপঃ। অবিদ্যাকল্পিতঞ্চ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বং যথা লোকসিদ্ধমুপাশ্রিত্য কর্ম্মবিধয়ঃ প্রবৃত্তাঃ শ্যেনাদিবিধয় ইব নিষিদ্ধেঽপি 'ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানী'তি সাধ্যাংশেঽভিচারেঽতিক্রান্তনিষেধং পুরুষমাশ্রিত্যাঽবিদ্যাবৎপুরুষাশ্রয়ত্বাচ্ছাস্ত্রস্যেত্যুক্তম্। তদিদমাহ।—"তেষাং সর্ব্বেষাম্" ইতি। নমু ব্রহ্ম চেদত্র বক্তব্যং কৃতং জীবপরামর্শেনেত্যুক্তমিত্যত আহ—॥ ১ ।৩। ১৯॥

শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, সৎস্বরূপ, কূটস্থনিত্য। অজ্ঞানপ্রভাবে অসঙ্গ আকাশে যেমন মালিন্যাদি কল্পিত হয়, তেমনি তদাশ্রিত অজ্ঞানপ্রভাবে তাঁহাতে জীবত্ব ও প্রপঞ্চ কল্পিত হইতেছে, আমি সে কল্পনা বা সে ভ্রম যুক্তিসহকৃত দ্বৈতনিষেধক ও অদ্বৈতপ্রতিপাদক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা (বিচারপূর্ব্বক) অপগত করাইব। সূত্রকারের এ অভিপ্রায় জীব-ব্রহ্মের অভেদ দৃঢ় রাখিতে সমর্থ। জীব বলিলেই তাহা ব্রহ্ম-ভিন্ন, এরূপ প্রতীতি হয় সত্য; পরন্তু তাহা শাস্ত্রের অপ্রতিপাদ্য, অর্থাৎ জীবের জীবভাব প্রতিপাদ্য নহে; কিন্তু তাহা অনুবাদ্য মাত্র। জননীর ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতি প্রসিদ্ধ বা সর্ব্ববিদিত জীবকে অনুবাদ করিয়া (জ্ঞাতজ্ঞাপনের নাম অনুবাদ,) তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব, জীবভাবের অনুবাদ করতঃ তাহার মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের দ্বারা ব্রহ্মরূপ প্রতিপাদন করাই শ্রুতির ও সূত্রের অভিপ্রেত। [এবং…পরিহারঃ] ঐরূপ হইলেই স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিযুক্ত জীবের অনুবাদকারী কর্ম্মবোধক বেদের সহিত জ্ঞানবোধক বেদবাক্যের বিরোধভঞ্জন হয়। ফলিতার্থ এই যে, প্রতিপাদ্য-শাস্ত্রার্থ একাত্মবাদ। এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়া আসিয়াছি এবং জ্ঞানী অজ্ঞানীভেদে অর্থাৎ অধিকার-ভেদে কর্ম্মবিধির ও জ্ঞানবিধির ব্যবস্থা বা বিরোধপরিহারের প্রণালীও দেখাইয়াছি॥ ১।৩। ১৯॥

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ১।৩।২০ ॥ *

অথ যো দহরবাক্যশেষে জীবপরামর্শো দর্শিতঃ, "অথ য এষ সম্প্রসাদঃ" ইত্যাদিঃ, স দহরে পরমেশ্বরে ব্যাখ্যায়মানে ন জীবোপাসনোপদেশঃ, ন প্রকৃতবিশেষোপদেশ ইত্যনর্থকত্বং প্রাপ্নোতীত্যত আহ, অন্যার্থঃ। অয়ং জীবপরামর্শঃ ন জীবস্বরূপ-পর্য্যবসায়ী, কিন্তর্হি ? পরমেশ্বরস্বরূপপর্য্যবসায়ী। কথম্ ? সম্প্র-সাদশব্দোদিতো জীবো জাগরিতে ব্যবহারে দেহেন্দ্রিয়পঞ্জরাধ্যক্ষো ভূত্বা তদ্বাসনানির্ম্মিতাংশ্চ স্বপ্নান্নাড়ীচরোঽনুভূয় শ্রান্তঃ শরণং প্রেপ্সুরুভয়রূপাদপি শরীরাভিমানাৎ সমুত্থায় সুষুপ্তাবস্থায়াং পরং জ্যোতিরাকাশশব্দিতং পরং ব্রহ্মোপসম্পদ্য বিশেষবিজ্ঞানবত্ত্বং

জীবত্বোপাধিকল্পিতস্থ ব্রহ্মভাব উপদেষ্টব্যঃ। ন চাসৌ জীবমপরামৃশ্য শক্য

দহর-বাক্যের শেষে যে, জীবের বর্ণনা আছে, (যে এই সম্প্রসাদ অর্থাৎ সুষুপ্ত জীব), দহর শব্দের অর্থ পরমেশ্বর হইলে সে বর্ণনার কোন সার্থকতা থাকে না; সুতরাং বিবেচনা করা উচিত, সে বর্ণনা অর্থাৎ সেরূপ জীব-পরামর্শ অন্য অর্থের জ্ঞাপক। [অয়ং…পদ্যতে] প্রজাপতি অবস্থাবান্ জীবের বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য জীবরূপ বুঝানর পক্ষে পর্য্যবসিত নহে; পারমেশ্বর রূপ প্রদর্শনের পক্ষেই তাহার তাৎপর্য্য। অর্থাৎ প্রোক্ত প্রণালীক্রমে জীবের অনা-রোপিত রূপ বুঝানই তাঁহার অভিপ্রেত। তিনি যে-প্রকারে তাহা বুঝাইয়াছেন, উপদেশ করিয়াছেন, সে প্রকার এই।—সম্প্রসাদ-শব্দবোধ্য জীব জাগ্রদবস্থায় দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যক্ষ হইয়া বহিশ্চর থাকেন। পরে বাসনানির্ম্মিত স্বপ্ন অনুভব করিতে নাড়ীচর হন। অনন্তর শ্রান্তিপ্রযুক্ত শরণপ্রার্থী † হইয়া উক্ত দ্বিবিধ (জাগ্রৎ ও স্বপ্ন) শরীরাভিমান ত্যাগ করেন; করিলে সুষুপ্তি হয়। এই কালে আকাশ-শব্দ-বোধ্য পরব্রহ্মরূপে সম্পন্ন (একীভূত বা অভিন্নপ্রায়) হইয়া ভেদ-জ্ঞানসম্বন্ধরহিত হন, হইয়া নিজের অনারোপিত রূপ প্রাপ্ত হন। যে পরজ্যোতিঃ

* পরামর্শোঽনুসন্ধানং জীবস্তেতি যোজ্যম্। জীবপরামর্শস্তু অন্যার্থঃ পরমেশ্বরস্বরূপপ্রতি-পাদনার্থো ন তু জীবস্বরূপপ্রতিপাদনার্থঃ।—

দহরবাক্যে যে. জীবভাবের বর্ণনা আছে, জীবের পরমেশ্বরভাব প্রতিপাদন করাই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য অর্থাৎ জীবভাব বুঝান উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু তাহার অনারোপিত রূপ বুঝানই উদ্দেশ্য।

† পক্ষী যেমন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে পুনর্ব্বার মূলস্থানে আইসে, যে স্থান হইতে গিয়াছিল, সেই স্থানেই ফিরিয়া আইসে, তেমনি জীবও জাগ্রৎ ও স্বপ্ন পরিভ্রমণ করিয়া সুষুপ্ত হয় অর্থাৎ পুনর্ব্বার অদ্বয় ব্রহ্মে ফিরিয়া আইসে। বাহিরের জাগ্রৎ অপেক্ষা স্বপ্ন অভ্যন্তরে, তদপেক্ষা বা তাহার অভ্যন্তরে সুষুপ্তি।

পরিত্যজ্য স্বেন রূপেণায়মভিনিষ্পদ্যতে—যদস্যোপসম্পত্তব্যং পরং জ্যোতিঃ, যেন স্বেন রূপেণায়মভিনিষ্পদ্যতে, স এব আত্মাপহতপাপ্মত্বাদিগুণ উপাস্য ইত্যেবমর্থোঽয়ং জীবপরামর্শঃ পরমেশ্বরবাদিনোঽপ্যুপপদ্যতে ॥ ১ । ৩ । ২০ ॥

অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ১ । ৩ । ২১ ॥ *

যদপ্যুক্তং "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" ইত্যাকাশস্যাল্পত্বং শ্রূয়মাণং পরমেশ্বরে নোপপদ্যতে, জীবস্য ত্বারাগ্রোপমিতস্যাল্পত্বমবকল্পত ইতি, তস্য পরিহারো বক্তব্যঃ। উক্তো হ্যস্য পরিহারঃ পরমেশ্বরস্যাপেক্ষিকমল্পত্বমবকল্পত ইতি "অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ" ইত্যত্র, স এব পরিহারোঽনুসন্ধাতব্য ইতি সূচয়তি। শ্রুত্যৈব চেদমল্পত্বং প্রত্যুক্তং প্রসিদ্ধেনাকাশেনোপমিমানয়া, "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ" ইতি ॥ ১ । ৩ । ২১ ॥

উপদেষ্টুম্। ইতি তিসৃষ্ববস্থাসু জীবঃ পরামৃষ্টস্তদ্ভাব-প্রবিলয়েন তস্য পারমার্থিকং ব্রহ্মভাবং দর্শয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ১ । ৩ । ২০ ॥

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১ । ৩ । ২১ ॥

তাঁহার উপসম্পত্তব্য বা প্রাপ্তব্য—যাহার সহিত একীভূত হওয়ায় স্বরূপ (নিজের মুখ্য বা অনারোপিত রূপ) নিষ্পন্ন হয়, সেই নিষ্পাপত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রহ্মনামক পরজ্যোতিই উক্ত বাক্যের প্রকাশ্য এবং তিনিই উপাস্য। যাহারা পরমেশ্বরবাদী, উপাস্য দহরাকাশকে পরমেশ্বর বলে, তাহাদের মতেও ঐ জীব-পরামর্শ (জীবের বর্ণনা বা উপদেশ) উপরোক্ত প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে। ১ । ৩ । ২০ ॥

বলিয়াছিলে, "হৃৎপদ্মের মধ্যে দহর (পরিচ্ছিন্ন বা অল্প) আকাশ" এ কথা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরে সঙ্গত হয় না, কিন্তু জীব-পক্ষে সঙ্গত হয়। (জীব পরিচ্ছিন্ন বলিয়া শ্রুতি সূচ্যগ্রের সহিত জীবের তুলনা দিয়াছেন।) এ কথার বা আপত্তির খণ্ডন ১ম অঃ, ২য় পা, ৪র্থ সূত্রে বলা হইয়াছে। শ্রুতিও "এই আকাশ যৎপরিমাণ, হৃদয়োপলক্ষিত দহরাকাশও সেই পরিমাণ" এইরূপ উক্তির দ্বারা উপাস্য আকাশের অল্পতার বাস্তবত্বনিবারণ করিয়াছেন। ঐ কথাতেই বুঝা যায়, ঐ অল্পত্ব কেবল উপাসনার জন্যই প্রতীকানুসারে কল্পিত ॥ ১ । ৩ । ২১ ॥

---

* অল্পশ্রুতেঃ দহর আকাশ ইত্যনেনাকাশস্যাল্পত্বশ্রবণাৎ দহরত্বমল্পত্বং, তচ্চ ন পরমেশ্বরে সঙ্গচ্ছত ইতি চেৎ শঙ্ক্যতে, তন্মাশঙ্ক্যতাম্, যতস্তদাশঙ্কায়াঃ সমাধানমুক্তমেবেতি সূত্রার্থঃ।

শ্রুতি উপাস্য আকাশকে দহর বলিয়াছেন, দহর-শব্দের অর্থ অল্প, পরিচ্ছিন্ন, পরমেশ্বর অর্থে তাহা অসঙ্গত, এ আপত্তির প্রত্যুত্তর ১ অঃ, ২ পা, ৭ সূত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

অনুকৃতেস্তস্য চ॥১।৩।২২॥ *

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"

ইতি সমামনন্তি। তত্র যং ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, যস্য চ ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি, স কিং তেজোধাতুঃ কশ্চিৎ ? উত প্রাজ্ঞ আত্মা

"অভানং তেজসো দৃষ্টং সতি তেজোঽন্তরে যতঃ।
তেজোধাত্বন্তরং তস্মাদনুকারাচ্চ গম্যতে॥"

বলীয়সা হি সৌর্য্যেণ তেজসা মন্দং তেজশ্চন্দ্রতারকাদ্যভিভূয়মানং দৃষ্টং, ন তু তেজসান্যেন। যেঽপি পিধায়কাঃ প্রদীপস্য গৃহকুড্যাদয়ঃ, ন তে স্বভাসা প্রদীপং ভাসয়িতুমীশতে। শ্রূয়তে চ "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি। সর্ব্বশব্দঃ প্রস্তুতসূর্য্যাদ্যপেক্ষঃ। ন চাতুল্যরূপেঽনুভানমিত্যনুকারঃ সম্ভবতি। নহি গাবো বরাহমনুধাবন্তীতি কৃষ্ণবিহঙ্গানুধাবনমুপপদ্যতে গবাম্, অপি তু তাদৃশশূকরানুধাবনম্। তস্মাদযদ্যপি 'যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতম্" ইতি

মুণ্ডক-শ্রুতিতে আছে, "সেখানে অগ্নি দূরে থাকুক, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, ইহারাও প্রকাশপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ ভাসক হয় না। (তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না)। তিনি স্বপ্রকাশ, স্বাধীন-প্রকাশ আপনা আপনি প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাদ্বারাই এ সমস্ত অনুভাত বা অনুপ্রকাশিত হইতেছে। অর্থাৎ এ সমস্ত তাঁহারই ভানে ভাত, তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত। (তাঁহারই সত্তায় এ সকলের সত্তা, তাঁহারই অস্তিত্বে অস্তিত্ব, তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত। এ সকলের পৃথক্ সত্তা নাই, পৃথক্ প্রকাশও নাই। তিনিই পরমসৎ, তিনিই পরমপ্রকাশ বা স্বাধীন-প্রকাশ, আর সমুদায় তাঁহার অধীন; অর্থাৎ তিনিই এ সকলের সত্তা-স্ফূর্ত্তিপ্রদ)"। মুণ্ডকশ্রুতি যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা বলিলেন, তিনি কে? তিনি কি কোন তেজোবিশেষ? না প্রাজ্ঞ (স্বপ্রকাশ) আত্মা? এরূপ সন্দেহ হইতে পারে। সন্দেহের পর প্রথমতঃ কোন এক অপরিচিত তেজঃপদার্থকেই পাওয়া যায়; অর্থাৎ তিনি এক প্রকার তেজঃ এইরূপ

* মুণ্ডক-শ্রুতির্যদ্ধেতুকসর্ব্বভানমুক্তবতী, তৎ স্বপ্রকাশস্বভাব আত্মা। হেতুমাহ—অনুকৃতেঃ। অনুকরণমনুকৃতিঃ অনুভানমিতি যাবৎ, তস্মাৎ। তস্য চ তস্যৈব স্বপ্রকাশস্বভাবস্যাত্মনঃ। অয়মভাবঃ—আত্মা তাবৎ স্বপ্রকাশঃ, সর্ব্বমন্যৎ তদধীনপ্রকাশম্। আত্মভানং বিনা সর্ব্বস্য পৃথগ্‌ভানং নাস্তীতি সর্ব্বভানস্যানুভানত্বম্।

মুণ্ডক শ্রুতি যাঁহাকে সূর্য্য প্রভৃতির অপ্রকাশ্য বলিয়াছেন, সূর্য্য প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াছেন, তিনি স্বপ্রকাশস্বভাব আত্মা। হেতু এই যে, আত্মাই সর্ব্বাবভাসক, এ সমস্ত তাঁহারই ভানে ভাত, তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত।

ইতি বিচিকিৎসায়াং তেজোধাতুরিতি তাবৎ প্রাপ্তম্,কুতঃ ? তেজোধাতূনামেব সূর্য্যাদীনাং ভান-প্রতিষেধাৎ। তেজঃস্বভাবকং হি চন্দ্রতারকাদি তেজঃস্বভাবক এব সূর্য্যে ভাসমানেঽহনি ন ভাসত ইতি প্রসিদ্ধম্। তথা, সহ সূর্য্যেণ সর্ব্বমিদং চন্দ্রতারকাদি যস্মিন্ ন ভাসতে, সোঽপি তেজঃস্বভাবক এব কশ্চিদিত্যবগম্যতে। অনুভানমপি তেজঃস্বভাবক এবোপপদ্যতে, সমানস্বভাবকেষ্বনুকারদর্শনাৎ গচ্ছন্তমনুগচ্ছতীতিবৎ, তস্মাৎ তেজোধাতুঃ কশ্চিদিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—

ব্রহ্ম প্রকৃতং, তথাপ্যভিভবানুকারসামর্থ্যলক্ষণেন লিঙ্গেন প্রকরণবাধয়া তেজোধাতুরবগম্যতে, ন তু ব্রহ্ম, লিঙ্গানুপপত্তেঃ। তত্র তং তস্যেতি চ সর্ব্বনামপদানি প্রদর্শনীয়মেবাবমক্ষ্যন্তি। ন চ তচ্ছব্দঃ পূর্ব্বোক্তপরামর্শীতি নিয়মঃ সমস্তি। নহি 'তেন রক্তং রাগাৎ' 'তস্যাপত্যম্' ইত্যাদৌ পূর্ব্বোক্তং কিঞ্চিদস্তি। তস্মাৎ প্রমাণান্তরাপ্রতীতমপি তেজোঽন্তরমলৌকিকং শব্দাদুপাস্যত্বেন গম্যত ইতি প্রাপ্ত-উচ্যতে—

"ব্রহ্মণ্যেব হি তল্লিঙ্গং ন তু তেজস্যলৌকিকে।
তস্মান্ন তদুপাস্যত্বং ব্রহ্ম জ্ঞেয়ন্তু গম্যতে ॥"

তমেব ভান্তমিত্যত্র কিমলৌকিকং তেজঃ কল্পয়িত্বা সূর্য্যাদীনামনুভানমুপপাদ্যতাম্, কিংবা ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প ইতি শ্রুত্যন্তরসিদ্ধেন ব্রহ্মণো ভানেন সূর্য্যাদীনাং ভানমুপপাদ্যতামিতি বিশয়ে, ন শ্রুতসম্ভবেঽশ্রুতস্য কল্পনা যুজ্যত ইত্যপ্রসিদ্ধং নালৌকিকমুপাস্যং তেজো যুজ্যতে, অপি তু শ্রুতিপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মৈব জ্ঞেয়মিতি, তদেতদাহ।

অর্থই লব্ধ হয়। কারণ এই যে, ঐ বাক্যে সূর্য্যাদি-তেজঃপদার্থের ভাননিবৃত্তি হওয়ার কথা আছে। [তেজঃ…গম্যতে] তেজ তেজের অভিভাবক, ইহা সকলেই জানেন। তাহার দৃষ্টান্ত, তেজোময় সূর্য্যের প্রকাশে তেজোময় নক্ষত্রাদি অপ্রকাশ থাকে, অর্থাৎ তাহাদের প্রকাশ প্রতিবন্ধ থাকে। সূর্য্য যেমন চন্দ্র তারকাদির অভিভাবক, তেমনি, এমন এক তেজ আছে—যাহা সূর্য্যেরও অভিভাবক, অর্থাৎ সূর্য্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। [অনু…ক্রমঃ] অনুভান কথাটী তেজঃপক্ষেই সঙ্গত হয়। কেন ? বিবেচনা কর। গন্তার সঙ্গে বা পশ্চাৎ গমনের নাম অনুগমন। অনুগমন, অনুকরণ, অনুভান, এ সকল একজাতীয় কথা। অনুকরণ সমভাবের মধ্যেই দেখা যায়। প্রদর্শিত যুক্তির দ্বারা ইহাই পাওয়া যায়, স্থির হয়, শ্রুতি যাহার ভানে এ সকলের ভান বলিয়াছেন, তাহা এক প্রকার তেজ ভিন্ন আর কিছু নহে।

প্রাজ্ঞ এবায়মাত্মা ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ? অনুকৃতেঃ। অনুকরণমনুকৃতিঃ। যদেতৎ "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্" ইত্যনুভানং, তৎ প্রাজ্ঞপরিগ্রহেঽবকল্পতে। "ভারূপঃ সত্য-সঙ্কল্পঃ" ইতি হি প্রাজ্ঞমাত্মানমামনন্তি, ন তু তেজোধাতুং কঞ্চিৎ সূর্য্যাদয়োঽনুভান্তীতি প্রসিদ্ধম্। সমত্বাচ্চ তেজোধাতূনাং সূর্য্যা-দীনাং ন তেজোধাতুমন্যং প্রত্যপেক্ষাস্তি, যং ভান্তমনুভায়ুঃ। নহি প্রদীপঃ প্রদীপান্তরমনুভাতি। যদপ্যুক্তং সমানস্বভাবকেম্বনু-কারো দৃশ্যত ইতি, নায়মেকান্তো নিয়মোঽস্তি। ভিন্নস্বভাব-কেম্বপি হ্যনুকারো দৃশ্যতে। যথা সুতপ্তোঽয়ঃপিণ্ডোঽগ্ন্যনু-

"প্রাজ্ঞ এবায়মাত্মা ভবিতুমর্হতি"। বিরোধমাহ।—"সমত্বাচ্চ" ইতি। নমু স্বপ্রতিভানে সূর্য্যাদয়শ্চাক্ষুষং তেজোঽপেক্ষন্তে, ন হ্যন্ধেনৈতে দৃশ্যন্তে, তথা তদেব চাক্ষুষং তেজো বাহ্যসৌর্য্যাদিতেজআপ্যায়িতং রূপাদি প্রকাশয়তি, নানাপ্যায়িতং, অন্ধকারেঽপি রূপদর্শনপ্রসঙ্গাদিত্যত আহ।—"যং ভান্তমনুভায়ুঃ" ইতি। ন হি তেজোঽন্তরস্য তেজোঽন্তরাপেক্ষাং ব্যাসেধামঃ, কিন্তু তদ্ভানমনু-ভানম্। ন চ গোচনভানমনুভান্তি সূর্য্যাদয়ঃ। তদিদমুক্তম্।—"নহি প্রদীপঃ" ইতি। পূর্ব্বপক্ষমনুভাষ্য ব্যভিচারমাহ।—"যদপ্যুক্তম্" ইতি। এতদুক্তং ভবতি —যদি স্বরূপসাম্যাভাবমভিপ্রেত্যানুকারো নিরাক্রিয়তে, তদা ব্যভিচারঃ। অথ ক্রিয়াসাম্যাভাবং, সোঽসিদ্ধঃ। অস্তি হি বায়ুরজসোঃ স্বরূপবিসদৃশয়োরপি নিয়তদিগ্দেশবহনক্রিয়াসাম্যম্। বহ্ন্যয়ঃপিণ্ডয়োস্তু যদ্যপি দহনক্রিয়া ন ভিদ্যতে,

এ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, [প্রাজ্ঞ···ভাতি] তাহা তেজ নহে, তাহা প্রাজ্ঞ (স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বপ্রকাশক) আত্মা। "যাহার" এই যৎ-শব্দের দ্বারা প্রাজ্ঞ আত্মা গৃহীত হইলেই "যে ভানরূপের ভানে এ সকল ভাত হয়" এ কথা সঙ্গত হইতে পারে। শ্রুতিও "আত্মা ভারূপ (প্রকাশ-স্বভাব) ও সত্যসংকল্প", এইরূপ এইরূপ কথায় আত্মার প্রাজ্ঞরূপতা উপদেশ করিয়াছেন। সূর্য্যাদি পদার্থ কোনরূপ তেজোধাতুর দ্বারা বিভাত হয়, এরূপ প্রসিদ্ধি নাই। তেজ তেজস্বরূপে সমান, সকল তেজই স্বীয় স্বীয় তেজে প্রকাশিত হয়, তাহারা আপন আপন প্রকাশ সম্বন্ধে কেহ কাহারও প্রতীক্ষা করে না, ইহা সর্ব্ববিদিত। প্রদীপ কি প্রদীপান্তরের প্রতীক্ষা করে? (প্রদীপ দিয়া প্রদীপ দেখিতে হয় না, এবং বস্তুপ্রকাশের জন্য এক প্রদীপ অন্য প্রদীপের প্রতীক্ষাও করে না।) [যদ···বহতীতি] বলিয়াছিলে, সমস্বভাবের মধ্যেই অনুকরণ-প্রথা দেখা যায়, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম নহে। সমস্বভাবাপন্ন বা তুল্যজাতীয় বস্তুই অনুকরণ করে, বিষমস্বভাব বা বিজাতীয় বস্তু অনুকরণ করে না, এমন কোনও নিয়ম নাই।

কৃতিরগ্নিং দহন্তমনুদহতি, ভৌমং বা রজো বায়ুং বহন্তমনুবহতীতি। অনুকৃতেরিত্যনুভানমস্য সূচৎ। "তস্য চে"তি চতুর্থপাদমস্য শ্লোকস্য সূচয়তি। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি চ তদ্ধেতুকং ভানং সূর্য্যাদেরুচ্যমানং প্রাজ্ঞমাত্মানং গময়তি। "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্" ইতি হি প্রাজ্ঞমাত্মানমামনন্তি। তেজোঽন্তরেণ তু সূর্য্যাদিতেজো বিভাতীত্যপ্রসিদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ, তেজোঽন্তরেণ তেজোঽন্তরস্য প্রতিঘাতাৎ।

অথবা ন সূর্য্যাদীনামেব শ্লোকপরিপঠিতানামিদং তদ্ধেতুকং বিভানমুচ্যতে, কিং তর্হি? সর্ব্বমিদমিত্যবিশেষশ্রুতেঃ সর্ব্বস্যৈবাস্য নামরূপক্রিয়াকারকফলজাতস্য যাভিব্যক্তিঃ, সা ব্রহ্ম-

তথাপি দ্রব্যভেদেন ক্রিয়াভেদং কল্পয়িত্বা ক্রিয়াসাদৃশ্যং ব্যাখ্যেয়ম্। তদেবমনুকৃতেরিতি বিভজ্য তস্য চেতি সূত্রাবয়বং বিভজতে।—"তস্য চ" ইতি। "চতুর্থম্"ইতি। "জ্যোতিষাম্" সূর্য্যাদীনাম্। "ব্রহ্মজ্যোতিঃ" প্রকাশকমিত্যর্থঃ। তেজোঽন্তরেণানিভিভবভাবমাপন্নেন সূর্য্যাদিতেজো বিভাতীত্যপ্রসিদ্ধম্। সর্ব্বশব্দস্য হি স্বরসতো নিঃশেষাভিধানং বৃত্তিঃ। সা তেজোধাতাবলৌকিকে রূপমাত্রপ্রকাশকে সঙ্কুচেৎ, ব্রহ্মণি তু নিঃশেষ-জগদবভাসকে ন সর্ব্বশব্দস্য বৃত্তিঃ সঙ্কুচতীতি।

অগ্নিস্বভাবপ্রাপ্ত প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডও দাহক অগ্নির অনুকরণ করে, এবং বায়ুকর্ত্তৃক চালিত ধূলিসমূহও চালক বায়ুর অনুকরণ করে। [অনুকৃতে···ঘাতাৎ] সূত্রস্থ "অনুকৃতি" শব্দ অনুভান অর্থের সূচক এবং "তস্য চ" অংশ বিচার্য্য শ্লোকের চতুর্থ পাদের বোধক। "তাঁহারই প্রকাশে এ সকল প্রকাশিত?" এই চতুর্থ পাদে প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বাবভাসক আত্মার কথাই বলা হইয়াছে। "দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিকে * আয়ু ও অমৃতজ্ঞানে উপাসনা করেন।" এ শ্রুতিও প্রাজ্ঞ আত্মা বর্ণন করিয়াছেন, (অর্থাৎ আত্মার স্বপ্রকাশতা ও সর্ব্বপ্রকাশকতা বলিয়াছেন)। তেজঃপদার্থের দ্বারা সূর্য্যাদি তেজঃপদার্থ অনুভাত হয়, এ কথা অপ্রসিদ্ধ ও প্রমাণবিরুদ্ধ। তেজ তেজের দ্বারা অনুভাত হয় না, প্রত্যুত প্রতিহতই (অভিভূতই) হয়।

[অথবা···তদ্বৎ] শ্লোকে যে সূর্য্য চন্দ্র ও বিদ্যুতের কথা আছে, তাহা উপলক্ষণমাত্র। যে কিছু নাম রূপ ক্রিয়া কারক ও ফল, সমস্তই ব্রহ্মসত্তার প্রকাশ্য।

* জ্যোতিঃ—প্রকাশকং বস্তু। জ্যোতির জ্যোতিঃ অর্থাৎ অগ্নি প্রভৃতি প্রকাশক বস্তুরও প্রকাশক বা সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদ। আত্মাই সর্ব্বপ্রকাশক, অন্য সকল আত্মপ্রকাশে প্রকাশ্য।

জ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা। যথা সূর্য্যজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা সর্ব্বস্য রূপজাতস্যাভিব্যক্তিস্তদ্বৎ। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" ইতি চ 'তত্র'-শব্দমাহরন্ প্রকৃতগ্রহণং দর্শয়তি। প্রকৃতঞ্চ ব্রহ্ম, "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতম্" ইত্যাদিনা। অনন্তরঞ্চ,—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ" ইতি।

কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যত ইদমুত্থিতং—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" ইতি। যদপ্যুক্তং সূর্য্যাদীনাং তেজসাং ভানপ্রতিষেধস্তেজোধাতাবেবান্যস্মিন্নবকল্পতে, সূর্য্য ইবেতরেষাং জ্যোতিষাম্ ইতি। তত্র তু স এব তেজোধাতুরন্যো ন সম্ভবতী-

"তত্র-শব্দমাহবন্" ইতি। সর্ব্বত্র খল্বয়ং তত্র-শব্দঃ পূর্ব্বোক্তপরামর্শী। 'তেন রক্তং রাগাৎ'ইত্যাদাবপি প্রকৃতে পরস্মিন্ প্রত্যয়েঽর্থভেদেঽন্বাখ্যায়মানে প্রাতিপদিকপ্রকৃত্যর্থস্য পূর্ব্ববৃত্তত্বমস্তীতি। তেনেতি তৎপরামর্শান্ন ব্যভিচারঃ। তথাচ সর্ব্বনামশ্রুতিরেব ব্রহ্মোপস্থাপয়তি। তেন ভবতু নাম প্রকরণাল্লিঙ্গং বলীয়ঃ, শ্রুতিস্তু লিঙ্গাদ্বলীয়সীতি—শ্রৌতমিহ ব্রহ্মৈব গম্যত ইতি। অপি চাপেক্ষিতাঽনপেক্ষিতাভিধানয়োরপেক্ষিতাভিধানং যুক্তং, দৃষ্টার্থত্বাদিত্যাহ।—"অনন্তরঞ্চ হিরণ্ময়ে পরে কোষে" ইতি অস্মিন্ বাক্যে জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যুক্তম্। তত্র কথং তদেব জ্যোতিষাং জ্যোতিরিত্যপেক্ষায়ামিদমুপতিষ্ঠতে "ন তত্র সূর্য্যঃ"

এ তথ্য "সর্ব্বমিদং" অংশে ব্যক্ত আছে। সূর্য্যজ্যোতির সম্ভাব রূপসমূহের অভিব্যঞ্জক; এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি ব্রহ্মজ্যোতির সম্ভাব সর্ব্বাভিব্যঞ্জক। [ন তত্র···ভাতীতি] শ্রুতি "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" এই বাক্যে তত্র-শব্দের প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্বপ্রস্তাবিত পদার্থকেই বলিয়াছেন। "যাহাতে স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ স্থাপিত আছে।" এইরূপ এইরূপ কথায় প্রস্তাবারম্ভ হওয়ায় ব্রহ্ম পদার্থই প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। ইহারই পরে উৎকৃষ্ট হিরণ্ময় কোষে নিষ্পাপ নিষ্কল ব্রহ্ম (বিরাজিত); তিনি শুদ্ধ, জ্যোতির জ্যোতি, তিনি তাহাই—তিনি তাহাই—যিনি আত্মজ্ঞ পুরুষের বিদিত।" ইত্যাদি ইত্যাদি কথাও আছে। অনন্তর, কি প্রকারে বা কোন্ রূপে তিনি জ্যোতিঃ, এতদ্রূপ আকাঙ্ক্ষাক্রমে "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" এতৎ শ্লোক কথিত হইয়াছে। [যদপ্যুক্তং···শ্রুতিভ্যঃ] বলিয়াছিলে, সেখানে সূর্য্যজ্যোতির প্রকাশ নাই বলাতেই সে পদার্থ তেজোবিশেষ, যেমন সূর্য্যে ইতর তেজের প্রকাশ থাকে না, তেমনি সে পদার্থে সূর্য্যেরও প্রকাশ নাই। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি,...

ত্যুপপাদিতম্। ব্রহ্মণ্যপি চৈষাং ভানপ্রতিষেধোঽবকল্পতে, যতো যদুপলভ্যতে, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণৈব জ্যোতিষোপলভ্যতে, ব্রহ্ম তু নান্যেন জ্যোতিষোপলভ্যতে, স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপত্বাৎ, যেন সূর্য্যাদয়স্তস্মিন্ ভায়ুঃ। ব্রহ্ম হ্যন্যদ্ ব্যনক্তি, ন তু ব্রহ্মান্যেন ব্যজ্যতে। "আত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে", "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ ॥ ১ । ৩ । ২২ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ১ । ৩ । ২৩ ॥ *

অপি চ, ইদং রূপং প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনঃ স্মর্য্যতে ভগবদ্গীতাসু,—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥" ইতি,
"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।

ইতি। স্বাতন্ত্র্যেণ তুচ্যমানেঽনপেক্ষিতঃ স্যাদদৃষ্টার্থমিতি। "ব্রহ্মণ্যপি চৈষাং ভানপ্রতিষেধোঽবকল্পত" ইতি। অয়মভিপ্রায়ঃ।—ন তত্র সূর্য্যো ভাতীতি নেয়ং সতি সপ্তমী, যতঃ সূর্য্যাদীনাং তস্মিন্ সত্যভিভবঃ প্রতীয়েত অপি তু বিষয়-সপ্তমী। তেন ন তত্র ব্রহ্মণি প্রকাশয়িতব্যে সূর্য্যাদয়ঃ প্রকাশকতয়া ভান্তি, কিন্তু ব্রহ্মৈব সূর্য্যাদিষু প্রকাশয়িতব্যেষু প্রকাশকত্বেন ভাতি, তচ্চ স্বয়ংপ্রকাশম্। "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ইতি ॥ ১ । ৩ । ২২ ॥

"ন তদ্ভাসয়তে" ইতি ব্রহ্মণোঽগ্রাহ্যত্বমুক্তং, "যদাদিত্যগতম্"ইত্যনেন তস্যৈব গ্রাহকত্বমুক্তমিতি ॥ ১ । ৩ । ২৩ ॥

সেই তেজঃপদার্থ ব্রহ্ম-ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না, ইহা ইতঃপূর্ব্বে প্রতি-পাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-বস্তুতে এ সকল জ্যোতির ভান (প্রকাশ) প্রতিষিদ্ধ হওয়াই সঙ্গত। কারণ এই যে, যে কিছু উপলব্ধি হয় সমস্তই ব্রহ্মজ্যোতির (চৈতন্যের) ভাস্য বা প্রকাশ্য, কিন্তু ব্রহ্ম কাহারো ভাস্য বা প্রকাশ্য নহেন। তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। সেইজন্যই সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থ তাঁহাকে প্রকাশ করে না, করিতেও পারে না। ব্রহ্মই সমস্ত ব্যক্ত করেন, পরন্তু ব্রহ্মকে কেহ ব্যক্ত করে না, করিতে পারেও না। এ কথা "এ সকল আত্ম-জ্যোতির দ্বারা গৃহীত হয়, অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু আত্মজ্যোতিঃ অন্যের অগ্রাহ্য।" ইত্যাদি প্রকার শ্রুতিতেও বর্ণিত আছে ॥১।৩।২২॥

প্রাজ্ঞ আত্মার ঐরূপ রূপ (সর্ব্বভাসকতা) ভগবদ্গীতাতেও বর্ণিত আছে। যথা—সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, কেহই সে বস্তু ভাসিত বা প্রকাশিত করে না। যেস্থানে

* অয়মর্থঃ স্মৃত্যা অপ্যুচ্যতে।—স্মৃতিও ঐ তথ্য অনুবাদ করিতেছেন।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥" ইতি চ ॥ ১ । ৩ । ২৩ ॥

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ১ । ৩ । ২৪ ॥ *

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি" ইতি শ্রূয়তে। তথা,—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানোভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ এতদ্বৈতৎ" ইতি চ।

তত্র যোঽয়মঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রূয়তে, স কিং বিজ্ঞানাত্মা? কিংবা পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ। তত্র পরিমাণোপদেশাদ্বিজ্ঞানাত্মেতি তাবৎ প্রাপ্তম্। ন হ্যনন্তায়ামবিস্তারস্য পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠ-

---

"নাঞ্জসা মানভেদোঽস্তি পরস্মিন্ মানবর্জ্জিতে।
ভূতভব্যেশিতা জীবে নাঞ্জসী তেন সংশয়ঃ॥"

কিমঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুত্যনুগ্রহায় জীবোপাসনাপরমেতদ্বাক্যমস্তু, তদনুরোধেন চেশানশ্রুতিঃ কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যায়তাম্, আহোস্বিদীশানশ্রুত্যনুগ্রহায় ব্রহ্মপরমেতদস্তু, তদনুরোধেনাঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ কথঞ্চিন্নীয়তাম্. তত্রান্যতরস্যান্যতরানুরোধবিশয়ে প্রথমানুরোধো ন্যায্য ইত্যঙ্গুষ্ঠশ্রুত্যনুরোধেনেশানশ্রুতির্নেতব্যা। অপি চ, যুক্তং হৃৎপুণ্ডরীকদহরস্থানত্বং পরমাত্মনঃ। স্থানভেদনির্দ্দেশাৎ। তদ্ধি তস্যোপলব্ধি-স্থানং শালগ্রাম ইব কমলনাভস্য ভগবতঃ। ন চ তথেহাঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুত্যা স্থান-ভেদো নির্দ্দিষ্টঃ, পরিমাণমাত্রনির্দ্দেশাৎ। ন চ মধ্য আত্মনীত্যত্র স্থানভেদোঽব-

---

গেলে পুনরাগমন নিবৃত্তি হয়, তাহাই আমার পরম ধাম।" "সূর্য্যস্থ যে-তেজ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতেছে, যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে, সে তেজ আমারই তেজ, ইহা জানিবে।" (কথা এই যে, তিনি কাহারো ভাস্য নহেন, তিনিই সকলের অবভাসক)॥ ১।৩।২৩॥

কঠোপনিষদে কথিত আছে "দেহমধ্যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ আছেন।" "অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ পুরুষ ধূমবর্জ্জিত জ্যোতির ন্যায়, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। ইনিই ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা। ইনি আজও আছেন, কালও থাকিবেন। (তুমি যাহাকে জানিতে ইচ্ছুক,) তিনিই এই বা ইনি।" এখানে সংশয়, ঐ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষটী কে?—জীব? না পরমাত্মা? পরিমাণের উপদেশ থাকায় প্রথমতঃ জীবপক্ষই পাওয়া যায়। [ন...ভব্যস্যেতি] যাঁহার দৈর্ঘ্যবিস্তার

---

* প্রমিতঃ অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ পুরুষঃ কঠবল্ল্যাং যোঽভিহিতঃ স পরমাত্মৈব। হেতুমাহ—শব্দাদিতি। শব্দাৎ ঈশানাদিশব্দাৎ। এবশব্দোঽবধারণার্থো জীবব্যবচ্ছেদার্থো বা।—

কঠ উপনিষদে যে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ উপদিষ্ট হইয়াছেন; তিনি জীব নহেন, পরমাত্মা। কারণ এই যে, তাঁহাকে ভূত ভবিষ্যতের ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা বলা হইয়াছে।

মাত্রপরিমাণমুপদিশ্যেত। বিজ্ঞানাত্মনস্তূপাধিমত্ত্বাৎ সম্ভবতি কয়াচিৎ কল্পনয়াঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্, স্মৃতেশ্চ—

"অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশঙ্গতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ॥" ইতি।

নহি পরমেশ্বরো বলাদ্ যমেন নিষ্ক্রষ্টুং শক্যঃ। তেন তত্র সংসার্য্যঙ্গুষ্ঠমাত্রো নিশ্চিতঃ, স এবেহাপীত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।—

পরমাত্মৈবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতঃ পুরুষো ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ? শব্দাৎ—"ঈশানো ভূতভব্যস্য" ইতি নহ্যন্যঃ

গম্যতে। আত্মশব্দো হ্যয়ং স্বভাববচনো বা ব্রহ্মবচনো বা স্যাৎ। তত্র স্বভাবস্য স্বভবিত্রধীননিরূপণতয়া স্বস্য চ ভবিতুরনির্দ্দেশান্ন জ্ঞায়তে কস্য মধ্য ইতি। ন চ জীবপরয়োরস্তি মধ্যমঙ্গেতি নৈষ স্থাননির্দ্দেশো বিস্পষ্টঃ, স্পষ্টস্তু পরিমাণ-নির্দ্দেশঃ। পরিমাণভেদশ্চ পরস্মিন্ন সম্ভবতীতি জীবাত্মৈবাঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ। স খল্বন্তঃকরণাদ্যুপাধিকল্পিতো ভাগঃ পরমাত্মনঃ। অন্তঃকরণঞ্চ প্রায়েণ হৃৎকমল-কোশস্থানং, হৃৎকমলকোশশ্চ মনুষ্যাণামঙ্গুষ্ঠমাত্র ইতি তদবচ্ছিন্নো জীবাত্মাপ্যঙ্গুষ্ঠ-মাত্রো নভ ইব বংশপর্ব্বাবচ্ছিন্নমরত্নিমাত্রম্। অপি চ, জীবাত্মনঃ স্পষ্টমঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং স্মর্য্যতে—

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ।' ইতি

ন হি সর্ব্বেশস্য ব্রহ্মণো যমেন বলান্নিকর্ষঃ কল্প্যতে। যমো হি জগৌ,—

"হরিগুরুবশগোঽস্মি ন স্বতন্ত্রঃ,
প্রভবতি সংযমনে মমাপি বিষ্ণুঃ" ইতি।

তেনাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বস্য জীবে নিশ্চয়াৎ আপেক্ষিকং কিঞ্চিদ্ভূতভব্যং প্রতি

নাই, যিনি অসীম, শ্রুতি তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলিবেন কেন? জীব সোপাধিক, সুতরাং জীবকেই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা সম্ভব। স্মৃতিও জীবকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর যম, সত্যবানের শরীর হইতে পাশবদ্ধ ও কর্ম্মবশ্য অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে বলপূর্ব্বক নিষ্কাশিত করিলেন।" যম কি পরমেশ্বরকে বলপূর্ব্বক নিষ্কাশিত করিতে পারেন? যেমন স্মৃত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ জীব, তেমনি, শ্রুত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষও জীবই। সূত্রকার এবম্বিধ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন,—

শ্রুত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ জীব নহে; পরমাত্মা। কারণ এই যে, শ্রুতি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে ভূত ভবিষ্যৎ পদার্থের ঈশান (নিয়ন্তা) বলিয়াছেন। পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহারও নিরঙ্কুশ নিয়ন্তৃত্ব নাই। "তিনি এই বা ইনি"

পরমেশ্বরাদ্ ভূতভব্যস্য নিরঙ্কুশমীশিতা। "এতদ্বৈ তৎ" ইতি চ প্রকৃতং পৃষ্টমিহানুসন্দধাতি। 'এতদ্বৈ তৎ" যৎ পৃষ্টং ব্রহ্মে-ত্যর্থঃ। পৃষ্টঞ্চেহ ব্রহ্ম—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।

"অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ" ইতি। শব্দা-দেবেতি অভিধানশ্রুতেরেব ঈশান ইতি পরমেশ্বরোঽবগম্যত-ইত্যর্থঃ। কথং পুনঃ সর্ব্বগতস্য পরমাত্মনঃ পরিমাণোপদেশ ইত্যত্র ক্রমঃ—॥ ১। ৩। ২৪ ॥

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥১।৩।২৫॥*

সর্ব্বগতস্যাপি পরমাত্মনো হৃদয়েঽবস্থানমপেক্ষ্যাঙ্গুষ্ঠমাত্র-

জীবস্যেশানত্বং ব্যাখ্যেয়ম্। এতদ্বৈ তদিতি চ প্রত্যক্ষজীবরূপং পরামৃশতীতি। তস্মাজ্জীবাত্মৈবাত্রোপাস্য ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—

"প্রশ্নোত্তরত্বাদীশানশ্রবণস্যাবিশেষতঃ।
জীবস্য ব্রহ্মরূপত্ব-প্রত্যায়নপরং বচঃ॥"

ইহ হি ভূতভব্যমাত্রং প্রতি নিরঙ্কুশমীশানত্বং প্রতীয়তে। প্রাক্ পৃষ্টং চাত্র ব্রহ্ম, অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিত্যাদিনা। তদনন্তরস্য সন্দর্ভস্য তৎ-প্রতিবচনতোচিতেতি এতদ্বৈতদিতি ব্রহ্মাভিধানং যুক্তম্। তথা চাঙ্গুষ্ঠমাত্রতয়া যদ্যপি জীবোঽবগম্যতে, তথাপি ন তৎপরমেতদ্বাক্যং, কিন্তু অঙ্গুষ্ঠমাত্রস্য জীবস্য ব্রহ্মরূপতাপ্রতিপাদনপরম্। এবং নিরঙ্কুশমীশানত্বং ন সঙ্কোচয়িতব্যম্। ন চ ব্রহ্মপ্রশ্নোত্তরতা হাতব্যা। তেন যথা তত্ত্বমসীতি বিজ্ঞানাত্মনস্ত্বম্পদার্থস্য তদিতি পরমাত্মনৈকত্বং প্রতিপাদ্যতে, তথেহাপ্যঙ্গুষ্ঠপরিমিতস্য বিজ্ঞানাত্মন ঈশানশ্রুত্যা ব্রহ্মভাবঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি যুক্তম্॥ ১। ৩। ২৪ ॥

"সর্ব্বগতস্যাপি পরব্রহ্মণো হৃদয়েঽবস্থানমপেক্ষ্য" ইতি জীবাভিপ্রায়ম্।

এ অংশ পূর্ব্বপ্রস্তাবিত পদার্থেরই বোধক। ব্রহ্মের প্রস্তাবে ব্রহ্মপ্রশ্নই হইয়াছিল, (জিজ্ঞাসু ব্রহ্ম জানিতে চাহিয়াছিলেন), তাই উপদেষ্টা বলিলেন, "তিনি (ব্রহ্ম) এই বা এতৎস্বরূপ।" ইত্যগ্রে "যাহা ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, যাহাকে কৃত অকৃত ও ভূত ভবিষ্যৎ পদার্থের অতিরিক্ত বলিয়া জান, তাহাই আমাকে বল," এইরূপে ব্রহ্মের প্রস্তাব বা ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন হইয়াছিল; সুতরাং "ভূত ভবিষ্যৎ পদার্থের ঈশান" এ কথাটী (বিশেষণটী) পরমেশ্বরেরই বোধক। ইহারই দ্বারা স্থির হয়, জানা যায়, ঐ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ পরমেশ্বর, জীব নহে। সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা বলিতেছি—॥১।৩।২৪॥

পরমাত্মা সর্ব্বত্রাবস্থিত হইলেও তাঁহাকে উপাসকের হৃদয় অনুসারে তৎ-

---

* হৃদ্যপেক্ষয়া হৃদয়ে অবস্থানমপেক্ষ্য অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বোক্তি ন ব্যাহন্যতে। শাস্ত্রস্য মনুষ্যাধি-কারত্বাৎ হৃদয়মপি মনুষ্যাণাং গ্রাহ্যং ন তু অন্যেষাম্।—

ত্বমিদমুচ্যতে, আকাশস্যেব বংশপর্ব্বাপেক্ষমরত্নিমাত্রত্বম্, ন অঞ্জসা অতিমাত্রস্যৈব পরমাত্মনোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুপপদ্যতে। নচান্যঃ পরমাত্মন ইহ গ্রহণমর্হতি, ঈশানশব্দাদিভ্য ইত্যুক্তম্। ননু প্রতিপ্রাণিভেদং হৃদয়ানামনবস্থিতত্বাৎ তদপেক্ষমপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং নোপপদ্যত ইত্যত উত্তরমুচ্যতে,—মনুষ্যাধিকারত্বাদিতি। শাস্ত্রং হ্যবিশেষপ্রবৃত্তমপি মনুষ্যানেবাধিকরোতি—শক্তত্বাদর্থিত্বাদ-পর্য্যুদস্তত্বাদুপনয়নাদিশাস্ত্রাচ্চেতি। বর্ণিতমেতদধিকারলক্ষণে। মনুষ্যাণাঞ্চ নিয়তপরিমাণঃ কায়ঃ, ঔচিত্যেন নিয়তপরিমাণমেব

ন চান্যঃ পরমাত্মন ইহ গ্রহণমর্হতীতি ন জীবপরমেতদ্বাক্যমিত্যর্থঃ। "মনুষ্যানেব" ইতি। ত্রৈবর্ণিকানেবেতি। "অর্থিত্বাৎ" ইতি অন্তঃসংজ্ঞানাং মোক্ষমাণানাঞ্চ কাম্যেষু কর্ম্মস্বধিকারং নিষেধতি।—"শক্তত্বাৎ" ইতি। তির্য্যগ্দেবর্ষীণামশক্তানামধিকারং নিবর্ত্তয়তি। "উপনয়নাদিশাস্ত্রাচ্চ" ইতি শূদ্রাণামনধিকারিতাং দর্শয়তি।

পরিমাণ বলা যাইতে পারে। যেমন সর্ব্বত্রাবস্থিত আকাশকে বংশপর্ব্ব অনুসারে (বংশপর্ব্ব—বাঁশের পাব,) হস্তপ্রমাণ বলা যায়, তেমনি, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকেও হৃদয়াপেক্ষায় হৃদয়প্রমাণ ও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ উভয়ই বলা যায়। কাল্পনিক বা ঔপাধিক পরিমাণ গ্রহণ ব্যতীত পরিমাণরহিত পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা সঙ্গত হইবে না। 'ঈশান' প্রভৃতি শব্দ থাকায়, বিশেষণ থাকায়, পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও গ্রহণ করা যায় না, এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। [ননু…পরমাত্মনঃ] বলিতে পার, প্রাণী ত বড় ছোট নানাপ্রকারই আছে; তদনুসারে তাহাদের হৃদয়ের পরিমাণও অনিয়ত বা অস্থির (কাহারো অতি ক্ষুদ্র, কাহারও বা অত্যন্ত বৃহৎ, সকলের হৃদয় সমান নহে, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণও নহে); সুতরাং হৃদয়াপেক্ষ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, এ কথাও সঙ্গত নহে। এ আপত্তির নিরাসার্থ সূত্রে 'মনুষ্যাধিকারত্বাৎ"-অংশ যোজিত হইয়াছে। শাস্ত্র মনুষ্যকেই অধিকার করে, মনুষ্যকেই বুঝায়, উপদেশ দেয়, অন্য প্রাণীকে নহে। হেতু এই যে, মনুষ্যেরাই শাস্ত্রার্থের গ্রহণে, ধারণে ও অনুষ্ঠানে সমর্থ এবং মনুষ্যেরাই প্রার্থী ও অপর্য্যুদস্ত ও উপনয়নাদিশাস্ত্রের অধিকারী। জৈমিনি মুনি এ কথা অধিকার-নির্ণয়প্রসঙ্গে (পূর্ব্বমীমাংসার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। মনুষ্যশরীরের পরিমাণের স্থিরতা আছে (স্বীয় হস্তের ৩॥ হস্ত), ইহাদের হৃদয়-

---

পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী (সর্ব্বত্রাবস্থিত) হইলেও মনুষ্যহৃদয়াপেক্ষায় তাঁহাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা হইয়াছে। মনুষ্যের হৃদয় (হৃৎপদ্মস্থ ছিদ্রভাগ) অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, সেই স্থানেই তাঁহার বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, তদ্দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্নপ্রায় হন, তদনুসারে তিনি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

চৈষামঙ্গুষ্ঠমাত্রং হৃদয়ম্। অতো মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্য মনুষ্য-হৃদয়াবস্থানাপেক্ষমঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমুপপন্নং পরমাত্মনঃ।

যদপ্যুক্তং পরিমাণোপদেশাৎ স্মৃতেশ্চ সংসার্য্যেবায়মঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ প্রত্যেতব্য ইতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে। স আত্মা তত্ত্বমসীত্যাদিবৎ সংসারিণ এব সতোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রস্য ব্রহ্মত্বমিদমুপদিশ্যত ইতি। দ্বিরূপা হি বৈদান্তবাক্যানাং প্রবৃত্তিঃ, ক্বচিৎ পরমাত্মস্বরূপ-নিরূপণপরা, ক্বচিদ্বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মৈকত্বোপদেশপরা। তদত্র বিজ্ঞানাত্মনঃ পরমাত্মনৈকত্বমুপদিশ্যতে, নাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং কস্যচিৎ। এতমেবার্থং পরেণ স্পষ্টীকরিষ্যতি।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতম্" ইতি ॥ ১। ৩। ২৫ ॥

"যদপ্যুক্তং পরিমাণোপদেশাৎ স্মৃতেশ্চ" ইতি। যদ্যেতৎ পরমাত্মপরং, কিমিতি তর্হি জীব ইহোচ্যতে, ননু পরমাত্মৈবোচ্যতাম্। উচ্যতে চ জীবঃ। তস্মাজ্জীবপরমেবেতি ভাবঃ। পরিহরতি।—"তৎপ্রত্যুচ্যতে" ইতি। জীবস্য হি তত্ত্বং পরমাত্মভাবঃ, তদ্বক্তব্যম্, ন চ তজ্জীবমনভিধায় শক্যং বক্তুমিতি জীব উচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১। ৩। ২৫ ॥

অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, সুতরাং মনুষ্য-হৃদয়াপেক্ষায় তত্রাবস্থিত পরমাত্মাও অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, এ কথা অযুক্ত বা অসঙ্গত নহে।

[যদ…দিশ্যত ইতি] পরিমাণের উপদেশ ও স্মৃতির বর্ণনা দেখিয়া বলিয়াছিলে, শ্রুত্যুক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ সংসারী আত্মা; তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, যেমন তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে সংসারী আত্মার ব্রহ্মত্ব বুঝায়, তদ্রূপ, অঙ্গুষ্ঠশ্রুতিও অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করে। [দ্বিরূপা…মিতি] বেদান্তবাক্যের প্রবৃত্তি দ্বিবিধ। কোথাও পরমাত্মার স্বরূপ মাত্র বর্ণন করে, কোথাও বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য অর্থাৎ অভেদ উপদেশ করে। প্রোক্ত অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ শ্রুতি জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বা ঐক্য উপদেশ করিতেছে। বস্তুতঃ উহারা কেহই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ নহে। এ তথ্য (এই অর্থ) পর বাক্যে ব্যক্ত আছে। যথা—"প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ-অন্তরাত্ম-রূপে সর্ব্বদা বিরাজিত; ধীর উপাসক ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মুঞ্জাতৃণ হইতে ঈষিকা উদ্ধরণের ন্যায়, শরীর (পঞ্চ কোশ) হইতে তাঁহাকে উদ্ধৃত (পৃথক্) করিবেন; শুদ্ধ ও অমৃতরূপে জানিবেন।" ॥ ১। ৩। ২৫ ॥

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ॥ ১। ৩। ২৬॥*

অঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতির্ম্মনুষ্যহৃদয়াপেক্ষা, মনুষ্যাধিকারত্বাচ্ছাস্ত্রস্যেত্যুক্তং, তৎপ্রসঙ্গাদিদমুচ্যতে। বাঢ়ম্, মনুষ্যানধিকরোতি শাস্ত্রং, ন তু মনুষ্যানেবেতীহ ব্রহ্মজ্ঞানে নিয়মোঽস্তি। তেষাং মনুষ্যাণামুপরিষ্টাদ্ যে দেবাদয়স্তানপ্যধিকরোতি শাস্ত্রম্-ইতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। কস্মাৎ? সম্ভবাৎ। সম্ভবতি হি তেষামপ্যর্থিত্বাদ্যধিকারকারণম্। তত্রার্থিত্বং তাবন্মোক্ষবিষয়ং দেবাদীনামপি সম্ভবতি—বিকারবিষয়-বিভূত্যনিত্যত্বালোচনাদিনিমিত্তম্। তথা সামর্থ্যমপি তেষাং সম্ভবতি, মন্ত্রার্থবাদেতিহাস-

---

দেবর্ষীণাং ব্রহ্মবিজ্ঞানাধিকারচিন্তা সমন্বয়লক্ষণেঽসঙ্গতেত্যস্যাঃ প্রাসঙ্গিকীং সঙ্গতিং দর্শয়িতুং প্রসঙ্গমাহ।—"অঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ" ইতি। স্যাদেতৎ। দেবাদীনাং বিবিধবিচিত্রানন্দভোগভাগিনাং বৈরাগ্যাভাবান্নার্থিত্বং ব্রহ্মবিদ্যায়ামিত্যত আহ।—"তত্রার্থিত্বং তাবৎ মোক্ষবিষয়ম্" ইতি। ক্ষয়াতিশয়যোগস্য স্বর্গাদ্যুপভোগেঽপি ভাবাদস্তি বৈরাগ্যমিত্যর্থঃ। নন্ন দেবাদীনাং বিগ্রহাদ্যভাবেনেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজায়াঃ প্রমাণাদিবৃত্তেরনুপপত্তেরবিদ্বত্তয়া সামর্থ্যাভাবেন নাধিকার ইত্যত আহ।—"তথা সামর্থ্যমপি তেষাম্" ইতি। যথা চ মন্ত্রাদিভ্যস্তদবগমস্তথোপরিষ্টাদুপপা-

---

শাস্ত্রে মনুষ্যগণেরই অধিকার তদনুসারে প্রোক্ত অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ মনুষ্যহৃদয়ের অনুযায়ী, এতৎপ্রসঙ্গে বিদ্যাধিকারবিষয়ক বিচার প্রবৃত্ত হইতেছে। [বাঢ়ং···কারণম্] মানিলাম, শাস্ত্র মনুষ্যদিগকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ে যে কেবল মনুষ্যেরই অধিকার, অন্যের নহে, এমন ত কোনও নিয়ম নাই। এই কারণে বাদরায়ণ মুনি বিবেচনা করেন, দেবতারাও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। অধিকার-কারণ প্রার্থনাদি দেবতাদিগেরও থাকা সম্ভব। [তত্রা···ত্যাদি] মুক্তিপ্রার্থনা দেবতাদিগেরও আছে। ঐশ্বর্য্য (ক্ষমতা) অনিত্য, এরূপ পর্য্যালোচনা তাঁহাদিগেরও হইতে পারে, সুতরাং ঐশ্বর্য্যস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষস্পৃহা তাঁহাদেরও হইতে পারে। কেবল ইচ্ছা বা কামনা থাকিলেই যে, অধিকার হয়, তাহা নহে, সামর্থ্য থাকাও

---

* সম্ভবাদ্ধেতোস্তেষাং মনুষ্যাণামুপরি উপরিষ্টাৎ যে, তেষাং দেবাদীনাম্ অপি অধিকার ইতি বাদরায়ণো মন্যতে।

বাদরায়ণ মুনি স্থির করিয়াছেন, কেবল মনুষ্যেরই অধিকার, জ্ঞানাধিকার, এমত নহে, মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব দেবতা—তাঁহাদিগেরও অধিকার। কারণ এই যে, অধিকারের কারণীভূত অর্থিত্ব প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের পক্ষে থাকা সম্ভব।

পুরাণলোকেভ্যো বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাৎ। ন চ তেষাং কশ্চিৎ প্রতিষেধোঽস্তি। ন চোপনয়নশাস্ত্রেণৈষামধিকারো নিবর্ত্তিতঃ। উপনয়নস্য বেদাধ্যয়নার্থত্বাৎ, তেষাঞ্চ স্বয়ম্প্রতিভাতবেদত্বাৎ। অপি চ, এষাং বিদ্যাগ্রহণার্থং ব্রহ্মচর্য্যাদি দর্শয়তি—"একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবা প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস", "ভৃগুর্বৈ বারুণি-র্ব্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

যদপি কর্ম্মস্বনধিকারকারণমুক্তং—ন দেবানাং দেবতান্তরাভাবাৎ, ন ঋষীণামার্ষেয়ান্তরাভাবাদিতি, ন তদ্বিদ্যাস্বস্তি। নহীন্দ্রাদীনাং বিদ্যাস্বধিক্রিয়মাণানামিন্দ্রাদ্যুদ্দেশেন কিঞ্চিৎ কৃত্যমস্তি। ন

দপিষ্যতে। নন্‌ শূদ্রবদুপনয়নাসম্ভবেনাধ্যয়নাভাবাত্তেষামনধিকার ইত্যাহ।—"ন চোপনয়নশাস্ত্রেণ" ইতি। ন খলু বিধিবদ্‌গুরুমুখাদ্‌গৃহ্যমাণো বেদঃ ফলবৎ-কর্ম্মব্রহ্মাববোধহেতুঃ, অপি ত্বধ্যয়নোত্তরকালং নিগমনিরুক্তব্যাকরণাদিবিদিত-পদতদর্থসঙ্গতেরধিগতশাব্দন্যায়তত্ত্বস্য পুংসঃ স্মর্য্যমাণঃ। স চ মনুষ্যাণামিহ জন্মনীব দেবাদীনাং প্রাচি ভবে বিধিবদধীত আম্নায় ইহ জন্মনি স্মর্য্যমাণঃ। অত এব স্বয়ংপ্রতিভাতো বেদঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ।

ন চ কর্ম্মানধিকারে ব্রহ্মবিদ্যানধিকারো ভবতীত্যাহ।—"যদপি কর্ম্মস্বনধি-

চাই। তাহাও তাঁহাদের আছে। মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে শুনা যায়, তাঁহাদের শরীর আছে, কামনাপূরক অনুষ্ঠানের সামর্থ্যও আছে। তাঁহাদের অধিকার থাকার পক্ষে শাস্ত্রেও নিষেধ নাই। (দেবতাদিগের অধি-কার নাই, এ কথা কোন শাস্ত্রেই নাই)। যদি বল, উপনয়ন-শাস্ত্রের দ্বারা প্রকারান্তরে তাঁহাদের অধিকার নিষেধ করা হইয়াছে, * আমরা বলি, তাহা হয় নাই। বিবেচনা কর, বেদাধ্যয়নের জন্যই উপনয়ন; দেবতাদের নিকট বেদ স্বয়ং-প্রতিভাত। (বিনা অধ্যয়নেই তাঁহাদের তাহা জ্ঞাত আছে; সুতরাং উপনয়নের অভাব তাঁহাদের অধিকার-নিবর্ত্তক নহে।) আরও দেখ, বিদ্যাগ্রহণের জন্য (বিদ্যা=তত্ত্বজ্ঞান) ইন্দ্রদেব প্রজাপতির নিকট শতবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যা-বলম্বনপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন, বরুণের নিকট বরুণপুত্র ভৃগু জ্ঞানার্থী হইয়া গমন করিয়াছিলেন, এরূপ শাস্ত্র ও ইতিবৃত্ত অনেক আছে।

[যদপি…বিরুধ্যতে] কর্ম্মমীমাংসার মধ্যে যে, দেবতার দেবতা নাই এবং ঋষির ঋষি বা গোত্র নাই বলিয়া দেবতার ও ঋষির কর্ম্মাধিকার নিষেধ করা হইয়াছে, সে যুক্তিও তাঁহাদের বিদ্যাধিকারের নিবর্ত্তক নহে। বিদ্যা বা জ্ঞান উপার্জ্জনের

* দেবতাদের উপনয়ন নাই, কাজেই শূদ্রের ন্যায় তাঁহাদের বেদাধিকার ও জ্ঞানাধিকার নাই।

ভৃগ্বাদীনাং ভৃগ্বাদিসগোত্রতয়া। তস্মাদ্দেবাদীনামপি বিদ্যাস্বধিকারঃ কেন বার্য্যতে। দেবাদ্যধিকারেঽপ্যঙ্গুষ্ঠমাত্রশ্রুতিঃ স্বাঙ্গুষ্ঠাপেক্ষয়া ন বিরুধ্যতে॥ ১৷৩৷২৬॥

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেক-প্রতিপত্তে-দর্শনাৎ॥ ১।৩।২৭॥ *

স্যাদেতৎ। যদি বিগ্রহবত্ত্বাদ্যভ্যুপগমেন দেবাদীনাং বিদ্যাস্বধিকারো বর্ণ্যেত বিগ্রহবত্ত্বাদৃত্বিগাদিবদ্ ইন্দ্রাদীনামপি স্বরূপসন্নিধানেন কর্ম্মাঙ্গভাবোঽভ্যুপগম্যেত, তদা চ বিরোধঃ কর্ম্মণি স্যাৎ।

কারকারণমুক্তম্" ইতি। বস্বাদীনাং হি ন বস্বাদ্যন্তরমস্তি, নাপি ভৃগ্বাদীনাং ভৃগ্বাদ্যন্তরমস্তি। প্রাচাং বসুভৃগুপ্রভৃতীনাং ক্ষীণাধিকারত্বেনেদানীং দেবর্ষিত্বাভাবাদিত্যর্থঃ॥ ১। ৩। ২৬॥

মন্ত্রাদিপদসমন্বয়াৎ প্রতীয়মানোঽর্থঃ প্রমাণান্তরাবিরোধে সত্যুপায়ঃ, ন তু বিরোধে। প্রমাণান্তরবিরুদ্ধঞ্চেদং বিগ্রহবত্ত্বাদি দেবতায়াঃ। তস্মাৎ "যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইত্যাদিবদুপচরিতার্থো মন্ত্রাদির্ব্ব্যাখ্যেয়ঃ। তথা চ বিগ্রহাদ্যভাবাচ্ছব্দোপ-

---

অন্য ইন্দ্রাদিদেবতার উদ্দেশে কোনরূপ ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান নাই। † ভৃগু প্রভৃতি ঋষিদিগেরও অন্য ঋষি বা গোত্র থাকার প্রয়োজন নাই। অতএব, দেবতাদিগেরও বিদ্যাধিকার আছে, এবং তাঁহাদিগেরও নিজ নিজ অঙ্গুলি-প্রমাণ অনুসারে প্রোক্ত অঙ্গুষ্ঠশ্রুতিও সঙ্গত হইতে পারে॥ ১। ৩। ২৬॥

[আপত্তি] যদি দেবতাদিগের শরীর স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানাধিকার বর্ণনা কর, আছে বল, অর্থাৎ অধিকারিত্বের অনুরোধে দেবতাদিগের মূর্ত্তি অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে, পুরোহিত যেমন যজ্ঞকার্য্যের অঙ্গ (পুরোহিত ব্যতীত যজ্ঞ হয় না, সেই কারণে তিনি অঙ্গ অর্থাৎ নির্ব্বাহক), দেবতাও তেমনি যজ্ঞকার্য্যের অঙ্গ (দেবতা ব্যতীতও যজ্ঞ হয় না, সেই কারণে তিনি অঙ্গ অর্থাৎ ফলনির্ব্বাহক); সুতরাং পুরোহিতের ন্যায় দেবতারও যজ্ঞকার্য্যে দর্শন

---

* মাস্ত্বধিকারবিরোধঃ বিদ্যাসু কর্ম্মণি তু বিরোধোঽস্ত্যেবেতি চেৎ ব্রূষে, অনেকপ্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ সোঽপি নাস্ত্যেবেতি যোজনা। দৃশ্যতে হি তেষামৈশ্বর্য্যবলেনাঽনেকদেহগ্রহণং শ্রুতৌ চেতি তেষাং বিগ্রহবত্ত্বেঽপি নাস্তি কর্ম্মসু বিরোধ ইতি সূত্রতাৎপর্য্যার্থঃ।—

দেবতার মূর্ত্তি থাকা অধিকার-বিরুদ্ধ না হইলেও কর্ম্মবিরুদ্ধ, এরূপ বলিতে পারিবে না। কারণ এই যে, তাঁহারা এক সময়ে বহু শরীর ধারণ করিতে পারেন। দেবতারা বহু শরীর ধারণ করিতে পারেন, এ তথ্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ, সর্ব্বত্রই অভিহিত আছে।

† যাগ করিতে গেলে দেবতার উদ্দেশে 'স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপ করিতে হয়, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য সে রকম কিছুই করিতে হয় না। যখন জ্ঞানে কোনরূপ অনুষ্ঠান নাই, তখন দেবতার দেবত্ব থাকা না থাকায় আপত্তি নিষ্ফল।

নহীন্দ্রাদীনাং স্বরূপসন্নিধানেন যাগেঽঙ্গভাবো দৃশ্যতে। ন চ সম্ভবতি। বহুষু যাগেষু যুগপদেকস্যেন্দ্রস্য স্বরূপসন্নিধানানুপপত্তেরিতি চেৎ, নায়মস্তি বিরোধঃ, কস্মাৎ? অনেকপ্রতিপত্তেঃ। একস্যাপি দেবতাত্মনো যুগপদনেকস্বরূপপ্রতিপত্তিঃ সম্ভবতি।

হিত্তার্থোঽর্থোপহিতো বা শব্দো দেবতা-ইত্যচেতনত্বান্নৈবাস্যাঁ ক্বচিদপ্যধিকার ইতি শঙ্কার্থঃ। নিরাকরোতি।—"ন" "কস্মাদনেকরূপপ্রতিপত্তেঃ"।

নৈব কুতঃ? ইত্যত আহ।—"দর্শনাৎ"। শ্রুতিষু স্মৃতিষু চ। তথা হ্যেকস্যানেককায়নির্ম্মাণম্ অদর্শনাদ্বা ন যুজ্যতে, বাধদর্শনাদ্বা। তত্রাদর্শনমসিদ্ধং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং দর্শনাৎ। নহি লৌকিকেন প্রমাণেনাদৃষ্টত্বাদাগমেন দৃষ্টমদৃষ্টং ভবতি। মা ভূৎ যাগাদীনামপি স্বর্গাদিসাধনত্বমদৃষ্টমিতি। মনুষ্যশরীরস্য মাতাপিতৃসংযোগজত্বনিয়মাৎ অসতি পিত্রোঃ সংযোগে কুতঃ সম্ভবঃ, সম্ভবে বা অনগ্নিতোঽপি ধূমঃ স্যাদিতি বাধদর্শনমিতি চেৎ; হন্ত কিং শরীরত্বেন হেতুনা দেবাদিশরীরমপি মাতাপিতৃসংযোগজং সিষাধয়িষসি। তথা চানেকান্তো হেত্বাভাসঃ। স্বেদজোদ্ভিজ্জানাং শরীরাণামতদ্ধেতুত্বাৎ। ইচ্ছামাত্রনির্ম্মাণত্বং, দেহাদীনামদৃষ্টচরমিতি চেৎ, ন, ভূতোপাদানত্বেনেচ্ছামাত্রনির্ম্মাণত্বাসিদ্ধেঃ। ভূতবশিনাং হি দেবাদীনাং নানাকায়চিকীর্ষাবশাদ্ভূতক্রিয়োৎপত্তৌ ভূতানাং পরস্পরসংযোগেন নানাকায়সমুৎপাদাৎ। দৃষ্টা চ বশিন ইচ্ছাবশাৎ বশ্যে ক্রিয়া, যথা বিষবিদ্যাবিদ ইচ্ছামাত্রেণ বিষশকলপ্রেরণম্। ন চ বিষবিদ্যাবিদো দর্শনেনাধিষ্ঠানদর্শনাৎ ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টভূতাদর্থনাদ্দেবাদীনাং কথমধিষ্ঠানমিতি বাচ্যম্। কাচাভ্রপটলপিহিতস্য বিপ্রকৃষ্টস্য ভৌমশনৈশ্চরাদের্দ্দর্শনেন ব্যভিচারাৎ। অসক্তাশ্চ দৃষ্টয়ো দেবাদীনাং কাচাভ্রপটলাদিবৎ মহীমহীধরাদিভির্ন ব্যবধীয়ন্তে। ন চ অস্মদাদিবত্তেষাং শরীরিত্বেন ব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাদিদর্শনাসম্ভবোঽনুমীয়ত ইতি বাচ্যম্। আগমবিরোধিনোঽনুমানস্যোৎপাদাযোগাৎ। অন্তর্দ্ধানঞ্চাঞ্জনাদিনা মনুষ্যাদীনামিব তেষাং প্রভবতামুপপদ্যতে, তেন সন্নিহিতানামপি ন ক্রতুদেশে দর্শনং ভবিষ্যতি। তস্মাৎ সূক্তমনেকপ্রতিপত্তেরিতি।

ও সন্নিধান হওয়া উচিত; কিন্তু তাহা ত হয় না। যদি বল দেখা না যাউক, যুক্তির দ্বারা তাহাদের স্বরূপসন্নিধান সিদ্ধ হইবে, অনুমিত হইবে, আমরা বলি, তাহাও হইবে না। বিগ্রহবান্ দেবতার স্বরূপসন্নিধান (যজ্ঞে উপস্থিত থাকা) অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ। [বহুষু ··দর্শয়তি] মনে কর, এক সময়ে বহু যজমান ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেছে, ইন্দ্র কিন্তু এক, কিরূপে তিনি একশরীরী হইয়া একই সময়ে সেই বহুযজ্ঞের অঙ্গ হইবেন? উপস্থিত থাকিয়া পূজা গ্রহণ করিবেন? অতএব, অসম্ভব বিধায় যজ্ঞদেবতার শরীর অস্বীকার্য্য ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

[প্রত্যুত্তর] এই আপত্তির প্রতি বলা যায়, যজ্ঞদেবতার বিগ্রহ (শরীর) স্বীকার করিলেও যজ্ঞকার্য্যে তাহাদের সন্নিধান অসম্ভব হয় না, যুক্তিবিরুদ্ধও হয় না। ইন্দ্র এক হইলেও মহিমাবলে বহুশরীর পরিগ্রহ করিতে পারেন। শ্রুতি, স্মৃতি,

কথমেতদবগম্যতে? দর্শনাৎ। তথা হি—"কতি দেবাঃ" ইত্যুপক্রম্য "ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রাঃ" ইতি নিরুচ্য, "কতমে তে" ইত্যস্যাং পৃচ্ছায়াং "মহিমান এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবাঃ" ইতি ব্রুবতী শ্রুতিরেকৈকস্য দেবতাত্মনো যুগপদনেকরূপতাং দর্শয়তি। তথা ত্রয়স্ত্রিংশতোঽপি ষড়াদ্যন্তর্ভাবক্রমেণ "কতম একো দেবঃ" ইতি "প্রাণঃ" ইতি প্রাণৈকরূপতাং দেবানাং দর্শয়ন্তী তস্যৈবৈকস্য প্রাণস্য যুগপদনেকরূপতাং দর্শয়তি। তথা স্মৃতিরপি—

"তথাহি কতি দেবা ইত্যুপক্রম্য" ইতি। বৈশ্বদেবশস্ত্রস্য হি নিবিদি কতি দেবা ইত্যুপক্রম্য নিবিদৈবোত্তরং দত্তং শাকল্যায় যাজ্ঞবল্ক্যেন "ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতা ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রা" ইতি; নিবিন্নাম শস্যমানদেবতাসংখ্যাবাচকানি মন্ত্রপদানি। এতদুক্তং ভবতি—বৈশ্বদেবস্য নিবিদি কতি দেবাঃ শস্যমানাঃ প্রসংখ্যাতা ইতি শাকল্যেন পৃষ্টে যাজ্ঞবল্ক্যস্যোত্তরং—ত্রয়শ্চ ত্রী চ শতেত্যাদি। যাবৎসংখ্যকা বৈশ্বদেবনিবিদি সংখ্যাতা দেবাস্ত এতাবন্ত ইতি। পুনশ্চ শাকল্যেন কতমে ত ইতি সংখ্যেয়েষু পৃষ্টেষু যাজ্ঞবল্ক্যস্যোত্তরং—মহিমান এবৈষামেতে, ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবা ইতি। অষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যা ইন্দ্রশ্চ প্রজাপতিশ্চেতি ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ। তত্রাগ্নিশ্চ পৃথিবী চ বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চাদিত্যশ্চ দ্যৌশ্চ চন্দ্রমাশ্চ নক্ষত্রাণি চেতি বসবঃ। এতে হি প্রাণিনাং কর্ম্মফলাশ্রয়েণ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতরূপেণ পরিণমন্তো জগদিদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি, তস্মাদ্বসবঃ। কতমে রুদ্রা ইতি দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ।

পুরাণ, সর্ব্বত্রই দেবতাত্মার বহুরূপিত্ব কথিত আছে। "দেবতার সংখ্যা (গণনা) কত?" এই প্রক্রমের পর শ্রুতি বলিয়াছেন "তিন, তিন শত ও তিন সহস্র।" এই উক্তির পর পুনর্ব্বার দেবতার স্বরূপ-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপনপূর্ব্বক তদুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন, "দেবতা তেত্রিশ। * পূর্ব্বোক্ত দেবতা এই তেত্রিশ দেবতারই মহিমা বা বিভূতি।" শ্রুতি এইরূপে এক দেবতার অনেকপ্রকার রূপ থাকা বর্ণন করিয়াছেন। [তথা…দর্শয়তি] শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, ঐ তেত্রিশ দেবতা ছয় দেবতার মহিমা, ছয় দেবতার অন্তর্গত। সেই ছয় দেবতা আবার তিনের অন্তর্গত, সেই তিন দেবতা এক দেবতার অন্তর্ভূত। সেই এক দেবতা প্রাণ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ। [তথা……

* অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি,—এই তেত্রিশটী যজ্ঞ-দেবতা। এই সকল দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদত্ত হয়, সুতরাং ইহারা যজ্ঞের অঙ্গ। এই তেত্রিশ দেবতা অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য ও দিক্, এই ছয় দেবতার মহিমাস্বরূপ ও অন্তর্ভূত। এই

"আত্মনো বৈ শরীরাণি বহূনি ভরতর্ষভ।
যোগী কুর্য্যাদ্ বলং প্রাপ্য তৈশ্চ সর্ব্বৈর্ম্মহীং চরেৎ॥
প্রাপ্নুয়াদ্বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ।
সঙ্ক্ষিপেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব॥"

ইত্যেবঞ্জাতীয়িকা প্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যোগিনামপি যুগপদনেকশরীরযোগং দর্শয়তি, কিমু বক্তব্যমাজানসিদ্ধানাং দেবানাম্। অনেকরূপপ্রতিপত্তিসম্ভবাচ্চ একৈকা দেবতা বহুভীরূপৈরাত্মানং

বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি দশ। একাদশকঞ্চ মন ইতি। তদেতানি প্রাণাঃ, তদ্‌বৃত্তিত্বাৎ। তে হি প্রায়ণকাল উৎক্রামন্তঃ পুরুষং রোদয়ন্তীতি রুদ্রাঃ। কতম আদিত্যা ইতি, দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্যাবয়বাঃ পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তমানাঃ প্রাণভৃতামায়ূংষি চ কর্ম্মফলোপভোগঞ্চ আদাপয়ন্তীত্যাদিত্যাঃ। অশনিরিন্দ্রঃ, সা হি বলং, সা হীন্দ্রস্য পরমা ঈশতা, তয়া হি সর্ব্বান্ প্রাণিনঃ প্রমাপয়তি, তেন স্তনয়িত্নুরশনিরিন্দ্রঃ। যজ্ঞঃ প্রজাপতিরিতি। যজ্ঞসাধনঞ্চ যজ্ঞরূপঞ্চ পশবঃ প্রজাপতিঃ। এত এব ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ ষণ্ণামগ্নিপৃথিবীবায়্বন্তরিক্ষাদিত্যদিবাং মহিমানো ন ততো ভিদ্যন্তে। ষড়েব তু দেবাঃ। তে তু ষড়গ্নিং পৃথিবীঞ্চৈকীকৃত্যান্তরিক্ষং বায়ুঞ্চৈকীকৃত্য দিবঞ্চাদিত্যঞ্চৈকীকৃত্য ত্রয়ো লোকাস্ত্রয় এব দেবা ভবন্তি। ত্রয় এব চ ত্রয়োঽন্নপ্রাণয়োরন্তর্ভবন্তোঽন্নপ্রাণৌ দ্বৌ দেবৌ ভবতঃ। তাবপ্যধ্যর্দ্ধো দেব একঃ। কতমোঽধ্যর্দ্ধঃ। যোঽয়ং বায়ুঃ পবতে। কথময়মেক এবাঽধ্যর্দ্ধঃ, যদস্মিন্ সতি সর্ব্বমিদমধ্যর্ধাদ্ বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতীতি, তেনাধ্যর্দ্ধ ইতি। কতম এক ইতি, স এবাধ্যর্দ্ধঃ প্রাণ একো ব্রহ্ম। সর্ব্বদেবাত্মত্বেন বৃহত্ত্বাদ্‌ব্রহ্ম। তদেব ত্যদিত্যাচক্ষতে পরোক্ষাভিধায়কেন শব্দেন। তস্মাদেকস্যৈব দেবস্য মহিমবশাদ্‌যুগপদনেকদেবরূপতামাহ শ্রুতিঃ। স্মৃতিশ্চ নিগদ-ব্যাখ্যাতা। অপি চ পৃথগ্‌জনানামপ্যুপায়ানুষ্ঠানবশাৎ প্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যুগপন্নানাকায়নির্ম্মাণং শ্রূয়তে, তত্র কৈব কথা দেবানাং স্বভাবসিদ্ধানামিত্যাহ।—"প্রাপ্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণাং যোগিনা"মিতি।

পঠ্যতে] "হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত যোগীরা বহুশরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন। কোন কোন শরীরে উগ্রতর তপস্যা করেন, কোন কোন শরীরে বিষয়ভোগ করেন, আবার সে সকল শরীর সূর্য্যের রশ্মিসংহারের ন্যায় উপসংহারও (আত্মসাৎ) করিয়া থাকেন।" এই স্মৃতিবাক্য যখন ক্ষমতাপ্রাপ্ত যোগীদিগের যুগপৎ বহু শরীর ধারণের ক্ষমতা থাকার কথা বলিয়াছেন, তখন জন্মসিদ্ধ দেবতাদিগের বহু শরীর ধারণের কথা আর কি বলিব? দেবতারা এক সময়ে অনেক শরীর ধারণ করিতে পারেন, সেই কারণে এক সময়ে বহুযাগ অনুষ্ঠিত হইলেও সে সকল যাগে দেবতাদিগের সন্নিধান থাকার বাধা হয় না। সেই অভিন্ন সময়েই তাঁহারা আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া

হয় আবার লোকত্রয়ের অন্তর্গত, লোকত্রয় অন্নের ও প্রাণের অন্তর্গত, অন্ন ও প্রাণ, এ দুইটী একমাত্র প্রাণের বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্গত। অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বদেবতা।

প্রবিভজ্য বহুষু যাগেষু যুগপদঙ্গভাবং গচ্ছতি, পরৈশ্চ ন দৃশ্যতে, অন্তর্ধানাদিশক্তিযোগাদিত্যুপপদ্যতে।

'অনেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ' ইত্যস্যাপরা ব্যাখ্যা— বিগ্রহবতামপি কর্ম্মাঙ্গভাবচোদনাস্বনেকা প্রতিপত্তির্দৃশ্যতে। কচিদেকোঽপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবং ন গচ্ছতি। যথা বহুভির্ভোজয়দ্ভির্নৈকো ব্রাহ্মণো যুগপদ্ভোজ্যতে। কচিচ্চৈকোঽপি বিগ্রহবাননেকত্র যুগপদঙ্গভাবং গচ্ছতি। যথা বহুভির্নমস্কুর্ব্বাণৈরেকো ব্রাহ্মণো যুগপন্নমস্ক্রিয়তে, তদ্বদিহোদ্দেশপরিত্যাগাত্মকত্বাদ্ যাগস্য বিগ্রহবতীমপ্যেকাং দেবতামুদ্দিশ্য বহবঃ স্বং স্বং দ্রব্যং যুগপৎ পরিত্যক্ষ্যন্তীতি বিগ্রহবত্ত্বেঽপি দেবানাং ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মণি বিরুধ্যতে॥ ১। ৩। ২৭॥

অণিমা লঘিমা মহিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং যত্রকামাবসায়িত্বেত্যৈশ্বর্য্যাণি।

"অপরা ব্যাখ্যা" ইতি। অনেকত্র কর্ম্মণি যুগপদঙ্গভাবপ্রতিপত্তিরঙ্গভাবগমনং, তস্য দর্শনাৎ। তদেব পরিস্ফুটং দর্শয়িতুং ব্যতিরেকং তাবদাহ।— "কচিদেকঃ" ইতি। ন খলু বহুষু শ্রাদ্ধেষেকো ব্রাহ্মণো যুগপদঙ্গভাবং গন্তুমর্হতি। একস্যাঽনেকত্র যুগপদঙ্গভাবমাহ।—"কচিচ্চৈক" ইতি। যথৈকং ব্রাহ্মণমুদ্দিশ্য যুগপন্নমস্কারঃ ক্রিয়তে বহুভিঃ, তথা স্বস্থানস্থিতামেকাং দেবতামুদ্দিশ্য বহুভির্যজমানৈর্নানাদেশাবস্থিতৈর্যুগপদ্ধবিস্ত্যজ্যতে, তস্যাশ্চ তত্রাসন্নিহিতায়া অপ্যঙ্গভাবো ভবতি। অস্তি হি তস্যা যুগপদ্বিপ্রকৃষ্টানেকার্থোপলম্ভসামর্থ্যমিত্যুপপাদিতম্॥১।৩।২৭॥

প্রত্যেক যাগে সন্নিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্তর্ধান-শক্তি আছে, তৎপ্রভাবে তাঁহারা অদৃশ্য থাকেন, তাই তাঁহাদিগকে দেখা যায় না।

[অনেক…বিরুধ্যতে] "অনেক-প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ" এ অংশের অন্যবিধ ব্যাখ্যাও হইতে পারে। যথা—এক শরীর বা একশরীরীও স্থলবিশেষে(কার্য্যবিশেষে) অনেক কর্ম্মে বা অনেকের কর্ম্মে অঙ্গভাব প্রাপ্ত হইতে পারে; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বহুলোক এক সময়ে এক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে পারে না সত্য; কিন্তু নমস্কার করিতে পারে। দেবতা-বিগ্রহের নমস্কার-দৃষ্টান্ত যজ্ঞকার্য্যের অবিরোধী। দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের নাম যাগ; নমস্কারের দৃষ্টান্তে তাহা (এক সময়ে) অনেক ভাবে অনুষ্ঠিত হইবার বাধা হয় না। যেমন এক ব্রাহ্মণের উদ্দেশে যুগপৎ বহুনমস্কার অবিরুদ্ধ, তেমনি এক দেবতার উদ্দেশে যুগপৎ বহুযজমানের দ্রব্যত্যাগরূপ যাগ অবিরুদ্ধ। অতএব দেবতার শরীর আছে, ইহা স্বীকার করিলেও কর্ম্মবিধির সহিত কিছুমাত্র বিরোধ হয় না॥১।৩।২৭॥

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানু-মানাভ্যাম্॥ ১। ৩। ২৮ ॥*

মা নাম বিগ্রহবত্ত্বে দেবাদীনামভ্যুপগম্যমানে কর্ম্মণি কশ্চিদ্বিরোধঃ প্রাসঞ্জি, শব্দে তু বিরোধঃ প্রসজ্যেত। কথম্? ঔৎপত্তিকং হি শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধমাশ্রিত্যানপেক্ষত্বাদিতি বেদস্য প্রামাণ্যং স্থাপিতম্, ইদানীন্তু বিগ্রহবতী দেবতাভ্যুপগম্যমানা যদ্যপ্যৈশ্বর্য্যযোগাদ্ যুগপদনেককর্ম্মসম্বন্ধীনি হবীংষি ভুঞ্জীত,

গোত্বাদিবৎ পূর্ব্বাবমর্শাভাবাদুপাধেরপ্যেকস্যাপ্রতীতেঃ পাচকাদিবদাকাশাদিশব্দবদ্ব্যক্তিবচনা এব বজ্রাদিশব্দাঃ। তস্যাশ্চ নিত্যত্বাৎ তয়া সহ সম্বন্ধো নিত্যো ভবেৎ। বিগ্রহাদিযোগে তু সাবয়বত্বেন বজ্রাদীনামনিত্যত্বাৎ ততঃ পূর্ব্বং বজ্রাদিশব্দো ন স্বার্থেন সম্বদ্ধ আসীৎ, স্বার্থ স্যৈবাভাবাৎ। ততশ্চোৎপন্নে বজ্রাদৌ বজ্রাদিশব্দসম্বন্ধঃ প্রাদুর্ভবন্ দেবদত্তাদিশব্দসম্বন্ধবৎ পুরুষবুদ্ধ্যধীনঃ স্যাৎ। পুরুষবুদ্ধিশ্চ মানান্তরাধীনজন্মেতি মানান্তরাপেক্ষয়া প্রামাণ্যং বেদস্য ব্যাহন্যেতেতি

(আপত্তি)—দেবতার শরীর আছে, এ সিদ্ধান্তে যজ্ঞকার্য্য বিরুদ্ধ না হইলেও (দেবতারা অনেক শরীর করিতে পারেন, ইত্যাদিপ্রকারে কর্ম্মবিরোধের পরিহার হইলেও) তাহা যে, শব্দ-বিরুদ্ধ, তৎপক্ষে সংশয় নাই। কি প্রকারে? তাহা বলিতেছি। [ঔৎপত্তিকং⋯স্যাৎ] জৈমিনি মুনি পূর্ব্বমীমাংসায়, অর্থের সহিত বৈদিকশব্দের নিত্যসম্বন্ধ প্রদর্শনপূর্ব্বক বেদের ও বৈদিকশব্দের স্বতঃপ্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন, [যে হেতু শব্দ, তদ্বোধ্য অর্থ (বস্তু) ও তদুভয়ের সম্বন্ধ নিত্য, অনাদি, সেই হেতু বৈদিক শব্দ সকলের অর্থপ্রত্যয় উৎপাদন বিষয়ে অন্যের অপেক্ষা করে না। যেহেতু অনপেক্ষ, সেই হেতু প্রমাণ, স্বতঃপ্রমাণ], কিন্তু ব্যাস এখানে (উত্তরমীমাংসায়) শরীরী দেবতা অঙ্গীকার করিতেছেন। শরীর অঙ্গীকার করাই (পূর্ব্বমীমাংসার) সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। দেবতারা ক্ষমতাবলে এক সময়ে অনেক শরীর ধারণ করিয়া প্রত্যেক যজ্ঞে হবির্ভোজন করেন করুন, কিন্তু শরীর থাকায় তাঁহারা জন্মমরণবান্। জন্মমরণ থাকাতেই শব্দার্থসম্বন্ধের অনাদিত্ব নষ্ট হইল অর্থাৎ সাদিত্বই হইল। পূর্ব্বমীমাংসায় শব্দ অনাদি, অর্থও অনাদি, তদুভয়ের সম্বন্ধ

* বিরোধ ইত্যনুবর্ত্ততে। মাস্তু কর্ম্মণি বিরোধঃ, শব্দে তু বৈদিকে বিরোধোঽস্ত্যেবেতি চেৎ, সোঽপি নাস্তি। অতঃপ্রভবাৎ শব্দপ্রভবত্বাদ্দেবাদীনাম্। বৈদিকাদ্ধি শব্দাৎ দেবাদীনাং প্রভব উৎপত্তিরভিধীয়তে প্রত্যক্ষেণ শ্রুত্যা, অনুমানেন স্মৃত্যাচেতি যোজনা।—

দেবতার শরীর কর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থাৎ যজ্ঞবিরোধী না হয়, না হউক, কিন্তু শব্দপ্রামাণ্যবিরুদ্ধ হইবে, এ কথাও বক্তব্য নহে। হেতু এই যে, সমস্ত জগৎ সেই বৈদিক-শব্দ-মূলক অর্থাৎ শব্দপূর্ব্বক সমুৎপন্ন। (অর্থাৎ প্রাথমিক নাম-ব্যবহার বৈদিক-শব্দ লইয়াই হইয়াছিল। বিস্তারিত ভাষ্যানুবাদে দেখ)।

তথাপি বিগ্রহযোগাদস্মদাদিবজ্জননমরণবতী সেতি নিত্যস্য শব্দস্যানিত্যেনার্থেন নিত্যসম্বন্ধে প্রলীয়মানে, যদ্বৈদিকে শব্দে প্রামাণ্যং স্থিতং, তস্য বিরোধঃ স্যাদিতি চেৎ; নায়মপ্যস্তি বিরোধঃ। কস্মাৎ? অতঃ প্রভবাৎ। অতএব হি বৈদিকাচ্ছব্দাদ্ দেবাদিকং জগৎ প্রভবতি।

নন্ু "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২) ইতি ব্রহ্মপ্রভবত্বং জগতোঽবধারিতং, কথমিহ শব্দপ্রভবত্বমুচ্যতে? অপি চ, যদি নাম বৈদিকাচ্ছব্দাদস্য প্রভবোঽভ্যুপগতঃ, কথমেতাবতা বিরোধঃ শব্দে পরিহৃতঃ। যাবতা, বসবো রুদ্রা আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইত্যেতেঽর্থা অনিত্যা এব, উৎপত্তিমত্ত্বাৎ। তদনিত্যত্বে চ তদ্বাচিনাং বৈদিকানাং বস্বাদিশব্দানামনিত্যত্বং কেন নিবার্য্যতে?

শব্দার্থঃ। উত্তরম্। "ন" "অতঃ প্রভবাৎ" বসুত্বাদিজাতিবাচকাচ্ছব্দাত্তজ্জাতীয়াং ব্যক্তিং চিকীর্ষিতাং বুদ্ধাবালিখ্য তস্যাঃ প্রভবনম্। তদিদং তৎপ্রভবত্বম্। এতদুক্তং ভবতি।—যদ্যপি ন শব্দ উপাদানকারণং বস্বাদীনাং, ব্রহ্মোপাদানত্বাৎ, তথাপি নিমিত্তকারণমুক্তেন ক্রমেণ। ন চৈতাবতা শব্দার্থসম্বন্ধস্যানিত্যত্বং বসুত্বাদিজাতের্ব্বা তদুপাধের্ব্বা যয়া কয়াচিৎ আকৃত্যাঽবচ্ছিন্নস্য নিত্যত্বাদিতি।

ইমমেবার্থমাক্ষেপসমাধানাভ্যাং বিভজতে।—"নন্ু জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি।

বা সঙ্কেতও অনাদি, এতদ্রূপে যে বৈদিকশব্দের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, দেবতার শরীর স্বীকার সে ব্যবস্থার বিরোধী। অভিপ্রায় এই যে, যে সিদ্ধান্ত প্রবল, তাহার সহিত দেব-শরীর-সদ্ভাবের বিরোধ হইলে দুর্ব্বল শেষ সিদ্ধান্ত টিকিবে না, বৃথা হইবে। (উত্তর)—একপ বলিলে আমরা বলিব, কিছুতেই ঐরূপ বলিতে পার না। অর্থাৎ শব্দ-বিরোধও হয়না। [ইতিচেন্ন···প্রভবতি) দেবতার শরীর শব্দবিরুদ্ধ নহে অর্থাৎ তাহাতে শব্দপ্রামাণ্যের ব্যাঘাত হয় না। কেন-না, দেবতা প্রভৃতি যে কিছু—সমস্তই বৈদিকশব্দপ্রভব অর্থাৎ বৈদিক-শব্দ হইতেই উৎপন্ন।

[নন্ু···চেন্ন] বলিতে পার, জন্মাদ্যস্য-সূত্রে (১ অঃ, ১ পাঃ, ২ সূত্রে) জগৎকে ব্রহ্ম-প্রভব বলা হইয়াছে, এখানে আবার শব্দপ্রভব বলা হইল, শব্দপ্রভব হইলেই বা কিরূপে বিরোধপরিহার হয়, তাহা বুঝি না। বসু, আদিত্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুৎ, ইঁহারা শরীরী; সুতরাং জন্মবান্, জন্মবান্ বলিয়াই অনাদি নহেন, সাদি অর্থাৎ অনিত্য। তাঁহারা যেমন অনিত্য, সাদি বা জন্মবান্, তেমনি তাঁহাদের বোধক শব্দও অনিত্য অর্থাৎ সাদি বা জন্মবান্। কে-না জানে, দেবদত্তের পুত্র

প্রসিদ্ধং হি লোকে দেবদত্তস্য পুত্রে উৎপন্নে 'যজ্ঞদত্তঃ' ইতি তস্য নাম ক্রিয়ত ইতি। তস্মাদ্বিরোধ এব শব্দ ইতি চেৎ, ন, গবাদি-শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বদর্শনাৎ। নহি গবাদিব্যক্তীনাং উৎপত্তিমত্ত্বে তদাকৃতীনামপ্যুৎপত্তিমত্ত্বং স্যাৎ। দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং হি ব্যক্তয় এবোৎপদ্যন্তে নাকৃতয়ঃ। আকৃতিভিশ্চ শব্দানাং সম্বন্ধো ন ব্যক্তিভিঃ। ব্যক্তীনামানন্ত্যাৎ সম্বন্ধগ্রহণানুপপত্তেঃ। ব্যক্তিষুৎপদ্যমানাস্বপ্যাকৃতীনাং নিত্যত্বান্ন গবাদিশব্দেষু কশ্চিদ্বিরোধো দৃশ্যতে। তথা দেবাদিব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমেঽপ্যাকৃতিনিত্যত্বাৎ ন কশ্চিদ্বস্বাদিশব্দেষু বিরোধ ইতি দ্রষ্টব্যম্। আকৃতিবিশেষস্তু

তে নিগদব্যাখ্যাতে। তৎ কিমিদানীং স্বয়ম্ভুবা বাঙ্নির্ম্মিতা কালিদাসাদিভিরিব কুমারসম্ভবাদি, তথাচ তদেবং প্রমাণান্তরাপেক্ষবাক্যত্বাদপ্রামাণ্যমাপতিতমিত্যত

হইলে তাহার যজ্ঞদত্ত নাম প্রদত্ত হয়? সেই জন্যই বলি, দেবতার শরীর জন্মমরণ-বান্ বিধায় শব্দে বিরোধ উপস্থিত হয়। (উত্তর)—ইহা বলিতে পার না। অর্থাৎ প্রোক্তপ্রকার শব্দবিরোধ হয় না। [গবাদি···দ্রষ্টব্যম্] শব্দ অর্থ ও তদুভয়ের সম্বন্ধ (বোধ্যবোধকভাব বা সঙ্কেত-বিশেষ), এ তিনই নিত্য অর্থাৎ অনাদি। কোনটীই উৎপত্তিবান্ নহে। ভাবিয়া দেখ, গো-ব্যক্তি (আকৃতিবিশিষ্ট একটী গো) উৎপন্ন হইলেও তাহার আকৃতি অনুৎপন্ন। অর্থাৎ গোত্ব বা গো-জাতি চিরকালই আছে ও থাকিবে; সুতরাং গোত্ব, গোজাতি বা গবাকৃতি অভিনব নহে। আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষই জন্মে, আকৃতি জন্মে না। দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, এ সকলের এক একটী ব্যক্তিই উৎপন্ন হয়, আকৃতি বা জাতি উৎপন্ন হয় না। জাতি বা আকৃতি অনাদিকাল হইতেই আছে, তদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মিলে সে তন্নামেই প্রখ্যাত হয়। অতএব, সেই চিরনিত্য বা অনাদি আকৃতির (জাতির) সহিতই তদ্বোধক অনাদি শব্দের অনাদি সম্বন্ধ (সঙ্কেত) আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে; সুতরাং ব্যক্তির সহিত শব্দসম্বন্ধ নহে। ব্যক্তি অনন্ত, তৎকারণে ব্যক্তিতে সম্বন্ধ বা সঙ্কেত গ্রহণ অসম্ভব। 'গো' এই শব্দ কোন্ গোব্যক্তির বোধক এবং মূলে কোন্ গো-ব্যক্তিতে ঐ শব্দ সঙ্কেতিত হইয়াছিল, তাহা জ্ঞান-গম্য হইবার নহে; সুতরাং ব্যক্তিশক্তিবাদ অপেক্ষা জাতিশক্তিবাদ স্বীকার করাই ভাল। অতএব, ব্যক্তি উৎপত্তিমান্ হইলেও আকৃতি অনুৎপন্ন অর্থাৎ অনাদি। তাহা আবহমানকাল আছে, কোনও কালে তাহার বিচ্ছেদ বা অভাব দৃষ্ট হয় না। দেবতা-ব্যক্তি জন্মবান্ হইলেও দেবতাজাতির (আকৃতির) জন্ম নাই। তাহা অনাদি—তাহা চিরকালই আছে। এই কারণে দেবতা-বোধক ইন্দ্রাদি-শব্দে বিরোধ বা অনিত্যতা দোষ নাই। [আকৃতি···ভবতি] দেবতাদের

দেবাদীনাং মন্ত্রার্থবাদাদিভ্যো বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাদবগন্তব্যঃ। স্থান-বিশেষসম্বন্ধনিমিত্তাশ্চেন্দ্রাদিশব্দাঃ সেনাপত্যাদিশব্দবৎ। ততশ্চ যো যস্তৎ স্থানমধিতিষ্ঠতি, স স ইন্দ্রাদিশব্দৈরভিধীয়ত ইতি ন দোষো ভবতি। ন চেদং শব্দপ্রভবত্বং ব্রহ্মপ্রভবত্ববদুপাদান-কারণত্বাভিপ্রায়েণোচ্যতে। কথং তর্হি? স্থিতে বাচকাত্মনা নিত্যে শব্দে নিত্যার্থসম্বন্ধিনি শব্দব্যবহারযোগ্যার্থব্যক্তি-নিষ্পত্তিরতস্তৎপ্রভব ইত্যুচ্যতে।

কথং পুনরবগম্যতে শব্দাৎ প্রভবতি জগদিতি। প্রত্যক্ষানু-মানাভ্যাম্। প্রত্যক্ষং হি শ্রুতিঃ, প্রামাণ্যং প্রত্যনপেক্ষত্বাৎ। অনুমানং স্মৃতিঃ, প্রামাণ্যং প্রতি সাপেক্ষত্বাৎ। তে হি শব্দপূর্ব্বাং সৃষ্টিং দর্শয়তঃ—"এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দ্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃংস্তিরঃপবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি শস্ত্রমভিসৌভগেত্যন্যাঃ প্রজাঃ" ইতি শ্রুতিঃ। তথা-ন্যত্রাপি, "স মনসা বাচং মিথুনং সমভবৎ" ইত্যাদিনা তত্র তত্র শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ শ্রাব্যতে। স্মৃতিরপি—

যে বিশেষ বিশেষ আকৃতি আছে, তাহা মন্ত্র ও অর্থবাদ (বেদভাগ-বিশেষ) প্রভৃতির দ্বারা জানা যায়। সেনাপতি প্রভৃতি শব্দ যেমন নির্দ্দিষ্ট স্থানবাচী, অধিকার-বিশেষের বোধক, ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দও সেইরূপ। যে যখন সে-স্থান পায়, অধিকার করে, সে তখন ইন্দ্র; সুতরাং কোন দোষ হইতে পারে না। [ন চেদং... ইত্যুচ্যতে] জগতের প্রতি ব্রহ্ম যদ্রূপ কারণ, শব্দ তদ্রূপ কারণ নহে। ব্রহ্ম উপাদান-কারণ, শব্দ ব্যবহারব্যঞ্জক নিমিত্ত কারণ মাত্র। শব্দের দ্বারাই শাব্দ-ব্যবহার-যোগ্য পদার্থের ব্যক্তভাব জন্মে, অর্থাৎ অভিব্যক্তি হয়। যে-কিছু সৃষ্ট বস্তু—সমস্তই শব্দপূর্ব্বক সৃষ্ট।

[কথং···শ্রাব্যতে] অগ্রে শব্দ, পশ্চাৎ তাহার অর্থ সৃষ্টি, এ কথা কোথায় পাইলে? কিসে জানিলে? হাঁ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা জানিয়াছি। (প্রত্যক্ষ—শ্রুতি, অনুমান—স্মৃতি)। শ্রুতি-নিরপেক্ষ প্রমাণ, প্রমিতি উৎপাদনে (সত্য-জ্ঞান-জননে) অন্যের প্রতীক্ষা করে না, সেই কারণে শ্রুতি প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য। অনুমান যেমন প্রত্যক্ষমূলক, স্মৃতিও তেমনি শ্রুতিমূলক, তৎকারণে স্মৃতির অন্য নাম অনুমান। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টি বলিয়াছেন। শ্রুতি যথা—"প্রজাপতি 'এতে' এই শব্দ স্মরণপূর্ব্বক দেবতার, 'অসৃগ্রং' শব্দ স্মরণ পূর্ব্বক মনুষ্যের, 'ইন্দবঃ' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পিতৃগণের, 'তিরঃ পবিত্রং' শব্দ উচ্চারণ করিয়া গ্রহগণের, 'আসবঃ' শব্দপূর্ব্বক স্তোত্রের, 'বিশ্বান্' শব্দপূর্ব্বক

"অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥" ইতি

উৎসর্গোঽপ্যয়ং বাচঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাত্মকো দ্রষ্টব্যঃ। অনাদিনিধনায়া অন্যাদৃশস্যোৎসর্গস্যাসম্ভবাৎ। তথা—

"নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ ইতি।
সর্ব্বেষাঞ্চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥" ইতি চ।

অপি চ, চিকীর্ষিতমর্থমনুতিষ্ঠন্ তস্য বাচকং শব্দং পূর্ব্বং স্মৃত্বা পশ্চাত্তমর্থমনুতিষ্ঠতীতি সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষমেতৎ। তথা

আহ।—"উৎসর্গোপ্যয়ং বাচঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তনাত্মকঃ" ইতি। সম্প্রদায়ো গুরুশিষ্য-পরম্পরয়াঽধ্যয়নম্। এতদুক্তং ভবতি।—স্বয়ম্ভুবো বেদকর্ত্তৃত্বেঽপি ন কালি-দাসাদিবৎ স্বতন্ত্রত্বম্, অপি তু পূর্ব্বসৃষ্ট্যনুসারেণ। এতচ্চাস্মাভিরুপপাদিতম্। উপপাদয়িষ্যতি চাগ্রে ভাষ্যকারঃ।

অপি চাস্মত্বেঽপ্যেতদ্দৃশ্যতে, তদ্দর্শনাৎ প্রাচামপি কর্ত্তৄণাং তথাভাবোঽনুমীয়ত ইত্যাহ।—"অপি চ চিকীর্ষিতম্" ইতি।

শস্ত্রের ও 'অভিসৌভগ' শব্দের উল্লেখপূর্ব্বক অন্যান্য প্রজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।* * প্রজাপতি মনের দ্বারা বাক্যরূপ মিথুন (বাক্য=বেদ-বাক্য, মিথুন=যুগল। অর্থাৎ অর্থযুক্ত বেদবাক্য।) হইয়াছিলেন।"...ইত্যাদি শ্রুতিতেও শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। [স্মৃতি...ইতি চ] এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা— "স্বয়ম্ভু প্রথমে উৎপত্তিবিনাশবর্জ্জিত বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যে সকল বাণী হইতে এ সমস্ত প্রবৃত্ত (সৃষ্ট) হইয়াছে।" "পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে বৈদিক-শব্দ লইয়া, স্মরণ করিয়া ভূতসমূহের নামের, রূপের ও কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।" "তিনি আদৌ এ সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম, কর্ম্ম ও অবস্থা বেদশব্দ হইতে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

[অপিচ...গম্যতে] যিনি যে কোন বস্তু প্রস্তুত করুন, তাঁহাকে আগেই তাহার বাচক-শব্দ মনে করিতে হয়, স্মরণ করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহা প্রস্তুত হয়, সম্পন্ন হয়। (শব্দ ও অর্থ মনে না আসিলে কেহই কিছু করিতে পারে না), ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এতদ্দৃষ্টে জানা যায়, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির মনেও অস্মদাদির

---

* 'এতে' এটী সর্ব্বনাম শব্দ। এ শব্দটী বেদমন্ত্রে আছে এবং ইহা দেবতা অর্থের স্মারক। 'অসৃগ্রং' অসৃক্ রুধির, রুধির-প্রধান দেহে রমমাণ জীব অসৃগ্র। এটীও বেদমন্ত্রে আছে এবং এটী

প্রজাপতেরপি স্রষ্টুঃ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং বৈদিকাঃ শব্দা মনসি প্রাদুর্ব্বভূবুঃ, পশ্চাত্তদনুগতানর্থান্ সসর্জ্জেতি গম্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ, "স ভূরিতি ব্যাহরন্ ভূমিমসৃজত," ইত্যেবমাদিকা ভূরাদি-শব্দেভ্য এব মনসি প্রাদুর্ভূতেভ্যো ভূরাদীন্ লোকান্ সৃষ্টান্ দর্শয়তি।

কিমাত্মকং পুনঃ শব্দমভিপ্রেত্যেদং শব্দপ্রভবত্বমুচ্যতে? স্ফোটমিত্যাহ। বর্ণপক্ষে হি তেষামুৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বান্নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যো দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যনুপপন্নং স্যাৎ। উৎপন্ন-প্রধ্বংসিনশ্চ বর্ণাঃ প্রত্যুচ্চারণমন্যথা চান্যথা চ প্রতীয়মানত্বাৎ। তথা হ্যদৃশ্যমানোঽপি পুরুষবিশেষোঽধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব

আক্ষিপতি।—"কিমাত্মকং পুনঃ" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ।—বাচকশব্দপ্রভবত্বং হি দেবানামভ্যুপেতব্যম্ অবাচকেন তেষাং বুদ্ধাবনালেখনাৎ। তত্র ন তাবদ্বস্বাদীনাং বকারাদয়ো বর্ণা বাচকাস্তেষাং প্রত্যুচ্চারণমন্যত্বেনাশক্যসঙ্গতিগ্রহ-

---

ন্যায় বৈদিক-শব্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, অনন্তর তিনি সে-সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। [তথাচ⋯দর্শয়তি] একথা শ্রুতিতেও আছে। যথা—"প্রজাপতি 'ভূঃ' এই সার্থক শব্দ স্মরণ ও উচ্চারণপূর্ব্বক ভূ-লোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি। [কিমাত্মকং⋯অধীত ইতি] বলিতে পার, সমস্তই শব্দপ্রভব, এ কথার অভিপ্রায় কি? শব্দের স্বরূপই বা কি? কিরূপ শব্দ জগৎপ্রভবের কারণ?

এ স্থলে কেহ কেহ বলেন, স্ফোটই শব্দ। স্ফোটাত্মক শব্দই নিত্য, সুতরাং স্ফোট * হইতেই জগতের প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তি হয়। বর্ণের উৎপত্তি বিনাশ হয়, তাহা হইতে দেবাদি ব্যক্তির প্রভব (উৎপত্তি) অসম্ভব। বর্ণ যতবার উচ্চারিত হয়, ততবারই তাহা বিভিন্ন। বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারিত বর্ণ যে বিভিন্ন, তাহা আর বলিতে হয় না। উচ্চারণকর্ত্তা দৃষ্ট না হইলেও ধ্বনির দ্বারা তাহার উচ্চারিত

মনুষ্য জীবের স্মারক। 'ইন্দবঃ' ইন্দু চন্দ্র, তৎস্থ জীব পিতৃগণ, সুতরাং বেদমন্ত্রোক্ত ইন্দব-শব্দ পিতৃলোকের স্মারক। 'তিরঃ পবিত্রং' পবিত্র সোম, তাহার তিরস্কর্ত্তা গ্রহ, তজ্জন্য ইহা গ্রহের স্মারক। স্তোত্র=বৈদিক গান-বিশেষ। ইহা ঋকের উপর আরূঢ়, এজন্য ইহার স্মারক বা বোধক শব্দ 'আসবঃ'। শস্ত্র=দেবগণের স্তুতিমন্ত্র, ইহা অনুষ্ঠানে প্রবিষ্ট আছে, তৎকারণে তাহার স্মারক শব্দ 'বিশ্ব'।

* আনুপূর্ব্বীক্রমে বিন্যস্ত বর্ণসমূহের দ্বারা ব্যক্তভাবপ্রাপ্ত অর্থবোধক নিরাকার-শব্দবিশেষের নাম স্ফোট। 'গো' এতদ্রূপ ধ্বনি হইলে তাহা হইতে প্রতিধ্বনির ন্যায় অন্য একটী নিঃশব্দ শব্দ জন্মে। তাহা 'গো' ইত্যাকার জ্ঞানে ব্যক্ত হয়। সেই সূক্ষ্ম 'গো' শব্দই স্ফোট। ইহা নিত্য; ইহারই সামর্থ্যে গলকম্বলযুক্ত পশুবিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে।

বিশেষতো নির্দ্ধার্য্যতে—দেবদত্তোঽয়মধীতে, যজ্ঞদত্তোঽয়মধীত ইতি। ন চায়ং বর্ণবিষয়োঽন্যথাত্বপ্রত্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানং, বাধকপ্রত্যয়াভাবাৎ। ন চ বর্ণেভ্যোঽর্থাবগতির্যুক্তা। ন হ্যেকৈকো বর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়েৎ, ব্যভিচারাৎ। ন চ বর্ণসমুদায়প্রত্যয়োঽস্তি, ক্রমবত্ত্বাদ্বর্ণানাম্। পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিত-সংস্কারসহিতোঽন্ত্যো

ত্বাৎ। অগৃহীতসঙ্গতেশ্চ বাচকত্বেঽতিপ্রসঙ্গাৎ। অপি চৈতে প্রত্যেকং বা স্বার্থমভিদধীরন্, মিলিত্বা বা। ন তাবৎ প্রত্যেকম্। একবর্ণোচ্চারণানন্তরমর্থপ্রত্যয়াদর্শনাৎ, বর্ণান্তরোচ্চারণানর্থক্যপ্রসঙ্গাচ্চ। নাপি মিলিতাঃ। তেষামেকবক্তৃপ্রযুজ্যমানানাং রূপতো ব্যক্তিতো বা প্রতিক্ষণমপবর্গিণাং মিথঃসাহিত্যসম্ভবাভাবাৎ। ন চ প্রত্যেকসমুদায়াভ্যামন্যঃ প্রকারঃ সম্ভবতি। ন চ স্বরূপসাহিত্যাভাবেঽপি বর্ণানামাগ্নেয়াদীনামিব সংস্কারদ্বারকমস্তি সাহিত্যমিতি সাম্প্রতং বিকল্পাসহত্বাৎ। কো নু খল্বয়ং সংস্কারোঽভিমতঃ। কিমপূর্ব্বং নামাগ্নেয়াদিজন্যমিব, কিং বা ভাবনাপরনামা স্মৃতিপ্রসববীজম্। ন তাবৎ প্রথমঃ কল্পঃ। নহি শব্দঃ স্বরূপতোঽঙ্গতো বাঽবিদিতোঽবিদিতসঙ্গতিরর্থধীহেতুরিন্দ্রিয়বৎ। উচ্চরিতস্য বধিরেণাঽগৃহীতস্য গৃহীতস্য বা অগৃহীতসঙ্গতেরপ্রত্যায়কত্বাৎ। তস্মাদ্বিদিতো বিদিতসঙ্গতির্বিদিতসমস্তজ্ঞাপনাঙ্গশ্চ শব্দো ধূমাদিবৎ প্রত্যায়কোঽভ্যুপেয়ঃ। তথাচাপূর্ব্বাভিধানোঽস্য সংস্কারঃ প্রত্যায়নাঙ্গমিত্যর্থপ্রত্যয়াৎ প্রাগবগন্তব্যঃ। ন চ তদাস্যাবগমোপায়োঽস্তি। অর্থপ্রত্যয়াত্তু তদবগমং সমর্থয়মানো দুরুত্তরমিতরেতরাশ্রয়মাবিশতি, সংস্কারাবসায়াদর্থপ্রত্যয়স্ততশ্চ

বর্ণের ভিন্নতা প্রতীত হইয়া থাকে। অমুক অমুক অধ্যয়ন করিতেছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। [নচাঽয়ং···বৎ] বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন লোকের উচ্চারিত বর্ণ বিভিন্ন, এ জ্ঞান ভ্রম ; সুতরাং বর্ণের অভিন্নতাই সত্য, এরূপ বলিতে পার না কেন-না, ভ্রমনাশক বাধজ্ঞান (ইহা সর্প নহে, রজ্জু, এতদ্রূপ বাধজ্ঞানের ন্যায়, ইহা বিভিন্ন নহে, অভিন্ন, এরূপ বাধ-জ্ঞান) হইতে দেখা যায় না। অপিচ, বর্ণ অর্থবোধের কারণ, এ কথা যুক্তিবহির্ভূত। কস্মিন্ কালেও এক একটী বর্ণকে অর্থ বোধ জন্মাইতে দেখা যায় না। সমুদিত বর্ণকেও (বর্ণসমষ্টিকেও) অর্থবোধের কারণ বলিতে পার না। কারণ এই যে, তাহাতে ক্রমের অপেক্ষা আছে। (ঘট বলিলে মৃৎপাত্র-বিশেষ প্রতীত হয়, কিন্তু ট-ঘ বলিলে হয় না)। যদি বল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের জ্ঞানসংস্কার শেষ বর্ণে যুক্ত হয়, হইয়া শেষ বর্ণ ই অর্থবোধের কারণ হয়। আমরা বলি, তাহাও নহে। কারণ এই যে, জ্ঞানসংস্কারপক্ষেও সম্বন্ধজ্ঞানের অপেক্ষা আছে। যে ব্যক্তি ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ জানে, তাহারই ধূমজ্ঞান বহ্নিজ্ঞানের কারণ হয়, এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি যাহার বর্ণার্থের সম্বন্ধজ্ঞান আছে, তাহার বর্ণজ্ঞান অর্থজ্ঞানের কারণ হইতে পারে। [ন চ··· ভাসতে] শেষবর্ণে পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ণের জ্ঞানসংস্কার (সম্বন্ধ) অনুভবগম্য নহে। সংস্কার

বর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি যদুচ্যেত, তন্ন, সম্বন্ধগ্রহণাপেক্ষো হি শব্দঃ স্বয়ং প্রতীয়মানোঽর্থং প্রত্যায়য়েৎ, ধূমাদিবৎ। ন চ পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণানুভবজনিত-সংস্কারসহিতস্যান্ত্যবর্ণস্য প্রতীতিরস্তি, অপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংস্কারাণাম্। কার্য্যপ্রত্যায়িতৈঃ সংস্কারৈঃ সহিতোঽন্ত্যবর্ণোঽর্থং প্রত্যায়য়িষ্যতীতি চেৎ, ন সংস্কারকার্য্যস্যাপি স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ। তস্মাৎ স্ফোট এব শব্দঃ। স চৈকৈকবর্ণ প্রত্যয়াহিত-সংস্কারবীজেঽন্ত্যবর্ণ প্রত্যয়জনিতপরিপাকে প্রত্যয়িন্যেকপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে। ন চায়মেক-

---

তদবসায় ইতি। ভাবনাভিধানস্তু সংস্কারঃ স্মৃতিপ্রসবসামর্থ্যমাত্মনঃ, ন চ তদেব্যর্থপ্রত্যয়প্রসবসামর্থ্যমপি ভবিতুমর্হতি। নাপি তস্যৈব সামর্থ্যস্য সামর্থ্যান্তরম্। যৈব বহ্নের্দ্দহনশক্তিঃ, সৈব তস্য প্রকাশনশক্তিঃ। নাপি দহনশক্তেঃ প্রকাশনশক্তিঃ। অপি চ ব্যুৎক্রমেণোচ্চরিতেভ্যো বর্ণেভ্যঃ সৈবাস্তি স্মৃতিবীজং বাসনেত্যর্থপ্রত্যয়ঃ প্রসজ্যেত, ন চাস্তি। তস্মান্ন কথঞ্চিদপি বর্ণা অর্থধীহেতবো নাপি তদতিরিক্তঃ স্ফোটাত্মা, তস্যানুভবানারোহাৎ। অর্থধিয়স্তু কার্য্যাত্তদবগমে পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গ ইত্যুক্তপ্রায়ম্। সত্তামাত্রেণ তু তস্য নিত্যস্যার্থধীহেতুভাবে সর্ব্বদার্থপ্রত্যয়োৎপাদপ্রসঙ্গো নিরপেক্ষস্য হেতোঃ সদাতনত্বাৎ। তস্মাদ্বাচকাচ্ছব্দাদ্বাচ্যোৎপাদ ইত্যনুপপন্নমিতি।

অত্রাচার্য্যদেশীয় আহ।—"স্ফোটমিত্যাহ" ইতি। স্যামহে ন বর্ণাঃ প্রত্যায়কা ইতি, ন স্ফোট ইতি তু ন মৃষ্যামঃ। তদনুভবানন্ত . . .বিদিতসঙ্গতেরর্থধীসমুৎপাদাৎ। ন চ বর্ণাতিরিক্তস্য তস্যানুভবো নাস্তি। গৌরিত্যেকং পদং গামানয় শুক্লামিতি নানাবর্ণপদাতিরিক্তৈকপদবাক্যাবগতেঃ সার্ব্বজনীনত্বাৎ। ন চায়মসতি বাধকে একপদবাক্যানুভবঃ শক্যো মিথ্যেতি বক্তুম্। নাপ্যৌপাধিকঃ। উপাধিঃ খল্বেকধীগ্রাহ্যতা বা স্যাৎ, একার্থধীহেতুতা বা। ন তাবদেকধীগোচরাণাং ধবখদিরপলাশানামেকনির্ভাসঃ প্রত্যয়ঃ সমস্তি। তথা সতি ধবখদিরপলাশা ইতি ন জাতু স্যাৎ। নাপ্যেকার্থধীহেতুতা। তদ্ধেতুত্বস্য বর্ণেষু ব্যাসেধাৎ। তদ্ধেতুত্বেন তু সাহিত্যকল্পনেঽন্যোন্যাশ্রয়প্রসঙ্গঃ সাহিত্যাত্তদ্ধেতুত্বং, তদ্ধেতুত্বাচ্চ সাহিত্যমিতি।

অপ্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ হয় না, সেই কারণে তদ্‌যুক্ত শেষ বর্ণও অপ্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ হয় না। যদি বল, স্মরণরূপ কার্য্যের দ্বারা তৎকারণীভূত সংস্কারের অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেই অনুমিত সংস্কারযুক্ত শেষবর্ণ অর্থবোধ করায়, ইহাতে আমরা বলি সংস্কার স্মরণ জন্মায় সত্য। স্মরণের দ্বারা সংস্কারের অনুমান হয় সত্য; কিন্তু তাহা ক্রমিক, যুগপৎ নহে। যৌগপদ্য না থাকাতেই তদুভয়ের সহভাব হয় না। অতএব, স্ফোটই শব্দ, তাহা শব্দ শ্রবণের পর বর্ণানুভব-জনিত সংস্কারযুক্ত চিত্তে 'গৌ' ইত্যাকার একজ্ঞানের বিষয়রূপে স্ফুটিত হয়। [নচায়ং···প্রভবতীতি]

প্রত্যয়ো বর্ণবিষয়া স্মৃতিঃ। বর্ণানামনেকত্বাদেকপ্রত্যয়-বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ। তস্য চ প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বান্নিত্যত্বং, ভেদপ্রত্যয়স্য বর্ণবিষয়ত্বাৎ। তস্মান্নিত্যাচ্ছব্দাৎ স্ফোটরূপাৎ অভিধায়কাৎ ক্রিয়াকারকফললক্ষণং জগদভিধেয়-ভূতং প্রভবতীতি।

বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। ননূৎপন্নপ্রধ্বংসিত্বং বর্ণানামুক্তং, তন্ন, ত এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সাদৃশ্যাৎ

তস্মাদনুমবাধিতোঽনুপাধিশ্চ পদবাক্যগোচর একনির্ভাসো বর্ণাতিরিক্তং বাচকমেকমবলম্বতে, স স্ফোট ইতি, তঞ্চ ধ্বনয়ঃ প্রত্যেকং ব্যঞ্জয়ন্তোঽপি ন দ্রাগিত্যেব বিশদয়ন্তি, যেন দ্রাগর্থধীঃ স্যাৎ। অপি তু রত্নতত্ত্বজ্ঞানবদ্ যথাস্বং দ্বিত্রিচতুঃ-পঞ্চষড়্‌দর্শনজনিতসংস্কারপরিপাকসচিবচেতোলব্ধজন্মনি চরমে চেতসি চকাস্তি বিশদং পদবাক্যতত্ত্বমিতি প্রাগুৎপন্নায়াস্তদনন্তরমর্থধিয় উদয় ইতি নোত্তরেষামানর্থক্যং ধ্বনীনাম্, নাপি প্রাচাম্। তদভাবে তজ্জনিতসংস্কারতৎপরিপাকাভাবেনানুগ্রহাভাবাৎ। অন্ত্যস্য চেতসঃ কেবলস্যাজনকত্বাৎ। ন চ পদপ্রত্যয়বৎ প্রত্যেকমব্যক্তামর্থধিয়মাধাস্যন্তি প্রাঞ্চো বর্ণাঃ, চরমস্তু তৎসচিবঃ স্ফুটতরমিতি যুক্তম্। ব্যক্তাব্যক্তাবভাসিতায়াঃ প্রত্যক্ষজ্ঞাননিয়মাৎ। স্ফোটজ্ঞানস্য চ প্রত্যক্ষত্বাৎ। অর্থধিয়স্তপ্রত্যক্ষায়া মানান্তরজন্মনো ব্যক্ত এবোপজনো ন বা স্যান্ন পুনরস্ফুট ইতি নঃ সমঃ সমাধিঃ। তস্মান্নিত্যঃ স্ফোট এব বাচকো ন বর্ণা ইতি।

তদেতদাচার্য্যদেশীয়মতং স্বমতমুপপাদয়ন্নপাকরোতি—"বর্ণা এব তু শব্দ" ইতি। এবং হি বর্ণাতিরিক্তঃ স্ফোটো বাচকত্বেনাভ্যুপেয়েত, যদি বর্ণানাং

প্রোক্ত স্ফোটনামক জ্ঞানকে বর্ণবিষয়ক স্মৃতি-জ্ঞান বলিতে পার না। শব্দে বর্ণ অনেক, অনেক বর্ণ যুগপৎ এক জ্ঞানের বিষয় হয় না। শব্দ যতবার ও যত জন কর্তৃক উচ্চারিত হউক না কেন, শুনিবামাত্র "সেই শব্দ" এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বশ্রুত বস্তু সম্প্রতি দৃষ্ট ও সম্প্রতি শ্রুত হইলে তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে।) হইবেই হইবে। এই প্রত্যভিজ্ঞাই স্ফোট-শব্দের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ। (প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া গণ্য) এবম্বিধ স্ফোট-শব্দই নিত্য, অনাদি, অবিনাশী, ইহা আজও আছে, কালও থাকিবে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। এই অনাদি-বাচক শব্দই (স্ফোটই) বাচ্য (বাঙ্ময়) জগতের প্রভব বা উৎপত্তিস্থান; ইহা হইতেই বাঙ্ময় জগৎ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে।

[বর্ণা…বিতি] ভগবান্ উপবর্ষ (পাণিনির গুরু) বলেন, বর্ণ ই শব্দ; স্ফোট অপ্রামাণিক। যে হেতু 'সেই শব্দ এই' 'সেই বর্ণ এই' এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়, সেই হেতু বর্ণ ই নিত্য। বর্ণের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। বর্ণবিষয়িণী প্রত্যভিজ্ঞা 'সাদৃশ্যজনিত (সমানাকারত্ব-নিবন্ধন), এরূপ বলিতে পার না। কারণ, তাহার

প্রত্যভিজ্ঞানং কেশাদিষ্বিবেতি চেৎ, ন, প্রত্যভিজ্ঞানস্য প্রমাণান্তরেণ বাধানুপপত্তেঃ। প্রত্যভিজ্ঞানমাকৃতিনিমিত্তমিতি চেৎ, ন, ব্যক্তি-প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। যদি হি প্রত্যুচ্চারণং গবাদিব্যক্তিবদন্যা অন্যা বর্ণব্যক্তয়ঃ প্রতীয়েরন্, তত আকৃতিনিমিত্তং প্রত্যভিজ্ঞানং স্যাৎ। ন ত্বেতদস্তি। বর্ণব্যক্তয় এব হি প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে। দ্বির্গোশব্দ উচ্চারিত ইতি হি প্রতিপত্তিঃ, নতু দ্বৌ গোশব্দাবিতি। নন্বু বর্ণা অপ্যুচ্চারণভেদেন ভিন্নাঃ প্রতীয়ন্তে, দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরধ্যয়নধ্বনিশ্রবণাদেব ভেদপ্রতীতেরিত্যুক্তম্।

বাচকত্বং ন সম্ভবেৎ, স চানুভবপদ্ধতিমধ্যাসীত। দ্বিধা চাবাচকত্বং বর্ণানাং ক্ষণিকত্বেনাশক্যসঙ্গতিগ্রহত্বাদ্বা ব্যস্তসমস্তপ্রকারদ্বয়াভাবাদ্বা। ন তাবৎ প্রথমঃ কল্পঃ। বর্ণানাং ক্ষণিকত্বে মানাভাবাৎ। নন্বু বর্ণানাং প্রত্যুচ্চারণমন্যত্বং সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধম্। ন, প্রত্যভিজ্ঞানানুভববিরোধাৎ। ন চাসত্যপ্যেকত্বে জ্বালাদিবৎ সাদৃশ্যনিবন্ধনমেতৎ প্রত্যভিজ্ঞানমিতি সাম্প্রতম্। সাদৃশ্যনিবন্ধনত্বমস্য বলবদ্বাধকোপনিপাতাদ্বাস্থীয়েত, ক্বচিজ্জ্বালাদৌ ব্যভিচারদর্শনাদ্বা। তত্র ক্বচিদ্ব্যভিচার-দর্শনেন তদুৎপ্রেক্ষায়ামুচ্যতে বৃদ্ধৈঃ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদিভিঃ—

"উৎপ্রেক্ষেত হি যো মোহাদজ্ঞাতমপি বাধনম্।
স সর্ব্বব্যবহারেষু সংশয়াত্মা ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥" ইতি।

প্রপঞ্চিতং চৈতদস্মাভির্ন্যায়কণিকায়াম্। ন চেদং প্রত্যভিজ্ঞানং গত্বাদি-জাতিবিষয়ং, ন গাদিব্যক্তিবিষয়ং, তাসাং প্রতিনরং ভেদোপলম্ভাৎ। অত এব শব্দভেদোপলম্ভাৎ বক্তৃভেদ উন্নীয়তে, সোমশর্ম্মা অধীতে ন বিষ্ণুশর্ম্মেতি যুক্তম্।

বাধক প্রমাণ নাই। মস্তকের কেশ কাটিয়া ফেলিলে তত্তুল্য কেশ জন্মে; তাহাতে ইহা 'সেই কেশ' এতদ্রূপ জ্ঞান জন্মিলে সে জ্ঞান ভ্রম বলিয়া গণ্য হয়, (সাদৃশ্যমূলক ভ্রম)। কেন-না, তাহার বাধক প্রমাণ আছে। (সে কেশ ছিন্ন হইয়াছিল, এ কেশ নূতন, সুতরাং 'সে কেশ এই' এ জ্ঞান বাধিত)। উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা আকৃতি-নিমিত্তক অর্থাৎ জাতিনিবন্ধন, ইহাও বলিতে পার না। কারণ, ব্যক্তিপ্রত্যভিজ্ঞাও হইতে দেখা যায়। (ব্যক্তি=এক-একটী বর্ণ বা শব্দ)। যদি প্রত্যেক উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভেদ বা ভিন্নতা প্রতীত হইত, তাহা হইলেই জাতিনিমিত্তক প্রত্যভিজ্ঞা বলিতে পারিতে; পরন্তু তাহা হয় না। প্রত্যেক উচ্চারণে বর্ণব্যক্তির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে দেখা যায়। কেহ 'গো' 'গো' এইরূপ উচ্চারণ করিলে তাহা শুনিবামাত্র বোধ হয়, এক গো-শব্দই দুইবার উচ্চারিত হইয়াছে, দুই বিভিন্ন গো-শব্দ উচ্চারিত হয় নাই। [নন্বু বর্ণা ...নিমিত্তঃ] যদি বল, বর্ণ উচ্চারণভেদে (বিভিন্ন উচ্চারণে) বিভিন্ন বোধ হয়

অত্রাভিধীয়তে। সতি বর্ণবিষয়ে নিশ্চিতে প্রত্যভিজ্ঞানে সংযোগবিভাগব্যঙ্গ্যত্বাদ্বর্ণানামভিব্যঞ্জকবৈচিত্র্যনিমিত্তোঽয়ং বর্ণবিষয়ো বিচিত্রঃ প্রত্যয়ো ন স্বরূপনিমিত্তঃ। অপি চ, বর্ণব্যক্তিভেদবাদিনাপি প্রত্যভিজ্ঞানসিদ্ধয়ে বর্ণাকৃতয়ঃ কল্পয়িতব্যাঃ। তাসু চ পরোপাধিকো ভেদপ্রত্যয় ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ, তদ্বরং বর্ণব্যক্তিষ্বেব পরোপাধিকো ভেদপ্রত্যয়ঃ স্বরূপনিমিত্তঞ্চ প্রত্যভি-

যতো বহুষু গকারমুচ্চারয়ৎসু নিপুণমনুভবঃ পরীক্ষ্যতাম্, যথা কালাক্ষীঞ্চ স্বস্তিমতীঞ্চেক্ষমাণস্য ব্যক্তিভেদপ্রথায়াং সত্যামেব তদনুগতমেকং সামান্যং প্রথতে, তথা কিং গকারাদিষু ভেদেন প্রথমানেষেব গত্বমেকং তদনুগতং চকাস্তি, কিংবা যথা গোত্বমাজানত একং ভিন্নদেশপরিমাণসংস্থানব্যক্ত্যুপধানভেদাত্ভিন্নদেশমিবাল্পমিব মহদিব দীর্ঘমিব বামনমিব, তথা গব্যক্তিরাজানত একাপি ব্যঞ্জকভেদাত্তদ্ধর্ম্মানুপাতিনীব প্রথত ইতি ভবন্ত এব বিদাঙ্কুর্ব্বন্তু। তত্র গব্যক্তিভেদমঙ্গীকৃত্যাপি যো গত্বস্যৈকস্য পরোপধানভেদকল্পনাপ্রয়াসঃ, স বরং গব্যক্তাবেবাস্তু, কিমন্তর্গড়ুনা গত্বেনাভ্যুপেতেন। যথাহুঃ :—

"তেন যৎ প্রার্থ্যতে জাতেস্তদ্বর্ণাদেব লপ্স্যতে।
ব্যক্তিলভ্যস্তু নাদেভ্য ইতি গত্বাদিধীর্ব্বৃথা ॥"

ন চ স্বস্তিমত্যাদিবৎ গব্যক্তিভেদপ্রত্যয়ঃ স্ফুটঃ প্রত্যুচ্চারণমস্তি। তথা সতি দশ গকারানুদচারয়চ্চৈত্র ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ, ন স্যাদ্দশকৃত্ব উদচারয়দ্গকারমিতি। ন চৈষ জাত্যভিপ্রায়োঽভ্যাসো যথা শতকৃত্বস্তিত্তিরীমুপাযুঙ্ক্ত দেবদত্ত ইতি। অত্র হি সোরস্তাড়ং ক্রন্দতোঽপি গকারাদিব্যক্তৌ লোকস্যোচ্চারণাভ্যাসপ্রত্যয়স্যাবিনিবৃত্তেঃ। চোদকঃ প্রত্যভিজ্ঞানবাধকমুত্থাপয়তি।— "কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহূনামুচ্চারয়তাম্" ইতি। যৎ যুগপদ্বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গবৎ, তন্নানা। যথা গবাশ্বাদির্দ্বিশফৈকশফ-কেসরগলকম্বলাদিমান্। যুগপদুদাত্তানুদাত্তাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গবাংশ্চায়ং বর্ণঃ, তস্মান্নানা ভবিতুমর্হতি। ন চোদাত্তাদয়ো ব্যঞ্জকধর্ম্মা ন বর্ণধর্ম্মা ইতি সাম্প্রতম্। ব্যঞ্জকা হ্যস্য বায়বঃ। তেষামশ্রাবণত্বে

কেন? দুই ব্যক্তির অধ্যয়ন পৃথক্ প্রতীত হয় কেন? এক্ষণে ইহার প্রত্যুত্তর বলিতেছি। যখন বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও নিশ্চিত, তখন এইরূপ অঙ্গীকার কর যে, উক্ত ভেদপ্রত্যয় স্বরূপনিমিত্তক নহে, (নূতন নূতন বর্ণ বলিয়া নহে), কিন্তু উপাধিনিমিত্তক। বর্ণমাত্রেই (তাল্বাদি স্থানের বা বাক্‌যন্ত্র-জনিত বায়ুর) সংযোগ-বিভাগ-ব্যঙ্গ্য। সংযোগ-বিভাগ বিচিত্র, (নানাজনের নানাপ্রকার); সুতরাং তদ্ঘটিত বর্ণের অভিব্যক্তিও বিচিত্র (ভিন্ন ভিন্ন)। [অপিচ ...জ্ঞানম্] বর্ণভেদবাদীকেও প্রত্যভিজ্ঞান-সিদ্ধির (রক্ষার) নিমিত্ত, বর্ণের আকৃতি (জাতি) কল্পনা করিতে হয় এবং আকৃতির ব্যঞ্জকের (বাক্‌যন্ত্রের) বিচিত্রতা অঙ্গীকার করিয়া তৎপ্রযুক্ত প্রভেদপ্রতীতিও স্বীকার করিতে হয়।

জ্ঞানমিতি কল্পনালাঘবম্। এষ এব চ বর্ণবিষয়স্য ভেদপ্রত্যয়স্য বাধকঃ প্রত্যয়ঃ, যৎ প্রত্যভিজ্ঞানম্। কথং তর্হ্যেকস্মিন্ কালে বহূনামুচ্চারয়তামেক এব সন্ গকারো যুগপদনেকরূপঃ স্যাৎ উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ সানুনাসিকশ্চ নিরনুনাসিকশ্চেতি। অথবা ধ্বনিকৃতোঽয়ং প্রত্যয়ভেদো ন বর্ণকৃত ইত্যদোষঃ।

কঃ পুনরয়ং ধ্বনির্নাম। যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথমবতরতি, প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং

কথং তদ্ধর্ম্মাঃ শ্রাবণাঃ স্যুঃ। ইদং তাবদত্র বক্তব্যম্। ন হি গুণগোচরমিন্দ্রিয়ং গুণিনমপি গোচরয়তি। মা ভূবন্ ঘ্রাণরসনশ্রোত্রাণাং গন্ধরসশব্দগোচরাণাং তদ্বন্তঃ পৃথিব্যুদকাকাশা গোচরাঃ। এবঞ্চ মা নাম ভূৎ বায়ুগোচরং শ্রোত্রম্, তদ্গুণাংস্তূদাত্তাদীন্ গোচরয়িষ্যতি। তে চ শব্দাসংসর্গাগ্রহাৎ শব্দধর্ম্মত্বেনাধ্যবসীয়ন্তে। ন চ শব্দস্য প্রত্যভিজ্ঞানাবধৃতৈকত্বস্য স্বরূপত উদাত্তাদয়ো ধর্ম্মাঃ পরস্পরবিরোধিনোঽপর্য্যায়েণ সম্ভবন্তি। তস্মাৎ যথা মুখস্যৈকস্য মণিকৃপাণদর্পণাদ্যুপধানবশান্নানাদেশপরিমাণসংস্থানভেদবিভ্রমঃ, এবমেকস্যাপি বর্ণস্য ব্যঞ্জকধ্বনিনিবন্ধনোঽয়ং বিরুদ্ধনানাধর্ম্মসংসর্গবিভ্রমঃ, ন তু ভাবিকো নানাধর্ম্মসংসর্গ ইতি স্থিতে অভ্যুপেত্য পরিহারমাহ ভাষ্যকারঃ।—

"অথবা ধ্বনিকৃতঃ" ইতি। অথবেতি পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। ভবেতাং নাম গুণগুণিনাবেকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যৌ, তথাপ্যদোষঃ। ধ্বনীনামপি শব্দবচ্ছ্রাব্যত্বাৎ। ধ্বনিস্বরূপং প্রশ্নপূর্ব্বকং বর্ণেভ্যো নিষ্কর্ষয়তি—"কঃ পুনরয়ম্" ইতি। ন চায়মনির্দ্ধারিতবিশেষবর্ণত্বসামান্যমাত্রপ্রত্যয়ঃ, ন, তু বর্ণাতিরিক্তত্তদভিব্যঞ্জকধ্বনিপ্রত্যয় ইতি সাম্প্রতম্। তস্যানুনাসিকত্বাদিভেদভিন্নস্য গাদিব্যক্তিবৎ প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাদ-

এতদ্রূপ কল্পনাদ্বয় অঙ্গীকার অপেক্ষা বর্ণব্যক্তি এক, তাহার প্রভেদ ঔপাধিক, তাহার প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপনিমিত্তক, এইরূপে একত্বকল্পনাই অনেক ভাল, এবং "সেই 'গ' এই" এতদ্রূপ প্রত্যভিজ্ঞানই বর্ণভেদপ্রতীতির বাধক। (তাৎপর্য্য এই যে, অভেদপ্রত্যভিজ্ঞাই ভেদপ্রতীতির ভ্রমত্বের বা ঔপাধিকত্বের প্রমাণ)। [কথং...ইত্যদোষঃ] বহু ব্যক্তি এক সময়ে এক 'গ' উচ্চারণ করে, এক 'গ' হইলে কি প্রকারে সেই এক 'গ' সেই এক সময়ে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত প্রভৃতি বহু আকারে প্রতীত হয়? এ প্রশ্নের সমাধান, ধ্বনির বিভিন্নতাই প্রোক্ত উদাত্তাদিভেদের কারণ।

[কঃ...স্যুঃ] ধ্বনি কি? যাহা দূরস্থ শ্রোতার বর্ণবিবেক (বর্ণবিষয়ক বিস্পষ্ট জ্ঞান) জন্মায় না, অথচ কর্ণে প্রবিষ্ট হয় এবং নিকটস্থ শ্রোতার বর্ণজ্ঞান জন্মাইয়া তদুপরি তাহার কটুত্ব তীব্রত্বাদি দোষ গুণ অনুভব করায়—তাহাই ধ্বনি। প্রতি-উচ্চারণে সেই 'ক' সেই 'গ' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় বর্ণ উদাত্তা-

বর্ণেষ্বাসঞ্জয়তি তন্নিবন্ধনাশ্চোদাত্তাদয়ো বিশেষা ন বর্ণস্বরূপ-নিবন্ধনাঃ। বর্ণানাং প্রত্যুচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। এবঞ্চ সতি সালম্বনা উদাত্তাদিপ্রত্যয়া ভবিষ্যন্তি, ইতরথা হি বর্ণানাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং নির্ভেদত্বাৎ সংযোগবিভাগকৃতা উদাত্তাদি-ভেদাঃ কল্প্যেরন্। সংযোগবিভাগানাঞ্চাপ্রত্যক্ষত্বাৎ ন তদাশ্রয়া বিশেষাঃ বর্ণেষ্বধ্যবসিতুং শক্যন্ত ইত্যতো নিরালম্বনা এবৈতে উদাত্তাদিপ্রত্যয়াঃ স্যুঃ।

অপিচ,নৈবৈতদভিনিবেষ্টব্যম্—উদাত্তাদিভেদেনবর্ণানাং প্রত্য-ভিজ্ঞায়মানানাং ভেদো ভবেদিতি। নহ্যন্যস্য ভেদেনান্যস্যাভিদ্য-মানস্য ভেদো ভবিতুমর্হতি। নহি ব্যক্তিভেদেন জাতিং ভিন্নাং মন্যন্তে। বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতেঃ সম্ভবাৎ স্ফোটকল্পনানর্থিকা।

প্রত্যভিজ্ঞায়মানস্য চৈকত্বাভাবেন সামান্যভাবানুপপত্তেঃ। তস্মাদ্বর্ণাত্মকো বৈষ শব্দঃ শব্দাতিরিক্তো বা ধ্বনিঃ শব্দব্যঞ্জকঃ শ্রাবণোঽভ্যুপেয়ঃ। উভয়থাপি চাক্ষু ব্যঞ্জনেষু চ তত্তদ্ধ্বনিভেদোপধানেনানুনাসিকত্বাদয়োঽবগম্যমানাস্তদ্ধর্ম্মা এব শব্দে প্রতীয়ন্তে, ন তু স্বতঃ শব্দস্য ধর্ম্মাঃ। তথা চ যেষামনুনাসিকত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ পরস্পরবিরুদ্ধা ভাসন্তে, ভবতু তেষাং ধ্বনিনামনিত্যতা। ন হি তেষু প্রত্যভি-জ্ঞানমস্তি। যেষু তু বর্ণেষু প্রত্যভিজ্ঞানং, ন তেষামনুনাসিকত্বাদয়ো ধর্ম্মা ইতি নানিত্যাঃ। "এবঞ্চ সতি সালম্বনা" ইতি। যত্ত্বেষ পরস্যাগ্রহো ধর্ম্মিণ্যগৃহ্যমাণে তদ্ধর্ম্মা ন শক্যা গ্রহিতুমিতি। এবং নামাঽস্তু, তথা তুষ্যতু পরস্তথাপ্যদোষ ইত্যর্থঃ। তদনেন প্রবন্ধেন ক্ষণিকত্বেন বর্ণানামশক্যসঙ্গতিগ্রহতয়া যদবাচকত্বমাপাদিতং বর্ণানাং, তদপাকৃতম্। ব্যস্তসমস্তপ্রকারদ্বয়াসম্ভবেন তু যদাসঞ্জিতং, তন্নিরাচিকীর্ষু-রাহ।—"বর্ণেভ্যশ্চার্থপ্রতীতেঃ" ইতি।

দিভেদের কারণ নহে, ধ্বনিই কারণ, এ নির্ণয়ে উদাত্তাদি-জ্ঞানের নিরালম্বতা আপত্তি হইতে পারে না। অন্যপক্ষে প্রত্যভিজ্ঞাবলে বর্ণের একত্ব নিশ্চয় হওয়ায় উদাত্তাদিজ্ঞানের প্রতি (তালুপ্রভৃতি স্থানের অথবা বাক্‌যন্ত্রপ্রভব বায়ু-বিশেষের) সংযোগ বিভাগের কারণতা কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু, সংযোগ-বিভাগের অপ্রত্যক্ষতাহেতু বর্ণে তন্নিমিত্তক ভেদ প্রসঞ্জিত করা দুঃসাধ্য; সুতরাং এ পক্ষে উদাত্তাদিজ্ঞান নিরালম্ব হয়।

[অপিচ…অনর্থিকা] আরও এক কথা এই যে, উদাত্তাদিভেদ দৃষ্টে বর্ণের ভেদ (বহু 'ক' বহু 'গ' ইত্যাদি) অঙ্গীকার অন্যায্য। একের ভেদে, নানাত্বে অভিদ্যমান অপর একের (জাতির) ভিন্নতা হইতেই পারে না। ব্যক্তি নানা, তাই বলিয়া কি জাতিও নানা? তাহা নহে। যখন বর্ণের দ্বারা অর্থপ্রতীতির

ন কল্পয়াম্যহং স্ফোটং, প্রত্যক্ষমেব ত্বেনমবগচ্ছামি, একৈকবর্ণগ্রহণাহিতসংস্কারায়াং বুদ্ধৌ ঝটিতি প্রত্যবভাসনাদিতি চেৎ, ন, অস্যা অপি বুদ্ধের্ব্বর্ণবিষয়ত্বাৎ। একৈকবর্ণগ্রহণোত্তরকালীনা হীয়মেকা বুদ্ধির্গৌরিতি সমস্তবর্ণবিষয়া নার্থান্তরবিষয়া। কথমেতদবগম্যতে। যতোঽস্যামপি বুদ্ধৌ গকারাদয়ো বর্ণা অনুবর্ত্তন্তে, নতু দকারাদয়ঃ। যদি হ্যস্যা বুদ্ধের্গকারাদিভ্যোঽর্থান্তরং স্ফোটো বিষয়ঃ স্যাৎ, ততো দকারাদয় ইব গকারাদয়োঽপ্যস্যা

কল্পনামমৃষ্যমাণ একদেশ্যাহ।—"ন কল্পয়ামী"তি। নিরাকরোতি—"ন অস্যা অপি বুদ্ধে"রিতি। নিরূপয়তু তাবদ্গৌরিত্যেকং পদমিতি ধিয়মায়ুষ্মান্। কিমিয়ং পূর্ব্বানুভূতান্ গকারাদীনেব সামস্ত্যেনাবগাহতে, কিং বা গকারাদ্যতিরিক্তং গবয়মিব বরাহাদিভ্যো বিলক্ষণম্। যদি গকারাদিবিলক্ষণম্ অবভাসয়েৎ, গকারাদিরূষিতঃ প্রত্যয়ো ন স্যাৎ। ন হি বরাহধীর্ম্মহিষরূষিতং বরাহমবগাহতে। পদতত্ত্বমেকং প্রত্যেকমভিব্যঞ্জয়ন্তো ধ্বনয়ঃ প্রযত্নভেদভিন্নাস্তুল্যস্থানকরণনিষ্পাদ্যতয়াঽন্যোন্যবিসদৃশতত্তৎপদব্যঞ্জকধ্বনিসাদৃশ্যেন। স্বব্যঞ্জনীয়স্যৈকস্য পদতত্ত্বস্য মিথো বিসদৃশানেকপদসাদৃশ্যান্যাপাদয়ন্তঃ সাদৃশ্যোপধানভেদাদেকমপ্যভাগমপি নানেব ভাগবদিব ভাসয়ন্তি মুখমিবৈকং নিয়তবর্ণপরিমাণস্থানসংস্থানভেদমপি মণিকৃপাণদর্পণাদয়োঽনেকমনেকবর্ণপরিমাণস্থানসংস্থানভেদম্। এবঞ্চ কল্পিতা এবাস্য ভাগা বর্ণা ইতি চেৎ, তৎ কিমিদানীং বর্ণভেদানসত্যপি বাধকে মিথ্যেতি বক্তুমধ্যবসিতোঽসি। একত্বধীরেব নানাত্বস্য বাধিকেতি চেৎ, হন্তাস্যাং নানা বর্ণাঃ প্রথন্ত ইতি নানাত্বাবভাস এবৈকত্বং কস্মান্ন বাধতে। অথ বা বনসেনাদিবুদ্ধিবদেকত্বনানাত্বে, ন বিরুদ্ধে। নো খলু সেনাবনবুদ্ধী গজপদাতিতুরগাদীনাং চম্পকাশোককিংশুকাদীনাঞ্চ ভেদমপবাধমানে উদীয়েতে অপি তু ভিন্নানামেব সতাং কেনচিদেকেনোপাধিনাঽবচ্ছিন্নানামেকত্বমাপাদয়তঃ। ন চৌপাধিকে-

সম্ভাবনা আছে, তখন স্ফোট-কল্পনা নিশ্চিতই নিরর্থক। [ন…বিষয়া] যদি বল তাহা কল্পনা নহে, প্রত্যক্ষ (অনুভবসিদ্ধ), তাহা বর্ণজ্ঞানসংস্কারযুক্ত শেষ-বর্ণজ্ঞানের জ্ঞেয় বা বিষয়রূপে প্রকাশ পায়, আমরা বলি, সে জ্ঞান বর্ণবিষয়ক, স্ফোটবিষয়ক নহে। ক্রমবিন্যস্তবর্ণজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই যে 'গো' ইত্যাকার নির্ভেদ বুদ্ধি (·বিশেষপরিশূন্য এক জ্ঞান) জন্মে, ক্রমোচ্চারিত বর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু সে বুদ্ধির বা সে জ্ঞানের বিষয় (অবগাহন-স্থান) নহে। [কথং…স্মৃতিঃ] যদি বল, কিসে জানিলে ? সে-জ্ঞানে কেবল গকারাদি (গ+ৌ) বর্ণের অনুবর্ত্তন দেখা যায়, অন্য কিছুর নহে, এই অন্বয়-ব্যতিরেক-প্রমাণে জানিয়াছি। যদি গ-কারাদি বর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু (স্ফোট) উক্ত বুদ্ধির (গৌ ইত্যাকার জ্ঞানের) গোচর হইত, তাহা হইলে অবশ্যই দকারাদির ব্যাবৃত্তির ন্যায় গ-কারাদিরও ব্যাবৃত্তি

বুদ্ধের্ব্যাবর্ত্তেরন্, ন তু তথাস্তি। তস্মাদিয়মেকবুদ্ধির্বর্ণবিষয়ৈব স্মৃতিঃ।

নম্বনেকত্বাদ্বর্ণানাং নৈকবুদ্ধিবিষয়তোপপদ্যত ইত্যুক্তম্, তং প্রতিক্রমঃ। সম্ভবত্যনেকস্যাপ্যেকবুদ্ধিবিষয়ত্বম্, পঙ্‌ক্তির্ব্বনং সেনা দশ শতং সহস্রমিত্যাদিদর্শনাৎ। যা তু গৌরিত্যেকোঽয়ং শব্দ ইতি বুদ্ধিঃ, সা বহুষ্বেব বর্ণেষু একার্থাবচ্ছেদনিবন্ধনৌপচারিকী বনসেনাদিবুদ্ধিবদেব। অত্রাহ, যদি বর্ণা এব সামস্ত্যেনৈকবুদ্ধিবিষয়তামাপদ্যমানাঃ পদং স্যুঃ, ততো জারা রাজা কপিঃ

নৈকত্বেন স্বাভাবিকং নানাত্বং বিরুধ্যতে, নহ্যৌপচারিকমগ্নিত্বং মাণবকস্য স্বাভাবিকনরত্ববিরোধি। তস্মাৎ প্রত্যেকবর্ণানুভবজনিতভাবনানিচয়লব্ধজন্মনি নিখিলবর্ণাবগাহিনি স্মৃতিজ্ঞান একস্মিন্ ভাসমানানাং বর্ণানাং তদেকবিজ্ঞানবিষয়তয়া বৈকার্থধীহেতুতয়া বৈকত্বমৌপচারিকমগবন্তব্যম্। ন চৈকার্থধীহেতুত্বৈনৈকত্বমেকত্বেন চৈকার্থধীহেতুভাব ইতি পরস্পরাশ্রয়ম্। ন হ্যর্থপ্রত্যয়াৎ পূর্ব্বমেতাবন্তো বর্ণা একস্মৃতিসমারোহিণোঽস্য প্রথন্তে। ন চ তৎপ্রথানন্তরং বৃদ্ধস্যার্থধীনোন্নীয়তে, তদুন্নয়নাচ্চ তেষামেবার্থধিয়ং প্রতি কারকত্বমেকমবগম্যৈকপদত্বাধ্যবসানমিতি নান্যোন্যাশ্রয়ম্। ন চৈকস্মৃতিসমারোহিণাং ক্রমাক্রমবিপরীত-

---

হইত (গৌঃ ইত্যাকার জ্ঞান গ-ঔ এই দুই বর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণ অবগাহন করে না, কাজেই অন্য বর্ণ ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পরিত্যক্ত থাকে। এইরূপ, ঐ জ্ঞান যদি স্ফোট অবগাহন করিত, বিষয় করিত, তাহা হইলে নিশ্চিত তাহার অনবগাহ্য বা অবিষয় গ-ঔ বর্ণও ব্যাবৃত্ত (পরিত্যক্ত) হইত। অর্থাৎ গ-ঔ এই দুই বর্ণ ঐ জ্ঞানের গোচর হইত না)। কিন্তু তাহা হয় না। অর্থাৎ তাহাতে গ+ঔ এই দুই বর্ণের ব্যাবৃত্তি বা পরিবর্জ্জন হয় না, অনুবর্ত্তনই হয়। এই জন্যই বলি, সেই এক জ্ঞান—যাহাকে তোমরা স্ফোট বল—তাহা বর্ণবিষয়ক স্মরণাত্মক জ্ঞানমাত্র, স্ফোট নহে।

[নম্বেক⋯বেব] যদি বল বর্ণ অনেক, অনেক কখনও একজ্ঞানের (এক সময়ে) বিষয় হয় না, কিন্তু আমরা বলি, তাহা হয়। অনেকের একজ্ঞানগ্রাহ্যতার দৃষ্টান্ত আছে; সুতরাং তাহা অসম্ভব নহে; সুসম্ভব। যেমন পঙ্‌ক্তি; বন, সেনা, দশ, শত, সহস্র, ইত্যাদি। (অনেক বৃক্ষ 'বন' ইত্যাকার একজ্ঞানের বিষয় ইত্যাদি।) অতএব, গ-ঔ এই দুই বর্ণ পঙ্‌ক্তি প্রভৃতির ন্যায় একজ্ঞানের বিষয় হওয়া অসম্ভব বা দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে। শব্দে অনেক বর্ণ থাকে সত্য; কিন্তু সে সকল বর্ণ মেলনের দ্বারা এক বস্তুকেই বুদ্ধিগম্য করায়, তদনুসারে সেই বহুবর্ণাবগাহী অচ্ছিন্ন-জ্ঞানকে উপচারক্রমে এক বলা যায়। [অত্রাহ⋯ইতি] কেহ

পিক ইত্যাদিষু পদবিশেষপ্রতিপত্তির্ন স্যাৎ। ত এব হি বর্ণা-ইতরত্র চেতরত্র চ প্রত্যবভাসন্ত ইতি।

অত্র বদামঃ। সত্যপি সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে যথা ক্রমানুরোধিন্য এব পিপীলিকাঃ পঙ্‌ক্তিবুদ্ধিমারোহন্ত্যেবং ক্রমানুরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোক্ষ্যন্তি। তত্র বর্ণানামবিশেষেঽপি ক্রমবিশেষকৃতা পদবিশেষপ্রতিপত্তির্ন বিরুধ্যতে। বৃদ্ধব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমাদ্যনুগৃহীতা গৃহীতার্থবিশেষসম্বন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেঽপ্যেকৈকবর্ণগ্রহণানন্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশা এব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীতি বর্ণবাদিনো লঘীয়সী কল্পনা। স্ফোটবাদিনস্তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ

ক্রমপ্রযুক্তানামভেদো বর্ণানামিতি যথাকথঞ্চিৎ প্রযুক্তেভ্য এতেভ্যোঽর্থপ্রত্যয়-প্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্। উক্তং হি—

"যাবন্তো যাদৃশা যে চ পদার্থপ্রতিপাদনে।
বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাস্তে তথৈবাববোধকাঃ॥" ইতি।

নমু পঙ্‌ক্তিবুদ্ধাবেকস্যামক্রমায়ামপি বাস্তবী শালাদীনামস্তি পঙ্‌ক্তিরিতি তথৈব প্রথা যুক্তা, ন চ তথেহ বর্ণানাং নিত্যানাং বিভূনাঞ্চাস্তি বাস্তবঃ ক্রমঃ, প্রত্যয়োপাধিস্তু ভবেৎ, স চৈক ইতি কুতস্ত্যঃ ক্রম এষামিতি চেৎ, ন। একস্যামপি স্মৃতৌ বর্ণরূপবৎক্রমবৎ পূর্ব্বানুভূততাপরামর্শাৎ। তথাহি—জারা রাজেতি পদয়োঃ প্রথয়ন্ত্যোঃ স্মৃতিধিয়োস্তত্ত্বেঽপি বর্ণানাং ক্রমভেদাৎ পদভেদঃ স্ফুটতরং চকাস্তি।

কেহ আপত্তি করেন, বর্ণই যদি একজ্ঞানগম্য হইয়া পদত্ব প্রাপ্ত হয়, বোধক হয়, তবে জারা-রাজা, কপি-পিক, এ সকল শব্দ ভিন্ন প্রতীত হয় কেন? যে সকল বর্ণ রাজা শব্দে আছে, সেই সকল বর্ণই জারা শব্দেও আছে, তবে কি কারণে একার্থবোধক ও একপদ না হয়?

[অত্র···কল্পনা] উত্তর এই যে, প্রদর্শিত প্রয়োগে বর্ণসাম্য আছে বটে; কিন্তু ক্রমসাম্য নাই। যেমন পিপীলিকা সকল ক্রমাবস্থান অনুসারে পংক্তি-বুদ্ধির গোচর বা বিষয় হয়, তেমনি, বর্ণসমূহও ক্রমানুরোধে পদবুদ্ধির গোচর হয়। প্রদর্শিত স্থলে বর্ণের ভেদ না থাকিলেও ক্রমের ভেদ (ভিন্নতা) আছে, তৎকারণে তাহারা ভেদবিশিষ্ট অর্থাৎ অভিন্ন নহে, বিভিন্ন। বর্ণ সকল নিত্য ও বিভু (সর্ব্বসংযোগী) হইলেও ব্যবহার কালে উচ্চারণ ক্রমের অনুগ্রহে (সাহায্যে) বস্তুবিশেষের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকা প্রতীত হয়, পরে এক বর্ণের পর অপর বর্ণ, তৎপরে অন্য বর্ণ এবং ক্রমে সমস্ত বর্ণ জ্ঞানগোচর হয়; পশ্চাৎ তাহা অর্থ-প্রতীতির কারণ হয়। বর্ণবাদীর এ কল্পনা লাঘব তর্কে অনুগৃহীত। [স্ফোট···

বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি, স স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ। অথাপি নাম প্রত্যুচ্চারণমন্যেঽন্যে চ বর্ণাঃ স্যুস্তথাপি প্রত্যভিজ্ঞালম্বনভাবেন বর্ণসামান্যানামবশ্যাভ্যুপগমনীয়ত্বাৎ যা বর্ণেষ্বর্থপ্রতিপাদনপ্রক্রিয়া রচিতা, সা সামান্যেষু সঞ্চারয়িতব্যা। ততশ্চ নিত্যেভ্যঃ শব্দেভ্যো-দেবাদিব্যক্তীনাং প্রভব ইত্যবিরুদ্ধম্॥ ১। ৩। ২৮॥

অত এব চ নিত্যত্বম্॥ ১। ৩। ২৯॥ *

স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তুরস্মরণাদেব হি স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে দেবাদিব্যক্তিপ্রভবাভ্যুপগমেন তস্য বিরোধমাশঙ্ক্য "অতঃ

তথা চ নাক্রমবিপরীতক্রমপ্রযুক্তানামবিশেষঃ স্মৃতিবুদ্ধাবেকস্মাৎ বর্ণানাং ক্রমপ্রযুক্তানাম্। যথাহুঃ,—

"পদাবধারণোপায়ান্ বহূনিচ্ছন্তি সূরয়ঃ।
ক্রমন্যূনাতিরিক্তত্বস্বরবাক্যশ্রুতিস্মৃতীঃ॥" ইতি।

শেষমতিরোহিতার্থম্। দিঙ্মাত্রমত্র সূচিতং, বিস্তরস্তু তত্ত্ববিন্দাববগন্তব্য ইতি। অলং বা নৈয়ায়িকৈর্ব্বাদেন, সন্তুনিত্যা এব বর্ণাস্তথাপি গত্বাদ্যবচ্ছেদেনৈব সঙ্গতিগ্রহোঽনাদিশ্চ ব্যবহারঃ সেৎস্যতীত্যাহ।—"অথাপি নামে" তি॥ ১। ৩। ২৮॥

ননু প্রাচ্যামেব মীমাংসায়াং বেদস্য নিত্যত্বং সিদ্ধং, তৎ কিং পুনঃ সাধ্যত-

বিরুদ্ধম্] স্ফোটবাদীর মতে দৃষ্টহানি ও অদৃষ্টকল্পনা এই দুইটি দোষ আছে। বর্ণ সকল ক্রম-গৃহীত হয়, হইয়া স্ফোট ব্যক্ত করে, অনন্তর সেই স্ফোট অর্থ প্রতীতি করায়। এ কল্পনা গৌরব দোষান্বিত। প্রতি উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ব্যক্ত হয় বলিলেও প্রত্যভিজ্ঞার আলম্বনের জন্য বর্ণের সামান্য (জাতি) অবশ্য স্বীকার্য্য। বর্ণবাদীর মতের অর্থবোধপ্রণালী সামান্যবাদীর (জাতিবাদীর) মতে যোজিত হইলে, স্বীকৃত হইলে, সামান্যবাদীর মতও নির্দ্দোষ হইতে পারে। অতএব নিত্যশব্দ হইতে যে দেবাদি-ব্যক্তির প্রভব এ সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত প্রকারে অবিরুদ্ধ।

পূর্ব্বমীমাংসায়, বেদের কর্ত্তা (বুদ্ধিপূর্ব্বক বক্তা বা রচয়িতা) নাই,—ইত্যাদিবিধ হেতুসমূহের দ্বারা বেদের নিত্যত্ব সাধিত হইয়াছে। দেবাদি ব্যক্তির শব্দপ্রভবত্ব সে সিদ্ধান্তের বিরোধী,—এতদ্রূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করা

* অতএব নিয়তাকৃতের্দেবাদিজগতো বেদশব্দপ্রভবত্বাদেব নিত্যত্বং বেদশব্দস্যেতি শেষঃ। যেহেতু নিয়তাকৃতি দেবাদি বেদশব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যবহাররূপ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই হেতু বৈদিক শব্দসকল নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত।

প্রভবাৎ” ইতি পরিহৃত্য, ইদানীং তদেব বেদস্য নিত্যত্বং স্থিতং দ্রঢ়য়তি “অতএব চ নিত্যত্বম্” ইতি। অতএব চ নিয়তাকৃতের্দ্দেবাদের্জ্জগতো বেদশব্দপ্রভবত্বাদেব বেদশব্দনিত্যত্বমপি প্রত্যেতব্যম্। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ, “যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ংস্তামন্ববিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্” ইতি স্থিতামেব বাচমনুবিন্নাং দর্শয়তি। বেদব্যাসশ্চৈবমেব স্মরতি,—

“যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবা॥” ইতি॥ ১। ৩। ২৯॥

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ॥ ১। ৩।৩০॥ *

অথাপি স্যাৎ, যদি পশ্বাদিব্যক্তিবৎ দেবাদিব্যক্ত্যোঽপি

ইত্যত আহ।—“স্বতন্ত্রস্য কর্ত্তুরস্মরণাদেব হি স্থিতে বেদস্য নিত্যত্বে” ইতি। ন হ্যনিত্যাজ্জগদুৎপত্তুমর্হতি, তস্যাপ্যুৎপত্তিমত্ত্বেন সাপেক্ষত্বাৎ। তস্মান্নিত্যো বেদো জগদুৎপত্তিহেতুত্বাৎ ঈশ্বরবদিতি সিদ্ধমেব নিত্যত্বমনেন দৃঢ়ীকৃতম্। শেষমতিরোহিতার্থম্॥ ১। ৩। ২৯॥

শঙ্কাপদোত্তরত্বাৎ সূত্রস্য শঙ্কাপদানি পঠতি “অথাপি স্যাৎ” ইতি। অভি-

---

হইয়াছে; এক্ষণে সেই পূর্ব্বমীমাংসোক্ত শব্দনিত্যত্ব দৃঢ় (অবিচাল্য) করা কর্ত্তব্য বিধায় সূত্র বলিতেছেন। যেহেতু নির্দ্দিষ্ট আকৃতিমান্ দেবতাপ্রভৃতি জগৎ নিত্য, সেই হেতু বেদশব্দও নিত্য। [তথাচ·····স্বয়ম্ভুবা] এ অর্থ মন্ত্রমধ্যেও দৃষ্ট হয়। যথা—“যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞের দ্বারা বেদলাভের যোগ্যতা পাইয়া ঋষিস্থিত সেই সেই বেদ লাভ করিয়াছিলেন।” মন্ত্র কি বলিল, বেদশব্দ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, যাজ্ঞিকগণ তাহা জানিয়াছিলেন মাত্র। এ অর্থ ব্যাসের স্মৃতিতেও আছে। যথা—“ইতিহাসযুক্ত বেদ প্রলয়কালে অন্তর্হিত ছিল, মহর্ষিগণ তপস্যার দ্বারা ও স্বয়ম্ভুর আজ্ঞায় (কৃপায়) সে সকল বেদ লাভ করিয়াছিলেন (জ্ঞানগোচর করিয়াছিলেন)।”॥ ১। ৩। ২৯॥

এখন যেমন প্রবাহাকারে পশুব্যক্তির জন্ম মরণ (এক পশুর জন্ম, অপর পশুর মরণ) দৃষ্ট হয়, দেবাদি ব্যক্তির জন্ম মরণও যদি তদ্রূপ হয়,

---

* আবৃত্তৌ কল্পান্তসৃষ্টৌ সৃষ্টানাং সমাননামরূপত্বাৎ পূর্ব্বকল্পীয়সমাননামরূপত্বদর্শনাৎ অবিরোধো বিরোধাভাবো জ্ঞেয়ঃ। প্রলয়েঽপ্যাত্যন্তিকবিনাশো নাস্তীতি যাবৎ। দর্শনাৎ, স্মৃতেশ্চ। দৃশ্যতে হি দৈনন্দিনসৃষ্টৌ প্রবোধে পূর্ব্বপ্রবোধসমসৃষ্টিঃ, স্মর্য্যতে চ। বিষমসৃষ্টৌ নিরন্বয়নাশঃ সম্ভাব্যতে, ন তু সমসৃষ্টৌ। অতএব শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যতায়াঃ সিদ্ধত্বাৎ ন কশ্চিৎ বিরোধ ইতি সূত্রার্থসংক্ষেপঃ।—

সন্ততৌ বোৎপদ্যেরন্ নিরুধ্যেরংশ্চ, ততোঽভিধানাভিধেয়াভিধাতৃ-ব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ সম্বন্ধনিত্যত্বেন বিরোধঃ শব্দে পরিহ্রিয়েত। যদা তু খলু সকলং ত্রৈলোক্যং পরিত্যক্তনামরূপং নির্লেপং প্রলীয়তে, প্রভবতি চাভিনবমিতি শ্রুতিস্মৃতিবাদা বদন্তি, তদা কথমবিরোধ ইতি। তত্রেদমভিধীয়তে, সমাননামরূপত্বাদিতি। তদাপি সংসারস্যানাদিত্বং তাবদভ্যুপগন্তব্যম্। প্রতিপাদয়িষ্যতি চাচার্য্যঃ সংসারস্যানাদিত্বম্ "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" ইতি। অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়োঃ প্রলয়প্রভবশ্রবণেঽপি

ধানাভিধেয়াবিচ্ছেদে হি সম্বন্ধনিত্যত্বং ভবেৎ। এবমধ্যাপকাধ্যেতৃপরম্পরা-বিচ্ছেদে বেদস্য নিত্যত্বং স্যাৎ। নিরন্বয়স্য তু জগতঃ প্রবিলয়েঽত্যন্তাসতশ্চা-পূর্ব্বস্যোৎপাদেঽভিধানাভিধেয়াবত্যন্তমুচ্ছিন্নাবিতি কিমাশ্রয়ঃ সম্বন্ধঃ স্যাৎ। অধ্যাপকাধ্যেতৃসন্তানবিচ্ছেদে চ কিমাশ্রয়ো বেদঃ স্যাৎ। ন চ জীবাস্ত-দ্বাসনাবাসিতাঃ সন্তীতি বাচ্যম্। অন্তঃকরণাদ্যুপাধিকল্পিতা হি তে তদ্বি-চ্ছেদে ন স্থাতুমর্হন্তি। ন চ ব্রহ্মণস্তদ্বাসনা, তস্য বিদ্যাত্মনঃ শুদ্ধস্বভাবস্য তদযোগাৎ। ব্রহ্মণশ্চ সৃষ্ট্যাদাবন্তঃকরণাদয়স্তদবচ্ছিন্নাশ্চ জীবাঃ প্রাদুর্ভবন্তো

কস্মিন্ কালেও যদি সর্ব্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় না হয়, তাহা হইলেই নাম, নামী ও নামকর্ত্তা, এ সকল ব্যবহারের অলোপ বা অবিচ্ছেদ হেতু শাব্দ বিরোধের পরিহার হইতে পারে। শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যতাও রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে শুনা যায়, মহাপ্রলয়ে সর্ব্বধ্বংস হয়, কিছুই থাকে না, পরে আবার নূতন সৃষ্টি হয়। শ্রুতি-স্মৃতি-সম্বাদিত মহাপ্রলয় যদি আত্যন্তিক-ধ্বংসরূপী হয়, তাহা হইলে আর বিরোধ পরিহার হয় না। এ আশঙ্কা সং-শোধনের নিমিত্ত "সমাননামরূপত্বাৎ" সূত্র অবতারিত হইল। [তদাপি… দ্রষ্টব্যম্] সংসার অনাদি, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। আচার্য্যও বলিবেন, সংসারের অনাদিত্ব যুক্তি ও অনুভব উভয়সিদ্ধ। দৈনন্দিন সৃষ্টি বা জাগ্রৎসৃষ্টি যেমন পূর্ব্ব-জাগ্রতের সমান, অনুরূপ, তেমনি, এতৎকল্পীয় সৃষ্টিও পূর্ব্বকল্পীয় সৃষ্টির সমান অর্থাৎ অনুরূপ। যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বসাম্য সিদ্ধ হয়, সেই হেতু শব্দার্থনিত্যতা সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ নহে। (সুষুপ্তি-নামক দৈনন্দিন প্রলয়ে ও কল্প-নামক মহাপ্রলয়ে কোনও বস্তুর নিরন্বয়-ধ্বংস বা আত্যন্তিক অভাব হয় না (১)। সকল

(১) এ কল্পের সৃষ্টি পূর্ব্বকল্পের সমান; সুতরাং কল্পকালে এ সকলের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না, সংস্কার বা বীজ থাকে। বীজভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সেই হেতু এ সকল আত্যন্তিক অনিত্য নহে। যেহেতু অনিত্য নহে, সেই হেতু শব্দার্থনিত্যতা সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ, বিরুদ্ধ নহে। শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি, অনুভব, সর্ব্বপ্রকারে আত্যন্তিক বিনাশাভাব সিদ্ধ হয়। (ভাষ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেখ)।

পূর্ব্বপ্রবোধবদুত্তরপ্রবোধেঽপি ব্যবহারান্ন কশ্চিদ্বিরোধঃ, এবং কল্পান্তরপ্রভবপ্রলয়য়োরপীতি দ্রষ্টব্যম্।

স্বাপপ্রবোধয়োশ্চ প্রলয়প্রভবৌ শ্রূয়েতে "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, তদৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্ব্বৈরূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে, যথাগ্নের্জ্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" (কৈ০ ব্রা০ উ০ অ০ ৩। খ০ ৩) ইতি। স্যাদেতৎ। স্বাপে পুরুষান্তরব্যবহারাবিচ্ছেদাৎ স্বয়ঞ্চ সুষুপ্তপ্রবুদ্ধস্য পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহারানুসন্ধানসম্ভবাদবিরুদ্ধম্, মহাপ্রলয়ে তু সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদাজ্জন্মান্তরব্যবহারবচ্চ কল্পান্তরব্যবহারস্যানুসন্ধাতুমশক্যত্বাৎ বৈষম্যমিতি। নৈষ দোষঃ।

ন পূর্ব্বকর্ম্মাবিস্তাবাসনাবন্তো ভবিতুমর্হন্তি, অপূর্ব্বত্বাৎ। তস্মাদ্বিরুদ্ধমিদং শব্দার্থসম্বন্ধবেদনিত্যত্বং সৃষ্টিপ্রলয়াভ্যুপগমেনেতি। অভিধাতৃগ্রহণেনাধ্যাপকাধ্যেতারাবুক্তৌ। শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুং সূত্রমবতারয়তি। "তত্রেদমভিধীয়তে সমাননামরূপত্বাৎ" ইতি। যদ্যপি মহাপ্রলয়সময়ে হ্যন্তঃকরণাদয়ঃ সমুদাচরদ্বৃত্তয়ঃ সন্তি,

---

বস্তুই থাকে, বীজরূপে বা সূক্ষ্ম সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে। বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়াই সেই সেই বীজ হইতে পূর্ব্বসমান সৃষ্টি হয়)।

[স্বাপ…ইতি] সুপ্তিতে লয় ও জাগ্রতে সৃষ্টি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যথা—সুপ্ত পুরুষ যখন কোনও কিছু দেখে না, স্বপ্ন দেখে না, এ সকল তখন প্রাণে গিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়। বাগিন্দ্রিয়ের সহিত সমস্ত নাম, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সমুদয় রূপ, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত সমুদয় শব্দ, মনের সহিত ধ্যান, সমস্তই লয়প্রাপ্ত হয়। সেই পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হয়, তখন যেমন জ্বলিতাগ্নি হইতে অগ্নিসমান স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, নির্গত হয়, তেমনি, প্রাণ (হিরণ্যগর্ভ) হইতে দেবতা এবং দেবতা হইতে লোক সকল উৎপন্ন হয়"। [স্যাদেতৎ · বদিতুম্] যদি বল সুষুপ্তিতে সুপ্ত পুরুষেরই ব্যবহারলোপ হয়, অন্য পুরুষের ব্যবহার থাকে এবং সুপ্ত প্রবুদ্ধের পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব নহে, সম্ভব, সুতরাং সুষুপ্তি ও মহাপ্রলয় সমান নহে, অসমান। মহাপ্রলয়ে কেহই থাকে না, সর্ব্ববিলোপ হয়। আরও দেখ, জন্মান্তরীয় ব্যবহারের স্মরণ যদ্রূপ অশক্য, অসম্ভব, কল্পান্তরীয় ব্যবহারের স্মরণও

সত্যপি সর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদিনি মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরানুগ্রহাদীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তেঃ।

যদ্যপি প্রাকৃতাঃ প্রাণিনো ন জন্মান্তরব্যবহারমনুসন্দধানা দৃশ্যন্তে ইতি, ন তৎ প্রাকৃতবদীশ্বরাণাং ভবিতব্যম্। যথা হি প্রাণিত্বাবিশেষেঽপি মনুষ্যাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিপ্রতিবন্ধঃ পরেণ পরেণ ভূয়ান্ ভবন্ দৃশ্যতে, তথা মনুষ্যাদিষ্বেব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যভিব্যক্তিরপি পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতীত্যেতৎ ন শক্যং নাস্তীতি বদিতুম্। ততশ্চাতীতকল্পানুষ্ঠিতপ্রকৃষ্টজ্ঞানকর্ম্মণামীশ্বরাণাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং বর্ত্তমানকল্পাদৌ প্রাদুর্ভবতাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানাং সুপ্তপ্রতিবুদ্ধবৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানোপপত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ--

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

তথাপি স্বকারণেঽনির্ব্বাচ্যায়ামবিদ্যায়াং লীনাঃ সূক্ষ্মেণ শক্তিরূপেণ কর্ম্মবিক্ষেপকাবিদ্যাবাসনাভিঃ সহাবতিষ্ঠন্ত এব। তথা চ স্মৃতিঃ,—

তদ্রূপ অশক্য ও অসম্ভব। অতএব সুপ্তি দৃষ্টান্তটী বৈষম্যদোষান্বিত, বিশুদ্ধ নহে। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ আমরা বলি, উহা দোষান্বিত নহে। মহাপ্রলয়ে সর্ব্বোচ্ছেদ হইলেও, সমস্ত ব্যবহারের বিলোপ হইলেও, পরমেশ্বরানুগৃহীত হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতি ঈশ্বরের পূর্ব্বকল্পীয় ব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব নহে। প্রাকৃত জীবের জন্মান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ হয় না, মনে পড়ে না, তাই বলিয়া ঈশ্বরেরও পূর্ব্বকল্পীয় ব্যবহার স্মরণ হইবে না, মনে হইবে না, এরূপ বলিতে পার না। হেতু এই যে, মনুষ্য হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব সমান হইলেও যেরূপ তাহাদের জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের (ক্ষমতার) তারতম্য আছে, এইরূপ, মনুষ্য জীবের নিম্নজীব সকল পর পর অল্পজ্ঞান ও অল্পক্ষমতা-বিশিষ্ট। আবার মনুষ্য হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত পর পর উৎকৃষ্ট জীবের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য পর পর উৎকৃষ্ট ও অধিক। [ততশ্চ···দিতি] এতদ্দৃষ্টে স্থির হয়, জানা যায় যে, যাঁহারা পূর্ব্বকল্পে উৎকৃষ্টতম জ্ঞান ও কর্ম্ম (পুণ্য বা শুভাদৃষ্ট) উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহ কল্পে তাঁহারা পরমেশ্বরানুগ্রহে ঈশ্বর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের সুপ্তপ্রতিবুদ্ধের পূর্ব্বপ্রবোধ-ব্যবহার স্মরণের ন্যায় কল্পান্তরীয় ব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যিনি ব্রহ্মার জন্ম দান করিয়াছেন, করিয়া বেদ প্রদান করিয়াছেন, মুমুক্ষু আমি সেই

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি।

স্মরন্তি চ শৌনকাদয়ো মধুচ্ছন্দঃপ্রভৃতিভির্ঋষিভির্দ্দাশতয্যো দৃষ্টা ইতি। প্রতিবেদঞ্চৈবমেব কাণ্ডর্ষ্যাদয়ঃ স্মর্য্যন্তে। শ্রুতিরপি ঋষিজ্ঞানপূর্ব্বকমেব মন্ত্রেণানুষ্ঠানং দর্শয়তি—"যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাধ্যাপয়তি বা স্থাণুং চর্চ্ছতি গর্ত্তং বা প্রপদ্যতে" ইত্যুপক্রম্য "তস্মাদেতানি মন্ত্রে মন্ত্রে বিদ্যাৎ" ইতি।

প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রাপ্তয়ে ধর্ম্মো বিধীয়তে দুঃখপরিহারায় চাধর্ম্মঃ প্রতিষিধ্যতে। দৃষ্টানুশ্রবিকসুখদুঃখবিষয়ৌ চ রাগদ্বেষৌ ভবতো ন বিলক্ষণবিষয়ৌ, ইত্যতো ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতোত্তরোত্তরা সৃষ্টির্নিষ্পদ্যমানা পূর্ব্বসৃষ্টিসদৃশ্যেব নিষ্পদ্যতে। স্মৃতিশ্চ ভবতি,—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ" ইতি।

তে চাবধিং প্রাপ্য পরমেশ্বরেচ্ছাপ্রচোদিতাঃ—যথা কূর্ম্মদেহে নিলীনান্যঙ্গানি ততো নিঃসরন্তি, যথা বা বর্ষাপায়ে প্রাপ্তমৃদ্ভাবানি মণ্ডূকশরীরাণি তদ্বাসনাবা-

---

আত্মজ্ঞানপ্রকাশককে (তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজনিত বুদ্ধিতে প্রকাশমান পরব্রহ্মকে) আশ্রয় করিতেছি।" শৌনকাদি ঋষিরাও স্মরণ করিয়াছেন, স্মৃতি গ্রন্থে বলিয়াছেন, "মধুচ্ছন্দঃ প্রভৃতি ঋষি দাশতয্য (ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলস্থ ঋচা) দর্শন করিয়াছিলেন, জ্ঞানগোচর করিয়াছিলেন।" শ্রুতিও মন্ত্রের ঋষি জানিতে বলিয়াছেন, জানিয়া মন্ত্রসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন। যথা—"যিনি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, ব্রাহ্মণ (ব্যাখ্যাভাগ বা বিনিয়োগ)—এ সকল না জানিয়া যজ্ঞ করেন ও করান, অধ্যয়ন করেন ও করান, তিনি স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হন, অথবা গর্ত্তে পতিত (নিরয়গামী) হন।" ইহার পরেই বলিয়াছেন, "সেই হেতু প্রতি মন্ত্রে ঐ সকল জানিতে হয়।"

[প্রাণিনাঞ্চ…নিষ্পদ্যতে] জীবের সুখের জন্য ধর্ম্মের বিধান, দুঃখ নিবারণের জন্য অধর্ম্মের নিষেধ। দেখা যায়, ঐহিকই হউক, আর পারত্রিকই হউক, সুখের প্রতিই জীবের অনুরাগ, এবং দুঃখের প্রতিই দ্বেষ। এতদ্দৃষ্টে জানা যায়, জীবের পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলেই পর পর সৃষ্টি এবং সেই কারণেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ পর পর সৃষ্টি হইয়া থাকে। [স্মৃতি…রোচতে] "পূর্ব্বে বা পূর্ব্বজন্মে যে জীব যে

"তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্‌সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে।
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তত্তস্য রোচতে ॥" ইতি ॥

প্রলীয়মানমপি চেদং জগচ্ছক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি, ইতরথা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চানেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্। ততশ্চ বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্যাপ্যুদ্ভবতাং ভূরাদিলোকপ্রবাহাণাং দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্যলক্ষণানাঞ্চ প্রাণিনিকায়প্রবাহাণাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মফলব্যবস্থানাঞ্চানাদৌ সংসারে নিয়তত্বমিন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধনিয়তত্ববৎ প্রত্যেতব্যম্। নহীন্দ্রিয়-

---

সিততয়া ঘনঘনাসারাবসেকসুহিতানি পুনর্মণ্ডূকদেহভাবমনুভবন্তি, তথা পূর্ব্ববাসনাবশাৎ পূর্ব্বসমাননামরূপাণ্যুৎপদ্যন্তে। এতদুক্তং ভবতি।—যদ্যপীশ্বরাৎ প্রভবঃ সংসারমণ্ডলস্য, তথাপীশ্বরঃ প্রাণভৃৎকর্ম্মাবিদ্যাসহকারী তদনুরূপমেব সৃজতি। ন চ সর্গপ্রলয়প্রবাহস্যানাদিতামন্তরেণৈতদুপপদ্যত ইতি সর্গপ্রলয়াভ্যুপগমেঽপি সংসারানাদিতা ন বিরুধ্যত ইতি। তদিদমুক্তম্ "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" আগমত ইতি। স্যাদেতৎ। ভবত্বনাদিতা সংসারস্য, তথাপি মহাপ্রলয়ান্তরিতে কুতঃ স্মরণং বেদানামিত্যত আহ।—"অনাদৌ চ সংসারে যথা স্বাপপ্রবোধয়ো"রিতি। যদ্যপি প্রাণমাত্রাবশেষতাতন্নিঃশেষতে সুষুপ্তপ্রলয়াবস্থয়োর্বিশেষস্তথাপি কর্ম্মবিক্ষেপসংস্কারসহিতলয়লক্ষণাবিদ্যাবশেষতাসাম্যেন স্বাপপ্রলয়াবস্থয়োরভেদ ইতি দ্রষ্টব্যম্।

কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্জ্জন করিয়াছিল, সে জীব পুনঃসৃষ্টিতে বা পুনর্জ্জন্মে সেই কর্ম্মই অর্থাৎ তদনুরূপ কর্ম্মই প্রাপ্ত হয়। হিংস্র, অহিংস্র, মৃদু, ক্রূর, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, সত্য, মিথ্যা,—এ সকল পূর্ব্বসংস্কার প্রভাবেই হয় এবং পূর্ব্বসংস্কার অনুসারেই রুচি বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।" (প্রবৃত্তি বা রুচি দেখিয়া তাহার মূল কারণের (বীজের) অনুমান হয়, সে মূল কারণ পূর্ব্বসংস্কার। ইহারই অন্য নাম পুণ্যাপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্বভাব, প্রকৃতি ও বাসনা)। [প্রলীয়…প্রেক্ষিতুম্] জগৎ লয়প্রাপ্ত হইলেও ইহার শক্তির লয় হয় না, শক্তি থাকে। যে-কিছু জন্মে সমস্তই শক্তিমূলক। শক্তিরূপ কারণ হইতেই জন্মে, আকস্মিক অর্থাৎ কারণপরিশূন্য উৎপত্তি নাই। শক্তি অসংখ্য ও অসংখ্যপ্রকার, এরূপ কল্পনা অন্যায্য। পৃথিব্যাদি লোকে তদ্বর্ত্তী দেব মনুষ্য ও পশুপক্ষ্যাদি, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, তদুভয়ের ফল, সে সকলের ব্যবস্থা (শৃঙ্খলা, পরিপাটী বা নিয়ম), এ সকল মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হয়, আবার তিরোহিত হয়, ইহাই সংসারের নিয়ম। এ নিয়ম

বিষয়সম্বন্ধাদের্ব্ব্যবহারস্য প্রতিসর্গমন্যথাত্বং ষষ্ঠেন্দ্রিয়বিষয়কত্বং শক্যমুৎপ্রেক্ষিতুম্। অতশ্চ সর্ব্বকল্পানাং তুল্যব্যবহারত্বাৎ কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানক্ষমত্বাচ্চেশ্বরাণাং সমাননামরূপা এব প্রতিসর্গং বিশেষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি, সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপি মহাসর্গমহাপ্রলয়লক্ষণায়াং জগতোঽভ্যুপগম্যমানায়াং ন কশ্চিচ্ছব্দপ্রামাণ্যাদিবিরোধঃ।

ননু নাপর্য্যায়েণ সর্ব্বেষাং স্বাপাবস্থা, কেষাঞ্চিৎ তদা প্রবোধাৎ তেভ্যশ্চ সুপ্তোত্থিতানাং গ্রহণসম্ভবাৎ প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষয়োশ্চ বাসনোচ্ছেদকারণয়োরভাবেন সত্যাং বাসনায়াং স্মরণোপপত্তেঃ শব্দার্থসম্বন্ধভেদব্যবহারানুচ্ছেদো যুজ্যতে। মহাপ্রলয়স্তুপর্য্যায়েণ প্রাণভৃন্মাত্রবর্ত্তী প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষৌ চ তত্র সংস্কারমাত্রোচ্ছেদহেতু স্ত ইতি কুতঃ সুষুপ্তবৎ পূর্ব্বপ্রবোধব্যবহারবদুত্তরপ্রবোধব্যবহার ইতি চোদয়তি।—"স্যাদেতৎ স্বাপ" ইতি। পরিহরতি।—"নৈষ দোষঃ। সত্যপি ব্যবহারোচ্ছেদিনি" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ।—ন তাবৎ প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষৌ সর্ব্বসংস্কারোচ্ছেদকৌ, পূর্ব্বাভ্যস্তস্মৃত্যনুসন্ধানাজ্জাতস্য হর্ষভয়শোকসম্প্রতিপত্তেঃ। মনুজজন্মবাসনানাঞ্চানেকজাত্যন্তরসহস্রব্যবহিতানাং পুনর্ম্মনুষ্যজাতিপ্রবর্ত্তকেন কর্ম্মণাভিব্যক্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ। তস্মান্নিকৃষ্টধিয়ামপি যত্র সত্যপি প্রায়ণকালবিপ্রকর্ষাদৌ পূর্ব্ববাসনানুবৃত্তিঃ, তত্র কৈব কথা পরমেশ্বরানুগ্রহেণ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়সম্পন্নানাং হিরণ্যগর্ভপ্রভৃতীনাং মহাধিয়াম্। যথা বা আ চ মনুষ্যেভ্য আ চ কৃমিভ্যো জ্ঞানাদীনামনুভূয়তে নিকর্ষঃ, এবমামনুষ্যেভ্য এবা চ ভগবতো হিরণ্যগর্ভাৎ জ্ঞানাদীনাং প্রকর্ষোঽপি সম্ভাব্যতে। তথা চ তদভিবদন্তো বেদস্মৃতিবাদাঃ প্রামাণ্যমপ্রত্যূহমশ্নুবতে, এবঞ্চাত্রভবতাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং পরমেশ্বরানুগৃহীতানামুপপদ্যতে কল্পান্তরসম্বন্ধিনিখিলব্যবহারানুসন্ধানমিতি। সুগমমন্যৎ।

বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধের সমান। বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধ-ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিতে বা ভিন্ন ভিন্ন কল্পে ভিন্ন ভিন্ন, এরূপ উৎপ্রেক্ষা (অনুমান) করিতে পার না। (অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে চক্ষু শব্দ গ্রহণ করিত, এ কল্পে রূপগ্রহণ করিতেছে, এরূপ কল্পনা করিতে পার না। পূর্ব্বকল্পের চক্ষু যদ্রূপ-শক্তিবিশিষ্ট, এ কল্পের চক্ষুও তদ্রূপ শক্তিবিশিষ্ট)। মনের নির্দ্দিষ্ট বা অসাধারণ বিষয় নাই সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়ের আছে। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিষয় নির্দ্দিষ্ট—কস্মিন্ কালেও তাহার ব্যতিক্রম বা ব্যভিচার হয় না। [অতশ্চ…বিরোধঃ] যেহেতু সকল কল্পের ব্যবহার সমান—যেহেতু ঈশ্বরগণ পূর্ব্বকল্পীয়-ব্যবহার স্মরণ করিতে সক্ষম—সেই হেতু প্রত্যেক কল্প পূর্ব্বকল্পসদৃশ, ইহা সিদ্ধ হয়। যেহেতু পর-সৃষ্টি পূর্ব্বসৃষ্টির সমান—সেই হেতু প্রলয়কালেও জগতের আত্যন্তিক বিনাশ হয় না এবং আত্যন্তিক বিনাশ না হওয়ার শব্দপ্রামাণ্য সংরক্ষিত হয়, বিরোধ হয় না।

সমাননামরূপতাঞ্চ শ্রুতিস্মৃতী দর্শয়তঃ—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥" ইতি॥

যথা পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে সূর্য্যাচন্দ্রমসপ্রভৃতি জগৎ কৢপ্তং, তথাস্মিন্নপি কল্পে পরমেশ্বরোঽকল্পয়দিত্যর্থঃ। তথা "অগ্নির্ব্বা অকাময়ত অন্নাদো দেবানাং স্যামিতি, স এবমগ্নয়ে কৃত্তিকাভ্যঃ পুরোডাশমষ্টাকপালং নিরবপৎ" ইতি, নক্ষত্রেষ্টিবিধৌ যোঽগ্নি-র্নিরবপৎ যস্মৈ বাগ্নয়ে নিরবপৎ, তয়োঃ সমাননামরূপতাং দর্শয়তীত্যেবংজাতীয়কা শ্রুতিরিহোদাহর্ত্তব্যা। স্মৃতিরপি,—

স্যাদেতৎ। অস্তু কল্পান্তরব্যবহারানুসন্ধানং তেষামস্যাস্তু সৃষ্টাবন্য এব বেদাঃ, অন্য এব চৈষামর্থাঃ, অন্য এব বর্ণাশ্রমাঃ, ধর্ম্মাচ্চানর্থোঽর্থশ্চাধর্ম্মাৎ, অনর্থশ্চে-প্সিতোঽর্থশ্চানীপ্সিতোঽপূর্ব্বত্বাৎ সর্গস্য, তস্মাৎ কৃতমত্র কল্পান্তরব্যবহারানু-সন্ধানেনাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তথা চ পূর্ব্বব্যবহারোচ্ছেদাচ্ছব্দার্থসম্বন্ধশ্চ বেদ-শ্চানিত্যৌ প্রসজ্যেয়াতামিত্যত আহ।—

"প্রাণিনাঞ্চ সুখপ্রাপ্তয়ে" ইতি। যথাবস্তুস্বভাবসামর্থ্যং হি সর্গঃ প্রবর্ত্ততে, ন তু স্বভাবসামর্থ্যমন্যথয়িতুমর্হতি। ন হি জাতু সুখং তত্ত্বেন জিহাস্যতে, দুঃখঞ্চোপাদিৎস্যতে। ন চ জাতু ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ সামর্থ্যবিপর্য্যয়ো ভবতি। নহি মৃৎপিণ্ডাৎ পটো ঘটশ্চ তন্তুভ্যো জায়তে। তথা সতি বস্তুসামর্থ্যনিয়মা-ভাবাৎ সর্ব্বং সর্ব্বস্মাদ্ভবেদিতি পিপাসুরপি দহনমাহৃত্য পিপাসামুপশময়েৎ,শীতার্ত্তো বা তোয়মাহৃত্য শীতার্ত্তিমিতি। তেন সৃষ্ট্যন্তরেঽপি ব্রহ্মহত্যাদিরনর্থহেতুরেব, অর্থহেতুশ্চ যাগাদিরিত্যানুপূর্ব্ব্যং সিদ্ধম্।

[সমান…দ্রষ্টব্যা] পূর্ব্বকল্পের সমান-নামরূপতা শ্রুতিস্মৃতিকর্ত্তৃক দর্শিত হই-য়াছে। যথা —"ধাতা (পরমেশ্বর) পূর্ব্বকল্পে যে প্রকার চন্দ্র সূর্য্য দিব্‌ পৃথিবী অন্ত-রিক্ষ ও স্বর্গ ছিল, এ কল্পে সেই প্রকার কল্পনা (উৎপাদন) করিলেন।" পূর্ব্বকল্পে যে প্রকার চন্দ্রসূর্য্যাদি ছিল, বিধাতা এ কল্পেও ঠিক্ সেই প্রকারই চন্দ্র সূর্য্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন। "অগ্নি কামনা করিলেন, আমি দেবগণের অন্নাদ অগ্নি হইব। অনন্তর কৃত্তিকা নক্ষত্রাভিমানিনী দেবতার উদ্দেশে অষ্টাকপাল পুরোডাশ (অষ্টাক-পাল=৮টী মৃৎপাত্রে সংস্কৃত। পুরোডাশ=পিষ্টকবিশেষ।) আহুতি প্রদান করি-লেন।" এ শ্রুতিও উদাহরণ-যোগ্য। প্রদর্শিত নক্ষত্রযাগবিধিতে, যে অগ্নিকর্ত্তৃক যে অগ্নির উদ্দেশে আহুতি প্রদান করার কথা বলা হইয়াছে, সেই উভয় অগ্নি সমান। (পূর্ব্বকল্পের যজমান অগ্নি এ কল্পের দেবতা অগ্নি)। "পরমেশ্বর প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিকালে ঋষিদিগকে নাম ও বেদবিষয়ক জ্ঞান প্রদান করেন। যেমন

"ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ॥
যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥
যথাভিমানিনোঽতীতাস্তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ।
দেবা দেবৈরতীতৈর্হি রূপৈর্নামভিরেব চ॥"

ইত্যেবংজাতীয়কা দ্রষ্টব্যা॥ ১। ৩। ৩০॥

মধ্বাদিষসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ॥ ১। ৩। ৩১॥ *

ইহ দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামস্ত্যধিকার ইতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং,

---

এবঞ্চ য এব বেদা অস্মিন্ কল্পে, ত এব কল্পান্তরে, ত এব চৈষামর্থাস্ত এব চ বর্ণাশ্রমাঃ। দৃষ্টসাধর্ম্ম্যসম্ভবে তদ্বৈধর্ম্ম্যকল্পনমনুমানাগমবিরুদ্ধম্।

"আগমাশ্চেহ ভূয়াংসো ভাষ্যকারেণ দর্শিতাঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাখ্যাস্তদুৎকোপোঽন্যথা ভবেৎ॥"

তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং "সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধঃ" ইতি। 'অগ্নির্বা অকাময়ত' ইতি ভাবিনীং বৃত্তিমাশ্রিত্য যজমান এবাগ্নিরুচ্যতে। ন হ্যগ্নের্দেবতান্তরমগ্নিরস্তি॥ ১। ৩। ৩০॥

ব্রহ্মবিদ্যাস্বধিকারং দেবর্ষীণাং ব্রুবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে, কিং সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাস্ববিশেষেণ সর্ব্বেষাং, কিং বা কাসুচিদেব কেষাঞ্চিৎ। যদ্যবিশেষেণ

ঋতুচিহ্ন সকল পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়, ঠিক পূর্ব্বতন বসন্তাদি ঋতুর চিহ্ন (পত্রপুষ্পাদির উদ্গম) পরবর্ত্তী বসন্তাদিতে প্রকাশ পায়, তেমনি প্রলয়ের পর যুগারম্ভকালেও পূর্ব্বকল্পীয় পদার্থ সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতীত কল্পের দেবতারা যদ্রূপ-অভিমানী ও যদ্রূপ রূপবিশিষ্ট ছিলেন, বর্ত্তমান কল্পের দেবতারাও সেইরূপ রূপ, সেইরূপ নাম ও সেইরূপ অভিমানধারী হইয়াছেন।" এ সকল স্মৃতিও উদাহরণমধ্যে গণ্য॥১।৩।৩০॥

দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার আছে, এ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে পুনর্ব্বার আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। জৈমিনি মুনি বলেন, দেবতাদের বিদ্যাধিকার নাই।

---

* জৈমিনিঃ তন্নামক আচার্য্যঃ অনধিকারং ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামধিকারাভাবং মন্যতে। হেতুমাহ—মধ্বাদীতি। বিদ্যাত্বাবিশেষাৎ মধুবিদ্যাদিষু তেষামধিকারো ন সম্ভবতীতি সূত্রার্থঃ।

জৈমিনি বলেন, মধুবিদ্যায় দেবতাদিগের অধিকার থাকা সম্ভব হয় না, সুতরাং অন্য বিদ্যাতেও অসম্ভব হয়। যেহেতু অসম্ভব হয়, সেই হেতুই দেবতাপ্রভৃতি উপাসনায় অনধিকারী। অর্থাৎ দেবগণের উপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান দুএর কিছুই নাই।

তৎ পর্য্যাবর্ত্ত্যতে। দেবাদীনামনধিকারং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। কস্মাৎ? মধ্বাদিষ্বসম্ভবাৎ। ব্রহ্মবিদ্যাধিকারাভ্যুপগমে হি বিদ্যাত্বাবিশেষান্মধ্বাদিবিদ্যাস্বপ্যধিকারোঽভ্যুপগম্যেত। ন চৈবং সম্ভবতি। কথম্? "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যত্র হি মনুষ্যা আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনোপাসীরন্, দেবাদিষু হ্যুপাসকেষ্বভ্যুপগম্যমানেষু আদিত্যঃ কমন্যমাদিত্যমুপাসীত। পুনশ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়াণি পঞ্চ রোহিতাদীন্যমৃতান্যুপক্রম্য, বসবো

সর্ব্বাসু, ততো মধ্বাদিবিদ্যাস্বসম্ভবঃ। "কথম্? "অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু" ইত্যত্র হি মনুষ্যা আদিত্যং মধ্বধ্যাসেনোপাসীরন্"। উপাস্যোপাসকভাবো হি ভেদাধিষ্ঠানো ন স্বাত্মন্যাদিত্যস্য দেবতায়াঃ সম্ভবতি। ন চাদিত্যান্তরমস্তি। প্রাচামাদিত্যানামস্মিন্ কল্পে ক্ষীণাধিকারত্বাৎ। "পুনশ্চাদিত্যব্যপাশ্রয়াণি পঞ্চ রোহিতাদীন্যুপক্রম্য" ইতি। অয়মর্থঃ।—অসৌ বা আদিত্যো দেবমধ্বিতি দেবানাং মোদনাৎ মধ্বিব মধু। ভ্রামরমধুসারূপ্যমাহাঽস্য শ্রুতিঃ। "তস্য মধুনো দ্যৌরেব তিরশ্চীনবংশঃ। অন্তরিক্ষং মধ্বপূপঃ'। আদিতস্য হি মধুনোঽপূপঃ পটলমন্তরিক্ষমাকাশং তত্রাবস্থানাৎ। যানি চ সোমাজ্যপয়ঃপ্রভৃতীন্যগ্নৌ হূয়ন্তে, তান্যাদিত্যরশ্মিভিরগ্নিসম্বলিতৈরুৎপন্নপাকান্যমৃতীভাবমাপন্নান্যাদিত্যমণ্ডলমৃগ্মন্ত্রমধুপৈর্নীয়ন্তে। যথা হি ভ্রমরাঃ পুষ্পেভ্য আহৃত্য মকরন্দং স্বস্থানমানয়ন্ত্যেবমৃঙ্মন্ত্রা ভ্রমরাঃ প্রয়োগসমবেতার্থস্মরণাদিভির্ঋগ্বেদবিহিতেভ্যঃ কর্ম্মকুসুমেভ্য আহৃত্য তন্নিষ্পন্নমকরন্দমাদিত্যমণ্ডলং লোহিতাভিরস্য প্রাচীভীরশ্মিনাড়ীভিরানয়ন্তি, তদমৃতং বসব উপজীবন্তি। অথাস্যাদিত্যমধুনো দক্ষিণাভীরশ্মিনাড়ীভিঃ শুক্লাভির্যজুর্ব্বেদবিহিতকর্ম্মকুসুমেভ্য আহৃত্যাগ্নৌ হুতং সোমাদি পূর্ব্ববদমৃতভাবমাপন্নং যজুর্মন্ত্রভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি, তদেতদমৃতং রুদ্রা উপজীবন্তি। অথাস্যাদিত্যমধুনঃ প্রতীচীভীরশ্মিনাড়ীভিঃ কৃষ্ণাভিঃ সামবেদবিহিতকর্ম্মকুসুমেভ্য

কেন-না, মধুবিদ্যা † প্রভৃতিতে তাহা অসম্ভব হয়। ব্রহ্মবিদ্যাও বিদ্যা, মধুবিদ্যাও বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকিলে মধুবিদ্যাতেও থাকিবে, কিন্তু মধুবিদ্যায় অধিকার থাকা সম্ভব হয় না। [কথং...দর্শয়তি] কেন? তাহা বলিতেছি। শ্রুতি "ঐ আদিত্য দেবমধু, দেবগণের আস্বাদ্য" ইত্যাদি ক্রমে যে সূর্য্যের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, তাহা মনুষ্যদিগকেই বলিয়াছেন, দেবতাদিগকে নহে। দেবতারাও উপাসক, এ কথা বলিতে গেলে আদিত্য দেবতা আবার কোন্ আদিত্য দেবতার উপাসনা করিবেন, তাহা বলিতে হইবে। (আদিত্য এক বৈ দুই নহে)। উক্ত উপাসনার আরও অঙ্গ আছে। যথা—আদিত্যাশ্রিত রূপপঞ্চক অমৃতস্বরূপ, তাহা বসু রুদ্র আদিত্য মরুৎ সাধ্য—এই সকল

* মধুবিদ্যা—একপ্রকার উপাসনা। সূর্য্যের উপাসনা। ইহার প্রণালী ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে।

রুদ্রা আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যাশ্চ পঞ্চ দেবগণাঃ ক্রমেণ তত্তদমৃতমুপজীবন্তীত্যুপদিশ্য, "স য এতদেবমমৃতং বেদ, বসূনামেবৈকো ভূত্বাগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি" ইত্যাদিনা বস্বাদ্যুপজীব্যান্যমৃতানি বিজানতাং বস্বাদিমহিমপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। বস্বাদয়স্তু কানন্যান্ বস্বাদীন্ অমৃতোপজীবিনো বিজানীয়ুঃ, কং চান্যং বস্বাদিমহিমানং প্রেপ্সেয়ুঃ।

তথা, "অগ্নিঃ পাদো বায়ু পাদ আদিত্যঃ পাদো দিশঃ পাদাঃ" "বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ" "আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" ইত্যাদিষু দেবতাত্মোপাসনেষু ন তেষামেব দেবতাত্মনামধিকারঃ সম্ভবতি।

আহৃত্যাগ্নৌ হুতং সোমাদি পূর্ব্ববদমৃতভাবমাপন্নং সামমন্ত্রস্তোত্রভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি, তদমৃতমাদিত্যা উপজীবন্তি। অথাস্যাদিত্যমধুন উদীচীভিরতিকৃষ্ণাভীরশ্মিনাড়ীভিরথর্ব্ববেদবিহিতেভ্যঃ কর্ম্মকুসুমেভ্য অহৃত্যাগ্নৌ হুতং সোমাদি পূর্ব্ববদমৃতভাবমাপন্নমথর্ব্বাঙ্গিরসমন্ত্রভ্রমরাঃ তথাশ্বমেধবাচঃস্তোমকর্ম্মকুসুমাদিতিহাসপুরাণমন্ত্রভ্রমরা আদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি। অশ্বমেধে বাচঃস্তোমে চ পারিপ্লবং শংসন্তীতি শ্রবণাদিতিহাসপুরাণমন্ত্রাণামপ্যস্তি প্রয়োগঃ। তদমৃতং মরুত উপজীবন্তি। অথাস্য যা আদিত্যমধুন ঊর্দ্ধা রশ্মিনাড্যো গোপ্যাস্তাভিরুপাসনভ্রমরাঃ প্রণবকুসুমাদাহৃত্যাদিত্যমণ্ডলমানয়ন্তি, তদমৃতমুপজীবন্তি সাধ্যাঃ। তা এতা আদিত্যব্যপাশ্রয়াঃ পঞ্চ রোহিতাদয়ো রশ্মিনাড্য ঋগাদিসম্বদ্ধাঃ ক্রমেণোপদিষ্টেতি যোজনা। এতদেবামৃতং দৃষ্ট্বোপলভ্য যথাস্বং সমস্তৈঃ করণৈর্যশস্তেজ ইন্দ্রিয়সাফল্যবীর্য্যান্নাদ্যান্যমৃতং তদুপলভ্যাদিত্যে তৃপ্যন্তি। তেন খল্বমৃতেন দেবানাং বস্বাদীনাং মোদনং বিদধদাদিত্যো মধু।

এতদুক্তং ভবতি। ন কেবলমুপাস্যোপাসকভাব একস্মিন্ বিরুধ্যতে, অপি তু জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবশ্চ প্রাপ্যপ্রাপকভাবশ্চেতি। "তথাগ্নিঃ পাদঃ" ইতি। অধিদৈবতং খল্বাকাশে ব্রহ্মদৃষ্টিবিধানার্থমুক্তম্। আকাশস্য হি সর্ব্বগতত্বং রূপাদিহীনত্বঞ্চ ব্রহ্মণা সারূপ্যং, তস্য চৈতস্যাকাশস্য ব্রহ্মণশ্চত্বারঃ পাদা অগ্ন্যাদয়োঽগ্নিঃ পাদ ইত্যাদিনা দর্শিতাঃ। যথা হি গোঃ পাদা ন গবা বিযুজ্যন্তে, এবমগ্ন্যাদয়োঽপি

দেবগণের উপজীব্য। এই উপদেশের পরেই আছে, ফলশ্রুতি কথিত আছে, "যে উপাসক ঐ সকল অমৃতজীবী দেবগণকে জানে, উপাসনা করে, সে বসু প্রভৃতির অন্যতম হয়, হইয়া অগ্নিরূপ মুখের দ্বারা প্রোক্ত অমৃত দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়।" এ অংশে অমৃতজীবী বসুগণের জ্ঞানে, উপাসনায়, বসু-মহিমা প্রাপ্তির কথা আছে। [বস্বা...সম্ভবতি] বসু আবার কোন্ অমৃতোপজীবী বসুকে জানিবে? উপাসনা করিবে? এবং কোন্ বসুর মহিমা পাইবার প্রত্যাশা করিবে?

তথা "ইমামেব গোতমভরদ্বাজাবয়মেব গোতমোঽয়ং ভরদ্বাজঃ" ইত্যাদিষ্বৃষিসম্বন্ধেষু উপাসনেষু ন তেষামেবর্ষীণামধিকারঃ সম্ভবতি ॥ ১ । ৩ । ৩১ ॥

কুতশ্চ ন দেবাদীনামধিকারঃ ?

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ১ । ৩ । ৩২ ॥ *

যদিদং জ্যোতির্ম্মণ্ডলং দ্যুস্থানমহোরাত্রাভ্যাং বংভ্রমজ্জগদবভাসয়তি, তস্মিন্নাদিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে,

---

নাকাশেন সর্ব্বগতেনেত্যাকাশস্য পাদাঃ। তদেবমাকাশস্য চতুষ্পদো ব্রহ্মদৃষ্টিং বিধায় স্বরূপেণ বায়ুং সম্বর্গগুণকমুপাস্যং বিধাতুং মহীকরোতি—"বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ"। তথা স্বরূপেণৈবাদিত্যং ব্রহ্মদৃষ্ট্যোপাস্যং বিধাতুং মহীকরোতি—"আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশঃ" উপদেশঃ। অতিরোহিতার্থমন্যৎ। যদ্যপ্যেত নাবিশেষেণ সর্ব্বেষাং দেবর্ষীণাং সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাস্বধিকারঃ, কিন্তু যথাসম্ভবমিতি। তত্রেদমুপতিষ্ঠতে।—১ । ৩ । ৩১ ॥

লৌকিকৌ হ্যাদিত্যাদিশব্দপ্রয়োগপ্রত্যয়ৌ জ্যোতির্ম্মণ্ডলাদিষু দৃষ্টৌ। ন চৈতেষামস্তি চৈতন্যং, ন হ্যেতেষু দেবদত্তাদিবৎ তদনুরূপা দৃশ্যন্তে চেষ্টাঃ।

"স্যাদেতৎ মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যঃ" ইতি। তত্র "জগৃভাতে দক্ষিণমিন্দ্রহস্তম্" ইতি চ, "কাশিরিন্দ্রঃ" ইতি চ। কাশির্মুষ্টিঃ। তথা "সু বিগ্রীবো বয়োদরঃ সুবাহয়ন্ধসো মদে। ইন্দ্রো বৃত্রাণি জিঘ্নতে" ইতি বিগ্রহবত্বং দেবতায়া মন্ত্রার্থবাদা অভিবদন্তি। তথা হবির্ভোজনং দেবতায়া দর্শয়ন্তি—"অদ্ধীন্দ্র পিব চ প্রস্থিতস্য" ইত্যাদয়ঃ। তথেশানাম্—

এতস্তিন্ন আরও কথা আছে। যথা—"অগ্নি, বায়ু, আদিত্য এবং দিক্‌সমূহ তাহার পদ, বায়ুই সম্বর্গ, আদিত্যই ব্রহ্ম।" এ সকল উপাসনা দেবতারূপের উপাসনা; সুতরাং এ সকলে সেই দেবতাদিগেরই অধিকার হইতে পারে না। আরও সে সকল উপাসনা "দক্ষিণ কর্ণ ই গৌতম, বাম কর্ণ ই ভরদ্বাজ," ইত্যাদি ক্রমে অভিহিত আছে। এ সকল উপাসনা ঋষি-পক্ষে অসম্ভব হয় ॥ ১ । ৩ । ৩১ ॥

দেবতা প্রভৃতির বিদ্যায় বা উপাসনায় অনধিকারের পক্ষে অন্য হেতুও আছে। (পূর্ব্বপক্ষ) যে সকল জ্যোতিঃ পিণ্ডাকার, যাহাদের স্থান দিব্ (অন্তরীক্ষ বা স্বর্গ), যাহারা দিবারাত্র ভ্রমণ করতঃ জগৎ প্রকাশ করিতেছে, তাহারাই

---

* আদিত্যাদিশব্দানাং জ্যোতিষি জ্যোতিঃপিণ্ডে ভাবাৎ সত্বাৎ জ্যোতিঃপিণ্ডবাচিত্বাদিত্যর্থঃ। ন কশ্চিৎ বিগ্রহবান্ চেতনো দেবোঽস্তি, বিগ্রহাভাবাত্তেষাং ন কাপ্যধিকার ইতি সূত্রার্থঃ।

হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেবতা আছে, এ বিষয়ে প্রমাণ নাই। আদিত্য, সূর্য্য, চন্দ্র, শুক্র, অঙ্গারক এ সকল শব্দ বিশেষ বিশেষ জ্যোতিঃপিণ্ডের বাচক। জ্যোতিঃপিণ্ড সকল জড়, জড়ের সর্ব্বত্রই অনধিকার।

লোকপ্রসিদ্ধের্ব্বাক্যশেষপ্রসিদ্ধেশ্চ। ন চ জ্যোতির্ম্মণ্ডলস্য হৃদয়াদিনা বিগ্রহেণ চেতনতয়া অর্থিত্বাদিনা বা যোগোঽবগন্তুং শক্যতে, মৃদাদিবদচেতনত্বাবগমাৎ। এতেনাগ্ন্যাদয়ো ব্যাখ্যাতাঃ।

স্যাদেতৎ, মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণলোকেভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমাদয়মদোষ ইতি চেৎ; নেত্যুচ্যতে, ন তাবল্লোকো

"ইন্দ্রো দিব ইন্দ্র ঈশে পৃথিব্যা ইন্দ্রো অপামিন্দ্র ইৎ পর্ব্বতানাম্।
ইন্দ্রো বৃধাম্ ইন্দ্র ইন্মেধিরাণামিন্দ্রঃ ক্ষেমে যোগে হব্য ইন্দ্রঃ" ইতি। তথা
"ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ"ইতি। তথা বরিবসিতারং প্রতি দেবতায়াঃ প্রসাদং প্রসন্নায়াশ্চ ফলদানং দর্শয়তি।

"আহুতিভিরেব দেবান্ হুতাদঃ প্রীণাতি, তস্মৈ প্রীতা ইষুমূর্জ্জং চ যচ্ছন্তি" ইতি।

"তৃপ্ত এবৈনমিন্দ্রং প্রজয়া পশুভিস্তর্পয়তি" ইতি চ।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারা অপ্যাহুঃ।—

"তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং সর্ব্বকামফলৈঃ শুভৈঃ" ইতি।

পুরাণবচাংসি দেবতাবিগ্রহাদিপঞ্চকপ্রপঞ্চমাচক্ষতে। লৌকিকা অপি দেবতা বিগ্রহাদিপঞ্চকং স্মরন্তি চ। তথাহি।—যমং দণ্ডহস্তমালিখন্তি, বরুণং পাশহস্তম্, ইন্দ্রং বজ্রহস্তম্। কথয়ন্তি চ দেবতা হবির্ভুঙ্‌ক্তে ইতি। তথেশনামিমামাহুঃ—দেবগ্রামো দেবক্ষেত্রমিতি। তথাস্যাঃ প্রসাদঞ্চ প্রসন্নায়াশ্চ ফলদানমাহুঃ—প্রসন্নোঽস্য পশুপতিঃ পুত্রোঽস্য জাতঃ। প্রসন্নোঽস্য ধনদো ধনমনেন লব্ধমিতি। তদেতৎ পূর্ব্বপক্ষী দূষয়তি—"নেত্যুচ্যতে। নহি তাবল্লোকো নাম" ইতি। ন খলু প্রত্যক্ষাদিব্যতিরিক্তো লোকো নাম প্রমাণান্তরমস্তি, কিন্তু প্রত্যক্ষাদিমূলা লোকপ্রসিদ্ধিঃ সত্যতামশ্নুতে, তদভাবে ত্বন্ধপরম্পরাবৎ মূলাভাবাদ্বিপ্লবতে। ন চাত্র বিগ্রহাদৌ প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমমস্তি প্রমাণম্। ন চেতিহাসাদি মূলং ভবিতুমর্হতি, তস্যাপি পৌরুষেয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদ্যপেক্ষণাৎ। প্রত্যক্ষাদীনাঞ্চাত্রাভাবাৎ।

আদিত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। লোক তাহাদের প্রতিই দেববাচী আদিত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে, এবং শ্রুতিবাক্যের শেষভাগেও সেই সকল জ্যোতিঃ পিণ্ডেই আদিত্যাদিশব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সে সকল জ্যোতিঃপিণ্ডের হৃদয় নাই, অঙ্গ নাই, সুতরাং তাহারা অচেতন, জড়। জড়ের ইচ্ছা নাই, কামনা নাই, অনুষ্ঠানের সামর্থ্যও নাই। তাহারা মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অচেতন, ইহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। অগ্নি-বায়ু-প্রভৃতিকেও ঐরূপ জানিবে।

[স্যাদেতৎ⋯ত্যুচ্যতে] যদি বল মন্ত্র অর্থবাদ ইতিহাস পুরাণ ও লোক, এ সকলের দ্বারা দেবতার শরীর ও চৈতন্য থাকা জানা যায়, শুনা যায়। আমরা বলি, তাহা অলীক অর্থাৎ অপ্রমাণ। [ন⋯মধিকারস্য] লোক যে কোন প্রমাণ,

নাম কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্রং প্রমাণমস্তি, প্রত্যক্ষাদিভ্য এব হ্যবিচারিত-বিশেষেভ্যঃ প্রমাণেভ্যঃ প্রসিদ্ধ এবার্থো লোকাৎ প্রসিদ্ধ ইত্যুচ্যতে। ন চাত্র প্রত্যক্ষাদীনামন্যতমং প্রমাণমস্তি। ইতিহাসপুরাণমপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রমাণান্তরমূলতামাকাঙ্ক্ষতি। অর্থবাদা অপি বিধিনৈকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থাঃ সন্তো ন পার্থগর্থ্যেন দেবাদীনাং বিগ্রহাদিসদ্ভাবে কারণভাবং প্রতিপদ্যন্তে। মন্ত্রা অপি শ্রুত্যাদিবিনিযুক্তাঃ প্রয়োগসমবায়িনোঽভিধানার্থা ন

ইত্যাহ—"ইতিহাসপুরাণমপি" ইতি। নন্বুক্তং মন্ত্রার্থবাদেভ্যো বিগ্রহাদিপঞ্চক-প্রসিদ্ধিরিত্যত আহ।—"অর্থবাদা অপী"তি। বিধ্যুদ্দেশেনৈকবাক্যতামাপাদ্য-মানা অর্থবাদা বিধিবিষয়প্রাশস্ত্যলক্ষণাপরা ন স্বার্থে প্রমাণং ভবিতুমর্হন্তি। যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি হি শব্দন্যায়বিদঃ। প্রমাণান্তরেণ তু যত্র স্বার্থো-ঽপি সমর্থ্যতে, যথা বায়োঃ ক্ষেপিষ্ঠত্বম্, তত্র প্রমাণান্তরবশাৎ সোঽভ্যুপেয়তে, ন তু শব্দসামর্থ্যাৎ। যত্র তু ন প্রমাণান্তরমস্তি, যথা বিগ্রহাদিপঞ্চকে, সোঽর্থঃ শব্দাদেবাবগন্তব্যঃ। অতৎপরশ্চ শব্দো ন তদবগময়িতুমলমিতি তদবগমায়াঽস্য তত্রাপি তাৎপর্য্যমভ্যুপেতব্যম্। ন চৈকং বাক্যমুভয়পরং ভবতি ইতি, ভবতি চেৎ বাক্যং ভিদ্যেত। ন চ সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো যুজ্যতে। তস্মাৎ প্রমাণান্তরানধিগতবিগ্রহাদিমত্তাঽন্যপরাচ্ছব্দাদবগন্তব্যেতি মনোরথমাত্রমিত্যর্থঃ। মন্ত্রাশ্চ ব্রীহ্যাদিবৎ শ্রুত্যাদিভিস্তত্র তত্র বিনিযুজ্যমানাঃ প্রমাণভাবাননুপ্রবেশিনঃ কথমুপযুজ্যন্তাং তেষু তেষু কর্ম্মস্বিত্যপেক্ষায়াং দৃষ্টে প্রকারে সম্ভবতি নাদৃষ্ট-কল্পনোচিতা। দৃষ্টশ্চ প্রকারঃ প্রয়োগসমবেতার্থস্মরণং, স্মৃত্বা চানুতিষ্ঠন্ত্যনুষ্ঠাতারঃ পদার্থান্। ঔৎসর্গিকী চার্থপরতা পদানামিত্যপেক্ষিতপ্রয়োগসমবেতার্থস্মরণ-

---

তাহা নহে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ, তদুদ্ভূত অবিচারিত জ্ঞানকে লৌকিক বা লোকপ্রসিদ্ধি বলে। দেবতার শরীর অথবা চেতনা কোনও স্থলে কোনও লোকের প্রত্যক্ষ হয় নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ে অনুমান প্রমাণও প্রসর প্রাপ্ত হয় না। ইতিহাস ও পুরাণ পৌরুষেয় (পুরুষ-কৃত), তজ্জন্য তাহা অন্যপ্রমাণ-সাপেক্ষ। যাহা প্রমাণমূলক নহে, তাহাও অপ্রমাণ। (অমূলক ইতিহাসের ও অমূলক পুরাণের প্রামাণ্য নাই। দেবতা সকল চেতন, তাঁহাদের শরীর আছে, এ সকল কথা প্রত্যক্ষমূলক নহে, সুতরাং নির্ম্মূল, নির্ম্মূল বলিয়াই অপ্রমাণ)। অর্থবাদবাক্য বিধিবোধিত পদার্থের স্তব করে, প্রশংসা করে, অন্য কিছু প্রতিপাদন করে না। অতএব, অর্থবাদবাক্যে দেবতাদির শরীর বর্ণিত হইলেও তাহা তাহার অপ্রতিপাদ্য। অপ্রতিপাদ্য বলিয়াই সে অংশের (দেবতার শরীর আছে, এই অংশের) প্রামাণ্য নাই। মন্ত্র ও প্রয়োগসমবেত পদার্থের (অনুষ্ঠেয় বস্তুর) স্মারক মাত্র, প্রসিত্তির (বস্তুবিষয়ক

কস্যচিদর্থস্য প্রমাণমিত্যাচক্ষতে। তস্মাদভাবো দেবাদীনামধিকারস্য॥ ১। ৩। ৩২॥

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি॥ ১। ৩। ৩৩॥ *

তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। বাদরায়ণস্ত্বাচার্য্যো ভাবমধিকারস্য দেবাদীনামপি মন্যতে। যদ্যপি মধ্বাদিবিদ্যাসু দেবতাদিব্যামিশ্রাস্বসম্ভবোঽধিকারস্য, তথাপ্যস্তি হি শুদ্ধায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং সম্ভবঃ, অর্থিত্বসামর্থ্যাপ্রতিষেধাদ্যপেক্ষত্বাদধিকারস্য। ন চ ক্বচিদসম্ভব ইত্যেতাবতা যত্র সম্ভবস্তত্রাপ্যধিকারোঽপোদ্যেত। মনুষ্যাণামপি ন সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণাদীনাং সর্ব্বেষু রাজসূয়াদিষ্বধিকারঃ

তাৎপর্য্যাণাং মন্ত্রাণাং নানধিগতে বিগ্রহাদাবপি তাৎপর্য্যং যুজ্যত ইতি ন তেভ্যোঽপি তৎসিদ্ধিঃ। তস্মাদ্দেবতাবিগ্রহবত্ত্বাদিভাবগ্রাহকপ্রমাণাভাবাৎ প্রাপ্তা ষষ্ঠপ্রমাণগোচরতাস্যেতি প্রাপ্তম্॥ ১। ৩। ৩২॥

…এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—

"তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি" ইত্যাদি "ভূতধাতোরাদিত্যাদিষ্বপ্যচেতনমভ্যুপগম্যতে" ইত্যন্তমতিরোহিতার্থম্। "মন্ত্রার্থবাদাদিষু ব্যবহারাদি"তি। আদি-

---

অভ্রান্ত বোধের) জনক নহে। এই সকল কারণে দেবতা প্রভৃতির শরীর অসিদ্ধ। অসিদ্ধ বলিয়াই বিদ্যাধিকারও অসিদ্ধ॥ ১। ৩। ৩২॥

(সিদ্ধান্ত) আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, দেবতা প্রভৃতিরও বিদ্যাধিকার আছে। মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে তাঁহাদের অধিকার অসম্ভব হইলেও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকা অসম্ভব হয় না, প্রত্যুত সম্ভবই হয়। কারণ এই যে, কামনাপ্রভৃতি যে-কিছু অধিকার-কারণ, সমস্তই দেবতাদির পক্ষে সম্ভব। [ন চ…ভবিষ্যতি] কোন এক স্থলে অসম্ভব দেখিয়া সর্ব্বত্রই অসম্ভব বলা অন্যায্য। যেখানে সম্ভবে—সেখানেও অধিকার নাই বলা নিতান্ত অযুক্ত। সকল কার্য্যে সকলের অধিকার থাকে না। রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের অধিকার আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নাই। ব্রাহ্মণের নাই বলিয়া কি ক্ষত্রিয়েরও অধিকার থাকিবে না? ক্ষত্রিয়ের রাজসূয়া-

---

* তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং নিষেধতি। প্রোক্তঃ পূর্ব্বপক্ষো ন প্রসরতীত্যর্থঃ। ভাবম্ অধিকারাস্তিত্বং দেবাদীনাং বাদরায়ণো মন্যতে। হি যতঃ অস্ত্যধিকার-কারণম্। বিগ্রহবত্তয়া তেষামপ্যর্থিত্বসামর্থ্যাদিকমধিকারকারণং সম্ভবতীতি যাবৎ।

আদিত্যাদি শব্দ জ্যোতিঃপিণ্ডের বাচক, তৎকারণে বিগ্রহবান্ ও চেতন আদিত্যাদি দেবতা নাই, এ পূর্ব্বপক্ষ হইতেই পারে না। বাদরায়ণ মুনি বলিয়াছেন, বিগ্রহবান্ চেতন দেবতাতেও আদিত্যাদিশব্দের প্রসিদ্ধি বা বাচকতা আছে; সুতরাং তাহাদের অস্তিত্ব প্রভৃতিও আছে।

সম্ভবতি। তত্র যো ন্যায়ঃ সোঽত্রাপি ভবিষ্যতি। ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ প্রকৃত্য ভবতি লিঙ্গং শ্রৌতং দেবাদ্যধিকারস্য সূচকং,—"তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্" ইতি।

"তে হোচুর্হন্ত তমাত্মানমন্বিচ্ছামো যমাত্মানমন্বিষ্য সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্" ইতি।

"ইন্দ্রো হ বৈ দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোঽসুরাণাম্" ইত্যাদি চ। স্মার্ত্তমপি চ গন্ধর্ব্ব-যাজ্ঞবল্ক্যসম্বাদাদি।

যদপ্যুক্তং "জ্যোতিষি ভাবাচ্চ" ইতি, অত্র ব্রূমঃ,—জ্যোতিরাদিবিষয়া অপি আদিত্যাদয়ো দেবতাবচনাঃ শব্দাশ্চেতনাবন্তমৈশ্বর্য্যাদ্যুপেতং তং তং দেবাত্মানং সমর্পয়ন্তি, মন্ত্রার্থবাদেষু তথা ব্যবহারাৎ। অস্তি হি ঐশ্বর্য্যযোগাদ্দেবতানাং জ্যোতিরাদ্যাত্মভিশ্চাবস্থাতুং, যথেষ্টঞ্চ তং তং বিগ্রহং গ্রহীতুং সামর্থ্যম্। তথা হি শ্রূয়তে সুব্রহ্মণ্যার্থবাদে মেধাতিথের্ম্মেষেতি।

গ্রহণেনেতিহাসপুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাণি গৃহ্যন্তে। মন্ত্রাদীনাং ব্যবহারঃ প্রবৃত্তিস্তস্য দর্শনাদিতি।

পূর্ব্বপক্ষমনুভাষতে—"যদপ্যুক্তম্" ইতি। একদেশিমতেন তাবৎ পরিহরতি

ধিকার পক্ষে যে যুক্তি—দেবতার বিদ্যাধিকারপক্ষেও সেই যুক্তি। [ব্রহ্ম… সংবাদাদি] ব্রহ্মবিদ্যাপ্রস্তাবেও দেবতাপ্রসঙ্গে দেবতাপ্রভৃতির বিদ্যাধিকার-সূচক কথা আছে। যথা—"দেবগণের মধ্যে যিনি ব্রহ্মে প্রবুদ্ধ হন, সেই দেব ব্রহ্মই হন। ঋষিদিগের ও মনুষ্যদিগের মধ্যেও ঐরূপ।" "দেবতারা বলিলেন, আমরা সেই আত্মার অন্বেষণ করিব—যাঁহার অন্বেষণ করিলে সকল লোক ও সকল কামনা পাওয়া যায়।" "দেবতাদের ইন্দ্র ও অসুরদিগের বিরোচন প্রব্রজ্যা (ব্রহ্মজ্ঞানার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ) করিয়াছিলেন।" এতদ্ভিন্ন, স্মৃত্যুক্ত যাজ্ঞবল্ক্য-গন্ধর্ব্ব সংবাদ প্রভৃতিও দেবতার জ্ঞানাধিকারের সূচক (অনুমাপক)।

[যদ…সামর্থ্যম্] বলিয়াছিলে, দেবতাবাচক আদিত্যাদিশব্দ জ্যোতিঃপিণ্ডেই প্রযুক্ত হয়, সে কথার প্রতিবাদে বলিতেছি। আদিত্যাদি-শব্দ ঐশ্বর্য্যবান্ চেতন দেবতা বুঝাইতেও সমর্থ। মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতিতেও সেইরূপ ব্যবহার আছে। দেবগণ ঐশ্বর্য্যবলে জ্যোতিষ্করূপে অবস্থান করিতে এবং ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারণ করিতেও সমর্থ বা পারগ। [তথাহি…দিত্যুক্তম্] এ কথা শ্রুতিতেও

"মেধাতিথিং হ কাণ্বায়নম্ ইন্দ্রো মেষো ভূত্বা জহার" ইতি। স্মর্য্যতে চ—"আদিত্যঃ পুরুষো ভূত্বা কুন্তীমুপজগাম হ" ইতি। মৃদাদিষ্বপি চেতনাধিষ্ঠাতারোঽভ্যুপগম্যন্তে—"মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্" ইত্যাদিদর্শনাৎ। জ্যোতিরাদেস্তু ভূতধাতোরাদিত্যাদিষ্বপ্যচেতনত্বমভ্যুপগম্যতে। চেতনাস্ত্বধিষ্ঠাতারো দেবতাত্মানঃ, মন্ত্রার্থবাদাদিষু ব্যবহারাদিত্যুক্তম্। যদপ্যুক্তং মন্ত্রার্থবাদয়োরন্যার্থত্বান্ন দেবতাবিগ্রহাদিপ্রকাশনসামর্থ্যমিতি, অত্র ব্রূমঃ, প্রত্যয়াপ্রত্যয়ৌ হি সদ্ভাবাসদ্ভাবয়োঃ কারণং, নান্যার্থত্বমনন্যার্থত্বং

আছে—"ইন্দ্র মেষ হইয়া কাণ্বায়ন-গোত্রীয় মেধাতিথিকে হরণ করিয়াছিলেন।" মহাভারতেও লিখিত আছে, সূর্য্য পুরুষরূপে কুন্তীতে উপগত হইয়াছিলেন।" শাস্ত্রে মৃত্তিকা প্রভৃতি জড়ে চেতনের অধিষ্ঠান থাকা স্বীকৃত আছে। যথা—"সেই মৃত্তিকা বলিল, সেই জল বলিল" ইত্যাদি। এ সকল কথা চেতনাধিষ্ঠানের অনুমাপক। জ্যোতিষ্কগণের দৃশ্যাংশ ভৌতিক ও অচেতন হইলেও তাহাতে চেতন দেবতার অধিষ্ঠান আছে। (যেমন এই ভৌতিক দেহে চেতন আত্মার অধিষ্ঠান, সেইরূপ, ভৌতিক জ্যোতিঃপিণ্ডেও চেতন দেবতার অধিষ্ঠান। দৃশ্য জ্যোতিঃপিণ্ডটী সূর্য্যদেবতার শরীর, উহাতে চেতন সূর্য্যদেবতা এতদ্দেহে আত্মার ন্যায় অধিষ্ঠিত আছেন।) মন্ত্রে ও অর্থবাদ শাস্ত্রে সেই সেই দেবতার ব্যবহার হয়, জড়াংশের ব্যবহার হয় না।

[যদপ্যুক্তং...পশ্যতে] বলিয়াছিলে, মন্ত্র কেবল অনুষ্ঠেয়-পদার্থের স্মরণ করায় মাত্র, আর অর্থবাদ কেবল বৈধবিষয়ের স্তুতি (প্রশংসা) করে; স্মরণ করান ও প্রাশস্ত্য বুঝান, এই দুই অর্থ ব্যতীত, ইন্দ্র বজ্রধর, এ সকল অবান্তর অর্থ বুঝান মন্ত্রের ও অর্থবাদের তাৎপর্য্য নহে; অর্থাৎ ঐ তাৎপর্য্যে ঐ অর্থবাদ প্রবৃত্ত হয় নাই; যাহা যাহার তাৎপর্য্য নহে, তাহা তাহার অর্থও নহে। অর্থবাদ বিধির প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত, তজ্জন্য তাহা প্রশংসা মাত্র বুঝায়। অর্থাৎ বৈধ বিষয়ের প্রাশস্ত্য জ্ঞান জন্মায়, অন্য জ্ঞান জন্মায় না। (অভিপ্রায় এই যে, অর্থবাদে ইন্দ্র বজ্রধর, সহস্রলোচন, এরূপ কোন বিগ্রহবান্ দেবতাবিষয়ক জ্ঞান জন্মাইবে না, জন্মাইলে তাহা ভ্রম হইবে।) এ আপত্তির প্রত্যুত্তর এইরূপ।—বুঝা না বুঝা অর্থাৎ জ্ঞান হওয়া না হওয়া বস্তু থাকা না থাকার অধীন, অন্য কিছুর অধীন নহে। বস্তু থাকিলে জ্ঞান হয়, না থাকিলে হয় না, ইহাই নিয়ম। এক উদ্দেশে প্রবৃত্ত হইলে অন্য কিছু হইবে না, বুঝিবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। পাটলীপুত্র নগর দেখিবার উদ্দেশে প্রস্থিত পুরুষ কি পথিমধ্যে তৃণাদি দেখে না? অথবা তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে না? মন্ত্র ও অর্থবাদ ঐরূপ জানিবে। মন্ত্র ও অর্থবাদ অনুষ্ঠেয় পদার্থ স্মরণ করাইতে ও বৈধ-বিষয়ের

বা। তথা হ্যন্যার্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পতিতং তৃণপর্ণাদি অস্তীত্যেবং প্রতিপদ্যতে।

অত্রাহ বিষম উপন্যাসঃ। তত্র হি তৃণপর্ণাদিবিষয়ং প্রত্যক্ষং প্রবৃত্তমস্তি, যেন তদস্তিত্বং প্রতিপদ্যতে। অত্র পুনর্ব্বিধ্যুদ্দেশৈকবাক্যভাবেন স্তুত্যর্থেঽর্থবাদে ন পার্থগর্থ্যেন বৃত্তান্তবিষয়া প্রবৃত্তিঃ শক্যাধ্যবসায়য়িতুম্। নহি মহাবাক্যে প্রত্যায়কেঽবান্তরবাক্যস্য পৃথক্ প্রত্যায়কত্বমস্তি। যথা "ন সুরাং পিবেৎ" ইতি নঞ্‌বতি বাক্যে পদত্রয়সম্বন্ধাৎ সুরাপান-

---

—"অত্র ক্রমঃ" ইতি। তদেতৎপূর্ব্বপক্ষিণমুত্থাপ্য দূষয়তি—"অত্রাহ", পূর্ব্বপক্ষী। শাব্দী খল্বিয়ং গতিঃ, যত্তাৎপর্য্যাধীনবৃত্তিত্বং নাম। ন হ্যন্যপরঃ শব্দোঽন্যত্র প্রমাণং ভবিতুমর্হতি। নহি শ্বিত্রিনির্দ্দেশনপরং শ্বেতো ধাবতীতি বাক্যং ইতঃ সারমেয়বেগবদ্গমনং গময়িতুমর্হতি। ন চ নঞ্‌বতি মহাবাক্যেঽবান্তরবাক্যার্থো বিধিরূপঃ শক্যোঽবগন্তুম্। ন চ প্রত্যয়মাত্রাৎ সোঽপ্যর্থোঽস্য ভবতি, তৎপ্রত্যয়স্য ভ্রান্তিত্বাৎ। ন পুনঃ প্রত্যক্ষা-দীনামিয়ং গতিঃ। ন হ্যুদকাহরণার্থিনা ঘটদর্শনায়োন্মীলিতং চক্ষুর্ঘটপটৌ বা পটং বা কেবলং নোপলভতে।

প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তন্মধ্যস্থ অবান্তর বাক্য সকল অবশ্যই বিগ্রহবান্ দেবতা বুঝাইবে, তদ্বিষয়ক সত্য জ্ঞানও জন্মাইবে।

[অত্রাহ···রপীতি] এই স্থানে কেহ কেহ বলিবেন, দৃষ্টান্তটী অসম হইল, সমদৃষ্টান্ত হইল না। পাটলীপুত্র, প্রস্থিত পথিকের তৃণাদি জ্ঞান পৃথক্ প্রমাণ-সমুদ্ভূত। পথে তৃণাদি থাকে, তাহাতে চক্ষুঃসংযোগ হয়, তাই তাহার তৃণাদি জ্ঞান জন্মে। সে জ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণজনিত—তৎকারণে তাহা সত্য। অতএব, পথি-দৃষ্ট তৃণের দৃষ্টান্ত অর্থবাদপক্ষে খাটে না। অর্থবাদ বাক্যের মধ্যে যতই পদ থাকুক, যতই বাক্য থাকুক, সমস্তই বিধির সহিত মিলিত হইয়া, এক বাক্য বা এক কথা হইয়া, একই অর্থ বোধ করায়। তৎকারণে তাহার পৃথগর্থ থাকে না। পৃথক্ অর্থ না থাকাতেই তাহা বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞানের (ইন্দ্র বজ্রহস্ত, ইত্যাদি-প্রকার জ্ঞানের) জনক নহে। যেমন সুরা, পান, করিবে, না,—এই চারিটী কথা পৃথক্ পৃথক্ চারিটী অর্থ বলে না, কিন্তু মিলিয়া, এক হইয়া, সুরাপাননিষেধ-রূপ একই অর্থের বোধ জন্মায়। অর্থবাদ বাক্যকে সেইরূপ জানিবে। অর্থবাদ-মধ্যে যতই অবান্তর বাক্য থাকুক, একটীরও পৃথগর্থ নাই। সমস্ত বাক্যই বিধির সহিত মিলিত হইয়া, এক কথা বা একবাক্য হইয়া, প্রাশস্ত্যরূপ একই অর্থের বোধ জন্মায়; মধ্যগত বৃত্তান্তজ্ঞানবহির্ভূত হইয়া যায়; সুতরাং

প্রতিষেধ এবৈকোঽর্থো গম্যতে, ন পুনঃ সুরাং পিবেদিতি পদদ্বয়-সম্বন্ধাৎ সুরাপানবিধিরপীতি।

অত্রোচ্যতে। ন বিষম উপন্যাসঃ। যুক্তং যৎ সুরাপান-প্রতিষেধে পদান্বয়স্যৈকত্বাদবান্তরবাক্যার্থস্যাগ্রহণম্। বিধ্যু-দ্দেশার্থবাদয়োস্ত্বর্থবাদস্থানি পদানি পৃথগন্বয়ং বৃত্তান্তবিষয়ং প্রতিপদ্যানন্তরং কৈমর্থক্যবশেন বিধিস্তাবকত্বং প্রতিপদ্যন্তে। যথা হি "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ" ইত্যত্র বিধ্যুদ্দেশ-

তদেবমেকদেশিনি পূর্ব্বপক্ষিণা দূষিতে পরমসিদ্ধান্তবাদ্যাহ—"অত্রোচ্যতে, বিষম উপন্যাসঃ" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ।—লোকে বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নায় পদানি প্রযুক্তানি তদন্তরেণ ন স্বার্থমাত্রস্মরণে পর্য্যবস্যন্তি। নহি স্বার্থস্মরণমাত্রায় লোকে পদানাং প্রয়োগো দৃষ্টপূর্ব্বঃ। বাক্যার্থে তু দৃশ্যতে। ন চৈতান্যস্মারিত-স্বার্থানি সাক্ষাদ্বাক্যার্থং প্রত্যায়য়িতুমীশত ইতি স্বার্থস্মারণং বাক্যার্থমিতয়েঽ-বান্তরব্যাপারঃ কল্পিতঃ পদানাম্। ন চ যদর্থং যৎ, তৎ তেন বিনা পর্য্যবস্যতীতি ন স্বার্থমাত্রাভিধানেন পর্য্যবসানং পদানাম্। ন চ নঞ্বতি বাক্যে বিধান-পর্য্যবসানম্। তথা সতি নঞ্পদমনর্থকং স্যাৎ। যথাহুঃ,—

"সাক্ষাদ্যদ্যপি কুর্ব্বন্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্।
বর্ণাস্তথাপি নৈতস্মিন্ পর্য্যবস্যন্তি নিষ্ফলে॥
বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌ নান্তরীয়কম্।
পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্॥" ইতি॥

সেয়মেকস্মিন্ বাক্যে গতিঃ। যত্র তু বাক্যস্যৈকস্য বাক্যান্তরেণ সম্বন্ধস্তত্র লোকানুসারতো ভূতার্থব্যুৎপত্তৌ চ সিদ্ধায়ামেকৈকস্য বাক্যস্য তত্তদ্বিশিষ্টার্থ-প্রত্যায়নেন পর্য্যবসিতবৃত্তিনঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদ্ধেতোঃ প্রয়োজনান্তরাপেক্ষায়ামন্বয়ঃ

অর্থবাদ সকল বৃত্তান্তমধ্যপাতী দেবতাবিগ্রহাদি বিষয়ে উদাসীন অর্থাৎ প্রমাণ নহে।

[অত্রোচ্যতে...পদ্যন্তে] এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অসম-দোষদুষ্ট নহে; প্রত্যুত বাদীর 'সুরাপান করিবেক না, এই উদাহরণই অসম। সুরা পান করিবে না, এ স্থলে অবান্তর বাক্যের (পদের) পৃথগর্থ না থাকাই উচিত। কারণ, ঐ স্থানে পদান্বয় (পদসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ) এক বৈ দুই হয় না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অর্থবাদ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থবাদ কি? অর্থবাদ বৃত্তান্তবোধক বহু-বাক্য-নির্ম্মিত সন্দর্ভ। অর্থবাদ প্রথমতঃ বৃত্তান্তবিষয়ক জ্ঞান জন্মায়, পরে কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত (ইহা বা এ বর্ণনা কি জন্য? এরূপ আকাঙ্ক্ষা বশতঃ) বিধিতে মিলিত হয় অর্থাৎ বিধির সহিত এক কথা বা এক বাক্য হইয়া যায়। যখন তাহার স্তুতি অর্থ অনুভূত হয়, তৎপূর্ব্বে স্তুতি-অর্থ অনুভূত হয় না। [যথা...ব্যাখ্যাতঃ] "যে

বর্ত্তিনাং বায়ব্যাদিপদানাং বিধিনা সম্বন্ধঃ, নৈবং "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি" ইত্যেষামর্থবাদগতানাং পদানাম্। নহি ভবতি বায়ুর্ব্বা আলভেত, ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বা আলভেতেত্যাদি। বায়ু-

---

কল্প্যতে। যথা 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি। বায়ব্যং শ্বেতমালভেত' ইত্যত্র। ইহ হি যদি ন স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধিঃ স্বাধ্যায়শব্দবাচ্যং বেদরাশিং পুরুষার্থতামনেষ্যৎ, ততো ভূতার্থমাত্রপর্য্যবসিতার্থবাদা বিধ্যুদ্দেশেন নৈকবাক্যতামগমিষ্যন্। তৎ স্বাধ্যায়বিধিবশাৎ কৈমর্থ্যাকাঙ্ক্ষায়াং বৃত্তান্তাদিগোচরাঃ সন্তস্তৎপ্রত্যায়নদ্বারেণ বিধেয়প্রাশস্ত্যং লক্ষয়ন্তি, ন পুনরবিবক্ষিতস্বার্থা এব তল্লক্ষণে প্রভবন্তি, তথা সতি তল্লক্ষণৈব ন ভবেৎ। অভিধেয়াবিনাভাবস্য তদ্বীজস্যাভাবাৎ। অতএব গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাশব্দঃ স্বার্থসম্বদ্ধমেব তীরং লক্ষয়তি, ন তু সমুদ্রতীরম্। তৎ কস্য হেতোঃ, স্বার্থপ্রত্যাসত্ত্যভাবাৎ। ন চৈতৎ সর্ব্বং স্বার্থাবিবক্ষায়াং কল্পতে। অত এব যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধার্থা অর্থবাদা দৃশ্যন্তে, যথাদিত্যো বৈ যূপো, যজমানঃ প্রস্তরঃ, ইত্যেবমাদয়ঃ। তত্র যথা প্রমাণান্তরবিরোধো যথা চ স্তুত্যর্থতা তদুভয়সিদ্ধ্যর্থং গুণবাদস্তিতি চ তৎসিদ্ধিরিতি চাসূত্রয়জ্জৈমিনিঃ। তস্মাৎ যত্র সোঽর্থোঽর্থবাদানাং প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র গুণবাদেন প্রাশস্ত্যলক্ষণেতি লক্ষিতলক্ষণা। যত্র তু প্রমাণান্তরসম্বাদস্তত্র প্রমাণান্তরাদিবার্থবাদাদপি সোঽর্থঃ প্রসিধ্যতি। দ্বয়োঃ পরস্পরানপেক্ষয়োঃ প্রত্যক্ষানুমানয়োরিবৈকত্রার্থে প্রবৃত্তেঃ। প্রমাত্রপেক্ষয়া ত্বনুবাদকত্বম্। প্রমাতা হ্যব্যুৎপন্নঃ প্রথমং যথা প্রত্যক্ষাদিভ্যোঽর্থমবগচ্ছতি, ন তথাম্নায়তঃ। তত্র ব্যুৎপত্ত্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ। ন তু প্রমাণাপেক্ষয়া দ্বয়োঃ স্বার্থেঽনপেক্ষত্বাদিত্যুক্তম্। নন্বেবং মানান্তরবিরোধেঽপি কস্মাদ্গুণবাদো ভবতি, যাবতা শব্দবিরোধে মানান্তরমেব কস্মান্ন বাধ্যতে। বেদান্তৈরিবাদ্বৈতবিষয়ৈঃ প্রত্যক্ষাদয়ঃ প্রপঞ্চগোচরাঃ, কস্মাদ্বাঽর্থবাদবদ্বেদান্তা অপি গুণবাদেন ন নীয়ন্তে। অত্রোচ্যতে। লোকানুসারতো দ্বিবিধো হি বিষয়ঃ শব্দানাম্, দ্বারতশ্চ তাৎপর্য্যতশ্চ। যথৈকস্মিন্ বাক্যে পদানাং পদার্থা দ্বারতঃ, বাক্যার্থশ্চ তাৎপর্য্যতো বিষয়ঃ, এবং বাক্যদ্বয়ৈকবাক্যতায়ামপি। যথেয়ং দেবদত্তীয়া গৌঃ ক্রেতব্যেত্যেকং বাক্যম্, এষা বহুক্ষীরেত্যপরম্। তদস্য বহুক্ষীরত্বপ্রতিপাদনং দ্বারম্। তাৎপর্য্যন্তু ক্রেতব্যেতি বাক্যান্তরার্থে। তত্র যৎ দ্বারতস্তৎপ্রমাণান্তরবিরোধেঽন্যথা নীয়তে—তথা বিষং ভক্ষয়েতি বাক্যং মাঽস্য গৃহে ভুঙ্ক্ষেতি বাক্যান্তরার্থপরং সৎ। যত্র তু তাৎপর্য্যং, তত্র মানান্তরবিরোধে পৌরুষেয়মপ্রমাণমেব ভবতি। বেদান্তাস্তু পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া নিরস্তসমস্তভেদপ্রপঞ্চ-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা অপৌরুষেয়তয়া স্বতঃ

ঐশ্বর্য্যকামী, সে শ্বেতবর্ণ বায়ব্যপশু আলম্ভন (স্পর্শ অথবা বধ) করিবে।" এই বিধির অর্থবাদ—"বায়ু ক্ষিপ্রকারী দেবতা, যজমান স্বীয় ভাগ্যবশে ইহার সন্নিহিত হয়, তিনিও যজমানের ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি করান।" প্রোক্ত বিধিবাক্যে যে

স্বভাবসঙ্কীর্ত্তনেন স্তবান্তরমন্বয়ং প্রতিপদ্য এবং বিশিষ্টদৈবত্যমিদং কর্ম্মেতি বিধিং স্তুবন্তি। তদ্‌যত্র যোঽবান্তরবাক্যার্থঃ প্রামাণন্তরগোচরো ভবতি, তত্র তদনুবাদেনার্থবাদঃ প্রবর্ত্ততে। যত্র প্রমাণান্তরবিরুদ্ধস্তত্র গুণবাদেন। যত্র তু তদুভয়ং নাস্তি, তত্র

সিদ্ধতাত্ত্বিকপ্রমাণভাবাঃ সন্তস্তাত্ত্বিকপ্রমাণভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি প্রচ্যাব্য সাংব্যবহারিকে তস্মিন্ ব্যবস্থাপয়ন্তি। ন চাদিত্যো বৈ যূপ ইতি বাক্যমাদিত্যস্ত যূপত্বপ্রতিপাদনপরম্, অপি তু যূপস্তুতিপরম্। তস্মাৎ প্রমাণান্তরবিরোধে দ্বারীভূতো গুণবাদেন নীয়তে, যত্র তু প্রমাণান্তরং বিরোধকং নাস্তি, যথা দেবতাবিগ্রহাদৌ, তত্র দ্বারতোঽপি বিষয়ঃ প্রতীয়মানো ন শক্যস্ত্যক্তুং, ন চ গুণবাদেন নেতুং, কো হি মুখ্যে সম্ভবতি গৌণমাশ্রয়েদতিপ্রসঙ্গাৎ। তথাসত্যনধিগতবিগ্রহাদি প্রতিপাদয়ৎ বাক্যং ভিদ্যেতেতি চেৎ। অদ্ধা। ভিন্নমেবৈতদ্বাক্যম্। তথা সতি তাৎপর্য্যভেদোঽপীতি চেৎ। ন। দ্বারতোঽপি তদবগতৌ তাৎপর্য্যান্তরকল্পনায়া অযোগাৎ। ন চ যত্র যস্য ন তাৎপর্য্যং, তস্য তত্রাপ্রামাণ্যং, তথা সতি বিশিষ্টপরং বাক্যং বিশেষণেষ্বপ্রমাণমিতি বিশিষ্টপরমপি ন স্যাৎ, বিশেষণাবিষয়ত্বাৎ, বিশিষ্টবিষয়ত্বেন তু তদাক্ষেপে পরস্পরাশ্রয়ত্বম্। আক্ষেপাদ্বিশেষণপ্রতিপত্তৌ সত্যাং বিশিষ্টবিষয়ত্বং, বিশিষ্টবিষয়ত্বাচ্চ তদাক্ষেপঃ। তস্মাদ্বিশিষ্টপ্রত্যয়পরেভ্যোঽপি পদেভ্যো বিশেষণানি প্রতীয়মানানি তস্যৈব বাক্যস্য বিষয়ত্বেনানিচ্ছতাপ্যভ্যুপেয়ানি যথা, তথাঽন্যপরেভ্যোঽপ্যর্থবাদবাক্যেভ্যো দেবতাবিগ্রহাদয়ঃ প্রতীয়মানা অসতি প্রমাণান্তরবিরোধে ন যুক্তাস্ত্যক্তুম্। নহি মুখ্যার্থসম্ভবে গুণবাদো যুজ্যতে। ন চ ভূতার্থমপ্যপৌরুষেয়ং বচো মানান্তরাপেক্ষং স্বার্থে, যেন মানান্তরাসম্ভবে ভবেদপ্রমাণমিত্যুক্তম্। স্যাদেতৎ। তাৎপর্য্যৈক্যেঽপি যদি বাক্যভেদঃ, কথং তর্হ্যর্থৈকত্বাদেকং বাক্যম্। ন। তত্র তত্র যথাস্বং তত্তৎপদার্থবিশিষ্টৈকপদার্থপ্রতীতিপর্য্যবসানসম্ভবাৎ। স তু পদার্থান্তরবিশিষ্টঃ পদার্থ একঃ ক্বচিদ্দ্বারভূতঃ ক্বচিদ্দ্বারীত্যেতাবান্ বিশেষঃ। নন্বেবং সত্যোদনং ভুক্ত্বা গ্রামং গচ্ছতীত্যত্রাপি বাক্যভেদপ্রসঙ্গঃ। অন্যো হি সংসর্গ ওদনং ভুক্ত্বেতি, অন্যস্তু গ্রামং গচ্ছতীতি। ন। একত্র প্রতীতেরপর্য্যবসানাৎ। ভুক্ত্বেতি

বায়ব্যাদিশব্দ আছে, তাহা বিধির জন্য প্রবৃত্ত (প্রযুক্ত), তৎকারণে তাহা যে-ভাবে বা যেরূপে বিধির সহিত মিলিত হয়, অন্বিত হয়, অর্থবাদ বাক্যস্থ বায়ু প্রভৃতি শব্দ যে-ভাবে বা যে-রূপে অন্বিত বা মিলিত হয় না। অর্থাৎ বায়ু আলভন করিবে, ক্ষিপ্রতম দেবতা আলভন করিবে, এরূপ অর্থ বা অন্বয় হয় না। ঐ সকল অবান্তর বাক্য প্রথমে বায়ুর স্বভাব ব্যক্ত করে, বুঝাইয়া দেয়, পরে বিধির সহিত মিলিয়া, এক হইয়া, বৈধবিষয়ের প্রাশস্ত্য-বোধ জন্মায়। যে স্থলে অর্থবাদস্থ অবান্তর বাক্যের অর্থ অন্যপ্রমাণের বিষয় হয়, বুঝিতে হইবে, সে স্থলে তাহা (সে অর্থবাদ) অনুবাদ উদ্দেশে প্রবৃত্ত। (জ্ঞাত-জ্ঞাপনের নাম অনুবাদ)। যে স্থলে দেখিবে, অবান্তর বাক্যের অর্থ প্রমাণবিরুদ্ধ, বুঝিতে

কিং প্রমাণান্তরাভাবাদ্গুণবাদঃ স্যাৎ? আহোস্বিৎ প্রমাণান্তরাবিরোধাদ্বিদ্যমানবাদ ইতি প্রতীতিশরণৈর্বিদ্যমানবাদ আশ্রয়ণীয়ঃ, ন গুণবাদঃ। এতেন মন্ত্রো ব্যাখ্যাতঃ।

অপি চ, বিধিভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানি হবীংষি চোদয়দ্ভিরপেক্ষিতমিন্দ্রাদীনাং স্বরূপম্। নহি স্বরূপরহিতা ইন্দ্রাদয়শ্চেতস্যারোপয়িতুং শক্যন্তে। ন চ চেতস্যনারূঢ়ায়ৈ তস্যৈ তস্যৈ

হি সমানকর্তৃকতা পূর্ব্বকালতা চ প্রতীয়তে। ন চেয়ং প্রতীতিরপরকালক্রিয়ান্তরপ্রত্যয়মন্তরেণ পর্য্যবস্যতি। তস্মাৎ যাবতি পদসমূহে পদাহিতাঃ পদার্থস্মৃতয়ঃ পর্য্যবস্যন্তি, তাবদেকং বাক্যম্। অর্থবাদবাক্যে চৈতাঃ পর্য্যবস্যন্তি বিনৈব বিধিবাক্যং বিশিষ্টার্থপ্রতীতেঃ। ন চ দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং পদাভ্যাং বিশিষ্টার্থপ্রত্যয়পর্য্যবসানাৎ পঞ্চষট্পদবতি বাক্যে একস্মিন্নানাত্বপ্রসঙ্গঃ। নানাত্বেঽপি বিশেষণানাং বিশেষ্যস্যৈকত্বাৎ, তস্য চ সকৃচ্ছ্রুতস্য প্রধানভূতস্য গুণভূতবিশেষণানুরোধেনাবর্ত্তনাযোগাৎ। প্রধানভেদে তু বাক্যভেদ এব। তস্মাদ্বিধিবাক্যাদর্থবাদবাক্যমন্যদিতি বাক্যয়োরেব স্বস্ববাক্যার্থপ্রত্যয়াবসিতব্যাপারয়োঃ পশ্চাৎ কুতশ্চিদপেক্ষায়াং পরস্পরান্বয় ইতি সিদ্ধম্।

"অপি চ, বিধিভিরেবেন্দ্রাদিদৈবত্যানি" ইতি। দেবতামুদ্দিশ্য হবিরবমৃশ্য চ তদ্বিষয়স্বত্বত্যাগ ইতি যাগশরীরম্। ন চ চেতস্যনালিখিতা দেবতোদ্দেষ্টুং

হইবে, সে অর্থবাদ কেবল গুণ বলিতেই প্রবৃত্ত। এই গুণবাদ-অর্থবাদে যে বৃত্তান্ত থাকে, সে বৃত্তান্ত প্রতিপাদ্য নহে, সেই জন্য তাহা অসত্য বা অপ্রমাণ। সে স্থলে সেই বিরুদ্ধ পদার্থের অবিরুদ্ধ গুণগুলিই গ্রাহ্য, আর সকল অগ্রাহ্য। যাহার অবান্তর বাক্যার্থ প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, অন্যপ্রমাণের গোচরও নহে, সে অর্থবাদ অনুবাদ ও গুণবাদ এ দুএর অতিরিক্ত হওয়ায় বিদ্যমানবিষয়ক বলিয়া গণ্য। ইহারই অন্য নাম ভূতার্থবাদ। ভূত অর্থাৎ সিদ্ধ (যাহা আছে)। তাহা বুঝায় বলিয়াই ভূতার্থবাদ। (ইন্দ্র বজ্রধর, সহস্রলোচন, ইত্যাদি ইত্যাদি অবান্তর বাক্যে যে বিগ্রহবিশিষ্ট দেবতাবিশেষ প্রতীত হয়, সে প্রতীতি বা সে জ্ঞান প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, অন্যপ্রমাণের গোচরও নহে, সুতরাং তৎপ্রতিপাদক অর্থবাদ ভূতার্থবাদ। অর্থাৎ তাহা তদ্রূপ দেবতাবিশেষের অস্তিত্বপ্রতিপাদনে সমর্থ।) ইহাই অর্থবাদের ব্যাখ্যা, ইহার দ্বারা মন্ত্রও ব্যাখ্যাত হইল, অর্থাৎ মন্ত্রবিষয়েও ঐরূপ তাৎপর্য্য বা ব্যাখ্যা জানিবে।

[অপিচ…শক্যন্তে] অন্য কথা এই যে, বিধি যে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিতে বলেন, অবশ্যই তাহা সেই সেই দেবতার স্বরূপ-সাপেক্ষ। কোনরূপ রূপ না থাকিলে কিরূপে তদুদ্দেশে দ্রব্য ত্যাগ হইতে পারে? যাহার কোন রূপ নাই, মূর্ত্তি নাই, কিরূপে তাহাকে ধ্যান করিবে? চিন্তা করিবে? দেবতা যদি চিত্তে আরূঢ় না হয়, তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ করা

দেবতায়ৈ হবিঃ প্রদাতুং শক্যতে। শ্রাবয়তি চ, "যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ, তাং ধ্যায়েদ্বষট্করিষ্যন্" ইতি। ন চ শব্দমাত্রমর্থস্বরূপং সম্ভবতি, শব্দার্থয়োর্ভেদাৎ। তত্র যাদৃশং মন্ত্রার্থবাদয়োরিন্দ্রাদীনাং স্বরূপমবগতং, ন তত্তাদৃশং শব্দপ্রমাণকেন প্রত্যাখ্যাতুং যুক্তম্। ইতিহাসপুরাণমপি ব্যাখ্যাতেন মার্গেণ সম্ভবন্মন্ত্রার্থবাদমূলত্বাৎ প্রভবতি দেবতাবিগ্রহাদি প্রপঞ্চয়িতুম্। প্রত্যক্ষমূলমপি সম্ভবতি। ভবতি হ্যস্মাকমপ্রত্যক্ষমপি চিরন্তনানাং প্রত্যক্ষম্। তথা চ ব্যাসাদয়ো দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবহরন্তীতি স্মর্য্যতে।

শক্যা। ন চ স্বরূপরহিতা চেতসি শক্যত আলেখিতুং ইতি যাগবিধিনৈব তদ্রূপাপেক্ষিণা যাদৃশমন্যপরেভ্যোঽপি মন্ত্রার্থবাদেভ্যস্তদ্রূপমবগতং তদভ্যুপেয়তে। রূপান্তরকল্পনায়াং মানাভাবাৎ। মন্ত্রার্থবাদয়োরত্যন্তপরোক্ষবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ। যথা হি 'ব্রাত্যো ব্রাত্যস্তোমেন যজেত' ইতি ব্রাত্যস্বরূপাপেক্ষায়াং "যস্য পিতা পিতামহো বা সোমং ন পিবেৎ, স ব্রাত্যঃ ইতি" সিদ্ধবদ্ব্রাত্যস্বরূপমবগতং ব্রাত্যস্তোমবিধ্যপেক্ষিতং সদ্বিধিপ্রমাণকং ভবতি। যথা বা স্বর্গস্য রূপমলৌকিকং স্বর্গকামো যজেতেতি বিধিনাপেক্ষিতং সদর্থবাদতোঽবগম্যমানং বিধিপ্রমাণকম্। তথা দেবতারূপমপি। ননূদ্দেশো রূপজ্ঞানমপেক্ষতে, ন পুনারূপসত্তামপি, দেবতায়াঃ সমারোপেণাপি চ রূপজ্ঞানমুপপদ্যত ইতি সমারোপিতমেব রূপং দেবতায়া মন্ত্রার্থবাদৈরুচ্যতে। সত্যং রূপজ্ঞানমপেক্ষতে। তচ্চান্যতোঽসম্ভবান্মন্ত্রার্থ-

---

সম্ভবও হয় না, উদ্দেশ সম্ভব না হইলে দ্রব্যত্যাগও সম্ভব হয় না। (উদ্দেশ কি ?—না চিন্তা করা, মনে করা)। [শ্রাবয়তি…যুক্তম্] শ্রুতিও বলিয়াছেন, যখন যে-দেবতার উদ্দেশে আহুতি গ্রহণ করিবে, তখন সেই দেবতাকে ধ্যান করিবে, চিন্তা করিবে, পরে "বষট্" ত্যাগ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।" (দেবতার রূপ না থাকিলে, মূর্ত্তি না থাকিলে, কিরূপে ধ্যান করিবে ? চিন্তা করিবে ?) "ইন্দ্র" এই শব্দটাই অর্থ, এ কথা অসম্ভব। শব্দ ও অর্থ এক নহে—ভিন্ন, ইহা সর্ব্ববিদিত ও সকলেরই স্বীকার্য্য। যাঁহারা শব্দকে প্রমাণ বলেন, তাঁহারা উহা কিছুতেই না বলিতে পারিবেন না। [ইতিহাস…স্মর্য্যতে] ইতিহাসের ও পুরাণের মূল মন্ত্র ও অর্থবাদ, সেই কারণে ইতিহাসাদির দ্বারাও দেবতাবিগ্রহাদি প্রমাণিত হইতে পারে। দেবতার শরীর আছে, মূর্ত্তি আছে, এ সকল কথাকে প্রত্যক্ষমূলকও বলিতে পারি। আমাদের প্রত্যক্ষ-গম্য না হউক, পুরাতন ঋষিদিগের নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ-গম্য। ব্যাসাদি ঋষি দেবগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ ব্যবহার করিতেন, এ তথ্য স্মৃতিসংবাদের দ্বারাও জানা যায়।

যস্তু ব্রূয়াৎ-ইদানীন্তনানামিব পূর্ব্বেষামপি নাস্তি দেবাদিভির্ব্ব্যবহর্ত্তুং সামর্থ্যমিতি, স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ। ইদানীমিব চ নান্যদাপি সার্ব্বভৌমঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তীতি ব্রূয়াৎ। ততশ্চ রাজসূয়াদিচোদনা উপরুন্ধ্যাৎ। ইদানীমিব চ কালান্তরেঽপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতিজানীত, ততশ্চ ব্যবস্থাবিধায়িশাস্ত্রমনর্থকং কুর্য্যাৎ। তস্মাদ্ধর্ম্মোৎকর্ষবশাচ্চিরন্তনা দেবাদিভিঃ প্রত্যক্ষং ব্যবজহ্রুরিতি শ্লিষ্যতে। অপি চ স্মরন্তি—"স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ" ইত্যাদি। যোগোঽপ্যণিমাদ্যৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিফলকঃ

বাদেভ্য এব তস্য তু রূপস্যাসতি বাধাকেঽনুভবারূঢ়ং তথাভাবং পরিত্যজ্যাঽন্যথাত্বমননুভূয়মানমসাম্প্রতং কল্পয়িতুম্। তস্মাদ্বিধ্যপেক্ষিতমন্ত্রার্থবাদৈরন্যপরৈরপি দেবতারূপং বুদ্ধাবুপনিধীয়মানং বিধিপ্রমাণকমেবেতি যুক্তম্। স্যাদেতৎ। বিধ্যপেক্ষায়ামন্যপরাদপি বাক্যাদবগতোঽর্থঃ স্বীক্রিয়তে, তদপেক্ষৈব তু নাস্তি, শব্দরূপস্য দেবতাভাবাৎ, তস্য চ মানান্তরবেদ্যত্বাদিত্যত আহ।—"ন চ শব্দমাত্রম্" ইতি। ন কেবলং মন্ত্রার্থবাদতো বিগ্রহাদিসিদ্ধিরপিতু ইতিহাসপুরাণলোকস্মরণেভ্যো মন্ত্রার্থবাদমূলেভ্যো বা প্রত্যক্ষাদিমূলেভ্যো বেত্যাহ।—"ইতিহাসে"তি। "শ্লিষ্যতে" যুজ্যতে। নিগদব্যাখ্যাতমন্যৎ।

তদেবং মন্ত্রার্থবাদাদিসিদ্ধে দেবতাবিগ্রহাদৌ গুর্ব্বাদিপূজাবদ্দেবতাপূজাত্মকো যাগো দেবতাপ্রসাদাদিদ্বারেণ সফলোঽবকল্পতে, অচেতনস্য তু পূজামপ্রতিপদ্যমানস্য তদনুপপত্তিঃ। ন চৈবং যজ্ঞকর্ম্মণো দেবতাং প্রতি গুণভাবা-

---

[যস্তু…শ্লিষ্যতে] কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখন যেমন আমরা দেবতা দেখিতে পাই না, পূর্ব্বেও এইরূপই ছিল। অর্থাৎ এখানকার ন্যায় পূর্ব্বেও কেহ দেবাতা দেখিতে পাইত না, আলাপ ব্যবহার করিতেও পারিত না। যিনি এরূপ বলিবেন, নিশ্চিতই তাঁহাকে জগৎ-বৈচিত্র্য অস্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাকে আরও বলিতে হইবে যে, এখন যেমন সার্ব্বভৌম ক্ষত্রিয় রাজা নাই, এইরূপ তখনও ছিল না, কস্মিন্ কালেও ছিল না। "রাজা রাজসূয়েন যজেত" এ শাস্ত্র বা এ বিধানও অনর্থক। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম ছিল না, তন্নিয়ামক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাশাস্ত্র, কিছুই ছিল না। (যে, কিছুই ছিল না বলে, কে তাহার কথায় আস্থা করিবে?) অতএব, বিশ্বাস করা উচিত, প্রাচীনেরা উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবে দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণাদি করিতে সমর্থ ছিলেন। [অপিচ…ইতি] যোগ-স্মৃতিতেও আছে,"মন্ত্রজপের দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন হয়। যাহার ফল প্রত্যক্ষ, যাহার দ্বারা অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ হয়, কেবলমাত্র সাহস অবলম্বনে তাহা প্রত্যাখান করা অসম্ভব। শ্রুতিও যোগের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এ সকল উত্থিত হইলে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে ধারণা

স্মর্য্যমানো ন শক্যতে সাহসমাত্রেণ প্রত্যাখ্যাতুম্। শ্রুতিশ্চ যোগমাহাত্ম্যং প্রত্যাখ্যাপয়তি—

"পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্" ॥ ইতি

ঋষীণামপি মন্ত্রব্রাহ্মণদর্শিনাং সামর্থ্যং নাস্মদীয়েন সামর্থ্যে-নোপমাতুং যুক্তম্। তস্মাৎ সমূলমিতিহাসপুরাণম্। লোক-প্রসিদ্ধিরপি ন সতি সম্ভবে নিরালম্বনাধ্যবসাতুং যুক্তা। তস্মাদুপপন্নো মন্ত্রাদিভ্যো দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদ্যবগমঃ। ততশ্চার্থিত্বাদিসম্ভবাদুপপন্নো দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ। ক্রমমুক্তিদর্শনান্যপ্যেবমেবোপপদ্যন্তে ॥ ১ । ৩ । ৩৩ ॥

দেবতাতঃ ফলোৎপাদে যাগভাবনায়াঃ শ্রুতং ফলবত্ত্বং যাগস্য চ তাং প্রতি তৎফলাংশং বা প্রতি শ্রুতং করণত্বং হাতব্যম্। যাগভাবনায়া এব হি ফল-বত্ত্যা যাগলক্ষণস্বকরণাবান্তরব্যাপারত্বাদ্দেবতাভোজনপ্রসাদাদীনাং কৃষিকর্ম্মণ ইব তত্তদবান্তরব্যাপারস্য সস্যাধিগমসাধনত্বম্। আগ্নেয়াদীনামিবোৎপত্তিপরমাপূর্ব্বা-বান্তরব্যাপারাণাং ভবন্মতে স্বর্গসাধনত্বম্। তস্মাৎ কর্ম্মণোঽপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারস্য বা দেবতাপ্রসাদাবান্তরব্যাপারস্য বা ফলবত্ত্বাৎ প্রধানত্বমুভয়স্মিন্নপি পক্ষে সমানং, ন তু দেবতায়া বিগ্রহাদিমত্যাঃ প্রাধান্যমিতি ন ধর্ম্মমীমাংসায়াঃ সূত্রমপি বা শব্দ-পূর্ব্বত্বাদ্ যজ্ঞকর্ম্ম প্রধানং গুণত্বে দেবতাশ্রুতিরিতি বিরুধ্যতে। তস্মাৎ সিদ্ধো দেবতানাং প্রায়েণ ব্রহ্মবিদ্যাস্বধিকারঃ ॥ ১ । ৩ । ৩৩ ॥

সিদ্ধি জন্মিলে, তাহা হইতে যে পাঁচ প্রকার যোগগুণ (পাঁচপ্রকার সিদ্ধি) জন্মে, সেই গুণপঞ্চকের দ্বারা তাহার (সেই যোগীর) নূতন একপ্রকার যোগজ তেজোময় শরীর লব্ধ হয়। যে যোগী যোগ-জনিত তেজোময় শরীর প্রাপ্ত হন, সে যোগীর জরা মৃত্যু থাকে না।" [ঋষীণা···পদ্যন্তে] আমাদের শক্তির সহিত ঋষিদিগের শক্তি তুলিত হইতে পারে না; সুতরাং বলি, ইতিহাস ও পুরাণ নির্ম্মূল নহে, সমূল। (সমস্তই বেদমূলক, বেদমূলক বলিয়াই প্রমাণ)। লোকপ্রসিদ্ধিও সম্ভবস্থলে অমূলক নহে, সমূলক। মন্ত্রাদির দ্বারা যে, দেবতার বিগ্রহাদি জানা যায়, প্রদর্শিত যুক্তিতে তাহা সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে। অর্থাৎ সমস্তই সত্য; কিছুই মিথ্যা নহে। দেবতার শরীর থাকাতে মুক্তিকামনা থাকা সিদ্ধ হয়, অনুমিত হয়, মুক্তি-কামনা থাকাতেই বিদ্যাধিকারও সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রে যে ক্রম-মুক্তির কথা আছে, তাহাও বিদ্যাধিকারের দ্বারা উপপন্ন হয়। (বিদ্যাধিকার বা জ্ঞানাধিকার না থাকিলে ক্রমমুক্তি হইতেই পারে না) ।১।৩।৩৩॥

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ১ । ৩ । ৩৪ ॥ *

যথা মনুষ্যাধিকারনিয়মমপোদ্য দেবাদীনামপি বিদ্যাস্বধিকার উক্তঃ, তথৈব দ্বিজাত্যধিকারনিয়মাপবাদেন শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্যাদিত্যেতামাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুম্ ইদমধিকরণমারভ্যতে। তত্র শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ স্যাদিতি তাবৎ প্রাপ্তং, অর্থিত্বসামর্থ্যয়োঃ

অবান্তরসঙ্গতিং কুর্ব্বন্নধিকরণতাৎপর্য্যমাহ।—"যথা মনুষ্যাধিকারে"তি। শঙ্কাবীজমাহ।—"তত্রে"তি। নিমৃষ্টনিখিলদুঃখানুষঙ্গে শাশ্বতিক আনন্দে কস্য নাম চেতনস্যার্থিতা নাস্তি, যেনার্থিতায়া অভাবাচ্ছূদ্রো নাধিক্রিয়েত। নাপ্যস্য ব্রহ্মজ্ঞানে সামর্থ্যাভাবঃ। দ্বিবিধং হি সামর্থ্যং নিজমাগন্তুকঞ্চ। তত্র দ্বিজাতীনামিব শূদ্রাণাং শ্রবণাদিসামর্থ্যং নিজমপ্রতিহতম্। অধ্যয়নাধানাভাবাদাগন্তুকসামর্থ্যাভাবে সত্যনধিকার ইতি চেৎ, হন্তাধানাভাবে সত্যগ্ন্যভাবাদগ্নিসাধ্যে কর্ম্মণি মা ভূদধিকারঃ। ন চ ব্রহ্মবিদ্যায়ামগ্নিঃ সাধনমিতি কিমিত্যনাহিতাগ্নয়োনাধিক্রিয়ন্তে। ন চাধ্যয়নাভাবাৎ তৎসাধনায়ামনধিকারো ব্রহ্মবিদ্যায়ামিতি সাম্প্রতম্। যতো যুক্তং যদাহবনীয়ে জুহোতীত্যাহবনীয়স্য হোমাধিকরণতয়া বিধানাত্তদ্রূপস্যালৌকিকতয়ানারভ্যাধীতবাক্যবিহিতাদাধানাদন্যতোঽনধিগমাদাধানস্য চ দ্বিজাতিসম্বন্ধিতয়া বিধানাৎ তৎসাধ্যোঽগ্নিরলৌকিকো ন শূদ্রস্যাস্তীতি নাহবনীয়াদিসাধ্যে কর্ম্মণি শূদ্রস্যাধিকার ইতি। ন চ তথা ব্রহ্মবিদ্যায়ামলৌকিকমস্তি সাধনং, যচ্ছূদ্রস্য ন স্যাৎ। অধ্যয়ননিয়ম ইতি চেৎ বিকল্পাসহত্বাৎ। তদধ্যয়নং পুরুষার্থে বা নিয়ম্যেত, যথা ধনার্জ্জনে প্রতিগ্রহাদি, ক্রত্বর্থে বা, যথা ব্রীহীনবহন্তীত্যবঘাতঃ। ন তাবৎ ক্রত্বর্থে, ন হি স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি কঞ্চিৎ

মনুষ্যাধিকার-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দেবতাদির বিদ্যাধিকার (জ্ঞানাধিকার বা উপাসনাধিকার) স্থাপন করার ন্যায় দ্বিজাধিকার নিয়ম (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতির অধিকার, অন্যের নহে, এই নিয়ম) ভঙ্গ করিয়া শূদ্রাধিকার স্থাপন করা যায় কি-না, এই আশঙ্কা বা এই অংশের নিরাকরণার্থ সূত্র বলা হইল। [তত্র···ভাবাৎ] পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার আছে। কেন-না, মোক্ষকামনা ও সামর্থ্য শূদ্রেরও আছে। "শূদ্র যজ্ঞাধিকারী নহে, শূদ্রের

* শূদ্রাধিকারশঙ্কাং নিষেধতি। হি যতঃ তদনাদরশ্রবণাৎ তস্য ঋষেঃ সাবজ্ঞবাক্যশ্রবণাৎ, অস্য জানশ্রুতেঃ শুক্ শোক উৎপন্নঃ। স শোকঃ তদাদ্রবণাৎ শোকেনাঽভিগমনাৎ সূচ্যতে শূদ্রশব্দেন অতঃ স শূদ্রশব্দো ন জাতিশূদ্রবিষয়ঃ।

বেদাধ্যয়নাদি না থাকায় শূদ্রের বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। সম্বর্গবিদ্যা প্রস্তাবে যে শূদ্র-শব্দ আছে, তাহা শূদ্রজাতির বোধক নহে। জানশ্রুতি নামক ক্ষত্রিয় রাজার শোক হইয়াছিল, রৈক ঋষি তাহা ঐ শব্দে (শূদ্র) ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে)।

সম্ভবাৎ। "তস্মাচ্ছূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্৯প্তঃ" ইতিবৎ শূদ্রো-বিদ্যায়ামনবক্৯প্ত ইতি নিষেধাশ্রবণাৎ। যচ্চ কর্ম্মস্বনধিকার-

ক্রতুং প্রকৃত্য পঠ্যতে, যথা দর্শপূর্ণমাসং প্রকৃত্য ব্রীহীনবহন্তীতি। ন চানারভ্যাধীতমপ্যব্যভিচরিতং ক্রতুসম্বন্ধিতয়া ক্রতুমুপস্থাপয়তি, যেন বাক্যেনৈব ক্রতুনা সম্বধ্যেতাধ্যয়নং। ন হি যথা জুহ্বাদ্যব্যভিচরিতক্রতুসম্বদ্ধমেবং স্বাধ্যায় ইতি। তস্মান্নৈব ক্রত্বর্থে নিয়মো নাপি পুরুষার্থে। পুরুষেচ্ছাধীনপ্রবৃত্তির্হি পুরুষার্থো ভবতি, যথা ফলং তদুপায়ো বা। তদুপায়েঽপি হি বিধিতঃ প্রাক্ সামান্যরূপা প্রবৃত্তিঃ পুরুষেচ্ছানিবন্ধনৈব। ইতিকর্ত্তব্যতায়ু তু সামান্যতো বিশেষতশ্চ প্রবৃত্তির্বিধিপরাধীনৈব। নহ্যনধিগতকরণভেদ ইতিকর্ত্তব্যতাসু ঘটতে। তস্মাৎ বিধ্যধীনপ্রবৃত্তিতয়াঽঙ্গানাং ক্রত্বর্থতা। ক্রতুরিতি হি বিধিবিষয়েণ বিধিং পরামৃশতি বিষয়িণম্। তেনার্থ্যতে বিষয়ীক্রিয়ত ইতি ক্রত্বর্থঃ। ন চাধ্যয়নং বা স্বাধ্যায়ো বা তদর্থজ্ঞানং বা প্রাগ্ বিধেঃ পুরুষেচ্ছাধীনপ্রবৃত্তির্যেন পুরুষার্থঃ স্যাৎ। যদি চাধ্যয়নেনৈবার্থাববোধরূপং নিয়ম্যেত, ততো মানান্তরবিরোধঃ। তদ্রূপস্য বিনাপ্যধ্যয়নং পুস্তকাদিপাঠেনাপ্যধিগমাৎ। তস্মাৎ সুবর্ণং ভার্য্যমিতিবদধ্যয়নাদেব ফলং কল্পনীয়ম্। তথাচাধ্যয়নবিধেরনিয়ামকত্বাচ্ছূদ্রস্যাধ্যয়নেন বা পুস্তকাদিপাঠেন বা সামর্থ্যমস্তীতি সোঽপি ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকৃতঃ। মা ভূদ্বাঽধ্যয়নাভাবাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ, সম্বর্গবিদ্যায়ান্তু ভবিষ্যতি। অহ হারে ত্বা শূদ্র ইতি শূদ্রং সম্বোধ্য তস্যাঃ প্রবৃত্তেঃ। ন চৈষ শূদ্রশব্দঃ কদাচিদবয়বব্যুৎপত্ত্যাঽশূদ্রে বর্ণনীয়ঃ। অবয়বপ্রসিদ্ধিতঃ সমুদায়প্রসিদ্ধেরনপেক্ষতয়া বলীয়স্ত্বাৎ। তস্মাৎ যথাঽনধীয়ানস্যেষ্টৌ নিষাদস্থপতেরধিকারো বচনসামর্থ্যাদেবং সম্বর্গবিদ্যায়াং শূদ্রস্যাধিকারো ভবিষ্যতীতি প্রাপ্তম্ এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।

ন শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাদিতি। অয়মভিসন্ধিঃ।—যদ্যপি স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইত্যধ্যয়নবিধির্ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মারভ্যাম্নাতঃ নাপ্যব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধপদার্থগতঃ, ন হি জুহ্বাদিবৎ স্বাধ্যায়োঽব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধঃ, তথাপি স্বাধ্যায়স্যাধ্যয়নসংস্কারবিধিরধ্যয়নস্যাপেক্ষিতোপায়তামবগময়ন্ কিং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞবৎ স্বর্গং বা সুবর্ণং ভার্য্যমিতিবদার্থবাদিকং বা ফলং কল্পয়িত্বা বিনিয়োগভঙ্গেন স্বাধ্যায়েনাধীয়ীতেত্যেবমর্থঃ কল্প্যতাং, কিং বা পরম্পরয়াঽপ্যন্যতোঽপেক্ষিতমধিগম্য নির্ব্বৃণোত্বিতি বিশয়ে, ন দৃষ্টদ্বারেণ পরম্পরয়াঽপ্যন্যতোঽপেক্ষিতপ্রতিলম্ভে চ যথাশ্রুতবিনিয়োগোপপত্তৌ চ সম্ভবন্ত্যাং শ্রুতবিনিয়োগভঙ্গেনাধ্যয়নাদেবাশ্রুতা দৃষ্টফলকল্পনোচিতা। দৃষ্টশ্চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নসংস্কারস্তেন হি পুরুষেণ সম্প্রাপ্যতে, প্রাপ্তশ্চ ফলবৎকর্ম্মব্রহ্মাববোধমভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনমুপজনয়তি, ন তু সুবর্ণধারণাদৌ দৃষ্টদ্বারেণ পরম্পরয়াপ্যন্যাপেক্ষিতং পুরুষস্য। অস্মাৎ বিপরিবৃত্য সাক্ষাদ্ধারণাদেব বিনিয়োগভঙ্গেন ফলং কল্প্যতে। যদা চাধ্যয়নসংস্কৃতেন স্বাধ্যায়েন

যজ্ঞে অধিকার নাই।" এই যেমন স্পষ্ট নিষেধ, বিদ্যা বিষয়ে এরূপ স্পষ্ট নিষেধ নাই; অর্থাৎ শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই, এরূপ নিষেধ কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয়

কারণং শূদ্রস্যানগ্নিত্বং, ন তদ্বিদ্যাস্বধিকারস্যাপবাদকম্। ন-হ্যাবহনীয়াদিরহিতেন বিদ্যা বেদিতুং ন শক্যতে। ভবতি চ লিঙ্গং শূদ্রাধিকারস্যোপোদ্বলকম্। সম্বর্গবিদ্যায়াং হি জানশ্রুতিং পৌত্রায়ণং শুশ্রূষুং শূদ্রশব্দেন পরামৃশতি, "অহ হারেত্বা শূদ্র, তবৈব সহ গোভিরস্তু" ইতি। বিদুরপ্রভৃতয়শ্চ শূদ্রযোনিপ্রভবা অপি বিশিষ্টবিজ্ঞানসম্পন্নাঃ স্মর্য্যন্তে। তস্মাদধিক্রিয়তে শূদ্রো বিদ্যাস্বিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।

ন শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাৎ। অধীতবেদো হি বিদিতবেদার্থো বেদার্থেষ্বধিক্রিয়তে, ন চ শূদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি,

---

ফলবৎ কর্ম্মব্রহ্মাববোধো ভাব্যমানো ঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজন ইতি স্থাপিতং, তদা যস্যাধ্যয়নং তস্যৈব কর্ম্মব্রহ্মাববোধোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনো নান্যস্য। যস্য চোপনয়নসংস্কারস্তস্যৈবাধ্যয়নং, স চ দ্বিজাতীনামেবেত্যুপনয়নাভাবেনাধ্যয়ন-সংস্কারাভাবাৎ পুস্তকাদিপঠিতস্বাধ্যায়জন্যোঽর্থাববোধঃ শূদ্রাণাং ন ফলায় কল্পত ইতি শাস্ত্রীয়সামর্থ্যাভাবান্ন শূদ্রো ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকৃত ইতি সিদ্ধম্। "যজ্ঞেঽনবকৢপ্তঃ" ইতি যজ্ঞগ্রহণমুপলক্ষণার্থম্। বিদ্যায়ামনবকৢপ্ত ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। সিদ্ধবদভিধানস্য ন্যায়পূর্ব্বকত্বান্ন্যায়স্য চোভয়ত্র সাম্যাৎ।

না। শূদ্রের অগ্নি-গ্রহণ না থাকা কর্ম্মাধিকার-নিবৃত্তির অন্যতম কারণ; কিন্তু সে কারণ বিদ্যাধিকার-নিবর্ত্তক নহে। তাহারা আহবনীয়াদি (অগ্নিহোত্র হোমের বিশেষ বিশেষ অগ্নি) নাই বলিয়া বিদ্যা লাভ করিতে পারিবে না, ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে না, এমন কথা বলিতে পার না। শ্রুতিতে শূদ্রাধিকার-বোধক কথাও আছে। অর্থাৎ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণোক্ত সম্বর্গবিদ্যা (উপাসনা-বিশেষ) প্রকরণে শূদ্র-শব্দের উল্লেখ আছে। যথা—"অরে শূদ্র, এই হার, গো ও রথ, এ সকল তোমারই থাকুক।" (*) মহাভারতাদি গ্রন্থেও শুনা যায়, শূদ্রযোনিপ্রভব বিদুর প্রভৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। এই সকল কারণে বা যুক্তিতে পাওয়া যায়, শূদ্রেরও বিদ্যাধিকার আছে। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে আমরা বলিব শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই।

হেতু এই যে, তাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই। [অধীত···ত্বাৎ] যে বেদ অধ্যয়ন করে, সে-ই বেদার্থ জানে, এবং যে বেদার্থ জানে সে-ই অনুষ্ঠানে অধিকারী হয়।

(*) জানশ্রুতি নামক জনৈক রাজা রৈক্ক-নামক ঋষির নিকট জ্ঞান বা বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন। তিনি ৬০০ গাভি ও নিষ্কযুক্ত রথ উপঢৌকন দিয়া বলিলেন, গুরো, আমায় জ্ঞান উপদেশ করুন। গুরু রৈক বিধুর (স্ত্রী-বিহীন) ছিলেন, তাই তিনি সমাগত জানশ্রুতিকে শূদ্র-সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, আমি গৃহস্থ নহি, এ সকল দ্রব্যে আমার প্রয়োজন কি? এক্ষণে

উপনয়নপূর্ব্বকত্বাদ্বেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয়বিষয়ত্বাৎ। যত্ত্বর্থিত্বং, ন তদসতি সামর্থ্যেঽধিকারকারণং ভবতি। সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলমধিকারকারণং ভবতি। শাস্ত্রীয়েঽর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্যাপেক্ষিতত্বাৎ। শাস্ত্রীয়স্য চ সামর্থ্যস্যাধ্যয়ন-নিরাকরণেন নিরাকৃতত্বাৎ। যচ্চেদং শূদ্রো যজ্ঞেঽনবকৢপ্ত ইতি, তৎ ন্যায়পূর্ব্বকত্বাদ্বিদ্যায়ামপ্যনবকৢপ্তত্বং দ্যোতয়তি, ন্যায়স্য সাধারণত্বাৎ।

যৎ পুনঃ সম্বর্গবিদ্যায়াং শূদ্রশব্দশ্রবণং লিঙ্গং মন্যসে, ন তল্লিঙ্গং, ন্যায়াভাবাৎ। ন্যায়োক্তে হি লিঙ্গদর্শনং দ্যোতকং

দ্বিতীয়ং পূর্ব্বপক্ষমনুভাষতে।—"যৎ পুনঃ সম্বর্গবিদ্যায়াম্" ইতি। দূষয়তি।—"ন তল্লিঙ্গম্"। কুতঃ। "ন্যায়াভাবাৎ"। ন তাবচ্ছূদ্রঃ সম্বর্গবিদ্যায়াং সাক্ষাচ্চোদ্যতে, যথৈতয়া নিষাদস্থপতিং যাজয়েদিতি, নিষাদস্থপতিঃ, কিং ত্বর্থবাদগতোঽয়ং শূদ্রশব্দঃ। স চান্যতঃ সিদ্ধমর্থমবদ্যোতয়তি ন তু প্রাপয়তীত্যধ্বরমীমাংসকাঃ। অস্মাকং ত্বন্যপরাদপি বাক্যাদসতি বাধকে প্রমাণান্তরেণার্থোঽবগম্যমানো বিধিনা চাপেক্ষিতঃ স্বীক্রিয়ত এব। ন্যায়শ্চাস্মিন্নর্থে উক্তো বাধকঃ। ন চ বিধ্যপেক্ষাঽস্তি, দ্বিজাত্যধিকারপ্রতিলম্ভেন বিধেঃ পর্য্যবসানাৎ। বিধ্যুদ্দেশ-

শূদ্রের বেদাধ্যয়ন নাই, নাই কেন? তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বে উপনয়ন, পরে বেদাধ্যয়ন। উপনয়ন-বিধি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতিরই আছে, শূদ্রের নাই। [যত্ত্বর্থিত্ব…কৃতত্বাৎ] তাহাদের অর্থিত্ব অর্থাৎ মোক্ষকামনা আছে সত্য; কিন্তু সামর্থ্য না থাকায় তাহা অধিকারের কারণ নহে। লৌকিক সামর্থ্য (শক্তি বা ক্ষমতা) অলৌকিক তত্ত্বে অধিকার জন্মাইতে পারে না। কেন-না, শাস্ত্রীয় বিষয়ের অধিকার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যেরই অপেক্ষিত। শাস্ত্রীয় সামর্থ্য না থাকিলে শাস্ত্রীয় তত্ত্বে অধিকার জন্মে না। অধ্যয়ন নিষেধ থাকায় শূদ্রের শাস্ত্রীয় সামর্থ্য নিবারিত আছে। [যচ্চেদং…সাধারণত্বাৎ] শূদ্রের যজ্ঞাধিকার-নিষেধ যুক্তিপূর্ব্বক নিষেধ। সে যুক্তি বিদ্যাপক্ষেও সমান। যে যুক্তিতে যজ্ঞাধিকারের নিষেধ—সেই যুক্তিতেই বিদ্যাধিকারেরও নিষেধ।

[যৎ…যোজয়িতুম্] সম্বর্গ-বিদ্যায় যে শূদ্র শব্দ আছে, তাহা শূদ্রাধিকার-দ্যোতক নহে। যুক্তিযুক্ত সূচক কথাই বোধক হয়, অযুক্ত কথা বোধক হয় না। সেখানে এমন কোন যুক্তি নাই যে, শূদ্র-শব্দকে জাতিশূদ্রপর অর্থ করিয়া শূদ্র-

বিবেচনা কর, রৈক্ক যখন জানশ্রুতিকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন তিনি অবশ্যই শূদ্র। জানশ্রুতি যদি শূদ্রই হয়, আর শূদ্রের যদি অধিকার না থাকে, তাহা হইলে কি জন্য জানশ্রুতি রৈক্ক ঋষির নিকট জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিতে যাইবেন? এই জন্যই বলি, রৈক্কোক্ত শূদ্র-শব্দ শূদ্রাধিকারের অনুমাপক।

ভবতি। ন চাত্র ন্যায়োঽস্তি। কামঞ্চায়ং শূদ্রশব্দঃ সম্বর্গবিদ্যায়ামেবৈকস্যাং শূদ্রমধিকুর্য্যাৎ তদ্বিষয়ত্বাৎ, ন সর্ব্বাসু বিদ্যাসু অর্থবাদস্থত্বাৎ, ন তু কচিদপ্যয়ং শূদ্রমধিকর্ত্তুমুৎসহতে। শক্যতে চায়ং শূদ্রশব্দোঽধিকৃতবিষয়ে যোজয়িতুম্। কথমিত্যু-

গতত্বে ত্বয়ং ন্যায়োঽপোদ্যতে বচনবলান্নিষাদস্থপতিবৎ, ন ত্বেষ বিধ্যুদ্দেশগত ইত্যুক্তম্। তস্মান্নার্থবাদমাত্রাচ্ছূদ্রাধিকারসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। অপি চ, কিমর্থবাদবলাদ্বিদ্যামাত্রেঽধিকারঃ শূদ্রস্য কল্প্যতাং, সম্বর্গবিদ্যায়াং বা। ন তাবদ্বিদ্যামাত্র ইত্যাহ।—"কামং চায়ম্" ইতি। নহি সম্বর্গবিদ্যায়ামর্থবাদঃ শ্রুতো বিদ্যামাত্রেঽধিকারিণমুপনয়ত্যতিপ্রসঙ্গাৎ। অস্তু তর্হি সম্বর্গবিদ্যায়ামেব শূদ্রস্যাধিকার ইত্যত আহ।—"অর্থবাদস্থত্বাদি"তি। তৎ কিমেতচ্ছূদ্রপদং প্রমত্তগীতং, ন চৈতদ্ যুক্তং, তুল্যং হি সাম্প্রদায়িকমিত্যত আহ।—"শক্যতে চায়ং শূদ্রশব্দঃ" ইতি। এবং কিলাত্রোপাখ্যায়তে।—জানশ্রুতিঃ পৌত্রায়ণো বহুদায়ী শ্রদ্ধাদেয়ো বহুপাক্যঃ প্রিয়াতিথির্ব্বভূব। স চ তেষু গ্রামনগরশৃঙ্গাটকেষু বিবিধানামন্নপানানাং পূর্ণানতিথিভ্য আবসথান্ কারয়ামাস। সর্ব্বত এত্যোতেষ্বাবসথেষু মদান্নপানমর্থিন উপযোক্ষ্যন্ত ইতি। অথাস্য রাজ্ঞো দানশৌণ্ডস্য গুণগরিমসন্তোষিতাঃ সন্তো দেবর্ষয়ো হংসরূপমাস্থায় তদনুগ্রহায় তস্য নিদাঘসময়ে দোষায়াং হর্ম্ম্যতলস্থস্যোপরি মালামাবধ্যাজগ্মুঃ। তেষামগ্রেসরং হংসং সম্বোধ্য পৃষ্ঠতো ব্রজন্নেকতমো হংসঃ সাদ্ভুতমভ্যুবাচ। ভল্লাক্ষ ভল্লাক্ষ জানশ্রুতেরস্য পৌত্রায়ণস্য দ্যুনিশং দ্যুলোক আয়তং জ্যোতিস্তন্মা প্রসাঙ্ক্ষীর্ম্মৈতত্ত্বা ধাক্ষীদিতি। তমেবমুক্তবন্তমগ্রগামী হংসঃ প্রত্যুবাচ। কং বরমেনমেতৎ সন্তং সযুগ্বানমিব রৈক্কমাথ। অয়মর্থঃ। বর ইতি সোপহাসমবরমাহ। (উত্তরমাহ ইতি পাঠভেদঃ।) অথবা বরো বরাকোঽয়ং জানশ্রুতিঃ। কমিত্যাক্ষেপে, যস্মাদয়ং বরাকস্তস্মাৎ কমেনং কিম্ভূতমেতৎ সন্তং প্রাণিমাত্রং রৈক্কমিব সযুগ্বানমাথ। যুগ্বা গন্ত্রী শকটী, তয়া সহ বর্ত্তত ইতি সযুগ্বা রৈক্কস্তমিব কমেনং প্রাণিমাত্রং জানশ্রুতিমাথ। রৈক্কস্য হি জ্যোতিরসহ্যং, ন ত্বেতস্য প্রাণিমাত্রস্য। তস্য হি ভগবতঃ পুণ্যজ্ঞানসম্পন্নস্য রৈক্কস্য ব্রহ্মবিদো ধর্ম্মে ত্রৈলোক্যোদরবর্ত্তি-প্রাণভৃন্মাত্রধর্ম্মোঽন্তর্ভবতি, ন পুনা রৈক্কধর্ম্মকক্ষাৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মোঽবগাহত ইতি। অথৈব হংসবচনাদাত্মনোঽত্যন্তনিকর্ষমুৎকর্ষকাষ্ঠাঞ্চ রৈক্কস্যোপশ্রুত্য বিষণ্ণমানসো জানশ্রুতিঃ কিতব ইবাক্ষপরাজিতঃ পৌনঃপুন্যেন নিঃশ্বসন্নুদ্বেলং কথমপি নিশীথমতিবাহয়াম্বভূব। ততো নিশান্তপিশুনমনিভৃত-

জাতির বিদ্যাধিকার স্থাপন করিবে? যদিও শূদ্র-শব্দ শূদ্রের সম্বর্গবিদ্যাধিকার-বোধক হয়, হউক, কিন্তু তাই বলিয়া সর্ব্ববিদ্যাধিকারের দ্যোতক হইবে না। ঐ শূদ্র-শব্দ বিধি-সমভিব্যাহৃত নহে, কেবল অর্থবাদ-মধ্যে পঠিত মাত্র; সুতরাং উহা অধিকারসূচক নহে। আবার ঐ শূদ্র-শব্দ অধিকারিবিষয়ে যোজিত হইতেও পারে। অর্থাৎ সে শূদ্র জাতিশূদ্র নহে, কোন এক শোকবিশিষ্ট অধিকারী (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য)। [কথং...কারাৎ] কেন? তাহা বলিতেছি। "হংসরূপী

চ্যতে। "কং বর এনমেতৎ সন্তং সযুগ্‌বানমিব রৈক্কমাত্থ" ইত্যস্মাদ্ধংসবাক্যাদাত্মনোঽনাদরং শ্রুতবতো জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্য শুগুৎপেদে, তামৃষী রৈক্কঃ শূদ্রশব্দেনানেন সূচয়াম্বভূবাত্মনঃ পরোক্ষজ্ঞানস্য খ্যাপনায়েতি গম্যতে, জাতিশূদ্রস্যানধিকারাৎ।

কথং পুনঃ শূদ্রশব্দেন শুগুৎপন্না সূচ্যত ইতি, উচ্যতে। তদাদ্রবণাৎ। শুচমভিদুদ্রাব, শুচা বাভিদুদ্রুবে, শুচা বা

বন্দারুবৃন্দপ্রারব্ধস্তুতিসহস্রসম্বলিতং মঙ্গলতূর্য্যনির্ঘোষমাকর্ণ্য তল্পতলস্থ এব রাজৈক-পদে যন্তারমাহূয়াদিদেশ, রৈক্কাহ্বয়ং ব্রহ্মবিদমেকরতিং সযুগ্বানমতিবিবিক্তেষু তেষু বিপিননগনিকুঞ্জনদীপুলিনাদিপ্রদেশেষন্বিষ্য প্রবত্নতোঽস্মভ্যমাচক্ষ্বেতি। স চ তত্রান্বিষ্যন্ কচিদতিবিবিক্তে দেশে শকটস্যাধস্তাৎ পামানং কণ্ডূয়মানং ব্রাহ্মণায়নমদ্রাক্ষীৎ। দৃষ্ট্বা চ রৈক্কোঽয়ং ভবিতেতি প্রীতিভাবাদনুপবিশ্য সবিনয়মপ্রাক্ষীৎ ত্বমসি হে ভগবন্ সযুগ্বা রৈক্ক ইতি। তস্য চ রৈক্কভাবানুমতিঞ্চ তৈস্তৈরিঙ্গিতৈর্গার্হস্থ্যেচ্ছাং ধনায়াঞ্চোন্নীয় যন্তা রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস। রাজা তু তং নিশম্য গবাং ষট্‌শতানি নিষ্কঞ্চ হারঞ্চাশ্বতরীরথঞ্চাদায় সত্বরং রৈক্কং প্রতিচক্রমে। গত্বা চাভ্যুবাদ, হে রৈক্ক গবাং ষট্‌শতানীমানি নিষ্কশ্চ হারশ্চায়মশ্বতরীরথ এতদাদৎস্ব, অনুশাধি মাং ভগবন্নিতি। অথৈবমুক্তবন্তং প্রতি সাটোপঞ্চ সস্পৃহঞ্চোবাচ রৈক্কঃ। অহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত্বিতি। অহেতি নিপাতঃ সাটোপমামন্ত্রণে। হারেণ যুক্তা ইত্বা গন্ত্রী রথো হারেত্বা, গোভিঃ সহ তবৈবাস্তু, কিমেতন্মাত্রেণ মম ধনেনাকল্পবর্ত্তিনো গার্হস্থ্যস্য নির্ব্বাহানুপযোগিনেতি ভাবঃ। আহর ত্বেতি তু পাঠোঽনর্থকতয়া চ গোভিঃ সহেত্যত্র প্রতিসম্বন্ধ্যনুপাদানেন চাচার্য্যৈর্দূষিতঃ। তদস্যামাখ্যায়িকায়াং শক্যঃ শূদ্রশব্দেন জানশ্রুতীরাজন্যোঽপ্যবয়ববুৎপত্ত্যা বক্তুং। স হি রৈক্কঃ পরোক্ষজ্ঞতাং চিখ্যাপয়িষুরাত্মনো জানশ্রুতেঃ শূদ্রেতি শুচং সূচয়ামাস।

কথং পুনঃ শূদ্রশব্দেন শুগুৎপন্না সূচ্যত ইতি। উচ্যতে। "তদা দ্রবণাৎ" তদ্ব্যাচষ্টে "শুচমভিদুদ্রাব" জানশ্রুতিঃ, শুচং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ। "শুচা বা"

ঋষি জানশ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এ কি শকটবিশিষ্ট রৈক্ক ঋষি? এ-ত তুচ্ছ অর্থাৎ বিদ্যাহীন?" এতদ্রূপ অনাদর-বাক্য শ্রবণে জানশ্রুতির শোক হইয়াছিল, রৈক্ক ঋষি জ্ঞানবলে সেই শোক জ্ঞাত হইয়া তাহা শূদ্র-সম্বোধন দ্বারা জানশ্রুতির নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। শূদ্রজাতির বিদ্যাধিকার নিষিদ্ধ থাকায় উক্ত শূদ্র-শব্দের উক্ত অর্থ ই অনুমিত হয়।

[কথং…মাখ্যায়িকায়াম্] জানশ্রুতির শোক হইয়াছিল, রৈক্ক ঋষি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, জানিয়া তাহা শূদ্র-শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক জানশ্রুতিকে জানাইয়াছিলেন, এ তথ্য শূদ্রশব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ-তাৎপর্য্যের দ্বারা জানা

রৈকমভিদুদ্রাবেতি শূদ্রাবয়বার্থসম্ভবাৎ, রূঢ়ার্থস্য চাসম্ভবাৎ। দৃশ্যতে চায়মর্থোঽস্যামাখ্যায়িকায়াম্॥ ১ । ৩ । ৩৪ ॥

ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ॥ ১ । ৩ । ৩৫ ॥ *

ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ, যৎকারণং প্রকরণ-নিরূপণেন ক্ষত্রিয়ত্বমস্যোত্তরত্র চৈত্ররথেনাভিপ্রতারিণা ক্ষত্রিয়েণ সমভিব্যাহারাৎ লিঙ্গাদ্ গম্যতে। উত্তরত্র হি সম্বর্গবিদ্যাবাক্য-

জানশ্রুতিঃ "দুদ্রুবে" শুচা প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। অথবা শুচা রৈক্বং জানশ্রুতির্দ্রাব গত-বান্, তস্মাৎ তদাদ্রবণাদিতি তচ্ছব্দেন শুগ্বা জানশ্রুতির্ব্বা রৈক্বো বা পরামৃশ্যত ইত্যুক্তম্। ১ । ৩ । ৩৪

"ইতশ্চ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিঃ। যৎকারণং" প্রকরণনিরূপণে ক্রিয়-মাণে ক্ষত্রিয়ত্বমস্য জানশ্রুতেরবগম্যতে। চৈত্ররথেন লিঙ্গাদিতি ব্যাচক্ষাণঃ প্রকরণং নিরূপয়তি। "উত্তরত্র হি সম্বর্গবিদ্যা-বাক্যশেষে" চৈত্ররথেনাভি-

যায়। শূচ্+দ্রু+অ=শোকহেতু গমন, শোক প্রাপ্ত হওয়ায় অথবা শোকই (খেদই) রাজাকে রৈক্ক ঋষিব সমীপগামী করিয়াছিল। যে স্থলে অবয়বার্থের সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে রূঢ়ি-অর্থ পরিত্যাজ্য। এ কথা, বা এ তথ্য সেই আখ্যায়িকাতেই আছে। †। ১।৩।৩৪ ॥

জানশ্রুতি শূদ্র-জাতি নহে। কারণ এই যে, প্রকরণের পর্য্যালোচনা করিলে তাহার ক্ষত্রিয়ত্বই প্রতীত হয়, শূদ্রত্ব প্রতীত হয় না। বিশেষতঃ চিত্ররথ-বংশীয় অভিপ্রতারীনামক ক্ষত্রিয়ের সহিত পরিপঠিত হওয়ায় জানশ্রুতির

* উত্তরত্র পরস্মিন্ বাক্যে অর্থবাদরূপে চৈত্ররথেন অভিপ্রতারিনামকেন ক্ষত্রিয়েণ লিঙ্গাৎ সমভিব্যাহাররূপাৎ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগমাৎ ন জাতিশূদ্রো জানশ্রুতিরিতি যোজনা।

আখ্যায়িকার শেষভাগে ভোজনপ্রসঙ্গে চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারিনামক ক্ষত্রিয় ও জানশ্রুতি এক সঙ্গে কথিত হইয়াছেন। ইহাও জানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্বের অনুমাপক অর্থাৎ বোধক।

† আখ্যায়িকাটী এইরূপ।—জানশ্রুতি-নামক রাজা গ্রীষ্মকালে একদা ছাদের উপর শয়ান ছিলেন। কতকগুলি ঋষি রাজার হিতকামনায় হংসরূপ ধারণপূর্ব্বক আকাশ-পথে সেই স্থানে আগমন করিলেন। পরে পশ্চাদবস্থিত হংস অগ্রগামী হংসকে বলিলেন, ভল্লাক্ষ, তুমি কি দেখিতেছ না? ইহার তেজ স্বর্গ পর্য্যন্ত গমন করিতেছে? তুমি ইহাকে লঙ্ঘন করিও না, করিলে দগ্ধ হইবে। সে বলিল, এ কি রৈক্ক? এর যখন বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, উপাসনা নাই, তখন এ তুচ্ছ। রাজা ঐ কথা শুনিতে পাইলেন, শুনিয়া তাঁহার চিত্তে খেদ জন্মিল। অনন্তর তিনি বিদ্যার্থী বা জ্ঞানার্থী হইয়া রৈক্কের অন্বেষণার্থ লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিলে রাজা তৎসন্নিধানে শিষ্য হইতে গমন করিলেন। গমন করিলে, রাজা যে খেদপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, রৈক্ক তাহা জ্ঞানবলে জানিলেন এবং আপনার অভিজ্ঞতা দেখাইবার জন্য এ কথা (শূদ্র) বলিলেন। ইহার পরে অন্যান্য কথা আছে, তাহাতেও রাজার ক্ষত্রিয়ত্বই নিশ্চয় হয়।

শেষে চৈত্ররথিরভিপ্রতারী ক্ষত্রিয়ঃ সঙ্কীর্ত্ত্যতে। "অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণঞ্চ কাক্ষসেনিং সূদেন পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে" ইতি। চৈত্ররথিত্বং চাভিপ্রতারিণঃ কাপেয়যোগাদবগন্তব্যম্। কাপেয়যোগো হি চৈত্ররথস্যাবগতঃ।

"এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্" ইতি। সমানান্বয়যাজিনাঞ্চ প্রায়েণ সমানান্বয়া যাজকা ভবন্তি। "তস্মাচ্চৈত্ররথির্নামৈকঃ ক্ষত্রপতিরজায়ত" ইতি চ ক্ষত্রজাতিত্বাবগমাৎ ক্ষত্রিয়ত্বমস্যাবগন্তব্যম্। তেন ক্ষত্রিয়েণাভিপ্রতারিণা সহ সমানায়াং বিদ্যায়াং সঙ্কীর্ত্তনং জানশ্রুতেরপি ক্ষত্রিয়ত্বং সূচয়তি। সমানা-

প্রতারিণা নিশ্চিতক্ষত্রিয়ত্বেন সমানায়াং সম্বর্গবিদ্যায়াং সমভিব্যাহারাল্লিঙ্গাৎ সন্দিগ্ধক্ষত্রিয়ভাবো জানশ্রুতিঃ ক্ষত্রিয়ো নিশ্চীয়তে। "অথ হ শৌনকঞ্চ কাপেয়মভিপ্রতারিণঞ্চ কাক্ষসেনিং সূদেন পরিবিষ্যমাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে" ইতি প্রসিদ্ধযাজকত্বেন কাপেয়েনাভিপ্রতারিণো যোগঃ প্রতীয়তে। ব্রহ্মচারিভিক্ষয়া চাস্যাশূদ্রত্বমবগম্যতে। ন হি জাতু ব্রহ্মচারী শূদ্রান্নং ভিক্ষতে। যাজকেন চ কাপেয়েন যোগাৎ যাজ্যোঽভিপ্রতারী। ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চাস্য চৈত্ররথিত্বাৎ। তস্মাচ্চৈত্ররথির্নামৈকঃ ক্ষত্রপতিরজায়তেতি বচনাৎ। চৈত্ররথিত্বঞ্চাস্য কাপেয়েন যাজকেন যোগাৎ।

"এতেন বৈ চিত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্" ইতি ছন্দোগানাং দ্বিরাত্রে শ্রূয়তে। তেন চিত্ররথস্য যাজকাঃ কাপেয়াঃ। এষ চাভিপ্রতারী চিত্ররথাদন্যঃ সন্নেব কাপেয়ানাং যাজ্যো ভবতি, যদি চৈত্ররথিঃ স্যাৎ, সমানান্বয়ানাং হি প্রায়েণ সমানান্বয়া যাজকা ভবন্তি। তস্মাচ্চৈত্ররথিত্বাদভিপ্রতারী কাক্ষসেনিঃ ক্ষত্রিয়ঃ।

ক্ষত্রিয়ত্বই নিশ্চয় হয়। [অথহ...গন্তব্যম্] যথা—সূদ (পাচক ব্রাহ্মণ) কপি-গোত্রীয় শৌনক (পুরোহিত) ও কক্ষসেন-পুত্র অভিপ্রতারী এই দুই জনকে পরিবেষণ করিতেছে, এমন সময়ে এক ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিল।" এই অভিপ্রতারী চৈত্ররথি অর্থাৎ চিত্ররথবংশীয়, ইহা কপি-গোত্র সম্পর্কের দ্বারা জানা যায়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র ও প্রসিদ্ধি উভয়ই আছে। যথা—"কপিগোত্রীয়েরা চিত্ররথ-বংশীয়দিগের যাজক অর্থাৎ পুরোহিত।"

অতএব চৈত্ররথি নামক ক্ষত্রপতি, তৎসম্বন্ধী অভিপ্রতারীও ক্ষত্রিয়। [তেন...অধিকারঃ] ক্ষত্রিয় অভি-প্রতারীর সহিত জানশ্রুতির এক সঙ্গে ভোজনের ও ব্রহ্মচারিভিক্ষার উল্লেখ থাকায় নিশ্চিত হয় যে, জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়। সমান না হইলে একসঙ্গে উল্লেখ ও ভোজন হয় না। ব্রহ্মচারী শূদ্রান্ন ভিক্ষা করে না। অপিচ, জানশ্রুতি রৈক ঋষির অন্বেষণার্থ সূত (সারথি) প্রেরণ

নামেব হি প্রায়েণ সমভিব্যাহারা ভবন্তি। ক্ষত্তৃপ্রেষণাদ্যৈশ্বর্য্য-যোগাচ্চ জানশ্রুতেঃ ক্ষত্রিয়ত্বাবগতিঃ। অতো ন শূদ্রস্যাধিকারঃ ॥ ১ । ৩ । ৩৫ ॥

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ১ । ৩ । ৩৬ ॥*

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারো যদ্বিদ্যাপ্রদেশেষূপনয়নাদয়ঃ সংস্কারাঃ পরামৃশ্যন্তে। "তং হোপনিন্যে, অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ।" "ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণা এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যতীতি—তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ" ইতি চ, "তান্ হানুপনীয়ৈব" ইত্যপি প্রদর্শিতৈবোপনয়নপ্রাপ্তির্ভবতি।

তৎসমভিব্যাহারাচ্চ জানশ্রুতিঃ ক্ষত্রিয়ঃ সম্ভাব্যতে। ইতশ্চ ক্ষত্রিয়ো জানশ্রুতিরিত্যাহ—"ক্ষত্তৃপ্রেষণে চার্থসম্ভবে চ তাদৃশস্য বদান্যশ্রেষ্ঠস্যৈশ্বর্য্যং প্রায়েণ ক্ষত্রিয়স্য দৃষ্টং যুধিষ্ঠিরাদিবদিতি। ১।৩।৩৫।

ন কেবলমুপনীতাধ্যয়নবিধিপরামর্শেন ন শূদ্রস্যাধিকারঃ, কিন্তু তেষু তেষু বিদ্যোপদেশপ্রদেশেষূপনয়নসংস্কারপরামর্শাৎ শূদ্রস্য তদভাবাভিধানাৎ ব্রহ্মবিদ্যায়ামনধিকার ইতি। নন্বনুপনীতস্যাপি ব্রহ্মোপদেশঃ শ্রূয়তে, তান্ হানুপনীয়ৈবেতি, তথা শূদ্রস্যানুপনীতস্যৈবাধিকারো ভবিষ্যতীত্যত আহ—"তান্ হানুপনীয়েবেত্যপি

করিয়াছিলেন, তিনি প্রচুরতর অন্নদান ও গোদান করিতেন, এ সকল বর্ণনাও ক্ষত্রিয়ত্বেরই বোধক। অতএব, শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই, ইহা অবধারণ কর ॥ ১ । ৩ । ৩৫ ॥

যেখানে যেখানে বিদ্যার বিধান বা উপদেশ আছে, সেই সেই স্থানেই তাহা উপনয়ন-সংস্কার, বেদাধ্যয়ন ও গুরুশুশ্রূষাপূর্ব্বক বিহিত হইয়াছে। যথা—"তাঁহাকে উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত করিলেন," "হে ভগবন্ আমাকে অধ্যয়ন করান। এই বলিয়া বিদ্যার্থী নারদ সনৎকুমারের শিষ্য হইলেন।" "হে বেদপারগ সগুণ ব্রহ্মজ্ঞ ও নির্গুণ ব্রহ্মান্বেষী ঋষিগণ, এই পিপ্পলাদ তোমাদিগকে সে সমস্ত বলিবেন, উপদেশ করিবেন। অনন্তর, তাঁহারা উপহার হস্তে লইয়া ভগবান্ পিপ্পলাদ ঋষির নিকট বিধিবিধানক্রমে গমন করিলেন।" এই সকল শাস্ত্রে উপনয়ন সংস্কার পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু সে সংস্কার শূদ্রের নাই; ইহাও

---

* বিদ্যাগ্রহণাঙ্গোপনয়নসংস্কারস্য সর্ব্বত্র পরামর্শাৎ অভিসংহিতত্বাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ উপনয়নাদ্যভাবকথনাচ্চ নাস্তি শূদ্রস্য বিদ্যাধিকার ইতি সূত্রার্থঃ।—

সর্ব্বত্রই বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত উপনয়ন সংস্কারের কথা আছে, অথচ শূদ্রের তাহা (উপনয়ন) নাই, এরূপ অভিধানও আছে। এই দুই কারণেও শূদ্রের বিদ্যাধিকার নাই।

শূদ্রস্য চ সংস্কারাভাবোঽভিলপ্যতে, "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ" ইত্যেকজাতিত্বস্মরণেন, "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কারমর্হতি" ইত্যাদিভিশ্চ ॥ ১ । ৩ । ৩৬ ॥

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ১ । ৩ । ৩৭ ॥*

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারঃ যৎ সত্যবচনেন শূদ্রত্বাভাবে নির্দ্ধারিতে জাবালং গৌতম উপনেতুমনুশাসিতুঞ্চ প্রববৃতে, "নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি, সমিধং সোম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে, ন সত্যাদগাঃ" ইতি শ্রুতিলিঙ্গাৎ ॥ ১ । ৩ । ৩৭ ॥

প্রদর্শিতৈবোপনয়নপ্রাপ্তিঃ" প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্য, যেষামুপনয়নং প্রাপ্তং, তেষামেব তন্নিবিধ্যতে, তচ্চ দ্বিজাতীনামিতি দ্বিজাতয় এব নিষিদ্ধোপনয়না অধিক্রিয়ন্তে, ন শূদ্র ইতি।

সত্যকামো হ বৈ জাবালঃ প্রমীতপিতৃকঃ স্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছৎ, অহমাচার্য্যকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরিষ্যামি, তদ্ব্রবীতু ভবতী কিংগোত্রোঽহমস্মিতি, সাব্রবীৎ। ত্বজ্জনকপরিচরণপরতয়া নাহমজ্ঞাসিষং যদ্গোত্রং তবেতি। স স্বাচার্য্যং গৌতমমুপসসাদ। উপসদ্যোবাচ, হে ভগবন্ ব্রহ্মচর্য্যমুপেয়াং ত্বয়ীতি। স হোবাচ, নাবিজ্ঞাতগোত্র উপনীয়ত ইতি কিংগোত্রোঽসীতি। অথোবাচ সত্যকামো নাহং বেদ স্বয়ং গোত্রং, স্বাং মাতরং জবালামপৃচ্ছং, সাপি ন বেদেতি। তদুপশ্রুত্যাভ্যধাদ্গৌতমঃ। নাদ্বিজন্মন আর্জ্জবং যুক্তমীদৃশং বচস্তেনাস্মিন্ন শূদ্রত্বসম্ভাবনাস্তীতি ত্বাং দ্বিজাতিজন্মানমুপনেষ্য ইত্যুপনেতুমনুশাসিতুঞ্চ জাবালং গৌতমঃ প্রবৃত্তঃ। তেনাপি শূদ্রস্য নাধিকার ইতি বিজ্ঞায়তে। "ন সত্যাদগাঃ" ইতি ন সত্যমতিক্রান্তবানসীতি ॥ ১ । ৩ । ৩৭ ॥

কথিত আছে। যথা—"শূদ্র চতুর্থ বর্ণ, ইহারা একজাতি, দ্বিজাতি নহে। অর্থাৎ ইহাদের বৈদিক জন্ম (উপনয়ন সংস্কার) নাই"। এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন। যথা—"শূদ্রের ভক্ষণ-জনিত পাপ হয় না এবং তাহাদের উপনয়ন-সংস্কারও নাই ॥" ১ । ৩ । ৩৬ ॥

শূদ্রের বেদাধিকার না থাকার অন্য কারণ এই যে, যখন সত্য বাক্যের দ্বারা অশূদ্র বলিয়া নিশ্চিত হইল, তখনই গৌতম ঋষি জাবালকে উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা—"যে ব্রাহ্মণ নহে, সে এরূপ নির্ম্মল সত্য বলিতে পারে না। হে সোম্য, যেহেতু তুমি সত্য ত্যাগ কর নাই, সেই হেতু আমি তোমাকে উপনীত করিব; কাষ্ঠাদ আহরণ কর।" * এই শ্রুতিও শূদ্রের অনধিকার-দ্যোতক ॥ ১ । ৩ । ৩৭ ॥

---

* উপসন্নস্য সত্যকামস্য শূদ্রত্বাভাবনিশ্চয়ে গৌতমস্য গুরোস্তদুপনয়নপ্রবৃত্তেশ্চ।—

* গৌতম যখন বুঝিলেন, সমীপাগত সত্যকাম শূদ্র নহে, তখন তিনি সত্যকামকে উপনীত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎপূর্ব্বে হন নাই।

শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চাস্য॥ ১। ৩। ৩৮ ॥*

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারঃ, যদস্য স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধো ভবতি। বেদশ্রবণপ্রতিষেধো বেদাধ্যয়নপ্রতিষেধ-স্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে। শ্রবণ-প্রতিষেধস্তাবদ্‌যথা "অস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতি-পূরণম্" ইতি, "পদ্যু হ বা এতৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্" ইতি চ। অতএবাধ্যয়নপ্রতিষেধঃ যস্য হি সমীপে-ঽপি নাধ্যেতব্যং ভবতি, স কথং শ্রুতিমধীয়ীত। ভবতি চোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদ ইতি। অতএব চার্থাদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধো ভবতি। "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" ইতি দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানমিতি চ। যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃতসংস্কারবশাৎ বিদুরধর্ম্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিঃ, তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবন্ধুং, জ্ঞানস্যৈকান্তিকফল-

---

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্। অতিরোহিতার্থমন্যৎ ॥ ১। ৩। ৩৮ ॥

যেহেতু শূদ্রের বেদশ্রবণ ও বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ, সেই হেতু শূদ্রের বেদার্থ জ্ঞান ও বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মানুষ্ঠান করা উভয়ই নিষিদ্ধ। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। [শ্রবণ···মিতি চ] শ্রবণ নিষেধ যথা—"বেদশ্রবণকারী শূদ্রের কর্ণ ত্রপু (রাং বা সীসে) ও জতুর দ্বারা পূর্ণ করিবে।" "যেহেতু শূদ্র সঞ্চরিষ্ণু শ্মশান, সেই হেতু তৎসমীপে অধ্যয়ন করিবে না।" যাহার সমীপেও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ, কি প্রকারে সে শ্রুতি ও শ্রৌত জ্ঞান লাভ করিবে? বেদ উচ্চারণে ইহাদের জিহ্বাচ্ছেদ ও ধারণে শরীর ভেদ (ছিদ্র) (রাজা কর্তৃক) হইয়া থাকে। কাজেই ইহাদের বেদার্থ-জ্ঞান ও বেদানুষ্ঠান নিষিদ্ধ অর্থাৎ হয় না। "শূদ্রকে জ্ঞান-দান করিবে না, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ করাইবে না।" একথাও আছে। [যেষাং··· স্থিতম্] যাহারা জন্মান্তরে দ্বিজ ছিল, বেদসংস্কারসম্পন্ন ছিল, বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি সেই সকল ব্যক্তিরই জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাদের জ্ঞানফল অনিবার্য্য, কেহই তাহা রুদ্ধ করিতে সক্ষম নহে। ইতিহাস ও পুরাণ সকল

---

*অস্য শূদ্রস্য বেদশ্রবণাধ্যয়নয়োর্নিষেধাৎ নিষেধস্মৃতেঃ নাস্ত্যধিকার ইতিযোজনা।— বেদ-শ্রবণ ও বেদাধ্যয়নের নিষেধ থাকায় সুতরাং বেদার্থের জ্ঞান ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ।

ত্বাৎ। শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণানিতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকারস্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতম্॥ ১। ৩। ৩৮॥

কম্পনাৎ॥ ১।৩।৩৯ *

অবসিতঃ প্রাসঙ্গিকোঽধিকারবিচারঃ, প্রকৃতামেবেদানীং বাক্যার্থবিচারণাং বর্ত্তয়িষ্যামঃ। "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" ইতি। এতদ্বাক্যং 'এজৃ কম্পনে' ইতি ধাত্বর্থানুগমাৎ লক্ষিতম্। অস্মিন্ বাক্যে সর্ব্বমিদং জগৎ প্রাণাশ্রয়ং স্পন্দতে। মহচ্চ কিঞ্চিদ্ভয়কারণং বজ্রশব্দিতম্ উদ্যতং, তদ্বিজ্ঞানাচ্চামৃতত্ব-

প্রাণ-বজ্র শ্রুতিবলাদ্বাক্যং প্রকরণঞ্চ ভঙ্ক্‌ত্বা বায়ুঃ পঞ্চবৃত্তিরাধ্যাত্মিকো বাহ্যশ্চাত্র প্রতিপাদ্যঃ। তথাহি, প্রাণশব্দো মুখ্যো বায়াবাধ্যাত্মিকে, বজ্রশব্দশ্চাশনৌ। অশনিশ্চ বায়ুপরিণামঃ। বায়ুরেব হি বাহ্যো ধূমজ্যোতিঃসলিলসম্বলিতঃ পর্জ্জন্যভাবেন পরিণতো বিদ্যুৎস্তনয়িত্নু-বৃষ্ট্যশনিভাবেন বিবর্ত্ততে। যদ্যপি চ সর্ব্বং জগদিতি সবায়ুকং প্রতীয়তে, তথাপি সর্ব্বশব্দ আপেক্ষিকোঽপি ন স্বাভিধেয়ং জহাতি, কিন্তু সঙ্কুচিতবৃত্তির্ভবতি। প্রাণবজ্রশব্দৌ তু ব্রহ্মবিষয়ত্বে স্বার্থমেব ত্যজতঃ। তস্মাৎ স্বার্থত্যাগাৎ বরং বৃত্তিসঙ্কোচঃ, স্বার্থলেশাবস্থানাৎ। অমৃতশব্দোঽপি মরণাভাববচনো ন সার্ব্বকালিকং তদ্ভাবং ব্রূতে, জ্যোগ্‌জীবিতয়াপি

বর্ণেরই শ্রবণযোগ্য—শ্রোতব্য ; তাহা দ্বারাই শূদ্র জ্ঞেয় তত্ত্ব বা জ্ঞান (উপাসনা) আয়ত্ত করিবে, অধিকৃত করিবে। ফলিতার্থ এই যে, শূদ্রের বেদপূর্ব্বক বিদ্যাধিকার নাই, কিন্তু ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক আছে॥ ১। ৩। ৩৮॥

প্রসঙ্গাগত অধিকার-বিচার সমাপ্ত হইল ; এক্ষণে পুনর্ব্বার বাক্যার্থ-বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে। কঠশ্রুতিতে আছে "যে-কিছু জগৎ—এ সমস্তই প্রাণে এজিত (কম্পিত বা চেষ্টিত) হইতেছে। সেই প্রাণই মহৎ ভয়স্থান, যেমন উদ্যত বজ্র অর্থাৎ বজ্রের ন্যায়। যাঁহারা এই ভয়ানক বস্তুকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।" এই বাক্যে যে "এজতি" শব্দ আছে, ধাতু অনুসারে তাহার অর্থ—কম্পিত। সমুদায় বাক্যের অর্থ এই যে, এ সমস্ত জগৎ প্রাণাশ্রিত থাকিয়া চেষ্টমান হইতেছে, আর উদ্যত বজ্র যেমন ভয়-কারণ, সেইরূপ ভয়কারণ

* কম্পনাৎ হেতোঃ কম্পনাশ্রয়ঃ পরমেশ্বর এবেতি সূত্রার্থ-সংক্ষেপঃ।—
যাঁহার আশ্রিত হইয়া এ সকল কম্পিত হয়, এইরূপ এইরূপ বাক্য কঠ উপনিষদে আছে। সেই উপনিষদুক্ত কম্পনাশ্রয় পরমেশ্বর, ইহা কম্পনরূপ হেতুর দ্বারা জানা যায়।

প্রাপ্তিরিতি শ্রূয়তে। তত্র কোঽসৌ প্রাণঃ, কিঞ্চ তদ্ভয়ানকং বজ্রমিত্যপ্রতিপত্তের্ব্বিচারে ক্রিয়মাণে প্রাপ্তং তাবৎ প্রসিদ্ধেঃ পঞ্চবৃত্তির্ব্বায়ুঃ প্রাণ ইতি। প্রসিদ্ধেরেব চাশনির্ব্বজ্রং স্যাৎ, বায়োশ্চেদং মাহাত্ম্যং সঙ্কীর্ত্ত্যতে।

কথম্ ? সর্ব্বমিদং জগৎ পঞ্চবৃত্তৌ বায়ৌ প্রাণশব্দিতে প্রতিষ্ঠায়েজতি, বায়ুনিমিত্তমেব চ মহদ্ভয়ানকং বজ্রমুৎপদ্যতে। বায়ৌ হি পর্য্যন্যভাবেন বিবর্ত্তমানে বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুবৃষ্ট্যশনয়ো বিবর্ত্তন্ত ইত্যাচক্ষতে। বায়ুবিজ্ঞানাদেব চেদমমৃতত্বম্। তথা হি শ্রুত্যন্তরম্, "বায়ুরেব ব্যষ্টির্ব্বায়ুঃ সমষ্টিরপ পুনর্ম্মৃত্যুঞ্জয়তি, য এবং বেদ" ইতি। তস্মাদ্বায়ুরয়মিহ প্রতিপত্তব্য ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূম—

ব্রহ্মৈবেদমিহ প্রতিপত্তব্যম্, কুতঃ ? পূর্ব্বোত্তরালোচনাৎ।

তদুপপত্তেঃ। যথা অমৃতা দেবা ইতি। তস্মাৎ প্রাণবজ্রশ্রুত্যনুরোধাদ্বায়ুরেবাত্র বিবক্ষিতো ন ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তে উচ্যতে। 'কম্পনাৎ', সবায়ুকস্য জগতঃ কম্পনাৎ, পরমাত্মৈব শব্দাৎ প্রমিত ইতি মণ্ডূকপ্লুত্যানুষজ্যতে। ব্রহ্মণো হি বিভ্যদেতজ্জগৎ কৃৎস্নং স্বব্যাপারে নিয়মেন প্রবর্ত্ততে, ন তু মর্য্যাদামতিবর্ত্ততে। এতদুক্তং ভবতি—ন শ্রুতিসঙ্কোচমাত্রং শ্রুত্যর্থপরিত্যাগে হেতুরপি তু পূর্ব্বাপরবাক্যৈকবাক্যতা-প্রকরণাভ্যাং সম্বলিতঃ শ্রুতিসঙ্কোচঃ।

কোন এক মহৎ বস্তু (ব্রহ্ম) আছে। তাহাকে জানিলে মোক্ষ হয়। [তত্র…কীর্ত্ত্যতে] এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, প্রাণ কে ? কোন্ প্রাণ ? এবং ভয়প্রদ বজ্রই বা কি ? বিচার করিতে গেলে পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণবায়ুকেই পাওয়া যায়। বায়ুই প্রাণ এবং অশনিই বজ্র। বায়ুই প্রাণ-নামে ও অশনিই বজ্র নামে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রেও বায়ুর ঐরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

[কথং…লোচনাৎ] কি-প্রকার ? তাহা বলিতেছি। এ জগৎ প্রাণ-নামক বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চেষ্টমান এবং বায়ু হইতেই ভয়ানক বজ্র উৎপন্ন হয়। বায়ুই মেঘত্ব প্রাপ্ত হয়, হইলে বিদ্যুৎ, গর্জ্জন, বৃষ্টি ও বজ্র প্রকাশ-প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, বায়ু-বিজ্ঞানে মোক্ষও হয়। যথা—"বায়ুই ব্যষ্টি (পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ), বায়ুই সমষ্টি (সমুদয় পদার্থ); এতদ্রূপ জ্ঞান দৃঢ় হইলে অপমৃত্যু হয় না, সেই কারণে বায়ুকেই জানিবে।" এখন এই পূর্ব্বপক্ষের উপর বক্তব্য।—

প্রোক্ত বাক্যে ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে। কেন-না পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে

পূর্ব্বোত্তরয়োর্হি গ্রন্থভাগয়োর্ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যমানমুপলভামহে, ইহৈব কথমকস্মাদন্তরালে বায়ুং নির্দ্দিশ্যমানং প্রতিপদ্যেমহি। পূর্ব্বত্র তাবৎ—

"তদেব শুক্রন্তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।

তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥" ইতি ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং তদেবেহাপি সন্নিধানাৎ "জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" ইতি চ লোকাশ্রয়ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দ্দিষ্টমিতি গম্যতে। প্রাণশব্দোঽপ্যয়ং পরমাত্মন্যেব প্রযুক্তঃ, "প্রাণস্য প্রাণম্" ইতি দর্শনাৎ। এজয়িতৃত্বমপীদং পরমাত্মন এবোপপদ্যতে, ন বায়ুমাত্রস্য। তথাচোক্তম্,—

"ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।

ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥" ইতি।

উত্তরত্রাপি,—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

তদিদমুক্তং "পূর্ব্বোত্তরয়োর্হি গ্রন্থভাগয়োর্ব্রহ্মৈব নির্দ্দিশ্যমানমুপলভামহে ইহৈব কথমন্তরালে বায়ুং নির্দ্দিশ্যমানং প্রতিপদ্যেমহি" ইতি। তদনেন বাক্যৈকবাক্যতা দর্শিতা। প্রকরণাদপীতি ভাষ্যেণ প্রকরণমুক্তম্। যৎ খলু পৃষ্টং, তদেব

ব্রহ্ম-অর্থই লব্ধ হয়। [পূর্ব্বো…মহি] পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মেরই উপদেশ আছে, মধ্যে হঠাৎ বায়ুর উপদেশ হইবে কেন? বায়ু-উপদেশের কিছুমাত্র কারণ নাই। [পূর্ব্ব…উপাশ্রিতাবিতি] "তিনিই শুদ্ধ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই নিত্যমুক্ত, সমস্ত লোক তাঁহাতেই আশ্রিত, প্রতিষ্ঠিত, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।" এই পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্মের উপদেশ হইয়াছে, সুতরাং ইহার সন্নিধানে পঠিত প্রোক্ত বাক্যেও ব্রহ্ম। পূর্ব্ববাক্যে জগৎকে ব্রহ্মাশ্রিত বলা হইয়াছে, এ বাক্যেও জগৎকে প্রাণাশ্রিত বলা হইয়াছে; সুতরাং এ বাক্যে যে, ব্রহ্মকেই প্রাণ বলা হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। শাস্ত্রে পরমাত্মাকেও প্রাণ বলিতে দেখা যায়। যথা—"তিনি প্রাণের প্রাণ।" 'এজন' অর্থাৎ জীব-চেষ্টা। তৎপ্রবর্ত্তকতা পরমাত্মাতেই সম্ভব, কেবল বায়ু জীবচেষ্টার কারণ নহে। এ কথা শ্রুতিতেও আছে। যথা—"জীব প্রাণের দ্বারাও জীবিত থাকে না, অপানের দ্বারাও নহে, কিন্তু ঐ প্রাণ ও আপন যদাশ্রিত, যাঁহার অধীন, তাঁহারই দ্বারা জীবিত থাকে। তিনি জীবেরও জীবনের কারণ।" [উত্তর…ব্রহ্ম] শ্রুতি—উদাহৃত বাক্যের পরেও

ইতি ব্রহ্মৈব নির্দ্দেক্ষ্যতে, ন বায়ুঃ, সবায়ুকস্থ জগতো ভয়-হেতুত্বাভিধানাৎ তদেবেহাপি সন্নিধানাৎ মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতমিতি চ ভয়হেতুত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্নির্দ্দিষ্টমিতি গম্যতে। বজ্রশব্দোঽপ্যয়ং ভয়হেতুত্বসামান্যাৎ প্রযুক্তঃ। যথা হি বজ্রমুদ্যতং মমৈব শিরসি নিপতেৎ, যদ্যহমস্য শাসনং ন কুর্য্যামিত্যনেন ভয়েন জনো নিয়মেন রাজাদিশাসনে প্রবর্ত্ততে—এবমিদমগ্নিবায়ুসূর্য্যাদিকং জগদস্মাদেব ব্রহ্মণো বিভ্যন্নিয়মেন স্বব্যাপারে প্রবর্ত্তত ইতি ভয়ানকং বজ্রোপমিতং ব্রহ্ম। তথা চ ব্রহ্মবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্,—

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" ইতি।

অমৃতত্বফলশ্রবণাদপি ব্রহ্মৈবেদমিতি গম্যতে। ব্রহ্মজ্ঞানাদ্ধ্যমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, "তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে-

---

প্রধানং প্রতিবক্তব্যমিতি তস্য প্রকরণম্। পৃষ্টাদন্যস্মিংস্তূচ্যমানে শাস্ত্রমপ্রমাণং ভবেদসম্বদ্ধপ্রলাপিত্বাৎ। যত্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ ক্বচিদমৃতত্বমভিহিতমাপেক্ষিকং তদিতি। অপপুনর্মৃত্যুং জয়তীতি শ্রুত্যা হ্যপমৃত্যোর্ব্বিজয় উক্তো ন তু পরমমৃত্যুবিজয় ইত্যাপেক্ষিকত্বম্। তচ্চ তত্রৈব প্রকরণান্তরকরণেন হেতুনা।

"অগ্নি তাঁহার ভয়ে তাপ প্রদান করেন, সূর্য্যও তাঁহার ভয়ে আতপ প্রদান করেন, ইন্দ্র ও বায়ু, ইঁহারাও আপন আপন কার্য্য করেন এবং মৃত্যুও জীবকে আক্রমণ (সংহার) করেন।" এইরূপে ব্রহ্মের উপদেশ করিবেন। এই পরবাক্যে তিনি বায়ুর সহকৃত সর্ব্বজগতের ভয়জনক, এরূপ উল্লেখ থাকায় অব্যবহিত পূর্ব্ববাক্যস্থ উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক, এ কথা ব্রহ্মপর, এবং ব্রহ্মই ভয়ের নিমিত্ত কারণ, তন্নিমিত্ত তিনি বজ্র। যদি আমি রাজশাসন প্রতিপালন না করি, ভয়জনক বজ্র বা রাজদণ্ড আমার উপরে পড়িবে, ইহা ভাবিয়া যেমন লোক ভয়প্রযুক্ত নিয়মপূর্ব্বক রাজাজ্ঞা-পালনে প্রবৃত্ত থাকে, সেইরূপ অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি সমুদয় জগৎও ব্রহ্মের ভয়ে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে। শ্রুতিও এই ভাবেই ব্রহ্মে বজ্রের উপমা দিয়াছেন।

[তথাচ···পঞ্চমঃ] ব্রহ্মবিষয়ে অন্য শ্রুতিও আছে, তাহাও ঐরূপ। যথা—"বায়ু তাঁহার ভয়ে পবমান ও সূর্য্য উদিত হইতেছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, মৃত্যু, ইঁহারাও আপন আপন কার্য্য করিতেছেন।" [অমৃতত্ব···বর্ণাৎ] মোক্ষফলের উপদেশ থাকাতেও প্রাণের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয়। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্যজ্ঞানে যে, মুক্তি হয় না, ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"জীব তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু

হয়নায়” ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। যত্তু বায়ুবিজ্ঞানাৎ ক্বচিদমৃতত্বমভিহিতং, তদাপেক্ষিকম্। তত্রৈব প্রকরণান্তরকরণেন পরমাত্মানমভিধায় অতোঽন্যদার্ত্তমিতি বায়্বাদেরার্ত্তত্বাভিধানাৎ প্রকরণাদপ্যত্র পরমাত্মনিশ্চয়ঃ।

“অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥”

ইতি পরমাত্মনঃ পৃষ্টত্বাৎ॥ ১। ৩। ৩৯॥

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ॥ ১।৩। ৪০॥ *

“এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে” ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয্যতে—কিং জ্যোতিঃশব্দং চক্ষুর্ব্বিষয়ং তমোঽপহং তেজঃ ?

ন কেবলমপশ্রুত্যা তদাপেক্ষিকমপি তু পরমাত্মানমভিধায়াতোঽন্যদার্ত্তমিতি বায়্বাদেরার্ত্তত্বাভিধানাৎ। ন হ্যার্ত্তাভ্যাসাদনার্ত্তো ভবতীতি ভাবঃ॥১।৩।৩৯॥

অত্র হি জ্যোতিঃশব্দস্য তেজসি মুখ্যত্বাদ্ব্রহ্মণি জঘন্যত্বাৎ, প্রকরণাচ্চ শ্রুতের্ব্বলীয়স্ত্বাৎ, পূর্ব্ববচ্ছ্রুতিসঙ্কোচস্য চাত্রাভাবাৎ, প্রত্যুত ব্রহ্মজ্যোতিঃপক্ষে ক্ত্বাশ্রুতেঃ পূর্ব্বকালার্থায়াঃ পীড়নপ্রসঙ্গাৎ সমুত্থানশ্রুতেশ্চ তেজ এব জ্যোতিঃ।

অতিক্রম করে, তাঁহাকে পাইবার (জ্ঞান ব্যতীত) অন্য উপায় নাই।” [যত্তু ···পৃষ্টত্বাৎ] কোন কোন স্থলে যে, বায়ুজ্ঞানে মোক্ষ হয় অভিহিত হইয়াছে, তাহা আপেক্ষিক। সেখানেও অন্য প্রস্তাব উত্থান-পূর্ব্বক পরমাত্মার কথা বলিয়া “পরমাত্মা ভিন্ন সমস্তই আর্ত্ত অর্থাৎ নশ্বর”, এবংক্রমে বায়ুরও নশ্বরত্ব কথিত আছে। প্রকরণ-বলে এথানে প্রাণশব্দের পরমাত্মা অর্থই লব্ধ হয়। এ প্রস্তাব যে, পরমাত্মার প্রস্তাব এবং প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা “যাহা ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, কার্য্যকারণের অতীত, ভূত-ভবিষ্যতের অতীত, তাহাই আমাকে বলুন, উপদেশ করুন।” এই পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নের দ্বারাও নিশ্চিত হয়॥১।৩।৩৯॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে, “এই সুষুপ্ত পুরুষ এ শরীর হইতে উত্থিত হন, হইয়া পর জ্যোতিঃ প্রাপ্ত ও আপন স্বরূপে পরিনিষ্ঠিত হন।” এতদ্বাক্যস্থ পরজ্যোতিঃ কি ? ইহা কি চক্ষুগ্রাহ্য তমোনাশক তেজ ? না পরব্রহ্ম ?

* ছান্দোগ্যশ্রুত্যুক্তং জ্যোতিঃ পরমাত্মৈব নান্যদিতি প্রতিজ্ঞা। অত্র হেতুঃ দর্শনাদিতি। পরমাত্মানুবৃত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ।

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রজাপতিবাক্যে যে জ্যোতিঃশব্দের উপদেশ আছে, সে জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মপর। হেতু এই যে, সেখানে ব্রহ্মই অনুবৃত্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রস্তাবপ্রসঙ্গে (অনুবর্ত্তনে) ঐ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

কিং বা পরং ব্রহ্ম? কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দমিতি। কুতঃ? তত্র জ্যোতিঃশব্দস্য রূঢ়ত্বাৎ। "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" ইত্যত্র হি প্রকরণাৎ জ্যোতিঃশব্দঃ স্বার্থং পরিত্যজ্য ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। ন চেহ তদ্বৎ কিঞ্চিৎ স্বার্থপরিত্যাগে কারণং দৃশ্যতে। তথা চ নাড়ীখণ্ডে, "অথ যত্রৈতদস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামত্যথৈতৈরেব রশ্মিভিরূর্দ্ধমাক্রমতে" ইতি মুমুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতা। তস্মাৎ প্রসিদ্ধমেব তেজো জ্যোতিঃশব্দবাচ্যমিতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।—

পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্, কস্মাৎ? দর্শনাৎ। তস্য হীহ

তথাহি, সমুত্থানমুদ্গমনমুচ্যতে, ন তু বিবেকবিজ্ঞানম্। উদ্গমনঞ্চ তেজঃপক্ষেঽর্চ্চিরাদিমার্গেণোপপদ্যতে। আদিত্যশ্চার্চ্চিরাদ্যপেক্ষয়া পরং জ্যোতির্ভবতীতি তদুপসম্পদ্য তস্য সমীপে ভূত্বা স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, কার্য্যব্রহ্মলোক-প্রাপ্তৌক্রমেণ মুচ্যতে। ব্রহ্মজ্যোতিঃপক্ষে তু ব্রহ্ম ভূত্বা কাঽপর-স্বরূপনিষ্পত্তিঃ। ন চ দেহাদিবিবিক্ত-ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারো বৃত্তিরূপোঽভিনিষ্পত্তিঃ, সা হি ব্রহ্মভূয়াৎ প্রাচীনা ন তু পরাচীনা, সেয়মুপসম্পদ্যেতি ক্ত্বাশ্রুতেঃ পীড়া। তস্মাৎ তিসৃভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রকরণবাধনাত্তেজ এবাত্র জ্যোতিরিতি প্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতিঃশব্দম্। কস্মাৎ? দর্শনাৎ। "তস্য হীহ প্রকরণে" "অনুবৃত্তির্দৃশ্যতে"। যৎ খলু প্রতিজ্ঞায়তে, যচ্চ মধ্যে পরামৃশ্যতে, যচ্চোপসংহ্রিয়তে, স এব প্রধানং প্রকরণার্থঃ। তদন্তঃপাতিনস্তু সর্ব্বে তদনুগুণতয়া নেতব্যাঃ। ন তু শ্রুত্যনুরোধমাত্রেণ প্রকরণাদপক্রষ্টব্যা ইতি হি লোকস্থিতিঃ। অন্যথোপাংশুযাজবাক্যে জামিতাদোষোপক্রমে তৎ-প্রতিসমাধানোপসংহারে চ তদন্তঃপাতিনো বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্য ইত্যাদয়ো বিধিশ্রুত্যনুরোধেন পৃথগ্বিধয়ঃ প্রসজ্যেরন্। তৎ কিমিদানীং তিস্রঃ সাহ্নস্ত্যোপসদঃ কার্য্যা

তমোনাশক তেজ-বিশেষেই জ্যোতিঃশব্দ রূঢ়—প্রসিদ্ধ, সুতরাং প্রথমতঃ তেজবিশেষই পাওয়া যায়। [জ্যোতিঃ…দৃশ্যতে] "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" সূত্রে প্রকরণ-বলে জ্যোতিঃশব্দের ব্রহ্ম অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখানে সেরূপ কোন কারণ নাই যে, জ্যোতিঃশব্দের স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। নাড়ীখণ্ডেও (শ্রুতির অংশবিশেষে) "যখন মুমুক্ষু এ শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয়, এ শরীর ত্যাগ করে, তখন নাড়ীসংশ্লিষ্ট সেই সকল রশ্মিকর্তৃক (সৌর তেজ দ্বারা) ঊর্দ্ধনীত হয়, হইয়া ব্রহ্মলোকের দ্বারস্বরূপ আদিত্যমণ্ডলে গমন করে।" এইরূপে আদিত্যপ্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে। এই সকল কারণে বলি, উক্ত জ্যোতিঃশব্দ তেজোবিশেষবাচী। এতদ্রূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তির পর বলা বলা যায়—

প্রোক্ত জ্যোতিঃশব্দ তেজ নহে, পরব্রহ্ম। কেন না ঐ প্রস্তাবে ব্রহ্মেরই অনু-

প্রকরণে বক্তব্যত্বেনানুবৃত্তির্দৃশ্যতে। "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যপহতপাপ্মত্বাদিগুণকস্যাত্মনঃ প্রকরণাদাবন্বেষ্টব্যত্বেন বিজিজ্ঞাসিতব্যত্বেন চ প্রতিজ্ঞানাৎ, "এতন্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" ইতি চানুসন্ধানাৎ, "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" ইতি চ

দ্বাদশাহীনস্যেতি প্রকরণানুরোধাৎ সমুদায়প্রসিদ্ধিবল-লব্ধমহর্গণাভিধানং পরিত্যজ্যাঽহীনশব্দঃ কথমপ্যবয়বব্যুৎপত্ত্যা সাহ্নং জ্যোতিষ্টোমমভিধায় তত্রৈব দ্বাদশোপসত্তাং বিধত্তাম্। স হি কৃৎস্নবিধানান্ন কুতশ্চিদপি হীয়তে ক্রতোরিত্যহীনঃ শক্যো বক্তুম্। মৈবম্ অবয়বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদায়প্রসিদ্ধির্বলীয়সীতি শ্রুত্যা প্রকরণবাধনান্ন দ্বাদশোপসত্তামহীনগুণযুক্তে জ্যোতিষ্টোমে শক্নোতি বিধাতুম্। নাপ্যতোঽপকৃষ্টঃ সন্নহর্গণস্য বিধত্তে। পরপ্রকরণেঽন্যধর্ম্মবিধেরন্যায্যত্বাৎ। অসম্বন্ধপদব্যবায়বিচ্ছিন্নস্য প্রকরণস্য পুনরনুসন্ধানক্লেশাৎ। তেনানপকৃষ্টেনৈব দ্বাদশাহীনস্যেতি বাক্যেন সাহ্নস্য তিস্র উপসদঃ কার্য্যা ইতি বিধিং স্তোতুং দ্বাদশাহবিহিতা দ্বাদশোপসত্তা তৎপ্রকৃতিত্বেন চ সর্ব্বাহীনেষু প্রাপ্তা নিবীতাদিবদনূদ্যতে। তস্মাদহীনশ্রুত্যা প্রকরণবাধেঽপি ন দ্বাদশাহীনস্যেতি বাক্যস্য প্রকরণাদপকর্ষো জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণাম্নাতস্য। পূষাদ্যনুমন্ত্রণমন্ত্রস্য যল্লিঙ্গবলাৎ প্রকরণবাধেনাপকর্ষস্তদগত্যা। পৌষ্ণাদৌ চ কর্ম্মণি তস্যার্থবত্ত্বাদিহ ত্বপকৃষ্টস্যার্চ্চিরাদিমার্গোপদেশে ফলস্যোপায়মার্গপ্রতিপাদকেঽতিবিশদ এব সম্প্রসাদ ইতি বাক্যস্যাবিশদৈকদেশমাত্রপ্রতিপাদকস্য নিষ্প্রয়োজনত্বাৎ। ন চ দ্বাদশাহীনস্যেতিবৎ যথোক্তাত্মধ্যানসাধনানুষ্ঠানং স্তোতুমেব সম্প্রসাদ ইতি বচনমর্চ্চিরাদিমার্গমনুবদতীতি যুক্তম্। স্তুতিলক্ষণায়াং স্বাবিধেয়সংসর্গতাৎপর্য্যপরিত্যাগপ্রসঙ্গাৎ। দ্বাদশাহীনস্যেতি তু বাক্যে স্বার্থসংসর্গতাৎপর্য্যে প্রকরণবিচ্ছেদস্য প্রাপ্তানুবাদমাত্রস্য চাপ্রয়োজনত্বমিতি স্তুত্যর্থো লক্ষ্যতে। ন চৈতদ্দোষভয়াৎ সমুদায়প্রসিদ্ধিমুল্লঙ্ঘ্যাবয়বপ্রসিদ্ধিমুপাশ্রিত্য সাহ্নস্যৈব দ্বাদশোপসত্তাং বিধাতুমর্হতি, ত্রিত্বদ্বাদশত্বয়োর্ব্বিকল্পপ্রসঙ্গাৎ। ন চ সত্যাং গতৌ বিকল্পো ন্যায্যঃ। সাহ্নাহীনপদয়োশ্চ প্রকৃতজ্যোতিষ্টোমাভিধায়িনোরানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ, প্রকরণাদেব তদবগতেঃ। ইহ তু স্বার্থসংসর্গতাৎপর্য্যে নোক্তদোষপ্রসঙ্গ ইতি পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া প্রকরণানুরোধাদ্রূঢ়িমপি পূর্ব্বকালতামপি পরিত্যজ্য প্রকরণানুগুণ্যেন জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম প্রতীয়তে। যত্তূক্তং মুমুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি, নাসাবাত্যন্তিকো মোক্ষঃ। কিন্তু কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ। ন চ ক্রমমুক্ত্যভিপ্রায়ং স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত-

---

বর্ত্তন দেখা যায়। [য…বিশেষণাৎ] "যিনি আত্মা, তিনি নিষ্পাপ" ইত্যাদিক্রমে আত্মার প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া পরে আত্মাই অন্বেষ্টব্য, আত্মাই জিজ্ঞাস্য, এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। তৎপরে "এই আত্মার কথা বলিব, আত্মা বুঝাইব," এইরূপ আত্মার অনুকর্ষণ বা অনুসন্ধান করা হইয়াছে। অনন্তর "অশরীর সৎকে প্রিয় অপ্রিয় (পুণ্য ও পাপ) স্পর্শ করে না," এইরূপে আত্মার অশরীরত্ব নির্ণয়ের জন্যই জ্যোতিঃসম্পন্ন হইবার কথা বলা হইয়াছে। ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য

অশরীরতায়ৈ জ্যোতিঃসম্পত্তেরস্যাভিধানাৎ, ব্রহ্মভাবাচ্চান্যত্রা-শরীরতানুপপত্তেঃ, পরং জ্যোতিঃ, স উত্তমঃ পুরুষঃ ইতি চ বিশেষণাৎ। যত্তূক্তং মুমুক্ষোরাদিত্যপ্রাপ্তিরভিহিতেতি, ন চাসাবাত্যন্তিকো মোক্ষো গত্যুৎক্রান্তিসম্বন্ধাৎ। নহি আত্যন্তিকে মোক্ষে গত্যুৎক্রান্তী স্ত ইতি বক্ষ্যামঃ ॥ ১ । ৩ । ৪০ ॥

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥১।৩।৪১॥*

"আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম, তদমৃতং, স আত্মা" ইতি শ্রূয়তে। তৎ কিমাকাশশব্দং

ইতি বচনম্। নহ্যেতৎ প্রকরণোক্তং ব্রহ্মতত্ত্বংবিদুষো গত্যুৎক্রান্তী স্তঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে' ইতি। ন চ তদ্বারেণ ক্রমমুক্তিঃ। অর্চ্চিরাদিমার্গস্য হি কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপকত্বং, ন তু ব্রহ্ম-ভূয়হেতুভাবঃ, জীবস্য তু নিরুপাধিনিত্যশুদ্ধবুদ্ধব্রহ্মভাবসাক্ষাৎকারহেতুকে মোক্ষে কৃতমর্চ্চিরাদিমার্গেণ কার্য্যব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত্যা, অত্রাপি ব্রহ্মবিদস্তদুপপত্তেঃ। তস্মান্ন জ্যোতিরাদিত্যমুপসম্পদ্য সম্প্রসাদস্য জীবস্য স্বেন রূপেণ পারমার্থিকেন ব্রহ্মণাঽ-ভিনিস্পত্তিরাঞ্জসীতি শ্রুতেরত্রাপি ক্লেশঃ। অপি চ পরং জ্যোতিঃ স উত্তমঃ পুরুষ ইতীহৈবোপরিষ্টাদ্বিশেষণাত্তেজসো ব্যাবর্ত্ত্য পুরুষবিষয়ত্বেনাবস্থাপনাজ্জ্যোতিষ্পদস্য পরমেব ব্রহ্ম জ্যোতির্ন তু তেজ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১ । ৩ । ৪০ ॥

যদ্যপ্যাকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যত্র ব্রহ্মলিঙ্গদর্শনাদাকাশঃ পরমাত্মেতি ব্যুৎপাদিতং, তথাপি তদ্বদত্র পরমাত্মলিঙ্গদর্শনাভাবান্নামরূপনির্ব্বহণস্য ভূতাকাশেঽপ্যবকাশ-

কোনরূপে অশরীর হওয়া সিদ্ধ বা উপপন্ন হয় না। "পর জ্যোতিই উত্তম পুরুষ" এতদ্রূপ বিশেষণও আছে। [যত্তূক্তং⋯বক্ষ্যামঃ] মুমুক্ষুর আদিত্য-প্রাপ্তি হয় সত্য; কিন্তু তাহা (আদিত্যপ্রাপ্তি) আত্যন্তিক মোক্ষ নহে। কারণ এই যে, সেরূপ মরণে গতি ও উৎক্রান্তি উভয়ই আছে। আত্যন্তিক মুক্তিতে গতি ও উৎক্রান্তি নাই। এ কথা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে ॥ ১ । ৩ । ৪০ ॥

ছান্দোগ্যে অন্য এক বাক্য আছে। যথা—"আকাশই নাম-রূপের নির্ব্বা-হক। যাহা ব্রহ্ম, তাহা নাম ও রূপ হইতে ভিন্ন। যাহা ব্রহ্ম,তাহা অমৃত ও আত্মা।" এ আকাশ কে? শ্রুতি কোন্ বস্তুকে আকাশ বলিলেন? বিচার করিতে গেলে প্রথমে ভূতাকাশ গ্রহণ করাই ন্যায্য হয়। কারণ এই যে, আকাশ-শব্দ

* "আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা" ইত্যত্র য আকাশোঽভিহিতশ্ছান্দোগ্যে, তৎ ব্রহ্ম। তত্র হেতুরর্থেতি। তস্য নামরূপয়োর্ভেদেনোক্তত্বাদিত্যর্থঃ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যে, আকাশ-শব্দ আছে, তাহা ব্রহ্মবোধক। কারণ এই যে, শ্রুতি তাহাকে নামরূপের নির্ব্বাহক অথচ নামরূপাদি হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন।

পরং ব্রহ্ম ? কিং বা প্রসিদ্ধমেব ভূতাকাশম্ ? ইতি বিচারে ভূতপরিগ্রহো যুক্তঃ আকাশশব্দস্য তস্মিন্ রূঢ়ত্বাৎ। নামরূপনির্ব্বহণস্য চাবকাশদানদ্বারেণ তস্মিন্ যোজয়িতুং শক্যত্বাৎ, স্রষ্টৃত্বাদেশ্চ স্পষ্টস্য ব্রহ্মলিঙ্গস্যাশ্রবণাৎ, ইত্যেবং প্রাপ্ত-ইদমভিধীয়তে। পরমেব ব্রহ্মেহাকাশশব্দং ভবিতুমর্হতি। কস্মাৎ ? অর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্মেতি হি নামরূপাভ্যামর্থান্তরভূতমাকাশং ব্যপদিশতি। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যন্নামরূপাভ্যামর্থান্তরং সম্ভবতি, সর্ব্বস্য বিকারজাতস্য নামরূপাভ্যামেব ব্যাকৃতত্বাৎ। নামরূপয়োরপি নির্ব্বহণং নিরঙ্কুশং ন ব্রহ্মণোঽন্যত্র সম্ভবতি, "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকর-

বাণেনোপপত্তেরকস্মাচ্চ রূঢ়িপরিত্যাগস্যাযোগাৎ। নামরূপে অন্তরা ব্রহ্মেতি চ নাকাশস্য নামরূপয়োর্নির্ব্বিহিতুরন্তরালত্বমাহ, অপি তু ব্রহ্মণঃ। তেন ভূতাকাশো নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা। ব্রহ্ম চৈতয়োরন্তরালং মধ্যং সারমিতি যাবৎ। ন তু নির্ব্বোঢ়ৈব ব্রহ্ম অন্তরালং বা নির্ব্বোঢৃ। তস্মাৎ প্রসিদ্ধের্ভূতাকাশমেবাকাশো ন তু ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরমেবাকাশং ব্রহ্ম, "কস্মাদর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ"। নামরূপমাত্রনির্ব্বাহকমিহাকাশমুচ্যতে। ভূতাকাশঞ্চ বিকারত্বেন নামরূপান্তঃপাতি সৎ কথমাত্মানমুদ্বহেৎ। নহি সুশিক্ষিতোঽপি বিজ্ঞানী স্বেন স্কন্ধেনাত্মানং বোঢুমুৎসহতে। ন চ নামরূপশ্রুতিরবিশেষতঃ প্রবৃত্তা ভূতাকাশবর্জ্জং নামরূপান্তরে সঙ্কোচয়িতুং সতি সম্ভবে যুজ্যতে। ন চ নির্ব্বাহকত্বং নিরঙ্কুশমবগতম্। ব্রহ্ম-লিঙ্গং কথঞ্চিৎ ক্লেশেন পরতন্ত্রে নেতুমুচিতম্। "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি চ তৎস্রষ্টৃত্বমতিস্পষ্টং ব্রহ্ম-

ভূতবিশেষেই রূঢ়। নামরূপনির্ব্বাহকত্ব ধর্ম্মটীকে অবকাশ-ভাব লক্ষ্য করিয়া ভূতাকাশে যোজনা করিতেও পার। অর্থাৎ আকাশ অবকাশ প্রদান করে, তাই অন্যান্য পদার্থের নাম রূপাদি নিষ্পন্ন হয়। এখানে পূর্ব্বের ন্যায় ("আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" সূত্রের ন্যায়) বিস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গ নাই ; সুতরাং পৌনরুক্ত্যাশঙ্কাও নাই। এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষের বিরুদ্ধে বলা যায়, এখানেও আকাশ পরব্রহ্ম। হেতু এই যে, ঐ স্থানে অর্থান্তরের ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে। শ্রুতি "নাম ও রূপ যাহার অন্তরে, যাহা হইতে ভিন্ন, তাহা ভিন্ন, তাহা ব্রহ্ম" এইরূপে প্রোক্ত আকাশকে নামরূপাতিরিক্ত বলিয়াছেন। [ন চ…শ্রবণাৎ] ব্রহ্মই নামরূপভিন্ন, অন্য কেহ নামরূপ ভিন্ন নহে। যে-কিছু বিকার, সমস্তই নামের ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ প্রোক্তবিধ নামরূপনির্ব্বাহক নহে। শ্রুতিতেও "জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ বিস্পষ্ট করিব ;" এতদ্রূপ ক্রমে ব্রহ্মেরই নাম-

বাণি" ইতি ব্রহ্মকর্তৃত্বশ্রবণাৎ। নন্বু জীবস্যাপি প্রত্যক্ষং নামরূপবিষয়ং নির্ব্বোঢ়ৃত্বমস্তি। বাঢ়মস্তি, অভেদস্তত্র বিবক্ষিতঃ। নামরূপনির্ব্বহণাভিধানাদেব চ স্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গমভিহিতং ভবতি। "তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা" ইতি চ ব্রহ্মবাদস্য লিঙ্গানি। আকাশস্তল্লিঙ্গাদিত্যস্যায়ং প্রপঞ্চঃ॥ ১। ৩। ৪১॥

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন॥ ১। ৩। ৪২॥ *

ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে। বৃহদারণ্যকে ষষ্ঠে প্রপাঠকে, "কতম আত্মেতি, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্জ্যোতিঃ-পুরুষঃ" ইত্যুপক্রম্য ভূয়ানাত্মবিষয়ঃ প্রপঞ্চঃ কৃতঃ। তৎ কিং

লিঙ্গমত্র প্রতীয়তে। ব্রহ্মরূপতয়া চ জীবস্য ব্যাকর্ত্তৃত্বে ব্রাহ্মণ এব ব্যাকর্ত্তৃত্বমুক্তম্। এবঞ্চ নির্ব্বহিতুরেবান্তরালতোপপত্তেরন্যো নির্ব্বহিতাঽন্যচ্চান্তরালমিত্যর্থভেদকল্পনাপি ন যুক্তা। তথা চ তে নামরূপে যদাকাশমন্তরেত্যয়মর্থান্তরব্যপদেশ উপপন্নো ভবত্যাকাশস্য। তস্মাদর্থান্তরব্যপদেশাৎ, তথা, তদ্ব্রহ্ম তদমৃতমিতি ব্যপদেশাৎ ব্রহ্মৈবাকাশমিতি সিদ্ধম্॥১।৩.৪১॥

"আদিমধ্যাবসানেষু সংসারিপ্রতিপাদনাৎ।
তৎপরে গ্রন্থসন্দর্ভে সর্ব্বং তত্রৈব যোজ্যতে॥"

সংসার্য্যেব তাবদাত্মাহঙ্কারাস্পদং প্রাণাদিপরীতঃ সর্ব্বজনসিদ্ধঃ। তমেব চ যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিত্যাদিশ্রুতিসন্দর্ভ আদিমধ্যাবসানেষামৃশতীতি

রূপকর্তৃত্ব কথিত আছে। [নন্বু…প্রপঞ্চঃ] বলিতে পার, জীবেরও নামরূপ-নির্ব্বাহকত্ব আছে এবং তাহা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রৌত। এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা সত্য, কিন্তু অভেদ বিবক্ষা অর্থাৎ ব্রহ্মই জীব, এই ভাব লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে। আকাশ নামরূপের নির্ব্বাহক, এই কথায় সৃষ্টিকর্তৃত্ব বলা হইয়াছে এবং সৃষ্টিকর্তৃত্বই আকাশের ব্রহ্মত্ব অনুমান করাইতেছে। "তাহাই ব্রহ্ম, অমৃত ও আত্মা, এ কথাও ব্রহ্মবাদের (আকাশের ব্রহ্মত্বের) অনুমাপক। ইহা "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" সূত্রের প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার মাত্র॥ ১। ৩। ৪১॥

আরণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠপ্রপাঠকে (পরিচ্ছেদে) রাজর্ষি জনকের আত্ম-বিষয়ক প্রশ্ন আছে। জনক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে কিছু অহংজ্ঞানগম্য, সে সকলের মধ্যে আত্মা কোন্‌টি?" যাজ্ঞবল্ক্য তাহার প্রত্যুত্তরে ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে

---

* সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেনোক্তত্বাৎ। জীবস্য সুষুপ্ত্যাদিরস্তি পরমেশ্বরস্য তু তন্নাস্তি, অতএব জীবাদ্ভিন্নঃ পরমেশ্বর ইতি তদ্বাক্যং পরমেশ্বরস্বরূপনিরূপণপরমিতি যোজনা :—আরণ্যক শ্রুতিতে যে জনক-যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নপ্রতিবচন আছে, সে সমস্তই আত্মার অসংসারি-স্বরূপ প্রতিপাদক।

সংসারিস্বরূপমাত্রান্বাখ্যানপরং বাক্যম্? উতাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরম্? ইতি বিশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? সংসারিস্বরূপমাত্রবিষয়মেবেতি। কুতঃ? উপক্রমোপসংহারাভ্যাম্। উপক্রমে "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইতি শারীরলিঙ্গাৎ। উপসংহারে চ, "স বা এষ মহানজ আত্মা, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইতি, তদপরিত্যাগান্মধ্যেঽপি বুদ্ধান্তাত্মবস্থোপন্যাসেন তস্যৈব প্রপঞ্চনাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—

পরমেশ্বরোপদেশপরমেবেদং বাক্যং, ন শারীরমাত্রান্বাখ্যানপরম্। কস্মাৎ? সুষুপ্তাবুৎক্রান্তৌ চ শারীরাদ্ ভেদেন পরমেশ্বরস্য ব্যপদেশাৎ। সুষুপ্তৌ তাবৎ, "অয়ং পুরুষঃ

তদনুবাদপরো ভবিতুমর্হতি। এবঞ্চ সংসার্য্যাত্মৈব কশ্চিদপেক্ষ্য মহান্ সংসারস্তু চানাদিত্বেনানাদিত্বাৎ, অত উচ্যতে, ন তু তদতিরিক্তঃ কশ্চিদত্র নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব প্রতিপাদ্যঃ। যত্তু সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা পরিষ্বক্ত ইতি ভেদং মন্যসে, নাসৌ ভেদঃ, কিন্ত্বয়মাত্মশব্দঃ স্বভাববচনঃ, তেন সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যবস্থায়াং বিশেষবিষয়াভাবাৎ সম্পিণ্ডিতপ্রজ্ঞেন প্রাজ্ঞেনাত্মনা স্বভাবেন পরিষ্বক্তো ন কিঞ্চিদ্বেদেত্যভেদেঽপি ভেদবদুপচারেণ যোজনীয়ম্। যথাহুঃ প্রাজ্ঞঃ সম্পিণ্ডিতপ্রজ্ঞঃ' ইতি। পত্যাদয়শ্চ শব্দাঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতাত্মকস্য জগতো জীবকর্ম্মার্জ্জিতত্তয়া তদ্ভোগ্যত্তয়া চ যোজনীয়াঃ। তস্মাৎ সংসার্য্যেবানূদ্যতে ন তু পরমাত্মা প্রতিপাদ্যত ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—'সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন' ব্যপদেশাদিত্যনুবর্ত্ততে।

যিনি বিজ্ঞানময় (বুদ্ধিতন্ময়) অথচ ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধির অতিরিক্ত, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, হৃদয়ের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ (সর্ব্ব-প্রকাশক)," এইরূপ এইরূপ অনেক কথা বলিয়াছিলেন। সে সকল প্রশ্ন প্রতিবচন জীবাত্মবিষয়ক বা পরমাত্মবিষয়ক, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। বিচার করিতে গেলে উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্টে প্রথমতঃ জীবাত্মবিষয়ক বলিয়াই প্রতীত হয়। [উপক্রম···ব্যপদেশাৎ] উপক্রমে অর্থাৎ প্রারম্ভে 'বিজ্ঞানময়' কথা আছে, তাহা শরীরের বোধক। উপসংহারেও (সমাপ্তিতেও) "সেই এই মহান্ ও জন্মরহিত আত্মা—যিনি এই বিজ্ঞানময়।" এইরূপ কথা আছে। এ কথাও পূর্ব্বোক্ত কথারই বিস্তার মাত্র। এতদ্রূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তির পর এইরূপ বলা যায় যে,

ঐ বাক্যে যে, কেবল জীবের অনুবাদ, এমত নহে, পরমেশ্বরেরও উপদেশ হইয়াছে। কারণ এই যে, জীব সুষুপ্তিবিষয়ে ও উৎক্রান্তিবিষয়ে (উৎক্রান্তি—মরণ) পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহা ঐ স্থানেই উপদিষ্ট আছে। [সুষুপ্তৌ···গম্যতে] শ্রুতি

প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্” ইতি শারীরাদ্ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি। তত্র পুরুষঃ শারীরঃ স্যাৎ, তস্য বেদিতৃত্বাৎ। বাহ্যাভ্যন্তরবেদনপ্রসঙ্গে সতি তৎ-প্রতিষেধসম্ভবাৎ। প্রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ, সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া নিত্যমবিয়োগাৎ। তথা, উৎক্রান্তাবপি “অয়ং শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ় উৎসর্জ্জন্ যাতি” ইতি জীবাদ্ভেদেন পরমেশ্বরং ব্যপদিশতি। তত্রাপি শারীরো জীবঃ স্যাৎ, শরীরস্বামিত্বাৎ। প্রাজ্ঞস্তু স এব পরমেশ্বরঃ। তস্মাৎ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমেশ্বর এবাত্র বিবক্ষিত ইতি গম্যতে।

যদুক্তমাদ্যন্তমধ্যেষু শারীরলিঙ্গাৎ তৎপরত্বমস্য বাক্যস্যেতি,

অয়মভিসন্ধিঃ—কিং সংসারিণোঽন্যঃ পরমাত্মা নাস্তি, তস্মাৎ সংসার্য্যাত্মপরং যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেম্বিতি বাক্যম্, আহোস্বিদিহ সংসারিব্যতিরেকেণ পরমাত্মনোঽসঙ্কীর্ত্তনাৎ সংসারিণশ্চাদিমধ্যাবসানেম্বমর্শাৎ সংসার্য্যাত্মপরং। ন তাবৎ সংসার্য্যতিরিক্তস্য তস্যাভাবঃ। তৎপ্রতিপাদকা হি শতশ আগমা “ঈক্ষতের্নাশব্দং” “গতিসামান্যাৎ” ইত্যাদিভিঃ সূত্রসন্দর্ভৈরুপপাদিতাঃ। ন চাত্রাপি সংসার্য্য-তিরিক্তপরমাত্মসঙ্কীর্ত্তনাভাবঃ, সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোস্তৎসঙ্কীর্ত্তনাৎ। ন চ প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনো জীবাদ্ভেদেন সঙ্কীর্ত্তনং সতি সম্ভবে রাহোঃ শির ইতিবদৌপচারিকং যুক্তম্। ন চ প্রাজ্ঞ-শব্দঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষশালিনি নিরূঢ়বৃত্তিঃ কথঞ্চিদজ্ঞবিষয়ো ব্যাখ্যাতুমুচিতঃ। ন চ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষোঽসঙ্কুচদ্বৃত্তির্বিদিতসমস্তবেদিতব্যাৎ সর্ব্ব-

---

সুষুপ্তি বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মায় পরিষক্ত (একত্ব-প্রাপ্ত) হওয়ায় বাহিরের ও অন্তরের বস্তু জানিতে পারে না।” এ বাক্যে পরমেশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। প্রদর্শিত বাক্যের পুরুষ-শব্দটী জীববাচী। জীবই জ্ঞাতা ; তাহারই বাহ্যান্তর বিষয়ে জ্ঞান আছে, এবং সেই জ্ঞানেরই নিষেধ সম্ভব। আবার প্রাজ্ঞশব্দ পরমেশ্বরেরই বোধক। সর্ব্বজ্ঞতারূপ প্রজ্ঞা পরমেশ্বরেই নিত্য অবস্থিত, জীবে তাহা নাই। (জীবে আগন্তুক বা কাদাচিৎক)। অপিচ, উৎ-ক্রান্তিকালেও জীব প্রাজ্ঞ আত্মায় (পরমাত্মায়) অনুগত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে। এই উৎক্রান্তিবাক্যও পরমেশ্বরকে জীব হইতে ভিন্ন বলিতেছে। উৎক্রান্তিবাক্যের শারীর-শব্দ জীববাচী এবং প্রাজ্ঞশব্দ পরমেশ্বরের বোধক। অতএব, সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি (মরণ), এই দুই বিষয়ে ঐ দুই বাক্যে জীব হইতে পরমেশ্বরের ভিন্নতা প্রতিপাদিত হওয়ায় পরমেশ্বরই যে, বিচার্য্যবাক্যের বিবক্ষিত অর্থ, ইহা প্রতীত হয়।

[যদুক্ত···ক্রমঃ] বলিয়াছিলে, বাক্যের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে জীবসূচক

অত্র ক্রমঃ। উপক্রমে তাবৎ, "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইতি ন সংসারিস্বরূপং বিবক্ষিতম্। কিং তর্হি? অনূদ্য সংসারিস্বরূপং পরেণ ব্রহ্মণাস্যৈকতাং বিবক্ষতি। যতো "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যেবমাদ্যুত্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিঃ সংসারিধর্ম্মনিরাকরণ-পরা লক্ষ্যতে। তথোপসংহারেঽপি যথোপক্রমমেবোপসংহরতি—"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইতি। যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু সংসারী লক্ষ্যতে, স বা এষ মহানজ আত্মা পরমেশ্বর এবাস্মাভিঃ প্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ। যস্তু মধ্যে বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসাৎ সংসারিস্বরূপবিবক্ষাং মন্যতে, স প্রাচীমপি দিশং প্রস্থাপিতঃ প্রতীচীমপি দিশং প্রতিষ্ঠেত। যতো ন বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসেনাবস্থাবত্ত্বং সংসারিত্বং বা বিবক্ষিতম্। কিং তর্হি? অবস্থারহিতত্বমসংসারিত্বঞ্চ বিবক্ষতি। কথমেতদ-

---

বিদোঽন্যত্র সম্ভবতি। ন চেত্থম্ভূতো জীবাত্মা। তস্মাৎ সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন জীবাৎ প্রাজ্ঞস্য পরমাত্মনো ব্যপদেশাৎ যোঽয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদিনা জীবাত্মানং লোকসিদ্ধমনূদ্য তস্য পরমাত্মভাবোঽনধিগতঃ প্রতিপাদ্যতে। ন চ জীবাত্মানু-বাদমাত্রপরাণ্যেতানি বচাংসি। অনধিগতার্থাববোধপরং হি শাব্দং প্রমাণং ন ত্বনুবাদমাত্রনিষ্ঠং ভবিতুমর্হতি। অতএব চ সংসারিণঃ পরমাত্মভাববিধানায়াদি-মধ্যাবসানেষ্বনুবাদ্যতয়াবমর্শ উপপদ্যতে। এবঞ্চ মহত্ত্বঞ্চাজত্বঞ্চ সর্ব্বগতস্য নিত্য

কথা থাকায় প্রোক্ত বাক্য জীবপ্রতিপাদক, এ বিষয়ে কিন্তু বলিব [উপক্রমে …লক্ষ্যতে] প্রথমে যে বিজ্ঞানময় আত্মার উল্লেখ হইয়াছে, জীবের স্বরূপ সে-উল্লেখে বিবক্ষিত নহে। সর্ব্ববিদিত জৈব রূপ অনুবাদপূর্ব্বক ব্রহ্মের সহিত তাহার অভেদ বলাই বিজ্ঞানময় বাক্যের উদ্দেশ্য। কারণ এই যে, তৎপরবর্ত্তী যাবৎ বাক্য—সমস্তই ধর্ম্মনিষেধক অর্থাৎ জীবের ধ্যানাদি যে-কিছু ধর্ম্ম, সমস্তই অবাস্তব। [তথা…ইত্যর্থঃ] উপসংহার-বাক্যও আরম্ভ-বাক্যের অনুরূপ। অর্থাৎ যে বিজ্ঞানময় অহংবুদ্ধিগম্য—সেই বিজ্ঞানময়ই মহান্ জন্মমরণবর্জ্জিত, পরমাত্মা ও পরমেশ্বর। [যস্তু…ক্ষতি] মধ্যের অবস্থা বর্ণন দেখিয়া জীববোধক মনে করিয়াছিলে, তাহা সত্য হইলে, পূর্ব্বদিকে প্রেরিত ব্যক্তি পশ্চিমদিকেও যাইতে পারে। অর্থাৎ তাহা কোনও প্রকারে জীবচিহ্ন হইবে না। কারণ এই যে, সে বর্ণনা অবস্থাবান্ জীব বুঝাইবার জন্য নহে। জীবের অবস্থারাহিত্য ও অসংসারিত্ব বুঝানই সে বর্ণনার উদ্দেশ্য বা বিবক্ষিত। [কথ…গন্তব্যম্] যদি বল, কিসে জানিলে? তাহা বলিতেছি। শ্রুতি পদে পদে প্রশ্ন করিয়াছেন,

বগম্যতে? যৎ "অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহি" ইতি পদে পদে পৃচ্ছতি, যচ্চ, "অনন্বাগতস্তেন ভবতি, অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি পদে পদে প্রতিবক্তি। "অনন্বাগতং পুণ্যেন, অনন্বাগতং পাপেন," "তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি" ইতি চ। তস্মাদসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ১। ৩। ৪২॥

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ১। ৩। ৪৩ ॥*

ইতশ্চাসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনপরমেবৈতদ্বাক্যমিত্যবগন্তব্যম্, যদস্মিন্ বাক্যে পত্যাদিশব্দা অসংসারিস্বরূপপ্রতিপাদনাঃ সংসারিস্বরূপপ্রতিষেধনাশ্চ ভবন্তি। "স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা অসংসারিস্বভাবপ্রতিপাদনপরাঃ। "স ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্" ইত্যেবঞ্জাতী-

---

স্যাত্মনঃ সত্ত্বান্নাপেক্ষিকং কল্পয়িষ্যতে। যত্ত্ মধ্যে বুদ্ধান্তাদ্যবস্থোপন্যাসাদিতি, নানেনাবস্থাবত্ত্বং বিবক্ষ্যতে, অপি ত্ববস্থানামুপজনাপায়ধর্ম্মকত্বেন তদতিরিক্তমবস্থারহিতং পরমাত্মানং বিবক্ষতি, উপরিতনবাক্যসন্দর্ভালোচনাদিতি ॥১।৩।৪২॥

"সর্ব্বস্য বশী" বশঃ সামর্থ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবত্যয়ম্ ব্যূহাবস্থানসমর্থ ইতি। অতএব সর্ব্বস্যেশানঃ সামর্থ্যেন হ্যয়মুক্তেন সর্ব্বস্যেষ্টে তদিচ্ছানুবিধানাজ্জগতঃ। অতএব সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্য নিয়ন্তাঽন্তর্য্যামীতি যাবৎ। কিঞ্চ, স এবম্ভূতো হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষো বিজ্ঞানময়ো ন সাধুনা কর্ম্মণা

"অতঃপর, যাহা মুক্তির কারণ, তাহাই বল।" পদে পদে প্রত্যুত্তরও দিয়াছেন, "এই পুরুষ অসঙ্গস্বভাব, পুণ্য-পাপের অধীন নহে, পুণ্য পাপ উত্তীর্ণ হওয়ায় ইনি তখন সমুদয় শোক হইতে মুক্ত।" এই সকল উল্লেখ দেখিয়া জ্ঞাত হও, নির্দ্দিশিত বাক্য অসংসারী পরমাত্মারই প্রতিপাদক॥ ১। ৩। ৪২॥

অন্য কারণ এই যে, ঐ স্থানে পতি, অধিপতি ও ঈশান প্রভৃতি শব্দ আছে, অর্থাৎ প্রতিপাদ্য আত্মার ঐ সকল বিশেষণ আছে এবং সংসারি-রূপেও নিষেধ আছে। যথা—"তিনিই সকলের বশকর্ত্তা, সকলের ঈশান অর্থাৎ নিয়ন্তা এবং সমুদয়ের অধিপতি।" এ সকল বিশেষণ অসংসারী আত্মার বোধক। "তিনি

---

* পতিপ্রভৃতিবিশেষণেভ্য ইতি যাবৎ। ঈশানোনিয়মনশক্তিমান্। শক্তেঃ কার্য্যমাধিপত্যমিতি ভেদঃ।

ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য অংশে পতি প্রভৃতি বিশেষণ থাকাতেও ঈশ্বরই, প্রোক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য, জীব নহে। জীব কাহারও নিরতিশয়িত অধিপতি নহে।

য়কাঃ সংসারিস্বভাবপ্রতিষেধনপরাঃ, তস্মাদসংসারী পরমেশ্বর ইহোক্ত ইতি গম্যতে ॥ ১ । ৩ । ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবৎপাদকৃতৌ প্রথমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ১ । ৩ ॥

ভূয়ানুৎকৃষ্টো ভবতীত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়োঽসংসারিণং পরমাত্মানমেব প্রতিপাদয়ন্তি। তস্মাজ্জীবাত্মানং মানান্তরসিদ্ধমনূদ্য তস্য ব্রহ্মভাবপ্রতিপাদনপরো যোঽয়ং বিজ্ঞানময় ইত্যাদির্বাক্যসন্দর্ভ ইতি সিদ্ধম্ ॥১।৩।৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং প্রথমস্যাধ্যায়স্য তৃতীয়পাদঃ।

সৎকর্ম্মে বড় হন না, অসৎকর্ম্মেও হীন হন না," এরূপ বাক্যও আছে। এ সকল কথা জীব-স্বভাবের নিষেধক। অতএব, উক্ত বাক্যে যে পরমেশ্বরই কথিত হইয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত শব্দসমূহের (বিশেষণের) দ্বারা জানা যায় ॥১।৩।৪৩॥

চতুর্থঃ পাদঃ।

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন, শরীর-রূপকবিন্যস্ত-গৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ॥ ১ ।৪। ১॥

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি। তল্লক্ষণং প্রধানস্যাপি সমানমিত্যাশঙ্ক্য তদশব্দত্বেন নিরাকৃতম্ "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইতি। গতিসামান্যঞ্চ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে, ন প্রধানকারণবাদং

স্যাদেতৎ।' ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায় ব্রহ্মণো লক্ষণমুক্তং জন্মাদ্যস্য যত ইতি। তচ্চেদং লক্ষণং ন প্রধানাদৌ গতং, যেন ব্যভিচারাদলক্ষণং স্যাৎ, কিন্তু ব্রহ্মণ্যেবেতীক্ষতের্নাশব্দমিতি প্রতিপাদিতম্। গতিসামান্যঞ্চ বেদান্তবাক্যানাং ব্রহ্মকারণবাদং প্রতি বিদ্যতে, ন প্রধানকারণবাদং প্রতীতি প্রপঞ্চিতমধস্তনেন সূত্রসন্দর্ভেণ। তৎ কিমবশিষ্যতে যদর্থমুত্তরঃ সন্দর্ভ আরভ্যতে। ন চ মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যাদীনাং প্রধানে সমন্বয়েঽপি ব্যভিচারঃ। নহ্যেতে প্রধানকারণত্বং জগত আহুঃ, অপি তু প্রধানসদ্ভাবমাত্রম্। ন চ তৎসদ্ভাবমাত্রেণ জন্মাদ্যস্য যত ইতি ব্রহ্মলক্ষণস্য কিঞ্চিদ্ধীয়তে। তস্মাদনর্থক উত্তরঃ সন্দর্ভ ইত্যত আহ।— "ব্রহ্মজিজ্ঞাসাং প্রতিজ্ঞায়" ইতি। ন প্রধানসদ্ভাবমাত্রং প্রতিপাদয়ন্তি মহতঃ

ব্রহ্মবিচার-প্রতিজ্ঞার পরেই ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে। সে লক্ষণ প্রধানের (প্রকৃতির) সহিত সমান, এ আশঙ্কা "ঈক্ষতের্নাশব্দম" সূত্রে নিরাকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মই যে, সমুদায় বেদান্তের প্রতিপাদ্য, ইহাও বলা হইয়াছে। ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রধান নহে, তাহাও বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে। আর কি অবশিষ্ট আছে? কি আশঙ্কা আছে? যাহার জন্য এই চতুর্থপাদের আরম্ভ? হাঁ বলিতেছি। আশঙ্কা

---

* আনুমানিকং অনুমাননিরূপিতম্ অপি প্রধানম্ একেষাং শাখিনাং কঠশাখিনামিতি যাবৎ শব্দবদুপলভ্যত ইতি শেষঃ। চেৎ যদি শঙ্ক্যতে তন্ন শঙ্কিষ্টেত্যর্থঃ। হেতুমাহ শরীরেতি। তত্র তৎ শরীররূপকবিন্যস্ততয়া গৃহ্যতে, ন তু সাংখ্যপ্রসিদ্ধেন ত্রিগুণাদিত্বেন। সাংখ্যপ্রসিদ্ধং প্রধানং তত্র নোক্তং, ততশ্চ তস্যাবৈদিকত্বমেব স্থিতমিতি ভাবঃ। দর্শয়তি রূপকং সাদৃশ্যম্ এব দর্শয়তি শ্রুতিরিতি যোজ্যম্।—প্রধান অনুমানগম্য সত্য; কিন্তু কোন কোন শাখায় তাহার উল্লেখ দেখা যায়। তদনুসারে তাহা শাব্দ অর্থাৎ বৈদিক, এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই যে, সেখানে তাহা শরীরসম্বন্ধীয় রূপক বর্ণনার নিমিত্ত কথিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়, সুতরাং তাহা সাংখ্যের প্রধান নহে। শ্রুতিও রূপক বা সাদৃশ্য স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন বা দেখাইয়াছেন।

প্রতীতি প্রপঞ্চিতং গতেন গ্রন্থেন। ইদন্ত্বিদানীমবশিষ্টমাশঙ্ক্যতে। যত্নুক্তং প্রধানস্যাশব্দত্বং, তদসিদ্ধম্। কাসুচিচ্ছাখাসু প্রধানকারণসমর্পণাভাসানাং শব্দানাং শ্রূয়মাণত্বাৎ। অতঃ প্রধানস্য কারণত্বং বেদসিদ্ধমেব মহদ্ভিঃ পরমর্ষিভিঃ কপিলপ্রভৃতিভিঃ পরিগৃহীতমিতি প্রসজ্যতে। তদ্যাবৎ তেষাং শব্দানামন্যপরত্বং ন প্রতিপাদ্যতে, তাবৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি প্রতিপাদিতমপ্যাকুলীভবেৎ। অতস্তেষামন্যপরত্বং দর্শয়িতুং পরঃ সন্দর্ভঃ প্রবর্ত্ততে।

আনুমানিকমপি অনুমাননিরূপিতমপি প্রধানমেকেষাং শাখিনাং শব্দবদুপলভ্যতে। কাঠকে হি পঠ্যতে, "মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" ইতি। তত্র য এব যন্নামানো যৎক্রমকাশ্চ মহদব্যক্তপুরুষাঃ স্মৃতিপ্রসিদ্ধাঃ, ত এবেহ প্রত্যভি-

---

পরমব্যক্তমিত্যাদয়ঃ, কিন্তু জগৎকারণং প্রধানমিতি। মহতঃ পরমিত্যত্র হি পরশব্দোঽবিপ্রকৃষ্টপূর্ব্বকালত্বমাহ, তথা চ কারণত্বম্। অজামেকামিত্যাদীনান্তু কারণত্বাভিধানমতিস্ফুটম্। এবঞ্চ লক্ষণব্যভিচারাৎ তদব্যভিচারায় যুক্ত উত্তরসূত্রসন্দর্ভারম্ভ ইতি।

পূর্ব্বপক্ষয়তি।—"তত্র য এব" ইতি। সাংখ্যপ্রবাদরূঢ়িমাহ।—"তত্রাব্যক্তম্" ইতি। সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধেন কেবলং রূঢ়িঃ, অবয়বপ্রসিদ্ধ্যাপ্যয়মেবার্থোঽবগম্যত

এই যে, পূর্ব্বে যে প্রধানের (প্রকৃতির) অশব্দত্ব (বৈদিক শব্দের অবিষয়ত্ব) নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ। কেন-না, কোন কোন শাখায় প্রধানবোধক শব্দের শ্রবণ আছে, সুতরাং প্রধান 'অশব্দ' নহে শাব্দ, অর্থাৎ বেদসিদ্ধ। কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেই বেদসিদ্ধ প্রধানকেই বলিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের স্বোৎপ্রেক্ষিত নহে। অতএব, যাবৎ সে সকল শব্দের অন্যপদার্থবোধকতা প্রদর্শন না করা যায়, তাবৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের জগৎকারণতাও সিদ্ধ হয় না বা স্থির হয় না। কাজেই সে সকল শব্দের অন্যার্থতা বা ভিন্নার্থতা দেখান আবশ্যক এবং আবশ্যক বলিয়াই এই চতুর্থপাদের আরম্ভ।

[আনু···নৈতদেবম্] প্রধান অনুমান-গম্য হইলেও কোন কোন শাখায় শাব্দের ন্যায় (বেদসিদ্ধের ন্যায়) প্রতীত হয়। কঠশ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, মহতের পর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পরম পুরুষ (পরমাত্মা)। সাংখ্যস্মৃতিতে যে-পদার্থ যে-নামে ও যে ক্রমে (মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষ) অভিহিত হইয়াছে,

জ্ঞায়ন্তে। তত্রাব্যক্তমিতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ শব্দাদিহীনত্বাচ্চ—ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ স্মৃতিপ্রসিদ্ধং প্রধানমভিধীয়তে। অতস্তস্য শব্দবত্ত্বাদশব্দত্বমনুপপন্নম্। তদেব চ জগতঃ কারণং, শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্য ইতি চেৎ, নৈতদেবম্। নহ্যত্র যাদৃশং স্মৃতিপ্রসিদ্ধং স্বতন্ত্রং কারণং ত্রিগুণং প্রধানং, তাদৃশং প্রত্যভিজ্ঞায়তে। শব্দমাত্রং হ্যত্রাব্যক্তমিতি প্রত্যভিজ্ঞায়তে। স চ শব্দো ন ব্যক্তমব্যক্তমিতি যৌগিকত্বাদন্যস্মিন্নপি সূক্ষ্মে দুর্লক্ষ্যে চ প্রযুজ্যতে। ন চায়ং কস্মিংশ্চিদ্রূঢ়ঃ। যা তু প্রধানবাদিনাং

ইত্যাহ "ন ব্যক্তম্" ইতি। শান্তঘোরমূঢ়শব্দাদিহীনত্বাচ্চেতি। শ্রুতিরুক্তা, স্মৃতিশ্চ সাংখ্যীয়া, ন্যায়শ্চ,—

'ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াচ্ছক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য॥
কারণমস্ত্যব্যক্তম্'—ইতি।

ন চ মহতঃ পরমব্যক্তমিতি প্রকরণপরিশেষাভ্যামব্যক্তপদং শরীরগোচরম্। শরীরস্য শান্তঘোরমূঢ়রূপশব্দাদ্যাত্মকত্বেনাব্যক্তত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাৎ প্রধানমেবাব্যক্তমুচ্যত ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে। "নৈতদেবম্।" ন হ্যেতৎ কাঠকং বাক্যমিতি। লৌকিকী হি প্রসিদ্ধিঃ রূঢ়ির্বেদার্থনির্ণয়ে নিমিত্তং তদুপায়ত্বাৎ। যথাহুঃ, য এব লৌকিকাঃ শব্দাস্ত এব বৈদিকাস্ত এব চৈষামর্থা ইতি, ন তু পরীক্ষকাণাং পারিভাষিকী; পৌরুষেয়ী হি সা ন বেদার্থনির্ণয়নিবন্ধনসিদ্ধা ঔষধাদিপ্রসিদ্ধিবৎ। তস্মাদ্রূঢ়িতস্তাবন্ন প্রধানং প্রতীয়তে,

---

কঠশ্রুতিতে ঠিক্ সেই পদার্থ, সেই নামে ও সেই ক্রমে কথিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়। অব্যক্ত-শব্দ সাংখ্যের পরিচিত এবং তাহা শব্দাদিবর্জ্জিত বলিয়া ব্যক্ত নহে—অব্যক্ত, এরূপ ব্যুৎপত্তিও সম্ভবপর হয়। সাংখ্যের তাদৃশ অব্যক্তই নিদর্শিত শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত ও সাংখ্যের অব্যক্ত যদি একই হয়, অভিন্ন হয়, তাহা হইলে আর তাহার অবৈদিকত্ব থাকিল না। পূর্ব্বে যে অশব্দ অর্থাৎ অবৈদিক বলা হইয়াছে, তাহা বিঘটিত হইয়া গেল। শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি, সর্ব্বত্রই তাহা জগৎকারণ বলিয়া খ্যাত আছে।—এরূপ আপত্তি হইলে আমরা বলিব, তাহা নহে। [ন…প্রতিপদ্যতে] কঠশ্রুতি সাংখ্যের মহৎকে ও অব্যক্তকে বলে নাই। সাংখ্য যে স্বতন্ত্র ত্রিগুণ অব্যক্ত প্রতিপাদন করে, সেই অব্যক্তই যে কঠশ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। কঠশ্রুতিতে কেবল সাংখ্যের "অব্যক্ত" শব্দটাই পঠিত হইয়াছে, বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে সত্য; কিন্তু তাহার অর্থের প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে না। অর্থাৎ যে অব্যক্ত শব্দ সাংখ্যস্মৃতিতে ত্রিগুণ অচেতন পদার্থবিশেষের বোধক,কঠশ্রুতির অব্যক্তও যে, সেই

রূঢ়িঃ, সা তেষামেব পারিভাষিকী সতী ন বেদার্থনিরূপণে কারণভাবং প্রতিপদ্যতে। ন চ ক্রমমাত্রসামান্যাৎ সমানার্থপ্রতিপত্তির্ভবত্যসতি তদ্রূপপ্রত্যভিজ্ঞানে। নহ্যশ্বস্থানে গাং পশ্যন্নশ্বোঽয়মিত্যমূঢ়োঽধ্যবস্যতি।

প্রকরণনিরূপণায়াং চাত্র ন পরপরিকল্পিতং প্রধানং প্রতীয়তে, শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ। শরীরং হ্যত্র রথরূপকবিন্যস্তমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে। কুতঃ, প্রকরণাৎ পরিশেষাচ্চ। তথা হ্যনন্তরাতীতো গ্রন্থ আত্মশরীরাদীনাং রথিরথাদিরূপকক৯প্তিং দর্শয়তি,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

যোগস্তন্ত্রাপি তুল্যঃ। তদেবমব্যক্তশ্রুতাবন্যথাসিদ্ধায়াং প্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরগোচরোঽয়মব্যক্তশব্দঃ। যথা চাস্য তদ্গোচরত্বমুপপদ্যতে, তথাগ্রে দর্শয়িষ্যতে। তেষু শরীরাদিষু মধ্যে বিষয়াংস্তদ্গোচরান্ বিদ্ধি। যথাঽশ্বোঽধ্বানমালম্ব্য চলত্যেবমিন্দ্রিয়হয়াঃ স্বগোচরমালম্ব্যেত্যাত্মা ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।

অব্যক্তই, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞান জন্মে না। যাহা ব্যক্ত নহে, তাহাই অব্যক্ত, এ অর্থ বা এরূপ যোগার্থ লইয়া দুর্লক্ষ্য সূক্ষ্মতত্ত্বেও অব্যক্ত শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। অব্যক্ত-নামে কোন রূঢ় (সর্ব্ববিদিত) পদার্থ নাই। যাহা কেবলমাত্র সাংখ্যের রূঢ়ি, সাংখ্যের পরিভাষা, তাহা লইয়া বেদার্থ নিরূপণ হয় না। [ন চ…গৃহীতেঃ] ক্রম সমান হইলেই যে, অর্থ সমান হয়, তাহা হয় না। (সাংখ্য মহৎ, তৎপরে অব্যক্ত, তৎপরে পুরুষ বলিয়াছেন, শ্রুতিও মহতের স্থানে মহৎ, অব্যক্তের স্থানে অব্যক্ত ও পুরুষের স্থানে পুরুষ বলিয়াছেন।) কিন্তু শ্রুতির মহৎ ও অব্যক্ত সাংখ্যের মহতের ও অব্যক্তের সহিত সমান হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কোন্ মূঢ় লোক অশ্ব স্থানে গো দেখিয়া গো'কে অশ্ব বলিয়া নিশ্চয় করে? প্রকরণ-পর্য্যালোচনা করিলেও সাংখ্যকল্পিত প্রধানের প্রতীতি হইবে না। কারণ এই যে, ঐ স্থলে শরীররূপ রূপক বর্ণনার জন্য সাংখ্যোক্ত প্রধান শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই অনুভূত হয়। [শরীরং…দর্শয়তি] সেখানে অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরের সহিত রথের সাদৃশ্য কল্পনা হইয়াছে। এ অর্থ প্রকরণ ও বাক্য উভয়ের দ্বারাই জানা যায়। কঠশ্রুতি অব্যক্ত-শব্দ উল্লেখ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আত্মা রথীর সদৃশ, শরীর রথের সদৃশ, এইরূপ বলিয়াছেন। [আত্মানং…ইতি] যথা—"আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ,

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥" ইতি।

তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈঃ সংসারমধিগচ্ছতি, সংযতৈস্ত্বধ্বনঃ পারং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমাপ্নোতীতি দর্শয়িত্বা, কিন্তদধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়াং তেভ্য এব প্রকৃতেভ্য ইন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরত্বেন পরমাত্মানমধ্বনঃ পারং তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং দর্শয়তি।—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"ইতি

কথম্? ইন্দ্রিয়মনোযুক্তং যোগো যথা ভবতি, ইন্দ্রিয়ার্থমনঃসন্নিকর্ষেণ হি আত্মা গন্ধাদীনাং ভোক্তা। প্রধানস্যাকাঙ্ক্ষাবতো বচনং প্রকরণমিতি গন্তব্যং বিষ্ণোঃ পরমং পদং প্রধানমিতি তদাকাঙ্ক্ষামবতারয়তি।

"তৈশ্চেন্দ্রিয়াদিভিরসংযতৈঃ" ইতি। অসংযমাভিধানং ব্যতিরেকমুখেন সংযমাবদাতীকরণং, পরশব্দঃ শ্রেষ্ঠবচনঃ। নয্বান্তরত্বেন যদি শ্রেষ্ঠত্বং, তদেন্দ্রিয়াণামেব বাহ্যেভ্যো গন্ধাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বং স্যাদিত্যত আহ।—"অর্থা যে শব্দাদয়ঃ"ইতি। নান্তরত্বেন শ্রেষ্ঠত্বমপি তু প্রধানতয়া, তচ্চ বিবক্ষাধীনং, গ্রহেভ্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যোঽতিগ্রহতয়াঽর্থানাং প্রাধান্যং শ্রুত্যা বিবক্ষিতমিতীন্দ্রিয়েভ্যোঽর্থানাং প্রাধান্যাৎ পরত্বং ভবতি। ঘ্রাণজিহ্বাবাক্চক্ষুঃশ্রোত্রমনোহস্তত্বচো হীন্দ্রিয়াণি শ্রুত্যাষ্টৌ গ্রহা

বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব এবং শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহকে তাহার গোচর (ভ্রমণ-স্থান) বলিয়া জান। মনীষিগণ বলিয়াছেন, আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন, মিলিত এতত্রিতয়ের নাম ভোক্তা।"

[তৈ...গতিরিতি] ঐ সকল যদি অসংযত থাকে, দমিত না হয়, তাহা হইলে জীব সংসারে নিপতিত হয়। সংযত হইলে পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ কি? এরূপ আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হওয়ায়, পর পর ইন্দ্রিয়াদির উল্লেখ করতঃ সকলের পর ও পথের পার (ভ্রমিতব্য পথের সমাপ্তি) স্থলে বিষ্ণুর পরম পদ উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"ইন্দ্রিয়ের পরে অর্থ (বিষয়), অর্থের পরে মন, মনের পরে বুদ্ধি, বুদ্ধির পরে মহান্ আত্মা, মহান্ আত্মার পরে (মহৎ—মূল বুদ্ধি বা সমষ্টি বুদ্ধি), অব্যক্ত (কর্মবীজ বা কার্য্যসংস্কার), অব্যক্তের পরে পরমপুরুষ (কেবল চিৎ)। পুরুষের পরে বা পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর নাই, পুরুষই চরম, পুরুষই গন্তব্য পথের সীমা

তত্র য এবেন্দ্রিয়াদয়ঃ পূর্ব্বস্মাং রথরূপককল্পনায়ামশ্বাদি-ভাবেন প্রকৃতাঃ, ত এবেহ পরিগৃহ্যন্তে, প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়া-পরিহারায়। তত্রেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়স্তাবৎ পূর্ব্বত্রেহ চ সমানশব্দা এব। অর্থা যে শব্দাদয়ো বিষয়া ইন্দ্রিয়-হয়গোচরত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ, তেষাং চেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বম্। ইন্দ্রিয়াণাং চ গ্রহত্বং বিষয়াণামতি-গ্রহত্বমিতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ। বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ পরত্বং, মনো-মূলত্বাদ্বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য। মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ, বুদ্ধিং হ্যারুহ্য ভোগ্যজাতং ভোক্তারমুপসর্পতি। বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরো যঃ, স আত্মানং রথিনং বিদ্ধীতি রথিত্বেনোপক্ষিপ্তঃ। কুতঃ? আত্ম-শব্দাৎ। ভোক্তুশ্চ ভোগোপকরণাৎ পরত্বোপপত্তেঃ। মহত্ত্বং চাস্য স্বামিত্বাদুপপন্নম্।

উক্তাঃ। গৃহ্নন্তি বশীকুর্ব্বন্তি খল্বেতানি পুরুষপশুমিতি। ন চৈতানি স্বরূপতো বশীকর্ত্তুমীশতে যাবদস্মৈ পুরুষপশবে গন্ধরসনামরূপশব্দকামকর্ম্মস্পর্শান্নোপহরন্তি। অতএব গন্ধাদয়োঽষ্টাবতিগ্রহাঃ, তদুপহারেণ গ্রহাণাং গ্রহত্বোপপত্তেঃ। তদিদমুক্তম্ "ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ গ্রহত্বং বিষয়াণামতিগ্রহত্বম্" ইতি। "শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ" ইতি। গ্রহ-ত্বেনেন্দ্রিয়ৈঃ সাম্যেঽপি মনসঃ স্বগতেন বিশেষেণার্থেভ্যঃ পরত্বমাহ।—"বিষয়েভ্যশ্চ মনসঃ পরত্ব"মিতি, কস্মাৎ পুনা রথিত্বেনোপক্ষিপ্তো গৃহ্যত ইত্যত আহ।—"আত্মশব্দা"দিতি। তৎপ্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠত্বে হেতুমাহ।—"ভোক্তুশ্চ" ইতি। অদনেন জীবাত্মা স্বামিতয়া মহানুক্তঃ।

—শেষ সীমা" [তত্র···পন্নম্] পূর্ব্বশ্লোকে রথ-সাদৃশ্য কল্পনার্থ যেগুলি (ইন্দ্রিয়াদি) কথিত হইয়াছিল—সেই গুলিই যে পরশ্লোকে কথিত হইয়াছে,ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্যথা, প্রকৃত পরিত্যাগ ও অপ্রকৃত গ্রহণ, এই দুই দোষ হইবে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এ তিনটী পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সহিত সমান। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে-অর্থে ঐ সকল শব্দ উচ্চারিত হইয়াছে, পরেও সেই অর্থে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বিষয় ও অনন্তর শ্লোকোক্ত অর্থ সমান। ইন্দ্রিয় সকল গ্রহ, বিষয় সকল অতিগ্রহ, এই শ্রৌত উপদেশ অনুসারেই ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয়ের পরত্ব। বিষয় অপেক্ষা মনের পরত্ব কোন্ রূপে? তাহাও বলিতেছি। বিষয়েন্দ্রিয় ব্যবহারের মূল কারণ মন, সুতরাং মন বিষয়াপেক্ষা পর। মনের পরে বুদ্ধি, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, মন বুদ্ধ্যারূঢ় হইয়াই, বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়াই, ভোগ্যসমূহকে ভোক্তার নিকট অর্পণ করে; সুতরাং মন অপেক্ষা বুদ্ধি পর। বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা পর, বড়, কেন-না এখানে আত্মশব্দের প্রয়োগ আছে, আর ভোগের উপকরণ হইতে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্বামিত্বহেতু মহত্ত্বও যুক্তিযুক্ত।

অথবা,—

"মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা সম্বিচ্চিতিশ্চৈব স্মৃতিশ্চ পরিপঠ্যতে॥"

ইতি স্মৃতেঃ,

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।"

ইতি চ শ্রুতেঃ, যা প্রথমজস্য হিরণ্যগর্ভস্য বুদ্ধিঃ, সা সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং পরমা প্রতিষ্ঠা, সেহ মহানাত্মেত্যুচ্যতে। সা চ পূর্ব্বত্র বুদ্ধিগ্রহণেনৈব গৃহীতা সতী স্পষ্টায় হিরুক্ ইহোপদিশ্যতে। তস্যা অপি অস্মদীয়াভ্যো বুদ্ধিভ্যঃ পরত্বোপপত্তেঃ।

এতস্মিংস্তু পক্ষে পরমাত্মবিষয়েণৈব পরেণ পুরুষগ্রহণেন রথিন আত্মনো গ্রহণং দ্রষ্টব্যম্। পরমার্থতস্তু পরমাত্ম-বিজ্ঞানা-

---

অথবা শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং হৈরণ্যগর্ভী বুদ্ধিরাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যত আহ।—"অথবে"তি। "পূরি"তি। ভোগ্যজাতস্য বুদ্ধিরধিকরণমিতি বুদ্ধিঃ পূঃ। তদেবং সর্ব্বাসাং বুদ্ধীনাং প্রথমজহিরণ্যগর্ভবুদ্ধ্যেকনীড়তয়া হিরণ্যগর্ভবুদ্ধের্ম্মহত্ত্বং চ আপনাদাত্মত্বঞ্চ। অত এব বুদ্ধিমাত্রাৎ পৃথক্করণমুপপন্নম্। নন্বেতস্মিন্ পক্ষে হিরণ্যগর্ভবুদ্ধেরাত্মত্বান্ন রথিন আত্মনো ভোক্তৃরত্রোপাদানমিতি ন রথমাত্রং পরিশিষ্যতে, অপি তু রথবানপীত্যত আহ।—"এতস্মিংস্তু পক্ষে"ইতি। যথা হি সমারোপিতং প্রতিবিম্বং বিম্বান্ন বস্তুতো ভিদ্যতে, তথা ন পরমাত্মনো বিজ্ঞানাত্মা

[অথ···পপত্তেঃ] অথবা যাহার নাম মন, মহান্, মতি, ব্রহ্মা, পুর্, বুদ্ধি খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, সংবিৎ, চিতি, স্মৃতি এবং যিনি শ্রুতিতে "যিনি ব্রহ্মার বিধান করিয়া, সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে বেদ প্রদান বা বেদ প্রেরণ (বেদজ্ঞান আবির্ভাবন) করিয়াছিলেন, এবম্প্রকারে উক্ত হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানী ও হিরণ্যগর্ভ নামে বিখ্যাত, তিনি বা তাঁহার বুদ্ধি অস্মদাদির বুদ্ধিই ও সকল বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা বা মূল ভূমি। এই হিরণ্যগর্ভ বা হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিই এখানে "মহান্ আত্মা" নামে উক্ত হইয়াছে। যদিও বুদ্ধিশব্দের উল্লেখে হিরণ্যগর্ভের উল্লেখ সিদ্ধ হয়, হইলেও স্পষ্টতার নিমিত্ত পুনরুল্লেখ দোষাবহ নহে, এবং অস্মদাদির বুদ্ধি অপেক্ষা তদীয় বুদ্ধির পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) সহজেই উপপন্ন হয়।

[এতস্মিংস্তু···ভাবাৎ] এ পক্ষে বা এ অর্থে, পরমাত্মাই রথী আত্মা। পরন্তু

ত্মনোর্ভেদাভাবাৎ। তদেবং শরীরমেবৈকং পরিশিষ্যতে। তেষু ইতরাণীন্দ্রিয়াদীনি প্রকৃতান্যেব পরমপদদিদর্শয়িষয়া সমনুক্রামন্ পরিশিষ্যমাণেনেহানেনাব্যক্তশব্দেন পরিশিষ্যমাণং প্রকৃতং শরীরং দর্শয়তীতি গম্যতে। শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হ্যবিদ্যাবতো ভোক্তুঃ শরীরাদীনাং রথাদিরূপককল্পনয়া সংসার-মোক্ষগতিনিরূপণেন প্রত্যগাত্মব্রহ্মাবগতিরিহ বিবক্ষিতা।

তথা চ,—

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥" ইতি।

বৈষ্ণবস্য পরমপদস্য দুরবগমত্বমুক্ত্বা তদবগমার্থং যোগং দর্শয়তি—

"যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥" ইতি।

বস্তুতো ভিন্নত ইতি পরমাত্মৈব রথবানিহোপাত্তস্তেন রথমাত্রং পরিশিষ্টমিতি। অথ রথাদিরূপককল্পনায়াঃ শরীরাদিষু কিং প্রয়োজনমিত্যত আহ।—শরীরেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাসংযুক্তস্য হী"তি। বেদনা, সুখাদ্যনুভবঃ।—প্রত্যর্থমঞ্চতীতি প্রত্যগাত্মেহ জীবোঽভিন্নতত্ত্বস্য ব্রহ্মত্বাবগতিঃ। ন চ জীবস্য ব্রহ্মত্বং মানান্তর-সিদ্ধং, যেনাত্র নাগমোঽপেক্ষ্যেতেত্যাহ '—

জীব-পরমাত্মার বাস্তব ভেদ নাই, ইহাও দ্রষ্টব্য। [তদেবং⋯বিবক্ষিতা] পূর্ব্ব শ্লোকের সমস্তই পর শ্লোকে আছে, কেবল শরীরের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয়, নিশ্চিত হয়, শ্রুতি শরীর-শব্দ ত্যাগ করিয়া অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করতঃ প্রস্তাবিত শরীরকেই (যাহা আত্মার রথ, তাহাকেই) বলিয়াছেন, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়, বেদনা (সুখাদ্যনুভব), এতৎসংযুক্ত অবিদ্যাবান্ জীবের শরীর প্রভৃতিকে রথাদিরূপকে বর্ণন করতঃ ভোক্তার সংসারগতি ও মোক্ষপ্রাপ্তি বর্ণন করায় ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের বর্ণন করাই হইয়াছে এবং তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করাই তদ্বিধ রূপক কল্পনার উদ্দেশ্য।

[তথাচ⋯দর্শয়তি] শ্রুতি "এই আত্মা সকল ভূতে গূঢ়; গূঢ় বলিয়া বিস্পষ্ট নহেন; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী যোগীরা নির্ম্মল সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা (সূক্ষ্মবুদ্ধি=যোগ) তাঁহাকে দর্শন করেন।" এইরূপে শ্রুতি বিষ্ণুসম্বন্ধীয় পরম পদের দুর্ব্বোধ্যতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তদ্বোধের নিমিত্ত যোগও বলিয়াছেন। [যচ্ছেৎ⋯কাশঃ] বুদ্ধিমান্ যোগী প্রথমে বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন (বহিরিন্দ্রিয়ব্যাপার

এতদুক্তং ভবতি। বাচং মনসি সংযচ্ছেৎ—বাগাদিবাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারমুৎসৃজ্য মনোমাত্রেণাবতিষ্ঠেৎ। মনোঽপি বিষয়বিকল্পাভিমুখং বিকল্পদোষদর্শনেন জ্ঞানশব্দোদিতায়াং বুদ্ধাবধ্যবসায়স্বভাবায়াং ধারয়েৎ। তামপি বুদ্ধিং মহত্যাত্মনি ভোক্তর্য্যগ্র্যায়াং বা বুদ্ধৌ সূক্ষ্মতাপাদনেন নিযচ্ছেৎ। মহান্তং ত্বাত্মানং শান্ত আত্মনি প্রকরণবতি পরস্মিন্ পুরুষে পরস্যাং কাষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠাপয়েদিতি। তদেবং পূর্ব্বাপরালোচনায়াং নাস্ত্যত্র পরপরিকল্পিতস্য প্রধানস্যাবকাশঃ॥ ১। ৪। ১॥

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ॥ ১।৪।২॥*

উক্তমেতৎপ্রকরণপরিশেষাভ্যাং শরীরমব্যক্তশব্দং ন প্রধানমিতি। ইদমিদানীমাশঙ্ক্যতে—কথমবক্তশব্দার্হত্বং শরীরস্য,

---

"তথা" চেতি। বাগিতি তু ছান্দসো দ্বিতীয়ালোপঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্। পূর্ব্বপক্ষিণোঽনুশয়বীজনিরাকরণপরং সূত্রম্॥১।৪।১॥

প্রকৃতের্ব্বিকারাণামনন্তত্বাৎ প্রকৃতেরব্যক্তত্বং বিকার উপচর্য্যতে। যথা

ত্যাগ করিয়া মনোমাত্রে অবস্থান করিবেন)। পরে মন'কে জ্ঞানে ধারণ করিবেন অর্থাৎ বিকল্প-দোষ দর্শন করতঃ বিষয়বিকল্পক মন'কে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে পর্য্যবসান করিবেন। অনন্তর বুদ্ধিকে মহদাত্মায় নিযুক্ত করিবেন, অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া ভোক্তৃ-আত্মায় (জীবাত্মায়) প্রবিষ্ট করাইবেন। অবশেষে তাহাকে (জীবকে) শান্ত আত্মায় (পরমাত্মায়) প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। এই আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা পর। এই আত্মাই প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরম পুরুষ ও প্রাপ্যতার শেষ। এবম্প্রকারে প্রোক্ত প্রস্তাবের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচন করিলে সাংখ্যের প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইবে না॥১।৪।১॥

প্রকরণ ও বাক্য-শেষ দেখিয়া ও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া অব্যক্ত-শব্দের শরীর অর্থ স্থির করিতেছ, কর; কিন্তু আশঙ্কা, শ্রুতি কি প্রকারে

---

* তু-শব্দঃ শঙ্কানিষেধার্থঃ। যদুক্তং শরীরমব্যক্তশব্দং, তৎ সূক্ষ্মং কারণং কারণশরীরবিষয়মিত্যর্থঃ। ততশ্চ স্থূলত্বাৎ ব্যক্তশব্দার্হং শরীরং কথমব্যক্তশব্দেনোক্তমিতি শঙ্কা ন কার্য্যা। তদর্হত্বাৎ অব্যক্তস্যৈব সূক্ষ্মশব্দযোগ্যত্বাদিতি সূত্রার্থঃ।

শরীরই অব্যক্ত। যে শরীর রথরূপকে বর্ণিত হইয়াছে, সে শরীর কারণশরীরাভিপ্রায়ে কথিত। কারণ-শরীর সূক্ষ্ম—অতি সূক্ষ্ম, সুতরাং অব্যক্ত। যাহা যাহা সূক্ষ্ম, তাহা তাহাই অব্যক্তশব্দের যোগ্য। বিস্তৃত বর্ণনা ভাষ্যানুবাদে আছে।

যাবতা স্থূলত্বাৎ স্পষ্টতরমিদং, শরীরং ব্যক্তশব্দার্হং, অস্পষ্টবচনস্ত্বব্যক্তশব্দ ইতি। অত উত্তরমুচ্যতে। সূক্ষ্মন্ত্বিহ কারণাত্মনা শরীরং বিবক্ষ্যতে, সূক্ষ্মস্যাব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ। যদ্যপি স্থূলমিদং শরীরং ন স্বয়মব্যক্তশব্দমর্হতি, তথাপি তস্য ত্বারম্ভকং ভূতসূক্ষ্মমব্যক্তশব্দমর্হতি। প্রকৃতিশব্দশ্চ বিকারে দৃষ্টঃ, যথা "গোভিঃ শ্রীণীত মৎসরম্" ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" ইতি ইদমেব ব্যাকৃতং নামরূপবিভিন্নং জগৎ প্রাগবস্থায়াং পরিত্যক্তব্যাকৃতনামরূপং বীজশক্ত্যবস্থমব্যক্তশব্দযোগ্যং দর্শয়তি ॥ ১ । ৪ । ২ ॥

গোভিঃ শ্রীণীতেতি গোশব্দস্তদ্বিকারে পয়সি। অব্যক্তাৎ কারণাদ্ বিকারাণামনন্যত্বেনাব্যক্তশব্দার্হত্বে প্রমাণমাহ।—"তথা চ শ্রুতি"রিতি। অব্যাকৃতমব্যক্তমিত্যনর্থান্তরম্। নন্বেবং সতি প্রধানমেবাভ্যুপেতং ভবতি, সুখদুঃখমোহাত্মকং হি জগদেবম্ভূতাদেব কারণাদ্ভবিতুমর্হতি, কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। যচ্চ তস্য সুখাত্মকত্বং, তৎ সত্ত্বম্, যচ্চ তস্য দুঃখাত্মকত্বং তদ্রজঃ, যচ্চ তস্য মোহাত্মকত্বং তত্তমঃ। তথা চাব্যক্তং প্রধানমেবাভ্যুপেতমিতি শঙ্কানিরাকরণার্থং সূত্রম্॥ ১ । ৪ । ২ ॥

ব্যক্ত শব্দের যোগ্য শরীরকে অব্যক্ত বলিলেন? শরীর স্থূল, অতি স্থূল, স্পষ্টই দেখা যায়, সুতরাং ইহা ব্যক্ত। যাহা ব্যক্ত, কি প্রকারে তাহা অস্পষ্টবাচী 'অব্যক্ত'—এই কথার প্রত্যুত্তর সূত্র "সূক্ষ্মন্তু" ইতি। ঐ অব্যক্ত শব্দ স্থূল শরীর অভিপ্রায়ে উচ্চারিত হয় নাই, কারণ-শরীরাভিপ্রায়েই কথিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম ও কারণ সমানার্থ। যাহা সূক্ষ্ম—তাহাই অব্যক্তশব্দের যোগ্য। [যদ্যপি…দর্শয়তি] যদিও এই স্থূল শরীর স্বয়ং অব্যক্তশব্দযোগ্য নহে, না হইলেও ইহার আরম্ভক (প্রকৃতি বা উপাদান) সূক্ষ্ম ভূতনিচয় অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। বিকার-পদার্থে প্রকৃতিবাচক শব্দের প্রয়োগ অনেক দেখা গিয়াছে। যথা—"সোম গাভীর সহিত পাক করিবে।" দুগ্ধের প্রকৃতি গো, সেই গো ঐ শ্রুতিতে তদ্বিকৃতি দুগ্ধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এ সকল অব্যাকৃত বা অব্যক্ত ছিল।" অব্যাকৃত = বীজশক্তি। এই বিভিন্ন নামরূপাত্মক জগৎ পূর্ব্বে অব্যাকৃত অর্থাৎ নামরূপবর্জ্জিত ছিল। এ সকল নাম-রূপাদি বীজরূপে বা শক্তিরূপে ছিল, এজন্য সে অবস্থা অব্যক্ত ॥১।৪।২॥

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ১।৪।৩ ॥ *

অত্রাহ,- যদি জগদিদমনভিব্যক্তনামরূপং বীজাত্মকং প্রাগবস্থমব্যক্তশব্দার্হমভ্যুপগম্যেত, তদাত্মনা চ শরীরস্যাপ্যব্যক্তশব্দার্হত্বং প্রতিজ্ঞায়েত, স এব তর্হি প্রধানকারণবাদ এবং সত্যাপদ্যেত, অস্যৈব জগতঃ প্রাগবস্থায়াঃ প্রধানত্বেনাভ্যুপগমাদিতি। অত্রোচ্যতে। যদি বয়ং স্বতন্ত্রাং কাঞ্চিৎ প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণত্বেনাভ্যুপগচ্ছেম, প্রসঞ্জয়েম তদা প্রধানকারণবাদম্। পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে, ন স্বতন্ত্রা। স চাবশ্যমভ্যুপগন্তব্যা, অর্থবতী হি সা। নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্য-

---

প্রধানং হি সাংখ্যানাং সেশ্বরাণামনীশ্বরাণাং বেশ্বরাৎ ক্ষেত্রজ্ঞেভ্যো বা বস্তুতো ভিন্নং শক্যং নির্ব্বক্তুম্। ব্রহ্মণস্ত্বিয়মবিদ্যা শক্তির্ম্মায়াদিশব্দবাচ্যা ন শক্যা তত্ত্বেনান্যত্বেন বা নির্ব্বক্তুম্। ইদমেবাস্যা অব্যক্তত্বং, যদনির্ব্বাচ্যত্বং নাম। সোঽয়মব্যাকৃতবাদস্য প্রধানবাদাদ্ভেদঃ। অবিদ্যাশক্তেশ্চেশ্বরাধীনত্বং তদাশ্রয়ত্বাৎ। ন চ দ্রব্যমাত্রমশক্তং কার্য্যায়ালমিতি শক্তেরর্থবত্ত্বং, তদিদমুক্তমর্থবদিতি। স্যাদেতৎ। যদি ব্রহ্মণোঽবিদ্যাশক্ত্যা সংসারঃ প্রতীয়তে, হন্ত মুক্তানামপি পুনরুৎপাদপ্রসঙ্গঃ, তস্যাঃ প্রধানবত্তাদবস্থ্যাৎ, তদ্বিনাশে বা সমস্তসংসারোচ্ছেদস্তন্মূলাবিদ্যাশক্তেঃ সমুচ্ছেদাদিত্যত আহ।—

কেহ কেহ বলিবেন, যদি অনভিব্যক্ত নামরূপ বীজরূপে অবস্থিত পূর্ব্বাবস্থারূপ জগৎকে অব্যক্তশব্দের যোগ্য বল, তদ্দৃষ্টান্তে বীজীভূত শরীরকেও অর্থাৎ (শরীরের কারণ বা মূলতত্ত্বকেও) অব্যক্ত শব্দের বোধ্য বল, তাহা হইলে প্রকারান্তরে প্রধানবাদ স্বীকার করা হইল। কারণ, সাংখ্যবাদীরা জগতের পূর্ব্বাবস্থাকেই প্রধান বলেন। বাদিগণের এ আপত্তির প্রত্যুত্তর এই যে, যদি আমরা স্বতন্ত্রা বা পৃথক্ (জগতের) পূর্ব্বাবস্থাকে জগৎ-কারণ বলিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদের প্রধানবাদ অঙ্গীকৃত হইত। আমরা যে পূর্ব্বাবস্থা অঙ্গীকার করি, তাহা পরমেশ্বরের অধীন, সাংখ্যের ন্যায় স্বাধীন নহে। [সা…জীবাঃ] তাহাই অবশ্য স্বীকার্য্য; তাহাই প্রয়োজনীয়। সে অবস্থা বা সে পূর্ব্বাবস্থা

---

* যথেন্দ্রিয়ব্যাপারস্যার্থাধীনত্বাৎ পরত্বমেবং সূক্ষ্মশরীরাধীনত্বাৎ বন্ধমোক্ষব্যবহারস্য সূক্ষ্মশরীরস্য পরত্বম্, অথবা তস্যেশ্বরাধীনত্বাৎ ন কশ্চিদ্দোষ ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

সূক্ষ্ম শরীর স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে, ঈশ্বরাধীন, সুতরাং সিদ্ধান্ত-হানিদোষ হয় না। আমাদের মতে বন্ধমোক্ষব্যবহার সূক্ষ্ম শরীরের অধীন, সেই জন্যই তাহা পর।

নুপপত্তেঃ। মুক্তানাঞ্চ পুনরনুৎপত্তিঃ, বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দ্দাহাৎ। অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা। পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুষুপ্তিঃ, যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ।

তদেতদব্যক্তং কচিদাকাশশব্দনির্দ্দিষ্টং, "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইতি শ্রুতেঃ। কচিদক্ষরশব্দোদিতং, "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। কচিন্মায়েতি সূচিতং, মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরমিতি মন্ত্রবর্ণাৎ। অব্যক্তা হি সা মায়া, তত্ত্বান্যত্বনিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ। তদিদং মহতঃ

"মুক্তানাঞ্চ পুন"র্ব্বন্ধস্য "অনুৎপত্তিঃ"। কুতঃ বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দ্দাহাৎ"। অয়মভিসন্ধিঃ।—ন বয়ং প্রধানবদবিদ্যাং সর্ব্বজীবেম্বেকামাচক্ষ্মহে, যেনৈবমুপালভেমহি, কিং ত্বিয়ং প্রতিজীবং ভিদ্যতে। তেন যস্যৈব জীবস্য বিদ্যোৎপন্না, তস্যৈবাবিদ্যাঽপনীয়তে ন জীবান্তরস্য, ভিন্নাধিকরণয়োর্ব্বিদ্যাবিদ্যয়োরবিরোধাৎ, তৎ কুতঃ সমস্তসংসারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। প্রধানবাদিনাং ত্বেষ দোষঃ—প্রধানস্যৈকত্বেন তদুচ্ছেদে সর্ব্বোচ্ছেদোঽনুচ্ছেদে বা ন কস্যচিদিত্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। প্রধানভেদেঽপি চেত্তদবিবেকখ্যাতিলক্ষণাবিদ্যাসদসত্ত্বনিবন্ধনৌ বন্ধমোক্ষৌ, তর্হি কৃতং প্রধানেন,অবিদ্যাসদসদ্ভাবাভ্যামেব তদুপপত্তেঃ। ন চাবিদ্যোপাধিভেদাধীনো জীবভেদো জীবভেদাধীনশ্চাবিদ্যোপাধিভেদ ইতি পরস্পরাশ্রয়াদুভয়াসিদ্ধিরিতি সাম্প্রতম্। অনাদিত্বাদ্বীজাঙ্কুরবদুভয়সিদ্ধেঃ। অবিদ্যাত্বমাত্রেণ চৈকত্বোপচারোঽব্যক্তমিতি চাব্যাকৃতমিতিচেতি। নম্বেবমবিদ্যৈব জগদ্বীজমিতি কৃতমীশ্বরেণেত্যত আহ।—"পরমেশ্বরাশ্রয়ে"তি। ন হ্যচেতনং

ব্যতীত পরমেশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্ম নিঃশক্তি, সুতরাং সেই শক্তির যোগে তিনিও (পরমেশ্বরও) সৃষ্টিকর্ত্তা। সে শক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের সৃষ্টি-প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না। তাহা মায়া, জ্ঞান তাহাকে নষ্ট করে, তৎকারণে মুক্তজীবের পুনঃসংসার হয় না। তত্ত্বজ্ঞান হইলে সে শক্তি দগ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং তাহা অবিদ্যা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সেই অবিদ্যাত্মিকা বীজশক্তিই অব্যক্তশব্দের নির্দ্দেশ্য অর্থাৎ তাহারই অন্য নাম অব্যক্ত। তাহা পরমেশ্বরের আশ্রিত, তাহা মায়াময়ী, তাহার অন্য নাম মহাসুষুপ্তি ও মহাপ্রলয়। প্রলয়কালে সংসারি-জীব তাহাতেই স্বরূপপ্রতিবোধশূন্য হইয়া শয়ান থাকে। বীজে যেমন বৃক্ষ থাকে, তেমনি, জগৎ সেই অবিদ্যা-বীজে থাকে।

[তদেত…শরীরস্য] শ্রুতিতে এই অব্যক্তই আকাশ অক্ষর ও মায়া নামে কথিত হয়। যথা—"হে গার্গি, আকাশ এই অক্ষরে ওতপ্রোত।" "পর অক্ষর হইতেও পর" মায়াকেই প্রকৃতি এবং মহেশ্বরকে মায়ী বলিয়া জানিবে।" ইত্যাদি।

পরমব্যক্তমিত্যুক্তম্। অব্যক্তপ্রভবত্বান্মহতঃ। যদা হৈরণ্যগর্ভী বুদ্ধির্ম্মহান্, যদা তু জীবো মহাংস্তদাপ্যব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যুক্তম্। অবিদ্যা হ্যব্যক্তম্। অবিদ্যাবত্ত্বে চ জীবস্য সর্ব্বঃ সংব্যবহারঃ সন্ততো বর্ত্ততে। তচ্চাব্যক্তগতং মহতঃ পরত্বমভেদোপচারাৎ তদ্বিকারে শরীরে পরিকল্প্যতে। সত্যপি শরীরবদিন্দ্রিয়াদীনাং স্বশব্দৈরেব গৃহীতত্বাৎ। পরিশিষ্টত্বাচ্চ শরীরস্য।

অন্যে তু বর্ণয়ন্তি, দ্বিবিধং হি শরীরং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ। স্থূলং

চেতনানধিষ্ঠিতং কার্য্যায় পর্য্যাপ্তমিতি স্বকার্য্যং কর্ত্তুং পরমেশ্বরং নিমিত্ততয়োপাদানতয়া চাশ্রয়তে, প্রপঞ্চবিভ্রমস্য হীশ্বরাধিষ্ঠানত্বমহিবিভ্রমস্যেব রজ্জ্বধিষ্ঠানত্বং, তেন যথাঽহিবিভ্রমো রজ্জূপাদান এবং প্রপঞ্চবিভ্রম ঈশ্বরোপাদানঃ। তস্মাজ্জীবাধিকরণাপ্যবিদ্যা নিমিত্ততয়া বিষয়তয়া চেশ্বরমাশ্রয়ত ইতীশ্বরাশ্রয়েত্যুচ্যতে, ন ত্বাধারতয়া, বিদ্যাস্বভাবে ব্রহ্মণি তদনুপপত্তেরিতি। অত এবাহ "যস্যাং স্বরূপপ্রতিবোধরহিতাঃ শেরতে সংসারিণো জীবাঃ" ইতি। যস্যামবিদ্যায়াং সত্যাং শেরতে জীবাঃ। জীবানাং স্বরূপং বাস্তবং ব্রহ্ম, তদ্বোধরহিতাঃ শেরত ইতি লয় উক্তঃ। সংসারিণ ইতি বিক্ষেপ উক্তঃ।

"অব্যক্তাধীনত্বাজ্জীবভাবস্য" ইতি। যদ্যপি জীবাব্যক্তয়োরনাদিত্বেনানিয়তং পৌর্ব্বাপর্য্যং, তথাপ্যব্যক্তস্য পূর্ব্বত্বং বিবক্ষিত্বৈতদুক্তং "সত্যপি শরীরবদিন্দ্রিয়াদীনা"মিতি। গোবলীবর্দ্দপদবদেতৎ দ্রষ্টব্যম্।

আচার্য্যদেশীয়মতমাহ।—"অন্যে ত্বি"তি। এতদ্দূষয়তি।—"তৈস্ত্বি"তি।

মায়া-শক্তি বস্তুসৎ, কি অসৎ, কি মিথ্যা, ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে পৃথক্, কি অপৃথক্, তাহা নিরূপণ করা যায় না। সেই জন্য তাহা অনির্ব্বচনীয়। ঈদৃশ অব্যক্ত হইতে মহত্তত্ত্ব জন্মে বলিয়া শ্রুতি "মহতঃ পরমব্যক্তম্" বলিয়াছেন। হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধির নাম মহান্ (মহত্তত্ত্ব), এ পক্ষেও ঐ অর্থ সঙ্গত হইবে। যদি জীবকে মহান্ বল, তাহা হইলে জীব অব্যক্তের অধীন; সুতরাং সে পক্ষেও "মহতঃ পরমব্যক্তং" কথা সঙ্গত হয়। বিবেচনা কর, অবিদ্যাই অব্যক্ত, জীবও তদ্বিশিষ্ট। তদ্বিশিষ্ট বলিয়াই জীবের জীবত্ব ও তাহার সমস্ত ব্যবহার অলুপ্ত বা অচ্ছিন্ন থাকে। জৈবিক ব্যবহার অবিদ্যার অধীন বলিয়াই শ্রুতি উপচারক্রমে অব্যক্তকে পর বলিতেও পারেন। শরীর ও ইন্দ্রিয় উভয়ই অব্যক্তের বিকার সত্য; পরন্তু অভেদ (শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন নহে; এক—এই) অভিপ্রায়ে শরীরকে অব্যক্ত বলা অন্যায্য নহে। শ্রুতি "ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ" এতদ্রূপে ইন্দ্রিয়গণকে পৃথক্ করিয়া বলাতেও পারিশেষ্যপ্রযুক্ত অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শরীরের গ্রহণ হইতে পারে।

[অন্যে...মিতি] কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, শরীর দ্বিবিধ,

যদিদমুপলভ্যতে। সূক্ষ্মং যদুত্তরত্র বক্ষ্যতে, "তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্" ইতি। তচ্চোভয়মপি শরীরমবিশেষাৎ পূর্ব্বং রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতং ইহ তু সূক্ষ্মমব্যক্তশব্দেন পরিগৃহ্যতে, সূক্ষ্মস্যাব্যক্তশব্দার্হত্বাৎ, তদধীনত্বাচ্চ বন্ধমোক্ষব্যবহারস্য জীবাৎ তস্য পরত্বম্। যথা অর্থাধীনত্বাদিন্দ্রিয়ব্যাপারস্যেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরত্বমর্থানামিতি। তৈস্ত্বেতদ্বক্তব্যম্। অবিশেষেণ শরীরদ্বয়স্য পূর্ব্বত্র রথত্বেন সঙ্কীর্ত্তিতত্বাৎ সমানয়োঃ প্রকৃতত্বপরিশিষ্টত্বয়োঃ কথং সূক্ষ্মমেব শরীরমিহ গৃহ্যতে, ন পুনঃ স্থূলমপীতি। আম্নাতস্যার্থং প্রতিপত্তুং প্রভবামো নাম্নাতং পর্য্যনুযোক্তুম্। আম্নাতঞ্চাব্যক্তপদং সূক্ষ্মমেব প্রতিপাদয়িতুং শক্নোতি, নেতরৎ, ব্যক্তত্বাৎ তস্যেতি চেৎ; ন, একবাক্যতাধীনত্বাদর্থপ্রতিপত্তেঃ। ন হীমে পূর্ব্বোত্তরে আম্নাতে একবাক্যতামনাপদ্য কঞ্চিদর্থং প্রতিপাদয়তঃ,

---

প্রকরণপারিশেষ্যয়োরুভয়ত্র তুল্যত্বান্নৈকগ্রহণনিয়মহেতুরস্তি। শঙ্কতে।—আম্নাতস্যার্থ"মিতি। অব্যক্তপদমেব স্থূলশরীরব্যাবৃত্তিহেতুর্ব্ব্যক্তত্বাত্তস্যেতি শঙ্কার্থঃ। নিরাকরোতি।—"নৈকবাক্যতাধীনত্বা"দিতি। প্রকৃতহান্যপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গে-

---

স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর এই—যাহা নিত্য উপলব্ধ হইতেছে। সূক্ষ্ম শরীর পরে বর্ণিত হইবে। পূর্ব্ব শ্রুতি স্থূল শরীরকেই রথ বলিয়াছেন এবং এ শ্রুতি অব্যক্ত শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ এই যে, সূক্ষ্ম শরীরই অব্যক্ত শব্দের যোগ্য এবং বন্ধ মোক্ষ ব্যবহারও সূক্ষ্ম শরীরঘটিত। কাজেই তাহা জীব অপেক্ষা বড়। যেমন ইন্দ্রিয়-ব্যাপার বিষয়ের অধীন (বিষয়ের অভাবে কোনও ইন্দ্রিয় সব্যাপার হয় না বা থাকে না) বলিয়াই ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয়ের পরত্ব, তেমনি, জৈবিক বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবহারও সূক্ষ্ম শরীরের অধীন বলিয়া জীব অপেক্ষাও অব্যক্ত-নামক সূক্ষ্ম শরীরের পরত্ব। [তৈঃ···প্রসঙ্গাৎ] ঐরূপ বলিলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই বলিতে হইবে, প্রত্যুত্তর দিতে হইবে যে, যখন পূর্ব্ব শ্লোকে স্থূল-সূক্ষ্ম-বিভাগ না করিয়া সামান্যতঃ শরীরকে রথ বলা হইয়াছে এবং প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তির সাম্য আছে, তখন যে পরশ্লোকে সূক্ষ্ম শরীরেরই গ্রহণ, স্থূল শরীরের নহে, ইহা তুমি কিসে জানিলে? যদি বল, আমরা শ্রুত্যুক্ত কথার অর্থ মাত্র করিতে পারি, কেন বলিলেন বলিয়া শ্রুতিকে অনুযোগ করিতে পারি না, সুতরাং শ্রুতিকথিত অব্যক্ত-শব্দের সারসিক অর্থ সূক্ষ্ম, তাহাই বলিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি, অন্য কিছু বলিতে পারি না। এইরূপ বলিলে তদুত্তরে বলিব, শ্রুতিবাক্যের অর্থ-সংগ্রহ একবাক্যতা নিয়মের

প্রকৃতহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাৎ। ন চাকাঙ্ক্ষামন্তরেণৈকবাক্যতা-প্রতিপত্তিরস্তি। তত্রাবিশিষ্টায়াং শরীরদ্বয়স্য গ্রাহ্যত্বাকাঙ্ক্ষায়াং যথাকাঙ্ক্ষং সম্বন্ধেঽনভ্যুপগম্যমানে একবাক্যতৈব বাধিতা ভবতি, কুত আম্নাতস্যার্থস্য প্রতিপত্তিঃ।

ন চৈবং মন্তব্যং, দুঃশোধত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্যেহ গ্রহণং, স্থূলস্য তু দৃষ্টবীভৎসতয়া সুশোধত্বাদগ্রহণমিতি। যতো নৈবেহ শোধনং কস্যচিদ্বিবক্ষ্যতে। নহ্যত্র শোধনবিধায়ি কিঞ্চিদাখ্যাতমস্তি। অনন্তরনির্দ্দিষ্টত্বাত্তু কিং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি—ইদমিহ বিবক্ষ্যতে। তথা হি—ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিত্যুক্ত্বা

নৈকবাক্যত্বে সম্ভবতি ন বাক্যভেদো যুজ্যতে। ন চাকাঙ্ক্ষাং বিনৈকবাক্যত্বম্, উভয়ঞ্চ প্রকৃতমিত্যুভয়ং গ্রাহ্যত্বেনেহাকাঙ্ক্ষিতমিত্যেকাভিধায়কমপি পদং শরীর-দ্বয়পরম্। ন চ মুখ্যয়া বৃত্ত্যাঽতৎপরমিত্যৌপচারিকং ন ভবতি। যথোপহন্তৃ-মাত্রনিরাকরণাকাঙ্ক্ষায়াং কাকপদং প্রযুজ্যমানং শ্বাদিসর্ব্বহন্তৃপরং বিজ্ঞায়তে। যথাহুঃ,—

"কাকেভ্যো রক্ষ্যতামন্নমিতি বালোঽপি নোদিতঃ।
উপঘাতপ্রধানত্বান্ন শ্বাদিভ্যো ন রক্ষতি॥" ইতি।

নমু ন শরীরদ্বয়স্যাত্রাকাঙ্ক্ষা, কিন্তু দুঃশোধত্বাৎ সূক্ষ্মস্যৈব শরীরস্য, ন তু ষাট্‌কৌশিকস্য স্থূলস্য, তদ্ধি দৃষ্টবীভৎসতয়া সুকরং বৈরাগ্যবিষয়ত্বেন শোধয়িত-ব্যমিত্যত আহ।—"ন চৈবং মন্তব্য"মিতি। বিষ্ণোঃ পরমং পদমবগময়িতুং পরং পরমত্র প্রতিপাদ্যত্বেন প্রস্তুতং, ন তু বৈরাগ্যায় শোধনমিত্যর্থঃ। অলং বা

অধীন। পূর্ব্বাপর বাক্য একত্রিত না হইলে কোনও অর্থ প্রতিপাদিত হয় না। হয় বলিলে প্রকৃতহানি ও অপ্রকৃতাগমন দোষ হইবে। [ন চ…প্রতিপত্তিঃ] বিনা আকাঙ্ক্ষায় একবাক্যতা (বহু বাক্য মিলিত হইয়া একার্থবোধক) হয় না। সমানরূপে উভয় শরীর গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও যদি আকাঙ্ক্ষা অনুসারে সম্বন্ধ (অন্বয়) স্বীকার না কর, তাহা হইলে অর্থদোষ-দূরে থাকুক, একবাক্যই হইবে না।

[ন চৈবং…বিবক্ষ্যতে] এমন মনে করিও না যে, শোধন (অর্থের দোষ পরিহার) করা যায় না বলিয়াই এখানে সূক্ষ্ম শরীরের গ্রহণ হইবে। কেন-না, ঐ বাক্যে শোধন-বিবক্ষা নাই, শোধক কথাও নাই। ঐ বাক্যের পরেই বিষ্ণুর পরম পদ কথিত হইয়াছে। সে পরম পদ কি? এখানে কেবল তাহাই বিবক্ষিত। তৎক্রমে উহা অমুক অপেক্ষা পর, অমুক অমুক অপেক্ষা পর, এইরূপ এইরূপ বলিয়া পুরুষের পর আর কিছু নাই, এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে। [তথাহি…ছিদ্যতে] যে পথেই যাও, যেরূপ ব্যাখ্যাই কর, অনুমানগম্য প্রধানের

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" ইত্যাহ। সর্ব্বথাপি ত্বানুমানিকনিরাকরণোপপত্তেস্তথা নামাস্তু, ন নঃ কিঞ্চিচ্ছিদ্যতে॥ ১। ৪। ৩॥

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ॥ ১। ৪। ৪॥ *

জ্ঞেয়ত্বেন চ সাঙ্খ্যৈঃ প্রধানং স্মর্য্যতে—গুণপুরুষান্তরজ্ঞানাৎ কৈবল্যমিতি বদস্তিঃ। নহি গুণস্বরূপমজ্ঞাত্বা গুণেভ্যঃ পুরুষস্যান্তরং শক্যং জ্ঞাতুমিতি। ক্বচিচ্চ বিভূতিবিশেষপ্রাপ্তয়ে প্রধানং জ্ঞেয়মিতি স্মরন্তি। ন চেদমিহাব্যক্তং জ্ঞেয়ত্বেনোচ্যতে, পদমাত্রং হ্যব্যক্তশব্দঃ, নেহাব্যক্তং জ্ঞাতব্যমুপাসিতব্যঞ্চেতি বাক্যমস্তি। ন চানুপদিষ্টং পদার্থজ্ঞানং পুরুষার্থমিতি শক্যং প্রতিপত্তুম্। তস্মাদপি নাব্যক্তশব্দেন প্রধানমভিধীয়তে। অস্মাকন্তু রথরূপকক্লৃপ্তশরীরাদ্যনুসরণেন বিষ্ণোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়মুপন্যাস ইত্যনবদ্যম্॥ ১। ৪। ৪॥

বিবাদেন, ভবতু সূক্ষ্মশরীরং পরিশোধ্যং, তথাপি ন সাংখ্যাভিমতমত্র প্রধানং পরমিত্যভ্যুপেত্যাহ।—"সর্ব্বথাপি ত্বি"তি॥ ১। ৪। ৩॥

ইতোঽপি নায়মব্যক্তশব্দঃ সাংখ্যাভিমতপ্রধানপরঃ। সাংখ্যৈঃ খলু প্রধানাদ্বিবেকেন পুরুষং নিঃশ্রেয়সায় জ্ঞাতুং বা বিভূত্যৈ বা প্রধানং জ্ঞেয়ত্বেনোপক্ষিপ্যতে, ন চেহ জানীয়াদিতি চোপাসীতেতি বা বিধিবিভক্তিশ্রুতিরস্তি, অপি ত্বব্যক্তপদমাত্রং, ন চৈতাবতা সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানং ভবতীতি ভাবঃ। জ্ঞেয়ত্বাবচনস্যাসিদ্ধিমাশঙ্ক্য তৎসিদ্ধিপ্রদর্শনার্থং সূত্রম্॥ ১। ৪। ৪॥

নিরাস হইলেই হইল, ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইলে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই॥ ১।৪।৩॥

সাংখ্যবাদীরা বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানই মুক্তির কারণ। প্রকৃতির জ্ঞান না হইলে কি প্রকারে তদ্ভেদপুরস্কারে পুরুষজ্ঞান হইবে? অতএব, সাংখ্যের অব্যক্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ কৈবল্য লাভের নিমিত্ত তাহাকে জানিতে হয় এবং অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির নিমিত্তও তাহাকে জানিতে হয়। কিন্তু এখানে যে অব্যক্ত শব্দ আছে, এ অব্যক্ত জ্ঞেয় নহে উপাসিতব্যও নহে। কেবল শব্দমাত্রে অব্যক্ত। এই জন্যই বলি, এখানে অব্যক্ত শব্দে প্রধানের অভিধান (কথনও) হয় নাই। এখানে বিষ্ণুর পরম পদ প্রদর্শনের জন্যই কল্প্ত রথরূপ শরীর অবলম্বনপূর্ব্বক প্রোক্ত অব্যক্ত শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে, পদার্থবিশেষ প্রতিপাদনের জন্য নহে॥ ১।৪।৪॥

---

* অব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বাভিধানং নাস্তীতি নাত্রাব্যক্তশব্দঃ প্রধানবাচীতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।

উদাহৃত শ্রুতি অব্যক্ত-শব্দ বলিতেছেন সত্য; কিন্তু তাহাকে জানিতে বলেন নাই। কাজেই বলিতে হয়, এ অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) নহে। সাংখ্যের অব্যক্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ তাহাকে জানিতে হয়।

বদতীতি চেন্ন, প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥১।৪।৫॥*

অত্রাহ সাঙ্খ্যো জ্ঞেয়ত্বাবচনাদিত্যসিদ্ধম্। কথম্? শ্রূয়তে হি উত্তরত্রাব্যক্তশব্দোদিতস্য প্রধানস্য জ্ঞেয়ত্ববচনম্—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্,
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং,
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" ইতি।

অত্র হি যাদৃশং শব্দাদিহীনং প্রধানং মহতঃ পরং স্মৃতৌ নিরূপিতং, তাদৃশমেব নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টম্। তস্মাৎ প্রধানমেবেদং, তদেবাব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টমিতি। অত্র ব্রূমঃ। নেহ প্রধানং নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্টম্। প্রাজ্ঞো হীহ পরমাত্মা নিচায্যত্বেন নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। কুতঃ? প্রকরণাৎ। প্রাজ্ঞস্য হি প্রকরণং বিততং বর্ত্ততে,—

এই স্থানে কেহ কেহ বলেন, শ্রুতিতে যে, অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব-কথন নাই, এ সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ। কারণ এই যে, শ্রুতি উহারই পরে অব্যক্তশব্দ-কথিত প্রধানকে জানিতে ও উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। যথা—"যাহা শব্দ-বর্জ্জিত, স্পর্শরহিত, রূপহীন, ক্ষয়রহিত, রসবর্জ্জিত, গন্ধশূন্য, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, মহতের পর, ধ্রুব অর্থাৎ কূটবৎ নির্ব্বিকার, উপাসকগণ তাহাকে জানিয়া মৃত্যুগ্রাস হইতে মুক্ত হন।" [অত্র…গম্যতে] সাংখ্যস্মৃতিতে যেরূপ মহতের পর শব্দাদিহীন প্রধান নিরূপিত হইয়াছে, এখানে (শ্রুতিতে) ঠিক সেইরূপ বস্তুই উপদিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এখানেও অব্যক্ত শব্দে প্রধানই কীর্ত্তিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রদর্শিত শ্রুতিতে প্রধান উপদিষ্ট হয় নাই, জ্ঞেয় আত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন। [কুতঃ… ফলত্বাচ্চ] হেতু এই যে, ঐ বাক্য বা ঐ উপদেশ আত্মার প্রকরণে (প্রস্তাবে) কথিত। "পুরুষের পর অর্থাৎ পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, পুরুষই শেষ-সীমা এবং পুরুষই পরমপ্রাপ্য" ইত্যাদি উপদেশের দ্বারা জানা যায় যে, উহা আত্মারই প্রকরণ। "ইনি সকল ভূতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান আছেন, তাই ইনি (আত্মা)

* অশব্দমিত্যাদি শ্রুতৌ স্মৃতৌ চাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্ববচনমস্তীতি চেৎ মন্যতে, তন্ন মন্তব্যম্। হি যতঃ প্রকরণাৎ প্রকরণবলেন, তত্র প্রাজ্ঞ এবাত্মা প্রতীয়তে ন তু প্রধানমিতি সূত্রার্থঃ।

শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে যে অব্যক্তকে জানিবার কথা আছে, প্রকরণ অনুসারে জানা যায়, তাহার অর্থ আত্মা, প্রধান নহে।

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"।

ইত্যাদিনির্দ্দেশাৎ।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে"।

ইতি চ দুর্জ্ঞানত্ববচনেন তস্যৈব জ্ঞেয়ত্বাকাঙ্ক্ষণাৎ। "যচ্ছেদ্বাঙ্মানসী প্রাজ্ঞঃ" ইতি চ তজ্জ্ঞানায়ৈব বাগাদিসংযমস্য বিহিতত্বাৎ মৃত্যুমুখপ্রমোক্ষণফলত্বাচ্চ। ন হি প্রধানমাত্রং নিচায্য মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি সাঙ্খ্যৈরিষ্যতে। চেতনাত্মবিজ্ঞানাদ্ধি মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ইতি তেষামভ্যুপগমঃ। সর্ব্বেষু চ বেদান্তেষু প্রাজ্ঞস্যৈবাত্মনোঽশব্দাদিধর্ম্মত্বমভিলপ্যতে। তস্মান্ন প্রধানস্যাত্র জ্ঞেয়ত্বমব্যক্তশব্দনির্দ্দিষ্টত্বং বা॥ ১। ৪। ৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ॥১।৪।৬॥*

ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্বং জ্ঞেয়ত্বং বা, যস্মাৎ

নিগদব্যাখ্যাতমস্য ভাষ্যম্॥ ১। ৪। ৫॥
বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুনচিকেতঃসংবাদরূপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্তেঃ

স্পষ্ট প্রতিভাত হন না।" ইত্যাদি শাস্ত্রে আত্মাকেই দুর্জ্ঞেয় বলা হইয়াছে; সুতরাং আত্মাই জ্ঞেয়, ইহা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আত্মা দুর্জ্ঞেয়, তাই তাঁহার জ্ঞানের নিমিত্ত বাক্‌সংযমাদির বিধান। মৃত্যু অতিক্রম-ফলও আত্মবিজ্ঞানেরই ফল। [ন হি…বা] কেবলমাত্র প্রধান-জ্ঞানে মৃত্যু অতিক্রম হয়, ইহা সাংখ্যেরাও বলেন না। তাঁহারা বলেন, চিদাত্মবিজ্ঞানেই মৃত্যু অতিক্রম হয়। অপিচ, প্রত্যেক বেদান্তে প্রাজ্ঞ-আত্মাকে অশব্দ অস্পর্শ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হইতে দেখা যায়। এই সকল কারণেও, প্রোক্ত অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত প্রধান নহে এবং জ্ঞেয়ও নহে॥ ১। ৪। ৫॥

শ্রুতিকথিত এই অব্যক্ত প্রধান নহে, জ্ঞেয়ও নহে। কঠবল্লীতে দেখা

---

* মৃত্যুনা নচিকেতসম্প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্বেত্যুক্তেস্ত্রয়াণামেব প্রশ্ন নচিকেতসা কৃতঃ। উপন্যাসঃ প্রত্যুত্তরোঽপি মৃত্যুনা ত্রয়াণামেব দত্তো নান্যস্যেতি নাব্যক্তস্য জ্ঞেয়ত্বং, ন বা তস্য প্রধানার্থত্বমিতি সূত্রার্থো হ্যস্মজ্ঞেয়ঃ।

অগ্নি, জীব, পরমাত্মা, এই তিন পদার্থেরই প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর থাকায় প্রোক্ত অব্যক্ত জ্ঞেয় নহে, এবং প্রধানও নহে।

ত্রয়াণামেব পদার্থানামগ্নি-জীব-পরমাত্মনামস্মিন্ গ্রন্থে কঠবল্লীষু বরপ্রদানসামর্থ্যাদ্বক্তব্যতয়োপন্যাসো দৃশ্যতে, তদ্বিষয় এব চ প্রশ্নঃ, নাতোঽন্যস্য প্রশ্ন উপন্যাসো বাস্তি। তত্র তাবৎ—

"স ত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো,
প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যম্" ইত্যগ্নিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ।

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে-
ঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥"

ইতি জীববিষয়ঃ

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥"

ইতি পরমাত্মবিষয়ঃ। প্রতিবচনমপি—

কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে। মৃত্যুঃ কিল নচিকেতসে কুপিতেন পিত্রা প্রহিতায় তুষ্টস্ত্রীন্ বরান্ প্রদদৌ। নচিকেতাস্তু প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্যং বব্রে, দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং, তৃতীয়েনাত্মবিদ্যাম্, বরাণামেষ বরস্তৃতীয় ইতি বচনাৎ। ন তু তত্র বরপ্রদানে প্রধানগোচরে স্তঃ প্রশ্ন-প্রতিবচনে। তস্মাৎ কঠবল্লীষ্বগ্নিজীবপরমাত্মপরৈব বাক্যপ্রবৃত্তির্ন ত্বপ্রক্রান্তপ্রধানপরা ভবিতুমর্হ-

---

যায়, বর-প্রদান-প্রসঙ্গে অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা, এই তিন পদার্থের উপদেশ আছে, অন্য কিছুর উপদেশ নাই। নচিকেতাও ঐ তিন পদার্থ জানিতে চাহিয়াছিলেন। অন্য কিছু চাহেন নাই। [তত্র…তস্যেতি] যথা— "নচিকেতা বলিলেন, হে যম, তুমি স্বর্গসাধন অগ্নিতত্ত্ব জ্ঞাত আছ, অতএব তুমি তাহা শ্রদ্ধান্বিত আমাকে বল।" ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন। পুনশ্চ বলিলেন, "মনুষ্য মরিলে লোকে যে সন্দেহ করে, আত্মা থাকে, ও থাকে না, সেই সন্দেহ আমার বিদূরিত হউক। তোমার উপদেশে আমি যেন উহার তথ্য জ্ঞাত হই। ইহাই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।" এটী জীববিষয়ক প্রশ্ন। পরে আছে, "যাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, যাহা কার্য্য-কারণের অতীত, যাহা ভূত ভবিষ্যতের অন্য, তাহাই বল।" এটী পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্ন। যমের প্রত্যুত্তরও ঐ সকলেরই অনুরূপ। যথা—"যম নচিকেতাকে লোক-কারণ অগ্নি ও যাবৎ ইষ্টকা, সমস্তই বলিলেন।" ইহা অগ্নিবিষয়ক প্রত্যুত্তর। আমি তোমাকে

"লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যা ইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা" ইত্যগ্নিবিষয়ম্।

"হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥"
"যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥"

ইতি ব্যবহিতং জীববিষয়ম্। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদি বহুপ্রপঞ্চং পরমাত্মবিষয়ম্। নৈবং প্রধানবিষয়ঃ প্রশ্নোঽস্তি, অপৃষ্টত্বাদনুপন্যসনীয়ত্বং তস্যেতি। অত্রাহ, যোঽয়মাত্মবিষয়ঃ প্রশ্নঃ "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে" ইতি, কিং স এবায়ম্ "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ" ইতি পুনরনুকৃষ্যতে, কিং বা ততোঽন্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যত ইতি। কিঞ্চাতঃ। স এবায়ং প্রশ্নঃ পুনরনুকৃষ্যত ইতি যদ্যুচ্যেত, তদা

তীত্যাহ—"ইতশ্চ ন প্রধানস্যাব্যক্তশব্দবাচ্যত্ব"মিতি। "হন্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্" ইত্যনেন ব্যবহিতং জীববিষয়ং "যথা চ মরণং প্রাপ্যাত্মা ভবতি গৌতম" ইত্যাদিপ্রতিবচনমিতি যোজনা। অত্রাহ চোদকঃ, কিং জীবপরমাত্মনোরেক এব প্রশ্নঃ? কিং বান্যো জীবস্য? যেয়ং প্রেতে মনুষ্য-

---

লোকগুহ্য সনাতন ব্রহ্ম বলিব। হে গৌতম, মরণপ্রাপ্ত আত্মা যাহা বা যে-প্রকার হয়, তাহা বলিতেছি। যেমন কর্ম্ম ও যেমন জ্ঞান, মরণপ্রাপ্ত আত্মা তদনুরূপ গতিই প্রাপ্ত হয়। দেহিগণ পুনঃশরীর প্রাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন যোনি অথবা স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয়।" এ প্রত্যুত্তর জীববিষয়ক। নচিকেতা প্রধানের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই, মৃত্যুও তাহার স্বরূপ বলেন নাই। [অত্রাহ…সামর্থ্যাৎ] এই স্থলে কেহ কেহ বলেন—জিজ্ঞাসা করেন, নচিকেতার "মনুষ্য মরণ প্রাপ্ত হইলে লোকে যে,সন্দেহ করিয়া থাকে,—কেহ বলে'থাকে',কেহ বলে—'থাকে না' সুতরাং সন্দেহ হয়, সেই কারণে আপনি উহার তথ্য বলুন," যে আত্মা এই প্রশ্নের জিজ্ঞাস্য, সেই আত্মাই কি "ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত," ইত্যাদি ক্রমে কথিত হইয়াছেন? অথবা অন্য কোন অভিনব আত্মার স্বরূপ ঐ বাক্যে কথিত বা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে? পূর্ব্বোক্ত প্রষ্টব্য আত্মাই যদি পরবাক্যে কথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মবিষয়ক প্রশ্নদ্বয় এক হইয়া পড়ে; সুতরাং একটী আত্মবিষয়ক প্রশ্ন এবং একটী অগ্নিবিষয়ক প্রশ্ন,এই দুইটী মাত্র প্রশ্নের বিন্যাস হওয়ায় সূত্রে তিন প্রশ্নের বিন্যাস, এ কথা সঙ্গত হয় না। আর যদি অভিনব প্রশ্ন উত্থা-

দ্বয়োরাত্মবিষয়য়োঃ প্রশ্নয়োরেকতাপত্তেরগ্নিবিষয় আত্মবিষয়শ্চ দ্বাবেব প্রশ্নাবিত্যতো ন বক্তব্যং ত্রয়াণাং প্রশ্নোপন্যাসাবিতি। অথান্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যত ইতি যদ্যুচ্যেত, ততো যথৈব বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নকল্পনায়ামদোষঃ, এবং প্রশ্নব্যতিরেকেণাপি প্রধানোপন্যাসকল্পনায়ামদোষঃ স্যাদিতি।

অত্রোচ্যতে। নৈবং বয়মিহ বরপ্রদানব্যতিরেকেণ প্রশ্নং কঞ্চিৎ কল্পয়ামঃ, বাক্যোপক্রমসামর্থ্যাৎ। বরপ্রদানোপক্রমা হি মৃত্যুনচিকেতঃসম্বাদরূপা বাক্যপ্রবৃত্তিরাসমাপ্তেঃ কঠবল্লীনাং লক্ষ্যতে। মৃত্যুঃ কিল নচিকেতসে পিত্রা প্রহিতায় ত্রীন্ বরান্ প্রদদৌ, নচিকেতাঃ কিল তেষাং প্রথমেন বরেণ পিতুঃ সৌমনস্যং বব্রে, দ্বিতীয়েনাগ্নিবিদ্যাং, তৃতীয়েনাত্মবিদ্যাং "যেয়ং প্রেতে" ইতি, "বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ" ইতি লিঙ্গাৎ। তত্র যদি "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ"

ইতি প্রশ্নঃ? অন্যশ্চ পরমাত্মনঃ? অন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যাদিঃ। একত্বে সূত্রবিরোধঃ "ত্রয়াণামি"তি। ভেদে তু সৌমনস্যাবাপ্ত্যগ্ন্যাত্মজ্ঞানবিষয়বরত্রয়প্রদানানন্তর্ভাবোঽন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যাদেঃ প্রশ্নস্য। তুরীয়বরান্তরকল্পনায়াং বা তৃতীয় ইতি শ্রুতিবাধপ্রসঙ্গঃ। বরপ্রদানানন্তর্ভাবে প্রশ্নস্য তদ্বৎ প্রধানাখ্যানমপ্যনন্তর্ভূতং বরপ্রদানেঽস্তু মহতঃ পরমব্যক্তমিত্যাক্ষেপঃ।

পরিহরতি—"অত্রোচ্যতে, নৈব বয়মিহ" ইতি। বস্তুতো জীবপরমাত্মনোরভেদাৎ প্রষ্টব্যাভেদেনৈক এব প্রশ্নঃ; অতএব প্রতিবচনমপ্যেকং। সূত্রং ত্ববান্তর-

---

পিত হইয়া থাকে তাহা হইলে, বরপ্রদান ব্যতিরেকেও প্রশ্নের কল্পনা করিতে হয়। (অর্থাৎ যম বর দেন নাই, অথচ নচিকেতার প্রশ্ন ছিল, এইরূপ অনুমান করিতে হয়।) যদি বরপ্রদান ব্যতিরেকেও প্রশ্নকল্পনা কর, তবে প্রশ্নব্যতিরেকেও প্রধানের কল্পনা (বর্ণন) করিতে পার।

এই ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত স্থলে আমরা বিনা বরপ্রদানে প্রশ্নের কল্পনা করি নাই। বাক্যের উপক্রমের অর্থাৎ প্রারম্ভের সামর্থ্যেই আমরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। [বর…লক্ষ্যতে] ঐ যমনচিকেতা-সংবাদটী বরপ্রদান উপলক্ষ্যে উপলক্ষিত দেখা যায় এবং উহার প্রারম্ভ অনুসারে উহাতে বরপ্রদানেরও অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। [মৃত্যুঃ…বাধ্যেত] নচিকেতার পিতা নচিকেতাকে মৃত্যুর নিকট প্রেরণ করিলে মৃত্যু নচিকেতাকে তিনটী বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। নচিকেতা প্রথম বরে পিতার সৌমনস্য অর্থাৎ মানসিক প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন, দ্বিতীয় বরে অগ্নিবিদ্যা, তৃতীয় বরে

ইত্যন্যোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রশ্ন উত্থাপ্যেত, ততো বরপ্রদানব্যতিরেকেণাপি প্রশ্নকল্পনাদ্বাক্যং বাধ্যেত। ননু প্রষ্টব্যভেদাদপূর্ব্বোঽয়ং প্রশ্নো ভবিতুমর্হতি, পূর্ব্বো হি প্রশ্নো জীববিষয়ঃ, 'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তি নাস্তি'ইতি বিচিকিৎসাভিধানাৎ। জীবশ্চ ধর্ম্মাদিগোচরত্বান্ন অন্যত্র ধর্ম্মাদিতি প্রশ্নমর্হতি, প্রাজ্ঞস্তু ধর্ম্মাদ্যতীতত্বাদন্যত্র ধর্ম্মাদিতি প্রশ্নমর্হতীতি। প্রশ্নচ্ছায়া চ ন সমানা লক্ষ্যতে, পূর্ব্বস্যাস্তিত্ব-নাস্তিত্ববিষয়ত্বাৎ, উত্তরস্য ধর্ম্মাদ্যতীতবস্তু-বিষয়ত্বাচ্চ। তস্মাৎ প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাৎ প্রশ্নভেদঃ, ন পূর্ব্বস্যৈবো-ত্তরত্রানুকর্ষণমিতি চেৎ, ন, জীব-প্রাজ্ঞয়োরেকত্বাভ্যুপগমাৎ।

ভবেৎ প্রষ্টব্যভেদাৎ প্রশ্নভেদঃ, যদ্যন্যো জীবঃ প্রাজ্ঞাৎ স্যাৎ ;

ভেদাভিপ্রায়ম্। বাস্তবশ্চ জীবপরমাত্মনোরভেদস্তত্র তত্র শ্রুত্যুপন্যাসেন ভগবতা ভাষ্যকারেণ দর্শিতঃ। তথা জীববিষয়স্যাস্তিত্বনাস্তিত্ব-প্রশ্নস্যেত্যাদি। যেয়ং প্রেত ইতি হি নচিকেতসঃ প্রশ্নমুপশ্রুত্য তত্তৎকামবিষয়মলোভঞ্চাস্য প্রতীত্য

আত্মবিদ্যা জানিবার প্রার্থনা করিলেন। আত্মবিদ্যা বিদিত হওয়াই যে, তৃতীয় বর, তাহা "বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ" এই কথাতেই ব্যক্ত আছে। এখন বিবেচনা কর, "যাহা ধর্ম্মাদির অতীত, তাহা আমায় বল" এই বাক্যে যদি কোন নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই বিনা বরপ্রদানে (অর্থাৎ বরপ্রদান বাক্য না থাকিলেও) অভিনব প্রশ্ন কল্পিত হওয়ায় বাক্যভেদ (দুই বাক্য বা এক বাক্যের দুই অর্থ হওয়া) দোষ হইত। [ননু···গমাৎ] যদি বল, যখন জিজ্ঞাস্য বস্তু ভিন্ন, তখন "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" প্রশ্নটীও ভিন্ন, অর্থাৎ উহা একটী নূতন বা পৃথক্ প্রশ্ন। নূতন বা পৃথক্ প্রশ্ন বলিবার কারণ এই যে, মরণের পর মনুষ্য থাকে কি-না, এ প্রশ্ন জীববিষয়ক। জীবের ধর্ম্মাদি আছে, সুতরাং যাহা ধর্ম্মাদির অতীত, তাহা বলুন" এ প্রশ্ন ও ধর্ম্মাদিবিশিষ্ট জীববিষয়ক প্রশ্ন এক নহে। প্রাজ্ঞ আত্মা ধর্ম্মাদির অতীত ; সুতরাং প্রাজ্ঞ আত্মাই "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" প্রশ্নের বিষয়। অপিচ, উক্ত উভয় বাক্যের সাদৃশ্যও নাই। পূর্ব্ববাক্যের বিষয় "থাকে কি না" এবং পর-বাক্যের বিষয় ধর্ম্মাদিবর্জ্জিত বস্তু ; সুতরাংই সাদৃশ্য নাই। এই সকল কারণে বলি, পূর্ব্ববাক্যে যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, পরবাক্যেও যে তাহাই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। প্রত্যভিজ্ঞার অভাবে উক্ত প্রশ্নদ্বয় পরস্পর বিভিন্ন এবং পূর্ব্ববাক্যের জিজ্ঞাস্য পরবাক্যে পুনরুক্ত বা পুনর্জ্জিজ্ঞাসিত হয় নাই, ইহা স্থির হয়। এই ব্যাখ্যার উপর আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। কারণ, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু। [ভবেৎ··· পরমেশ্বরস্তু] প্রষ্টব্য ও প্রশ্নের ভেদ আছে, এরূপ বলিতে পার না। জীব

ন ত্বন্যত্বমস্তি, তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুত্যন্তরেভ্যঃ। ইহ চ অন্যত্র ধর্ম্মাদিত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইতি— জন্মমরণপ্রতিষেধেন প্রতিপাদ্যমানং শারীরপরমেশ্বরয়োরভেদং দর্শয়তি। সতি হি প্রসঙ্গে প্রতিষেধো ভাগী ভবতি। প্রসঙ্গশ্চ জন্মমরণয়োঃ শরীরসংস্পর্শাচ্ছারীরস্য ভবতি ন পরমেশ্বরস্য। তথা—

"স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥"

ইতি স্বপ্নজাগরিতদৃশো জীবস্যৈব মহত্ত্ববিভুত্ববিশেষণস্য মননেন শোক-বিচ্ছেদং দর্শয়ন্ ন প্রাজ্ঞাদন্যো জীব ইতি দর্শয়তি। প্রাজ্ঞবিজ্ঞানাদ্ধি শোকবিচ্ছেদ ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ। তথা—

"যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি স ইহ নানেব পশ্যতি ॥"

ইতি জীবপ্রাজ্ঞভেদদৃষ্টিমপবদতি। তথা জীববিষয়স্যাস্তিত্ব-

যদি প্রাজ্ঞ আত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইত, তাহা হইলে অবশ্যই প্রষ্টব্যভেদ ও প্রশ্নভেদ হইত; কিন্তু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়, বাস্তবিক পক্ষে ঐরূপ ভেদ কিছুই নাই। উত্তর বাক্যে জন্ম-মরণ নিষেধ করায় দেখান হইয়াছে যে, জীব ও প্রাজ্ঞ একই বস্তু। যাহা "ধর্ম্মাধর্ম্মাতীত, তাহা বলুন" এ প্রশ্নের "বিপশ্চিৎ জন্মমরণবর্জ্জিত" এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতেও বলা হইয়াছে, জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন, কথনই ভিন্ন নহে। জীবের শরীরসম্পর্ক থাকায় জন্মমরণাদি আছে, কিন্তু পরমেশ্বরের তাহা নাই। (যাহার যাহা নাই, তাহা তাহার সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হইতে পারে না। থাকিলে নিষেধ হয়, না থাকিলে নিষেধ হয় না)। নিষেধের দ্বারা শরীরসম্পর্ক-রহিত হইলেই জীবের প্রাজ্ঞতা সিদ্ধ হয়। [তথা ...সিদ্ধান্তঃ] শ্রুতি বলিতেছেন, "জীব যে-সাক্ষীর (চৈতন্যের) দ্বারা স্বপ্ন ও জাগ্রৎ উভয় অবস্থা দেখে, অনুভব করে, ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ ও বিভু আত্মার মনন করিয়া, মননের দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার করিয়া, শোকমুক্ত হন।" এই শ্রুতি স্বপ্নজাগ্রদ্দর্শী জীবকেই মহৎ ও বিভু শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন এবং মননের দ্বারা শোক-মুক্ত হওয়ার উপদেশ করিয়া প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত জীবের অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞানেই শোকের উচ্ছেদ হয়, অন্য-বিজ্ঞানে হয় না। [তথা...গম্যতে] আরও কথা আছে। "যাহা ইহলোকে,

নাস্তিত্বপ্রশ্নস্যানন্তরং "অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব" ইত্যারভ্য মৃত্যুনা তৈস্তৈঃ কামৈঃ প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতা যদা ন চচাল, তদৈনং মৃত্যুরভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সবিভাগপ্রদর্শনেন বিদ্যাবিদ্যাবিভাগ-প্রদর্শনেন চ "বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে, ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত" ইতি প্রশস্য প্রশ্নমপি তদীয়ং প্রশংসন্ যদুবাচ,—

"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥" ইতি।

তেনাপি জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদ এবেহ বিবক্ষিত ইতি গম্যতে। যৎপ্রশ্ননিমিত্তাঞ্চ প্রশংসাং মহতীং মৃত্যোঃ প্রত্যপদ্যত নচিকেতাঃ, যদি তং বিহায় প্রশংসানন্তরমন্যমেব প্রশ্নমুপক্ষিপেৎ, অস্থান এব সা সর্ব্বা প্রশংসা প্রসারিতা স্যাৎ। তস্মাৎ, "যেয়ং প্রেতে" ইত্যস্যৈব প্রশ্নস্যৈতদনুকর্ষণম্—"অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" ইতি।

মৃত্যুর্ব্বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্য ইত্যাদিনা নচিকেতসং প্রশস্য প্রশ্নমপি তদীয়ং প্রশংসন্নস্মিন্ প্রশ্নে ব্রহ্মৈবোত্তরমুবাচ।—"তং দুর্দ্দর্শম্"ইতি। যদি পুনর্জীবাৎ

তাহাই পরলোকে। যাহা পরলোকে, তাহাই ইহলোকে। ঈদৃশ আত্মার যে নানাত্ব দর্শন করে, ভেদ-বুদ্ধি উৎপাদন করে, সে মৃত্যু হইতে মরণ প্রাপ্ত হয়।" এই শ্রুতি ভেদদর্শনের নিন্দা করিতেছেন। অপিচ, নচিকেতা জীববিষয়ে অস্তি-নাস্তি প্রশ্ন করিলে পর, যম "তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর" এইরূপ বাক্যে নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করিলেও নচিকেতা যখন কিছুতেই চলচিত্ত হইলেন না, তখন তিনি অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (স্বর্গ ও মোক্ষ) এই দুই বিভাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক বিদ্যা ও অবিদ্যার উপদেশ করিলেন এবং নচিকেতাকে বিদ্যার্থী জানিয়া তদীয় প্রশ্নের প্রশংসা করিলেন। পরে বলিলেন, "ধীরগণ সেই দুর্দর্শ গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাতন দেবকে মনন করতঃ অধ্যাত্ম-যোগে জ্ঞাত হইয়া শোকহর্ষবর্জ্জিত হন।" * এই শ্রুতির বিবক্ষিত অর্থ জীবেশ্বরের অভেদ। [যৎ…ধর্ম্মাদিতি]নচিকেতা যে-প্রশ্নের নিমিত্ত মৃত্যুর নিকট এত প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন, এখন সে প্রশ্ন পরিত্যাগ করিয়া যদি প্রশ্নান্তর করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই মৃত্যুকৃত সমস্ত প্রশংসা ব্যর্থ হইয়া যায়, কিন্তু তাহা বলা সঙ্গত নহে। অতএব, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে"

---

* দুর্দর্শ=দুঃখে অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা দৃশ্য হন, স্বাভাবিক জ্ঞানের দৃশ্য নহেন, সুতরাং গূঢ়=অর্থাৎ দুর্লক্ষ্য। অনুপ্রবিষ্ট=দেহে জীবরূপে অবস্থিত। গুহাহিত=বুদ্ধিতে নিহিত। গহ্বরেষ্ঠ=বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত। পুরাতন=জন্মবর্জ্জিত।

যত্তু প্রশ্নচ্ছায়া-বৈলক্ষণ্যমুক্তম্, তদদূষণম্। তদীয়স্যৈব বিশেষস্য পুনঃ পৃচ্ছ্যমানত্বাৎ। পূর্ব্বত্র হি দেহাদিব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বং পৃষ্টং, উত্তরত্র তু তস্যৈবাসংসারিত্বং পৃচ্ছ্যত ইতি। যাবদ্ধ্যবিদ্যা ন নিবর্ত্ততে, তাবদ্ধর্ম্মাদিগোচরত্বং, জীবস্য জীবত্বঞ্চ ন নিবর্ত্ততে; তন্নিবর্ত্তনেন তু প্রাজ্ঞ এব তত্ত্বমসীতি শ্রুত্যা প্রত্যায্যতে। ন চাবিদ্যাবত্ত্বে তদপগমে চ বস্তুনঃ কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি। যথা কশ্চিৎ সন্তমসে পতিতাং কাঞ্চিদ্রজ্জুমহিং মন্যমানো ভীতো বেপমানঃ পলায়তে, তঞ্চাপরো ব্রূয়াৎ—মা ভৈষীঃ, নায়মহীরজ্জুরেবেতি। স চ তদুপশ্রুত্য অহিকৃতং ভয়মুৎসৃজেৎ, বেপথুং পলায়নঞ্চ। ন চাহিবুদ্ধিকালে তদপগমকালে চ বস্তুনঃ কশ্চিদ্বিশেষঃ স্যাৎ, তথৈবৈতদপি দ্রষ্টব্যম্। ততশ্চ "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যেবমাদ্যপি ভবতি অস্তিত্বনাস্তিত্বপ্রশ্নস্য প্রতিবচনম্।

প্রাজ্ঞো ভিদ্যেত, জীবগোচরঃ প্রশ্নঃ প্রাজ্ঞগোচরঞ্চোত্তরমিতি কিং কেন সঙ্গচ্ছেৎ। অপি চ, যদ্বিষয়ং প্রশ্নমুপশ্রুত্য মৃত্যুনৈষ প্রশংসিতো নচিকেতা যদি তমেব ভূয়ঃ

এই প্রশ্নের প্রষ্টব্যই "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" এই বাক্যে অনুকৃষ্ট হইয়াছে। [যত্তু… প্রত্যায্যতে] বলিয়াছিলে, প্রশ্নবাক্যের বৈলক্ষণ্য আছে; আমরা বলি, তাহা নাই। ঐ স্থলে বাক্যের আকারগত সাদৃশ্য না থাকা দোষাবহ নহে। কারণ এই যে, "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ" এই বাক্যে নচিকেতাকর্ত্তৃক পূর্ব্বজিজ্ঞাস্যের বিশেষ ভাবটী পুনর্জ্জিজ্ঞাসিত হইয়াছে মাত্র। পূর্ব্বে দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব, পরে তাহার অসংসারিত্ব জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। যত কাল না অবিদ্যাবিনাশ হয়, ততকাল জীবত্ব এবং ততকাল ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিকার। অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই "তত্ত্বমসি" বাক্য আত্মার প্রাজ্ঞতা (বিশুদ্ধচিদ্রূপতা) বোধ করায়। [ন চ… দ্রষ্টব্যম্] অবিদ্যাকালে ও তাহার অভাবকালে বস্তুর কোনরূপ বিশেষ (তারতম্য) ঘটনা হয় না। আত্মা অবিদ্যাকালে যদ্রূপ, অবিদ্যার অভাবকালেও তদ্রূপ। গাঢ়ান্ধকার-মগ্ন রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্ত হইয়া ভীত ও পলায়নপর হইলে, যদি কেহ বলে, ভয় নাই, উহা রজ্জু, সর্প নহে, তাহা হইলে তাহার সর্পভয় পরিত্যক্ত হয়, সুতরাং অঙ্গকম্পাদিও নিবৃত্ত হয়। যৎকালে রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি ছিল, তৎকালে ও সর্পবুদ্ধির অপগমকালে রজ্জুর স্বরূপগত কোনও ইতরবিশেষ ঘটনা হয় না। যাহা রজ্জুর স্বরূপ, তাহা উভয়কালেই সমান থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি অবিদ্যাকালে এবং তাহার অভাবকালে আত্মাকেও ইতর-বিশেষবর্জ্জিত জানিবে। [ততশ্চ…বচনং] অতএব "বিপশ্চিৎ জন্মেন না, মরেন না," এ সকল কথাও অস্তি-নাস্তি প্রশ্নেরই প্রত্যুত্তর।

সূত্রন্তু অবিদ্যাকল্পিত-জীবপ্রাজ্ঞভেদাপেক্ষয়া যোজয়িতব্যম্। একত্বেঽপি হ্যাত্মবিষয়স্য প্রশ্নস্য প্রায়ণাবস্থায়াং ব্যতিরিক্তাস্তিত্বমাত্রবিচিকিৎসনাৎ কর্তৃত্বাদিসংসারস্বভাবানপোহনাচ্চ পূর্ব্বস্য পর্য্যয়স্য জীববিষয়ত্বমুৎপ্রেক্ষ্যতে, উত্তরস্য তু ধর্ম্মাদ্যত্যয়সঙ্কীর্ত্তনাৎ প্রাজ্ঞবিষয়ত্বমিতি, ততশ্চ যুক্তা অগ্নিজীবপরমাত্মকল্পনা। প্রধানকল্পনায়ান্তু ন বরপ্রদানং, ন প্রশ্নঃ, ন বা প্রতিবচনমিতি বৈষম্যং স্যাৎ॥ ১। ৪। ৬॥

মহদ্বচ্চ॥ ১। ৪। ৭॥ *

যথা মহচ্ছব্দঃ সাঙ্খ্যৈঃ সত্তামাত্রেঽপি প্রথমজে প্রযুক্তো ন তমেব বৈদিকেঽপি প্রয়োগেঽভিধত্তে। "বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।

পৃচ্ছেত্তদুত্তরে চাবদধ্যাৎ, ততঃ প্রশংসা দৃষ্টার্থা স্যাৎ, প্রশ্নান্তরে তু সাবস্থানে প্রসারিতা সত্যদৃষ্টার্থা স্যাদিত্যাহ।—"যৎপ্রশ্ন" ইতি। যস্মিন্ প্রশ্নো যৎপ্রশ্নঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্॥ ১। ৪। ৬॥

অনেন সাংখ্যপ্রসিদ্ধের্বৈদিকপ্রসিদ্ধ্যা বিরোধান্ন সাংখ্যপ্রসিদ্ধির্বেদে আদর্ত্তব্যেত্যুক্তম্। সাংখ্যানাং মহত্তত্ত্বং সত্তামাত্রং পুরুষার্থক্রিয়াক্ষমম্। সত্ত্বস্তু ভাবঃ

[সূত্রং⋯স্যাৎ] জীব ও প্রাজ্ঞ এক নহে, ভিন্ন, এ ভেদ অবিদ্যাকল্পিত। সেই কল্পিত ভাব বা ভেদ লইয়াই সূত্রের অর্থ সঙ্গত করা হয়। মৃত্যুকালীন আত্মসম্বন্ধীয় সংশয় উত্থাপন করায় এবং কর্তৃত্বাদি সংসারধর্ম্মের নিষেধ করায় বুঝিতে হইবে, পূর্ব্ববাক্যের বিষয় জীব-রূপ এবং পর বাক্যের বিষয় স্বরূপ। অতএব, উদাহৃত শ্রুতিতে যদি অগ্নি, জীব, পরমাত্মা, এই তিনের কল্পনা কর, তাহা হইলে বরপ্রদান ও প্রশ্ন সমান হইবে না, (সমান না হইলেই প্রলাপতুল্য হইবে, পরন্তু তাহা কাহারও ঈপ্সিত বা স্বীকার্য্য নহে) ॥ ১।৪ ৬॥

সাংখ্যকার যে-অর্থে মহৎ-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, বৈদিক মহৎ-শব্দ সে অর্থে প্রযুক্ত নহে। কারণ এই যে, "বুদ্ধি অপেক্ষা মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ" "আত্মা মহান্ ও বিভু" "আমি মহান্ পুরুষকে জানি" ইত্যাদি ইত্যাদি প্রয়োগে মহৎশব্দের বিশেষণে আত্মা ও পুরুষ শব্দ আছে। (আত্মাদি বিশেষণে থাকায় বৈদিক মহৎ-শব্দ সাংখ্যাভিমত দ্বিতীয় তত্ত্বের বোধক নহে)। যেমন বৈদিক

---

* মহদ্বৎ মহচ্ছব্দবৎ। শ্রৌতোঽব্যক্তশব্দো ন সাঙ্খ্যাসাধারণতত্ত্বগোচরো বৈদিকশব্দত্বাৎ মহচ্ছব্দবদিতি সূত্রার্থঃ।

যেমন শ্রুত্যুক্ত মহৎ শব্দ সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের বোধক নহে, তেমনি, বৈদিক অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যাভিপ্রেত তত্ত্বের (প্রকৃতির) বোধক নহে।

মহান্তং বিভুমাত্মানং। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" ইত্যেবমাদৌ আত্মশব্দপ্রয়োগাদিভ্যো হেতুভ্যঃ। তথাঽব্যক্তশব্দোঽপি ন বৈদিকে প্রয়োগে প্রধানমভিধাতুমর্হতি। অতশ্চ নাস্ত্যানুমানিকস্য স্মার্ত্তস্য শব্দবত্ত্বম্॥ ১।৪।৭॥

চমসবদবিশেষাৎ॥ ১।৪।৮॥ *

পুনরপি প্রধানবাদী অশব্দত্বং প্রধানস্যাসিদ্ধমিত্যাহ। কস্মাৎ? মন্ত্রবর্ণাৎ—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্,
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে,
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥" ইতি।

সত্তা, তন্মাত্রং মহত্তত্ত্বমিতি। যা যা পুরুষার্থক্রিয়া শব্দাদ্যুপভোগলক্ষণা চ সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিলক্ষণা চ, সা সর্ব্বা মহতি বুদ্ধৌ সমাপ্যত ইতি মহত্তত্ত্বং সত্তামাত্রমুচ্যত ইতি॥ ১।৪।৭॥

অজাশব্দো যদ্যপি ছাগায়াং রূঢ়স্তথাপ্যধ্যাত্মবিদ্যাধিকারান্ন তত্র বর্ত্তিতুমর্হতি। তস্মাদ্রূঢ়েরসম্ভবাৎ যোগেন বর্ত্তয়িতব্যঃ। তত্র কিং স্বতন্ত্রং প্রধানমনেন মন্ত্রবর্ণেনানূদ্যতাম্? উত পারমেশ্বরী মায়াশক্তিস্তেজোঽবন্নব্যাক্রিয়াকারণমুচ্যতাম্? কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? প্রধানমেবেতি। তথাহি—যাদৃশং প্রধানং সাংখ্যৈঃ স্মর্য্যতে, তাদৃশমেবাস্মিন্ অন্যূনানতিরিক্তং প্রতীয়তে। সা হি প্রধানলক্ষণা প্রকৃতির্ন জায়ত-

---

মহৎশব্দ সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের বোধক নহে, তেমনি, বৈদিক অব্যক্ত শব্দও সাংখ্যাভিমত তত্ত্বের (প্রকৃতির) বোধক নহে। কাজেই বলিতে হয়, সাংখ্যোক্ত অব্যক্তাদি শব্দের বৈদিকত্ব নাই॥১।৪।৭॥

প্রধানবাদী পুনর্ব্বার বলিতেছেন, প্রধান অবৈদিক নহে। কারণ, বেদমন্ত্রে প্রধানার্থক অজা-শব্দ রহিয়াছে। যথা—"কোন কোন অজ (আত্মা) লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণা ও স্বসদৃশ বহু সন্তান-প্রসবিনী অজার প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। অন্য অজ আবার তাহাকে ভোগ করিয়া

---

* শ্রুতাবজাশব্দঃ প্রধানাভিপ্রায়েণোক্ত ইতি নিয়ন্তুং ন শক্যতে, অবিশেষাৎ বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ, চমসবৎ যথা চমস-শব্দ ইত্যর্থঃ।

শ্রুত্যুক্ত অজা শব্দ প্রধানার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্য অর্থে নহে, ইহা নিয়মপূর্ব্বক বলিতে পার না। কারণ সেরূপ, নিশ্চয়ার্থের পোষক কোন প্রমাণ নাই।

অত্র হি মন্ত্রে লোহিত-শুক্লকৃষ্ণ-শব্দৈ রজঃসত্ত্বতমাংস্যভিধীয়ন্তে। লোহিতং রজঃ, রঞ্জনাত্মকত্বাৎ। শুক্লং সত্ত্বং, প্রকাশাত্মকত্বাৎ। কৃষ্ণং তমঃ, আবরণাত্মকত্বাৎ। তেষাং সাম্যাবস্থা অবয়বধর্ম্মৈর্ব্ব্যপদিশ্যতে—লোহিতশুক্লকৃষ্ণেতি। ন জায়ত ইতি চাজা স্যাৎ, মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিরিত্যভ্যুপগমাৎ। নন্বজাশব্দশ্ছাগায়াং রূঢ়ঃ। বাঢ়ম্। সা তু রূঢ়িরিহ নাশ্রয়িতুং শক্যা, বিদ্যাপ্রকরণাৎ। সা চ বহ্বীঃ প্রজাস্ত্রৈগুণ্যান্বিতা জনয়তি; তাং প্রকৃতিম্ অজো হ্যেকঃ পুরুষঃ জুষমাণঃ প্রীয়মাণঃ সেবমানো বা অনুশেতে—তামেবাবিদ্যয়া

ইত্যজা চ একা চ লোহিতশুক্লকৃষ্ণা চ। যদ্যপি লোহিতত্বাদয়ো বর্ণা ন রজঃপ্রভৃতিষু সন্তি, তথাপি লোহিতং কুসুম্ভাদি রঞ্জয়তি, রজোঽপি রঞ্জয়তীতি লোহিতম্। এবং প্রসন্নং পাথঃ শুক্লং, সত্ত্বমপি প্রসন্নমিতি শুক্লম্। এবমাবরকং মেঘাদি কৃষ্ণং, তমোঽপ্যাবরকমিতি কৃষ্ণম্। পরেণাপি নাব্যাকৃতস্য স্বরূপেণ লোহিতত্বাদিযোগ আস্থেয়ঃ, কিন্তু তৎকার্য্যস্য তেজোঽবন্নস্য রোহিতত্বাদিকারণ উপচরণীয়ম্, কার্য্যসারূপ্যেণ বা কারণে কল্পনীয়ং, তদস্মাকমপি তুল্যম্। 'অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং, ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ' ইতি স্বাত্মভেদশ্রবণাৎ সাংখ্যস্মৃতেরেবাত্র মন্ত্রবর্ণে প্রত্যভিজ্ঞানং ন স্বব্যাকৃতপ্রক্রিয়ায়াঃ। তস্যাস্ত্বৈকাত্ম্যাভ্যুপগমেনাত্মভেদাভাবাৎ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রং প্রধানং নাশব্দমিতি প্রাপ্তম্। তেষাং সাম্যাবস্থা অবয়বধর্ম্মৈরিতি। অবয়বাঃ প্রধানস্যৈকস্য সত্ত্বরজস্তমাংসি, তেষাং ধর্ম্মা লোহিতত্বাদয়স্তৈরিতি। "প্রজাস্ত্রৈগুণ্যান্বিতাঃ" ইতি সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ। তথাহি—মৈত্রদারেষু নর্ম্মদায়াং মৈত্রস্য সুখং, তৎ কস্য হেতোস্তং প্রতি সত্ত্বসমুদ্ভবাৎ। তথা চ তৎসপত্নীনাং দুঃখং, তৎ কস্য হেতোস্তাঃ প্রতি রজঃসমুদ্ভবাৎ। তথা চৈত্রস্য তামবিন্দতো মোহো বিষাদঃ, স কস্য হেতোস্তং প্রতি তমঃসমুদ্ভবাৎ। নর্ম্মদয়া চ সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ। তদিদং ত্রৈগুণ্যান্বিতত্বং প্রজানাম্।

অনুশেত ইতি ব্যাচষ্টে—"তামেবাবিদ্যয়া" ইতি। বিষয়া হি শব্দাদয়ঃ

পরিত্যাগ করিতেছে।" এই মন্ত্রে যে, লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ শব্দ আছে, তাহার অর্থ রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণ। রঞ্জন গুণ অনুসারে লোহিত-শব্দের অর্থ রজঃ, প্রকাশ-গুণসাম্যে শুক্লপদের অর্থ সত্ত্ব, আবরণস্বভাবহেতু কৃষ্ণ শব্দের অর্থ তমঃ। যদিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ অজা এক, তথাপি, অবয়ব-ধর্ম্ম অনুসারে তিন (লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ)। [ন জায়ত…ইত্যর্থঃ] যেহেতু জন্মে না, সেই হেতু অজা। সাংখ্যও স্বীকার করেন, মূল-প্রকৃতি বিকার-বর্জ্জিত, অর্থাৎ তাহার জন্ম নাই। জন্ম নাই বলিয়াই অজা। স্বীকার করি, অজাশব্দ ছাগী অর্থে রূঢ়, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ, কিন্তু বিদ্যা-প্রকরণে

আত্মত্বেনোপগম্য সুখী দুঃখী মূঢ়োঽহমিত্যবিবেকিতয়া সংসরতি। অন্যঃ পুনঃ অজঃ পুরুষঃ উৎপন্নবিবেকজ্ঞানো বিরক্তো জহাতি এনাং প্রকৃতিং ভুক্তভোগাং কৃতভোগাপবর্গাং পরিত্যজতি মুচ্যত-ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ শ্রুতিমূলৈব প্রধানাদিকল্পনা কাপিলানামিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

নানেন মন্ত্রেণ শ্রুতিমূলত্বং সাঙ্খ্যবাদস্য শক্যমাশ্রয়িতুম্। নহ্যয়ং মন্ত্রঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কঞ্চিদপি বাদং সমর্থয়িতুমুৎসহতে। সর্ব্বত্রাপি যয়া কয়াচিৎ কল্পনয়াঽজাত্বাদিসম্পাদনোপপত্তেঃ সাঙ্খ্যবাদ এবেহাভিপ্রেত ইতি বিশেষাবধারণকারণাভাবাৎ, চমসবৎ। যথা হি, "অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধ্ববুধ্নঃ" ইত্যস্মিন্মন্ত্রে স্বাতন্ত্র্যেণায়ং নামাসৌ

প্রকৃতিবিকারাস্ত্রৈগুণ্যেন সুখদুঃখমোহাত্মান ইন্দ্রিয়মনোঽহঙ্কারপ্রণালিকয়া বুদ্ধিসত্ত্বমুপসংক্রামন্তি। তেন তদ্বুদ্ধিসত্ত্বং প্রধানবিকারঃ সুখদুঃখমোহাত্মকং শব্দাদিরূপেণ পরিণমতে। চিতিশক্তিস্ত্বপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমাপি বুদ্ধিসত্ত্বাদাত্মনো বিবেকমবুধ্যমানা বুদ্ধিবৃত্ত্যের বিপর্য্যাসেনাবিদ্যয়া বুদ্ধিস্থান্ সুখাদীন্ আত্মন্যভিমন্যমানা সুখাদিমতীব ভবতি। তদিদমুক্তং সুখী দুঃখী মূঢ়োঽহমিত্যবিবেকিতয়া সংসরত্যেকঃ। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিসমুন্মূলিতনিখিলবাসনাবিদ্যানুবন্ধস্ত্বন্যো জহাত্যেনাং প্রকৃতিম্। তদিদমুক্তং "অন্যঃ পুনঃ" ইতি। ভুক্তভোগামিতি ব্যাচষ্টে।—কৃতভোগাপবর্গাম্। শব্দাদ্যুপলব্ধির্ভোগঃ। গুণপুরুষান্যতাখ্যাতিরপবর্গঃ, অপবৃজ্যতে হি তয়া পুরুষ ইতি।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। ন তাবৎ "অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে। জহা-

---

সে অর্থের গ্রহণ হইতে পারে না। ত্রিগুণা অজা ত্রিগুণময় বহুপ্রজা প্রসব করিতেছে। অজ অর্থাৎ জন্মবর্জ্জিত পুরুষ সেই অজানাম্নী প্রকৃতির সেবা (ভোগ) করতঃ অনুগামী হইতেছে, অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ তাদৃশী অজাকে আপনার ভাবিয়া সুখ দুঃখ ও মোহ অনুভব করতঃ সংসারী হইতেছে। আবার অন্য অজ অর্থাৎ জন্মরহিত পুরুষ বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিতেছে, অর্থাৎ প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে পরিমুক্ত ও স্বস্থ হইতেছে। [তস্মাৎ···শ্রয়িতুম্] যেহেতু শ্রুতিতে ঐ সকল কথা আছে, সেই হেতু স্বীকার করা উচিত যে, সাংখ্যের প্রধান শ্রুতিমূলক।

এই পূর্ব্বপক্ষের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, উদাহৃত মন্ত্রের দ্বারা সাংখ্যমতের শ্রুতিমূলকতা নিশ্চয় হয় না। [ন হ্যয়ং···নিয়ন্তুম্] ঐ মন্ত্র স্বাধীনভাবে কোনও মত সমর্থন করে না। কারণ, অন্য অর্থের কল্পনা করিলেও উক্ত অজাশব্দের ব্যুৎপত্তি বজায় থাকে। প্রদর্শিত মন্ত্রের অজা-শব্দ যে, সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি অর্থেই প্রযুক্ত, অন্য অর্থে নহে, এরূপ নিশ্চয় করিবার পক্ষে কোনরূপ বিশিষ্ট কারণ নাই। ঐ অজা-শব্দ চমস-শব্দের সদৃশ জানিবে। বেদমন্ত্রে আছে, চমস অধো

চমসোঽভিপ্রেত ইতি ন শক্যতে নিয়ন্তুং, সর্ব্বত্রাপি যথাকথঞ্চি-দর্ব্বাগ্বিলত্বাদিকল্পনোপপত্তেঃ, এবমিহাপ্যবিশেষঃ "অজামেকাম্" ইত্যস্য মন্ত্রস্য। নাস্মিন্মন্ত্রে প্রধানমেবাজাভিপ্রেতেতি শক্যতে নিয়ন্তুম্॥ ১। ৪। ৮॥

তত্র তু "ইদং তচ্ছির এষ হ্যর্ব্বাগ্বিলশ্চমস ঊর্দ্ধ্ববুধ্নঃ" ইতি বাক্যশেষাচ্চমসবিশেষপ্রতিপত্তির্ভবতি, ইহ পুনঃ কেয়মজা প্রতি-পত্তব্যেতি? অত্র ক্রমঃ—

জ্যোতিরুপক্রমা তু, তথা হ্যধীয়ত-একে॥ ১। ৪। ৯॥*

পরমেশ্বরাদুৎপন্না জ্যোতিঃপ্রমুখা তেজোঽবন্নলক্ষণা চতুর্ব্বিধ-ভূতগ্রামস্য প্রকৃতিভূতেয়মজা প্রতিপত্তব্যা। তুশব্দোঽবধারণার্থঃ

ত্যোনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইত্যেতদাত্মভেদপ্রতিপাদনপরম্, অপি তু সিদ্ধমাত্ম-ভেদমনূদ্য বন্ধমোক্ষৌ প্রতিপাদয়তীতি। স চানূদিতো ভেদঃ—

'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' ইত্যাদিশ্রুতি-ভিরাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরাভির্ব্বিরোধাৎ কাল্পনিকোঽবতিষ্ঠতে। তথা চ ন সাংখ্য-প্রক্রিয়ায়াঃ প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যজাবাক্যং চমসবাক্যবৎ পরিপ্লবমানং ন স্বতন্ত্রং প্রধাননিশ্চয়ায় পর্য্যাপ্তম্। তদিদমুক্তং সূত্রকৃতা চমসবদবিশেষাদিতি॥ ১।৪।৮॥

উত্তরসূত্রমবতারয়িতুং শঙ্কতে—তত্র ত্বিদং তচ্ছির ইতি। সূত্রমবতারয়তি—অত্র ক্রমঃ—

গভীর ও ঊর্দ্ধে উচ্চ।" এতদ্দ্বারা নিশ্চয় বোঝা যায় না যে, অমুক বস্তুই চমস, অন্য কিছু চমস নহে। অধোগভীর যে কোন স্থান (গিরিগুহাদি), সমস্তই চমস হইতে পারে। অজা-শব্দকেও ঐরূপ অনির্দ্দিষ্টবাচী জানিবে। উহাদ্বারা নিশ্চিতরূপে সাংখ্যাভিমত প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না। [তত্র·· ক্রমঃ] অতএব, যেমন চমস-মন্ত্রের শেষে "ইহা তাহারই মস্তক। যেহেতু ইহা অধোভাগে গভীর ও উপরিভাগে উচ্চ, সেই হেতু ইহা চমস" এইরূপ বাক্য থাকায় তদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতীতি ও নিশ্চয় হয়, তেমনি, বাক্যান্তরের দ্বারাই অজা-শব্দেরও প্রকৃতার্থ নির্ণয় হইবে। যে বাক্যের দ্বারা অজাশব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় হয়, তাহা বলা যাইতেছে—॥১।৪।৮॥

পরমেশ্বরোৎপন্ন জ্যোতিঃপ্রভৃতি অর্থাৎ তেজ, অপ্, অন্ন (পৃথিবী),

---

* জ্যোতিরুপক্রমা তু জ্যোতিরাদ্যা এব অজা প্রতিপত্তব্যা। হি যতঃ একে শাখিনঃ, তথা অধীয়তে আমনন্তি।

পরমেশ্বরোৎপন্ন তেজঃ প্রভৃতি (তেজঃ জল ও পৃথিবী)—যাহা স্থূল সৃষ্টির উপাদান, তাহাই অজা-মন্ত্রের অজা, কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখা (ছান্দোগ্য) তেজ অপ্ ও অন্নের উৎপত্তি বলিয়া সেই উৎপন্ন তেজঃপ্রভৃতিকে যথাক্রমে লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ভূতত্রয়লক্ষণৈবেয়মজা বিজ্ঞেয়া, ন গুণত্রয়লক্ষণা ? কস্মাৎ। তথাহি একে শাখিনস্তেজোঽবন্নানাং পরমেশ্বরাদুৎপত্তিমাম্নায় তেষামেব রোহিতাদিরূপতামামনন্তি, "যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং, যচ্ছুক্লং তদপাং, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" ইতি। তান্যেবেহ তেজোঽবন্নানি প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে রোহিতাদিশব্দসামান্যাৎ, রোহিতাদীনাং শব্দানাং রূপবিশেষেষু মুখ্যত্বাৎ, ভাক্তত্বাচ্চ গুণবিষয়ত্বস্য। অসন্দিগ্ধেন চ সন্দিগ্ধস্য নিগমনং ন্যায্যং মন্যন্তে, তথেহাপি "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি, কিংকারণং ব্রহ্ম" ইত্যুপক্রম্য "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" ইতি

সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং ব্রহ্মেতি স্থিতে শাখান্তরোক্ত-রোহিতাদিগুণযোগিনী তেজোঽবন্নলক্ষণা জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জচতুর্ব্বিধভূতগ্রামপ্রকৃতিভূতেয়মজা প্রতিপত্তব্যা। রোহিতশুক্লকৃষ্ণামিতি রোহিতাদিরূপতয়া তস্যা এব প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, ন তু সাংখ্যপরিকল্পিতা প্রকৃতিঃ। তস্যা অপ্রামাণিকতয়া শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ, রঞ্জনাদিনা চ রোহিতাদ্যুপচারস্য সতি মুখ্যার্থসম্ভবেঽযোগাৎ। তদিদমুক্তং "রোহিতাদীনাং শব্দানাম্" ইতি। অজাপদস্য চ সমুদায়প্রসিদ্ধিপরিত্যাগেন, ন জায়ত ইত্যবয়বপ্রসিদ্ধ্যাশ্রয়ণে দোষপ্রসঙ্গাৎ। অত্র তু রূপককল্পনয়া সমুদায়প্রসিদ্ধেরেবানপেক্ষায়াঃ স্বীকারাৎ। অপি চায়মপি শ্রুতিকলাপোঽস্মদর্শনানুগুণো ন সাংখ্যস্মৃত্যনুগুণ ইত্যাহ।—"তথেহাপি" ইতি। "কিংকারণং ব্রহ্মেত্যুপক্রম্য" ইতি। ব্রহ্মস্বরূপং তাবজ্জগৎকারণং ন ভবতি, বিশুদ্ধত্বাত্তস্য। যথাহুঃ—

'পুরুষস্য চ শুদ্ধস্য নাশুদ্ধা বিকৃতির্ভবেৎ।'

এতন্নামক ভূতসূক্ষ্ম—যাহা চতুঃপ্রকার জীবদেহের উপাদান, শ্রুতি তাহাকেই অজা বলিয়াছেন। তু-শব্দের অর্থ—নিশ্চয়। নিশ্চিত সূক্ষ্মভূতত্রয়ই অজা। কারণ এই যে, সামবেদের এক শাখায় (ছান্দোগ্য উপনিষদে) পরমেশ্বর হইতে তেজ, অপ্ ও অন্নের উৎপত্তি এবং সেগুলির যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—অগ্নির যে রক্তরূপ, তাহা তেজের রূপ। অগ্নির যে শুক্লরূপ, তাহা জলের রূপ, অগ্নির যে কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নের অর্থাৎ পৃথিবীর রূপ।" [তান্যেবেহ···অবগমাৎ] ছান্দোগ্যে যে সকলের (তেজঃ প্রভৃতির) উপদেশ হইয়াছে, অজামন্ত্রে সেই সকলই লোহিত-শুক্লকৃষ্ণ নামে বর্ণিত ও অজা-শব্দে অভিহিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যভিজ্ঞাত হয়। লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ, এই শব্দত্রয়ের সমানতাই প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞানের কারণ। (অজামন্ত্রে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট অজা, ছান্দোগ্যেও লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ভূতসূক্ষ্ম)। অপিচ, লোহিতপ্রভৃতি শব্দ রূপবিশেষেই রূঢ়, তজ্জন্য রূপ অর্থই উহাদের মুখ্য অর্থ। গুণ অর্থ গ্রহণ করিলে তাহা গৌণ অর্থ হয়। যে অর্থে সন্দেহ নাই, সেই অর্থের দ্বারাই সন্দিগ্ধ

পারমেশ্বর্য্যাশ্চ শক্তেঃ সমস্তজগদ্বিধায়িন্যা বাক্যোপক্রমেঽবগমাৎ, বাক্যশেষেঽপি—

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্"। ইতি,

"যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকঃ"

ইতি চ তস্যা এবাবগমাৎ ন স্বতন্ত্রা কাচিৎ প্রকৃতিঃ প্রধানং নামাজামন্ত্রেণাম্নায়ত ইতি শক্যতে বক্তুম্। প্রকরণাৎ তু সৈব দৈবী শক্তিরব্যাকৃতনামরূপা নামরূপয়োঃ প্রাগবস্থা অনেনাপি মন্ত্রেণাম্নায়ত ইত্যুচ্যতে। তস্যাশ্চ স্ববিকারবিষয়েণ ত্রৈরূপ্যেণ ত্রৈরূপ্যমুক্তম্॥ ১।৪।৯॥

কথং পুনস্তেজোঽবন্নানাং ত্রৈরূপ্যেণ ত্রিরূপা অজা প্রতিপত্তুং শক্যতে? যাবতা ন তাবৎ তেজোঽবন্নেম্বজাকৃতিরস্তি। ন চ তেজোঽবন্নানাং জাতিশ্রবণাদজাতিনিমিত্তোঽপ্যজাশব্দঃ সম্ভবতীতি, অত উত্তরং পঠতি—

ইত্যাশয়বতীয়ং শ্রুতিঃ পৃচ্ছতি—কিংকারণং—যস্য ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিস্তৎ কিংকারণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তে ব্রহ্মবিদো ধ্যানযোগেনাত্মানং গতাঃ প্রাপ্তা অপশ্যন্নিতি যোজনা।

"যো যোনিং যোনিম্"ইতি। অবিদ্যাশক্তির্যোনিঃ, সা চ প্রতিজীবং নানেত্যুক্তং, অতো বীপ্সোপপন্না। শেষমতিরোহিতার্থম্॥ ১।৪।৯॥

অর্থের সন্দেহ ভঞ্জন করা উচিত। ছান্দোগ্যে আছে "ব্রহ্মবাদীরা বলেন, ব্রহ্ম কোন্ কারণ (শক্তি) বিশিষ্ট?" এই বাক্যের পরে আবার "তাঁহারা ধ্যানযোগে দেখিয়াছেন, জানিয়াছেন, আত্মা দীপ্তিমান্ শক্তি গুণের দ্বারা আবৃত।" এইরূপ বাক্য আছে। এই বাক্যে জগৎকর্ত্রী ঐশী শক্তির উপদেশ হইয়াছে।

[বাক্য...বক্তুম্] ঐ প্রস্তাবের শেষ বাক্যেও অবিদ্যার উপদেশ আছে। "মায়াকে প্রকৃতি এবং তদধিষ্ঠাতাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিবে।" যিনি প্রত্যেক যোনিতে (প্রত্যেক প্রকৃতিতে) অধিষ্ঠিত।" এ সকল প্রমাণ সত্ত্বেও অজা-মন্ত্রে অজা শব্দে সাংখ্যসম্মত প্রধান-নামক স্বতন্ত্র পদার্থ ই অভিহিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পারিবে না। [প্রকরণাৎ···মুক্তম্] প্রকরণ অনুসারেও স্থির হয়—জানা যায়, যাহা অব্যাকৃতনামরূপা বীজশক্তি—যাহা ব্যক্ত জগতের পূর্ব্বাবস্থা —যাহা আত্মদেবতার (পরমেশ্বরের) সৃষ্টিশক্তি—তাহাই অজামন্ত্রের অজা এবং তাহারই নিজবিকার ও অবয়ব অনুযায়ী ত্রৈরূপ্য॥ ১।৪।৯॥

[কথং···পঠতি] বাদিগণ বলিবেন, আপত্তি করিবেন, তেজঃ অপ্ অন্ন, এ তিনটী উৎপন্ন পদার্থ (পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন); সুতরাং উক্ত ত্রিতয়ের অজাত্ব নাই। যাহা জন্মবান্, তাহা অজ নহে,—জ। জ-কে অজ বলা বিরুদ্ধ। এ আপত্তির প্রত্যাপত্তির নিমিত্ত সূত্র বলিতেছেন—

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥১।৪।১০॥*

নায়মজাকৃতিনিমিত্তোঽজাশব্দঃ, নাপি যৌগিকঃ। কিং তর্হি? কল্পনোপদেশোঽয়ং—অজারূপককৢপ্তিস্তেজোঽবন্নলক্ষণায়াশ্চরাচরযোনেরুপদিশ্যতে। যথা হি লোকে যদৃচ্ছয়া কাচিদজা লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণা স্যাৎ বহুবর্করা সরূপবর্করা চ। তাঞ্চ কশ্চিদজো জুষমাণোঽনুশয়ীত, কশ্চিচ্চৈনাং ভুক্তভোগাং জহ্যাৎ, এবমিয়মপি তেজোঽবন্নলক্ষণা ভূতপ্রকৃতিস্ত্রিবর্ণা বহু সরূপং চরাচরলক্ষণং বিকারজাতং জনয়তি, অবিদুষা চ ক্ষেত্রজ্ঞেনোপভুজ্যতে, বিদুষা চ পরিত্যজ্যত ইতি।

ন চ ইদমাশঙ্কিতব্যম্, একঃ ক্ষেত্রজ্ঞোঽনুশেতেঽন্যো জহাতীত্যতঃ ক্ষেত্রজ্ঞভেদঃ পারমার্থিকঃ পরেষামিষ্টঃ প্রাপ্নোতীতি।

সূত্রান্তরমবতারয়িতুং শঙ্কতে।—"কথং পুনঃ" ইতি। অজাকৃতির্জ্জাতিস্তেজোঽবন্নেষু নাস্তি। ন চ তেজোঽবন্নানাং জন্মশ্রবণাদজন্মনিমিত্তোঽপ্যজাশব্দঃ সম্ভবতীত্যাহ।—"ন চ তেজোঽবন্নানাম্" ইতি। সূত্রমবতারয়তি "অত উত্তরং পঠতি"—

অজা-শব্দ নিত্যজাতি অথবা যোগ (ব্যুৎপত্তি) অনুসারে প্রযুক্ত হয় নাই। উহা একপ্রকার কল্পনা মাত্র। শ্রুতি চরাচর বিশ্বের উৎপত্তির নিদানস্বরূপ তেজ, অপ্ ও অন্নের সমবায়কে ছাগী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। [যথা… ইতি] যেমন লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণা ছাগী বহু সন্তান-প্রসবিনী, সে সকল সন্তান তাহারই অনুরূপ হইয়া থাকে। কোন ছাগ যেমন তৎপ্রতি সমাসক্ত হইয়া তদীয় সুখ-দুঃখে সুখ-দুঃখভাগী হয়, আবার অন্য ছাগ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে, সেইরূপ, তেজ-অপ্-অন্ন-লক্ষণা ত্রিবর্ণা ভূতপ্রকৃতিরূপা অজাও নিজানুরূপ বহুসন্তান-প্রসবিনী। অজ্ঞান জীব তাহাকে ভোগ করিতেছে এবং জ্ঞানী তাহাকে ত্যাগ করিয়া মুক্ত হইতেছে।

[ন চ…শ্রুতিভ্যঃ] এমন আশঙ্কা করিও না যে, এক জীব ভোগ করিতেছে

---

* কল্পনয়া তেজোঽবন্নানামজাত্বকথনাৎ মধ্বাদিশব্দ ইব বিরোধাভাবো জ্ঞেয়ঃ। যথা অমধুন আদিত্যস্য কল্পনয়া মধুত্বং, তথা জাতায়া অপি ভূতপ্রকৃতেঃ কল্পনয়া অজাত্বমিতি।

জন্মবান্ বস্তুকে কল্পনাক্রমে অজ বলা বিরুদ্ধ নহে। সূর্য্যদেব মধু নহে, তথাপি তাহাকে মধু বলিয়া কল্পনা করা হয়।

ন হীয়ং ক্ষেত্রজ্ঞভেদপ্রতিপিপাদয়িষা, কিন্তু বন্ধমোক্ষব্যবস্থা-প্রতিপিপাদয়িষৈবৈষা। প্রসিদ্ধস্তু ভেদমনূদ্য বন্ধমোক্ষব্যবস্থা প্রতিপাদ্যতে, ভেদস্তু উপাধিনিমিত্তো মিথ্যাজ্ঞানকল্পিতো ন পারমার্থিকঃ,—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। মধ্বাদিবৎ—যথাদিত্যস্যামধুনো মধুত্বং, বাচশ্চাধেনোর্ধেনুত্বং, দ্যুলোকাদীনাং চানগ্নীনামগ্নিত্বম্—ইত্যেবংজাতীয়কং কল্প্যতে, এবমিদমনজায়া অজাত্বং কল্প্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদবিরোধস্তেজোঽবন্নেম্বজাশব্দপ্রয়োগস্য ॥ ১। ৪। ১০ ॥

নমু কিং ছাগা লোহিতশুক্লকৃষ্ণৈব, অন্যাদৃশীনামপি ছাগানামুপলম্ভাদিত্যত আহ।—"যদৃচ্ছয়ে"তি। বহুবর্করা বহুশাবা। শেষং নিগদব্যাখ্যাতম্॥ ১। ৪। ১০॥

ও অন্য জীব ত্যাগ করিতেছে, এই বাক্যের দ্বারা উদাহৃত মন্ত্রে নানা জীব প্রতিপাদিত হইতেছে। বস্তুতঃ সাঙ্খ্যাদির অভীষ্ট নানাজীববাদ ঐ মন্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই। কারণ এই যে, নানা জীব অর্থাৎ জীবভেদ সমর্থন করা ঐ মন্ত্রের বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) নহে। জীবের বন্ধ মোক্ষ-ব্যবস্থা প্রদর্শন করাই উক্ত মন্ত্রের অভিপ্রেত বা বিবক্ষিত অর্থ। (অভিপ্রায় এই যে, জীব এক; কিন্তু জীবত্বজনক অজ্ঞান নানা। অজ্ঞান নানা বলিয়াই যে, জীব নানা; তাহা নহে। সুতরাং যে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, তজ্জনিত জীবও অজ্ঞানবিনাশে বিমুক্ত হয়, অন্য জীব সংসারী থাকে।) জীব নানা, ইহা প্রত্যেক সংসারী জীবের বিদিত আছে, শ্রুতি সেই সর্ব্ববিদিত জীবভেদ অনুবাদ করতঃ তাহাদের বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থার প্রকার বা প্রণালীমাত্র বলিয়াছেন। জীবের যে ভেদভাব অর্থাৎ নানাত্ব, এ ভাব তাত্ত্বিক নহে, কিন্তু ঔপাধিক। উপাধি বিভিন্ন বলিয়াই উপহিত জীবও বিভিন্ন মনে হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "একই দেব (আত্মা) সমুদয় ভূতে গূঢ় (দুর্ব্বোধ্য) রূপে অবস্থিত এবং সেই একই দেব সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা।" [মধ্বাদি⋯প্রয়োগস্য] সূর্য্য মধু না হইয়াও যেমন উপাসনার্থ মধুরূপে কল্পিত, বাক্য সকল ধেনু না হইয়াও যেরূপ ধেনুরূপে কথিত, অনগ্নি স্বর্গও যেরূপ অগ্নিরূপে কথিত, এইরূপ, তেজ-অপ্-অন্নরূপা ভূতপ্রকৃতিও বাস্তব পক্ষে অজা না হইলেও অজাসাদৃশ্যে অজা নামে কল্পিত হয়, এবং সে কল্পনা নির্দ্দোষ কল্পনাও বটে॥১।৪।১০॥

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি, নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ১।৪।১১॥ *

এবং পরিহৃতেঽপ্যজামন্ত্রে পুনরপ্যন্যস্মান্মন্ত্রাৎ সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,

"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ।
তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্"ইতি।

অস্মিন্মন্ত্রে 'পঞ্চ পঞ্চজনাঃ' ইতি পঞ্চসংখ্যাবিষয়াঽপরা পঞ্চসংখ্যা শ্রূয়তে, পঞ্চশব্দদ্বয়দর্শনাৎ। ত এতে পঞ্চ পঞ্চকাঃ

অবান্তরসঙ্গতিমাহ।—"এবং পরিহৃতেঽপি"ইতি। পঞ্চজনা ইতি হি সমাসার্থঃ পঞ্চসংখ্যয়া সম্বধ্যতে। ন চ দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সমাসবিধানান্মনুজেষু নিরূঢ়োঽয়ং পঞ্চজনশব্দ ইতি বাচ্যম্। তথাহি সতি পঞ্চ মনুজা ইতি স্যাৎ। এবঞ্চাত্মনি পঞ্চমনুজানামাকাশস্য চ প্রতিষ্ঠানমিতি নিস্তাৎপর্য্যং, সর্ব্বস্যৈব প্রতিষ্ঠানাৎ। তস্মাৎ রূঢ়েরসম্ভবাত্তত্ত্যাগেনাঽত্র যোগ আস্থেয়ঃ, জনশব্দশ্চ কথঞ্চিত্তত্ত্বেষু ব্যাখ্যেয়ঃ। তত্রাপি কিং পঞ্চ প্রাণাদয়ো বাক্যশেষগতা বিবক্ষ্যন্তে? উত তদতিরিক্তা অন্য এব বা কেচিৎ? তত্র পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া কাণ্ব-মাধ্যন্দিনবাক্যয়োর্ব্বিরোধাৎ, একত্র হি জ্যোতিষা পঞ্চত্বম্ অন্নেনেতরত্র। ন চ ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণবদ্বিকল্পসম্ভবঃ: অনুষ্ঠানং হি বিকল্প্যতে ন বস্তু। বস্তুতত্ত্বকথা চেয়ং, নানুষ্ঠানকথা, বিধ্যভাবাৎ। তস্মাৎ কানিচিদেব তত্ত্বানীহ পঞ্চ প্রত্যেকং পঞ্চ-

অজা-মন্ত্রে সাংখ্যের যে আপত্তি ছিল, তাহা উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় খণ্ডিত হইল। পুনর্ব্বার অন্য মন্ত্রে সাংখ্যের অনুরূপ আপত্তি উপস্থিত হয়। যথা—"যাঁহাতে পাঁচ পাঁচ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত—সেই অমৃত ব্রহ্মাত্মাকে জানিয়া অমৃত (মুক্ত) হও।" [অস্মিন্…প্রধানাদীনাম্] এই মন্ত্রে পঞ্চ শব্দের পর অপর পঞ্চ সংখ্যা প্রযুক্ত হওয়ায় পঁচিশ সংখ্যা সম্পন্ন হয়। ঐ পঁচিশ সংখ্যা যতগুলি সংখ্যেয় বস্তু আকাঙ্ক্ষা করে, সাংখ্যবক্তা ঠিক ততগুলি তত্ত্বই বলিয়াছেন। যথা—

* পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে সংখ্যোপসংগ্রহাৎ সংখ্যয়া তত্ত্বানাং সঙ্কলনাৎ প্রধানাদীনাং বৈদিকত্বমিতি ন প্রতিপত্তব্যম্। কুতঃ? নানাভাবাৎ, অতিরেকাচ্চ। নানাভাবঃ নানাত্বম্। অতিরেকঃ আধিক্যম্। তেন সাংখ্যতত্ত্বসংকলনমসিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ।

পাঁচ পাঁচ জন এই মন্ত্রে সংখ্যা-শব্দের প্রয়োগ থাকায় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, এতদ্রূপে সাংখ্যের তত্ত্ব কথিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই যে, সাংখ্যের তত্ত্ব বহু; সুতরাং পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, এরূপ অন্বয় অসিদ্ধ। সিদ্ধ হইলেও আকাশ একটী অতিরিক্ত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ ২৫ সংখ্যা অতিক্রান্ত হইয়া ২৬ সংখ্যা লব্ধ হয়। ২৬ তত্ত্ব সাংখ্যের অনভিমত। কাজেই বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, উক্ত মন্ত্রে সাংখ্যাভিমত তত্ত্ব কথিত হয় নাই।

পঞ্চবিংশতিঃ সম্পদ্যন্তে; তয়া চ পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া যাবন্তঃ সংখ্যেয়া আকাঙ্ক্ষ্যন্তে, তাবন্ত্যেব চ তত্ত্বানি সাংখ্যৈঃ সংখ্যায়ন্তে।

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।

ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ" ॥ ইতি।

তয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া তেষাং স্মৃতি-প্রসিদ্ধানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহাৎ প্রাপ্তং তাবৎ শ্রুতি-মত্ত্বমেব প্রধানাদীনাম্।

ততো ব্রূমঃ—অত্র ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং শ্রুতি-

সংখ্যাযোগীনি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি ভবন্তি। সাংখ্যৈশ্চ প্রকৃত্যাদীনি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বানি স্মর্য্যন্ত ইতি তান্যেবানেন মন্ত্রেণোচ্যন্ত ইতি নাশব্দং প্রধানাদি। ন চাধারত্বেনাত্মনো ব্যবস্থানাৎ স্বাত্মনি চাধারাধেয়ভাবস্য বিরোধাৎ, আকাশস্য চ ব্যতিরেচনাৎ ত্রয়োবিংশতির্জ্জনা ইতি স্যাৎ, ন পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি বাচ্যম্। সত্যপ্যাকাশাত্মনোর্ব্যতিরেচনে মূলপ্রকৃতিভাগৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ পঞ্চ-বিংশতিসংখ্যোপপত্তেঃ। তথা চ সত্যাকাশাত্মভ্যাং সপ্তবিংশতিসংখ্যায়াং পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বানীতি স্বসিদ্ধান্তব্যাকোপ ইতি চেৎ; ন, মূলপ্রকৃতিত্ব-মাত্রেণৈকীকৃত্য সত্ত্বরজস্তমাংসি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বোপপত্তেঃ। ত্রিরূপভাবেন তু তেষাং সপ্তবিংশতিত্বাবিরোধঃ। তস্মান্নাশাব্দী সাংখ্যস্মৃতিরিতি প্রাপ্তে—। মূলপ্রকৃতিঃ প্রধানম্। নাসাবন্যস্য বিকৃতিঃ অপি তু প্রকৃতিরেব। তদিদমুক্তং "মূলে"তি। মহদহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি প্রকৃতিশ্চ বিকৃতিশ্চ। তথাহি—মহত্তত্ত্বমহঙ্কারস্য তত্ত্বান্তরস্য চ প্রকৃতির্মূলপ্রকৃতেস্তু বিকৃতিঃ। এবমহঙ্কারতত্ত্বং মহতো বিকৃতিঃ, প্রকৃতিশ্চ তদেব তামসং সৎ পঞ্চতন্মাত্রাণাম্, তদেব সাত্ত্বিকং সৎ প্রকৃতিরেকাদশেন্দ্রিয়াণাম্। পঞ্চতন্মাত্রাণি চাহঙ্কারস্য বিকৃতিরাকাশাদীনাং পঞ্চানাং প্রকৃতিঃ। তদিদমুক্তং মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকশ্চ বিকারঃ ষোড়শসংখ্যাবচ্ছিন্নো গণো বিকার এব। পঞ্চভূতানি তন্মাত্রাণ্যেকাদশেন্দ্রিয়াণীতি ষোড়শকো গণঃ। যদ্যপি পৃথিব্যাদয়ো গোঘটাদীনাং প্রকৃতিস্তথাপি ন তে পৃথিব্যাদিভ্যস্তত্ত্বান্তরমিতি ন প্রকৃতিঃ। তত্ত্বান্তরোপাদানত্বঞ্চেহ প্রকৃতি-ত্বমভিমতং, নোপাদানমাত্রত্বমিত্যবিরোধঃ। পুরুষস্তু কূটস্থনিত্যোঽপরিণামী ন কস্যচিৎ প্রকৃতির্নাপি বিকৃতিরিতি।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।—"ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি প্রধানাদীনাং শ্রুতিমত্ত্ব-

---

"অবিকৃত মূল প্রকৃতি ১, বিকৃতিভাবাপন্ন মহৎ প্রভৃতি ৭, কেবল বিকৃতি ১৬, প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, এরূপ পুরুষ বা আত্মা ১।" শ্রুতি পঞ্চ পঞ্চ শব্দের প্রয়োগ করিয়া এইরূপ পঞ্চবিংশতি সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব কথিত হওয়াতে সাংখ্য স্মৃতির শ্রুতিমূলকতা আশঙ্কা হইতে পারে।

[ততো…ভাবাৎ] সেই কারণে সূত্র বলা হইল, "ন সংখ্যোপসংগ্রহাৎ।"

মত্ত্বাশঙ্কা কর্ত্তব্যা। কস্মাৎ ? নানাভাবাৎ। নানা হ্যেতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি, নৈষাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধর্ম্মোঽস্তি, যেন পঞ্চবিংশতেরন্তরালেঽপরাঃ পঞ্চ পঞ্চ সংখ্যা নিবিশেরন্। ন হ্যেকনিবন্ধনমন্তরেণ নানাভূতেষু দ্বিত্বাদিকাঃ সংখ্যা নিবিশন্তে।

অথোচ্যেত, পঞ্চবিংশতিসংখ্যৈবেয়মবয়বদ্বারেণোপলক্ষ্যতে। যথা,—

"পঞ্চ সপ্ত চ বর্ষাণি ন ববর্ষ শতক্রতুঃ।"

ইতি দ্বাদশবার্ষিকীমনাবৃষ্টিং কথয়ন্তি, তদ্বদিতি, তদপি নোপপদ্যতে। অয়মেবাস্মিন্ পক্ষে দোষো যৎ লক্ষণাশ্রয়ণীয়া স্যাৎ।

শঙ্কা কর্ত্তব্যা। কস্মাৎ। নানাভাবাৎ। নানা হ্যেতানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি। নৈষাং পঞ্চশঃ পঞ্চশঃ সাধারণো ধর্ম্মোঽস্তি"। ন খলু সত্ত্বরজস্তমোমহদহঙ্কারাণামেকঃ ক্রিয়া বা গুণো বা দ্রব্যং বা জাতির্বা ধর্ম্মঃ পঞ্চতন্মাত্রাদিভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সত্ত্বাদিষু চানুগতঃ কশ্চিদস্তি। নাপি পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুঘ্রাণানাং, নাপি রসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রবাচাং, নাপি পাণিপাদপায়ূপস্থমনসাং, যেনৈকেনাসাধারণেনোপগৃহীতাঃ পঞ্চ পঞ্চকা ভবিতুমর্হন্তি।

পূর্ব্বপক্ষৈকদেশিনমুত্থাপয়তি।—"অথোচ্যেত পঞ্চবিংশতিসংখ্যৈবেয়ম্"ইতি। যদ্যপি পরস্যাং সংখ্যায়ামবান্তরসংখ্যা দ্বিত্বাদিকা নাস্তি, তথাপি তৎপূর্ব্বং তস্যাঃ সম্ভবাৎ পৌর্ব্বাপর্য্যলক্ষণয়া প্রত্যাসত্ত্যা পরসংখ্যোপলক্ষণার্থং পূর্ব্বসংখ্যোপন্যস্ত ইতি। দূষয়তি—"অয়মেবাস্মিন্ পক্ষে দোষঃ" ইতি। ন চ পঞ্চ-শব্দো

উদাহৃত মন্ত্রে সংখ্যা-শব্দের দ্বারা পঁচিশ তত্ত্বের সংগ্রহ হয় না। কারণ এই যে, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব নানা ধর্ম্মাক্রান্ত। (অর্থাৎ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ বা পঞ্চগুণিত পঞ্চ—এরূপ অর্থ সম্পন্ন হয় না)। দুইবার পঞ্চশব্দ উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়াই যে, তদ্দ্বারা সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব সংকলিত হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার না, এবং প্রধান প্রভৃতির বেদমূলকতাশঙ্কাও করিতে পার না। [নানা...শন্তে] হেতু এই যে, সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্ব নানাধর্ম্মবিশিষ্ট। সে সকলের মধ্যে এমন কোনও ধর্ম্ম নাই যে, যাহা পরস্পরের ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মরূপে গৃহীত হইতে পারে। যে ধর্ম্ম থাকিলে পঞ্চবিংশতির মধ্যে "পাঁচ পাঁচ" এইরূপ সংখ্যা সন্নিবিষ্ট হইতে পারে—সে ধর্ম্ম তাহাদের নাই। এক সংখ্যা হইতেই দুই তিন প্রভৃতি সংখ্যার সঙ্কলন হইয়া থাকে।

[অথো···নোপপদ্যতে] যদি বল, অবয়ব গণনা করিলে বহুর মধ্যেও অল্প সংখ্যা গণিত হইতে পারে, "ইন্দ্র পাঁচ ও সাত বৎসর বর্ষণ করেন নাই" এইবাক্যে যেমন দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি কথিত হইয়াছে, সেইরূপ কথিত হইবে—বলিলে

পরশ্চাত্র পঞ্চশব্দো জনশব্দেন সমস্তঃ—পঞ্চজনা ইতি, পারিভাষিকেণ স্বরেণৈকপদত্বনিশ্চয়াৎ। প্রয়োগান্তরে চ "পঞ্চানাং ত্বা পঞ্চজনানাম্"ইত্যৈকপদ্যৈকস্বর্য্যৈকবিভক্তিকত্বাবগমাৎ। সমস্তত্বাচ্চ ন বীপ্সা—পঞ্চ পঞ্চেতি। তেন ন পঞ্চকদ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চেতি। ন চ পঞ্চসংখ্যায়া একস্যাঃ পঞ্চসংখ্যয়াপরয়া বিশেষণং পঞ্চপঞ্চকা ইতি, উপসর্জ্জনস্য বিশেষণেনাসংযোগাৎ।

ননু আপন্নপঞ্চসংখ্যাকা জনা এব পুনঃ পঞ্চসংখ্যয়া বিশেষ্যমাণাঃ পঞ্চবিংশতিঃ প্রত্যেষ্যন্তে, যথা 'পঞ্চ পঞ্চপূল্যঃ' ইতি পঞ্চবিংশতিঃ পূলা প্রতীয়ন্তে, তদ্বৎ, নেতি ব্রূমঃ। যুক্তং যৎ পঞ্চপূলী-

---

জনশব্দেন সমস্তোঽসমস্তঃ শক্যো বক্তুমিত্যাহ।—"পরশ্চাত্র পঞ্চশব্দঃ"ইতি। ননু ভবতু সমাসঃ, তথাপি কিমিত্যত আহ।—"সমস্তত্বাচ্চ" ইতি। অপিচ বীপ্সায়াং পঞ্চকদ্বয়গ্রহণে দশৈব তত্ত্বানীতি ন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যভিজ্ঞানমিত্যসমাসমভ্যুপেত্যাহ।—"ন পঞ্চকদ্বয়গ্রহণং পঞ্চপঞ্চ"ইতি। ন চৈকা পঞ্চসংখ্যা পঞ্চসংখ্যান্তরেণ শক্যা বিশেষ্টুম্। পঞ্চশব্দস্য সংখ্যোপসর্জ্জনদ্রব্যবচনত্বেন সংখ্যায়া উপসর্জ্জনতয়া বিশেষণেনাসংযোগাদিত্যাহ।—"একস্যাঃ পঞ্চসংখ্যায়াঃ"ইতি। তদেবং পূর্ব্বপক্ষৈকদেশিনি দূষিতে পরমপূর্ব্বপক্ষিণমুত্থাপয়তি।—

"ন্বাপন্নপঞ্চসংখ্যাকা জনা এব" ইতি। অত্র তাবদ্রূঢ়ৌ সত্যাং ন যোগঃ সম্ভবতীতি বক্ষ্যতে। তথাপি যৌগিকং পঞ্চজনশব্দমভ্যুপেত্য দূষয়তি।—"যুক্তং যৎ পঞ্চপূলীশব্দস্য"ইতি। পঞ্চপূলীত্যত্র যদ্যপি পৃথক্কৈকার্থসমবায়িনী পঞ্চসংখ্যা-

---

তাহাও উপপন্ন হইবে না। [অয়মেব...সংযোগাৎ] এ পক্ষে দোষ এই যে, মুখ্যার্থ ত্যাগ ও লক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হয়। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী পঞ্চশব্দ জন-শব্দের সহিত সমস্ত, অর্থাৎ পঞ্চ পঞ্চ এরূপ পদ নহে। পঞ্চশব্দ ও পঞ্চজন শব্দ এক পদ, এক স্বর ও এক বিভক্তিযুক্তও নহে। পঞ্চ শব্দের সহিত জন শব্দের সমাস হওয়ায় পঞ্চ পঞ্চ এরূপ বীপ্সাপ্রয়োগও অসিদ্ধ। (বীপ্সা প্রয়োগ ব্যতীত পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হইবার সম্ভাবনা নাই)। যেহেতু বীপ্সা প্রয়োগ নহে—সেই হেতু পাঁচ পাঁচ (অর্থাৎ পঞ্চগুণিত পঞ্চক বা পঞ্চপঞ্চক) এরূপ অর্থও নহে। এক পঞ্চ সংখ্যার বিশেষণ অপর পঞ্চ সংখ্যা, এরূপ ব্যাখ্যাও সঙ্গত নহে। হেতু এই যে, উপসর্জ্জনের সহিত অর্থাৎ অপ্রধানের সহিত অপ্রধানের সম্বন্ধ হয় না। (বিশেষ্যের সহিতই বিশেষণের সম্বন্ধ হইয়া থাকে।)

[ন্বাপন্ন...ব্রূমঃ] পঞ্চ সংখ্যান্বিত (পাঁচ) ব্যক্তি পুনর্ব্বার পঞ্চ সংখ্যার দ্বারা বিশেষিত হইলে পঁচিশ সংখ্যার প্রতীতি হইতে পারে, যেমন 'পঞ্চ পঞ্চপূলী' বলিলে পঁচিশটী পূলী (সমষ্টীকৃত তৃণরাশি) প্রতীত হয়। এরূপও বলিতে

শব্দস্য সমাহারাভিপ্রায়ত্বাৎ কতীতি সত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং পঞ্চ পঞ্চপূল্য ইতি বিশেষণং, ইহ তু পঞ্চজনা ইত্যাদিত এব ভেদোপাদানাৎ কতীতি অসত্যাং ভেদাকাঙ্ক্ষায়াং ন পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি বিশেষণং ভবেৎ। ভবদপীদং বিশেষণং পঞ্চসঙ্খ্যায়া এব ভবেৎ, তত্র চোক্তো দোষঃ, তস্মাৎ পঞ্চ পঞ্চজনা ইতি ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ম্। অতিরেকাচ্চ ন পঞ্চবিংশতিতত্ত্বাভিপ্রায়ম্। অতিরেকো হি ভবত্যাত্মাকাশাভ্যাং পঞ্চবিংশতিসংখ্যায়াঃ। আত্মা তাবদিহ প্রতিষ্ঠাং প্রত্যাধারত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ। যস্মিন্নিতি সপ্তমীসূচিতস্য "তমেব মন্য আত্মানং" ইত্যাত্মত্বেনানুকর্ষণাৎ। আত্মা চ চেতনঃ

বচ্ছেদিকাঽস্তি, তথাপীয়ং সমুদায়িনমবচ্ছিনত্তি, ন সমুদায়ং সমাসপদগম্যম্, অতস্তস্মিন্ কতি তে সমুদায়া ইত্যপেক্ষায়াং পদান্তরাভিহিতা পঞ্চসংখ্যা সম্বধ্যতে পঞ্চেতি। পঞ্চজনা ইত্যত্রতু পঞ্চসংখ্যয়োৎপত্তিশিষ্টয়া জনানামবচ্ছিন্নত্বাৎ সমুদায়স্য চ পঞ্চপূলীবদত্রাপ্রতীতেন্ পদান্তরাভিহিতা সংখ্যা সম্বধ্যতে। স্যাদেতৎ। সংখ্যেয়ানাং জনানাং মা ভূচ্ছব্দান্তরবাচ্যসংখ্যাবচ্ছেদঃ, পঞ্চসংখ্যায়াস্তু তয়াবচ্ছেদো ভবিষ্যতি। নহি সাপ্যবচ্ছিন্নেত্যত আহ।—"ভবদপীদং বিশেষণম্"ইতি। উক্তোঽত্র-দোষঃ। নহ্যপসর্জ্জনং বিশেষণেন যুজ্যতে, পঞ্চদশ এব তাবৎ সংখ্যেয়োপসর্জ্জন-সংখ্যামাহ, বিশেষতস্তু পঞ্চজনা ইত্যত্র সমাসে। বিশেষণাপেক্ষায়াস্তু ন সমাসঃ স্যাদ-সামর্থ্যাৎ। নহি ভবতি 'ঋদ্ধস্য রাজপুরুষঃ' ইতি সমাসঃ, অপি তু বৃত্তিরেব—ঋদ্ধস্য

পার না। [যুক্তঃ…দোষঃ] পঞ্চ পঞ্চপূলী শব্দে পঁচিশ প্রতীত হওয়াই উচিত, কারণ, পঞ্চপূলী শব্দ সমাহার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত, তৎকারণে সংখ্যাভেদের আকাঙ্ক্ষা আছে। আকাঙ্ক্ষা থাকাতেই পঞ্চ শব্দের বিশেষণতা সম্পন্ন হয়। কিন্তু "পঞ্চজন" এ প্রয়োগে প্রথম হইতেই সংখ্যা-ভেদের গ্রহণ আছে; সুতরাং "কত"? এরূপ ভেদাকাঙ্ক্ষা হয় না। তাহা না হওয়ায় পঞ্চ শব্দ পঞ্চজন শব্দের বিশেষণ হয় না। (ভেদক ধর্ম্ম না থাকিলে তাহা বিশেষণ হয় না, যাহা ভেদক, তাহাই বিশেষণ)। উহা নিয়মিত হইলেও তাহা পঞ্চশব্দের হইবে, পঞ্চজন শব্দের হইবে না। তাহা না হইলেই পূর্ব্বোক্ত দোষ হইবে। [তস্মাৎ…দূষণম্] সেই জন্যই বলি, "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এ প্রয়োগ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে। অপিচ, অতিরেক হেতুতেও ঐ প্রয়োগ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বাভিপ্রায়ে নহে, অর্থাৎ এ পক্ষে আকাশ ও আত্মা এই দুইটাই অতিরিক্ত হইয়া পড়ে (২৭ হয়)। ঐ শ্লোকে আত্মা প্রতিষ্ঠার আধাররূপে কথিত হইয়াছেন। কারণ এই যে, "যস্মিন্—যাহাতে" এতৎ প্রয়োগস্থ সপ্তমী-বিভক্তি যাহাকে আধার বলিতেছে, শ্রুতি তাহাকেই "তাঁহাকে আত্মা বলিয়া মান" এইরূপে অনুকর্ষণ করিয়াছেন; সুতরাং আত্মাই প্রতিষ্ঠার আধার।

পুরুষঃ, স চ পঞ্চবিংশতাবন্তর্গত এবেতি ন তস্যৈবাধারত্বমাধেয়ত্বঞ্চ যুজ্যতে, অর্থান্তরপরিগ্রহে বা তত্ত্বসংখ্যাতিরেকঃ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধঃ প্রসজ্যেত। তথা "আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ"ইত্যাকাশস্যাপি পঞ্চবিংশতাবন্তর্গতস্য ন পৃথগুপাদানং ন্যায্যং, অর্থান্তরপরিগ্রহে চোক্তং দূষণম্।

কথঞ্চ সংখ্যামাত্রশ্রবণে সত্যশ্রুতানাং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানামুপসংগ্রহঃ প্রতীয়েত, জনশব্দস্য তত্ত্বেষ্বরূঢ়ত্বাৎ, অর্থান্তরোপসংগ্রহেঽপি সংখ্যোপপত্তেঃ। কথং তর্হি 'পঞ্চ পঞ্চজনাঃ' ইতি? উচ্যতে,

রাজ্ঞঃ পুরুষ ইতি, সাপেক্ষত্বেনাসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। "অতিরেকাচ্চ"ইতি। অভ্যুচ্চয়মাত্রম্। যদি সত্ত্বরজস্তমাংসি প্রধানেনৈকীকৃত্যাত্মাকাশৌ তত্ত্বেভ্যো ব্যতিরিচ্যেতে, তদা সিদ্ধান্তব্যাকোপঃ। অথ তু সত্ত্বরজস্তমাংসি মিথো ভেদেন বিবক্ষ্যন্তে, তথাপি বস্তুতত্ত্বব্যবস্থাপনে আধারত্বেনাত্মা নিষ্কৃষ্যতাম্ আধেয়ান্তরেভ্যস্ত্বাকাশস্যাধেয়স্য ব্যতিরেচনমনর্থকমিতি গময়িতব্যম্।

"কথঞ্চ সংখ্যামাত্রশ্রবণে সতি" ইতি। দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াং সমাসস্মরণাৎ পঞ্চজনশব্দস্তাবদয়ং ক্বচিন্নিরূঢ়ঃ। ন চ রূঢৌ সত্যামবয়বপ্রসিদ্ধের্গ্রহণং, সাপেক্ষত্বাৎ, নিরপেক্ষত্বাচ্চ রূঢ়েঃ। তদ্যদি রূঢৌ মুখ্যোঽর্থঃ প্রাপ্যতে, ততঃ স এব গ্রহীতব্যঃ, অথ ত্বসৌ ন বাক্যে সম্বন্ধার্হঃ পূর্ব্বাপরবাক্যবিরোধী বা, ততো রূঢ্যপরিত্যাগেনৈব বৃত্ত্যন্তরেণার্থান্তরং কল্পয়িত্বা বাক্যমুপপাদনীয়ম্। যথা "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত"ইতি শ্যেনশব্দঃ শকুনিবিশেষে নিরূঢ়বৃত্তিস্তদপরিত্যাগেনৈব নিপত্যা-

আত্মা চেতন এবং আত্মাই পুরুষ, তাহা পঞ্চবিংশতির অন্তর্গত। পুরুষ যদি পঞ্চবিংশতির অন্তর্গতই হইল, তাহা হইলে আর তাহাকে আধার ও আধেয় উভয়প্রকার বলিতে পার না। (যে আধার, সে-ই আধেয়, ইহা অযুক্ত ও অপ্রসিদ্ধ)। আত্মাকে পৃথক্ তত্ত্ব বলিলে পঁচিশের অধিক হইবে, কিন্তু তাহা সাংখ্যের সিদ্ধান্ত নহে, পঞ্চবিংশতি তত্ত্বই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত। আকাশও পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্গত, সুতরাং তাহাকে পৃথক্ রূপে বলা ন্যায্য নহে। পৃথক্ তত্ত্ব অভিপ্রায়ে আকাশকে পৃথক্ বলা হইয়াছে বলিলেও ঐ দোষ (আধিক্যদোষ বা সিদ্ধান্তহানিদোষ) হইবে।

[কথঞ্চ···ইতি] জন-শব্দ তত্ত্ববাচক নহে; সুতরাং কেবল সংখ্যা শব্দের দ্বারাই বা কিরূপে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সংগ্রহ হইতে পারে?—প্রতীতি হইতে পারে? তত্ত্ব অর্থের গ্রহণ না করিলেও অন্যার্থের দ্বারা সংখ্যা শব্দের প্রয়োগসাধুতা সিদ্ধ হইতে পারে। যদি বল, তবে "পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" এরূপ প্রয়োগ কিরূপে সংগত হইবে? [উচ্যতে···তদুচ্যতে] তাহা বলিতেছি। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম অর্থে দিক্ বোধক ও সংখ্যাবোধক শব্দের সমাস বিধান থাকায় পঞ্চ-

"দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্" (২।১।৫০) ইতি বিশেষস্মরণাৎ সংজ্ঞায়ামেব পঞ্চশব্দস্য জনশব্দেন সমাসঃ। ততশ্চ রূঢ়ত্বাভিপ্রায়েণৈব কেচিৎ পঞ্চজনা নাম বিবক্ষ্যন্তে, ন সাংখ্যতত্ত্বাভিপ্রায়েণ। তে কতীত্য-স্যামাকাঙ্ক্ষায়াং পুনঃ পঞ্চেতি প্রযুজ্যতে,—পঞ্চজনা নাম কেচিৎ, তে চ পঞ্চেত্যর্থঃ, সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তেতি যথা ॥ ১ । ৪ । ১১ ॥

কে পুনস্তে পঞ্চজনা নামেতি। তদুচ্যতে—

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥ ১ । ৪ । ১২ ॥*

"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইত্যত উত্তরস্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায় প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ নির্দ্দিষ্টাঃ, "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত

দানসাদৃশ্যেনার্থবাদিকেন ক্রতুবিশেষে বর্ত্ততে, তথা পঞ্চজনশব্দোঽবয়বার্থযোগান-পেক্ষ একস্মিন্নপি বর্ত্ততে। যথা সপ্তর্ষিশব্দো বশিষ্ঠ একস্মিন্ সপ্তসু চ বর্ত্ততে। ন চৈষ তত্ত্বেষু রূঢ়ঃ পঞ্চবিংশতিসংখ্যানুরোধেন তত্ত্বেষু বর্ত্তয়িতব্যঃ। রূঢ়ৌ সত্যাং পঞ্চবিংশতেরেব সংখ্যায়া অভাবাৎ কথং তত্ত্বেষু বর্ত্ততে। এবঞ্চ কে তে পঞ্চ-জনা ইত্যপেক্ষায়াং, কিং বাক্যশেষগতাঃ প্রাণাদয়ো গৃহ্যন্তাম্? উত পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বানি?—ইতি বিশয়ে তত্ত্বানামপ্রামাণিকত্বাৎ প্রাণাদীনাঞ্চ বাক্যশেষে শ্রবণাৎ, তৎপরিত্যাগে শ্রুতহানাশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ প্রাণাদয় এব পঞ্চজনাঃ। ন চ কাণ্ব-মাধ্যন্দিনয়োর্ব্বিরোধান্ন প্রাণাদীনাং বাক্যশেষগতানামপি গ্রহণমিতি সাম্প্রতম্। বিরোধেঽপি তুল্যবলতয়া ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণবদ্বিকল্পোপপত্তেঃ। ন চেয়ং বস্তু-স্বরূপকথা, অপিতু উপাসনানুষ্ঠানবিধিঃ, "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইতি বিধি-শ্রবণাৎ ॥ ১ । ৪ । ১১ ॥

"কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দ-প্রয়োগঃ" ইতি। জনবাচকঃ শব্দো জনশব্দঃ পঞ্চজনশব্দ ইতি যাবৎ। তস্য কথং প্রাণাদিষ্বজনেষু প্রয়োগ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্।

শব্দের সহিত জন-শব্দের সমাস হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চজনশব্দ রূঢ়ি-অর্থে প্রযুক্ত, সাংখ্যভাবিত তত্ত্ব অর্থে নহে। পঞ্চজননামক পদার্থ কি? কোন্ অর্থে রূঢ়? এরূপ আকাঙ্ক্ষা-পূরণার্থ পঞ্চশব্দের প্রয়োগ। পঞ্চজন নামে বিখ্যাত একরূপ পদার্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা পাঁচ। যেমন সাতটী সপ্তর্ষি ॥১।৪।১১॥

কাহারা পঞ্চজন? তাহা সূত্রকার বলিয়া দিতেছেন—

"যাঁহাতে পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত" এই মন্ত্রের পরে ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণের উদ্দেশে প্রাণাদি পঞ্চকের উপদেশ আছে। যথা—"যে উপাসক প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর

---

* বাক্যশেষাৎ পঞ্চজন-শব্দেন প্রাণাদয় এব বিবক্ষ্যন্তে।

পঞ্চজন-মন্ত্রের পর-মন্ত্রে যে প্রাণ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সন্নিধানতাপ্রযুক্ত সেই প্রাণ প্রভৃতিই পঞ্চজন শব্দের বোধ্য। অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চককেই পঞ্চজন শব্দে বলা হইয়াছে।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ” ইতি। তেহত্র বাক্যশেষগতাঃ সন্নিধানাৎ পঞ্চজনা বিবক্ষ্যন্তে। কথং পুনঃ প্রাণাদিষু জনশব্দপ্রয়োগঃ? তত্ত্বেষু বা কথং জনশব্দপ্রয়োগঃ? সমানে তু প্রসিদ্ধ্যতিক্রমে বাক্যশেষবশাৎ প্রাণাদয় এব গ্রহীতব্যা ভবন্তি, জনসম্বন্ধাচ্চ প্রাণাদয়ো জনশব্দভাজো ভবন্তি। জনবচনশ্চ পুরুষশব্দঃ প্রাণেষু প্রযুক্তঃ। “তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ” ইতি। অত্র “প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা” ইত্যাদি চ ব্রাহ্মণম্। সমাসবলাচ্চ সমুদায়স্য রূঢ়ত্বমবিরুদ্ধম্।

“কথং পুনরসতি প্রথমপ্রয়োগে রূঢ়িঃ শক্যাশ্রয়িতুম্? শক্যা—উদ্ভিদাদিবদিত্যাহ। প্রসিদ্ধার্থসন্নিধানেন হ্যপ্রসিদ্ধার্থঃ শব্দঃ প্রযুজ্যমানঃ সমভিব্যাহারাৎ তদ্বিষয়ো নিয়ম্যতে, যথা“উদ্ভিদা যজেত”

অন্যথা তু প্রত্যস্তমিতাবয়বার্থে সমুদায়শব্দার্থো নাস্তীত্যপর্য্যনুযোগ এব। রূঢ়্যপরিত্যাগেনৈব বৃত্ত্যন্তরং দর্শয়তি। “জনসম্বন্ধাচ্চ” ইতি। জনশব্দভাজঃ পঞ্চজনশব্দভাজঃ। নন্নু সত্যামবয়বপ্রসিদ্ধৌ সমুদায়শক্তিকল্পনমনুপপন্নম্। সম্ভবতি চ পঞ্চবিংশত্যাং তত্ত্বেষবয়বপ্রসিদ্ধিঃ, ইত্যত আহ। “সমাসবলাচ্চ” ইতি। স্যাদেতৎ। সমাসবলাচ্চেদ্রূঢ়িরাশ্রীয়তে, হন্ত ন দৃষ্টস্তর্হি তস্য প্রয়োগোঽশ্বকর্ণাদিবদ্ বৃক্ষাদিষু তথা চ লোকপ্রসিদ্ধ্যভাবান্ন রূঢ়িরিত্যাক্ষিপতি।—“কথং পুনরসতি”ইতি। জনেষু তাবৎ পঞ্চজনশব্দস্য প্রথমঃ প্রয়োগো লোকেষু দৃষ্ট ইত্যসতি প্রথমপ্রয়োগ ইত্য-

---

চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মন’কে জানে—” ইত্যাদি। সন্নিধানপ্রযুক্ত এতন্মন্ত্রস্থ প্রাণপ্রভৃতিই পঞ্চজন শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। [কথং…বিরুদ্ধম্] বলিতে পার, কিপ্রকারে প্রাণাদি পঞ্চকে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ? জিজ্ঞাসা করি, তত্ত্বেই বা কি প্রকারে প্রয়োগ? যদ্যপি উভয় প্রয়োগেই প্রসিদ্ধির পরিত্যাগ হয় সত্য, তথাপি, বাক্যশেষ বলে প্রাণাদির পরিগ্রহ হওয়াই ন্যায্য। জন-সম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রাণাদি জন-শব্দ প্রয়োগের যোগ্য। জনবাচী পুরুষ-শব্দও প্রাণাদিতে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা—“এই পাঁচ ব্রহ্মপুরুষ।” এ বিষয়ে “প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা,” এই ব্রাহ্মণবাক্য নিদর্শন রহিয়াছে। (ব্রাহ্মণ—বেদভাগবিশেষ)। সমাসের প্রভাবেও সমুদয় শব্দের রূঢ়ত্ব হয় এবং তাহা অবিরুদ্ধ।

[কথং…বর্ত্তিষ্যতে] যদি বল, প্রথম প্রয়োগ ব্যতীত কি প্রকারে রূঢ়ি-স্বীকার হইতে পারে? এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, তাহা উদ্ভিদ্ প্রভৃতির ন্যায় হইতে পারে। প্রসিদ্ধ পদার্থের নিকটে অপ্রসিদ্ধ (অজ্ঞাতার্থ) শব্দের প্রয়োগ থাকিলে সমভিব্যাহার (এক সঙ্গে উচ্চারণ) বলে সেই বিষয়েই সে শব্দের অর্থ-সংগ্রহ হয়।

"যূপং ছিনত্তি, বেদীং করোতি" ইতি, তথায়মপি পঞ্চজনশব্দঃ সমাসান্বাখ্যানাদবগতসংজ্ঞাভাবঃ সংজ্ঞ্যাকাঙ্ক্ষী বাক্যশেষ-সমভিব্যাহৃতেষু প্রাণাদিষু বর্ত্তিষ্যতে। কৈশ্চিত্তু দেবাঃ পিতরো গন্ধর্ব্বা অসুরা রক্ষাংসি চ পঞ্চজনা ব্যাখ্যাতাঃ। অন্যৈশ্চত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চমাঃ পরিগৃহীতাঃ। ক্বচিচ্চ "যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশা" ইতি প্রজাপরঃ প্রয়োগঃ পঞ্চজনশব্দস্য দৃশ্যতে, তৎপরিগ্রহেঽপীহ ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। আচার্য্যস্তু ন পঞ্চবিংশতেস্তত্ত্বানামিহ প্রতীতিরস্তীত্যেবম্পরতয়া প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাদিতি জগাদ ॥ ১।৪।১২ ॥

ভবেয়ুস্তাবৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা মাধ্যন্দিনানাং,—যেঽন্নং প্রাণাদিম্বামনন্তি, কাণ্বানান্তু কথং প্রাণাদয়ঃ পঞ্চজনা ভবেয়ুঃ, যেঽন্নং প্রাণাদিষু নামনন্তীতি ? অত উত্তরং পঠতি—

সিদ্ধমিতি স্ববীয়স্তরানভিধায় অভ্যুপেত্য প্রথমপ্রয়োগাভাবং সমাধত্তে।—"শক্য উদ্ভিদাদিবৎ" ইতি। আচার্য্যদেশীয়ানাং মতভেদেঽপি ন পঞ্চবিংশতিস্তত্ত্বানি সিধ্যন্তি, পরমার্থতস্তু পঞ্চজনা বাক্যশেষগতা এবেত্যাশয়বানাহ—"কৈশ্চিত্তু" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্॥ ১। ৪। ১২॥

যেমন 'উদ্ভিদ্ যাগ করিবেক, যূপ ছেদন করিবেক, বেদী করিবেক' ইত্যাদি স্থলে সমভিব্যাহারবলে বেদীপ্রভৃতি শব্দের অর্থনির্ণয় হয়, সেইরূপ, পঞ্চজন শব্দও বাক্যশেষবলে প্রাণাদি-অর্থে গৃহীত হয়। প্রথমে সমাসানুকথন দ্বারা বুঝা যায়, উহা একটী সংজ্ঞা, পশ্চাৎ সংজ্ঞী আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় সন্নিধিপ্রাপ্ত প্রাণাদিতে গিয়া তাহতে পর্য্যবসিত হয়। [কৈশ্চিত্তু···বিরোধঃ] কেহ কেহ বলেন, দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, ইহারাই পঞ্চজন শব্দের অর্থ। অন্যে ব্যাখ্যা করেন, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ ও পঞ্চম নিষাদ, ইহারা পঞ্চজন। অপরে আবার বলেন, প্রজা-অর্থে পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সে অর্থ গ্রহণ করিলেও দোষ হয় না। [আচার্য্যস্তু ...পঠতি] আচার্য্য ব্যাস বলেন, এখানে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতি হয় না, সুতরাং বাক্যশেষবলে স্থির হয় যে, প্রাণাদি অর্থেই ঐ পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ। যদি কেহ বলেন, মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ীদিগের মতে পঞ্চজন শব্দে প্রাণাদি-পঞ্চক গৃহীত হইতে পারে সত্য, কিন্তু কাণ্বশাখীদিগের তাহা কিরূপে লাভ হইবে? কারণ, কাণ্বগণ প্রাণাদির মধ্যে অন্নের পাঠ করেন না? ইহার প্রত্যুত্তর-সূত্র এই যে—॥ ১। ৪। ১২॥

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১ । ৪ । ১৩ ॥ *

অসত্যপি কাণ্বানামন্নে জ্যোতিষা তেষাং পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যতে। তেঽপি হি "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ" ইত্যতঃ পূর্ব্বস্মিন্মন্ত্রে ব্রহ্ম-স্বরূপনিরূপণায়ৈব জ্যোতিরধীয়তে, "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইতি। কথং পুনরুভয়েষামপি তুল্যবদিদং জ্যোতিঃ পঠ্যমানং সমানমন্ত্রগতয়া পঞ্চসংখ্যয়া কেষাঞ্চিদ্ গৃহ্যতে, কেষাঞ্চিন্নেতি, অপেক্ষাভেদাদিত্যাহ। মাধ্যন্দিনানাং হি সমানমন্ত্রপঠিতপ্রাণাদিপঞ্চজনলাভাৎ নাস্মিন্ মন্ত্রান্তরপঠিতে জ্যোতিষি অপেক্ষা ভবতি, তদলাভাত্তু কাণ্বানাং ভবত্যপেক্ষা। অপেক্ষাভেদাচ্চ সমানেঽপি

[রত্নপ্রভা] জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং জ্যোতিঃ, তদ্ব্রহ্ম দেবা উপাসত ইত্যর্থঃ। নন্বিদং ষষ্ঠ্যন্তজ্যোতিঃপদোক্তং সূর্য্যাদিকং জ্যোতিঃ শাখাদ্বয়েঽপ্যস্তি, তৎ কাণ্বানাং পঞ্চত্বপূরণায় গৃহ্যতে, নান্যেষামিতি বিকল্পো ন যুক্ত ইতি শঙ্কতে।—কথং পুনরিতি। আকাঙ্ক্ষাবিশেষাৎ বিকল্পো যুক্ত ইত্যাহ সিদ্ধান্তী—অপেক্ষেতি। যথা অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্লাতি ন গৃহ্লাতি ইতি বাক্যভেদাৎ বিকল্পঃ, তদ্বৎ শাখাভেদেন অন্নপাঠাপাঠাভ্যাং জ্যোতিষো বিকল্প ইত্যর্থঃ। নন্বু ক্রিয়ায়াং বিকল্পো যুক্তো ন বস্তুনীতি চেৎ ; সত্যম্। অত্রাপি শাখাভেদেন সান্না জ্যোতিঃ-সহিতা বা পঞ্চ প্রাণাদয়ো যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ, তন্মনসাঽনুদ্রষ্টব্যমিতি ধ্যানক্রিয়ায়াং

অন্ন-শব্দের পাঠ নাই সত্য ; না থাকিলেও তৎপরিবর্ত্তে 'জ্যোতিঃ' শব্দ আছে। তদ্দ্বারা কাণ্ব-শাখীদিগের মতে পঞ্চ সংখ্যার পূরণ হইবে। তাহারা "পাঁচ পাঁচজন" ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মের স্বরূপ-নিরূপণার্থ জ্যোতিঃশব্দের পাঠ করেন। যথা—"দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপাসনা করেন।" [কথং…দিত্যাহ] সমানরূপে উভয় শাখায় জ্যোতিঃশব্দ পঠিত হইয়াছে, অথচ তাহা এক শাখায় পঞ্চ সংখ্যা পূরণের নিমিত্ত গৃহীত হয়, অন্য শাখায় হয় না, ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ কেহ কেহ বলেন, অপেক্ষার ভিন্নতাই কারণ। [মাধ্য…তদ্বৎ] মাধ্যন্দিনশাখীরা (মাধ্যন্দিন=যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষ) প্রোক্ত মন্ত্রের অনুরূপ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাতে তাঁহারা পঞ্চজন-স্থানীয় প্রাণাদি পঞ্চক প্রাপ্ত হন ; সুতরাং অন্য মন্ত্রের জ্যোতিঃ শব্দ তাঁহাদের নিরাকাঙ্ক্ষ থাকে। কাণ্বশাখীদিগের পাঠে উহার উল্লেখ নাই, সুতরাং তাহাদের পাঠে উহার (জ্যোতিঃ শব্দের) অপেক্ষা আছে। মন্ত্র সমান হইলেও অপেক্ষার ভেদ থাকায়, এক শাখায়

* একেষাং কাণ্বশাখিনাম্ অন্নে অসতি অন্নশব্দে অবিদ্যমানেঽপি জ্যোতিষা জ্যোতিঃশব্দেন পঞ্চসংখ্যা পূর্য্যতে ইতি শেষঃ।

যদিও কাণ্বশাখায় অন্নশব্দের পাঠ নাই, না থাকিলেও তাহাদের পাঠে যে, জ্যোতিঃশব্দ আছে, জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারাই তাহাদের পঞ্চ সংখ্যার পূরণ হয়।

মন্ত্রে জ্যোতিষো গ্রহণাগ্রহণে। যথা সমানেঽপ্যতিরাত্রে বচনভেদাৎ ষোড়শিনো গ্রহণাগ্রহণে, তদ্বৎ। তদেবং ন তাবৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধিঃ কাচিৎ প্রধানবিষয়াস্তি, স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধী তু পরিহরিষ্যেতে॥ ১। ৪। ১৩॥

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ॥ ১। ৪। ১৪॥ *

প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণো লক্ষণং, প্রতিপাদিতং চ ব্রহ্মবিষয়ং গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাম্, প্রতিপাদিতঞ্চ প্রধানস্যা-

বিকল্পোপপত্তিরিত্যনবদ্যম্। উক্তং প্রধানস্যাশব্দত্বমুপসংহরতি তদেবমিতি। তথাপি স্মৃতিযুক্তিভ্যাং প্রধানমেব জগৎকারণমিত্যত আহ—স্মৃতীতি। [রত্নপ্রভা।]॥ ১। ৪। ১৩॥

অথ সমন্বয়লক্ষণে কেয়মকাণ্ডে বিরোধাবিরোধচিন্তা। ভবিতা হি তস্যাঃ স্থানমবিরোধলক্ষণমিত্যত আহ।—"প্রতিপাদিতং ব্রহ্মণঃ" ইতি। অয়মর্থঃ—নানৈকশাখাগততত্তদ্বাক্যালোচনয়া বাক্যার্থাবগমে পর্য্যবসিতে সতি প্রমাণান্তরবিরোধেন বাক্যার্থাবগতের্প্রামাণ্যমাশঙ্ক্যাবিরোধব্যুৎপাদনেন প্রামাণ্যব্যবস্থাপনমবিরোধলক্ষণার্থঃ। প্রাসঙ্গিকস্তু তত্র সৃষ্টিবিষয়াণাং বাক্যানাং পরস্পরমবিরোধপ্রতিপাদনং, ন তু লক্ষণার্থঃ। তৎপ্রয়োজনঞ্চ তত্রৈব প্রতিপাদয়িষ্যতে, ইহ তু বাক্যানাং সৃষ্টিপ্রতিপাদকানাং পরস্পরবিরোধে ব্রহ্মণি জগদ্‌যোনৌ ন সমন্বয়ঃ সেদ্ধুমর্হতি। তথা চ ন জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণো লক্ষণং, ন চ তত্র গতিসামান্যং, ন চ তৎসিদ্ধয়ে প্রধানস্যাশব্দত্বপ্রতিপাদনং, তস্মাদ্বাক্যানাং বিরোধাবিরোধাভ্যামুক্তার্থাক্ষেপসমাধানাভ্যাং সমন্বয় এবোপপদ্যত ইতি সমন্বয়লক্ষণে সঙ্গতমিদমধিকরণম্।

জ্যোতিশব্দের গ্রহণ এবং অন্য শাখায় তাহার অগ্রহণ হয়। ইহার দৃষ্টান্ত—অতিরাত্র (যজ্ঞবিশেষ)। অতিরাত্র যাগ সকল শাখায়ই সমান; পরন্তু উপদেশ-বাক্যের ভিন্নতা থাকায় ষোড়শি-পাত্রের গ্রহণ ও অগ্রহণ উভয়ই হইয়া থাকে। [তদেবং···হরিষ্যেতে] প্রদর্শিত কারণে প্রধান (সাংখ্যের প্রকৃতি) শ্রুতিপ্রসিদ্ধ নহে অর্থাৎ শ্রুতিতে প্রধানের প্রতিপাদন নাই; স্মৃতিতে ও যুক্তিশাস্ত্রে যে, প্রধানের উল্লেখ আছে, সে উল্লেখেরও তাৎপর্য্য পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে॥ ১। ৪। ১৩॥

ব্রহ্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে এবং ব্রহ্মই সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য, এ কথাও বলা হইয়াছে। প্রধান অর্থাৎ সাংখ্যের প্রকৃতি যে বৈদিক নহে, বেদপ্রতিপাদ্য

* বিগীতেষ্বপি সৃজ্যমানেষু আকাশাদিষু স্রষ্টরি বিগানং নাস্তীতি পূরণীয়ম্। হেতুমাহ—কারণত্বেনেতি। বিস্তরস্তু ভাষ্যে।

সৃষ্টিবিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ থাকিলেও স্রষ্টা-বিষয়ে বিরোধ বা বিভিন্ন মত নাই।

শব্দত্বম্। তত্রেদমপরমাশঙ্ক্যতে—ন জন্মাদিকারণত্বং ব্রহ্মণঃ, ব্রহ্মবিষয়ং বা গতিসামান্যং বেদান্তবাক্যানাং প্রতিপাদয়িতুং শক্যম্। কস্মাৎ? বিগানদর্শনাৎ। প্রতিবেদান্তং হ্যন্যান্যা সৃষ্টি-রুপলভ্যতে, ক্রমাদিবৈচিত্র্যাৎ। তথা হি, ক্বচিৎ "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাকাশাদিকা সৃষ্টিরাম্নায়তে, ক্বচিত্তেজআদিকা—"তত্তেজোঽসৃজত" ইতি, ক্বচিৎ প্রাণাদিকা—"স প্রাণমসৃজত, প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্"ইতি। ক্বচিদ্ অক্রমৈব লোকানামুৎপত্তিরাম্নায়তে—"স ইমাঁল্লোকানসৃজতাম্ভো মরীচির্ম্মরমাপঃ"ইতি। তথা ক্বচিদ-সৎপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত" ইতি, "অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীৎ তৎ সর্ব্বম-ভবৎ" ইতি চ। ক্বচিদসদ্বাদনিরাকরণেন সৎপূর্ব্বিকা প্রক্রিয়া

"বাক্যানাং কারণে কার্য্যে পরস্পরবিরোধতঃ।
সমন্বয়ো জগদ্‌যোনৌ ন সিধ্যতি পরাত্মনি॥"

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদীনাং কারণবিষয়াণামসদ্বা ইদমগ্র আসীদিত্যাদি-ভির্ব্বাক্যৈঃ কারণবিষয়ৈর্ব্বিরোধঃ, কার্য্যবিষয়াণামপি বিভিন্নক্রমাক্রমোৎপত্তিপ্রতি-পাদকানাং বিরোধঃ। তথা কানিচিদন্যকর্ত্তৃকাং জগদুৎপত্তিমাচক্ষতে বাক্যানি, কানিচিৎ স্বয়ংকর্ত্তৃকাম্। সৃষ্ট্যা চ তৎকার্য্যেণ তৎকারণতয়া ব্রহ্ম লক্ষিতম্। সৃষ্টিবিপ্রতিপত্তৌ তৎকারণতায়াং ব্রহ্মলক্ষণে বিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ভবতি তল্লক্ষ্যে ব্রহ্মণ্যপি বিপ্রতিপত্তিঃ। তস্মাদ্ ব্রহ্মণি সমন্বয়াভাবান্ন সমন্বয়গম্যং ব্রহ্ম। বেদান্তাস্ত

নহে, তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। পুনর্ব্বার এই আশঙ্কা উত্থাপিত হইতেছে যে, ব্রহ্মই জগজ্জন্মাদির কারণ এবং ব্রহ্মেই সমস্ত বেদান্তের প্রতিপাদ্য ও তাৎপর্য্য, এ সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্তই নহে। কারণ এই যে, ইহার বিরুদ্ধবাদ দেখা যায়। [প্রতি… ক্রিয়তে ইতি] প্রত্যেক বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভন্ন সৃষ্টি হওয়ার কথা আছে। কোন কোন বেদান্তে "আত্মা হইতে আকাশ" এবম্প্রকারে আকাশাদি-ক্রমে সৃষ্টি হওয়ার কথা আছে। কোন কোন বেদান্তে "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদি ক্রমে তেজঃপূর্ব্বিকা সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। "তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, পরে প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণপূর্ব্বিকা সৃষ্টি অভিহিত হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতিতে যুগপৎ সর্ব্বসৃষ্টির কথাও আছে। যথা—"তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন।" আবার অন্যশ্রুতিতে অভাবপূর্ব্বিকা সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। যথা—"এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ বা অভাবাত্মক ছিল, পশ্চাৎ ইহা সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান হইয়াছে।" কোন কোন শ্রুতি অভাববাদ নিষেধ করতঃ

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ

বেদান্তদর্শনম্।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃত শারীরকভাষ্য

শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রকৃত-ভামতী-টীকোপেতম্—

স্বর্গীয়-পণ্ডিতবর-কালীবর-বেদান্তবাগীশ-কৃত

সূত্রার্থসংক্ষেপ-ভাষ্যানুবাদসমেতম্

মহামহোপাধ্যায়

দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থেন

প্রতিসংস্কৃতং সম্পাদিতঞ্চ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারেণ চ

প্রকাশিতম্।

কলিকাতা রাজধান্যাম্।

২১।১, রামাপুকুর লেন।

দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য ৫৲

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১৫৲ নির্দ্ধারিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ

বেদান্তদর্শনম্।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদকৃত শারীরকভাষ্য-
শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রকৃত-ভামতী-টীকোপেতম্—

স্বর্গীয়-পণ্ডিতবর-কালীবর-বেদান্তবাগীশ-কৃত
সূত্রার্থসংক্ষেপ-ভাষ্যানুবাদসমেতম্

মহামহোপাধ্যায়

দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থেন
প্রতিসংস্কৃতং সম্পাদিতঞ্চ

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদারেণ চ
প্রকাশিতম্।

কলিকাতা রাজধান্যাম্।
২।১, ঝামাপুকুর লেন।

দ্বিতীয় খণ্ড—মূল্য ৫্

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১৫্ নির্দ্ধারিত হইল।

প্রতিজ্ঞায়তে—"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যুপক্রম্য, "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি, "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি। ক্বচিৎ স্বয়ংকর্ত্তৃকৈব ব্যাক্রিয়া জগতো নিগদ্যতে—"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত" ইতি। এবমনেকধা বিপ্রতিপত্তের্ব্বস্তুনি চ বিকল্পস্যানুপপত্তের্ন বেদান্তবাক্যানাং জগৎকারণাবধারণপরতা ন্যায্যা। স্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধিভ্যাস্তু কারণান্তরপরিগ্রহো ন্যায্য ইতি।

কর্ত্রাদিপ্রতিপাদনেন কর্ম্মবিধিপরতয়োপচরিতার্থা অবিবক্ষিতার্থা বা জপোপযোগিন ইতি প্রাপ্তম্। ক্রমাদীত্যাদিগ্রহণেনাক্রমো গৃহ্যতে। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

"সর্গক্রমবিবাদেঽপি ন স স্রষ্টরি বিদ্যতে।
সতস্ত্বসদ্বচোভক্ত্যা নিরাকার্য্যতয়া ক্বচিৎ ॥"

ন তাবদস্তি সৃষ্টিক্রমে বিগানং শ্রুতীনামবিরোধাৎ। তথাহি—অনেকশিল্পপর্য্যবদাতো দেবদত্তঃ প্রথমং চক্রদণ্ডাদি কারণমুৎপাদ্য, অথ তদুপকরণঃ কুম্ভং, কুম্ভোপকরণস্ত্বাহরত্যুদকং, উদকোপকরণশ্চ সংযবনেন গোধূমকণিকানাং করোতি পিণ্ডং, পিণ্ডোপকরণস্তু পচতি ঘৃতপূর্ণং, তদস্য দেবদত্তস্য সর্ব্বত্রৈতস্মিন্ কর্ত্তৃত্বাৎ শক্যং বক্তুং—দেবদত্তাচ্চক্রাদি সম্ভূতং, তস্মাচ্চক্রাদেঃ কুম্ভাদীতি। শক্যঞ্চ দেবদত্তাৎ কুম্ভঃ সমুদ্ভূতস্তস্মাদুদকাহরণাদীত্যাদি। নহ্যস্ত্যসম্ভবঃ সর্ব্বত্রাস্মিন্ কার্য্যজাতে ক্রমবত্যপি দেবদত্তস্য সাক্ষাৎ কর্ত্তুরনুস্যূতত্বাৎ, তথেহাপি যদ্যপ্যাকাশাদিক্রমেণৈব সৃষ্টিস্তথাপ্যাকাশানলানিলাদৌ তত্র তত্র সাক্ষাৎ পরমেশ্বরস্য কর্ত্তৃত্বাৎ শক্যং বক্তুং পরমেশ্বরাদাকাশঃ সম্ভূত ইতি, শক্যঞ্চ বক্তুং পরমেশ্বরাদনলঃ সম্ভূত ইত্যাদি। যদি ত্বাকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োস্তেজ ইত্যুক্ত্বা তেজসো বায়ুর্ব্বায়োরাকাশ ইতি ব্রূয়াৎ, ভবেদ্বিরোধঃ, ন চৈতদস্তি। তস্মাদমুষামবিবাদঃ শ্রুতীনাম্। এবং 'স ইমান্ লোকানসৃজত' ইত্যক্রমাভিধায়িন্যপি শ্রুতিরবিরুদ্ধা। এষা হি স্বব্যাপারমভিধানমক্রমেণ কুর্ব্বতী নাভিধেয়ানাং ক্রমং নিরুণদ্ধি। তে তু যথাক্রমাবস্থিতা এবাক্রমেণোচ্যন্তে। যথা ক্রমবন্তি জ্ঞানানি জাতানীতি। তদেবমবিগানম্। অভ্যুপেত্য তু বিগানমুচ্যতে সৃষ্টৌ খল্বেতদ্বিগানং, ন তু স্রষ্টরি। স্রষ্টা তু সর্ব্ববেদান্তবাক্যেষনুস্যূতঃ পরমেশ্বরঃ প্রতীয়তে, নাত্র শ্রুতিবিগানং মাত্রয়াপ্যস্তি। ন চ

সম্বাদের প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"কেহ কেহ বলেন, এ সকল অসৎ ছিল অর্থাৎ কিছুই ছিল না।" শ্রুতি এই কথা বলিয়াই বলিয়াছেন, "হে সোম্য, তাহা কি প্রকারে [অসৎ অভাব হইতে সতের (ভাবের) জন্ম] হইবে ? অতএব হে সোম্য, এ সকল সৎ-ই ছিল।" এতদ্ভিন্ন অন্য একটী শ্রুতি আছে, তাহাতে কথিত হইয়াছে, তাহা হইতে এ সকল আপনা আপনি হইয়াছে

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। সত্যপি প্রতিবেদান্তং সৃজ্যমানেষ্বাকাশাদিষু ক্রমাদিদ্বারকে বিগানে ন স্রষ্টরি কিঞ্চিদ্বিগানমস্তি। কুতঃ? যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ। যথাভূতো হ্যেকস্মিন্ বেদান্তে সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বাত্মকোঽদ্বিতীয়ঃ কারণত্বেন ব্যপদিষ্টঃ, তথাভূত এব বেদান্তান্তরেষ্বপি ব্যপদিশ্যতে। তদ্যথা, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি। অত্র তাবজ্জ্ঞানশব্দেন পরেণ চ

সৃষ্টিবিগানং স্রষ্টরি তদধীননিরূপণে বিগানমাবহতীতি বাচ্যম্। ন হ্যেষ স্রষ্টৃত্বমাত্রেণোচ্যতে, অপি তু সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিনা রূপেণোচ্যতে স্রষ্টা। তচ্চাস্য রূপং সর্ব্ববেদান্তবাক্যানুগতম্। তজ্জ্ঞানঞ্চ ফলবৎ। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি শ্রুতেঃ। সৃষ্টিজ্ঞানস্য তু ন ফলং শ্রূয়তে, তেন ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতি সৃষ্টিবিজ্ঞানং স্রষ্টৃব্রহ্মবিজ্ঞানাঙ্গং তদনুগুণং সদ্ব্রহ্মজ্ঞানাবতারোপায়তয়া ব্যাখ্যেয়ম্। তথা চ শ্রুতিঃ।—'অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপোমূলমন্বিচ্ছ' ইত্যাদিকা। শুঙ্গেনাগ্রেণ কার্য্যেণেতি যাবৎ। তস্মান্ন সৃষ্টিবিপ্রতিপত্তিঃ স্রষ্টরি বিপ্রতিপত্তিমাবহতি, অপি তু গুণে ত্বন্যায্যকল্পনেতি তদনুগুণতয়া ব্যাখ্যেয়া। যচ্চ কারণে বিগানমসদ্বা ইদমগ্র আসীদিতি, তদপি, তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতীতি পূর্ব্বপ্রকৃতং সদ্ব্রহ্মাকৃষ্য অসদেবেদমগ্রমাসীদিত্যুচ্যমানং ত্বসতোঽভিধানেঽসম্বদ্ধং স্যাৎ। শ্রুত্যন্তরেণ চ মানান্তরেণ চ বিরোধঃ। তস্মাদৌপচারিকং ব্যাখ্যেয়ম্। তদ্বৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদিতি তু নিরাকার্য্যতয়োপন্যস্তমিতি ন কারণে বিবাদ ইতি।

সূত্রে চ-শব্দস্ত্বর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষং নিবর্ত্তয়তি।—আকাশাদিষু সৃজ্যমানেষু ক্রমবিগানেঽপি ন স্রষ্টরি বিগানম্। কুতঃ। যথৈকস্যাং শ্রুতৌ ব্যপদিষ্টঃ

অর্থাৎ ইহার কর্ত্তা নাই। যথা—"পূর্ব্বে এ জগৎ অব্যাকৃত ছিল, পরে তাহা হইতে জগৎ-নামের ও জগদ্রূপের দ্বারা তাহা ব্যাকৃত (বিস্পষ্ট) হইয়াছে।"

[এবং···দিষ্টোক্তেঃ] এইরূপ এইরূপ অনেক বিপ্রতিপত্তি (বিরুদ্ধ মত) আছে। যাহা বস্তু, তাহা একরূপ বা একপ্রকার হওয়াই উচিত, এইজন্য সমস্ত বেদান্তকে জগৎকারণনিশ্চায়ক বলিতে পার না। অর্থাৎ বেদান্তের দ্বারা এককারণবাদ সিদ্ধ হয় না; সুতরাং স্মৃতিপ্রসিদ্ধ ও ন্যায়প্রসিদ্ধ অন্য কারণের গ্রহণ বা স্বীকার করাই উচিত। ব্যাস এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, যদিও ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে সৃজ্যমান আকাশাদির উৎপত্তি-ক্রমের ভিন্নতা দেখা যায়, তথাপি উৎপাদকের বা স্রষ্টার সম্বন্ধে কোনরূপ বিরুদ্ধবাদ নাই। কেন-না, এক বেদান্তে যে-স্রষ্টার বা যে-জগৎকারণের উপদেশ, অন্য বেদান্তেও সেই স্রষ্টার বা সেই জগৎকারণেরই উপদেশ দেখা যায়। [যথাভূতো···দিশ্যতে] এক বেদান্তে যদ্রূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্মক অদ্বিতীয় কারণ কথিত হইয়াছে, সমস্ত বেদান্তে তদ্রূপ কারণই কথিত হইয়াছে। [তদ্যথা···ইতি চ] যথা—"ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত।" এ শ্রুতি জ্ঞানশব্দ বিশেষণ দিয়া এবং "তিনি কামনা (ইচ্ছা)

তদ্বিষয়েণ কাময়িতৃত্ববচনেন চেতনং ব্রহ্ম ন্যরূপয়দপরপ্রযোজ্যত্বে-নেশ্বরং কারণমব্রবীৎ। তদ্বিষয়েণৈব পরেণাত্মশব্দেন শরীরাদি-কোশপরম্পরয়া চান্তরনুপ্রবেশনেন সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যগাত্মানং নিরধারয়ৎ। "বহু স্যাং প্রজায়েয়"ইতি চাত্মবিষয়েণ বহুভবনাশংসনেন সৃজ্যমানানাং বিকারাণাং স্রষ্টুরভেদমভাষত। তথা "ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ" ইতি সমস্তজগৎসৃষ্টিনির্দ্দেশেন প্রাক্ সৃষ্টেরদ্বিতীয়ং স্রষ্টারমাচষ্টে। তদত্র যল্লক্ষণং ব্রহ্ম কারণত্বেন বিজ্ঞাতং, তল্লক্ষণমেবান্যত্রাপি বিজ্ঞায়তে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত" ইতি। তথা, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চ ন মিষৎ, স ঐক্ষত লোকান্ সৃজৈ" ইতি চ। এবঞ্জাতীয়কস্য কারণস্বরূপনিরূপণ-

---

পরমেশ্বরঃ সর্ব্বস্য কর্ত্তা, তথৈব শ্রুত্যন্তরেষূক্তেঃ। কেন রূপেণ, কারণত্বেন। অপরঃ কল্পঃ—যথা ব্যপদিষ্টঃ ক্রম আকাশাদিষু, আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবীতি, তথৈব ক্রমস্থানপবাধনেন তত্তেজোঽসৃজতেত্যাদিকায়া অপি সৃষ্টেরুক্তেন স্রষ্টাবপি বিগানম্। নম্বেকত্রাত্মন আকাশকারণ-

---

করিলেন," এইরূপ বলিয়া বুঝাইয়াছেন, ব্রহ্ম চেতন পদার্থ। "তিনি পর-প্রযোজ্য নহেন," এ কথার দ্বারাও ঈশ্বরকারণবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহারই পরে আত্মশব্দ আছে, সেই আত্মশব্দের দ্বারা দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মই আমাদের অন্তরাত্মা। তিনি শরীরাদি কোশ-পরম্পরা দ্বারা অন্তঃপ্রবিষ্টের ন্যায় আছেন। "আমি বহু হইব" এ অংশের দ্বারা বলা হইয়াছে, বুঝান হইয়াছে, যে কিছু সৃজ্য-মান পদার্থ—সমস্তই সেই অদ্বিতীয় স্রষ্টা হইতে অভিন্ন। অর্থাৎ তিনিই জগদা-কারে ভাসমান হইতেছেন। অপিচ, "এ যে-কিছু—এ সমস্তই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।" এই বাক্যের দ্বারা বলা 'হইয়াছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র স্রষ্টা ছিলেন। এই সকল শ্রুতিতে যে, কারণরূপী ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইতেছেন, অন্য শ্রুতিতেও সেই ব্রহ্ম বা তল্লক্ষণ ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হইয়াছেন। যথা—"হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল একমাত্র সৎ-ই ছিল।" (অদ্বয় কারণমাত্র ছিল।) "এক অদ্বিতীয় পদার্থই ছিল।" "সেই সৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব।" "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন।" "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকলই আত্মা ছিল, আত্মাতেই পর্য্যবসন্ন ছিল, আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না।" "সেই আত্মা আলোচনা করিলেন, আমি লোক-সমূহ সৃজন করিব।" [এবং…প্রসঙ্গাৎ]

পরস্য বাক্যজাতস্য প্রতিবেদান্তমবিগীতার্থত্বাৎ। কার্য্যবিষয়ন্তু বিগানং দৃশ্যতে। ক্বচিদাকাশাদিকা সৃষ্টিঃ, ক্বচিত্তেজ আদিকেত্যেবঞ্জাতীয়কম্। ন চ কার্য্যবিষয়েণ বিগানেন কারণমপি ব্রহ্ম সর্ব্ববেদান্তেষ্ববিগীতমধিগম্যমানমবিবক্ষিতং ভবিতুমর্হতীতি শক্যতে বক্তুম্, অতিপ্রসঙ্গাৎ।

সমাধাস্যতি চাচার্য্যঃ কার্য্যবিষয়ং বিগানং "ন বিয়দশ্রুতেঃ" ইত্যারভ্য। ভবেদপি কার্য্যস্য বিগীতত্বম্, অপ্রতিপাদ্যমানত্বাৎ। ন হ্যয়ং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ প্রতিপিপাদয়িষিতঃ। নহি তৎ-প্রতিবদ্ধঃ কশ্চিৎ পুরুষার্থো দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা। ন চ কল্পয়িতুং শক্যতে। উপক্রমোপসংহারাভ্যাং তত্র তত্র ব্রহ্মবিষয়ৈর্ব্বাক্যৈঃ সাকমেকবাক্যতায়া গম্যমানত্বাৎ। দর্শয়তি চ সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মপ্রতি-

ত্বেনোক্তিরন্যত্র চ তেজঃকারণত্বেন, তৎকথমবিগানমত আহ।—"কারণত্বেন" ইতি। হেতৌ তৃতীয়া। সর্ব্বত্রাকাশানলানিলাদৌ সাক্ষাৎকারণত্বেনাত্মনঃ।

প্রত্যেক বেদান্তে জগৎকারণের স্বরূপ-নির্ণায়ক এইরূপ বাক্য আছে, পরন্তু সে সকলের অর্থ অবিগীত অর্থাৎ পরস্পর অবিরুদ্ধ। আরও, কারণ প্রতিপাদন পক্ষে সমস্ত বেদান্তের ঐকমত্য দেখা যায়। তবে যে, কার্য্যপ্রতিপাদন (সৃজ্যমান বস্তুর সৃষ্টিবিষয়ক ক্রমের উপদেশ) বিষয়ে বিগান (ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ) দেখা যায়, যথা—কোন বেদান্তে আকাশাদিক্রমে সৃষ্টি, কোন বেদান্তে তেজঃপূর্ব্বিকা সৃষ্টি। এ সকল ব্রহ্মকারণবাদের ক্ষতিকারক নহে। কার্য্যের বিগান আছে, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সৃষ্টির উপদেশ আছে, তাই বলিয়া কারণ ব্রহ্মও বিগীত, এরূপ বলিতে পার না। কার্য্য বিভিন্ন প্রকার; সুতরাং কারণও বিভিন্ন, এ অভিপ্রায় অযুক্ত, (অর্থাৎ তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে)। ঐরূপ বলিতে গেলে অতিপ্রসঙ্গ * দোষ হইবে।

[সমা···গম্যমানত্বাৎ] আচার্য্য ব্যাস "ন বিয়দশ্রুতেঃ" ইত্যাদি সূত্রে কার্য্যবিষয়ক বিরুদ্ধ মতের সমাধান করিবেন। সৃষ্টিপ্রতিপাদন ইষ্ট নহে; সুতরাং তদ্বিষয়ক বিরোধ বিরোধ বলিয়াই গণ্য নহে। সৃষ্টিপ্রপঞ্চ উপদেশ করা শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কারণ, সৃষ্টিজ্ঞানে কোনরূপ পুরুষার্থ দৃষ্ট হয় না। শ্রুতি সৃষ্টিপ্রপঞ্চ জ্ঞানের পুরুষার্থতা (ফল) বলেন নাই, কল্পনাতেও তাহা লব্ধ হয় না। উপক্রমের ও উপসংহারের দ্বারা জানা যায়, সৃষ্টিবাক্যসকল ব্রহ্মবাক্যের সহিত মিলিয়া ব্রহ্ম-অর্থই প্রকাশ করে। [দর্শয়তি···ইতি] ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টি

* অতিপ্রসঙ্গ=অতিব্যাপ্তি, অর্থাৎ যাহা ব্রহ্ম নহে, তাহাতেও ব্রহ্মলক্ষণ যাওয়া।

পত্ত্যর্থতাম্ "অন্নেন সোম্য, শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছ, অদ্ভিঃ সোম্য, শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ, তেজসা সোম্য, শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ" ইতি। মৃদাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যস্য কারণেনাভেদং বদিতুং সৃষ্ট্যাদিপ্রপঞ্চঃ শ্রাব্যতে ইতি গম্যতে। তথা চ সম্প্রদায়বিদো বদন্তি,—

"মৃল্লোহ-বিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা।
উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥" ইতি।

ব্রহ্মপ্রতিপত্তিসম্বন্ধন্তু ফলং শ্রূয়তে "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইতি চ। প্রত্যক্ষাবগমঞ্চেদং ফলং, "তত্ত্বমসি" ইত্যসংসার্য্যাত্মত্বপ্রতিপত্তৌ সত্যাং সংসার্য্যাত্মত্বব্যাবৃত্তেঃ॥ ১। ৪। ১৪॥

যৎ পুনঃ কারণবিষয়ং বিগানং দর্শিতং "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে—

প্রপঞ্চিতঞ্চৈতদধস্তাৎ। ব্যাক্রিয়ত ইতি চ কর্ম্মকর্ত্তরি কর্ম্মণি বা রূপম্। চেতনমতিরিক্তং কর্ত্তারং প্রতিক্ষিপতি, কিন্তূপস্থাপয়তি। নহি লূয়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি বা লূয়তে কেদার ইতি বা লবিতারং দেবদত্তাদিং প্রতিক্ষিপতি, অপি তূপস্থাপয়ত্যেব। তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্॥ ১। ৪। ১৪॥

বর্ণনা, এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"হে সোম্য, পৃথিবীরূপ শুঙ্গের (কার্য্যের) দ্বারা জলের অনুমান কর, জলের দ্বারা তেজের, তেজের দ্বারা তেজো-মূল সতের অনুমান কর।"

ইহাও প্রতীত হয় যে, শ্রুতি মৃত্তিকা-কুম্ভের দৃষ্টান্তে কারণের সহিত কার্য্যের অভেদ দেখাইবার জন্য সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বলিয়াছেন। (কুম্ভের কারণ মৃত্তিকা, তাহা কুম্ভ হইতে ভিন্ন নহে; তাহা মৃত্তিকাই)। এ তত্ত্ব অধ্যাপক-পরম্পরাতেও প্রখ্যাত। যথা—"শাস্ত্রে যে মৃত্তিকা, লৌহ ও বিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন, সে সকল ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার উপায় মাত্র। ফলকল্পে কোনরূপ ভেদ নাই।" [ব্রহ্ম…বৃত্তেঃ] শাস্ত্রে যে, ফলশ্রুতি আছে, সে সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বলিত, অর্থাৎ মুক্তি প্রভৃতি ফল ব্রহ্মজ্ঞানঘটিত; অন্য-জ্ঞানঘটিত নহে। যথা—"ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।" "আত্মজ্ঞ, পুরুষই শোক হইতে উত্তীর্ণ হন।" "জীব তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করে।" ইত্যাদি। ঐ ফল (মোক্ষ) প্রত্যক্ষ-গম্য (প্রত্যক্ষ=শ্রুতিপ্রমাণ)। "তিনিই তুমি" এই মহাবাক্যের দ্বারা আত্মার (আপনার) অসংসারিত্ব নিশ্চয় হইলে তখন আর সংসারিত্ব থাকে না, বিনিবৃত্ত হয়।॥ ১। ৪। ১৪॥

[যৎ…অত্রোচ্যতে] বাদী যে, কারণবিষয়ক মতদ্বৈধ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাও পরিহার্য্য। পরিহার্য্য বলিয়া সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে—।

সমাকর্ষাৎ ॥ ১। ৪। ১৫ ॥ *

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইতি নাত্রাসন্নিরাত্মকং কারণত্বেন শ্রাব্যতে। যতঃ,

"অসন্নেব স ভবত্যসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ" ইত্যসদ্বাদাপবাদেনাস্তিত্বলক্ষণং ব্রহ্ম অন্নময়াদিকোশপরম্পরয়া প্রত্যগাত্মানং নির্ধার্য্য "সোঽকাময়ত" ইতি তমেব প্রকৃতং সমাকৃষ্য সপ্রপঞ্চাং সৃষ্টিং তস্মাৎ শ্রাবয়িত্বা "তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে" ইতি চোপসংহৃত্য "তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি" ইতি তস্মিন্নেব প্রকৃতেঽর্থে শ্লোকমিমমুদাহরতি "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ইতি। যদি তু

সদাত্মসমাকর্ষাদতীন্দ্রিয়ার্থকাসৎপদেন ব্রহ্ম লক্ষ্যত ইত্যাহ—তস্মাদিতি ন চ প্রধানমেব লক্ষ্যতামিতি বাচ্যম্। চেতনার্থকব্রহ্মাদিশব্দানামনেকেষাং লক্ষণাগৌরবাদিতি ভাবঃ। তিত্তিরিশ্রুতৌ সূত্রং যোজয়িত্বা ছান্দোগ্যাদৌ যোজয়তি—এবৈবেতি। সদেকার্থক-তৎপদেন পূর্ব্বোক্তাসতঃ সমাকর্ষান্ন শূন্যত্বমিত্যর্থঃ।

নন্বসৎপদলক্ষণা ন যুক্তা, শ্রুতিভেদে চ স্বমতভেদেনোদিতানুদিতহোমবদ্বিকল্পস্য দর্শিতত্বাদিত্যত আহ—তদ্ধৈক ইতি। একে শাখিন ইত্যর্থো ন ভবতি, কিন্তু অনাদিসংসারচক্রস্থা বেদবাহ্যা ইত্যর্থঃ। শূন্যনিরাসেন শ্রুতিভিঃ সদ্বাদস্যৈ-

---

সৃষ্টির পূর্ব্বে এ জগৎ অসৎ ছিল, এ বাক্যে নিরাত্মক অভাব পদার্থকে কারণ বলা হয় নাই। কারণ, ঐ স্থানে "যদি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে,তবে সে নিজেই অসৎ হইবে, আর যে অস্তি বলিয়া জানে, লোকে তাহাকে সৎ বলিয়া জানিবে।" এইরূপ বাক্যে অসতের (অভাবের বা অব্রহ্মভাবের) নিন্দা অভিহিত হইয়াছে। অনন্তর অসদ্বিপরীত সৎ ব্রহ্মকে প্রত্যগাত্মরূপে নির্ণয় করিয়া, উপদেশ করিয়া, তাদৃশ সৎ ব্রহ্মকে "তিনি কামনা করিলেন" এই বাক্যের দ্বারা আকর্ষণ ও তাঁহা হইতে এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ উক্তি করিয়া "সেই জন্য তাঁহাকে সত্য আখ্যা (নাম) দেওয়া হয়" এবম্প্রকার কথায় প্রস্তাব সমাপ্ত করিয়া "এ সম্বন্ধে শ্লোক এই যে," এই বলিয়া সেই প্রস্তাবিত সৎপদার্থ-বিষয়ক শ্লোকটীকে উদাহরণরূপে দেখান হইয়াছে। [যদি…দ্রষ্টব্যম্] নিঃস্বরূপ অভাবাত্মক অসৎ উক্ত শ্লোকের বিবক্ষিত হইলে, এক পদার্থ আকর্ষণ করিয়া অপর পদার্থ উদাহরণ দেওয়ায়

---

* সমাকর্ষাৎ—তৎসদাসীদিত্যাদিনা সতঃ সমাকর্ষণাৎ নাপি কারণবিষয়কং বিগানমিতি শেষঃ। যাহা জগৎকারণ—তাহাতেও শ্রৌতমতভেদ নাই। কারণ, সেই সেই স্থলে সতের সমাকর্ষণ আছে, অর্থাৎ 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিতে অসৎ শব্দে নিরাত্মক অভাব পদার্থ কথিত হয় নাই। ঐ সকল স্থলে অসৎ শব্দের অর্থ অবিদ্যমান।

অসন্নিরাত্মকমস্মিন্ শ্লোকেঽভিপ্রেয়েত, ততোঽন্যসমাকর্ষণেঽন্যস্যোদাহরণাদসম্বদ্ধ বাক্যমাপদ্যেত। তস্মান্নামরূপব্যাকৃতবস্তুবিষয়ঃ প্রায়েণ সচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণাভাবাপেক্ষয়া প্রাগুৎপত্তেঃ সদেব ব্রহ্ম অসদিবাসীদিত্যুপচর্য্যতে। এষৈব "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্রাপি যোজনা। "তৎ সদাসীদিতি কিং সমাকৃষ্যেত। "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্রাপি ন শ্রুত্যন্তরাভিপ্রায়েণায়মেকীয়মতোপন্যাসঃ, ক্রিয়ায়ামিব বস্তুনি বিকল্পস্যাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ শ্রুতিপরিগৃহীতসৎপক্ষদার্ঢ্যায়ৈবায়ং মন্দমতিপরিকল্পিতস্যাসৎপক্ষস্যোপন্যস্য নিরাস ইতি দ্রষ্টব্যম্।

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ"ইত্যত্রাপি ন নিরধ্যক্ষস্য জগতো ব্যাকরণং কথ্যতে। "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ" ইত্যধ্যক্ষস্য ব্যাকৃতকার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকর্ষাৎ। নিরধ্যক্ষ

বেষ্টত্বাত্তাসাং বিরোধস্ফূর্ত্তিনিরাসায় লক্ষণা যুক্তেতি ভাবঃ। যদুক্তং কচিদকর্ত্তৃকা সৃষ্টিঃ কথিতেতি, তন্নেত্যাহ—তদ্ধেদমিতি। অধ্যক্ষঃ কর্ত্তা। নমু কর্ত্রীভাব এব পরামৃশ্যত ইত্যত আহ—চেতনস্য চায়মিতি। চক্ষুর্দ্রষ্টা শ্রোত্রং শ্রোতা মনো মন্তেত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ।

বাক্যটী প্রলাপ-তুল্য হয়। বিশেষতঃ ব্যাকৃত (বিকাশপ্রাপ্ত) বস্তুই সৎ-শব্দে অভিহিত হয়, (যাহা বিস্পষ্ট হইয়াছে, তাহাকে সৎ বলে, আছে বলে)। সেই প্রসিদ্ধি অনুসারে, ব্যাকৃত বা বিকাশপ্রাপ্ত জগৎপদার্থের পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ অব্যাকৃত অবস্থা গ্রহণ করিলে অবশ্যই "পূর্ব্বে সৎ ব্রহ্ম ছিলেন" এ কথা সঙ্গত হইবে। "সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল" এ শ্রুতিকেও ঐ অর্থে সংযোজিত করিতে হইবে। কারণ, "সেই সৎ ছিলেন" এইরূপে ঐ স্থানে সতেরই অনুবর্ত্তন হইয়াছে। অসৎ-শব্দের অত্যন্তাভাব অর্থ গ্রহণ করিলে "সেই সৎ" এ কথায় কাহার আকর্ষণ হইবে? (যাহার স্বরূপ নাই, যাহা নিঃস্বরূপ, তাহার আকর্ষণ অসম্ভব)। কেহ কেহ বলেন, "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল" এই বাক্যে মতবিশেষ কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। যেমন জ্ঞানের বিকল্প অসম্ভব, তেমনি, বস্তুবিকল্পও অসম্ভব। (ঘট ঘটই, কাহারও জ্ঞানে ঘট, কাহারও জ্ঞানে পট, এমন হয় না)। এই কারণে বুঝিতে হইবে, মূঢ়কল্পিত অসদ্বাদ নিরাসের জন্য ও সদ্বাদের দৃঢ়তার জন্য শ্রুতি ঐরূপ বাক্য বলিয়াছেন।

[তদ্ধেদং...কৃষ্যেৎ] তখন অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত ছিল, পশ্চাৎ ব্যাকৃত হইয়াছে, এ বাক্যে নিরধ্যক্ষ ব্যাক্রিয়া (জগতের বিকাশ) কথিত হয় নাই। কারণ, "তিনি স্বসৃষ্ট ভূতের নখাগ্রপর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট" এই শ্রুতি

ব্যাকরণাভ্যুপগমে হ্যনন্তরেণ প্রকৃতাবলম্বিনা 'সঃ' ইত্যনেন সর্ব্ব-নাম্না কঃ কার্য্যানুপ্রবেশিত্বেন সমাকৃষ্যেত। চেতনস্য চায়মাত্মনঃ শরীরেঽনুপ্রবেশঃ শ্রূয়তে, অনুপ্রবিষ্টস্য চেতনত্বশ্রবণাৎ, "পশ্যং-শ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রং মন্বানো মনঃ" ইতি।

অপি চ, যাদৃশমিদমদ্যত্বে নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়মাণং জগৎ সাধ্যক্ষং ব্যাক্রিয়তে, এবমাদিসর্গেঽপীতি গম্যতে, দৃষ্টবিপরীত-কল্পনানুপপত্তেঃ। শ্রুত্যন্তরমপি "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি সাধ্যক্ষামেব জগতো ব্যাক্রিয়াং দর্শয়তি। ব্যাক্রিয়ত ইত্যপি কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ—সত্যেব পরমেশ্বরে কর্ত্তরি সৌকর্য্যমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ। যথা লূয়তে কেদারঃ স্বয়মেবেতি সত্যেব পূর্ণকে লবিতরি। যদ্বা কর্ম্মণ্যেবৈষ লকারোঽর্থাক্ষিপ্তং কর্ত্রন্তরমপেক্ষ্য দ্রষ্টব্যঃ। যথা গম্যতে গ্রাম ইতি॥ ১।৪।১৫॥

আত্মকার্য্যং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিত্যাহ—অপি চেতি। অদ্যত্বে ইদানীম্। নমু কর্ম্মকারকাদন্যস্য কর্ত্তুঃ সত্ত্বে কর্ম্মণ এব কর্ত্তৃবাচিলকারো বিরুদ্ধ ইত্যত আহ—ব্যাক্রিয়ত ইতি। অনায়াসেন সিদ্ধিমপেক্ষ্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বমুপচর্য্যত ইত্যর্থঃ। ব্যাক্রিয়তে জগৎ স্বয়মেব নিষ্পন্নমিতি ব্যাখ্যায় কেন-চিদ্ব্যাকৃতমিতি ব্যাচষ্টে—যদ্বেতি। অতঃ শ্রুতীনামবিরোধাৎ কারণদ্বারা সমন্বয় ইতি সিদ্ধম্॥ (ইতি রত্নপ্রভা)॥ ১।৪।১৫॥

বলিতেছেন, তিনি এই জগতের স্রষ্টা, অধ্যক্ষ, এবং তিনিই ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। নিরধ্যক্ষ বিকাশ স্বীকার করিতে গেলে "স" শব্দের দ্বারা অনুপ্রবেষ্টার আকর্ষণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। (জগৎ কর্ত্তৃশূন্য হইলে. কে ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইবে ?" [চেতনস্য…গ্রাম ইতি] দেখা যায়, শ্রুতিতেও শুনা যায়, যিনি শরীরে অনুপ্রবিষ্ট—তিনি চেতন। চেতন আত্মাই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। এ কথা শ্রুতিতেও আছে। যথা—"দর্শনের জন্য চক্ষু হইয়াছেন বা চক্ষুতে আছেন, শ্রবণের জন্য শ্রবণ বা শ্রবণে"—ইত্যাদি।

অপিচ, এখন যেমন জগৎ নাম ও রূপের দ্বারা ও অধ্যক্ষের অধীন হইয়া বিকাশিত হইতেছে, তেমনি প্রথম সৃষ্টিতেও ইহা অধ্যক্ষের অধীনে বিকাশিত (পর পর বিকাশ-প্রাপ্ত বা ক্রমসৃষ্ট) হইয়াছিল। দৃষ্টবিপরীত কল্পনা অযুক্ত বলিয়াই ঐ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে। যথা—"সেই সৎ বস্তু আলোচনা করিলেন, আমি জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিকাশ করিব।" পরমেশ্বর বিকাশের কর্ত্তা সত্ত্বেও আপনা-আপনি ব্যাকৃত হইয়াছে, এরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। যেমন ছেদনের কর্ত্তা সত্ত্বেও লোকে বলে, 'কেদার (জমীর আ'ল) ছিন্ন হইয়াছে, ঐ শ্রৌত প্রয়োগও তদ্রূপ জানিবে ॥১।৪।১৫॥

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১ । ৪ । ১৬ ॥

কৌষীতকিব্রাহ্মণে বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদে শ্রূয়তে, "যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম স বৈ বেদিতব্যঃ" ইতি (কৌ০ ব্রা০ অ০ ৪। কং ১৯)। তত্র কিং জীবো বেদিতব্যত্বেনোপদিশ্যতে, উত মুখ্যঃ প্রাণঃ, উত পরমাত্মেতি বিশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? প্রাণ ইতি। কুতঃ? যস্য বৈতৎ কর্ম্মেতি শ্রবণাৎ, পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ কর্ম্মণঃ প্রাণাশ্রয়ত্বাৎ, বাক্যশেষে চ, "অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইতি প্রাণশব্দশ্রবণাৎ, প্রাণশব্দস্য চ মুখ্যে প্রাণে

নন্বু ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি ব্রহ্মাভিধানপ্রকরণাদুপসংহারে চ "সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতি, য এবং বেদ" ইতি নিরতিশয়ফলশ্রবণাদ্ ব্রহ্মাবেদনাদন্যস্য তদসম্ভবাৎ আদিত্যচন্দ্রাদিগতপুরুষকর্ত্তৃত্বস্য চ "যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইতি চাস্যাসত্যবচ্ছেদে সর্ব্বনাম্না প্রত্যক্ষসিদ্ধস্য জগতঃ পরামর্শেন জগৎকর্ত্তৃত্বস্য চ ব্রহ্মণোঽন্যত্রাসম্ভবাৎ কথং জীবমুখ্যপ্রাণাশঙ্কা। উচ্যতে। ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি বালাকিনা গার্গ্যেণ ব্রহ্মাভিধানং প্রতিজ্ঞায় তত্তদাদিত্যাদিগতাব্রহ্মপুরুষাভিধানেন ন তাবদ্ব্রহ্মোক্তম্। যস্য চাজাতশত্রোঃ "যোবৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্য বৈতৎ কর্ম্ম"ইতি বাক্যং, ন তেন ব্রহ্মাভিধানং প্রতিজ্ঞাতম্। ন চান্যদীয়েনোপক্রমেণান্যস্য বাক্যং শক্যং নিয়ন্তুম্। তস্মাদজাতশত্রোর্ব্বাক্যসন্দর্ভে-পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া যোঽস্যার্থঃ প্রতিভাতি, স এব গ্রাহ্যঃ। অত্র চ কর্ম্ম-

---

কৌষীতকি ব্রাহ্মণে বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদনামক সন্দর্ভে এইরূপ শুনা যায়—"হে বালাকে, † যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা এবং এ সকল যাঁহার কর্ম্ম (কর্ত্তৃত্বের ফল), তিনিই জ্ঞেয়, অর্থাৎ তাঁহাকে বিদিত হও।" এই কৌষীতকি-শ্রুতি যাঁহাকে জানিতে বলিতেছেন, তিনি কে? "জীব? না প্রাণ? অথবা পরমাত্মা?" "এ সকল যাহার কর্ম্ম" এ অংশের দ্বারা পাওয়া যায়, প্রাণই জ্ঞেয়। পরিস্পন্দনাত্মক ক্রিয়াকেই কর্ম্ম বলে; তাহা প্রাণেরই আশ্রিত (অধীন)। ঐ প্রস্তাবের শেষভাগেও প্রাণের উল্লেখ আছে। যথা—"সেই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণে আসিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, মিলিত হয়।

---

* কৌষীতকি ব্রাহ্মণে "যঃ পুরুষাণাং কর্ত্তা বেদিতব্যতয়োক্তঃ, স পরমেশ্বর এব, জগদ্বাচিত্বাৎ তাৎপর্য্যবশাৎ তত্র পুরুষশব্দস্য জগদর্থকত্বাদিত্যর্থঃ।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণে কথিত আছে, "যিনি পুরুষসমূহের কর্ত্তা, তিনিই জ্ঞেয়।" এখানে যে শব্দ আছে, তাহার অর্থ জগৎ। যিনি জগতের কর্ত্তা, জগৎ যাঁহার কৃতি বা কর্ম্ম, তিনিই জ্ঞেয় ও উপাস্য; সুতরাং কৌষীতকি ব্রাহ্মণোক্ত জ্ঞেয় পুরুষ পরমেশ্বরই অন্য নহে।

† বালাকি—তন্নামক ব্রাহ্মণ, বলাকার পুত্র।

প্রসিদ্ধত্বাৎ। যে চৈতে পুরস্তাদ্বালাকিনাদিত্যে পুরুষশ্চন্দ্রমসি পুরুষ ইত্যেবমাদয়ঃ পুরুষা নির্দ্দিষ্টাঃ, তেষামপি ভবতি প্রাণঃ কর্ত্তা, প্রাণাবস্থাবিশেষত্বাদাদিত্যাদিদেবতাত্মনাম্। "কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি, স ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে" ইতি শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধেঃ।

জীবো বা অয়মিহ বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে, তস্যাপি ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণং কর্ম্ম শক্যতে শ্রাবয়িতুম্—যস্য বৈ তৎ কর্ম্মেতি। সোঽপি ভোক্তৃত্বাদ্ভোগোপকরণভূতানামেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তোপপদ্যতে। বাক্যশেষে চ জীবলিঙ্গমবগম্যতে। যৎকারণং বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্য পুরুষাণাং কর্ত্তুর্ব্বেদনায়োপেতং বালাকিং প্রতিবুবোধয়িষুরজাতশত্রুঃ সুপ্তং পুরুষমামন্ত্র্য, আমন্ত্রণশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদীনাম-

শব্দস্তাবদ্ব্যাপারে নিরূঢ়বৃত্তিঃ কার্য্যেষু—ক্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বর্ত্তেত। ন চ রূঢ়ৌ সত্যাং ব্যুৎপত্তির্যুক্তাশ্রয়িতুম্। ন চ ব্রহ্মণ উদাসীনস্যাপরিণামিনো ব্যাপারবত্তা। বাক্যশেষে চ, "অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইতি শ্রবণাৎ পরিস্পন্দলক্ষণস্য চ কর্ম্মণো যত্রোপপত্তিঃ, স এব বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে। আদিত্যাদিগতপুরুষকর্ত্তৃত্বঞ্চ প্রাণস্যোপপদ্যতে, হিরণ্যগর্ভরূপপ্রাণাবস্থাবিশেষত্বাদাদিত্যাদিদেবতানাং, "কতম একো দেবঃ প্রাণ" ইতি শ্রুতেঃ। উপক্রমানুরোধেন চোপসংহারে সর্ব্বশব্দঃ সর্ব্বান্ পাপ্মন ইতি চ সর্ব্বেষাং ভূতানামিতি চাপেক্ষিকবৃত্তিঃ—বহূন্ পাপ্মনঃ বহূনাং ভূতানামিত্যেবম্পরো দ্রষ্টব্যঃ। একস্মিন্ বাক্যে উপক্রমানুরোধাদুপসংহারো বর্ণনীয়ঃ।

যদি তু, দৃপ্তবালাকিমব্রহ্মণি ব্রহ্মাভিধায়িনমপোহ্যাজাতশত্রোর্ব্বচনং ব্রহ্মবিষয়মেব, অন্যথা তু তদুক্তাদ্বিশেষং বিবক্ষোরব্রহ্মাভিধানমসম্বদ্ধং স্যাদিতি মন্যতে, তথাপি নৈতদ্ব্রহ্মাভিধানং ভবিতুমর্হতি, অপি তু জীবাভিধানমেব, যৎকারণং বেদিতব্যতয়োপন্যস্তস্য পুরুষাণাং কর্ত্তুর্ব্বেদনায়োপেতং বালাকিং প্রতি বুবোধয়িষুরজাত-

[যে...প্রসিদ্ধেঃ] বালাকি যে আদিত্য-পুরুষের ও চন্দ্রপুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রাণ সে সকল পুরুষেরও কর্ত্তা। কারণ, আদিত্যাদি দেবতা প্রাণেরই অবস্থাবিশেষ। এ কথা অন্য শ্রুতিতে আছে। যথা—"সে সকলের মধ্যে কোন্ দেব প্রধান? (উত্তর—) প্রাণই প্রধান। (সমস্তই প্রাণের বিভূতি), প্রাণ ব্রহ্মনামে কথিত হন।"

[জীবো...বোধয়তি] অথবা, কৌষীতকি-শ্রুতি জীবকেই জানিতে বলিয়াছেন। জীবেরও ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। "এ সকল যাহার কর্ম্ম" এ কথাও জীবপক্ষে সঙ্গত হয়। জীব ভোক্তা, বিষয় ভোগ করেন, ঐ সকল পুরুষ তাঁহার ভোগের উপকরণ, সুতরাং সে ভাবে তাঁহাকে ঐ সকলের কর্ত্তা বলা অসঙ্গত নহে। প্রস্তা-

ভোক্তৃত্বং প্রতিবোধ্য যষ্টিঘাতোত্থাপনাৎ প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং ভোক্তারং প্রতিবোধয়তি। তথা পরস্তাদপি জীবলিঙ্গমবগম্যতে। "তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে, যথাবা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে, এবমেবৈত আত্মান এতমাত্মানং ভুঞ্জন্তি" ইতি [কৌ০ ব্রা০ অ০৪। ক০ ২০]। প্রাণভৃত্ত্বাচ্চ জীবস্যোপপন্নং প্রাণশব্দত্বম্। তস্মাজ্জীবমুখ্যপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রহণীয়ো ন পরমেশ্বরঃ, তল্লিঙ্গানবগমাদিতি।

শক্রঃ সুপ্তং পুরুষমামন্ত্র্য, আমন্ত্রণশব্দাশ্রবণাৎ প্রাণাদীনামভোক্তৃত্বমস্বামিত্বং প্রতিবোধ্য যষ্টিঘাতোত্থাপনাৎ প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং ভোক্তারং স্বামিনং প্রতিবোধয়তি। পরস্তাদপি—"তদ্‌যথা শ্রেষ্ঠী স্বৈর্ভুঙ্‌ক্তে, যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মৈতৈরাত্মভির্ভুঙ্‌ক্তে, এবমেতে আত্মান এতমাত্মানং ভুঞ্জন্তি" ইতি শ্রবণাৎ। যথা শ্রেষ্ঠী প্রধানঃ পুরুষঃ স্বৈর্ভৃত্যৈঃ করণভূতৈর্বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে, যথা বা স্বা ভৃত্যাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, তে হি শ্রেষ্ঠিনমশনাচ্ছাদনাদিগ্রহণেন ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্মা জীব এতৈরাদিত্যাদিগতৈরাত্মভির্বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে, তে হ্যাদিত্যাদয় আলোকবৃষ্ট্যাদিনা সাচিব্যমাচরন্তো জীবাত্মানং ভোজয়ন্তি, জীবাত্মানমপি যজমানং তদ্দত্তহবিরাদানাদাদিত্যাদয়ো ভুঞ্জন্তি, তস্মাজ্জীবাত্মৈব ব্রহ্মণোঽভেদাদ্‌ব্রহ্মেহ বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে। যস্য বৈতৎ কর্মেতি জীবপ্রযুক্তানাং দেহেন্দ্রিয়াদীনাং কর্ম জীবস্য ভবতি। কর্মজন্যত্বাদ্বা ধর্মাধর্ময়োঃ কর্মশব্দবাচ্যত্বং রূঢ্যনুসারাৎ। তৌ চ ধর্মাধর্মৌ জীবস্য, ধর্মাধর্মাক্ষিপ্তত্বাচ্চাদিত্যাদীনাং ভোগোপকরণানাং তেষু জীবস্য কর্তৃত্বমুপপন্নম্। উপপন্নঞ্চ প্রাণভৃত্ত্বাজ্জীবস্য প্রাণশব্দত্বম্। যে চ প্রশ্নপ্রতিবচনে "ক্বৈষ এতদ্বালোকে পুরুষোঽশয়িষ্ট, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি" ইতি। অনয়োরপি ন স্পষ্টং ব্রহ্মাভিধানমুপলভ্যতে। জীবব্যতিরেকশ্চ প্রাণাত্মনো হিরণ্যগর্ভস্যাপ্যুপপদ্যতে, তস্মাজ্জীবপ্রাণয়োরন্যতর ইহ গ্রাহ্যো ন পরমেশ্বর ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

ষের শেষেও জীববোধক বাক্য আছে। রাজা অজাতশত্রু "পুরুষের কর্তাই জ্ঞেয়—তাঁহাকে জানিবে" এইরূপ বলিলে পর বালাকি পুরুষকর্তাকে বুঝিবার জন্য, জানিবার জন্য, ব্যগ্র হইলেন। অনন্তর রাজা তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া দিবার ইচ্ছায় প্রাণের অভোক্তৃত্ব দেখাইবার জন্য (সপ্রমাণ করিবার জন্য) এক সুপ্ত পুরুষের নিকট যাইয়া তাহাকে (নিদ্রিত পুরুষকে) আহ্বান করিলেন। সে তাহা শুনিল না। তখন তিনি তাহাকে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন। আঘাতের পর তাহার চেতনা আসিল, তখন সে আহ্বান-শব্দ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল। রাজা ঐ কার্য্য করিয়া বুঝাইলেন, শেখাইলেন যে, প্রাণ ভোক্তা নহে। অন্য এক অতিরিক্ত পদার্থই ভোক্তা (উপলব্ধি-কর্তা)। [তথা···শব্দত্বম্] ইহারই পরে জীববোধক অন্য কথা আছে।

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—পরমেশ্বর এবায়মেতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা স্যাৎ ? কস্মাৎ ? উপক্রমসামর্থ্যাৎ। ইহ হি বালাকির-জাতশত্রুণা সহ "ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি" ইতি সম্বদিতুমুপচক্রমে। স চ কতিচিদাদিত্যাদ্যধিকরণান্ পুরুষান্ মুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাজ উক্ত্বা

"মৃষাবাদিনমাপোদ্য বালাকিং ব্রহ্মবাদিনম্।
রাজা কথমসম্বদ্ধং মিথ্যা বা বক্তুমর্হতি॥"

যথা হি কেনচিন্মণিলক্ষণজ্ঞমানিনা কাচে মণিরেষ বেদিতব্য ইত্যুক্তে, পরস্তু কাচোঽয়ং মণিন্ তল্লক্ষণাযোগাদিত্যভিধায় আত্মনো বিশেষং জিজ্ঞাপয়িষোরতত্ত্বাভিধানমসম্বদ্ধম্। অমণৌ মণ্যভিধানং ন পূর্ব্ববাদিনো বিশেষমাপাদয়তি, স্বয়মপি মৃষাভিধানাৎ। তস্মাদনেনোত্তরবাদিনা পূর্ব্ববাদিনো বিশেষমাপাদয়তা মণিতত্ত্বমেব বক্তব্যম্। এবমজাতশত্রুণা দৃপ্তবালাকেরব্রহ্মবাদিনো বিশেষমাত্মনো দর্শয়তা জীবপ্রাণাভিধানে অসম্বদ্ধমুক্তং স্যাৎ। তয়োর্ব্বাঽব্রহ্মণোর্ব্রহ্মাভিধানে মিথ্যাভিহিতং স্যাৎ। তথা চ ন কশ্চিদ্বিশেষো বালাকের্গার্গ্যাদজাতশত্রোর্ভবেৎ। তস্মাদনেন ব্রহ্মতত্ত্বমভিধাতব্যং, তথাসত্যস্য ন মিথ্যাবত্ত্বম্। তস্মাদ্ ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণীতি ব্রহ্মণৈব উপক্রমাৎ "সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যং পর্য্যেতি,য এবং বেদ"ইতি চ সতি সম্ভবে সর্ব্বশ্রুতেরসঙ্কোচায়িরতিশয়েন ফলেনোপসংহারাদ্ ব্রহ্মবেদনাদন্যতশ্চতদনুপপত্তেরাদিত্যাদিপুরুষকর্তৃত্বস্য চ স্বাতন্ত্র্যলক্ষণস্য মুখ্যস্য ব্রহ্মণ্যেব সম্ভবাদন্যেষাং হিরণ্যগর্ভাদীনাং তৎপারতন্ত্র্যাৎ—"ক্বৈষ এতদ্বালাকে" ইত্যাদের্জীবাধিকরণভবনাপাদানপ্রশ্নস্য "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইত্যাদেরুত্তরস্য চ ব্রহ্মণ্যেবোপপত্তের্ব্রহ্মবিষয়ত্বং নিশ্চীয়তে। অথে কস্মান্ন ভবতো হিরণ্যগর্ভগোচরে এব প্রশ্নোত্তরে, তথা চ নৈতাভ্যাং ব্রহ্মবিষয়ত্বসিদ্ধিরিত্যেতন্নিরাচিকীর্ষুঃ পঠতি। "এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে" * ইতি। এতদুক্তং ভবতি।—আত্মৈব জীব-

যথা—"যেমন প্রধান পুরুষ ভৃত্যের বা জ্ঞাতিগণের আহৃত ধন ভোগ করে, জ্ঞাতিগণ বা ভৃত্যগণ ও যেমন তদাশ্রিত থাকিয়া উপজীবিত হয়, সেইরূপ, প্রজ্ঞাত্মা (জীব) এই সকল আত্মার (ইন্দ্রিয়গণের) আহৃত (শব্দাদি গুণ) ভোগ করেন, অনুভব করেন, এবং এ সকল আত্মাও সেই প্রজ্ঞাত্মার আশ্রিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোগ করেন।" অপিচ, জীব প্রাণভৃৎ বা প্রাণধারী ; সুতরাং তাঁহাকে প্রাণ বলা অযুক্ত নহে। [তস্মাৎ⋯ক্রমঃ] এতদনুসারে বলি, ঐ স্থানে হয় জীবের, না হয় মুখ্যপ্রাণের গ্রহণ হওয়াই উচিত। পরমেশ্বরের গ্রহণ অনুচিত। কারণ, ঐ স্থানে পরমেশ্বর-বোধক কোনরূপ চিহ্ন বা বাক্য থাকা প্রতীত হয় না। [পরমেশ্বর⋯মর্হতি] এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছি, উপক্রমের অর্থাৎ আরম্ভ-বাক্যের দ্বারা জানা যায়, পরমেশ্বরই ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তা। [ইহ⋯ অপসংকর্ষ] বালাকি অজাতশত্রুর নিকট 'ব্রহ্ম বলিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া

* অষ্টাদশ সূত্রের ভাষ্য দেখ।

তূষ্ণীং বভূব। তমজাতশত্রুঃ "মৃষা বৈ খলু মা সম্বদিষ্ঠাঃ, ব্রহ্ম তে প্রব্রবাণি" ইত্যমুখ্যব্রহ্মবাদিতয়াপোহ্য তৎকর্ত্তারমন্যং বেদিতব্যত্বেনোপচিক্ষেপ। যদি সোঽপ্যমুখ্যব্রহ্মদৃষ্টিভাক্ স্যাৎ, উপক্রমো বাধ্যেত। তস্মাৎ পরমেশ্বর এবায়ং ভবিতুমর্হতি। কর্তৃত্বঞ্চৈতেষাং পুরুষাণাং ন পরমেশ্বরাদন্যস্য স্বাতন্ত্র্যেণাবকল্পতে। যস্য বৈতৎ কর্ম্মেত্যপি নায়ং পরিস্পন্দলক্ষণস্য ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্য বা কর্ম্মণো নির্দ্দেশঃ, তয়োরন্যতরস্যাপ্যপ্রকৃতত্বাৎ অসংশব্দিতত্বাচ্চ। নাপি পুরুষাণাময়ং নির্দ্দেশঃ, "এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা" ইত্যেবং তেষাং নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, লিঙ্গবচনবিগানাচ্চ।

প্রাণাদীনামধিকরণং নান্যদিতি। যদ্যপি চ জীবো নাত্মনো ভিদ্যতে, তথাপ্যুপাধ্যবচ্ছিন্নস্য পরমাত্মনো জীবত্বেনোপাধিভেদাদ্ভেদমারোপ্যাধারাধেয়ভাবো দ্রষ্টব্যঃ। এবঞ্চ জীবভবনাধারত্বমপাদানত্বঞ্চ পরমাত্মন উপপন্নম্। তদেবং বালাক্যজাতশত্রুসম্বাদবাক্যসন্দর্ভস্য ব্রহ্মপরত্বে স্থিতে, যস্য বৈতৎ কর্ম্মেতি ব্যাপারাভিধানে ন সঙ্গচ্ছত ইতি কর্ম্মশব্দঃ কার্য্যাভিধায়ী ভবতি, এতদিতি সর্ব্বনামপরামৃষ্টঞ্চ তৎকার্য্যং, সর্ব্বনাম চেদং সন্নিহিতপরামর্শি, ন চ কিঞ্চিদিহ শব্দোক্তমস্তি সন্নিহিতম্। ন চাদিত্যাদিপুরুষাঃ সন্নিহিতা অপি পরামর্শার্হাঃ,বহুত্বাৎ পুংলিঙ্গত্বাচ্চ। এতদিতি চৈকস্য নপুংসকস্যাভিধানাৎ, এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তেত্যনেনৈব গতার্থত্বাচ্চ। তস্মাদশব্দোক্তমপি প্রত্যক্ষসিদ্ধং সম্বন্ধার্হং জগদেব পরামৃষ্টব্যম্। এতদুক্তং ভবতি।—অত্যল্পমিদমুচ্যতে—এতেষামাদিত্যাদিগতানাং জগদেকদেশভূতানাং কর্ত্তেতি,কিন্তু কৃৎস্নমেব জগদ্ যস্য কার্য্যমিতি বা-শব্দেন সূচ্যতে। জীবপ্রাণশব্দৌ চ ব্রহ্মপরৌ, জীবশব্দস্য ব্রহ্মোপলক্ষণপরত্বাৎ, ন পুনর্ব্রহ্মশব্দো জীবোপলক্ষণপরঃ। তথা সতি হি বহ্বসমঞ্জসং স্যাদিত্যুক্তম্। ন চানধিগতার্থাববোধনস্বরসস্য শব্দস্যাধিগতবোধনং যুক্তম্। নাপ্যনধিগতেনাধিগতোপলক্ষণমুপপন্নম্। ন চ সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন্যায্যঃ। বাক্যশেষানুরোধেন চ জীবপ্রাণপরমাত্মোপাসনাত্রয়বিধানে বাক্যত্রয়ং ভবেৎ, পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া তু ব্রহ্মোপাসনপরত্বে একবাক্যতৈব। তস্মান্ন জীবপ্রাণপরত্বম্, অপি তু ব্রহ্মপরত্বমেবেতি সিদ্ধম্।

বাদানুবাদ আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আদিত্যস্থ পুরুষের ও চন্দ্রাদিনিষ্ঠ পুরুষের উল্লেখপূর্ব্বক মৌনী হইলেন। তৎশ্রবণে রাজা অজাতশত্রু "মিথ্যা বলিও না, ব্রহ্ম বলিব বলিয়া অব্রহ্ম বলিও না" এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে অব্রহ্মজ্ঞ বিবেচনায় তদুক্ত বাক্যের নিন্দা করতঃ সে সকলের কর্ত্তা ও সে সকলের অতিরিক্ত তত্ত্বকে জ্ঞেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এখন বিবেচনা কর, তিনি যদি মুখ্য ব্রহ্মজ্ঞ না হন, তাহা হইলে উপক্রম-বাক্য বাধিত হইয়া যায়। তাহা অসঙ্গত। সুতরাং প্রোক্ত বাক্যস্থ কর্তৃ-পুরুষকে পরমেশ্বর বলাই উচিত। পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য

নাপি পুরুষবিষয়স্য করোত্যর্থস্য ক্রিয়াফলস্য বায়ং নির্দ্দেশঃ। কর্ত্তৃশব্দেনৈব তয়োরুপাত্তত্বাৎ। পরিশেষাৎ প্রত্যক্ষসন্নিহিতং জগৎ সর্ব্বনাম্নৈতচ্ছব্দেন নির্দ্দিশ্যতে। ক্রিয়ত ইতি চ তদেব জগৎ কর্ম্ম। নন্বু জগদপ্যপ্রকৃতমসংশব্দিতঞ্চ। সত্যমেতৎ, তথাপ্যসতি বিশেষোপাদানে সাধারণেনার্থেন সন্নিধানেন সন্নিহিতবস্তুমাত্রস্যায়ং নির্দ্দেশ ইতি গম্যতে, ন বিশিষ্টস্য কস্যচিৎ, বিশেষসন্নিধানাভাবাৎ। পূর্ব্বত্র চ জগদেকদেশভূতানাং পুরুষাণাং বিশেষোপাদানাদবিশেষিতং জগদেবেহোপাদীয়ত ইতি গম্যতে।

এতদুক্তং ভবতি, য এতেষাং পুরুষাণাং জগদেকদেশভূতানাং কর্ত্তা, কিমনেন বিশেষেণ, যস্য বা কৃৎস্নমেব জগদবিশেষিতং

স্যাদেতৎ। নির্দ্দিশ্যন্তাং পুরুষাঃ কার্য্যাঃ, তদ্বিষয়া তু কৃতির্নির্দ্দিষ্টা, তৎফলং বা কার্য্যস্যোৎপত্তিঃ, তে যস্যেদং কর্ম্মেতি নির্দ্দিক্ষ্যেতে, ততঃ কুতঃ পৌনরুক্ত্যমিত্যত আহ—"নাপি পুরুষবিষয়স্য" ইতি। কর্ত্তৃশব্দেনৈব কর্ত্তারমভিদধতা তয়োরুপাত্তত্বাদাক্ষিপ্তত্বাৎ, নহি কৃতিং বিনা কর্ত্তা ভবতি, নাপি কৃতির্ভাবনাপরাভিধানা ভূতিমুৎপত্তিং বিনেত্যর্থঃ।

নন্বু যদীদমা জগৎ পরামৃষ্টং, ততস্তত্রান্তর্ভূতাঃ পুরুষা অপি, ইতি—য

কাহারও ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তা হওয়া অসম্ভব। তাহা কল্পনা করিতেও পার না। 'এ সকল যাহার কর্ম্ম' এ কথায় পরিস্পন্দনাত্মক কর্ম্ম অথবা ধর্ম্মাধর্ম্মনামক কর্ম্ম প্রকাশ পায় না। দুএর কোনটাই প্রকৃত নহে এবং শব্দোপাত্তও নহে; স্থতরাং ঐ উল্লেখ পুরুষসম্বন্ধ বহন করিতেছে না। কারণ, সে অর্থে লিঙ্গ ও বচন উভয়ই বিরুদ্ধ হয়।

উহা পুরুষবিষয়ক ক্রিয়া বা ক্রিয়াফলের নির্দ্দেশও নহে। কারণ,তাহা "কর্ত্তা" এই শব্দের দ্বারাই লাভ হয়, স্থতরাং পৃথক্ বলা বিফল। কাজেই বলিতে হয়, অবশেষক্রমে প্রত্যক্ষসন্নিহিত জগৎ-ই সর্ব্বনাম "এতৎ" শব্দের নির্দ্দেশ্য। বস্তুতঃ জগৎও তাঁহার কৃতির বিষয়; স্থতরাং জগৎও তাঁহার কর্ম্ম। [নন্বু…গম্যতে] বলিতে পার, জগৎও অপ্রস্তাবিত এবং তদ্বোধক শব্দও ঐ স্থলে নাই; স্থতরাং কি প্রকারে জগতের গ্রহণ হইতে পারে? এ বিষয়ে আমরা বলি, যে স্থলে বিশেষের উল্লেখ থাকে, সে স্থলে সন্নিধানবলে তৎসন্নিহিত অবিশেষ পদার্থও বুদ্ধিগম্য হয়। পূর্ব্বে জগদন্তঃপাতী পুরুষের উপদেশ হইয়াছে, পুরুষ একটী বিশিষ্ট পদার্থ, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট বস্তু; স্থতরাং তদ্দ্বারা জগৎসাধারণেরও গ্রহণ হইতে পারে।

[এতদুক্তং…ধারিতঃ] প্রোক্ত শ্রুতিতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, যিনি এই জগতের একাংশভূত ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তা, অথবা নির্দ্দিষ্ট করিয়া উল্লেখেরই বা

কর্ম্মেতি। বাশব্দ একদেশাবচ্ছিন্নকর্ত্তৃত্বব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। যে বালাকিনা ব্রহ্মত্বাভিমতাঃ পুরুষাঃ কীর্ত্তিতাঃ, তেষামব্রহ্মত্বখ্যাপনায় বিশেষোপাদানম্। এবং ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েন সামান্যবিশেষাভ্যাং জগতঃ কর্ত্তা বেদিতব্যতয়োপদিশ্যতে। পরমেশ্বরশ্চ সর্ব্বজগতঃ কর্ত্তা সর্ব্ববেদান্তেষ্ববধারিতঃ ॥১।৪।১৬॥

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ, তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১।৪।১৭॥*

অথ যদুক্তং বাক্যশেষগতাজ্জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ তয়োরেবান্যতরস্যেহ গ্রহণং ন্যায্যং, ন পরমেশ্বরস্যেতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। পরিহৃতং চৈতৎ"নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ"(১।১।৩১) ইত্যত্র। ত্রিবিধং হ্যত্রোপাসন-

---

এতেষাম্পুরুষাণামিতি পুনরুক্তম্, অত আহ।—"এতদুক্তং ভবতি—"য এতেষাম্পুরুষাণাম্" ইতি ॥১।৪।১৬॥

সিদ্ধান্তমুক্ত্বা পূর্ব্বপক্ষবীজমনূদ্য দূষয়তি—জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাদিতি। উক্তমেব স্মারয়তি—ত্রিবিধমিতি। শ্রৈষ্ঠ্যং গুণাধিক্যম্। আধিপত্যং নিয়ন্তৃত্বম্। স্বারাজ্য-

---

প্রয়োজন কি ?—সমুদয় জগৎই যাঁহার সাধারণ কার্য্য,তিনিই জ্ঞেয় ও উপাসিতব্য। শ্রুতি বা-শব্দ দিয়া আংশিক কর্ত্তৃত্ব নিবারণ করিয়াছেন। (সমুদয়ের কর্ত্তৃত্বই বলিয়াছেন) বালাকি যে-সকল পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন—সে সকল যে ব্রহ্ম নহে—তাহা বলিবার জন্যই, জানাইবার জন্যই, ঐরূপ বিশেষের (নির্দ্দিষ্ট নামের) গ্রহণ হইয়াছে। উদাহৃত শ্রুতিতে ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজকের দৃষ্টান্তে † সামান্য বিশেষের গ্রহণ দ্বারা জগৎকর্ত্তা জানিবার উপদেশ হইয়াছে। জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর, অন্য নহে, ইহাই সমস্ত বেদান্তের সিদ্ধান্ত ॥ ১ । ৪ । ১৬ ॥

বাদী যে বলিয়াছিলেন, উদাহৃত বাক্যের শেষে জীববোধক ও প্রাণবোধক কথা থাকায়, হয় জীবের, না হয় প্রাণের গ্রহণ হওয়াই উচিত, পরমেশ্বরের গ্রহণ অনুচিত, ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক। পরন্তু প্রত্যুত্তর ইতিপূর্ব্বে "নোপাসাত্রৈবিধ্যাৎ" সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। বাদীর ব্যাখ্যায় উপাসনাত্রয়ের প্রসক্তি

---

* বাক্যশেষে জীবস্য মুখ্যপ্রাণস্য চ লিঙ্গাৎ বোধকশব্দস্থাপিতত্বাৎ ন পরমেশ্বরগ্রহণমিতি চেৎ যদি মন্যসে, তন্ন মন্তব্যম্। যতস্তৎ ব্যাখ্যাতং তন্মতস্য নিরাকরণপ্রকার উক্তঃ পূর্ব্বত্র।

বাক্যশেষে জীববোধক ও প্রাণবোধক কথা আছে বলিয়া পরমেশ্বর অর্থের গ্রহণ হইবে না, এ কথার প্রত্যুত্তর পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

† পরিব্রাজকে ব্রাহ্মণত্ব ও পরিব্রাজকত্ব উভয় ধর্ম্মই আছে।

মেবং সতি প্রসজ্যেত,জীবোপাসনং মুখ্যপ্রাণোপাসনং, ব্রহ্মোপাসনঞ্চেতি। ন চৈতদ্ ন্যায্যম্। উপক্রমোপসংহারাভ্যাং হি ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্য বাক্যস্যাবগম্যতে। তত্রোপক্রমস্য তাবৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দর্শিতম্। উপসংহারস্যাপি নিরতিশয়ফলশ্রবণাৎ ব্রহ্মবিষয়ত্বং দৃশ্যতে, "সর্ব্বান্ পাপ্মনোঽপহত্য সর্ব্বেষাঞ্চ ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি, য এবং বেদ" ইতি।

নন্বেবং সতি প্রতর্দ্দনবাক্যনির্ণয়েনৈবেদমপি বাক্যং নির্ণীয়েত। ন নির্ণীয়তে, "যস্য বৈতৎ কর্ম্ম" ইত্যস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বেন তত্রানির্দ্ধারিতত্বাৎ। তস্মাদত্র জীবমুখ্যপ্রাণাশঙ্কা পুনরুৎপদ্যমানা নিবর্ত্ত্যতে। প্রাণশব্দোঽপি ব্রহ্মবিষয়ো দৃষ্টঃ—"প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ" ইত্যত্র। জীবলিঙ্গমপ্যুপক্রমোপসংহারয়োর্ব্রহ্মবিষয়ত্বাদভেদাভিপ্রায়েণ যোজয়িতব্যম্ ॥১।৪।১৭॥

নিয়ম্যত্বমিতি ভেদঃ। সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যত ইত্যুক্তং চেৎ পুনরুক্তিঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—নন্বেবমিতি। কর্ম্মশব্দস্য রূঢ্যা পূর্ব্বপক্ষপ্রাপ্তৌ তন্নিরাসার্থমস্যারম্ভো যুক্ত ইত্যাহ নেত্যাদিনা। প্রাণশব্দজীবমুখ্যয়োর্গতিমাহ—প্রাণশব্দোঽপীতি ॥ ১ । ৪ । ১৭ ॥ (ইতি রত্নপ্রভা)।

হয়—জীবের, প্রাণের ও পরমেশ্বরের। এক বাক্যে উপাসনাত্রয়ের বিধান অন্যায্য। অপিচ, উপক্রম ও উপসংহার দৃষ্টে জানা যায়, ঐ বাক্যে ব্রহ্মোপাসনার বিধায়ক। [তত্র…ইতি] উপক্রম বাক্যের ব্রহ্মপরতা বলা হইয়াছে। নিরতিশয় ফলের শ্রবণ থাকায় উপসংহার বাক্যও ব্রহ্মপর। উপসংহারে এইরূপ ফল-শ্রুতি আছে। "যে উপাসক ইহা জানেন, তিনি সকল পাপ নষ্ট করিয়া সকল ভূতের শ্রেষ্ঠতা ও স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন।"

[নন্বেবং…যোজয়িতব্যম্] বলিতে পার যে, তবে, প্রতর্দ্দন-বাক্যের দ্বারাই এতদ্বাক্যের অর্থনির্ণয় হইয়াছে, আমরা বলি, তাহা নহে। এখানে "এ সকল যাহার কর্ম্ম (কৃতি)" এইরূপ কথা আছে, এ কথা ব্রহ্মবিষয়ক কথা, এই কথাতেই এতদ্বাক্যের ব্রহ্মপরতা নিশ্চয় হয়। ঐ কথাতেই উৎপন্ন জীবাশঙ্কা ও মুখ্যপ্রাণের আশঙ্কা বিনিবৃত্ত হয়। অপিচ, ব্রহ্ম-অর্থেও প্রাণশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"হে সোম্য, শ্বেতকেতো, মন প্রাণে (ব্রহ্মে) বাঁধা আছে।" বাক্যশেষে যে, জীববোধক কথা আছে, উপক্রমের ও উপসংহারের ব্রহ্মবিষয়তা থাকায় সে সকল কথা অভেদাভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে, এইরূপে যোজনা করিবে ॥ ১ । ৪ । ১৭ ॥

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১। ৪। ১৮ ॥*

অপি চ, নৈবাত্র বিবদিতব্যং জীবপ্রধানং বা ইদং বাক্যং স্যাৎ, ব্রহ্মপ্রধানং বেতি। যতোঽন্যহার্থং জীবপরামর্শং ব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থমস্মিন্ বাক্যে জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। কস্মাৎ। প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যাম্। প্রশ্নস্তাবৎ সুষুপ্তপুরুষবোধনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তে জীবে প্রতিবোধিতে পুনর্জীবব্যতিরিক্তবিষয়ো দৃশ্যতে, "কৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোঽশয়িষ্ট, ক বা এতদভূৎ, কুত এতদাগাৎ" [কৌ০ ব্রা০ অ০ ৪। ক০ ১৯] ইতি। প্রতিবচনমপি— "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইত্যাদি। "এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" [কৌ০ ব্রা০ অ০ ৪, ক০ ১৯।২০] ইতি চ। সুষুপ্তিকালে চ পরেণ ব্রহ্মণা জীব একতাং

নন্বু—প্রাণ এবৈকধা ভবতীত্যাদিকাদপি বাক্যাজ্জীবাতিরিক্তঃ কুতঃ প্রতীয়ত ইত্যতো বাক্যান্তরং পঠতি—"এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণাঃ" ইতি। অপি চ, সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধমেতদিত্যাহ—"সুষুপ্তিকালে চ" ইতি। বেদান্তপ্রক্রিয়ায়ামেবোপপত্তিরুপ-

---

কৌষীতকি-বাক্য জীবপ্রতিপাদক অথবা ব্রহ্মপ্রতিপাদক, এ সংশয় হইতেই পারে না। কারণ, প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর দেখিয়া জৈমিনি মুনি বলেন, ঐ জীববোধক কথা জীবাধিকরণ ব্রহ্মকে জানাইবার জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। [প্রশ্ন···দিতি] প্রশ্ন-বাক্যে দেখা যায়, রাজা সুপ্ত পুরুষকে প্রহার দ্বারা প্রতিবোধিত করতঃ জীবের প্রাণভিন্নতা বুঝাইয়া দিয়া পশ্চাৎ জীবাতিরিক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন। যথা—"ওহে বালাকি, এই পুরুষ অর্থাৎ কিসে কোন্ আশ্রয়ে সুপ্ত ছিল? এ কোথায় ছিল? কোথা হইতেই বা পুনর্ব্বার আসিল?" [প্রতি···লোকা ইতি] এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, "সুপ্ত পুরুষ যখন কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখে না, তখন সে প্রাণে গিয়া একত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মিলিত হয়। প্রাণ-প্রলয়ের আধার আত্মা, সেই আত্মা হইতে প্রাণসকল (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) যথাস্থানে পুনরাগমন করে। প্রাণ হইতে দেব, দেব হইতে লোক" ইত্যাদি। [সুষুপ্তি···গম্যতে] জীব স্বাপকালে পর-

---

* জৈমিনিস্তন্নামক আচার্য্যঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং প্রশ্নমুত্তরঞ্চ দৃষ্ট্বা জীবপরামর্শং—অন্যার্থং জীবাধিকরণব্রহ্মপ্রতিপত্ত্যর্থম্ আহ। একে শাখিনো বাজসনেয়িনোঽপি এবং তথা কথয়ন্তীতি সূত্রপদানামর্থাঃ।

জৈমিনি মুনি বলেন, প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর দেখিলে জানা যায়, স্থির হয়, শ্রুতি ব্রহ্মবিজ্ঞানের জন্যই, ব্রহ্ম বুঝাইবার জন্যই, ঐ জীবভাব উপদেশ করিয়াছেন। অপিচ, বাজসনেয়ী শাখাও এরূপ বলিয়াছেন।

গচ্ছতি। পরস্মাচ্চ ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং জগজ্জায়ত ইতি বেদান্ত-মর্য্যাদা। তস্মাদ্ যত্রাস্য জীবস্য নিঃসম্বোধ-স্বচ্ছতারূপঃ স্বাপ-উপাধিজনিত-বিশেষবিজ্ঞানরহিতং স্বরূপং, যতস্তদ্ভ্রংশরূপমাগমনং, সোঽত্র পরমাত্মা বেদিতব্যতয়া শ্রাবিত ইতি গম্যতে।

অপি চ, এবমেকে শাখিনো বাজসনেয়িনোঽস্মিন্নেব বালাক্য-জাতশত্রুসম্বাদে স্পষ্টং বিজ্ঞানময়শব্দেন জীবমাম্নায় তদ্ব্যতিরিক্তং পরমাত্মানমামনন্তি, "য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ ক্বৈষ তদাভূৎ, কুত এতদাগাৎ" ইতি প্রশ্নে, প্রতিবচনেঽপি "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ-স্তস্মিন্ শেতে" ইতি। আকাশশব্দশ্চ পরমাত্মনি প্রযুক্তঃ "দহরোঽ-

---

সংহারব্যাজেনাহ।—"তস্মাদ্যত্রাস্য" আত্মনো যতো নিঃসম্বোধঃ, অতঃ স্বচ্ছতা-রূপমিব রূপমস্যেতি স্বচ্ছতারূপঃ, ন তু স্বচ্ছতৈব, লয়বিক্ষেপসংস্কারয়োস্তত্র ভাবাৎ। সমুদাচরদ্বৃত্তিবিশেষাভাবমাত্রেণোপমানম্। এতদেব বিভজতে।—"উপাধিভিঃ" অন্তঃকরণাদিভিঃ "জনিতং" যদ্বিশেষবিজ্ঞানং ঘটপটাদিজ্ঞানং, তদ্রহিতং স্বরূপ-মাত্মনঃ। যদি বিজ্ঞানমিত্যেবোচ্যেত, ততস্তদবিশিষ্টমনবচ্ছিন্নং সদ্ ব্রহ্মৈব স্যাৎ, তচ্চ নিত্যমিতি নোপাধিজনিতং, নাপি তদ্রহিতং, স্বরূপং, ব্রহ্মস্বভাবস্যাপ্রহাণাৎ, অত উক্তং বিশেষেতি। যদা তু লয়লক্ষণাবিদ্যোপবৃংহিতো বিক্ষেপসংস্কারঃ সমুদা-চরতি, তদা বিশেষবিজ্ঞানোৎপাদাৎ স্বপ্নজাগরাবস্থাতঃ পরমাত্মনোরূপাদ্ ভ্রংশরূপ-মাগমনমিতি।

ন কেবলং কৌষীতকিব্রাহ্মণে, বাজসনেয়েঽপ্যেবমেব প্রশ্নোত্তরয়োর্জীবব্যতি-রিক্তমামনন্তি পরমাত্মানমিত্যাহ।—"অপি চৈবমেকে" ইতি। নন্বত্রাকাশং শয়ন-স্থানং, তৎ কুতঃ পরমাত্মপ্রত্যয় ইত্যত আহ।—"আকাশশব্দশ্চ" ইতি। ন তাবন্মুখ্যস্যাকাশস্যাত্মাধারত্বসম্ভবঃ। যদ্যপি চ দ্বাসপ্ততিসহস্রহিতাভিধান-নাড়ী-

---

ব্রহ্মে লীন হয়, এক হইয়া যায়, পুনর্ব্বার সেই পরব্রহ্ম হইতে প্রাণপ্রভৃতি জগৎ জন্মগ্রহণ করে। অতএব, যাহাতে জীবের সম্বোধশূন্য স্বচ্ছতাপ্রাপ্তিরূপ সুপ্তি হয়,—উপাধিজনিতবিশেষবিজ্ঞানবর্জ্জিত স্বরূপ প্রাপ্তি হয়, পুনর্ব্বার সে অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যদধিকরণে জীবরূপে আগমন করে, কৌষীতকি-শ্রুতি সেই পরমাত্মাকেই জানিতে বলিয়াছেন।

[অপিচ…শেত ইতি] অপিচ, বাজসনেয়ি শাখাও বিজ্ঞানময় শব্দে জীবের উপদেশ করিয়া পশ্চাৎ তদ্ব্যতিরিক্ত পরমাত্মার উপদেশ করিয়াছেন। যথা—"এই যে, বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইনি তখন (স্বাপকালে) কিসে বা কোথায় ছিলেন ? কোথা হইতেই বা আসিলেন ?" ইহার প্রত্যুত্তর—"এই যে হৃদয়ের অন্তরে আকাশ (ব্রহ্ম), ইহাতেই তিনি সুপ্ত ছিলেন।" [আকাশ...ভূাচ্চয়ঃ] পরমাত্মা-অর্থেও আকাশ-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"এই হৃদয়ের অন্তরে

স্মিন্নন্তরাকাশঃ" ইতি। অত্র "সর্ব্ব এত আত্মানো ব্যুচ্চরন্তি" ইতি চোপাধিমতামাত্মনামন্যতো ব্যুচ্চরণমামনন্তঃ পরমাত্মানমেব কারণত্বেনামনন্তীতি গম্যতে। প্রাণনিরাকরণস্যাপি সুষুপ্তপুরুষোত্থাপনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তোপদেশোঽভ্যুচ্চয়ঃ॥ ১।৪।১৮॥

বাক্যান্বয়াৎ॥ ১।৪।১৯।*

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণেঽধীয়তে—"ন বা অরে পত্যুঃ কামায়" ইত্যুপক্রম্য "ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ম্ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে

সঞ্চারেণ সুষুপ্ত্যবস্থায়াং পুরীতদবস্থানমুক্তং, তদপ্যন্তঃকরণস্য। তস্মাদ্দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশ ইতিবদাকাশশব্দঃ পরমাত্মনি মন্তব্য ইতি। প্রথমং ভাষ্যকৃতা জীবনিরাকরণায় সূত্রমিদমবতারিতং, তত্র মন্দধিয়াং নেদং প্রাণনিরাকরণায়েতি বুদ্ধির্মা ভূদিত্যাশয়বানাহ—"প্রাণনিরাকরণস্যাপি" ইতি। তৌ হ বালাক্যজাতশত্রু সুপ্তং পুরুষমাজগ্মতুঃ,তমজাতশত্রুর্নামভিরামন্ত্রয়াঞ্চক্রে বৃহৎ পাণ্ডরাবাসঃ সোম রাজন্নিতি। স চ আমন্ত্র্যমাণো নোত্তস্থৌ। তং পাণিনাপেষং বোধয়াঞ্চকার। স হোত্তস্থৌ, স হোবাচাজাতশত্রুর্যত্রৈব এতৎসুপ্তোঽভূদিত্যাদি। সোঽয়ং সুপ্তপুরুষোত্থাপনেন প্রাণাদিব্যতিরিক্তোপদেশ ইতি॥ ১।৪।১৮॥

নমু মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণোপক্রমে যাজ্ঞবল্ক্যেন গার্হস্থ্যাশ্রমাদুত্তমাশ্রমং যিযাসতা মৈত্রেয্যা ভার্য্যায়াঃ কাত্যায়ন্যা সহার্থসম্বিভাগকরণ উক্তে, মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যং পতিমমৃতত্বার্থিনী পপ্রচ্ছ,—'যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথ্বী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ,

---

ক্ষুদ্র আকাশ।" "এ সকল আত্মা তাঁহা হইতে আবির্ভূত হয়।" এ সকল শ্রুতি সোপাধিক আত্মার আবির্ভাব বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ পরমাত্মাকে সে সকলের মুখ্য কারণ বলিয়াছেন। সুপ্ত পুরুষের উত্থাপন বর্ণন করাতেও প্রাণ-অর্থের নিরাস ও প্রাণাতিরিক্ত ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে॥ ১।৪।১৮॥

আরণ্যক উপনিষদের মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে "অহে মৈত্রেয়ি, স্ত্রী পতির ইচ্ছায়, পতির সুখার্থ পতিপ্রিয়া হয় না (পতিকে ভালবাসে না।)" এইরূপ উপক্রমের পর কথিত হইয়াছে যে, "কেহই কাহারো (অপরের) কামনায় প্রিয় হয় না, সকলেই বা সমস্তই আত্মকামনায় বা আত্মসুখার্থ প্রিয় (ভালবাসার পাত্র) হয়। অতএব, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ শ্রবণ মনন ও

---

* বাক্যান্বয়াৎ মহাবাক্যতাৎপর্য্যনিশ্চয়াৎ উদাহৃতবাক্যং ব্রহ্মপরং, ন তু জীবপরমিতি যোজনা। মহাবাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয় কালে প্রোক্ত বাক্যের ব্রহ্মপরতাই সিদ্ধ হয়।

দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্” ইতি। তত্রৈতদ্বিচিকিৎস্যতে—কিং বিজ্ঞানাত্মৈবায়ং দ্রষ্টব্যত্বাদিরূপেণোপদিশ্যতে, আহোস্বিৎ পরমাত্মেতি। কুতঃ পুনরেষা বিচিকিৎসা? প্রিয়সংসূচিতেনাত্মনা ভোক্ত্রোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি প্রতিভাতি, তথাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানোপদেশাৎ পরমাত্মোপদেশ ইতি।

কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? বিজ্ঞানাত্মোপদেশ ইতি। কস্মাৎ? উপক্রমসামর্থ্যাৎ। পতিজায়াপুত্রবিত্তাদিকং হি ভোগ্যভূতং

কিমহং তেনামৃতা স্যামৃত ন' ইতি। তত্র নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং, তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন। এবং বিত্তেনামৃতত্বাশা ভবেৎ, যদি বিত্তসাধ্যানি কর্ম্মাণ্যমৃতত্বায় যুজ্যেরন্, তদেব তু নাস্তি, জ্ঞানসাধ্যত্বাদমৃতত্বস্য। কর্ম্মণাঞ্চ জ্ঞানবিরোধিনাং তৎসহভাবিত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ। সা হোবাচ মৈত্রেয়ী—'যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্য্যাং, যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহি'। অমৃতত্বসাধনমিতি শেষঃ। তত্রামৃতত্বসাধনজ্ঞানোপজিজ্ঞাসায় বৈরাগ্যপূর্ব্বকত্বাত্তস্য রাগবিষয়েষু তেষু তেষু পতিজায়াদিষু বৈরাগ্যমুৎপাদয়িতুং যাজ্ঞবল্ক্যঃ—ন বা অরে পত্যুঃ কামায়েত্যাদিবাক্যসন্দর্ভমুবাচ। আত্মোপাধিকং হি প্রিয়ত্বমেষাং, ন তু সাক্ষাৎ প্রিয়াণ্যেতানি। তস্মাদেতেভ্যঃ পতিজায়াদিভ্যো বিরম্য যত্র সাক্ষাৎ প্রেম, স এব—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। বা-শব্দোঽবধারণে। আত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ সাক্ষাৎকর্ত্তব্যঃ। এতৎসাধনানি চ শ্রবণাদীনি বিহিতানি শ্রোতব্য ইত্যাদিনা। "কস্মাৎ"। আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণাদিসাধনেনেদং জগৎ সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি

নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার করাই কর্ত্তব্য। হে মৈত্রেয়ি, আত্মদর্শন হইলে, এবং আত্মশ্রবণ, আত্মমনন ও আত্মবিজ্ঞান হইলে সমস্তই শ্রুত মত ও বিজ্ঞাত (জানা) হয়, কিছুই অবশেষ থাকে না।" [তত্রৈ···সামর্থ্যাৎ] এই বাক্যে সন্দেহ হয়, শ্রুতি জীবাত্মার দর্শনাদি করিতে বলিতেছেন? অথবা পরমাত্মার দর্শনাদি করিতে বলিতেছেন? শ্রুতি প্রথমে প্রিয়-শব্দের দ্বারা ভোক্তা-আত্মার (জীবাত্মার) সূচনা করিয়াছেন; পরে পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া তাঁহার দর্শনাদি করিতে বলিয়াছেন; সুতরাং সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। সন্দেহের পর উপক্রম দৃষ্টে পাওয়া যায়, জীবাত্মাই ঐ বাক্যের উপদেশ্য। [পতি···মিতি] পতি, পত্নী, পুত্র ও ধন প্রভৃতি জগৎ সমস্তই আত্মভোগ্য—আত্মার ভোগোপকরণ; সুতরাং আত্মার্থ—আত্মপ্রয়োজনীয়; তৎপ্রযুক্ত যে সকল বস্তুও প্রিয় হয়। শ্রুতি এবম্প্রকারে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া ভোক্তৃ-আত্মার সূচনা করিয়াছেন, তদ্বিধ সূচনার

সর্ব্বং জগদাত্মার্থতয়া প্রিয়ং ভবতীতি প্রিয়সংসূচিতং ভোক্তারমাত্মানমুপক্রম্য, অনন্তরমিদমাত্মনো দর্শনাদ্যুপদিশ্যমানং কস্যান্যস্যাত্মনঃ স্যাৎ। মধ্যেঽপি "ইদং মহদ্‌ভূতমনন্তমপারম্" "বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি প্রকৃতস্যৈব মহতো ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন ব্রুবন্ বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তি। তথা "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইতি কর্ত্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহরন্ বিজ্ঞানাত্মানমেবেহোপদিষ্টং দর্শয়তি। তস্মাদাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানবচনঃ ভোক্ত্রর্থত্বাৎ ভোগ্যজাতস্যৌপচারিকং দ্রষ্টব্যমিতি।

বাক্যশেষঃ। যতো নামরূপাত্মকস্য জগতস্তত্ত্বং পারমার্থিকং রূপমাত্মৈব—ভুজঙ্গস্যেব সমারোপিতস্য তত্ত্বং রজ্জুঃ, তস্মাদাত্মনি বিদিতে সর্ব্বমিদং জগত্তত্ত্বং বিদিতং ভবতি রজ্জ্বামিব বিদিতায়াং সমারোপিতভুজঙ্গস্য তত্ত্বং বিদিতং ভবতি যতঃ, তস্মাদাত্মৈব দ্রষ্টব্যো ন তু তদতিরিক্তং জগৎ স্বরূপেণ দ্রষ্টব্যম্। কুতঃ। যতঃ, ব্রহ্ম তং পরাদাৎ ব্রাহ্মণজাতির্ব্রাহ্মণোঽহমিত্যভিমান ইতি যাবৎ। পরাদাৎ পরাকুর্য্যাৎ অমৃতত্বপদাৎ, কং ? যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিং বেদ। এবং ক্ষত্রাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্। আত্মৈব জগতস্তত্ত্বং, ন তু তদতিরিক্তং তদিত্যত্রৈব ভগবতী শ্রুতিরুপপত্তিং দৃষ্টান্ত-প্রবন্ধেনাহ। যৎ খলু যদ্‌গ্রহং বিনা ন শক্যতে গ্রহীতুং, তৎ ততো ন ব্যতিরিচ্যতে। যথা রজতং শুক্তিকায়াঃ, ভুজঙ্গো বা রজ্জ্বোঃ, দুন্দুভ্যাদিশব্দসামান্যাদ্বা তত্তচ্ছব্দভেদাঃ। ন গৃহ্যন্তে চ চিদ্রূপগ্রহণং বিনা স্থিতিকালে নামরূপাণি, তস্মাৎ ন চিদাত্মনো ভিদ্যন্তে। তদিদমুক্তং "স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য" ইতি

পর আত্মদর্শনাদির উপদেশ করাতে তাহা জীববিষয়ক বলিয়াই প্রতীত হয়। প্রস্তাবমধ্যেও "এই মহদ্ভূত অনন্ত, অপার, বিজ্ঞানঘন, ইনি প্রস্তাবিত ভূতসমূহ হইতে উত্থিত (উৎপন্ন) হন, আবার সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন। বিনাশের পর আর সংজ্ঞা থাকে না।" এইরূপ কথা আছে। এ সকল কথাও জীবাত্মারই কথা, (কেন-না, জীবই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়), এবং ঐ কথাতে বুঝা যায়, শ্রুতি জীবাত্মারই দর্শনাদি বিধান করিয়াছেন। অপিচ, শ্রুতি প্রস্তাবশেষে "যিনি বিজ্ঞাতা—তাহাকে কি দিয়া জানিবে ?" এরূপ কথাও বলিয়াছেন। ঐ কথার দ্বারাও জীবাত্মার প্রতীতি হয়। (কেন-না জীবাত্মাই কর্ত্তা, পরমাত্মা অকর্ত্তা)। অতএব, শ্রুতি যে-আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়ার কথা বলিয়াছেন, তাহা ঔপচারিক বা আরোপিত ; সুতরাং তাহা জীবাত্মাতেই পর্য্যবসন্ন।

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—পরমাত্মোপদেশ এবায়ম্। কস্মাৎ? বাক্যান্বয়াৎ। বাক্যং হীদং পৌর্ব্বাপর্য্যেণাবেক্ষ্যমাণং পরমাত্মানং প্রত্যন্বিতাবয়বং লক্ষ্যতে। কথমিতি? তদুপপাদ্যতে। "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাদুপশ্রুত্য, "যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহন্তেন কুর্য্যাং, যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ব্রূহি" ইত্যমৃতত্বমাশাসানায়ৈ মৈত্রেয্যৈ যাজ্ঞবল্ক্য আত্মবিজ্ঞানমুপদিশতি। ন চান্যত্র পরমাত্মবিজ্ঞানাদমৃতত্বমস্তীতি শ্রুতিস্মৃতিবাদা বদন্তি। তথা আত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমুচ্যমানং নান্যত্র পরমকারণবিজ্ঞানান্মুখ্যমবকল্পতে। ন চৈতদৌপচারিক-

দুন্দুভিগ্রহণেন তদ্গতং শব্দসামান্যমুপলক্ষয়তি। ন কেবলং স্থিতিকালে নামরূপপ্রপঞ্চশ্চিদাত্মাতিরেকেণাগ্রহণাচ্চিদাত্মনো ন ব্যতিরিচ্যতে, অপি তু নামরূপোৎপত্তেঃ প্রাগপি চিদ্রূপাবস্থানাৎ তদুপাদানত্বাচ্চ নামরূপপ্রপঞ্চস্য তদনতিরেকঃ রজ্জূপাদানস্যেব ভুজঙ্গস্য রজ্জোরনতিরেক ইত্যেতদ্ দৃষ্টান্তেন সাধয়তি ভগবতী শ্রুতিঃ—"স যথার্দ্রৈধোঽগ্নেরভ্যাহিতস্য পৃথগ্ ধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদিনা চতুর্ব্বিধো মন্ত্র উক্তঃ, ইতিহাস ইত্যাদিনাঽষ্টবিধং ব্রাহ্মণমুক্তম্। এতদুক্তং ভবতি।—যথাগ্নিমাত্রং প্রথমমবগম্যতে ক্ষুদ্রাণাং বিস্ফুলিঙ্গানামুপাদানম্, অথ ততো বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, ন চৈতেঽগ্নেস্তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং শক্যন্তে নির্ব্বক্তুম্। এবমৃগ্বেদাদয়োঽপ্যল্পপ্রযত্নাদ্ ব্রহ্মণো ব্যুচ্চরন্তো ন ততস্তত্ত্বান্যত্বাভ্যাং নিরুচ্যন্তে, ঋগাদিভির্নামোপলক্ষ্যতে। যদা চ নামধেয়স্যেয়ং গতিস্তদা তৎপূর্ব্বকস্য রূপধেয়স্য কৈব কথেতি ভাবঃ। ন কেবলং তদুপাদানত্বাত্ততো ন ব্যতিরিচ্যতে নামরূপপ্রপঞ্চঃ, প্রলয়সময়ে চ তদনুপ্রবেশাত্ততো ন ব্যতিরিচ্যতে। যথা সামুদ্রমেবাম্ভঃ পৃথিবীতেজঃসম্পর্কাৎ

[এবং…বদন্তি] এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া আমরা বলিতেছি, সিদ্ধান্ত কথা বলিতেছি, ঐ উপদেশ পরমাত্মবিষয়ক। কারণ এই যে, ঐ মহাবাক্যের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে পরমাত্মাতেই তাহার তাৎপর্য্যনিশ্চয় হয়। যে-প্রকারে তাহা প্রতিপাদিত হয়, তাহা দেখাইতেছি। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট "ধনের দ্বারা মুক্তির আশা নাই" এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, "ভগবন্, তবে আমি ধন লইয়া কি করিব? যাহাতে মুক্ত হইতে পারি, তাহাই আমাকে বলুন।" যাজ্ঞবল্ক্যও মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা অনুসারে ঐ আত্মবিজ্ঞান উপদেশ করেন। বস্তুতঃ আত্মবিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না। আত্মজ্ঞান ব্যতীত যে, মোক্ষলাভ হয় না, এ কথা শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই আছে। [তথা—ঞ্চুচ-রূতি] শ্রুতি যে, আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বলিয়াছেন,

মাশ্রয়িতুং শক্যম্। যৎকারণমাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়ানন্তরেণ গ্রন্থেন তদেবোপপাদয়তি, "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্‌-যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ" ইত্যাদিনা। যো হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোঽন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লব্ধসদ্ভাবং পশ্যতি, তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকরোতি—ইতি ভেদ-দৃষ্টিমপোদ্য, "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা"ইতি সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্যাত্মা-ব্যতিরেকমবতারয়তি। দুন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চ তমেবাব্যতিরেকং দ্রঢ়-

---

কাঠিন্যমুপগতং সৈন্ধবং খিল্যঃ। স হি স্বাকরে সমুদ্রে ক্ষিপ্তোঽম্ভ এব ভবত্যেবং চিদম্ভোধৌ লীনং জগচ্চিদেব ভবতি, ন তু ততোঽতিরিচ্যত ইতি। এতদ্দৃষ্টান্ত-প্রবন্ধেনাহ।—"স যথা সর্ব্বাসামপাম্" ইত্যাদি। দৃষ্টান্তপ্রবন্ধমুক্ত্বা দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি।—"এবং বা অরে ইদং মহৎ" ইতি। বৃহত্ত্বেন ব্রহ্মোক্তম্। ইদং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। ভূতং সত্যম্। অনন্তং নিত্যম্। অপারং সর্ব্বগতম্। বিজ্ঞানঘনো বিজ্ঞানৈকরস ইতি যাবৎ। এতেভ্যঃ কার্য্যকারণভাবেন ব্যবস্থিতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়সাম্যেনোত্থায়—কার্য্যকারণসঙ্ঘাতস্য হ্যবচ্ছেদদুঃখিত্বশোকিত্বাদয়স্তদবচ্ছিন্নে চিদাত্মনি তদ্বিপরীতেঽপি প্রতীয়ন্তে, যথোদকপ্রতিবিম্বিতে চন্দ্রমসি তোয়গতাঃ কম্পাদয়ঃ। তদিদং সাম্যেনোত্থানং। যদা ত্বাগমাচার্য্যোপদেশপূর্ব্বকমননিদিধ্যাসন-প্রকর্ষপর্য্যন্তজোঽস্য ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকার উপাবর্ত্ততে, তথা নির্মৃষ্টনিখিল সবাসনাবিদ্যামলস্য কার্য্যকরণসঙ্ঘাতভূতস্য বিনাশে তান্যেব ভূতানি নশ্যন্ত্যনু তদুপাধিশ্চিদাত্মনঃ খিল্যভাবো বিনশ্যতি। ততো ন প্রেত্য কার্য্যকরণভূত-নিবৃত্তৌ রূপগন্ধাদিসংজ্ঞাস্তীতি। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি সংজ্ঞামাত্রনিষেধাত্মা নাস্তীতি মন্যমানা সা মৈত্রেয়ী হোবাচ, অত্রৈব মা ভগবানমূমুহৎ মোহিতবান্ ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্বাভিপ্রায়ং, দ্বৈতে হি রূপাদি-বিশেষসংজ্ঞানিবন্ধনো দুঃখিত্বাদ্যভিমানঃ, আনন্দজ্ঞানৈকরস-ব্রহ্মাদ্বয়ানুভবে তু তৎ কেন কং পশ্যেৎ ব্রহ্ম বা কেন বিজানীয়াৎ, ন হি তদাস্য কর্ম্মভাবোঽস্তি, স্বপ্রকাশত্বাৎ।

তাহাও পরমকারণ-জ্ঞানসাপেক্ষ। আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এ কথা আরোপিত নহে। কারণ, শ্রুতি আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। (আরোপিত হইলে তাহা প্রতিজ্ঞাত হইবে কেন?) আরও বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম তাঁহা হইতে দূরগত হন—যিনি আপনাকে ব্রহ্ম ভিন্ন দেখেন।" "যিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি জগতে আত্মদর্শন করেন না—সে সকলকে আত্মাতিরিক্ত ও স্বতন্ত্র সৎ বলিয়া বিবেচনা করেন—মিথ্যাব্রাহ্মণাদি জগৎ তাঁহাকে পরাভূত করিয়া রাখে।" শ্রুতি এবম্প্রকারে ভেদজ্ঞানের নিন্দা করিয়া পশ্চাৎ "এ সমস্তই আত্মা (আমি)" এইরূপ বাক্যে

য়তি। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদিনা চ প্রকৃতস্যাত্মনো নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চকারণতাং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং গময়তি। তথৈব একায়নপ্রক্রিয়ায়ামপি সবিষয়স্য সেন্দ্রিয়স্য সান্তঃকরণস্য প্রপঞ্চস্যৈকায়নমনরন্তরমবাহ্যং কৃৎস্নং প্রজ্ঞানঘনং ব্যাচক্ষাণঃ পরমাত্মানমেবৈনং গময়তি। তস্মাৎ পরমাত্মন এবায়ং দর্শনাদ্যুপদেশ ইতি গম্যতে॥ ১। ৪। ১৯॥

যৎ পুনরুক্তং প্রিয়সংসূচনোপক্রমাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবায়ং দর্শনাদ্যুপদেশ ইতি, অত্র ব্রূমঃ—

এতদুক্তং ভবতি—ন সংজ্ঞামাত্রং ময়া ব্যাসেধি, কিন্তু বিশেষসংজ্ঞেতি। তদেবমমৃতত্বফলেনোপক্রমান্মধ্যে চাত্মবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় তদুপপাদনাৎ উপসংহারে চ মহদ্ভূতমনন্তমিত্যাদিনা চ ব্রহ্মরূপাভিধানাৎ দ্বৈতনিন্দয়া চাদ্বৈতগুণকীর্ত্তনাৎ ব্রহ্মৈব মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে প্রতিপাদ্যং, ন জীবাত্মেতি নাস্তি পূর্ব্বপক্ষ ইত্যনারভ্যমেবেদমধিকরণম্। অত্রোচ্যতে। ভোক্তৃত্বজ্ঞাতৃত্বজীবরূপোত্থানসমাধয়ে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে পূর্ব্বপক্ষেণোপক্রমঃ কৃতঃ। পতিজায়াদিভোগ্যসম্বন্ধো নাভোক্তুর্ব্রহ্মণো যুজ্যতে, নাপি জ্ঞানকর্ত্তৃত্বমকর্ত্তুঃ। সাক্ষাচ্চ মহতো ভূতস্য বিজ্ঞানাত্মভাবেন সমুত্থানাভিধানং বিজ্ঞানাত্মন এব দ্রষ্টব্যত্বমাহ। অন্যথা ব্রহ্মণো দ্রষ্টব্যত্বপরেঽস্মিন্ ব্রাহ্মণে তস্য বিজ্ঞানাত্মত্বেন সমুত্থানাভিধানমনুপযুক্তং স্যাৎ, তস্য তু দ্রষ্টব্যত্বমুপযুজ্যতে ইত্যুপক্রমমাত্রং পূর্ব্বপক্ষঃ কৃতঃ। ভোক্তৃর্থত্বাচ্চ ভোগ্যজাতস্যেতি তদুপোদ্বলনমাত্রম্। সিদ্ধান্তস্তু নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণোক্তঃ॥ ১। ৪। ১৯॥

তদেবং পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মদর্শনপরত্বে স্থিতে ভোক্তৃ। জীবাত্মনোপক্রমমাচার্য্যদেশীয়মতেন তাবৎ সমাধত্তে সূত্রকারঃ।

জগতের আত্মরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরে আবার দুন্দুভি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়া সে কথাকে দৃঢ় (অবিচাল্য) করিয়াছেন। [অস্য…গম্যতে] অপিচ, "ঋগ্বেদ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ এই মহদ্ভূতের নিশ্বাস" এ শ্রুতিও প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে নামরূপ-কর্ম্মাত্মক জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। একায়নপ্রক্রিয়ায় * পূর্ণ প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্ম বিষয়েন্দ্রিয়ান্তঃকরণের একমাত্র আশ্রয় ও গতি, এইরূপ ব্যাখ্যাত হওয়ায় উদাহৃত বাক্যে পরমাত্মারই প্রতীতি হয়। এই সকল কারণে বলিয়াছি, নিদর্শিত শ্রুতিতে পরমাত্মার দর্শনাদি উপদিষ্ট হইয়াছে॥ ১। ৪। ১৯॥

[যৎ…ব্রূমঃ] বলিয়াছিলে, উপক্রমে (আরম্ভ বাক্যে) প্রিয়শব্দ থাকায় ঐ উপদেশ জীবাত্মার, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে—

* একায়নপ্রক্রিয়া—উপনিষদের অংশবিশেষ। তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, সমুদ্র যেমন নিখিল জলের পরমগতি, আশ্রয়, গম্যস্থান, বা লয়স্থান তেমনি ব্রহ্মও এই নিখিল প্রপঞ্চের একায়ন অর্থাৎ আশ্রয় বা লয়স্থান।

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ১ । ৪ । ২০ ॥*

অস্ত্যত্র প্রতিজ্ঞা—"আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি", "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি চ। তস্যাঃ প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং, যৎ প্রিয়সংসূচিতস্যাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাদিসঙ্কীর্ত্তনম্। যদি হি বিজ্ঞানাত্মা পরমাত্মনোঽন্যঃ স্যাৎ, ততঃ পরমাত্মবিজ্ঞানেঽপি বিজ্ঞানাত্মা ন বিজ্ঞাত ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং যৎ-প্রতিজ্ঞাতং, তদ্ধীয়েত। তস্মাৎ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধ্যর্থং বিজ্ঞানাত্ম-পরমাত্মনোরভেদাংশেনোপক্রমণমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে ॥ ১।৪।২০॥

যথা হি বহ্নের্ব্বিকারা ব্যুচ্চরন্তো বিস্ফুলিঙ্গা ন বহ্নেরত্যন্তং ভিদ্যন্তে, তদ্রূপ-নিরূপণত্বাৎ, নাপি ততোঽত্যন্তমভিন্না বহ্নেরিব পরস্পরব্যাবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ। তথা জীবাত্মানোঽপি ব্রহ্মবিকারা ন ব্রহ্মণোঽত্যন্তং ভিদ্যন্তে, চিদ্রূপত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ, নাপ্যত্যন্তং ন ভিদ্যন্তে, পরস্পরং ব্যাবৃত্ত্যভাবপ্রসঙ্গাৎ, সর্ব্বজ্ঞং প্রত্যুপদেশবৈয়র্থ্যাচ্চ। তস্মাৎ কথঞ্চিদ্ভেদো জীবাত্মনামভেদশ্চ। তত্র তদ্বিবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা-সিদ্ধয়ে বিজ্ঞানাত্ম-পরমাত্মনোরভেদমুপাদায় পরমাত্মনি দর্শয়িতব্যে বিজ্ঞানাত্মনো-পক্রম ইত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মেনে। আচার্য্যদেশীয়ান্তরমতেন সমাধত্তে॥ ১।৪ । ২০ ॥

শ্রুতি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "আত্মা বিজ্ঞাত হইলে—আত্মাকে জানিলে—এ সমস্তই জানা হয়।" "আত্মাই এ সকল (দৃশ্য জগৎ)" ইহাও একটী প্রতিজ্ঞা†। উপক্রমে প্রিয় শব্দের দ্বারা জীবাত্মার সূচনা-(ইঙ্গিত) পূর্ব্বক দর্শনাদি বিধান করায় ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ বা সাধিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানাত্মা (জীব) যদি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হন, তাহা হইলে পরমাত্মার জ্ঞানে জীবাত্মার জ্ঞান অসম্ভব হয়; সুতরাং শ্রুতির এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব শ্রৌত প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জীব ও পরমাত্মার অভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য এবং তাহারই জন্য শ্রুতি ঐরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন। ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত ॥ ১ । ৪ । ২০ ॥

---

* যৎ প্রিয়শব্দসূচিতস্য জীবাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বাদিকীর্ত্তনং তৎ, প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গং গমকমিত্যাশ্মরথ্যান্তনামক আচার্য্য আহ। জীব-ব্রহ্মণোর্ভেদাভেদসত্ত্বাৎ অভেদাংশেনেদং জীবোপক্রমণমিতি নির্গলিতার্থঃ। অয়মেব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইতি কেচিৎ।

আশ্মরথ্য মুনি বলিয়াছেন, শ্রুতি যে প্রিয় শব্দের দ্বারা জীবাত্মার সূচনা করিয়াছেন, তাহাই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির সূত্র। আত্মা বিজ্ঞাত হইলে সমুদয় বিজ্ঞাত হয়, জানা হয়, এ প্রতিজ্ঞা জীবাত্মার উপদেশের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, জীব ও ব্রহ্ম এক, সুতরাং জীবতত্ত্ব-জ্ঞানেও ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান সিদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানেও জগত্তত্ত্ব জানা হয়।

† প্রতিজ্ঞা=সাধ্যনির্দ্দেশ। যাহা হেতু ও দৃষ্টান্ত প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়, এরূপ বাক্যোল্লেখের নাম প্রতিজ্ঞা।

উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌ-ডুলোমিঃ ॥ ১।৪।২১ ॥*

বিজ্ঞানাত্মন এব দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসঙ্ঘাতোপাধিসম্পর্কাৎ কলুষীভূতস্য জ্ঞানধ্যানাদি-সাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য দেহাদিসঙ্ঘাতাদুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণমিত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে। শ্রুতিশ্চৈবং ভবতি, "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি। কচিচ্চ জীবাশ্রয়মপি নামরূপং নদীনিদর্শনেন জ্ঞাপয়তি,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥" ইতি।

জীবো হি পরমাত্মনোঽত্যন্তং ভিন্ন এব সন্ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যুপধানসম্পর্কাৎ সর্ব্বদা কলুষঃ, তস্য চ জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ সম্প্রসন্নস্য দেহেন্দ্রিয়াদি-সঙ্ঘাতাদুৎক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মনৈক্যোপপত্তেরিদমভেদেনোপক্রমণম্। এতদুক্তং ভবতি।—ভবিষ্যন্তমভেদমুপাদায় ভেদকালেঽপ্যভেদ উক্তঃ। যথাহুঃ পাঞ্চরাত্রিকাঃ—

"আ মুক্তের্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ।
মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদোহেতোরভাবতঃ" ॥ ইতি।

ব্রহ্মই দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এই সকল উপাধির দ্বারা কলুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীব হইয়াছেন। জীব যখন ধ্যান জ্ঞানাদি সাধন অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বচ্ছ হন, কলুষতাশূন্য হন, তখন তিনি উপাধিসমূহ হইতে উৎক্রান্ত অর্থাৎ উত্থিত (মুক্ত) হন। অর্থাৎ তখন আর তাঁহার জীবভাব থাকে না। জীবভাবের অভাব হইলেই পরমভাব হয়, সুতরাং তখন জীব-পরমাত্মার ঐক্য সিদ্ধ হয়। সেই ঐক্য বা অভেদকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহা ঔড়ুলোমি মুনির অভিপ্রায়। এ অভিপ্রায়ের বা এই ব্যাখ্যার অনুকূলে শ্রুতি-প্রমাণও আছে। যথা—"এই সম্প্রসাদ (স্বচ্ছতা প্রাপ্ত জীব) শরীর হইতে উত্থিত (শরীরাভিমান-

---

* উৎক্রমিষ্যতঃ দেহাদিসংঘাতাৎ সমুত্থাস্যতঃ এবম্ভাবাৎ অভেদভাবাৎ অভেদোপক্রমণমিতি ঔড়ুলোমির্মন্যতে। সংসারদশায়াং ভেদ এব, মুক্তৌ ত্বভেদ ইত্যৌড়ুলোমিমতমিতি সূত্রাক্ষরাণামর্থঃ।

ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, জীব মুক্তিকালে ব্রহ্ম হয়; সুতরাং সে কালে জীব ও ব্রহ্ম এক, সেই ঐক্য বা অভেদ উপদেশ করিবার জন্যই শ্রুতি ঐরূপ অভেদোক্তি করিয়াছেন।

যথা লোকে নদ্যঃ স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় সমুদ্রমুপযন্তি, এবং জীবোঽপি স্বাশ্রয়মেব নামরূপং বিহায় পরং পুরুষমুপৈতি— ইতি হি তত্রার্থঃ প্রতীয়তে, দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োস্তুল্যতায়ৈ ॥ ১ । ৪ । ২১ ॥

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ১ । ৪ । ২২ ॥ *

অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানাদুপপন্নমিদমভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে। তথা চ ব্রাহ্মণম্ "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইত্যেবঞ্জাতীয়কং পরস্যৈবাত্মনো জীবভাবেনাবস্থানং দর্শয়তি। মন্ত্র-

অত্রৈব শ্রুতিমুপন্যস্যতি। "শ্রুতিশ্চৈবম্" ইতি। পূর্ব্বং দেহেন্দ্রিয়াদ্যুপাধিকৃতং কলুষত্বমাত্মন উক্তং, সম্প্রতি স্বাভাবিকমেব জীবস্য নামরূপপ্রপঞ্চাশ্রয়ত্বলক্ষণং কালুষ্যং পার্থিবানামণূনামিব শ্যামত্বং, কেবলং পাকেনেব জ্ঞানধ্যানাদিনা তদপনীয় জীবং পরাৎপরতরং পুরুষমুপৈতীত্যাহ। "ক্বচিচ্চ জীবাশ্রয়মপি" ইতি নদীনিদর্শনং, "যথা সোম্যেমা নদ্যঃ" ইতি। তদেবমাচার্য্যদেশীয়মতদ্বয়মুক্ত্বাত্রাপরিতুষ্যান্নাচার্য্যমতমাহ সূত্রকারঃ ॥ ১ । ৪ । ২১ ॥

এতদ্ব্যাচষ্টে—"অস্যৈব পরমাত্মনঃ" ইতি। ন জীব আত্মনোঽন্যো নাপি তদ্বিকারঃ, কিং ত্বাত্মৈবাবিদ্যোপাধানকল্পিতাবচ্ছেদঃ—আকাশ ইব ঘটমণিকাদিকল্পিতাবচ্ছেদো ঘটাকাশো মণিকাকাশঃ,ন তু পরমাকাশাদন্যস্তদ্বিকারো বা। ততশ্চ জীবাত্মনোপক্রমঃ পরমাত্মনৈবোপক্রমস্তস্য ততোঽভেদাৎ, স্থূলদর্শিলোকপ্রতীতিসৌকর্য্যায়ৌপাধিকেনাত্মরূপেণোপক্রমঃ কৃতঃ। অত্রৈব শ্রুতিং প্রমাণয়তি— "তথা চ" ইতি। অথ বিকারঃ পরমাত্মনো জীবঃ কস্মান্ন ভবত্যাকাশাদিবদিত্যাহ

বর্জ্জিত) হইয়া পরজ্যোতিঃসম্পন্ন (ব্রহ্মত্ব-সম্পন্ন) হওয়ায় স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন।" নাম ও রূপ জীবের, ব্রহ্মের নহে, শ্রুতি ইহা নদীর দৃষ্টান্তে বুঝাইয়াছেন। যথা —"যেমন বহমানা নদী নামরূপ ত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে লীন হয়, তদ্রূপ, জীবও নামরূপ ত্যাগ করিয়া পরাৎপর পুরুষ প্রাপ্ত হন।" সমুদ্রপ্রাপ্ত নদী যেমন স্বাশ্রিত নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রতা প্রাপ্ত হয়, সমুদ্রই হয়, তদ্রূপ, ব্রহ্মপ্রাপ্ত জীবও স্বাশ্রিত নামরূপ ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পরমত্ব প্রাপ্ত হন, ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ ॥ ১ । ৪ । ২১ ॥

কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং ঐ অভেদোক্তি অযুক্ত নহে। ব্রাহ্মণাত্মক বেদভাগও "ব্রহ্ম আলোচনা করিলেন, আমি জীবরূপে

* অবস্থিতেঃ জীবভাবেনাবস্থানাদেবাঽভেদেনোপক্রমণমিতি কাশকৃৎস্নীয়ং মতম্। অত্যন্তাভেদজ্ঞাপনার্থমেব জীবমুপক্রম্য দ্রষ্টব্যত্বাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মা উক্তা ইতি সিদ্ধান্তঃ।

কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন, পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা দেখাইবার জন্যই শ্রুতি ঐ অভেদ বর্ণনা করিয়াছেন।

বর্ণশ্চ "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে" ইত্যেবঞ্জাতীয়কঃ। ন চ তেজঃপ্রভৃতীনাং সৃষ্টৌ জীবস্য পৃথক্ সৃষ্টিঃ শ্রুতা, যেন পরস্মাদাত্মনোঽন্যস্তদ্বিকারো জীবঃ স্যাৎ।

কাশকৃৎস্নস্যাচার্য্যস্যাবিকৃতঃ পর এবেশ্বরো জীবো নান্য ইতি মতম্। আশ্মরথ্যস্য তু—যদ্যপি জীবস্য পরস্মাদনন্যত্বমভিপ্রেতং, তথাপি প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেরিতি সাপেক্ষত্বাভিধানাৎ কার্য্যকারণভাবঃ কিয়ানপ্যভিপ্রেত ইতি গম্যতে। ঔড়ুলোমিপক্ষে পুনঃ স্পষ্টমেবাবস্থান্তরাপেক্ষৌ ভেদাভেদৌ গম্যেতে। তত্র কাশকৃৎস্নীয়ং

—"ন চ তেজঃপ্রভৃতীনাম্" ইতি। ন হি যথা তেজঃপ্রভৃতীনামাত্মবিকারত্বং শ্রূয়তে, এবং জীবস্যেতি।

আচার্য্যত্রয়মতং বিভজতে—"কাশকৃৎস্নস্যাচার্য্যস্য" ইতি। আত্যন্তিকে সত্যভেদে কার্য্যকারণভাবাভাবাৎ অনাত্যন্তিকোঽভেদ আস্থেয়ঃ,তথা চ কথঞ্চিদ্ভেদোঽপীতি তমাস্থায় কার্য্যকারণভাব ইতি মতত্রয়মুক্তা কাশকৃৎস্নীয়মতং সাধুত্বেন নির্দ্ধারয়তি—"তত্র" তেষু মধ্যে "কাশকৃৎস্নীয়ং মতম্" ইতি। আত্যন্তিকে হি জীবপরমাত্মনোরভেদে তাত্ত্বিকেঽনাদ্যবিদ্যোপাধিকল্পিতো ভেদস্তত্ত্বমসীতি জীবাত্মনো ব্রহ্মভাবতত্ত্বোপদেশশ্রবণমননিদিধ্যাসনপ্রকর্ষপর্য্যন্তজন্মনা সাক্ষাৎকারেণ বিদ্যয়া শক্যঃ সমূলকাষং কষিতুং রজ্জ্বামহিবিভ্রম ইব রজ্জুতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ, রাজপুত্রস্যেব চ ম্লেচ্ছকুলে বর্দ্ধমানস্যাত্মনি সমারোপিতো ম্লেচ্ছভাবো রাজপুত্রোঽসীত্যাপ্তোপদেশেন। ন তু মৃদ্বিকারঃ শরাবাদিঃ শতশোঽপি মৃন্মৃদিতি চিন্ত্যমানস্তজ্জন্মনা মৃত্তাবসাক্ষাৎকারেণ শক্যো নিবর্ত্তয়িতুম্। তৎ কস্য হেতোঃ। তস্যাপি মৃদো ভিন্নাভিন্নস্য তাত্ত্বিকত্বাৎ, বস্তুনশ্চ জ্ঞানেনোচ্ছেত্তুমশক্যত্বাৎ। সোঽয়ং প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারঃ।

অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের বিকাশ করিব।" এবম্প্রকারে পরমাত্মারই জীবরূপতা ব্যক্ত করিয়াছেন। মন্ত্রাত্মক বেদেও ঐ কথা আছে। যথা—"ধীর সর্ব্বপ্রকার রূপের (কার্য্যের বা জন্যপদার্থের) সৃষ্টি করিয়া সে সকলের নাম প্রদান পূর্ব্বক সে সকলে আবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিয়াছেন।" [ন চ···স্যাৎ] তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টির পরে অথবা সময়ে জীবের পৃথক্ সৃষ্টি কথিত হয় নাই যে, জীব পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু হইবেন।

কাশকৃৎস্নের মতে অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব। আশ্মরথ্য মুনি জীবকে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বলিলেও প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির অপেক্ষা প্রদর্শন করায় তন্মতে জীবপরমেশ্বরের মধ্যে কোন এক প্রকার কার্য্যকারণভাব থাকা প্রতীত হয়। ঔড়ুলোমি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, জীব-পরমেশ্বরের ভিন্নতা অবস্থাঘটিত অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরেরই অন্যবিধ অবস্থা বিশেষ মাত্র। এই মতত্রয়ের মধ্যে কাশকৃৎস্নের মতই শ্রুতির অনুগামী।

মতং শ্রুত্যনুসারীতি গম্যতে, প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারাৎ তত্ত্বমসীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

এবঞ্চ সতি তজ্‌জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পতে। বিকারাত্মকত্বে হি জীবস্যাভ্যুপগম্যমানে বিকারস্য প্রকৃতিসম্বন্ধে প্রলয়প্রসঙ্গান্ন তজ্‌জ্ঞানাদমৃতত্বমবকল্পেত, অতশ্চ স্বাশ্রয়স্য নামরূপস্যাসম্ভবাৎ উপাধ্যাশ্রয়নামরূপং জীবে উপচর্য্যতে, অত এবোৎপত্তিরপি জীবস্য ক্বচিদগ্নিবিস্ফুলিঙ্গোদাহরণেন শ্রাব্যমাণোপাধ্যাশ্রয়ৈব বেদিতব্যা।

যদপ্যুক্তং প্রকৃতস্যৈব মহতো ভূতস্য দ্রষ্টব্যস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন দর্শয়ন্ বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বং দর্শয়তীতি, তত্রাপীয়মেব ত্রিসূত্রী যোজয়িতব্যা। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে-

---

অপি চ, জীবস্যাত্মবিকারত্বে তস্য জ্ঞানধ্যানাদিসাধনানুষ্ঠানাৎ স্বপ্রকৃতাবপ্যয়ে সতি নামৃতত্বস্যাশাস্তীত্যপুরুষার্থত্বমমৃতত্বপ্রাপ্তিশ্রুতিবিরোধশ্চ। কাশকৃৎস্নমতে ত্বে-তদুভয়ং নাস্তীত্যাহ "এবঞ্চ সতি" ইতি। নমু যদি জীবো ন বিকারঃ, কিন্তু ব্রহ্মৈব, কথং তর্হি তস্মিন্নামরূপাশ্রয়ত্বশ্রুতিঃ কথঞ্চ যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ইতি ব্রহ্মবিকারশ্রুতিঃ? ইত্যাশঙ্কামুপসংহারব্যাজেন নিরাকরোতি "অতশ্চ স্বাশ্রয়স্য" ইতি। যতঃ প্রতিপিপাদয়িষিতার্থানুসারশ্চামৃতত্বপ্রাপ্তিশ্চ বিকারপক্ষে ন সম্ভবতঃ, অতশ্চেতি যোজনা। দ্বিতীয়পূর্ব্বপক্ষবীজমনয়ৈব ত্রিসূত্র্যাপাকরোতি "যদপ্যুক্তম্" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থং ব্যাখ্যাতার্থঞ্চ। তৃতীয়পূর্ব্বপক্ষবীজনিরাসে কাশ-কৃৎস্নীয়েনৈবেত্যবধারণং তন্মতাশ্রয়ণেনৈব তস্য শক্যনিরাসত্বাৎ। ঐকান্তিকে হ্যদ্বৈতে আত্মনোঽন্যকর্ম্মকরণে কেন কং পশ্যেদিতি আত্মনশ্চ কর্ম্মত্বং বিজ্ঞাতারমরে

[এবঞ্চ…তব্যা] ব্রহ্মই জীব, এই পক্ষেই আত্মজ্ঞানে মুক্তি হওয়া সুসম্ভব। জীব ব্রহ্মের বিকারবিশেষ, এ মতে বিকার পদার্থের বিনাশ নিশ্চিত থাকায় মুক্তি কথাটীও অসম্ভব বা অসঙ্গত হইয়া পড়ে; সুতরাং উপাধির আশ্রিত নামরূপ উপচারক্রমে জীবে কথিত হইয়াছে, এইরূপ অঙ্গীকার করিতে হয়। ঐ কথায় দ্বারা বুঝা যায়, শ্রুতি যে স্ফুলিঙ্গাদির দৃষ্টান্তে জীবের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন— তাহাও ঔপচারিক।

[যদপ্যুক্তং…যোজয়িতব্যা] জীবরূপে অবস্থিত দ্রষ্টব্য মহদ্ভূতের নামরূপ-উত্থান (পরিত্যাগ) বর্ণিত হওয়ায় জীবাত্মার দর্শনাদিই বিধেয়, ইহা প্রতীত হয়। তাহা হইলে উক্ত সূত্রত্রয় বক্ষ্যমাণ প্রকারে যোজিত হইবে। [প্রতিজ্ঞা…

লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ"। ইদমত্র প্রতিজ্ঞাতম্, "আত্মনি বিদিতে সর্ব্বমিদং বিদিতং ভবতি" "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি চ। উপপাদিতঞ্চ সর্ব্বস্য নামরূপকর্ম্মপ্রপঞ্চস্যৈকপ্রসবত্বাদেকপ্রলয়ত্বাচ্চ। দুন্দুভ্যাদি-দৃষ্টান্তৈশ্চ কার্য্যকারণয়োরব্যতিরেকপ্রতিপাদনাৎ তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধিং সূচয়ত্যেতল্লিঙ্গং, যৎ—মহতো ভূতস্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থানং বিজ্ঞানাত্মভাবেন কথিতমিত্যাশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্যতে। অভেদে হি সত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতমবকল্পত-ইতি॥ "উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ।" উৎক্রমিষ্যতঃ—জ্ঞানধ্যানাদিসামর্থ্যাৎ সম্প্রসন্নস্য পরেণাত্মনৈক্যসম্ভবাদিদমভেদা-ভিধানমিত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে॥ "অবস্থিতেরিতি কাশ-কৃৎস্নঃ"॥ অস্যৈব পরমাত্মনোঽনেনাপি বিজ্ঞানাত্মভাবেনাবস্থানা-দুপপন্নমিদমভেদাভিধানমিতি কাশকৃৎস্ন আচার্য্যো মন্যতে।

ননূচ্ছেদাভিধানমেতৎ—"এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যে-বানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" ইতি, কথমেতদভেদাভিধানম্।

কেন বিজানীয়াদিতি শক্যো নিষেদ্ধুম্। ভেদাভেদপক্ষে বা ঐকান্তিকে বা ভেদে সর্ব্বমেতদদ্বৈতাশ্রয়মশক্যমিত্যবধারণস্যার্থঃ।

মন্যতে] যথা—২০ সূত্রে প্রতিজ্ঞা এই—"আত্মা বিদিত হইলে সমস্ত বিদিত হয়।" এবং "এই যে আত্মা, ইনিই এই সমস্ত।" এ আত্মাই জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তি-প্রলয়স্থান এবং দুন্দুভির দৃষ্টান্তে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন—এক, এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি—ভূতসমূহ হইতে মহত্তত্ত্বের উত্থান বর্ণনার দ্বারা সূচিত হয়, ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত। জীব ও পরমাত্মা এক, অভিন্ন, এই পক্ষেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয়। পরে ২১ সূত্র। ২১ সূত্রের যোজনা এইরূপ—জীব উৎক্রান্তিকালে (মোক্ষ-কালে) ধ্যান-বিজ্ঞানাদির দ্বারা স্বচ্ছ হয়, নিরুপাধি হয়, সে ভাবে ও সে কালে অভেদ। এই অভেদই উক্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, ইহা ঔড়ুলোমি মুনির মত। ২২ সূত্রের যোজনা এই যে, পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত; সুতরাং ঐ অভেদোক্তি যুক্তিযুক্ত। এ অর্থ কাশকৃৎস্ন মুনির অভিপ্রেত।

ননু···ইতি] যদি বল, মহদ্ভূত ভূতসমূহ হইতে উত্থিত হন, আবার সে সকলের বিনাশে বিনষ্ট হন, বিনষ্ট হন বলিয়া সংজ্ঞা (জ্ঞান) থাকে না, এ কথায়

নৈষ দোষঃ। বিশেষবিজ্ঞানবিনাশাভিপ্রায়মেতদ্বিনাশাভিধানং, নাত্মোচ্ছেদাভিপ্রায়ম্। "অত্রৈব মা ভগবানমূমুহৎ—ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি"—ইতি পর্য্যনুযুজ্য স্বয়মেব শ্রুত্যার্থান্তরস্য দর্শিতত্বাৎ। "ন বা অরেঽহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা, মাত্রাসংসর্গস্ত্বস্য ভবতি"ইতি। এতদুক্তং ভবতি—কূটস্থ-নিত্য এবায়ং বিজ্ঞানঘন আত্মা, নাস্যোচ্ছেদপ্রসঙ্গোঽস্তি, মাত্রা-ভিস্ত্বস্য ভূতেন্দ্রিয়লক্ষণাভিরবিদ্যাকৃতাভিরসংসর্গো বিদ্যয়া ভবতি। সংসর্গাভাবে চ তৎকৃতস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যাভাবান্ন প্রেত্য সংজ্ঞা-স্তীত্যুক্তমিতি।

যদপ্যুক্তং বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি কর্ত্তৃবচনেন শব্দেনোপসংহারাদ্বিজ্ঞানাত্মন এবেদং দ্রষ্টব্যত্বমিতি, তদপি কাশ-কৃৎস্নীয়েনৈব দর্শনেন পরিহরণীয়ম্।

অপি চ, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি"

ন কেবলং কাশকৃৎস্নীয়-দর্শনাশ্রয়ণেন ভূতপূর্ব্বগত্যা বিজ্ঞাতৃত্বম্, অপি তু শ্রুতি-পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়াপ্যেবমেবেত্যাহ—"অপি চ যত্র হি" ইতি।

জীবপরমাত্মার অভেদ বলা হয় নাই, প্রত্যুত জীবের উচ্ছেদই বলা হইয়াছে। ইহাতে আমরা বলি, তাহা নহে। ঐ প্রকার বলায় দোষ হয় নাই। কেন-না, ঐ বিনাশোক্তি আত্মবিনাশ অভিপ্রায়ে উচ্চারিত নহে, বিশেষবিজ্ঞানের (ভিন্ন-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞানের) অভাব অভিপ্রায়েই উচ্চারিত। কারণ, উহারই পরে "ভগবন্, এই স্থানেই আমার মোহ উৎপাদন করিয়াছেন। বিনাশ হয় ও সংজ্ঞা থাকে না, এই কথাটিই মোহের কারণ।" এইরূপ কথা আছে। শ্রুতি ঐ কথার প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, "আমি মোহ বলি নাই, না বুঝিবার কথা বলি নাই। আত্মার বিনাশ হয় না, আত্মার উচ্ছেদ হয় না, তাঁহার সহিত ভূতে-ন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক থাকে না মাত্র।" [এতদুক্তং···মিতি] এ বাক্যে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মা কূটস্থনিত্য, বিজ্ঞানঘন, (কেবল বা ঘনচৈতন্য); সুতরাং তাঁহার বিনাশ-সম্ভাবনা নাই, তবে অবিদ্যার দ্বারা তাঁহার সহিত আবিদ্যক ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্ক হয়, তাই তৎকালে ভ্রান্ত বিশেষবিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, আবার সম্পর্কের অভাবে সে সকল বিশেষ বিজ্ঞানের অভাব হয়। শ্রুতি ঈদৃশ বিশেষবিজ্ঞানাভাবই "সংজ্ঞা থাকে না" এই কথার দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।

[যদপ্যুক্তম্···গম্যতে] উপসংহারে "যিনি সকলের জ্ঞাতা—তাঁহাকে কি দিয়া জানিবে?" এইরূপ কর্ত্তৃবোধক বাক্য থাকায় জীবাত্মারই দর্শনাদি বিধান হইয়াছে, এ মত বা আপত্তি কাশকৃৎস্নীয় মতের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে।

ইত্যারভ্যাবিদ্যাবিষয়ে তস্যৈব দর্শনাদিলক্ষণং বিশেষবিজ্ঞানং প্রপঞ্চ্য, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিনা বিদ্যাবিষয়ে তস্যৈব দর্শনাদিলক্ষণস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যাভাবমভিদধাতি। পুনশ্চ বিষয়াভাবেঽপ্যাত্মানং বিজানীয়াদিত্যাশঙ্ক্য "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইত্যাহ। ততশ্চ বিশেষবিজ্ঞানাভাবোপপাদনপরত্বাদ্বাক্যস্য বিজ্ঞানধাতুরেব কেবলঃ সন্ ভূতপূর্ব্বগত্যা কর্ত্তৃবচনেন তৃচা নির্দ্দিষ্ট ইতি গম্যতে। দর্শিতস্তু পুরস্তাৎ কাশকৃৎস্নীয়স্য মতস্য শ্রুতিমত্ত্বম্। অতশ্চ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্মনোরবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপরচিতদেহাদ্যুপাধিনিমিত্তো ভেদো ন পারমার্থিক ইত্যেষোঽর্থঃ সর্ব্বৈর্ব্বেদান্তবাদি-

---

কস্মাৎ পুনঃ কাশকৃৎস্নস্য মতমাস্থীয়তে নেতরেষামাচার্য্যাণামিত্যত আহ—"দর্শিতস্তু পুরস্তাৎ" ইতি। কাশকৃৎস্নীয়স্য মতস্য শ্রুতিপ্রবন্ধোপন্যাসেন পুনঃ শ্রুতিমত্ত্বং স্মৃতিমত্ত্বঞ্চোপসংহারোপক্রমমাহ—"অতশ্চ" ইতি। ক্বচিৎ পাঠ আতশ্চেতি। তস্যাবশ্যঞ্চেত্যর্থঃ। জননজরামরণভীতয়ো বিক্রিয়াস্তাসাং সর্ব্বাসাং

আরও দেখ, শ্রুতি "যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, দ্বৈতবিভ্রম থাকে, তখনই ভেদদৃষ্টি হয় বা থাকে" এইরূপ এইরূপ বাক্যে, অবিদ্যাকালে যাহার দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞান থাকা বর্ণন করিয়াছেন—বিদ্যাকালে তাহারই "যখন এ সমস্ত তাহার আত্মভূত হয়—তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" এবম্প্রকার বাক্যে সেই দর্শনাদিলক্ষণ বিশেষবিজ্ঞানের অভাব উপদেশ করিয়াছেন। পুনর্ব্বার "বিষয় না থাকুক, আপনাকেই দেখিবে?" এইরূপ প্রশ্ন বা আশঙ্কা উত্থাপনপূর্ব্বক বলিয়াছেন—সর্ব্ববিজ্ঞাতাকে আবার কে কি দিয়া বিজ্ঞাত হইবে।" এই সকল বাক্যের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ঐ বিনাশবাক্য বিশেষবিজ্ঞানেরই অভাববোধক। বিজ্ঞান-ধাতু অর্থাৎ কেবল ঘনচৈতন্য আত্মা বস্তুতঃ অকর্ত্তা হইলেও শ্রুতি তাহার পূর্ব্বাবস্থা (অবিদ্যাবস্থা) লক্ষ্য করতঃ কর্ত্তৃবাচী তৃচ্-প্রত্যয়ের প্রয়োগ (বি+জ্ঞা+কর্ত্তৃবাচ্যে তৃচ্=বিজ্ঞাতা এই প্রয়োগ) করিয়াছেন।

[দর্শিতস্তু…রূপাদ্যঃ] কাশকৃৎস্ন মুনির মতই যে, শ্রুতিমূলক—তাহা দেখান হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে যে, জীব-পরমাত্মার ভেদ ঔপাধিক অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত দেহাদি উপাধি-নিমিত্তক। এই অর্থ সমস্ত বেদান্তবাদীর অবশ্য স্বীকার্য্য। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রুতি স্মৃতি উভয়বিধ প্রমাণই বিদ্যমান আছে। শ্রুতি যথা—"এ সমস্তই আত্মা।" "এ সমুদায়ই ব্রহ্ম।" "এই যে আত্মা—

ভিরভ্যুপগন্তব্যঃ। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং" "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" ইত্যেবংরূপাভ্যঃ শ্রুতিভ্যঃ, স্মৃতিভ্যশ্চ—

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিদম্",

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।"

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্"

ইত্যেবংরূপাভ্যঃ। ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ "অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ," "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যেবঞ্জাতীয়কাৎ। "স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম" ইতি চাত্মনি সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ। অন্যথা চ মুমুক্ষূণাং নিরপবাদবিজ্ঞানানুপপত্তেঃ সুনিশ্চিতার্থানুপপত্তেশ্চ।

মহানজ ইত্যাদিনা প্রতিষেধঃ, পরিণামপক্ষেঽন্যস্য চান্যভাবপক্ষে ঐকান্তিকাদ্বৈত-প্রতিপাদনপরা একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদয়ো দ্বৈতদর্শননিন্দাপরাশ্চ অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীত্যাদয়ো জন্মজরাদিবিক্রিয়াপ্রতিষেধপরাশ্চৈষ মহানজঃ ইত্যাদয়ঃ শ্রুতয় উপরুধ্যেরন্। অপি চ যদি জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদাবাস্থীয়েয়াতাং, ততস্তয়োর্মিথোবিরোধাৎ সমুচ্চয়াভাবাদেকস্য বলীয়স্ত্বে নাত্মনি নিরপবাদং বিজ্ঞানং জায়েত, বলীয়সৈকেন দুর্ব্বলপক্ষাবলম্বিনো জ্ঞানস্য বাধনাৎ। অথ ত্বগৃহ্যমাণ-বিশেষতয়া ন বলাবলাবধারণং, ততঃ সংশয়ে সতি ন সুনিশ্চিতার্থমাত্মনি জ্ঞানং ভবেৎ, সুনিশ্চিতার্থঞ্চ জ্ঞানং মোক্ষোপায়ঃ শ্রূয়তে 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ' ইতি। তদেতদাহ—"অন্যথা মুমুক্ষূণাং" ইতি। একত্বমনুপশ্যত ইতি শ্রুতিন পুনরেকত্বানেকত্বে অনুপশ্যতি ইতি। ননু যদি ক্ষেত্রজ্ঞ-পরমাত্মনোরভেদো-ভাবিকঃ, কথং তর্হি ব্যপদেশবুদ্ধিভেদৌ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মেতি, কথঞ্চ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-

---

ইনিই এ সকল।" "ইহা হইতে পৃথক্ দ্রষ্টা নাই।" ইত্যাদি। স্মৃতি যথা—"এ সমস্তই বাসুদেব।" "হে ভারত, আমাকেই তুমি সমুদয় ক্ষেত্রের (দেহের) ক্ষেত্রজ্ঞ (জীব) বলিয়া জান। আমিই পরমেশ্বর, আমিই যুগপৎ সমুদয় ভূতে বাস করিতেছি।" ইত্যাদি। [ভেদ···স্মৃতেশ্চ] "যে ব্যক্তি ব্রহ্ম এক বস্তু, আমি অন্য বস্তু, এইরূপ জানে,—সে ব্রহ্ম জানে না। যে পুরুষ আপনাতে মিথ্যা ভেদ দর্শন করে—সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।" শ্রুতি এইরূপে ভেদজ্ঞানের নিন্দা করিয়াছেন, এবং "এই আত্মা মহান্, জন্মরহিত, জরামরণবর্জ্জিত, নিত্যমুক্ত, অভয় ও ব্রহ্ম" এইরূপে তাঁহাতে ক্রিয়া প্রতিষেধও করিয়াছেন। উহা অনঙ্গীকার করিলে মুমুক্ষু পুরুষের সম্যক্ জ্ঞান ও সুনিশ্চিতার্থ-শ্রুতি অনুপপন্ন হইবে।

নিরপবাদং হি বিজ্ঞানং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষানিবর্ত্তকমাত্মবিষয়ম্ ইষ্যতে, "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ" ইতি চ শ্রুতেঃ, "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইতি চ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণস্মৃতেশ্চ।

স্থিতে চ পরমাত্মক্ষেত্রজ্ঞাত্মৈকত্ববিষয়ে সম্যগ্দর্শনে ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমাত্মেতি নামমাত্রভেদাৎ ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়ং পরমাত্মনো ভিন্নঃ, পরমাত্মায়ং ক্ষেত্রজ্ঞাদ্ভিন্ন ইত্যেবঞ্জাতীয়ক আত্মভেদবিষয়োঽয়ং নির্ব্বন্ধো নিরর্থকঃ। একো হ্যয়মাত্মা নামমাত্রভেদেন বহুধাভিধীয়ত ইতি।

মুক্তস্বভাবস্য ভগবতঃ সংসারিতা। অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধিবশাদিতি চেৎ, কস্যেয়মবিদ্যা? ন তাবজ্জীবস্য, তস্য পরমাত্মনো ব্যতিরেকাভাবাৎ, নাপি পরমাত্মনঃ, তস্য বিদ্যৈকরসস্যাবিদ্যাশ্রয়ত্বানুপপত্তেঃ।

তদত্র সংসারিত্বাসংসারিত্ববিদ্যাবিদ্যাবত্ত্বরূপ-বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাদ্বুদ্ধিব্যপদেশভেদাচ্চাস্তি জীবেশ্বরয়োর্ভেদোঽপি ভাবিক ইত্যত আহ—"স্থিতে চ পরমাত্মক্ষেত্রজ্ঞাত্মৈকত্বে" ইতি। ন তাবদ্ভেদাভেদাবেকত্র ভাবিকৌ ভবিতুমর্হত ইতি বিপঞ্চিতং প্রথমে পাদে। দ্বৈতদর্শননিন্দয়া চৈকান্তিকাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরাঃ পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনয়া সর্ব্বে বেদান্তাঃ প্রতীয়ন্তে। তত্র যথা বিম্বাদবদাতাত্তাত্ত্বিকে প্রতিবিম্বানামভেদেঽপি নীলমণিকৃপাণকাচাদ্যুপধানভেদাৎ কাল্পনিকো জীবানাং ভেদো বুদ্ধিব্যপদেশভেদৌ বর্ত্তয়তি—ইদং বিম্বমবদাতমিমানি চ প্রতিবিম্বানি নীলোৎপলপলাশশ্যামলানি বৃত্তদীর্ঘাদিভেদভাঞ্জি বহূনীতি, এবং পরমাত্মনঃ শুদ্ধস্বভাবাজ্জীবানামভেদ ঐকান্তিকেঽপ্যনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যোপধানভেদাৎ কাল্পনিকো জীবানাং ভেদো বুদ্ধিব্যপদেশভেদৌ—অয়ঞ্চ পরমাত্মা শুদ্ধবিজ্ঞানানন্দস্বভাবঃ, ইমে চ জীবা অবিদ্যা শোকদুঃখাদ্যুপদ্রবভাজ ইতি বর্ত্তয়তি। অবিদ্যোপধানঞ্চ যদ্যপি বিদ্যাস্বভাবে পরমাত্মনি ন সাক্ষাদস্তি, তথাপি তৎপ্রতিবিম্বকল্পজীবদ্বারেণ পরস্মিন্নুচ্যতে। ন চৈবমন্যোন্যাশ্রয়ো জীববিভাগাশ্রয়াবিদ্যা, অবিদ্যাশ্রয়শ্চ জীববিভাগ ইতি, বীজাঙ্কুরবদনাদিত্বাৎ। অতএব কামুদ্দিশ্যৈব ঈশ্বরো মায়ামারচয়ত্যনর্থিকাম্, উদ্দেশ্যানাং সর্গাদৌ জীবানামভাবাৎ, কথঞ্চাত্মানং সংসারিণং বিবিধবেদনাভাজং কুর্য্যাদিত্যাদ্যনুযোগো নিরবকাশঃ। ন খল্বাদিমান্ সংসারো নাপ্যাদিমানবিদ্যাজীববিভাগঃ, যেনানুযুজ্যেতেতি। অত্র চ নামগ্রহণেনাবিদ্যামুপলক্ষয়তি। স্যাদেতৎ। যদি ন জীবাদ্ ব্রহ্ম ভিদ্যতে, হন্ত জীবঃ স্ফুট ইতি ব্রহ্মাপি তথা স্যাৎ। তথা চ

কারণ, আত্মবিষয়ক নিরপবাদ (অবাধিত) জ্ঞানই সকল আকাঙ্ক্ষার নিবর্ত্তক। "বেদান্তজনিত জ্ঞান-বিশেষের দ্বারা সুনিশ্চিতার্থ অর্থাৎ অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞ যতিগণ" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতে ও "তখন সেই অদ্বয়দর্শীর শোকই বা কি! মোহই বা কি!" ইত্যাদি ইত্যাদি স্মৃতিতে আত্মাদ্বৈতই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

[স্থিতে…নামভেদ ইতি] যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, অভিন্ন, এই জ্ঞানই

ন হি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্" ইতি কাঞ্চিদেবৈকাং গুহামধিকৃত্যৈতদুক্তম্। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যো গুহায়াং নিহিতোঽস্তি, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"ইতি স্রষ্টুরেব প্রবেশশ্রবণাৎ। যে তু নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি, তে বেদান্তার্থং বাধ-

---

নিহিতং গুহায়ামিতি নোপপদ্যত ইত্যত আহ—"ন হি সত্যম্" ইতি। যথা হি বিম্বস্য মণিকৃপাণাদয়ো গুহা এবং ব্রহ্মণোঽপি প্রতিজীবং ভিন্না অবিদ্যা গুহা ইতি। যথা প্রতিবিম্বেষু ভাসমানেষু বিম্বং তদভিন্নমপি গুহমেবং জীবেষু ভাসমানেষু তদভিন্নমপি ব্রহ্ম গুহম্। অস্তু তর্হি ব্রহ্মণোঽন্যদ্ গুহমিত্যত আহ—"ন চ ব্রহ্মণোঽন্য" ইতি। যে ত্বাশ্মরথ্যপ্রভৃতয়ঃ "নির্ব্বন্ধং কুর্ব্বন্তি, তে বেদান্ত্যর্থম্" ইতি। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মনা ভাগশো বা পরিণামাভ্যুপগমে তস্য কার্য্যত্বাদনিত্যত্বাচ্চ তদাশ্রিতো মোক্ষোঽপি তথা স্যাৎ। যদি ত্বেবমপি মোক্ষং নিত্যমকৃতকং ব্রূয়ুস্তত্রাহ—"ন্যায়েন" ইতি। এবং যে নদীসমুদ্রনিদর্শনেনামুক্তের্ভেদং মুক্তস্য বাভেদং জীবস্যাস্থিষত, তেষামপি ন্যায়েনাসঙ্গতিঃ। নো জাতু ঘটঃ পটো ভবতি। নন্বুক্তং যথা নদী সমুদ্রোভবতীতি। কা পুনর্নদ্যভিমতাহ আয়ুষ্মতঃ। কিং পাথঃপরমাণবঃ? উতৈষাং সংস্থানভেদঃ? আহোস্বিত্তদারব্ধোঽবয়বী। তত্র সংস্থানভেদস্য বা অবয়বিনো বা সমুদ্রনিবেশে বিনাশাৎ কস্য সমুদ্রেণৈকতা? নদীপাথঃপরমাণূনাস্তু সমুদ্রপাথঃপরমাণুভ্যঃ পূর্ব্বাবস্থিতেভ্যো ভেদ এব নাভেদঃ। এবং সমুদ্রাদপি তেষাং ভেদ এব। যে তু কাশকৃৎস্নীয়মেব মতমাস্থায় জীবং পরমাত্মনোঽংশমাচখ্যুস্তেষাং কথং 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং' ইতি ন শ্রুতিবিরোধঃ। নিষ্কলমিতি সাবয়বত্বং ব্যাসেধি, ন তু সাংশত্বম্। অংশশ্চ জীবঃ পরমাত্মনো নভস ইব কর্ণনেমিমণ্ডলাবচ্ছিন্নং নভঃ শব্দশ্রবণযোগ্যং, বায়োরিব চ শরীরাবচ্ছিন্নঃ পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণ ইতি চেৎ, ন তাবন্নভো নভসোঽংশস্তস্য তত্ত্বাৎ। কর্ণনেমিমণ্ডলাবচ্ছিন্নমংশ ইতি চেৎ, হন্ত তর্হি প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন কর্ণনেমিমণ্ডলং বা তৎসংযোগো বেত্যুক্তং ভবতি, ন চ কর্ণনেমিমণ্ডলং তস্যাংশস্তস্য ততো ভেদাৎ। তৎসংযোগো নভোধর্ম্মত্বাত্তস্যাংশ ইতি চেৎ, ন। অনুপপত্তেঃ। নভোধর্ম্মত্বে হি তদনবয়বং সর্ব্বত্রাভিন্নমিতি তৎসংযোগঃ সর্ব্বত্র প্রথেত। ন হ্যস্তি সম্ভবোঽনবয়বমব্যাপ্য বর্ত্তত ইতি। তস্মাত্তত্রাপি চেদ্ব্যাপ্যেব। ন চেদ্ব্যাপ্নোতি; তত্র নাস্ত্যেব। ব্যাপ্যেবাস্তু, কেবলং প্রতিসম্বন্ধাধীননিরূপণতয়া ন সর্ব্বত্র নিরূপ্যত ইতি চেৎ, ন নাম নিরূপ্যতাম্, তৎসংযুক্তন্তু নভঃ শ্রবণযোগ্যং সর্ব্বত্রাস্তীতি সর্ব্বত্র শ্রবণপ্রসঙ্গঃ। ন চ ভেদাভেদয়োরন্যতরেণাংশঃ শক্যো নির্ব্বক্তুম্। ন চোভাভ্যাম্। বিরুদ্ধয়োরেকত্রাসমবায়াদিত্যুক্তম্। তস্মাদনির্ব্বচনীয়ানাদ্যবিদ্যা-

---

সম্যক্ জ্ঞান হইল, তাহা হইলে মাত্র জীব ও পরম এই দুইটী নামেরই কেবল প্রভেদ, বস্তুর প্রভেদ হইল না। অতএব, পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন, এই পক্ষ প্রতিপাদনের চেষ্টা বা আগ্রহ নিরর্থক। ঐ আগ্রহে কোনও সুফল ফলিবে না। এক আত্মাই নামভেদে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

মানাঃ শ্রেয়োদ্বারং সম্যগ্দর্শনমেব বাধন্তে, কৃতকমনিত্যঞ্চ মোক্ষং কথয়ন্তি, ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্ত ইতি ॥ ১। ৪। ২২ ॥

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥১।৪।২৩॥*

যথাভ্যুদয়হেতুত্বাৎ ধর্ম্মো জিজ্ঞাস্য এবং নিঃশ্রেয়সহেতুত্বাদ্ ব্রহ্মাপি জিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তম্। ব্রহ্ম চ জন্মাদ্যস্য যত ইতি

পরিকল্পিত এবাংশো নভসো ন ভাবিক ইতি যুক্তম্। ন চ কাল্পনিকো জ্ঞানমাত্রায়ত্তজীবিতঃ কথমবিজ্ঞায়মানোঽস্তি। অসংশ্চাংশঃ কথং শব্দশ্রবণলক্ষণায় কার্য্যায় কল্পতে। ন জাতু রজ্জ্বামজ্ঞায়মান উরগো ভয়কম্পাদিকার্য্যায় পর্য্যাপ্ত ইতি বাচ্যম্। অজ্ঞাতত্বাসিদ্ধেঃ। কার্য্য-ব্যঙ্গ্যত্বাদস্য। কার্য্যোৎপাদাৎ পূর্ব্বমজ্ঞাতং কথং কার্য্যোৎপাদাঙ্গমিতি চেৎ। ন। পূর্ব্বপূর্ব্বকার্য্যোৎপাদ-ব্যঙ্গ্যত্বাদসত্যপি জ্ঞানে তৎসংস্কারানুবৃত্তেরনাদিত্বাচ্চ কল্পনা তৎসংস্কারপ্রবাহস্য। অস্তু বানুপপত্তিরেব কার্য্যকারণয়োর্মায়াত্মকত্বাৎ। অনুপপত্তির্হি মায়ামুপোদ্বলয়তি। অনুপপদ্যমানার্থত্বাম্মায়ায়াঃ। অপি চ ভাবিকাংশবাদিনাং মতে ভাবিকাংশস্য জ্ঞানেনোচ্ছেত্তুমশক্যত্বান্ন জ্ঞানধ্যানসাধনো মোক্ষঃ স্যাৎ। তদেবমাকাশাংশ ইব শ্রোত্রমনির্ব্বচনীয়ম্, এবং জীবো ব্রহ্মণোঽংশ ইতি কাশকৃৎস্নীয়ং মতমিতি সিদ্ধম্॥ ১। ৪। ২২॥

স্যাদেতৎ। বেদান্তানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ে দর্শিতে সমাপ্তং সমন্বয়লক্ষণমিতি কিমপরমবশিষ্যতে, যদর্থমিদমারভ্যত ইতি শঙ্কাং নিরাকর্ত্তুং সঙ্গতিং দর্শয়ন্

অপিচ, "যে উপাসক গুহানিহিত সত্য জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মকে জানেন" এ শ্রুতি জীবস্থানাতিরিক্ত অন্য কোন স্থান (ব্রহ্মের স্থান) বলেন নাই। ব্রহ্মই গুহানিহিত অন্য কেহ গুহানিহিত নহে। (গুহা=বুদ্ধি। অথবা বেদান্তসংস্কৃত জ্ঞান)। হেতু এই যে, শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম এ সকল সৃষ্টি করিয়া এ সকলে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। যিনি করিয়াছেন, তিনিই জীবরূপে দেহপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহাই ফলিতার্থ। ঐ অর্থের দ্বারা সিদ্ধ হয়, ব্রহ্মই জীব। যাঁহারা জীবকে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিবার জন্য ব্যগ্র, তাঁহারা বেদান্তার্থের বাধা প্রদান করেন, করিয়া মুক্তির দ্বারস্বরূপ সম্যক্ জ্ঞানকে নষ্ট করেন। ঐ সকল লোক মোক্ষকে জন্য অর্থাৎ উৎপাদ্য বিবেচনা করেন, সুতরাং অনিত্য বলেন। তাঁহাদের মত ন্যায়বাধিত অর্থাৎ যুক্তিসহ নহে॥ ১। ৪। ২২॥

অভ্যুদয়ের (স্বর্গাদির) মূল ধর্ম্ম যেমন বিচারণীয়, তেমনি মোক্ষের উপায়ভূত ব্রহ্মও বিচারণীয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের লক্ষণ প্রথমের দ্বিতীয় সূত্রে

---

* চ-শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। প্রকৃতিরুপাদানম্। শ্রৌতপ্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তয়োরনুপরোধাৎ হেতোঃ নিমিত্তমুপাদানমপি ব্রহ্মেত্যঙ্গীকার্য্যঃ।

ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান-কারণ, ইহা প্রতিজ্ঞার ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সাধিত হয়, ইহা অস্বীকার করিলে প্রতিজ্ঞার বাধ ও দৃষ্টান্তের হানি হইবে।

লক্ষিতম্। তচ্চ লক্ষণং ঘটরুচকাদীনাং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ প্রকৃতিত্বে, কুলালসুবর্ণকারাদিবন্নিমিত্তত্বে চ সমানম্—ইত্যতো ভবতি বিমর্শঃ কিমাত্মকং পুনর্ব্রহ্মণঃ কারণত্বং স্যাদিতি। তত্র নিমিত্ত-কারণমেব তাবৎ কেবলং স্যাদিতি প্রতিভাতি। কস্মাৎ? ঈক্ষাপূর্ব্বককর্তৃত্বশ্রবণাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বকং হি ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বমবগম্যতে, "স ঈক্ষাঞ্চক্রে, স প্রাণমসৃজত" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ। ঈক্ষা-পূর্ব্বকঞ্চ কর্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষ্বেব কুলালাদিষু দৃষ্টম্। অনেক-কারকপূর্ব্বিকা চ ক্রিয়াফলসিদ্ধির্লোকে দৃষ্টা। স চ ন্যায় আদি-কর্তর্য্যপি যুক্তঃ সংক্রাময়িতুম্। ঈশ্বরত্বপ্রসিদ্ধেশ্চ। ঈশ্বরাণাং হি রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্তকারণত্বমেব কেবলং প্রতীয়তে,

---

অবশেষমাহ—"যথাভ্যুদয়" ইতি। অত্র চ লক্ষণস্য সঙ্গতিমুক্ত্বা লক্ষণেনাস্যা-ধিকরণস্য সঙ্গতিরুক্তা। এতদুক্তং ভবতি। সত্যং জগৎকারণে ব্রহ্মণি বেদান্তা-নামুক্তঃ সমন্বয়ঃ তত্র কারণভাবস্যোভয়থা দর্শনাৎ জগৎকারণত্বং ব্রহ্মণঃ কিং নিমিত্ত-ত্বেনৈব, উতোপাদানত্বেনাপি। তত্র যদি প্রথমঃ পক্ষস্তত উপাদানকারণানুসরণে সাংখ্যস্মৃতিসিদ্ধং প্রধানমভ্যুপেয়ম্। তথা চ "জন্মাদ্যস্য যত" ইতি ব্রহ্মলক্ষণমসাধু, অতিব্যাপ্তেঃ, প্রধানেঽপি গতত্বাৎ, অসম্ভবাদ্বা। যদি তূত্তরঃ পক্ষস্ততো নাতি-ব্যাপ্তির্নাপ্যব্যাপ্তিরিতি সাধু লক্ষণম্। সোঽয়মবশেষঃ। তত্র—

"ঈক্ষাপূর্ব্বককর্তৃত্বং প্রভুত্বমসরূপতা।
নিমিত্তকারণেষ্বেব নোপাদানেষু কর্হিচিৎ॥"

তদিদমাহ—"তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ" ইতি। আগমস্য কারণ-মাত্রে পর্য্যবসানাদনুমানস্য তদ্বিশেষনিয়মমাগমো ন প্রতিক্ষিপতি, অপি ত্বনু-মন্যত এবেত্যাহ—"পারিশেষ্যাদ্‌ব্রহ্মণোঽন্যৎ" ইতি। ব্রহ্মোপাদানত্বস্য

বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম জগতের কারণ, কিন্তু কিরূপ কারণ, তাহা তাহাতে বলা হয় নাই। নিমিত্ত কারণও কারণ, উপাদান কারণও কারণ; সুতরাং সংশয় হয়, ব্রহ্ম কি ঘটাদি কার্য্যের প্রতি মৃত্তিকাদি কারণের ন্যায় উপাদান কারণ? না কুলালাদি কারণের ন্যায় নিমিত্ত কারণ? [তত্র···মেব] শ্রুতি দেখিলে আপাতপ্রতীতি হয়, ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণই, উপাদান কারণ নহেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম আলোচনাপূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা—"তিনি আলোচনা করিলেন। পরে প্রাণ-সৃষ্টি করিলেন।" যে কর্তৃত্ব আলোচনাপূর্ব্বক, সে কর্তৃত্ব নিমিত্ত কারণের অন্তর্গত, ইহা ঘটকর্ত্তা কুম্ভকারা-দিতে দৃষ্ট হইতেছে। অপিচ, প্রত্যেক কর্তাকেই বহুকারক ব্যাপারের অনন্তর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায়। এই যুক্তি (নিয়ম) আদিকর্তাতেও গ্রাহ্য।

তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্তকারণত্বমেব যুক্তং প্রতিপত্তুম্। কার্য্যঞ্চেদং জগৎ সাবয়বমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে, কারণেনাপি তস্য তাদৃশেনৈব ভবিতব্যম্, কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যদর্শনাৎ। ব্রহ্ম চ নৈবংলক্ষণমবগম্যতে, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। পারিশেষ্যাদ্ ব্রহ্মণোঽন্য-কারণমশুদ্ধ্যাদিগুণকং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যুপগন্তব্যম্। ব্রহ্মকারণত্ব-শ্রুতের্নিমিত্তত্বমাত্রে পর্য্যবসানাদিতি।

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ,—প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপ-গন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ ; ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব। কস্মাৎ ?

প্রসক্তস্য প্রতিষেধেঽন্যত্রাপ্রসঙ্গাৎ সাংখ্যস্মৃতি-প্রসিদ্ধমানুমানিকং প্রধানং শিষ্যত-ইতি। একবিজ্ঞানেন চ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানম্ 'উত তমাদেশম্' ইত্যাদিনা, যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেনেতি চ দৃষ্টান্তঃ পরমাত্মনঃ প্রাধান্যং সূচয়তঃ। যথা সোম্যৈকেন জ্ঞাতেন সর্ব্বে কঠা জ্ঞাতা ভবন্তি।

এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। প্রকৃতিশ্চ। ন কেবলং ব্রহ্ম নিমিত্তকারণং। কুতঃ। প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তয়োরনুপরোধাৎ। নিমিত্তকারণত্বমাত্রে তু তাবুপরুধ্যেয়াতাম্। তথাহি—

(তাৎপর্য্য এই যে, যাহা উপাদান—তাহা কার্য্য হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন)। তিনি ঈশ্বর, সুতরাং তিনি নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন। মনুষ্যের রাজা ও দেবতার রাজা, ইহারা ক্ষুদ্র ঈশ্বর, ইহারা যেমন লৌকিক কার্য্যের প্রতি নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন, তেমনি পরমেশ্বর ও জগৎকার্য্যের নিমিত্ত কারণই, উপাদান কারণ নহেন। আরও দেখ, এই জগৎকার্য্য সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ (বিকারী)। দেখা যায়, প্রত্যেক কার্য্য উপাদানের অনুরূপ, সুতরাং ইহার উপাদানও ইহার অনুরূপ (সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ), ইহা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়, ব্রহ্ম ইহার অনুরূপ নহেন, অর্থাৎ তিনি সাবয়ব, অচেতন ও অশুদ্ধ নহেন, (সুতরাং ব্রহ্ম ইহার উপাদানও নহেন)। যথা—"ব্রহ্ম নির-বয়ব, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, (পূর্ণ), আনন্দরূপ ও নিরঞ্জন (শুদ্ধ)।" অতএব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে, যাহা অশুদ্ধ, অচেতন ও সাবয়ব,—যাহা সাংখ্যস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ,—তাহাকেই ইহার উপাদান বলা উচিত। শ্রুতি যে, ব্রহ্মকে কারণ বলিয়াছেন, তাহা নিমিত্তকারণে পর্য্যবসান করা উচিত।

[এবং…রুধ্যেত] পূর্ব্বপক্ষের উপর আমরা বলিতেছি—ব্রহ্মকেই উপাদান ও নিমিত্ত উভয়বিধ কারণ বলা উচিত। তিনি যে, কেবল নিমিত্তকারণ, তাহা নহে। ঐরূপ বলিবার হেতু এই যে, প্রতিজ্ঞার ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধ, অর্থাৎ

প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। এবং হি প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তৌ শ্রৌতৌ নোপরুধ্যেতে। প্রতিজ্ঞা তাবৎ, "উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইতি। তত্র চৈকেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যদবিজ্ঞাতমপি বিজ্ঞাতং ভবতীতি প্রতীয়তে। তচ্চোপাদানকারণবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি, উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য। নিমিত্তকারণাদব্যতিরেকস্তু কার্য্যস্য নাস্তি, লোকে তক্ষ্ণঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ। দৃষ্টান্তোঽপি "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যুপাদানকারণগোচর এবাম্নায়তে। তথা, "একেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং

"ন মুখ্যে সম্ভবত্যর্থে জঘন্যা বৃত্তিরিষ্যতে।
ন চানুমানিকং যুক্তমাগমেনাপবাধিতম্॥
সর্ব্বে হি তাবদ্বেদান্তাঃ পৌর্ব্বাপর্য্যেণ বীক্ষিতাঃ।
ঐকান্তিকাদ্বৈতপরা দ্বৈতমাত্রনিষেধতঃ॥"

তদিহাপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ মুখ্যার্থাবেব যুক্তৌ, ন তু "যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইতিবৎ গুণকল্পনয়া নেতব্যৌ, তস্যার্থবাদস্যাতৎপরত্বাৎ। প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তবাক্য-

ঐরূপ হইলেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত রক্ষিত হয়, বজায় থাকে, উপরুদ্ধ বা বাধিত হয় না। [প্রতিজ্ঞা…দর্শনাৎ] প্রতিজ্ঞা যথা—"তুমি সে উপদেশ পাইয়াছ কি? জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি? যদ্দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়?" * এই বাক্যেই প্রতীত হইতেছে যে, এমন কোন এক বস্তু আছে, যাহা জানিলে সমস্তই জানা হয় এবং সেই বস্তুই শ্রুতির উপদেশ্য বা প্রতিজ্ঞার বিষয়। একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়া উপাদান কারণজ্ঞানেই হইতে পারে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, কার্য্যমাত্রই উপাদানে অন্বিত (অর্থাৎ উপাদান হইতে অপৃথক্‌ভাবে অবস্থিত); সুতরাং উপাদান জানিলে তদন্বিত সমস্তই জানা হয়। নিমিত্ত কারণসকল অন্য দ্রব্য হইতে অত্যন্ত পৃথক্ বা ভিন্ন; সুতরাং নিমিত্তের জ্ঞানে নিমিত্তাতিরিক্তের জ্ঞান হয় না। অট্টালিকার নিমিত্তকারণ শিল্পী, তাহাকে জানিলে অট্টালিকা ও অট্টালিকার উপকরণাদি জানা হয় না। [দৃষ্টান্তো…বিধি চ] আরও দেখ, শ্রুতি "হে সোম্য, যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃন্ময় (মৃত্তিকার বা মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্য) জানা হয়, বিকারসকল নাম মাত্র, নাম সকল কেবল বাক্যস্পৃষ্ট, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, নাম সকল (ঘটাদি) মিথ্যা।" উপাদানজ্ঞানে

* অশ্রুত—যাহা কর্ণগোচর হয় নাই। শ্রুত—কর্ণগোচর বা কর্ণগোচর হওয়ার সহিত সমান। অমত—যাহা মনন-বহির্ভূত। মত—মননের সহিত সমান বা সম্বন্ধ। ইত্যাদি।

স্যাৎ, একেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ” ইতি চ। তথান্যত্রাপি, “কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি প্রতিজ্ঞা। “যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি” ইতি দৃষ্টান্তঃ। তথা, “আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্”, ইতি প্রতিজ্ঞা। “স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ” ইতি দৃষ্টান্তঃ। এবং যথাসম্ভবং প্রতিবেদান্তং প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তৌ প্রকৃতিত্বসাধনৌ প্রত্যেতব্যৌ।

‘যতঃ’ ইতীয়মপি পঞ্চমী “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে”

য়োস্তদ্বৈতপরত্বাদুপাদানকারণাত্মকত্বাচ্চোপাদেয়স্য কার্য্যজাতস্যোপাদানজ্ঞানেন তজ্জ্ঞানোপপত্তেঃ। নিমিত্তকারণস্তু কার্য্যাদত্যন্তভিন্নমিতি ন তজ্জ্ঞানে কার্য্য-জ্ঞানং ভবতি। অতো ব্রহ্মোপাদানকারণং জগতঃ। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যন্নিমিত্তকারণং জগত ইত্যপি যুক্তম্, প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধাদেব। নহি তদানীং ব্রহ্মণি জ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি জগৎ, নিমিত্তকারণস্য ব্রহ্মণোঽন্যস্য সর্ব্বমধ্যপাতিনস্তজ্-জ্ঞানেনাবিজ্ঞানাৎ।

যত ইতি চ পঞ্চমী ন কারণমাত্রে স্মর্য্যতে, অপি তু প্রকৃতৌ—জনিকর্ত্তুঃ

উদ্দেশ করিয়াই এই সকল দৃষ্টান্তের কথা বলিয়াছেন। অন্য শ্রুতিতেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখান আছে। যথা—“লৌহ জানা হইলেই লৌহজ সমুদায় দ্রব্য জানা হয়, একটী নখনিকৃন্তন (নরুন) জানিলে সমস্ত (কার্ষ্ণায়স=ইস্পাত) জানা হয়” ইত্যাদি। [তথা…তব্যৌ] অন্যান্য বেদান্তেও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে। যথা—“ভগবন্, কি জানিলে সমস্ত জানা হয়?” এই একটী প্রতিজ্ঞা। ইহার সাধক দৃষ্টান্ত এই—“যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি সকল উদ্ভূত হয়, সেইরূপ অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয়।” “হে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তই জানা হয়।” ইহাও একটী প্রতিজ্ঞা। ইহার দৃষ্টান্ত এই—“শ্রোতা যেমন দুন্দুভিবাদ্যকালে তদন্তর্গত ও তদ্বহির্গত অন্যান্য শব্দবিশেষ পৃথক্ করিয়া বুঝিতে অক্ষম হন, কেবল দুন্দুভিধ্বনি শুনিয়াই তদন্তর্গত আঘাতোত্থ ধ্বনিসমুদায় গ্রহণ করেন, বুঝিয়া লয়েন, আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানও সেইরূপ জানিবে।” অভি-প্রায় এই যে, বিশেষ জ্ঞানমাত্রই সামান্য জ্ঞানের (জাতিজ্ঞানের) অন্তর্নিবিষ্ট; তজ্জন্য সামান্যের জ্ঞানে বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যেক বেদান্তে উপাদান কারণ-বোধক ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে।

[যত…ধারণাৎ] “যতো বা ইমানি ভূতানি” শ্রুতিস্থ ‘যতঃ’ শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি আছে। তাহার অর্থ উৎপত্তির প্রকৃতি। যাহা অপাদান বা উপাদান

ইত্যত্র "জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ"ইতি বিশেষস্মরণাৎ প্রকৃতিলক্ষণ এবাপাদানে দ্রষ্টব্যা। নিমিত্তত্বন্ত্বধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদধিগন্তব্যম্। যথা হি লোকে মৃৎসুবর্ণাদিকমুপাদানকারণং কুলাল-সুবর্ণকারাদীনধিষ্ঠাতৄনপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে, নৈবং ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্য স্বতোঽন্যোঽধিষ্ঠাতাপেক্ষ্যোঽস্তি, প্রাগুৎপত্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাৎ। অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবোঽপি প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদেবোদিতো বেদিতব্যঃ। অধিষ্ঠাতরি হ্যুপাদানাদন্যস্মিন্নভ্যুপগম্যমানে পুনরপ্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্যাসম্ভবাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধ এব স্যাৎ। তস্মাদধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বমুপাদানান্তরাভাবাচ্চ প্রকৃতিত্বম্ ॥ ১ । ৪ । ২৩ ॥

কুতশ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্ব-প্রকৃতিত্বে ?—

প্রকৃতিরিতি। ততোঽপি প্রকৃতিত্বমবগচ্ছামঃ। দুন্দুভিগ্রহণং দুন্দুভ্যাঘাতগ্রহণঞ্চ তদ্গতশব্দত্বসামান্যোপলক্ষণার্থম্ ॥ ১ । ৪ । ২৩ ॥

তাহাই প্রকৃতি। তদনুসারে ঐ শ্রুতির অর্থ—যিনি জগৎ কার্য্যের উপাদান, তিনিই ব্রহ্ম। অতএব, ব্যাকরণপ্রমাণেও ব্রহ্মের উপাদানকারণতা নিশ্চয় হইতেছে। যদি বল, তবে ইহার নিমিত্তকারণ কি ? সে পক্ষে আমরা বলি, যখন অন্য অধিষ্ঠাতা (কর্ত্তা) নাই, তখন তিনিই অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্ত বা কর্ত্তা। ঘটকুণ্ডলাদির উপাদান মৃৎসুবর্ণাদি, সে সকলের অধিষ্ঠাতা কুলাল ও সুবর্ণকার, তাহাদেরই কর্ত্তৃত্বে ঐ সকল উপাদান হইতে ঘটাদি কার্য্য জন্মে, ইহা দৃষ্ট হইলেও জগদুপাদান ব্রহ্মে সে নিয়মের অভাব আছে। তিনি উপাদান হইলেও তাঁহার পৃথক্ অধিষ্ঠাতা নাই। এ কথা এই জন্য স্বীকার্য্য যে, শ্রুতি সাবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন, উৎপত্তির পূর্ব্বে এক পদার্থই ছিল, দ্বিতীয় ছিল না; (সুতরাং তিনিই নিমিত্ত ও তিনিই উপাদান।) [অধি···স্যাৎ] অন্য অধিষ্ঠাতার অভাব (না থাকা) প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ের অব্যাঘাতদৃষ্টে নির্ণীত হয়। উপাদানাতিরিক্ত অধিষ্ঠাতা (পৃথক্ নিমিত্ত কারণ) স্বীকার করিতে গেলেই এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান হওয়া অসম্ভব হইবে, এবং প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ই বাধিত হইবে। [তস্মাৎ···প্রকৃতিত্বে] প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে যে, পৃথক্ অধিষ্ঠাতা না থাকায় আত্মাই ইহার অধিষ্ঠাতা (নিমিত্ত কারণ বা কর্ত্তা), এবং অন্য উপাদান না থাকায় তিনিই ইহার উপাদান ॥ ১ । ৪ । ২৩ ॥

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ১ । ৪ । ২৪ ॥ *

অভিধ্যোপদেশশ্চাত্মনঃ কর্তৃত্ব-প্রকৃতিত্বে গময়তি। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি, "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি চ। তত্রাভিধ্যানপূর্ব্বিকায়াঃ স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তেঃ কর্ত্তেতি গম্যতে। বহু স্যামিতি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বাৎ বহুভবনাভিধ্যানস্য, প্রকৃতিরিত্যপি গম্যতে ॥ ১ । ৪ । ২৪ ॥

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ১ । ৪ । ২৫ ॥ †

প্রকৃতিত্বস্যায়মভ্যুচ্চয়। ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম, যৎকারণং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মৈব কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয়-প্রভবাবাম্নায়েতে "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং

অনাগতেচ্ছাসঙ্কল্পোঽভিধ্যা। এতয়া খলু স্বাতন্ত্র্যলক্ষণেন কর্তৃত্বেন নিমিত্তত্বং দর্শিতম্। বহু স্যামিতি চ স্ববিষয়তয়োপাদানত্বমুক্তম্ ॥ ১ । ৪ । ২৪ ॥

আকাশাদেব ব্রহ্মণ এবেত্যর্থঃ। সাক্ষাদিতি চেতি সূত্রাবয়বমনূদ্য তস্যার্থং ব্যাচষ্টে "আকাশাদেব"ইতি শ্রুতির্ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বমবধারয়ন্তী

এক আত্মাই যে কর্ত্তা ও উপাদান, এতৎ প্রতি অন্য হেতুও আছে। শ্রুতিতে যে, সৃষ্টি-সংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশও ব্রহ্মের উপাদান-কারণতারই বোধক। "ব্রহ্ম কামনা করিলেন, সংকল্প করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব।" "তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব।" এই দুই শ্রুতিতে ব্রহ্মের কর্তৃভাব ও প্রকৃতিভাব উভয়ই কথিত হইয়াছে ॥১।৪।২৪॥

ব্রহ্মই জগৎপ্রকৃতি, জগতের উপাদান, এতৎপ্রতি অন্য হেতু এই যে, শ্রুতি ব্রহ্মকেই উৎপত্তি ও প্রলয়ের সাক্ষাৎকারণ বলিয়াছেন। যথা—"এই সমুদয় ভূত আকাশ (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপন্ন হয়, আবার আকাশেই লয় প্রাপ্ত হয়।" যে যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যাহাতে অস্তমিত হয়, সে তাহার উপাদান। এ তত্ত্ব

---

* অভিধ্যা সৃষ্টিসঙ্কল্পস্তত্তোপদেশাদপি ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্ব-প্রকৃতিত্বে ইতি শেষঃ।

শ্রুতিতে সৃষ্টিসঙ্কল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশের বলেও আত্মার অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা সিদ্ধ হয়।

† চ-শব্দো হেত্বন্তরসমুচ্চিনোতি। অয়মপি ব্রহ্মণ উপাদানত্বে হেতুঃ, যৎ সাক্ষাৎ উপাদানান্তর-অনুপাদায়ৈব উভয়োঃ প্রলয়প্রভবয়োঃ আম্নানং দৃশ্যতে, শ্রুতাবিতি শেষঃ।

শ্রুতি যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ অন্য উপাদানের উল্লেখ না করিয়াই কেবলমাত্র ব্রহ্মকে কারণ বলিয়া তাহা হইতে জগদুৎপত্তির ও প্রলয়ের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও ব্রহ্মের উপাদানকারণতার প্রতি সূচক হেতু।

যন্তি" ইতি। যদ্ধি যস্মাৎ প্রভবতি, যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে, তৎ তস্যোপাদানং প্রসিদ্ধং, যথা ব্রীহি-যবাদীনাং পৃথিবী। সাক্ষাদিতি চোপাদানান্তরানুপাদানং সূচয়ত্যাকাশাদেবেতি। প্রত্যস্তময়শ্চ নোপাদানাদন্যত্র কার্য্যস্য দৃষ্টঃ॥ ১। ৪। ২৫॥

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥ ১। ৪। ২৬*

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম, যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি। আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং, স্বয়মকুরুতেতি কর্ত্তৃত্বম্। কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মাণত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং, পরিণামা-

উপাদানান্তরাভাবং সাক্ষাদেব দর্শয়তীতি সাক্ষাদিতি সূত্রাবয়বেন দর্শিতমিতি যোজনা॥ ১। ৪। ২৫॥

প্রকৃতিগ্রহণমুপলক্ষণং নিমিত্তমিত্যপি দ্রষ্টব্যং, কর্ম্মত্বেনোপাদানত্বাৎ, কর্ত্তৃত্বেন চ তৎপ্রতি নিমিত্তত্বাৎ। "কথং পুনঃ" ইতি। সিদ্ধসাধ্যয়োরেকত্রা-সমবায়ো বিরোধাদিতি। "পরিণামাদিতি ব্রূমঃ" ইতি। পূর্ব্বসিদ্ধস্যাপ্যনির্ব্ব-চনীয়বিকারাত্মনা পরিণামোঽনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ ভেদেনাভিন্ন ইবেতি সিদ্ধস্যাপি

বা এ নিয়ম সর্ব্ববিদিত। যেমন ধান্যাদি-উদ্ভিদের উপাদান পৃথিবী। ব্রহ্ম যে, জগৎসৃষ্টির জন্য অন্য উপাদান গ্রহণ করেন নাই—শ্রুতি তাহা "আকাশাৎ এব" —কেবলমাত্র আকাশ হইতে এইরূপ সাবধারণ বাক্যে বলিয়াছেন। অপিচ, জন্তদ্রব্যের বিনাশ উপাদান-দ্রব্যেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র নহে॥ ১। ৪। ২৫॥

ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি বা উপাদান, এতৎপ্রতি অন্যহেতু এই যে, শ্রুতি ব্রহ্মপ্রকরণে "ব্রহ্ম আপনিই আপনাকে করিলেন—বিশ্বাকারে উৎপাদন করিলেন।" এবম্প্রকার বাক্যে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মত্ব উভয়রূপতাই উপদেশ করিয়াছেন। 'আপনাকে' এতদ্দারা কর্ম্মত্ব (ক্রিয়মানত্ব বা কৃতির বিষয়) এবং 'আপনিই করিলেন' এতদ্দারা কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে। [কথং…প্রতীয়তে] যদি বল, যাহা পূর্ব্বসিদ্ধ সৎ—যাহা আছে—কর্ত্তৃরূপে ব্যবস্থিত আছে—কিরূপে তাহার ক্রিয়মানতা ঘটনা হয়? সম্ভব হয়? (যাহা থাকে না, তাহাই কৃতির বিষয় হয় অর্থাৎ করা হয়, এ নিয়ম সর্ব্ববিদিত)। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে হইবে, এখানে করিলেন অর্থ পরিণত করিলেন। সেই পূর্ব্বসিদ্ধ সৎ (ব্রহ্ম)

* পরিণামাৎ পরিণামঘটকাৎ আত্মকৃতেঃ আত্মসম্বন্ধিনী কৃতিঃ স্বস্যোপাদানত্বঃ কৃতিং প্রতি বিষয়ত্বমাত্রমবত, তস্মাৎ অপি ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিত্বমিতি যোজনা।

ব্রহ্ম আপনাকেই আপনি পরিণামিত করিয়াছেন, এই শ্রৌত অর্থও ব্রহ্মের উপাদানকারণতা ব্যক্ত করিতেছে।

দিতি ক্রমঃ। পূর্ব্বসিদ্ধোঽপি হি সন্নাত্মা বিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণময়ামাসাত্মানমিতি। বিকারাত্মনা চ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিষূপলব্ধঃ। স্বয়মিতি চ বিশেষণাৎ নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে।

পরিণামাদিতি চেৎ পৃথক্‌সূত্রম্, তস্যৈষোঽর্থঃ। ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম, যৎকারণং ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনাঽয়ং পরিণামঃ সামানাধিকরণ্যেনাম্নায়তে, "সচ্চ ত্যচ্চাভবন্নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ" ইত্যাদিনেতি॥ ১। ৪। ২৬॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে॥ ১। ৪। ২৭॥ *

ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম, যৎকারণং ব্রহ্ম যোনিরিত্যপি পঠ্যতে

সাধ্যত্বমিত্যর্থঃ। একবাক্যত্বেন ব্যাখ্যায় পরিণামাদিত্যবাচ্ছস্য ব্যাচষ্টে "পরিণামাদিতি চেৎ" ইতি। সচ্চ ত্যচ্চেতি দ্বে ব্রহ্মণো রূপে। সচ্চ সামান্যবিশেষেণাপরোক্ষতয়া নির্ব্বাচ্যং—পৃথিব্যপ্তেজোলক্ষণম্। ত্যচ্চ পরোক্ষমত এবানির্ব্বাচ্যমিদন্তয়া—বায্বাকাশলক্ষণম্। কথঞ্চ তদ্ব্রহ্মণো রূপং? যদি তস্য ব্রহ্মোপাদানম্। তস্মাৎ পরিণামাৎ ব্রহ্ম ভূতানাং প্রকৃতিরিতি॥ ১। ৪। ২৬॥

পূর্ব্বপক্ষিণোঽনুমানমনুভাষ্যাগমবিরোধেন দূষয়তি "যৎপুনঃ" ইতি। এতদুক্তং ভবতি। ঈশ্বরো জগতো নিমিত্তকারণমেব, ঈক্ষাপূর্ব্বকজগৎকর্তৃত্বাৎ, কুম্ভ-

---

আপনাকে জগদাকারে পরিণত করিলেন। বিকাররূপ পরিণাম মৃত্তিকাদিতেও দৃষ্ট হয়। বিশ্বসৃষ্টির জন্য পৃথক্ নিমিত্ত দ্রব্যের অপেক্ষা ছিল না, তিনি নিজেই নিমিত্ত। এ সিদ্ধান্ত 'স্বয়ং' এই বিশেষণের দ্বারাও লব্ধ হইতেছে।

[পরি……দিনেতি] অথবা 'পরিণামাৎ' এই একটী সূত্র। ইহার অর্থ—যেহেতু শ্রুতি "ব্রহ্মই প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, বাক্যগোচর ও বাক্যের অগোচর সমস্তই হইয়াছেন।" এবম্প্রকার ব্রহ্মাধিকরণে বিকার (পরিণাম) হওয়া উপদেশ করিয়াছেন, সে হেতুতেও তিনি এই বিশ্বের উপাদান॥ ১। ৪।২৬॥

যে হেতু বহুবেদান্তে 'ব্রহ্মই প্রকৃতি, এইরূপ অভিহিত হইয়াছে, সেই হেতু তিনি প্রকৃতি-কারণ। যথা—"তিনি কর্ত্তা, নিয়ন্তা, পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ, যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি।" "ধীরগণ সেই ভূতপ্রকৃতি ব্রহ্মকে ধ্যানযোগে দর্শন করেন।" [যোনি...প্রসিদ্ধম্] যোনি-শব্দের অর্থ প্রকৃতি, ইহা সর্ব্ববিদিত,

---

* হি যস্মাৎ ব্রহ্মৈব যোনিঃ প্রকৃতিরিতি শ্রুতিষু পঠ্যতে, তস্মাদপি কারণাৎ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতিত্বমিতি বোদ্ধব্যম্।

যে হেতু শ্রুতি ব্রহ্মকে বিশ্বযোনি (বিশ্বের উৎপত্তি-স্থান) বলিয়াছেন, সে হেতুতেও তাঁহার উপাদানকারণতা নির্দ্ধারিত হয়।

বেদান্তেষু,—"কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্" ইতি, "যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" ইতি চ। যোনিশব্দশ্চ প্রকৃতিবচনং সমধিগতো লোকে। "পৃথিবী যোনিরোষধিবনস্পতীনাম্" ইতি। স্ত্রীযোনেরপ্যস্ত্যেবাবয়বদ্বারেণ গর্ভং প্রত্যুপাদানকারণত্বম্। ক্বচিৎ স্থানবচনোঽপি যোনিশব্দো দৃষ্টঃ, "যোনিস্তে ইন্দ্র নিষদে অকারি" ইতি। বাক্যশেষাৎ ত্বত্র প্রকৃতিবচনতা পরিগৃহ্যতে, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ" ইত্যেবঞ্জাতীয়কাৎ। তদেবং প্রকৃতিত্বং ব্রহ্মণঃ প্রসিদ্ধম্।

যৎ পুনরিদমুক্তম্—ঈক্ষাপূর্ব্বককর্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষ্বেব কুলালাদিষু লোকে দৃষ্টং, নোপাদানেষ্বিত্যাদি, তৎ প্রত্যুচ্যতে। ন লোকবদিহ ভবিতব্যম্। ন হ্যয়মনুমানগম্যোঽর্থঃ, শব্দগম্যত্বাত্তু

কর্ত্তৃকুলালবৎ। অত্রেশ্বরস্যাসিদ্ধেরাশ্রয়াসিদ্ধো হেতুঃ, পক্ষশ্চাপ্রসিদ্ধবিশেষ্যঃ। যথাহুঃ—নানুপলব্ধে ন্যায়ঃ প্রবর্ত্তত ইতি। আগমাত্তৎসিদ্ধিরিতি চেৎ, হন্ত তর্হি যাদৃশমীশ্বরমাগমো গময়তি, তাদৃশোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। স চ নিমিত্তকারণং চোপাদানকারণঞ্চেশ্বরমবগময়তীতি। বিশেষ্যাশ্রয়গ্রাহ্যাগমবিরোধান্নানুমানমুদেতুমর্হতি, ইতি কুতস্তেন নিমিত্তত্বাবধারণেত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চোপাদানপরিণামাদিভাষা ন বিকারাভিপ্রায়েণ, অপি তু যথা সর্পস্যোপাদানং রজ্জুরেবং ব্রহ্ম জগদুপাদানং দ্রষ্টব্যম্। ন খলু নিত্যস্য নিষ্কলস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মনৈকদেশেন বা পরিণামঃ সম্ভবতি, নিত্যত্বাদনেকদেশত্বাদিত্যুক্তম্। ন চ মৃদঃ শারবাদয়ো ভিন্নাস্তে, ন চাভিন্না ন বা ভিন্নাভিন্নাঃ, কিন্ত্বনির্ব্বচনীয়া এব। যথাহ শ্রুতিঃ "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি। তস্মাদদ্বৈতোপক্রমাদুপসংহারাচ্চ সর্ব্ব এব বেদান্তা ঐকান্তিকাদ্বৈতপরাঃ

"পৃথিবী ওষধি ও বনস্পতিপ্রভৃতির যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান" এ কথা লোকপ্রখ্যাত। স্ত্রীযোনিও অবয়ব দ্বারা গর্ভের উপাদান কারণ। কোন কোন বেদে যোনি শব্দের স্থান-অর্থও দৃষ্ট হয় সত্য ; যথা—"হে ইন্দ্র, আমি তোমার উপবেশনের স্থান প্রস্তুত করিয়াছি।' তথাপি প্রদর্শিত স্থলে বাক্যশেষ ও তাহার তাৎপর্য্য অনুসারে প্রকৃতি অর্থ ই গৃহীত হইবে। এইরূপে লোক ও বেদ উভয়ত্রই ব্রহ্মের প্রকৃতিত্ব দেখা যায়।

[যৎ…পাদানেষ্বিত্যাদি] বলিয়াছিলে, সংকল্পপূর্ব্বক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কর্তৃত্ব নিমিত্ত কারণেই দৃষ্ট হয়, উপাদানে নহে, এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি। শাস্ত্রীয় অর্থ লোক-দৃষ্টানুসারী নহে, অনুমানগম্যও নহে। তাহা কেবল শাস্ত্র-গম্য ;

অস্যার্থস্য যথাশব্দমিহ ভবিতব্যম্। শব্দশ্চেক্ষিতুরীশ্বরস্য প্রকৃতিত্বং প্রতিপাদয়তীত্যবোচাম। পুনশ্চৈতৎ সর্ব্বং বিস্তরেণ প্রতিপাদয়িষ্যামঃ ॥ ১ । ৪ । ২৭ ॥

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১।৪।২৮॥ *

ঈক্ষতের্নাশব্দমিত্যারভ্য প্রধানকারণবাদঃ সূত্রৈরেব পুনঃপুনরাশঙ্ক্য নিরাকৃতঃ। তস্য হি পক্ষস্যোপোদ্বলকানি কানিচিল্লিঙ্গাভাসানি বেদান্তেষ্বাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতি ভান্তীতি। স চ কার্য্যকারণানন্যত্বাভ্যুপগমাৎ প্রত্যাসন্নো বেদান্তবাদস্য, দেবলপ্রভৃতিভিশ্চ কৈশ্চিদ্ধর্ম্মসূত্রকারৈঃ স্বগ্রন্থেষ্বাশ্রিতঃ। তেন তৎ-

---

মস্তঃ সাক্ষাদেব ক্বচিদদ্বৈতমাহুঃ, ক্বচিদ্দ্বৈতনিষেধেন, ক্বচিদ্ব্রহ্মোপাদানত্বেন জগতঃ। এতাবতাপি তাবদ্ভেদো নিষিদ্ধো ভবতি, ন তূপাদানত্বাভিধানমাত্রেণ বিকারগ্রহ আস্থেয়ঃ। ন হি বাক্যৈকদেশস্যার্থোঽস্তীতি ॥ ১ । ৪ । ২৭ ॥

স্যাদেতৎ। মা ভূৎ প্রধানং জগদুপাদানং, তথাপি ন ব্রহ্মোপাদানত্বং সিধ্যতি, পরমাণ্বাদীনামপি তদুপাদানানামুপপ্লবমানত্বাৎ, তেষামপি হি কিঞ্চিদুপোদ্বলকমস্তি

সুতরাং শাস্ত্রে শাস্ত্রানুরূপ অর্থ ই গ্রাহ্য। শাস্ত্র সেই ঈক্ষিতা পুরুষকে প্রকৃতি-কারণ বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি প্রকৃতি কারণ। এ কথা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে এবং পরেও ইহা বিস্তৃতরূপে বলা হইবে ॥ ১ । ৪ । ২৭ ॥

সূত্রকার ব্যাস প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ সূত্রের পর হইতে এ পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ আশঙ্কা উত্থাপনপূর্ব্বক সাংখ্যের প্রধানবাদের প্রতিষেধ করিয়াছেন। প্রতিষেধ (খণ্ডন) করিবার কারণ এই যে, বেদান্তের মধ্যে এমন অনেক ভ্রামক কথা আছে, —যাহা দেখিলে অসংস্কৃতবুদ্ধি লোকের আপাত-জ্ঞানে (বিচারবর্জ্জিত জ্ঞানে) সে সকল কথা সাংখ্যীয় প্রধানবাদের পোষক বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। সাংখ্যবাদেও কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে, তজ্জন্য তাহা বেদান্তবাদের অতি সন্নিহিত। অতি সন্নিহিত বলিয়াই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, দেবলাদিকৃত ধর্ম্মগ্রন্থেও অবৈদিক সাংখ্যবাদ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা প্রতীত হয়। সেই কারণে সূত্রকার ব্যাসদেব সাংখ্যীয় প্রধানবাদ নিষেধার্থ অত্যন্ত যত্ন করিয়াছেন। প্রধানবাদ নিষেধার্থ যত যত্ন করিয়াছেন, পরমাণুবাদ প্রভৃতির নিষেধার্থ তত যত্ন করেন নাই সত্য, কিন্তু তাহাও নিরাকার্য্য। সে সকল পক্ষও ব্রহ্মকারণবাদের

---

* এতেন প্রধানকারণবাদনিষেধন্যায়কলাপেন সর্ব্বে অণ্বাদিকারণবাদাঃ প্রতিষিদ্ধতয়া-ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ। বীপ্সাধ্যায়সমাপ্তিদ্যোতনার্থা।

এ পর্য্যন্ত যে সকল যুক্তির দ্বারা প্রধানকারণবাদ নিরাকৃত করা হইল, সেই সকল যুক্তিতেই পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতিও নিরাকৃত হইয়াছে; ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে।

প্রতিষেধ এব যত্নোঽতীব কৃতঃ, নাণ্বাদিকারণবাদপ্রতিষেধে। তেঽপি তু ব্রহ্মকারণবাদপক্ষস্য প্রতিপক্ষত্বাৎ প্রতিষেদ্ধব্যাঃ, তেষামপ্যুপোদ্বলকং বৈদিকং কিঞ্চিল্লিঙ্গমাপাতেন মন্দমতীন্ প্রতিভায়াদিতি। অতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েনাতিদিশতি,—এতেন প্রধানকারণবাদপ্রতিষেধন্যায়কলাপেন সর্ব্বেঽণ্বাদিকারণবাদা অপি প্রতিষিদ্ধতয়া ব্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ, তেষামপি প্রধানবদশব্দত্বাচ্ছব্দবিরোধিত্বাচ্চেতি। ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতা ইতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ॥ ১ । ৪ । ২৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমদ্গোবিন্দ-
ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীশঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ
প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥ ১ । ৪ ॥
প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

বৈদিকং লিঙ্গমিত্যাশঙ্কামপনেতুমাহ সূত্রকারঃ। নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতং সূত্রম্॥ ১ । ৪ । ২৮ ॥

প্রতিজ্ঞালক্ষণং লক্ষ্যমাণে পদসমন্বয়ঃ।
বৈদিকঃ স চ তত্রৈব নান্যত্রেত্যত্র সাধিতম্॥

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং
প্রথমস্যাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ।
সম্পূর্ণশ্চ প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

(বেদান্তবাদের) প্রতিকূল; সুতরাং নিরাকার্য্য অর্থাৎ খণ্ডনীয়। সে সকল মত মন্দমতি পুরুষের ভ্রম-গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকায়, সে সকল মতও অবশ্য খণ্ডনীয়, এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার ব্যাসদেব প্রধান মল্ল-নিপাত দৃষ্টান্তে অতিদেশবাক্য বলিতেছেন—যে সকল যুক্তিসমূহের দ্বারা প্রধানবাদ নিরাকৃত হইল—সেই সকলের দ্বারাই অন্যান্য সমুদায় বাদও (পরমাণুবাদ প্রভৃতিও) নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। পরমাণুবাদ প্রভৃতিও প্রধানবাদের ন্যায় অবৈদিক ও বেদবিরুদ্ধ। 'ব্যাখ্যাত' শব্দের দ্বিরুক্তি অধ্যায়-সমাপ্তির বোধক ॥ ১ । ৪ । ২৮ ॥

প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদ সমাপ্ত ॥ ১ । ৪ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রথমাধ্যায়ে—

	সূত্র	অধিকরণ
১ম পাদে ...	৩১ ...	১১।
২য় পাদে ...	৩২ ...	৭।
৩য় পাদে ...	৪৩ ...	১৩।
৪র্থ পাদে ...	২৮ ...	৮।

[illegible] by N. C. Mazumdar, at the B. P. M.'s Press,
[illegible] B. Jhamapooker Lane, Calcutta, 1951.